শ্রীকৃষ্ণের মনটি যখন ভক্তশিরোমণি শ্রীরাধার ভাবে সম্পূর্ণ ছন্ন হইয়াছে, তখন আর এই ভাবও নাই—তখন মহাভাবস্বরূপিণীর ভাবে পাগলপারা— সর্ব্বত্র নিজসম্পত্তি ব্রজপ্রেম বিতরণ-লীলা এবং সেই প্রেমোত্থ দৈন্যপরাকাষ্ঠা। "প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু (মহাপ্রভু) চরণ বন্দন। প্রকাশানন্দ আসি' তাঁর ধরিল চরণ॥ প্রভু কহে—তুমি জগদ্‌গুরু পূজ্যতম। আমি, তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥ তেঁহো (প্রকাশানন্দ) কহে—'তোমার পূর্ব্বে নিন্দা অপরাধ যে করিল। তোমার চরণ স্পর্শে সব ক্ষয় হৈল'॥ তখন 'প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু আমি ক্ষুদ্র জীব হীন'।"১০৩ একমাত্র পরতত্ত্বসীমা ছন্নাবতারীতেই এইরূপ বিরুদ্ধভাবদ্বয়ের অচিন্ত্য যুগপৎ সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। এই অদ্ভুত ও অচিন্ত্য বিরুদ্ধভাব পরতত্ত্বসীমাকে আরও অধিকভাবে রসময়ী ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরপরিকরের দৈন্য-লীলা

অণুচৈতন্য জীবে যে দৈন্য দৃষ্ট হয়, তাহা কিছু অদ্ভুত বা অসাধারণ নহে। চিৎকণ জীব যদি নিজের অণুত্ব—ক্ষুদ্রতমত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহা স্বস্বরূপের যথার্থ অনুভব মাত্র, এতদতিরিক্ত কিছু নহে, তাহা অনুভব না করাই নিন্দনীয়। কিন্তু সর্ব্বকারণকারণ যিনি, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরও কারণ যিনি, ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় যিনি, সেই পরতত্ত্বসীমা যদি তৃণাদপি সুনীচতা—দীনতার সীমা প্রকট করেন, তাহা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অচিন্ত্য। একমাত্র ভক্তভাবাশ্রিত পরতত্ত্বসীমা শ্রীচৈতন্য ব্যতীত এই ভাবটি অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপে প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য ইহা অদ্ভুত ও অচিন্ত্য।

আবার, পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার পদানত হইয়াছেন, 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্‌' বলিয়া যাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়াছেন—দাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধারাণীর সখীত্ব প্রাপ্তির উপযোগী সর্ব্ববিধ গুণরাশির নিত্যসিদ্ধ আশ্রয়স্থান হইয়াও যাঁহারা শ্রীরাধার সখীত্বের পরিবর্ত্তে দাসীত্ব—মঞ্জরীত্ব প্রার্থনা করেন 'সখ্যায়

---

১০৩ চৈ চ ২।২৫।৬৯-৭৬।

তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং, দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ॥' ১০৪
সেই শ্রীরূপমঞ্জরী-শ্রীরতিমঞ্জরী (শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ) প্রমুখ পরিকরগণের 'তৃণাদপি সুনীচতা' আরও অদ্ভুত, অচিন্ত্য ও অতুলনীয়। অতুলনীয় হইবার কারণ, সেই শ্রীগৌরপরিকরগণ অকৃপণ হইয়া তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবপর্য্যন্তে সেই মঞ্জরী-ভাব-রূপ 'তৃণাদপি সুনীচতার' সীমায় লোভ সঞ্চার করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীগৌর-পরিকরগণই এইরূপ নির্ম্মৎসর ও নিঃসীম করুণ হইয়া জীবজগৎকে পরতত্ত্বসীমার পরমদান অমায়ায় বিতরণ করেন।

শ্রীগৌরপরিকরগণের স্বরূপসিদ্ধ দৈন্য

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি শ্রীগৌর-পরিকরগণের দৈন্য মৌখিক উক্তি মাত্র নহে, তাহা প্রেম-পরিপাকোত্থ অকৃত্রিম ভাববিশেষ—তাহা ব্রজপ্রেমেরই বিলাস। প্রথিতনামা আচার্য্যগণে কখনও কখনও শ্রেষ্ঠ বর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রমের অভিমান, বৈরাগ্য-গৌরবাদি প্রখ্যাপনের নিদর্শন পাওয়া যায়। কাশীবাসী মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের আচার্য্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী আপনাকে 'সরস্বতী' এই উচ্চ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করিতেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (যিনি 'ভারতী'সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন) উক্ত সরস্বতীকে বলিয়াছিলেন—'আমি হই **হীন সম্প্রদায়**। আপনাদের সহিত একাসনে বসিবার অনুপযুক্ত। আপনাদের পদধৌতির স্থানই আমার যোগ্য আসন।

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীমণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-পরিকর শ্রীশ্রীরূপসনাতনও সর্ব্বত্রই 'নীচ জাতি' বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। কার্য্যতঃও তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে কোন দিন প্রবেশ করেন নাই। এমন কি, শ্রীজগন্নাথের অর্চ্চকগণের সহিত দৈবাৎ স্পর্শ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রীসনাতন সিংহদ্বারের শীতল পথ পরিত্যাগ করিয়া তপ্তবালুকা-পথে মধ্যাহ্নকালে পদতলে ফোস্কা-পীড়ার ক্লেশ-স্বীকার করিয়াও যমেশ্বর-টোটায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আহ্বানে গিয়াছেন। সর্ব্বোত্তম স্বপরিকরগণের দৈন্যে

---

১০৪ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদকৃত শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি ১৬।

স্বয়ং ভগবানের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপসনাতনকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—'দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন'॥ ১০৫ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন'॥ ১০৬ শ্রীমুরারিগুপ্তকে বলিয়াছেন,—"তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥ ১০৭

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ! ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্॥ ১০৮

হে গোপীজনবল্লভ! আমার প্রেম নাই, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-সাধনও নাই, ধ্যান-ধারণাদি বৈষ্ণব-যোগ প্রভৃতি কিছুই নাই; ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচারাদিরূপ শুভকর্ম্ম, তাহার যোগ্যতাভূত যে উত্তম জাতি, তাহাও আমার নাই। সুতরাং তোমার সেবাপ্রাপ্তির কোন যোগ্যতাই আমার নাই, তোমার সেবাপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল নিজের সুখের জন্য। সেই সুখলাভের আশায়ই আমি তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশী; আমার এই আশা অচ্ছেদ্যমূলা। এই স্বসুখবাঞ্ছার মূল কিছুতেই ছিন্ন হইতেছে না। এইরূপ আশাই আমাকে নিরন্তর ক্লেশ দিতেছে। কিন্তু তুমি 'হীনার্থাধিক-সাধক'। স্বসুখবাঞ্ছামূলক এই যে হীন (নিকৃষ্ট) অর্থ (প্রয়োজন বা অভিলাষ), তদপেক্ষা অধিক সাধক (স্বসুখানুসন্ধান-প্রবৃত্তি ঘুচাইয়া তোমার সুখ-তাৎপর্য্যপরা যে প্রীতিময়ী বাসনা—এইরূপ অপ্রত্যাশিত সমধিক বস্তু-প্রদানে সমর্থ) যে তুমি, সেই তোমাতেই এই আশা আমি পোষণ করিতেছি। তাৎপর্য্য হইতেছে, আমার চিত্তের হীন স্বসুখ-বাসনা তুমি অবশ্যই কৃপা-পূর্ব্বক ঘুচাইয়া দিয়া

---

১০৫ চৈ চ ২।১।২০৮; ১০৬ ঐ ২।৩।১৯৬; ১০৭ ঐ ২।১১।১৫৭; ১০৮ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-১।৩।৩৫ ও চৈ চ ২।২৩।২৭ ধৃত শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রভুপাদের বাক্য।

তোমার সুখানুসন্ধানময়ী বাসনার উদয় করাইবে। 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥ [১০৯]

ভাবাঙ্কুরের এই যে বিরক্তি-মানশূন্যতা-আশাবন্ধাদি অনুভাব, তাহা পূর্ণতম মাত্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে এই সকল নিত্যসিদ্ধ গৌর-পরিকরে দৃষ্ট হয়। তাই তাঁহাদের অভিমানশূন্যতা, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি প্রভৃতি গুণ স্বরূপসিদ্ধ ও অতুলনীয়।

পরমহংসগণের আচার্য্যবৃন্দেরও অর্চ্চনীয় পাদপদ্ম হইয়াও তাঁহারা কখনও আচার্য্য বা গুরুর অভিমান করেন নাই। শ্রীরূপ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথমে আপনাকে বরাকরূপ (=নীচ, জঘন্য, দীন, শোচনীয় রূপ) বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর স্বতঃসিদ্ধ দৈন্য,—'জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ। মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়'[১১০]॥ অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের, 'অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি' ইত্যাদি স্বভাব-সিদ্ধ দৈন্যোক্তি শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেমেরই বিলাসবিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে 'অমানী মানদঃ' (ভা ১১।১১।৩১) শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ **সাধকের** বিশেষণ বলিয়া জানাইয়াছেন, কিন্তু সেই শরণাগত সাধক হইতে নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-প্রেমিক-পরিকরগণের অমানিত্ব ও মানদত্বের পরম বৈশিষ্ট্য আছে ; কারণ তাহা সাক্ষাৎ ব্রজপ্রেমের লক্ষণ।

শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপরিকরগণের কথা আর কি ? তাঁহাদের দাসানুদাসত্বপদপ্রার্থী ব্যক্তিগণেরও কখনও ব্রাহ্মণাদি-পদ বা কৌলিন্যাদির গৌরবে গর্ব্বিত হইবার কোন স্পৃহা-লেশাদি উদিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান'॥[১১১] শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দৃষ্ট হয়, গোপকুমার মহর্লোকে

১০৯ চৈ চ ২।২৩।২৫ ; ১১০ ঐ ১।৫।২০৫, ২০৬ ; ১১১ ঐ ৩।৪।৬৮।

উপস্থিত হইলে তল্লোকবাসী ভৃগুপ্রমুখ ভক্তিপর মহর্ষিগণ উক্ত গোপকুমারকে শীঘ্র বিপ্রত্ব স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপকুমার তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। 'জপে চ সদ্‌গুরূদ্দিষ্টে মান্দ্যং স্যাদদৃষ্টসংফলে'[১১২]—'ব্রাহ্মণত্বে দাস্যানুপপত্তেঃ ব্রাহ্মণানামেষাং সম্যক্‌ সেবা ন স্যাৎ; বৈশ্যত্বে চ বৈষ্ণবানামেষাং যজ্ঞেশ্বরস্য চ সেবয়ামীভ্যোঽপি মম সুখমধিকং স্যাদিতি॥'[১১৩]—বিপ্রত্ব লাভ করিলে সেবাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। কারণ ব্রাহ্মণত্বে দাস্যভাবের অভাব। এজন্য তদ্দ্বারা সম্যগ্‌রূপে সেবা হয় না, পক্ষান্তরে এই বৈশ্যদেহ দাস্যভাবের অনুকূল। তদ্দ্বারা বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের সেবা করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলে সদ্‌গুরুদেব যে **গোপালমন্ত্র** উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহার জপেও শিথিলতা উপস্থিত হইবে। ব্রহ্মগায়ত্রী প্রভৃতি অপেক্ষা গোপালমন্ত্র বা কামগায়ত্রী অতুলনীয়রূপে পরমসিদ্ধিপ্রদ। এজন্য যাঁহারা ব্রজের নিত্যপরিকর, সেই সকল গৌরপরিকরের দাসানুদাসত্বকাঙ্ক্ষীর নিকট ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণাধিকারোচিত সন্ন্যাসাদি-ধর্ম্মের গৌরব হইতেও গোপিকাশিরোমণি শ্রীরাধার গণের দাসীত্ব অতুলনীয়রূপে শ্লাঘ্য, আকাঙ্ক্ষণীয় ও গৌরবসীমার আদর্শ। ব্রজের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীব্রজলীলায় গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।[১১৪] শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্যেই তাঁহাদের ভাবানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসেবা লাভ করেন।[১১৫]

নিত্যসিদ্ধ হইয়াও সাধকোচিত আচরণের করুণা-প্রকাশ

যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিকরগণে এইরূপ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার দাস্যপরাকাষ্ঠাময়ী নিত্যসিদ্ধা দীনতা অবস্থিত, তাঁহাদের কোনরূপ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগৌরব বা প্রতিষ্ঠার কামনা হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের চরিত্রের আরও চমৎকারিতা এই যে, তাঁহারা শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের নিত্যসিদ্ধ লীলা-

---

১১২ বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।৫৭ ; ১১৩ ঐ ২।২।৫৬ টীকা ;

১১৪ সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।২৩।২৩; ১১৫ ভা ১০।৮৭।২৩ ও চৈ চ ২।৮।২২৪-২২৫।

পরিকর হইলেও সাধক জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাধকোচিত সাধনসমূহ স্ব-স্ব-আদর্শে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীগোপালভট্ট-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবর্গ তাঁহাদের রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস-শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-শ্রীসন্দর্ভাদি-গ্রন্থে সাধকের জন্য যে সকল সাধনভক্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকাশিত চরিত্র সেই সকল আদর্শের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। গুরুপদাশ্রয়-লীলা হইতে চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের কোন অঙ্গই তাঁহাদের আচরণে অপ্রকাশিত থাকে নাই। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরুগণের গুরুপাদপদ্ম হইয়াও অবিচ্ছিন্ন আম্নায়পরম্পরাগত শ্রীমহান্ত-গুরু হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বহুশিষ্যকরণ[১১৬] শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা উপজীবিকা, মঠাদি-স্থাপন, প্রাণি-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগপ্রদান এবং সেবানামাপরাধ বর্জ্জনের যে সকল নিষেধমূলক উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রাদি হইতে তাঁহারা ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের আচরণে পূর্ণভাবে প্রকট করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠভক্ত্যঙ্গপঞ্চকের অনুশীলনময় আচরণ এবং সর্ব্বক্ষণ একান্তনামপরায়ণতা স্ব-স্ব চরিত্রে স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথদাস ও ভট্টগোস্বামিদ্বয় এবং অন্যান্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দপরিকরও বিশেষ অধিকারী স্বল্প সংখ্যক মন্ত্রশিষ্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তির আদর্শ হইতে চ্যুত মন্ত্রশিষ্যকে বর্জ্জন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ দুর্গমসঙ্গমনীতে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণমূলে বলিয়াছেন, 'শিষ্যান্নৈবানুবধ্নীয়াদিত্যাদিকো যদ্যপি সন্ন্যাসধর্ম্মস্তথাপি নিবৃত্তানামপ্যন্যেষাং **ভক্তানামুপযুজ্যত** ইতি ভাবঃ।'[১১৭]—শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রলোভনাদি-কৌশল-দ্বারা শিষ্য সংগ্রহ করিবে না, বহুবিধ (বিরুদ্ধ) শাস্ত্র অভ্যাস করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না এবং মঠাদি নির্ম্মাণ করিবে না, ইত্যাদি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইলেও সংসার হইতে নিবৃত্ত ভক্তগণের পক্ষেও বিহিত (শ্রীজীবপাদ)। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্যবর শ্রীমুকুন্দগোস্বামী এই স্থানে আরও বলিয়াছেন—'তদনুসরণে লাভ-প্রতিষ্ঠাদিনা সাধকস্য সাধনশৈথিল্যপ্রাপ্তেঃ,

১১৬ ভ র সি পূর্ব্ব, সাধনভক্তি ১।২।১১৩; ১১৭ ঐ দুর্গম টীকা।

শিষ্যকরণন্তু জাতরতীনামেব বিহিতত্বাচ্চ।'[১১৮] —ভক্তিসাধক কোন শিষ্যাদি গ্রহণ করিলে, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা তাঁহার সাধনের শিথিলতা ঘটে। শিষ্যকরণ কিন্তু একমাত্র জাতরতি ভাগবতগণের পক্ষেই বিহিত।

তর্কপ্রচুর বিচারে মনে হইতে পারে যখন সাধনভক্তিপ্রসঙ্গে 'বহু শিষ্য না করিব'[১১৯] ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উক্তি আছে, তখন সাধকগণও স্বল্প পরিমিত শিষ্য করিবার অধিকারী। বস্তুতঃ সাধনভক্তিপ্রকরণের এই উক্তি বিল্বমঙ্গলাদির ন্যায় জাতরতি সাধকের পক্ষেই প্রযুজ্য হইতে পারে, অজাতরতি সাধকের পক্ষে নহে। শ্রীরূপপাদ বলেন,—'**উৎপন্নরতয়ঃ** সম্যঙ্‌ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। **কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ** পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'[১২০]—যাঁহাদের কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা সম্যক্‌ প্রকারে নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারেন নাই এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্য তাঁহারাই সাধক। শ্রীবিল্বমঙ্গলের তুল্য ব্যক্তিগণ 'সাধক' বলিয়া কথিত হ'ন। শ্রীবিল্বমঙ্গলাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠাযুক্ত ব্যক্তিগণই ভক্তি-রাজ্যের সাধক। পরমকারুণিক নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপরিকর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লোকশিক্ষাকল্পে আপনাকে সেইরূপ সাধকশ্রেণী হইতেও নিম্নাধিকারী অভিমানে অতি দৈন্যভরে কোন মন্ত্রশিষ্যই করেন নাই।[১২১] শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয় প্রথমে শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের নিকটই কৃপালাভের জন্য গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান না করিয়া শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করান। এইরূপ সমুজ্জ্বল আদর্শ একমাত্র শ্রীগৌরপরিকরেই দৃষ্ট হয়। শ্রীলোকনাথগোস্বামিপাদ শ্রীল নরোত্তমের ঐকান্তিক আর্ত্তিতে একমাত্র সেই একটি মন্ত্রশিষ্যই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, তাঁহার

---

১১৮ শ্রীমুকুন্দদাস-কৃত ভ র সি-টীকা ১।২।১১৩; ১১৯ চৈ চ ২।২২।১১৫;

১২০ ভ র সি ২।১।২৭৬, ২৭৯; ১২১ শ্রীকৃষ্ণদাসনামা ব্রাহ্মণো গৌড়ীয়ঃ শ্রীমজ্জীব-বিদ্যা-ধ্যয়নে শিষ্যঃ, ন তু মন্ত্রশিষ্যঃ, তেষাং শিষ্যকরণাৎ। শিষ্যাকরণে প্রবৃত্তিশ্চেত্তর্হি শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদীনাং শিষ্যত্বং শ্রীজীবেন কথমত্যাজি? (শ্রীসাধনদীপিকা ৯ম কক্ষা উপসংহার)

সুহৃদ্ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু যে বহু শিষ্য করিয়াছেন, তাহার কারণ হইতেছে শ্রীশ্রীগৌরনিতাইসীতানাথের 'শক্ত্যাবেশাবতার' বলিয়াই তাঁহারা সাক্ষাৎ শ্রীগৌরপরিকরগণের আদেশে তাহা করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—'স্ব-সম্প্রদায়বৃদ্ধ্যর্থমনধিকারিণোঽপি ন গৃহ্লীয়াৎ'[১২২]—নিজ সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্য অনধিকারী ব্যক্তিকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন না। শ্রীনরোত্তমাদি অনধিকারী শিষ্য বা মঠ-মন্দিরাদি ব্যাপারের আরম্ভ করেন নাই। শ্রীষড়্গোস্বামিপাদগণের কেহই কখনও মঠাদি-ব্যাপার প্রকাশ করেন নাই। সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা স্বয়ম্ভূ-শ্রীবিগ্রহ পুনঃস্থাপন, লুপ্ত-তীর্থাদির পুনরুদ্ধারাদি সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমাকৃষ্ট শ্রীমদনগোপাল, শ্রীগোবিন্দ তাঁহাদিগকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন দান করিয়া উপযাচক হইয়া সাক্ষাৎ সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বপ্রণোদিত হইয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই বা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের ন্যায় শিষ্যাদি-সহ তত্তৎমন্দিরাদিতে মঠাধীশরূপে বাস করেন নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীরূপসনাতন—'অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে, এক এক রাত্রি শয়ন॥ বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী। শুষ্ক রুটি চানা চিবায়, ভোগ পরিহরি॥ করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া বহির্ব্বাস। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন উল্লাস॥ অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন—চারিদণ্ড শয়নে। নামসঙ্কীর্ত্তনে সেহো নহে কোন দিনে॥ কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন॥[১২৩] শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপাদের সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন,—'সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তনস্মরণে। আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড সেহো নহে কোনদিনে॥ বৈরাগ্যের কথা, তার অদ্ভুত কথন। আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥ ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনু না পরে বসন। সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥ প্রাণরক্ষা-লাগি যেবা করেন ভক্ষণ। তাঁহা খাঞা আপনারে কহে নির্ব্বেদ'বচন॥'[১২৪]

১২২ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা ১।২।১১৩

১২৩ চৈ চ ২।১৯।১২৭—১৩১ : ১২৪ ঐ ৩।৬।৩১০—৩১৩।

শ্রীগৌর ও তৎপরিকরবর্গের আদর্শ

ভক্তভাবাঙ্গীকারী স্বয়ং-ভগবান শ্রীগৌরহরি ভাগবত-জীবনের আদর্শ ও স্বসম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রচারকল্পে অতি দৈন্যভরে শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট হইতে একটি অতি সামান্য ক্ষুদ্র ভজনস্থান এবং নিজপ্রিয় শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্যও ঐরূপ একটি নির্জ্জন স্থান ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর ভ্রূভঙ্গীমাত্রে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্তে প্রদত্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-পীঠের বা শ্রীস্বরূপদামোদরপাদের সমাধির উপর আকাশচুম্বী স্বর্ণমণ্ডিত মন্দির বা মর্ম্মর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারিতেন। শ্রীপাদ রামানন্দরায়-প্রমুখ ধনশালী শ্রীগৌরপরিকরগণও সেরূপ প্রচেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সেইরূপ মঠাদি ব্যাপারের উদ্যোগ করেন নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য শ্রীবুদ্ধদেবের অনুকরণে মঠাদির প্রবর্ত্তন করেন।[১২৫] শ্রীপাদ রামানুজ শ্রীমধ্বাদি বৈষ্ণবসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক অন্যান্য আচার্য্যগণও ন্যূনাধিক মঠাদি ব্যাপারের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-জীবন শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ কোনদিন ঐরূপ শ্রীমদ্ভাগবতনিষিদ্ধ ব্যাপারের অনুবর্ত্তন করেন নাই। ষড়্-গোস্বামীর কোনও মঠ নাই, শ্রীস্বরূপদামোদর-শ্রীভূগর্ভ-শ্রীলোকনাথ-শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-শ্রীজীব-শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-শ্রীনরোত্তমঠাকুর-মহাশয়-শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-পাদ পর্য্যন্ত কোনও বিরক্ত গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যই মঠাদি ব্যাপারের প্রয়াস করেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি শ্রীজীবপাদ একজনও মন্ত্রশিষ্য বা মঠাদি স্থাপন না করিলেও তাঁহার দ্বারাই মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা বিশ্বে সমধিক প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, শ্রীবিগ্রহস্থাপন, শ্রীমন্দিরাদি-নির্ম্মাণ, জীর্ণমন্দির সংস্কারাদি কার্য্য বা অন্যান্য যে

---

১২৫ 'মঠের সংস্থাপক বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের অনুকরণে শঙ্কর মঠ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।' ('সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী'—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী ১২ পৃঃ, কাশী গোবিন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫১ বঙ্গাব্দ)।

সকল ধন-জন-সাধ্য অর্চ্চনের বিধান শ্রীহরিভক্তিবিলাসে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কেবল সজ্জন ধনবান গৃহস্থগণের জন্য অর্থাৎ সম্পত্তিমান্ সদ্-গৃহস্থগণ যাহাতে বিত্তশাঠ্য না করিয়া ভগবদর্চ্চনে দেহ-গেহ-পরিজন অর্থাদি নিয়োগের দ্বারা ক্রমমঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য। কিন্তু তাহা সংসারত্যাগিগণের জন্য বিহিত হয় নাই। নিবৃত্তিমার্গীয় ভক্তিযাজকগণ যদি মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যত্নবান হয়েন, তবে তাহাতে প্রতিষ্ঠার স্পর্শ হইবার সম্ভাবনা। প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠা সদৃশ। সমস্ত ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করা যায় না, যাহাতে কখনও ঘৃণা বা তুচ্ছবুদ্ধির উদয় হয় না, যাহা নিখিল অনর্থের মূল, সেই প্রতিষ্ঠাজনক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই মঙ্গলজনক। বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া স্নান করা অপেক্ষা উহার স্পর্শ না করার যত্নই উত্তম।[১২৬]

শ্রীরূপপাদ শ্রীপদ্মপুরাণের প্রমাণ হইতে বলিয়াছেন, ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহার লেশও থাকিলে ভক্তি 'রসতা' লাভ করিতে পারে না।[১২৭] 'ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥' মহাপ্রভু স্বয়ং 'ন ধনং ন জনং' ইত্যাদি শ্লোকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন এবং শ্রীরূপ-পাদ বলিয়াছেন, 'ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা'॥[১২৮] ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ঐ স্থানে ভক্তি-শৈথিল্য বশতঃ উত্তমতার হানি হয়। " 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যা'দিগ্রহণেন শৈথিল্যস্যাপি গ্রহণাদিতি ভাবঃ" [১২৯] (শ্রীজীব)। জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, এই বাক্যের 'আদি' শব্দে শিথিলতাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীগৌরপরিকরগণ নিত্যসিদ্ধ হইয়াও স্বীয় আচরণের দ্বারা (কেবল উপদেশের দ্বারা নহে) এই আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন।

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলন, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদির দ্বারা জীবিকা-সংগ্রহ ও

---

১২৬ হ ভ বি ২০।৩৬৬-৩৭০ ; ১২৭ ভ র সি ১।২।২২ ধৃত পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৩৬ অধ্যায়োক্ত (ভক্তিবিনোদ-সং) শ্লোক ; ১২৮ ঐ ১।২।২৫৯ ; ১২৯ ঐ দুর্গমসঙ্গমনী।

মঠাদি ব্যাপারের প্রয়াস শ্রীরূপপাদ শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১৩।৮) প্রমাণ-উল্লেখে সর্ব্বতো-ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। ভক্তিদ্বারা জীবিকা ও প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জনকারীকে নিষ্কাম বা শুদ্ধভক্ত বলা যাইবে না। 'ঐহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা জীবিকা-প্রাতিষ্ঠাদ্যু-পার্জ্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্ **বিষ্ণুং** যো **নোপজীবতি**' ইতি গারুড়ে **শুদ্ধ-ভক্তলক্ষণাৎ**।'[১৩০] শ্রীমদ্ভাগবতেও (৭।৯।৪৬) ইহা উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় শ্রীবিদুরকে বলিতেছেন,—'শ্রাবয়েৎ শ্রদ্দধানানাং তীর্থ-পাদপ্রিয়াশ্রয়ঃ। **নেচ্ছংস্তত্রাত্মনাত্মানং সন্তুষ্ট ইতি সিধ্যতি** ॥' (ভা ৪।১২।৫০)—শ্রীভগবানের প্রিয় বৈষ্ণবের চরণাশ্রিত ব্যক্তি অন্য অভিলাষ না করিয়া অর্থাৎ বেতনরূপে কোন দ্রব্যই গ্রহণ না করিয়া শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদিগকে পুরাণ-কথা শ্রবণ করাইবেন। কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ না করিবার কারণ হইতেছে, সেই বক্তা নিজের প্রতি নিজেই সন্তুষ্ট। 'আমি যে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেছি তাহা ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেছেন', ইহাই আমার বেতন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, এইজন্যই **সিদ্ধিলাভ** করেন। 'নেচ্ছন্ **তদ্বেতনং কিমপি দ্রব্যং ন প্রতি-গৃহ্নন্** তত্র হেতুঃ আত্মানং প্রতি আত্মনৈব সন্তুষ্টঃ তত্র শ্রাবণে মৎকথ্যমানাং কৃষ্ণকথাং ভক্তঃ **শ্রদ্ধয়া শৃণোতীত্যেতদেব মম বেতনমিতি** মন্যমানঃ ইত্যত এব **সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি**।[১৩১]

শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। নীলাচলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীরূপের সভায় 'পিকস্বর-কণ্ঠে' নানা রাগরাগিণীতে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীগোবিন্দের সেবাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীহরিদাস গোস্বামিপাদের উদ্যোগে শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের সভায় প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা হইত। বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, কাঞ্চন-পল্লীতে শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্তিপাদ এবং প্রত্যেক শ্রীগৌর-পরিকরই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু সেই শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে কেহই উপজীবিকা-

১৩০ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬৮ অনু; ১৩১ সারার্থদর্শিনী ৪।১২।৫০।

রূপে গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। পরমার্থ-শাস্ত্র-ব্যাখ্যা বা ভগবৎ-সঙ্গীতাদি-চর্চ্চা দ্বারা কেবল অর্থোপার্জ্জন নহে, প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের চেষ্টাও শুদ্ধ ভক্তির প্রতিকূল ; জনরঞ্জন, আত্মসম্মান, যশঃ বা মঠ-মন্দিরাদি-নির্ম্মাণের দ্বারা বিষয়সংগ্রহও হরিকথা-কীর্ত্তনের বেতনস্বরূপ হইলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়—ইহা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় (১১।৫২৭) প্রদর্শন করিয়াছেন।

মঠাদি-ব্যাপার ও সাম্প্রদায়িক আচার্য্যবর্গ

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য তৎকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে (৭।১৩।৮) শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা উপজীবিকাকে নিষেধ করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু মঠাদি ব্যাপারের নিষেধ তথায় দৃষ্ট হয় না। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ভাবার্থ-দীপিকায় (৭।১৩।৮) শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'আরম্ভান্' শব্দের **'মঠাদি-ব্যাপারান্'** তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়াচার্য্যগণ কেহ (শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীবীররাঘবাচার্য্য) **'গৃহাদ্যারম্ভান্'**, কেহ (শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীবিজয়ধ্বজ) 'নিষিদ্ধান্ **কৃষ্যাদীন্**.' কেহ (শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ী শ্রীশুকদেব) **'জীবিকাব্যাপারান্'** ইত্যাদি তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।১১৩), শ্রীজীবপাদ দুর্গম-সঙ্গমনীতে (ঐ), শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে (৭।১৩।৮) মঠাদি-ব্যাপারের অনুবর্ত্তন নিবৃত্তিমার্গীয় ভক্তগণের পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-পরিকরগণ অকৈতব ভাগবতধর্ম্ম ব্যাখ্যার মধ্যে কোনও প্রকার অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় বা বিপ্রলিপ্সা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ ও নির্ম্মৎসর মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবৎপরিকরগণের আচরণের মধ্যে কোনও অনবস্থতার অভাব, দুর্ব্বলতা বা মতবাদাগ্রহ না থাকায় একমাত্র তাঁহারাই নিরপেক্ষ পরমসত্য নির্ভীকভাবে প্রচারে সমর্থ।

বৈদিক সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে শ্রীজীবাদি আচার্য্যবৃন্দ

মঠাদি-ব্যাপারের ন্যায় বৈদিক একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসাদিও শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের আদর্শে গৃহীত হয় নাই। কারণ, সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম্মপ্রয়োজনক

নহে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—'ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুঃ'[১৩২], —'যতেরাশ্রমো ন ধর্ম্মপ্রয়োজনকঃ, অতস্তদা লিঙ্গাদিভিঃ প্রয়োজনাভাবাৎ'।[১৩৩] অতএব সন্ন্যাসের চিহ্নধারণ অনিবার্য্য নহে। উহা কেবল লোক-সংগ্রহার্থ বাহ্য বেষ মাত্র। যদি কেহ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ইতিহাস পাওয়া যায়, সুতরাং ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বীর আচরণীয়। কিন্তু ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতির ফলশ্রুতিতেই (ভাঃ ১১।২৩।৬০) উক্ত হইয়াছে, 'এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ'—'এতাবান্ মনোনিগ্রহপর্য্যন্ত এব।' শ্রীস্বামিপাদ ও চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গাথাটি কেবল তিরস্কার সহ্য করিবার আদর্শ। মনের নিগ্রহ পর্য্যন্তই উক্ত গাথা শ্রবণের সার্থকতা। শ্রীজীবপাদ বলেন,—ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর বেষ তাঁহার পক্ষে উপদ্রবই হইয়াছিল—'সোপদ্রবৈব জাতা।' তাহা পরমাত্মনিষ্ঠা—মুকুন্দ (মুক্তি-ধিক্কারী প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণের)-সেবা বা শুদ্ধা ভক্তি নহে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণকালে স্বয়ং শ্রীবরদরাজের উক্তি—'মোক্ষপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্' (প্রপন্নামৃত ১০।৬৭)—মুক্তিকামিগণের পক্ষে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস মোক্ষোপায়।

উড়ুপীতে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য যখন বলিয়াছিলেন,—**বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ**। এই হয় কৃষ্ণভক্তের **শ্রেষ্ঠ-সাধন**॥ **পঞ্চবিধ মুক্তি** পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। **সাধ্যশ্রেষ্ঠ** হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥' (চৈ চ ২।৯।২৫৬—২৫৭), তখন মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'শাস্ত্রে কহে—**শ্রবণ-কীর্ত্তন**। **কৃষ্ণপ্রেম**সেবা **ফলের পরম সাধন**॥ **কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে**।' (চৈ চ ২।৯।২৫৮—২৬৩)। শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে মুক্তিই মহাপুরুষার্থ—'মোক্ষো হি মহাপুরুষার্থঃ' (শ্রীমধ্ব-কৃত গীতাভাষ্য ২।২৪)। বৃহন্নারদীয়পুরাণেও (৩৮।১৫-১৬) কলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপরিহার্য্য ব্যাভিচারের কথা বর্ণন এবং সন্ন্যাসাদিধর্ম্ম নিষেধ করিয়া শ্রীনারদ সর্ব্বকলিবাধাপহারক একমুখ্য ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন—'হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।'

---

১৩২ ভা ৭।১৩।৯; ১৩৩ ঐ সারার্থদর্শিনী।

কাশীবাসী শ্রীচৈতন্যকৃপালব্ধ সন্ন্যাসিগণও স্বীকার করিয়াছেন,—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি। **কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি**॥ হরের্নাম শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান। সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥' (চৈ চ ২।২৫। ২৮-২৯) শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ—শাস্ত্রপ্রমাণমূলে কলিকালে স্বভাবতঃই কলুষচিত্ত বর্ণাশ্রমীর আয়ুর ব্যর্থতা ও বর্ণাশ্রমের অবশ্যম্ভাবী ব্যভিচারের কথা জানাইয়াছেন।[১৩৪] শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।১৭।৩৮) 'গৃহং বনং বোপবিশেৎ' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে ভগবদ্ভক্তের কোন আশ্রম-নিয়ম বা আশ্রমসমূহের ক্রমবিপর্য্যয়ে দোষ প্রসঙ্গ নাই। ইহা শ্রীগোস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েরই উক্ত শ্লোকের টীকায় প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'ভগবদ্ভক্তস্য ব্যুৎক্রমেণাশ্রমিতয়া অনাশ্রমিতয়া বা স্থিতৌ ন কোঽপি দোষঃ।' এমন কি, ভক্তিপ্রতিকূল সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের আদর্শ দৃষ্টান্ত শ্রীমহাভারতে (শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মপর্ব্বে ১১।২ শ্লোকে) শ্রীঅর্জ্জুনের উক্তি ও সমর্থনে দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌর-পরিকর **শ্রীরঘুনাথপুরীর** পূর্ব্বের **'পুরী' সন্ন্যাস নামাদি ত্যাগ** করিয়া **'আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ'** নামে খ্যাতির কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১১।৪২) ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে (৩।৫।৭৪৬) উক্ত হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ তোষণীতে (১০।৮০।৩০, ১০।৮৪।৩৮) ও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে (১০।৮০।৩০) ভক্তিপ্রতিকূল আশ্রম ত্যাগের ও অনুকূল আশ্রম গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মে আশ্রমাহঙ্কারবৃদ্ধিকারক সন্ন্যাসের অপ্রয়োজনীয়তা সাধক জীবের জন্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং স্বীয় সন্ন্যাস-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্যও প্রকাশ করিয়াছেন। "বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে **সন্ন্যাসে। প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে**॥ অহঙ্কার-ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে। বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥' "প্রভু বলে

---

১৩৪ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্—'কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতীনি চ। ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং, ন তু মচ্ছরণার্থিনাম্॥' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৯৯ অনুচ্ছেদ-ধৃত)।

—শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। 'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥ **কৃষ্ণের বিরহে মুঞিঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইলুঁ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া"॥**[১৩৫]

শ্রীগৌরলীলাসঙ্গিগণের সন্ন্যাসাশ্রম

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিগণের মধ্যে যে 'পুরী' (শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী ইত্যাদি), 'ভারতী' (শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী ইত্যাদি), 'সরস্বতী' (শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি), 'তীর্থ' (শ্রীনৃসিংহ তীর্থ) ইত্যাদি সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই ঐরূপ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পরিকরগণ কেহই একদণ্ড বা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। শ্রীস্বরূপদামোদরপাদ ব্রজলীলায় শ্রীললিতাসখী। তিনি শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরের ভাবে বিলাসবান শ্রীগৌরের দিব্যোন্মাদরূপ সন্ন্যাসলীলা-দর্শনে পাগলপারা হইয়া যূথেশ্বরীর ভাবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা চতুর্থাশ্রম-স্বীকার নহে। শ্রীকবিকর্ণপূর বলিয়াছেন, শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের অনুরাগে সন্ন্যাসকে তুচ্ছই করিয়াছিলেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-পাদাব্জ-পরাগ-**রাগতস্তুচ্ছীচকার**'[১৩৬]—'উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে॥ **সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র ত্যাগরূপ। 'যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল স্বরূপ'**॥[১৩৭] তাঁহার সন্ন্যাস দিব্যোন্মাদবিশেষ, (কৃষ্ণের বিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাহির হইলু শিখাসূত্র মুড়াইয়া) শিখা-সূত্র যাহা বর্ণাশ্রমের অভিমানমূলক চিহ্ন তাহাই ত্যাগ করিলেন এবং নির্ব্বাণোপনিষৎকথিত 'ব্রহ্মাবলোকযোগপট্টঃ' অর্থাৎ নির্ব্বাণকামী সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের উপকরণ যে যোগপট্ট, তাহা অস্বীকার করিলেন। যোগপট্ট গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে সন্ন্যাসীই বলা যায় না। কার্য্যতঃও তাঁহার সন্ন্যাসনাম হয় নাই, 'স্বরূপ' এই ব্রহ্মচারীর নামটিই হইল। অতএব, শ্রীস্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আনুষ্ঠানিক দিক হইতেও বলা যায় না। অতএব কি অনুষ্ঠানে, কি নামে, কি স্বরূপে কোন ভাবেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই।

---

১৩৫ চৈ ভা ৩।৩।২৩, ২৬, ৬৬-৬৭ ;

১৩৬ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮।১১ ; ১৩৭ চৈ চ ২।১০।১০৭-৮।

মহাপ্রভুর 'দ্বিতীয় স্বরূপ' শ্রীস্বরূপদামোদর কেবল মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের অনুসরণ করিয়াছেন ; ইহাই শ্রীকবিরাজের উক্তির ব্যঞ্জনা।

শ্রীপ্রবোধানন্দ পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরস্বতীপাদ ব্রজলীলায় তুঙ্গবিদ্যাসখী (গৌ গ ১৬৩) ও শ্রীললিতাদির ন্যায়ই যূথেশ্বরী। সখীগণ শ্রীরাধার ভাবে বিলাসবতী হইলেও দাসী অভিমানিনী মঞ্জরীগণ (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি বা শ্রীরূপানুগ-সম্পদায়-মাত্রই) শ্রীরাধার ভাবের অনুকরণ করেন না। এ জন্য 'স্বরূপের রঘু' বা 'প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো গোপালভট্টঃ' প্রত্যেকেই শ্রীগৌরপরিকর ও পরম বিরক্ত হইয়াও স্ব-স্ব গুরুদেবের ঐরূপ সন্ন্যাসের অনুবর্ত্তন করেন নাই। শ্রীরূপানুগজনমাত্রেই সেই আদর্শ বরণ করিয়াছেন। 'শ্রীরাধার-প্রেম-রূপ' চির-বিরক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদ শ্রীগৌরাদেশে শ্রীক্ষেত্রবাস ও শ্রীগোপীনাথের সেবারূপ নির্লিঙ্গ সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাও সাম্প্রদায়িক একদণ্ড বা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস কোনটীই নহে। সাধারণতঃ শঙ্করসম্প্রদায়েরই একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের নামের সহিত 'আনন্দ' শব্দের সংযোগ এবং 'সরস্বতী' 'তীর্থ', 'আশ্রম', 'ভারতী' ইত্যাদি পদবী দৃষ্ট হয়। রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের নামের সহিত ঐরূপ 'আনন্দ'শব্দের সংযোগ বা 'সরস্বতী', 'পুরী' ইতাদি সন্ন্যাস-নাম দৃষ্ট হয় না। অতএব শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী 'ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী' নহেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্যান্য সন্ন্যাসিপরিকরগণের মধ্যেও যাঁহারা লীলাকালে মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহই শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা শঙ্কর-সম্প্রদায়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট হইতে কিশোর-গোপালমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মধুররসে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত 'বল্লভদিগ্বিজয়ের' মতে শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্রযতির নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'পূর্ণানন্দ' সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য্য তৎকৃত 'সন্ন্যাস-নির্ণয়ে' (১, ৭,৮, ১৬,২১, ২২) কৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে অন্য সন্ন্যাস কলিকালে সর্ব্বথা নিষেধ

করিয়া ব্রজগোপীগণের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণবিরহানুভবার্থ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। **'বিরহানুভবার্থং তু পরিত্যাগঃ প্রশস্যতে**। কৌণ্ডিণ্যো গোপিকাঃ প্রোক্তা গুরবঃ সাধনং চ তৎ ॥ **সন্ন্যাসবরণং ভক্তাবন্যথা পতিতো ভবেৎ**।' অতএব সংস্কৃত-বল্লভদিগ্‌বিজয়-কথিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের অন্তিমকালে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ; কারণ বহু পূর্ব্বেই পুরীপাদের তিরোধান হয়।

প্রায়শঃ অন্যান্য বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধকমাত্রেই আশ্রমাদির কোন না কোন প্রকার শাস্ত্রীয় ও স্বকল্পিত চিহ্নাদি ধারণ করেন। দ্বিজ ব্রহ্মচারীর কাষায়, মাঞ্জিষ্ঠ ও হারিদ্র বস্ত্র ধারণাদি; বানপ্রস্থের নখ-শ্মশ্রু-ধারণাদি; সন্ন্যাসীর মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কাষায় বস্ত্র বা ত্রিদণ্ড ধারণাদি; কোন কোন সম্প্রদায়ে ভস্মলেপন, জটাজূট, কাষ্ঠকৌপীন ধারণাদি কোনটিই শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ স্বীকার করেন নাই। এমন কি, শ্রীচৈতন্যদেব গুরুস্থানীয় শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর চর্ম্মাম্বর পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। হুসেন সাহের কারাগৃহ হইতে পলায়িত শ্রীসনাতনের দরবেশী ছদ্মবেশ (গুম্ফশ্মশ্রু) প্রভৃতি পরিত্যাগ করাইয়া নিষ্কিঞ্চনের বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। মুমুক্ষু-সম্প্রদায়ের কোনরূপ আচার ও চিহ্নাদি শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ অনুবর্ত্তন করেন নাই। শিখাধারণ, তুলসী-মালাধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, ভগবন্নামাক্ষর ধারণাদি ভক্তিসদাচারসমূহ হরিতোষণপর শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ বলিয়াই কর্ম্মজ্ঞানাঙ্গলিঙ্গের ন্যায় কখনও কোন অবস্থাতেই শুদ্ধভক্তিযাজী শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ পরিত্যাগ করেন না। জ্ঞানী সন্ন্যাসী সূত্রের ন্যায় শিখাও ত্যাগ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মন্ত্রদীক্ষা-প্রভাবে যে স্ত্রী-শূদ্রাদির ('সর্ব্বেষামেব') দ্বিজত্ব বা বিপ্রতা লাভের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও লৌকিক জন্মগত দ্বিজ বা বিপ্রের ন্যায় সূত্র ধারণের বিধি ও সদাচার নাই। তাহা শ্রীজীবপাদ সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছেন[১৩৮]। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রভাবে যে 'নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা' [১৩৯] ইত্যাদি উক্তি শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের টীকায় দৃষ্ট হয়, তাহা উপনয়ন-সংস্কারে লক্ষিত 'বিপ্রতা'

১৩৮ দুর্গমসঙ্গমনী ১।১।২১; ১৩৯ হ ভ বি-টীকা ২।১২।

নহে। তাহা হইতেছে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের—সকল নরজাতির—স্ত্রীশূদ্রাদি সকলেরই শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনে অধিকার, গোপালতাপনী প্রভৃতি শ্রুতিপাঠে অধিকারের সূচক—'বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বম্' (যাজ্ঞবল্ক্য), শ্রীজীবপাদ 'বিপ্রতা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'পরমবিদ্যাপ্রবীণতা,' পরমা বিদ্যা ভক্তিতে নিপুণতাই বিপ্রতা (সংক্ষেপতোষণী ১০।১৬।২)। 'উপনয়ন' বিপ্রত্বের চিহ্ন নহে, তাহা ত্রিবিধ দ্বিজের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের) বাহ্যচিহ্ন হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে 'বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি' * ও শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (২।১৬ 'সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ' ইত্যাদি উক্তিতে কেবল উপবীত-লিঙ্গের দ্বারা দ্বিজত্ব বা বিপ্রত্ব খ্যাপন কলিকালোচিত নিন্দিত আচাররূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের কথিত 'বিপ্রতা' (নৃণাং **সর্ব্বেষামেব** দ্বিজত্বং **বিপ্রতা**') শব্দকে উপনয়ন-সংস্কার-লক্ষণ-তাৎপর্য্যে গ্রহণ করিলে স্ত্রীজাতিরও উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ স্বীকার করিতে হয়। কারণ. **স্ত্রীজাতি মনুষ্যজাতির বহির্ভূত নহে**। বস্তুতঃ শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ 'বিপ্রতা' শব্দের দ্বারা স্ত্রীশূদ্রাদি সকল মনুষ্যেরই শ্রীশালগ্রামাত্মক বিষ্ণুসেবায় অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণুরারাধনাদিষু।'[১৪০] 'এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ **স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ** পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥'[১৪১] 'ভগবতঃ পরৈরিতি যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥'[১৪২] "ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি **বিপ্রসাম্যং** সিদ্ধমেব ; তথা চ তত্র—**'যথা কাঞ্চনতাং যাতি'** ইত্যাদি। এতচ্চ প্রাগ্‌দীক্ষা-মাহাত্ম্যে লিখিতমেব"।[১৪৩] অতএব দীক্ষাপ্রভাবে স্ত্রীশূদ্রাদি সকলেরই বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়। 'সাম্য' শব্দের দ্বারা সাযুজ্য নহে ; তদ্দ্বারা জাতি-বিপ্রের ন্যায় স্ত্রীশূদ্রাদির বৈদিক যজ্ঞাদিতে অধিকার বা উপনয়ন-সংস্কার লাভ হয় না। অথচ তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ মহার্চ্চন-যজ্ঞে অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামশিলার অর্চ্চনে অধিকার,

---

* ভা ১২।২।৩ ; ১৪০ হ ভ বি ১।১৯৭ ; ১৪১ ঐ ৫।৪৫০ ; ১৪২ ঐ টীকা ;
১৪৩ ঐ ৫।৪৫১-৪৫৫ দিগ্দর্শিনী টীকা।

গোপালতাপনী-শ্রুতিপাঠে অধিকার এবং দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপজ্ঞান ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান বিশেষ—স্ব-স্ব নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের পরিচয় লাভ হয়। অপর পক্ষে, অনুপনীত লৌকিক ব্রাহ্মণবটুর ও ব্রাহ্মণীর যজ্ঞাদিকর্ম্মে অধিকার লাভ হয় না।[১৪৪]

মুমুক্ষু-সম্প্রদায় ও ভাগবতরসিক-সম্প্রদায়

যাঁহারা মুক্তিকামী তাঁহারা বেদ বা বেদান্তাদি-পাঠে অধিকার লাভের জন্য ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমকে পরমাদর করেন। শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে ও তৎসম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্বসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও সন্ন্যাসাদি আশ্রম মোক্ষলাভের অনুকূল বলিয়া বহুমানিত হয়। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মধ্বসম্প্রদায়ের মতবিশেষ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, **'ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ'**।[১৪৫] কিন্তু শ্রীগৌরপরিকর শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ধর্ম্ম-ব্যাধেরও শ্রীশালগ্রাম-শিলার পূজায় অধিকার-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।[১৪৬] শ্রীগৌরপরিকরগণ ব্রজগোপীর কৈঙ্কর্য্যকেই পুরুষার্থসীমা বলিয়া জানিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের উত্তম বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান নাই। তাঁহারা মঞ্জরীভাবাঢ্য শ্রীগৌরহরির পদাঙ্কানুসরণে সকলেই শ্রীগোপীজনবল্লভের দাসানুদাস অভিমান করিয়াছেন। শ্রীগৌরপরিকরগণের মধ্যে দেখা যায়, ব্রাহ্মণকুল-শিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ যবনকুলে অবতীর্ণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে 'কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ'[১৪৭] কুল ও জাতির অপেক্ষা-রহিত শ্রীহরিদাস তোমাকে নমস্কার করি—এই বলিয়া প্রণাম করিতেছেন। আর শ্রীহরিদাস ঠাকুরও পাছে শ্রীভট্টাচার্য্য পদধারণপূর্ব্বক চরণধূলি গ্রহণ করেন—এই ভয়ে দূরে সরিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতেছেন,—'হরিদাসো দূরেঽপসর্পন্ স-সাধ্বসং প্রণমতি'।[১৪৮]

---

১৪৪ পূর্ব্বমীমাংসা ৬।১।২৪; ১৪৫ তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা ২৮ অনু, ১১৩ পৃষ্ঠা নিত্যস্বরূপ-সং; ১৪৬ দিগ্‌দর্শিনী টীকা ৫।৪৫৫; ১৪৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ১০।৪; ১৪৮ ঐ।

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবৎপ্রিয় উত্তম মহাভাগবতের লক্ষণে বলিয়াছেন,—'ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ'।[১৪৯] সৎকুলে জন্ম, জপ-ধ্যানাদিকর্ম্ম, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি জাতি-নিবন্ধন এই দেহে যাঁহার অহংভাব উৎপন্ন হয় না, তিনিই শ্রীহরির প্রিয় অর্থাৎ ভাগবতোত্তম।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীহবিঃযোগীন্দ্রপাদ ভাগতোত্তমের যে সকল লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষ শ্লোকে সমস্ত মহাভাগবত-লক্ষণের সার যে একমাত্র শ্রীহরিনামপরায়ণতার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বশীকৃততার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌর-পরিকরগণে পূর্ণতম মাত্রায় নিত্যসিদ্ধভাবে বিরাজমান।

চতুর্ব্বর্গরূপ কৈতবের কামনালেশও হৃদয়ে থাকিলে চিত্তে কোন না কোন আকারে অন্যাভিলাষ ও কপটতা প্রবেশ করিবেই। তথায় মাৎসর্য্য (পরশ্রী-কাতরতা) ও বিপ্রলিপ্সা (লোকবঞ্চনেচ্ছা) রূপ দুইটি অনর্থের উদয় অবশ্যম্ভাবী। ব্রজপ্রেমে অভিষিক্ত নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপরিকরগণ বিশ্বজীবকে প্রেম বিতরণ করিবার জন্যই অবতীর্ণ। সুতরাং তাঁহারা নিত্যসিদ্ধভাবেই নির্ম্মৎসর, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চন ও নিরুপাধিক কৃপাময়।

কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির অবতরণের পূর্ব্বে স্মৃত্তিধর বিরাগ বলিতেছেন,—

'দৃষ্টং সর্ব্বমিদং মনোবচনয়োরুদ্দেশ্য-তচ্চেষ্টয়ো-
বৈজাত্যৈক-বিসংষ্ঠুলং কলিমলশ্রেণীকৃত-গ্লানিতঃ।
কৃষ্ণং কীর্ত্তয়তস্ততাস্তু ভজতঃ সাশ্রূন্ সরোমোদ্গমান্
বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমান্ বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্॥[১৫০]

কৈতবসঙ্কুল চতুর্ব্বর্গের আরাধনাতৎপরতার অনেক প্রকার অলৌকিক নাট্য কলিরাজের কৃপায় দেখা গিয়াছে। এখন কলিযুগপাবনাবতারীর সেই সকল পরিকর,

১৪৯ ভা ১১।২।৫১; ১৫০ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২।১১।

যাঁহাদের বাহির ও ভিতর সমান, তাঁহাদের কবে দর্শন পাইব? যাঁহাদের মুখে কৃষ্ণনাম, নয়নে বিগলিত অশ্রুধারা, গাত্রে রোমাঞ্চ এবং অন্তরও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন-তৎপর—কৃষ্ণপ্রেমে যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত।

শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তগণের কোন বাহ্যলিঙ্গের প্রয়োজনীরতা স্বীকার করেন নাই। কারণ বহির্ম্মুখ জগতে অধিকাংশ-স্থলেই ঐ সকল উদরভরণের কৌশলমাত্রেই পরিণত হয়,—'নানাকারা জঠরপিঠরাবর্ত্তপূর্ত্তি-প্রকারাঃ'।[১৫১]

শ্রীগৌরপরিকরগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামপরায়ণ, অকপট, নির্ম্মৎসর, বাহ্যবেশভূষা-রহিত, অকিঞ্চন, দীনাতিদীন, গোপীভাব-রস-সাগর-লহরীকল্লোলে নিমগ্ন। তাঁহাদের হৃদয়ে ও মুখে সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভাত্মক হাহাকার।—ইহা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপাদ তৎকৃত ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকে বর্ণন করিয়াছেন :—

'কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥

* * * *

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোলমগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥[১৫২]

শ্রীকৃষ্ণ নামের উচ্চ কীর্ত্তন, গান ও তাহাতে প্রেমানন্দে নৃত্যপরায়ণ, কৃষ্ণপ্রেমামৃত-সমুদ্রের নিধিস্বরূপ, পণ্ডিত ও মূর্খ উভয় প্রকার জনের প্রিয় ও প্রিয়কারী, পরশ্রী-কাতরতাহীন, সর্ব্বত্র পূজিত, শ্রীচৈতন্যকৃপার গৌরবস্বরূপ, পৃথিবীর ভার বিনাশের

১৫১ চৈ চন্দ্রোদয় ২।৯ ; ১৫২ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুবিরচিত শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্ ১,৪ শ্লোক।

জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ (কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া নহে), সেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীশ্রীরঘুনাথদ্বয় ও শ্রীশ্রীজীব-শ্রীগোপালপ্রভুদ্বয়কে (শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুদ্বয়কে) বন্দনা করি।

যাঁহারা অশেষ রাষ্ট্রপতির পদসমূহকে তুচ্ছজ্ঞানে নিমেষে পরিত্যাগ করিয়া করুণাবশতঃ দীনজনগণের নায়ক হইয়া সর্ব্বদা কৌপীন ও কন্থাশ্রয় করিয়াছেন, যাঁহারা গোপীভাবরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গ-মহাতরঙ্গে নিরন্তর নিমগ্ন, সেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীশ্রীরঘুনাথদ্বয় ও শ্রীশ্রীজীবগোপালপ্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।

শ্রীগৌরপরিকরবর্গের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাশাবর্জ্জন

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নায়ক ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ অধিকাংশস্থলেই ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্যাদি নির্ম্মাতৃরূপে বিভিন্ন উপাধি স্বীকার করিয়াছেন। যেমন শ্রীবুদ্ধদেবের উপাধি ছিল **'সর্ব্বজ্ঞ'**; শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বৌদ্ধমতবাদ-দলনকারিরূপে সেই 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধিতে মণ্ডিত হয়েন। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য কেরল দেশীয় পণ্ডিতগণের বিজয়ী হইয়া **'সর্ব্বজ্ঞ যতি'** উপাধিলাভ করেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের **'ভাষ্যকার'** উপাধি পরবর্ত্তিকালীয় সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণেরও অনুকরণীয় হইয়াছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্য সারদাপীঠে 'ভাষ্যকার' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচর পরিকরগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ ও শিক্ষানুসারে কোনরূপ আত্মস্তবকে সহ্য করেন নাই। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর (যিনি ব্রজলীলার 'শ্রীস্তোক-কৃষ্ণ' নামে খ্যাত) তৎ-সঙ্কলিত 'শ্রীহরিভক্তিতত্ত্ব-সার-সংগ্রহে' শ্রীমদ্ভাগবতের [১৫৩] শ্রীপৃথুচরিতের আদর্শ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,— **'ভগবদ্ভক্ত আত্মস্তবনমপি ন সহতে'**—ভগবদ্ভক্ত আত্মপ্রশংসাও সহ্য করেন না। সার্ব্বভৌম সম্রাট শক্ত্যাবেশাবতার পৃথুমহারাজ বলিয়াছেন, সর্ব্বদাই স্তবনীয় উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ বর্ত্তমান থাকিতে এবং মহাপুরুষ ভগবানের গুণ-

১৫৩ ভা।৪।১৫।২৩-২৬;

সমূহ নিজে শিরোভূষণ করিতে পারিলে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তি (সদ্‌গুণসমূহ থাকিলেও) **নিজ অনুগত ব্যক্তিগণেরও কৃত স্তব শ্রবণ করেন না।** প্রসিদ্ধ, সমর্থ ও পরমোদার ব্যক্তিগণ নিজ স্তবে লজ্জা বোধ করিয়া উহার নিন্দাই করেন।

শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুর 'দাস' উপপদের দ্বারা আত্মপরিচয় দান করিতেন এবং হৃদয়-বিদারক দৈন্য প্রকাশ করিতেন, ইহা তাঁহার শিষ্য দেবকীনন্দনদাসের পদ হইতে জানা যায়—'ত্রৈাককৃষ্ণ রূপ সুগোপন, **আত্মনাম কৃত দাস'** ইত্যাদি। শিষ্যগণের দ্বারাও তিনি আত্মস্তব সহ্য করিতে পারিতেন না। অধিক কি, সর্ব্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যখন শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তবাত্মক দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু উক্ত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিয়াই পত্রটি চিরতরে বিলুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ছিঁড়িয়া ফেলেন। স্বয়ং ভগবানও ভক্তভাবের লীলায় তাঁহার ভক্তগণের কিরূপ আদর্শ হইবে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলাকালে নিমাই পণ্ডিতরূপেও তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ন নাই, বরং অন্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতই নিমাই পণ্ডিতকে জয় করিবার অহঙ্কার ও আশা লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণের নিকট পরাস্ত হইয়া কোন কোন পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি তত্তদ্‌মতবাদ স্বীকার করিয়াছেন, ইহা জানা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ ভক্তি, বিরক্তি ও প্রেমলাভ একমাত্র সাক্ষাদ্ ভগবানের কৃপা ব্যতীত হইতে পারে না। তাই, 'প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান। সেইক্ষণে বিপ্র-দেহে হইলা অধিষ্ঠান'॥[১৫৪] মাৎসর্য্য-মহীরুহকে সমূলে বিনাশ করিয়া মহাপ্রভু প্রেমরস বিতরণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয়, শ্রীগৌরসুন্দর পরতত্ত্বসীমা। উক্ত দিগ্বিজয়ী তাঁহার আরাধ্যা সরস্বতীর কৃপায় সরস্বতীপতি শ্রীনিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের কৃপা-লাভ 'পরাজয়' নহে, তাহা 'পরম লাভ'। নবদ্বীপের সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে তাঁহারা সকলে মিলিয়া নিমাই পণ্ডিতকে **'বাদিসিংহ'** উপাধি প্রদান করিবেন। কিন্তু মহাপ্রভুর

---

১৫৪ চৈ ভা ১।১৩।১৮৭।

নিজ-জনগণ শ্রীগৌরহরিকে কোন দিন 'বাদিসিংহ' বলিয়া প্রচার করেন নাই। কারণ স্বয়ং ভগবানের যে কোন বিভূতিও ঐরূপ 'পদবী'র অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাম্প্রদায়িক আচার্য্য নহেন যে তাঁহার পক্ষে 'বাদিসিংহ'-উপাধি একটি গৌরবের বস্তু হইবে। তাই, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—'হেন সে তাঁহার অতি মায়ার বড়াই। এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই'।[১৫৫]

শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য্যে 'বাদিসিংহ' 'বাদিকেশরী,' 'বাদিদেব,' 'বাদিবিজয়'; শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য্যে 'বাদিরাজ,' 'বাদীন্দ্র', ইত্যাদি নাম ও উপাধি-গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন এবং তত্তৎ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের অধিকারে ইহা শোভনই হইয়াছে। কিন্তু পরতত্ত্বসীমা যিনি, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার লীলাসঙ্গিগণের নিকট ঐ সকল পদবী বরণীয় নহে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তজনপ্রদত্ত প্রেম-ভক্তিমূলক ও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য পদবী শ্রীগৌরপরিকরগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। যেমন 'প্রেমনিধি' (চৈ ভা ২।৭।১৪৩), 'ভাগবতাচার্য্য' (ঐ ৩।৫।১২০), 'কর্ণপূর' (ভা ৪।২২।২৫), 'কবিরাজ', 'মহাশয়', 'ঠাকুর মহাশয়' ইত্যাদি।

ভক্তভাবাঙ্গীকারী শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার পরিকরগণ মুক্তিকামনা এবং সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠাশাকে যেরূপ সুতীক্ষ্ণ উক্তি দ্বারা ছেদন করিয়াছেন, এরূপ আদর্শ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি?

পারমার্থিকসম্প্রদায়ের মহামনীষী ও আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলেই ধর্ম্মার্থকামকে নিন্দা করিলেও মুমুক্ষাকে নিন্দা করেন নাই। অনেকে কামিনী-কাঞ্চনকে গর্হণ করিলেও প্রতিষ্ঠাশাকে সেরূপ ঘৃণিত দৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যপ্রমুখ আচার্য্যগণ মুমুক্ষার প্রশংসাই করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরপরিকর শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীপদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে মুক্তিকামনাকে ভক্তিরসোদয়ের চরম ব্যাঘাতক বলিয়াছেন। শ্রীকপিলদেব জানাইয়াছেন, ভগবান উপযাচক হইয়া ভক্তকে পঞ্চবিধা মুক্তি দিতে আসিলেও

---

১৫৫ চৈ ভা ১।১৩।২০৪।

ভক্ত তাহা ভক্তিপ্রতিকূল বলিয়া গ্রহণ করেন না।[১৫৬] ধর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম), অর্থ ও কামাদি বাসনার চিকিৎসা হয়; এইসকল বাসনা জীবাত্মার সত্তা গ্রাস করিয়া ফেলে না। কিন্তু মুক্তিরূপা ব্যাঘ্রী সমস্ত আত্মাকেই একেবারে গ্রাস করে। এজন্য শ্রীগৌরপরিকর শ্রীরঘুনাথ মনঃশিক্ষাচ্ছলে বলিয়াছেন, 'কথা **মুক্তি-ব্যাঘ্র্যা** ন শৃণু কিল **সর্ব্বাত্মগিলনীঃ**[১৫৭]। হে মন! সর্ব্বাত্মাকে গ্রাসকারিণী মুক্তি-ব্যাঘ্রীর কথা তুমি শ্রবণ করিও না। সেইরূপ মুক্তির কামনা ত্যাগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভক্ত হইয়াও যাহাকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না, যাহা শতমুখে নিন্দনীয় হইলেও অন্তরে বরণীয়ই হয়, যাহাকে 'পরম অনর্থ' বলিয়া বোধ হয় না, 'অর্থ' (প্রয়োজন) বলিয়াই গৃহীত হয়,—যাহাতে কখনও হেয়বুদ্ধি আসে না, অথচ যাহা সর্ব্ব অনর্থের আকর এবং প্রেমলাভের পক্ষেও যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিকূল, যাহা মুক্তি-ব্যাঘ্রীর ন্যায় এককালে সর্ব্বশরীরকে গ্রাস করিয়া উহার অস্তিত্ব লোপ না করিলেও জীবন্ত রাখিয়াই মোহগ্রস্ত করিয়া রাখে, সেই প্রতিষ্ঠাশাকে প্রেমৈক-জীবন শ্রীগৌরপরিকরগণ পরিহার করিবার জন্য সুতীব্র ভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 'সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বা-নর্থভুবশ্চ তে। কুর্য্যঃ **প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া** যত্নমস্পর্শনে বরম্॥'[১৫৮]—সর্ব্বত্যাগেও যাহা ত্যাগ করা যায় না এবং যাহাতে ঘৃণার সঞ্চার হয় না, যাহা সর্ব্ব অনর্থের আকর, সেই প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাকে ঐকান্তিকগণের পক্ষে স্পর্শ না করিবার যত্ন করাই উচিত। কারণ বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া স্নান করা অপেক্ষা কোনক্রমে স্পর্শ না করাই ভাল। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেন, '**প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী** মে হৃদি নটেৎ কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ। সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥'[১৫৯] প্রেম হইতেছে—পরম নির্ম্মল ও পরম সদ্‌বস্তু। তাহা আমার হৃদয়-স্পর্শ করিবে কেন? তাহাতে যে একটা কুকুর মাংস-ভোজিনী কুলটা নৃত্য করিতেছে। ইহাকে পুনঃপুনঃ তাড়না করিলেও

---

১৫৬ ভা ৩।২৯।১২-১৪; ১৫৭ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ কৃত মনঃশিক্ষা ৪র্থ শ্লোক;
১৫৮ হ ভ বি ২০।৩১০; ১৫৯ শ্রীমনঃশিক্ষা ৭।

হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না; কারণ সে নির্লজ্জা। আর সে নানা নৃত্যকলা-দ্বারা বিমোহিত করিয়া রাখে, কারণ সে বেশ্যা। আর তাহার প্রতি ঘৃণাবুদ্ধি হৃদয়ে জন্মাইতেও দেয় না। বিষ্ঠাভোজী কুকুরের দেহে ঐ কামিনীর (শ্বপচীর) দেহ পুষ্ট। সেই দেহের স্পর্শসুখে মুগ্ধ রাখিয়া বিদ্বানকেও সর্ব্বদা পরম ঘৃণার্হ বস্তুতেও ঘৃণার ভাব আসিতে দেয় না। এখন ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? শ্রীগৌরপরিকর একটি অমোঘ সৎপরামর্শ দিতেছেন—তুমি নিজের শতচেষ্টায়ও এই নির্লজ্জা বেশ্যাকে তাড়াইতে পারিবে না, রাজপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কর। সম্রাট্ স্বয়ং এই বেশ্যা তাড়াইবার কার্য্যে আসিবেন না। তাঁহার (শ্রীভগবানের) প্রিয়তম তোমার সমীপবর্ত্তী কোন সামন্তরাজের (প্রেমাভিষিক্ত গৌরপরিকরের) অথবা রাজপুরুষের (প্রেমী মহাভাগবতের) সর্ব্বদা সেবা কর। তিনি অতুলনীয় সমবেদনাপরায়ণ হইয়া অবিলম্বে সেই প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিবেন এবং নির্ম্মল প্রেমাকে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করাইবেন। প্রতিষ্ঠাশা প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিকূল বলিয়াই কৃষ্ণ-প্রেমমাত্রৈকজীবাতু শ্রীগৌর-পরিকরগণ তাহা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু 'প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥ প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাঞা। কৃষ্ণপ্রেম-সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লইয়া'॥[১৬০] তাই দেখা যায়, অপ্রাকৃত প্রতিষ্ঠার গৌরব গৌরপরিকরের সেবা করিবার জন্য করজোড়ে সর্ব্বক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছেন, বটে, কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহারা দৃক্‌পাতও করেন নাই।

শ্রীলীলা-ব্যাসগণের কবি-যশঃ ও মাৎসর্য্যপর প্রতিষ্ঠাশা

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে' শিক্ষা দিয়াছেন,—"ধন জন নাহি মাগোঁ **কবিতা-সুন্দরী**। শুদ্ধভক্তি দেহ' মোরে কৃষ্ণ! কৃপা করি॥" প্রাচীনকালে কবিযশঃ সর্ব্বযশের উপমানস্বরূপ ছিল। কবি-প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিষ্ঠা। 'নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা। কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র চ দুর্লভা॥[১৬১]

১৬০ চৈ চ ২।৪।১৪৬-১৪৭; ১৬১ অগ্নিপুরাণ ৩৩৭।৩।

শ্রীভগবৎপরিকর-লীলাব্যাসগণ লীলাশক্তি-প্রেরিত অপ্রাকৃত মহাকবি। যথা শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি। 'কর্ণপূর' শব্দটি শ্রীমদ্ভাগবতীয় (৪।২২।২৫) পরিভাষা, ভগবৎপ্রেমেই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, এইরূপ ভক্তগণের কর্ণালঙ্কারস্বরূপ যে হরিগুণ-কীর্ত্তন-রসময় মহাকাব্য বা লীলা তাহারই কবি ইঁহারা। সুরধুনীর ন্যায় হরিলীলা—পতিতপাবনী, বিচিত্রতরঙ্গ-ময়ী; এক এক লীলা-ব্যাসের নিকট তাহা এক এক বিচিত্র আস্বাদনীয়রূপে অনুভূত হয়। এই পরম নিত্য সত্যটী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জগতের ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক-সম্প্রদায় ভ্রমাবর্ত্তে পতিত হয়েন। কোন গবেষক শ্রীনিমাই পণ্ডিত-কর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ি-পরাভব সম্বন্ধে মনে করেন, "মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত (অর্থাৎ তিনি যে সরস্বতী-পতি স্বয়ং ভগবান, ইহা) প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া যে শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে, তাহা সত্য হইলে শ্রীবৃন্দাবন দাস নিজে উহা জানিলেন কিরূপে ? আর নিমাই 'গোপনে দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব চূর্ণ' করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকিলে নদীয়ার সকল লোকই বা তাহা শুনিলেন কিরূপে ? শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতিও তাহা লেখেন নাই কেন ? শ্রীবৃন্দাবনদাসও সেই দিগ্বিজয়ীর নাম কাহারও নিকট শুনিতে পান নাই কেন ? শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনানুসারে দিগ্বিজয়ি-কর্ত্তৃক গঙ্গার মহিমা-বর্ণন-ব্যাখ্যা-কালে মহাপ্রভু দোষ ধরেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় নিমাই পণ্ডিত 'শ্রুতিধর' হইয়া শতশ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোকের আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। ঐ শ্লোকে বিরুদ্ধমতিকারিতাদোষ-ব্যঞ্জক যে উদাহরণটি আছে তাহা শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব 'সাহিত্য-দর্পণে' পাওয়া যায়। অতএব উহা দিগ্বিজয়ীর নাম দিয়া শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের কবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের দ্বারা রচিত হওয়া অসম্ভব নহে" ইত্যাদি।

ইহার উত্তর অতিসংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে—সরস্বতীর বরপুত্র উক্ত দিগ্বিজয়ী শ্রীসরস্বতীর নিকট হইতে মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান, ইহা স্বপ্নযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন। এই রহস্য (অর্থাৎ তাঁহার ভগবত্তা) মহাপ্রভু বহির্ম্মুখজনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ,

শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি অন্তরঙ্গ নিজ-জনের নিকট তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই, বা তাঁহারা তাহা কোনক্রমে জানিতে পারেন নাই—ইহা প্রমাণিত হয় না। শ্রীল বৃন্দাবন শ্রীনিত্যানন্দের নিকট হইতেই শ্রবণ করিয়া গ্রন্থে লিখিয়াছেন—দিগ্বিজয়ীর নিকট হইতে শুনেন নাই। প্রভুত্বকামী প্রতিভাশালী মনুষ্যের ন্যায় প্রতিপক্ষের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনীয়তা নিমাই পণ্ডিতের ছিল না। তিনি অমানী, মানদ; তাই প্রতিষ্ঠাশালী দিগ্বিজয়ী কোনরূপে লজ্জা প্রাপ্ত না হ'ন, মানীর কোন প্রকার মানের লাঘব না হয়—এজন্যই তিনি ডঙ্কা বাজাইয়া বা উপযাচক হইয়া তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েন নাই। মহাপ্রভু পতিতপাবনী গঙ্গার মহিমাবর্ণন-মধ্যেই মাৎসর্য্যের শোধন ও শিক্ষাদান করিয়াছেন। কিন্তু যখন কার্য্যতঃ দ্বিগ্বিজয়ীর পরাভব প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং গঙ্গাতীরে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট উপবিষ্ট ছাত্রগণও তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন পরম্পরায় নদীয়ার সকল লোকই জানিয়া গেল। শ্রীমুরারিগুপ্ত বা শ্রীকবিকর্ণপূর যোগমায়া-লীলাশক্তির প্রেরিত অপ্রাকৃত লীলা-লেখক। যে লীলা-ব্যাসের যে লীলায় আবেশ হইয়াছে, তিনি বা তাঁহারা সেই লীলাই লিখিয়াছেন। একই কৃষ্ণলীলা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, শ্রীহরিবংশে, শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন বৈচিত্রীতে বিভিন্ন লীলাব্যাস আস্বাদন ও বিতরণ করিয়াছেন। কংসরঙ্গাগত সর্ব্বরসকদম্ব পরতত্ত্বসীমা কৃষ্ণকে বিভিন্ন প্রকার ভক্ত বিভিন্ন রূপে দর্শন করিয়াছেন; সেইরূপ গৌরকেও বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন ভাবে দর্শন ও অনুভব করিয়া আস্বাদনানুযায়ী লীলা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পরতত্ত্বসীমারই পরিচায়ক। শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য কবি শ্রীচূড়ামণিদাস-কৃত 'শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থে দ্রাবিড়দেশাগত 'সর্ব্বজিত ভট্ট' নামক দিগ্বিজয়ীর পরাভবের কথা বর্ণিত হইয়াছে।* শ্রীবৃন্দাবনদাস ও শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী উক্ত দিগ্বিজয়ীর নাম জানিলেও তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ মানবধর্ম্মবশতঃই তাহা প্রকাশ করেন নাই, জগতের নিকট মানীর মান লাঘব করা শ্রীগৌর-পরিকরগণের উদ্দেশ্য

* ডক্টর সুকুমার-সেন-সম্পাদিত 'গৌরাঙ্গবিজয়'—শ্রীচূড়ামণিদাস, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নহে ; লোকশিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই উভয় গ্রন্থের বর্ণনানুসারে দিগ্বিজয়ি-কর্তৃক শ্লোকব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেই শ্রীমন্মহাপ্রভু আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে। দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে[১৬২]॥' 'এক শ্লোকের অর্থ কর' নিজ মুখে[১৬৩]।' সুতরাং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে মূল বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কোন পার্থক্য নাই। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীনিমাই পণ্ডিত যে নিজেকে 'শ্রুতিধর' বলিয়াছেন, তাহা যে রহস্যোক্তি এবং সরস্বতী-পতি স্বয়ং ভগবানের পক্ষে 'কবিবর' ও 'শ্রুতিধর' হওয়া একটি অসাধারণ গুণ নহে, তাহাতে তাহারই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

বিরুদ্ধমতিকারিতাদোষের উদাহরণ যাহা বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে' (সপ্তম পরিচ্ছেদে) রহিয়াছে, সেই দোষের কথা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জানিলেও ভগবন্মায়ার তাহা দিগ্‌বিজয়ীর দ্বারাই সঙ্ঘটিত না হইবার কোন অনিবার্য্য কারণ নাই। '**সকল প্রতিভা পলাইল** কোন্‌ স্থানে। **আপনে না বুঝে বিপ্র কি বোলে আপনে**॥ কোন্‌ চিত্র তাহার সম্মোহ প্রভু-স্থানে? বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিত্তমানে' ॥[১৬৪] বস্তুতঃ '**সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল। বিচার সময়ে তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল**'[১৬৫]। কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেবাদি জগদ্বিখ্যাত কবিগণ অলঙ্কারশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইলেও এবং কাব্যের দোষগুণ পূর্ণভাবে জানিলেও তাঁহাদের কবিত্বে দোষের প্রকাশ দৃষ্ট হয়।[১৬৬] সাহিত্য-দর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদেই সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভট্টনারায়ণ (বেণী-সংহার-কার) ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের কাব্য হইতে বিভিন্ন বাক্য উদ্ধার করিয়া তাহাতে বিভিন্ন আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ং ভগবানকে পরাভূত করিবার অহঙ্কারে অহঙ্কারী দিগ্বিজয়ী বা কৃষ্ণকে মোহিত করিবার দুর্বুদ্ধিযুক্ত আদি কবি লোকপিতামহ ব্রহ্মার বুদ্ধিলোপ বা মোহিত হওয়া আর আশ্চর্য্যকর ব্যাপার

---

১৬২ চৈ ভা ১।১৩।৯৩ ; ১৬৩ চৈ চ ১।১৬।৩৯ ; ১৬৪ চৈ ভা ১।৯।২৬ পৃষ্ঠা (শ্রীঅতুল-কৃষ্ণগোস্বামি-সং) ও ১।১৩।৯৮, ১০০ (গৌ-সং) ; ১৬৫ চৈ চ ১।১৬।৯৭ ; ১৬৬ ঐ ১।১৬।১০১

কি ? ইহা স্বয়ং সরস্বতী দেবী কর্তৃকই তাঁহার বরপুত্রের কল্যাণ ও লোকশিক্ষার জন্য সাধিত হইয়াছিল। এই লীলামাধুর্য্যটি মায়াচ্ছন্ন মস্তিষ্ক ধারণা করিতে না পারিলেও ইহার মধ্যে শ্রীগৌরহরির ঔদার্য্যসীমার পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা বিরোধী যে মাৎসর্য্য সেই দোষকেও শ্রীগৌরহরি ক্ষমা করিয়া মৎসরকেও প্রেমিক করেন। দ্বাপরলীলায় তিনি ব্রহ্মার স্তবের কোন উত্তরই প্রদান করেন নাই; কিন্তু এই লীলায় দিগ্বিজয়ীকে বাণীর দ্বারা পরমোপদেশ প্রদান এবং তাঁহার হৃদয়ে সদ্য সদ্য ভক্তি, বিরক্তি ও প্রেম সঞ্চার করিয়াছিলেন—পরম দাম্ভিক দিগ্বিজয়ীকে 'তৃণাদপি সুনীচ' করিয়াছিলেন। আচার্য্যত্বের বৈভব, ঐশ্বর্য্য প্রখ্যাপনকারীকে নিঃসঙ্গ ও নিষ্কিঞ্চন করিয়াছিলেন।[১৬৭]

যে ব্যক্তি কোন কিছু জাল করে, সে ব্যক্তি বিশেষ সতর্ক হইয়াই সেই কার্য্যে অগ্রসর হয়। যে কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চদোষযুক্ত কল্পিত শ্লোক রচনা করিতে সমর্থ (উক্ত গবেষকের মতে), তিনি কেবলবিরুদ্ধমতিকারিত্বদোষের উদাহরণটি প্রাক্-চৈতন্যযুগের 'সাহিত্যদর্পণ' হইতেই বা ধার করিবেন কেন? সাহিত্যদর্পণের পূর্ব্বেও কাব্যপ্রকাশে (সপ্তম উল্লাসে) 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' দোষের দৃষ্টান্তরূপে 'ভবানীপতি' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আচার্য্য মম্মট 'ধন্বুর্ভগবতো **ভবানীপতেঃ**' এবং কবিরাজ বিশ্বনাথ 'ভূতয়েহস্তু **ভবানীশঃ**' উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশকার 'অম্বিকারমণ', 'গলগ্রহ' 'অকার্য্যমিত্র' ইত্যাদি উদাহরণও দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামিপাদ কৃত্রিম শ্লোক রচনা করিয়া থাকিলে তিনি বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ দেখাইবার জন্য অন্য উদাহরণ নিশ্চয়ই কল্পনা করিতে পারিতেন। কাব্য-প্রকাশকার মম্মট ভট্টের ভাগিনেয় প্রসিদ্ধ 'নৈষধচরিত'-কাব্যকার ও গৌতম-ন্যায়মত-খণ্ডন-গ্রন্থ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য'-লেখক শ্রীহর্ষ 'চিন্তামণি'মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্যপ্রতিভাদ্বারা দিগ্‌বিজয়ী হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কাব্যে বহু প্রকার দোষ প্রাচীন টীকাকারগণ, এমন কি অতি আধুনিক স্বধামগত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নৈষধচরিতের টীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা অলঙ্কারাদি

১৬৭ চৈ ভা ১।১৩।১৮৭—১৯১।

স্থাপন করিতে পারে না। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত অচিন্ত্যলীলা আমরা ধারণা করিতে না পারিলেও বা পরিমিত বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তিদ্বারা সমাধান ও সমর্থন করিতে না পরিলেও তাহা বাস্তব সত্য। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, লীলাশক্তিরই ইচ্ছায় একই লীলা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্নরূপে অপ্রাকৃত লীলা-সঙ্গিগণ অস্বাদন ও বর্ণন করেন। কোন এক গবেষক লিখিয়াছেন,—শ্রীনবদ্বীপে যে মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক আম্রবীজ রোপণের সঙ্গে সঙ্গে আম্রবৃক্ষ ও আম্রফল প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন-শ্রান্ত ভক্তগণের মহামহোৎসব অনুষ্ঠানের কথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় দৃষ্ট হয়, তাহা 'ম্যাজিকের মত'; শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় (২।৪।৬-১০) এবং শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের (৬।২৮-৩৩) বর্ণনায় ইহা মায়াদ্বারা রচিত তত্ত্বোপদেশ-মূলক দৃষ্টান্তরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অলৌকিক ঘটনার প্রতি প্রীতিবশতঃই কবিরাজ গোস্বামী ঘটনাকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছেন!

ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, অবশ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার উত্তর দিয়াছেন। স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেবও শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী[১৬৮]।' শ্রীবলদেব বলিলেন, কোন দুর্ঘটঘটনী মায়ার প্রভাবে আমার এই ভাবান্তর ঘটিল। ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহা কি কোন দেবমায়া অথবা নরমায়া, কিম্বা আসুরী মায়া, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই পরমা অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত আমাকেও মোহিত করিতে পারে, এমন আর কোন্ মায়া আছে? শ্রীকৃষ্ণাবতারে যোগমায়া-প্রকটিত বহু লীলার দৃষ্টান্ত আছে—যাহা ইন্দ্রজালের ন্যায় মনে হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার লীলাসঙ্গিগণের নিকট যে মায়ার দ্বারা আম্রবৃক্ষ ও আম্রফলাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সেই দুর্ঘটঘটনী নিরনুসন্ধানপ্রেমবর্দ্ধিনী অচিন্ত্যকৃষ্ণশক্তি। পরিকরগণের নিকট প্রভুর 'ঈশ্বরে কর্ম্মফলার্পণের' উপদেশ

---

১৬৮ ভা ১০।১৩।৩৭।

নিষ্প্রয়োজন, যাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে সর্ব্বক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরহরির সাক্ষাৎসেবা করিতেছেন, সেই সকল পরিকরের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মফলার্পণের উপদেশ করেন নাই। শুদ্ধভক্তের পক্ষে উহার যথাযোগ্যস্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বয়ং উডুপীতে তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে বলিয়াছেন এবং শ্রীরামানন্দ-সংবাদেও তাহা জানাইয়াছেন। শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ ও শ্রীকবিকর্ণপূর সাধারণ বহির্ম্মুখ জীবের জন্য মহাপ্রভুর ঐ লীলাতে তাত্ত্বিক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, আর শ্রীরূপ-রঘুনাথের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সেই লীলার বাস্তব অন্তরঙ্গ স্বরূপটি অপ্রাকৃত রসিক-ভক্তগণের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত লীলা-ব্যাসগণেরই তাৎপর্য্য—একই; অনুভব ও আস্বাদন-বৈচিত্র্যে লীলারসের পরিবেষণ-বৈচিত্রী প্রকাশিত হয়। কেহ বহিরঙ্গ ব্যক্তিগণের জন্য, কেহ বা অন্তরঙ্গরসিকভক্তের জন্য লীলা বর্ণন করেন।

পরতত্ত্বসীমায় লৌকিক ও অলৌকিক লীলার যুগপৎ সমন্বয় রহিয়াছে—ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর-লীলায় সম্প্রকাশিত। যাদুকর মাটীতে টাকা পুঁতিয়া সঙ্গে সঙ্গে গাছে টাকা ফলাইতে পারে এবং তাহার বন্ধুবান্ধবকেও তাহা দান করে, কিন্তু তদ্দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা কাহারও বাস্তব অভাব যায় না। কারণ সেই যাদুকর স্বয়ং অর্থের ভিখারী হইয়াই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন। নরলীল মহাপ্রভু অপ্রাকৃত যাদুকর—যোগমায়ার অধীশ্বর। তাই তিনি যাদুকরের ন্যায়ই সদ্য সদ্য গাছে আম্রফল ফলাইয়া সঙ্কীর্ত্তনরাসশ্রান্ত স্বীয় প্রচ্ছন্ন ব্রজপরিকরগণকে যে আম্রফল ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, তাহা হইতেছে—প্রেমফল। তাহা শ্রীকৃষ্ণভোগ্য ও ভক্তগণের নিত্য আস্বাদ্য আর প্রাকৃত যাদুকরের ন্যায় মহাপ্রভু অভাবগ্রস্তও নহেন, এই বিশেষ। তিনি—পূর্ণতম রসস্বরূপ এবং তাঁহার পরিকরগণও প্রাকৃত যাদুকরের যাদুবিদ্যাপরিদর্শক ব্যক্তিগণের ন্যায় অবাস্তব বস্তুর তাৎকালিক দ্রষ্টা ও ভোক্তা নহেন, ইহাই পার্থক্য। ইহা ভোজবিদ্যা বা যোগ-সিদ্ধির মতও নহে। সৌভরীর কায়ব্যূহদর্শনে শ্রীনারদ বিস্মিত হ'ন নাই, কিন্তু শ্রীদ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ-দর্শনে পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই শ্রীনারদাবতার শ্রীবাসাদি ভক্তগণের বিনোদনের জন্য কেবল একদিন নহে 'এইমত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে। আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে॥' সুতরাং ইহা

প্রাকৃত যাদুকরের ন্যায় লোকচক্ষুকে বঞ্চনা করিয়া অবাস্তব নাট্যাভিনয় নহে, ইহা পারমার্থিক নিত্য সত্য। চিন্তামণিধাম শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে পরিকরগণ সেই লীলা নিত্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং 'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥'

বেদান্ত-ভাষ্যকারের প্রতিষ্ঠা

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি-প্রস্থান (উপনিষৎসমূহ), ন্যায়-প্রস্থান (ব্রহ্মসূত্র) ও স্মৃতি-প্রস্থানের (গীতা-বিষ্ণুসহস্রনামাদির) ভাষ্য রচনা করিয়া 'ভাষ্যকার' উপাধি এবং স্বমতবাদ ও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যের প্রতিষ্ঠাগৌরব প্রাপ্ত হ'ন। তদনুকরণে অন্যান্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য ও তদনুগ-গণের মধ্যেও উক্ত প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করা সাম্প্রদায়িক আচার্য্যত্বপ্রতিষ্ঠার একটি পদ্ধতির মধ্যে পরিণত হয়। কিন্তু, শ্রীগৌর-পরিকরগণ প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ পরিকর-রূপে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রসারদর্শী হইয়াও ঐরূপভাবে উক্ত প্রস্থানত্রয়ের স্বতন্ত্র ভাষ্যনির্ম্মাণে কোনও প্রয়াস করেন নাই। কারণ, শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের চরণানুচরগণ কোনও আচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন; তাঁহারা রসরাজ স্বয়ংভগবানের পদাবলম্বী-সম্প্রদায়। এজন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীবিদগ্ধমাধবে' শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়কে 'রসিকসম্প্রদায়' নামে' [১৬৯] নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ সর্ব্বসম্বাদিনীতে সেই সম্প্রদায়কে 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর'ভক্তি-রসিক-শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষের পদকমলাবলম্বি-দুর্ল্লভপ্রেম পীযূষময়গঙ্গাপ্রবাহসহস্ররূপে বর্ণন করিয়াছেন[১৭০]। শ্রীচৈতন্যানুচরগণ সাক্ষাৎ মূলনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিগলিত সুরধুনীর অমৃত-ধারার ন্যায় নিত্য প্রবাহশীল। গঙ্গাপ্রবাহে যেরূপ কোন প্রকার আবর্জ্জনা আবাস নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তাহা অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ ভাগবত-রসিক-সম্প্রদায়ে রসবিরোধী কোন মতবাদ স্থান প্রাপ্ত হয় না। রসরাজ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রস্থানটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 'শ্রীরূপ' সেই রসপ্রস্থানের স্থাপয়িতা। শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ের নাম 'রসিকসম্প্রদায়'।

---

১৬৯ শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক ১।২ ; ১৭০ শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী উপক্রম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দের নিকট শ্রীব্যাসদেবেরই রচিত গরুড়পুরাণের প্রমাণ হইতেই জানাইয়াছেন,—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য হইতেছে—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য তাঁহার 'শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে'র প্রথমে গরুড় পুরাণের উক্ত প্রমাণ উদ্ধার করিয়া ইহা স্বীকার করিলেও স্বমতবাদ ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যত্ব প্রখ্যাপন করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যাদির ন্যায় একটি মাত্র ভাষ্য নহে, তিনটি বেদান্তভাষ্য ('সূত্রভাষ্যম্', 'অনুভাষ্যম্' ও 'অণুভাষ্যম্') স্বতন্ত্রভাবে রচনা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রকৃষ্টভাবে জানাইয়াছেন, স্বয়ং সূত্রকর্ত্তার স্বনির্ম্মিত ভাষ্য (শ্রীমদ্ভাগবত) থাকিতে অন্য স্বতন্ত্রভাষ্যের প্রয়োজনীয়তা নাই। যদি সেই সকল স্বতন্ত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত হয়, তবেই তাহা আদরণীয়। এজন্যই শ্রীগৌর-পরিকরগণ কেহ স্বতন্ত্রভাষ্য রচনা করেন নাই। ইহা দ্বারা একদিকে যেরূপ পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অন্য দিকে তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধ দৈন্যের আদর্শও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করাদি বেদান্তাচার্য্যগণ 'ভাষ্যকার' উপাধি-প্রাপ্তির আশায় স্বয়ং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়াছেন।[১৭১] কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরকৃষ্ণের পরিকরগণ 'ভাষ্যকার' উপাধির জন্য কোনওরূপ লোলুপ হ'ন নাই বা শ্রীনারায়ণস্বরূপ শ্রীব্যাসকে লঙ্ঘন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই একমাত্র অদ্বিতীয় বেদান্ত-ভাষ্যকাররূপে বরণ করায় কেহই সেই শ্রীব্যাসের আসন ও পদবী গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, শ্রীব্যাসাদির নিত্যারাধ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কাশীতে 'ভাষ্যকার' অভিমানী শ্রীপ্রকাশানন্দের সভায় সন্ন্যাসিগণের সহিত একাসনে না বসিয়া সকলের পদধৌতির স্থানে দীনের ন্যায় উপবেশন করেন, এবং 'মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার,' নিজের প্রতি গুরুর এই শাসন বাক্যের উল্লেখচ্ছলে অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্যকর্ত্তা একমাত্র স্বয়ং শ্রীনারায়ণ অবতার শ্রীব্যাসদেব—ইহাই জ্ঞাপন করেন।[১৭২] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

১৭১ শঙ্করবিজয় ৭।৯ ;

১৭২ কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্—শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।৫।

শ্রীরূপ-সনাতনকে ভক্তিরসশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনার্থ আদেশ করিলেন না কেন? শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ষড়্‌গোস্বামিপাদ-প্রমুখ পরমবিদ্বদ্‌গণ কি এক একটি শ্রীচৈতন্যমতানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিতে পারিতেন না? তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেরই অনুগত যাবতীয় ভাষ্য, টীকা, সন্দর্ভ ও নিবন্ধাদি রচনা করিয়া শ্রীব্যাসানুগত্যের আদর্শ প্রকাশ ও জগতে শ্রীমদ্ভাগবত-নিগম-কল্পতরুর রসময় ফলনির্য্যাস বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-প্রকটিত তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্ত যে সেই নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের সারস্বরূপ তাহাও আনুষঙ্গিকভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন। কপিল ঋষির সাঙ্খ্য, পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসাদি দর্শন সমস্তই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র। 'নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্'[১৭৩] ঋষিগণ বা অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তা-ব্যাসগণ নারায়ণের বিভূতি হইলেও, সাক্ষাৎ নারায়ণ নহেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন, বেদের তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মীমাংসাই উত্তর-মীমাংসা বা সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত। সেই সকল সূত্রের আবার অকৃত্রিম অর্থ সেই স্বয়ং সূত্রকর্ত্তাই শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে ধরিয়া মূল নারায়ণ শ্রীগৌরহরি তাঁহার বাল্যলীলায় আলিঙ্গনছলে এবং সমগ্র লীলায় আচরণে ও আদর্শে লীলায়িত ও রূপায়িত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মনোভীষ্ট এবং শ্রুতি ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সর্ব্ববেদান্তসার যাহা, তাহা শুষ্কবিচারমূলক শাস্ত্র নহে, পরন্তু পরম রসময়—ইহা একমাত্র শ্রীগৌরহরির লীলাতেই মূর্ত্ত-রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌর-পরিকরগণ সকলেই সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া অপ্রাকৃত রসানন্দের মীমাংসা করিয়াছেন। এই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-স্থাপনকল্পে শ্রীগৌরপরিকগণের 'সর্ব্বজ্ঞ', 'ভাষ্যকারাদি' উপাধি, মঠাধীশত্ব, আচার্য্য-সিংহাসন, সন্ন্যাস, দিগ্‌বিজয়-প্রচেষ্টা,

১৭৩ মহাভারত, বনপর্ব্ব ৩১৩।১১৭ বঙ্গবাসী-সং।

'প্রস্থানত্রয়ে'র ভাষ্যাদি রচনা বা কোনও বাহ্য ব্যাপারেরই প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহারা 'কাঙালের কাঙাল', দীনাতিদীন হইয়া স্বচক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতবিগ্রহ নাম-প্রধান পুরাণ-পুরুষকে যেরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তদ্রূপ নামপ্রধান বেদান্তসার পুরাণশাস্ত্রকেও সেই লীলা-পুরুষোত্তমের লীলাকদম্বের সহিত সমন্বিত করিয়া সেই রস আস্বাদন ও বিতরণ করিয়াছেন। আচার্য্য মম্মটভট্ট বলেন, কাব্য রচিত হয়—যশ, অর্থ, লোক-ব্যবহার-পরিজ্ঞান, অমঙ্গল-বিনাশ, সদ্য পরানন্দলাভ ও কান্তাতুল্য উপদেশ প্রয়োগের নিমিত্ত।[১৭৪] কাব্যানন্দকে লৌকিক আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন—'পরব্রহ্মাস্বাদসচিব' [১৭৫], 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'[১৭৬] ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীরূপাদি গৌরপরিকরগণ যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা জাতিতে ও উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্রহ্মাস্বাদসহোদর দূরে থাকুক, স্বয়ং ব্রহ্মানন্দও যে স্থানে গোষ্পদতুল্য, সেই শ্রীকৃষ্ণৈকসুখানুসন্ধান-তাৎপর্য্যেই তাঁহাদের অপ্রাকৃত কাব্যসমূহ রচিত হইয়াছে। 'প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাহা নাহি নিজ-সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ।'[১৭৭] সর্ব্বগুণ-রীতি-অলঙ্কার-ধ্বনি-রসাদির নির্দ্দোষভূরি-সমবায়-স্বরূপ-পরসাহিত্যাত্মক মূল মহাকাব্য শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের উপজীব্য। শ্রীকবিকর্ণপূর ভক্তিরসিকগণ-কর্তৃক কাব্যনির্ম্মাণকালে কেবল শ্রীকৃষ্ণগুণলাবণ্যকেলিকদম্বে চিত্তের স্বাভাবিক অভিনিবেশবশতঃ সান্দ্রানন্দে মজ্জনই 'পরম লাভ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।[১৭৮] তাই শ্রীগৌর-পরিকরগণের রসশাস্ত্রাদি লিখন হইতেছে—সাধ্যভক্তি। যে শ্রীমন্মহাপ্রভু কবিতাসুন্দরীকে অর্থাৎ সকল যশের উপমানস্বরূপে কবি-যশকে বা কাব্যানন্দকে পরিহার করিতে বলিয়াছেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুরই সাক্ষাৎ আদেশে ও কৃপাশক্তিসঞ্চারে শ্রীরূপ যে কবিতাসুন্দরীর সেবা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে—তাঁহারই প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সেবা। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি—আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইয়া বিচিত্র অলঙ্কারে বিচিত্র ছন্দে শ্রীরূপ তাঁহার প্রাণেশ্বরী শ্রীকবিতাসুন্দরীকে সাজাইয়া প্রাণবল্লভ

---

১৭৪ কাব্যপ্রকাশ ১।২; ১৭৫ ধ্বন্যালোক ২।৪ টীকা; ১৭৬ সাহিত্যদর্পণ ৩।৩৫
১৭৭ চৈ চ ১।৫।১৯৯; ১৭৮ শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ ১।২১-২২ (শ্রীমৎ পুরীদাস-সং)।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-পরিকরগণের এই ব্রহ্মানন্দ-ধিক্কারী প্রেমসেবার আদর্শ—সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রকটিত শাস্ত্র ও সিদ্ধান্ত

সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের ন্যায় বা শ্রীনারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কোন গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব—আদ্যহরি মূলনারায়ণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার শাস্ত্র রচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারই শক্ত্যাবিষ্ট ও শক্তি-সঞ্চারিত জনের দ্বারাই তাহা সাধিত হইয়াছে, যেমন তাঁহারই শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত হইয়াছেন। আদ্যহরি হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের আবির্ভাব, তাঁহার বাণীই—উপনিষদ্। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব সর্ব্বশাস্ত্রের বীজস্বরূপ 'মহামন্ত্র' এবং সারভূত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্' এই বাণী জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহাই অনন্ত ব্রহ্মার অধিকারের অনন্ত বেদ-বেদান্তের বীজ বা কারণস্বরূপ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বাচক প্রণব হইতে যেরূপ গায়ত্রী, চারিবেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, চতুঃশ্লোকী, শ্রীমদ্ভাগভবত-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত হয়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ তদাহ্বায়ক বর্ণবীজ হইতেই নিখিল শাস্ত্র পল্লবিত হয়।

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ ও রচিত শ্রীশিক্ষাষ্টক এবং শ্লোকাবলী, তাঁহার আবিষ্কৃত ও প্রদর্শিত শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং শ্রীমদ্ভাগবত-রসসিদ্ধান্ত-লীলায়িত ও রূপায়িত তাঁহার ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-ময় চরিতই তাঁহার সার্ব্বভৌম মতের জীবন্ত ও চূড়ান্ত প্রমাণ শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরপরিকর শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ একটি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত সূত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥[১৭৯]

[১৭৯] শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা উপক্রম।

পরতত্ত্বসীমা স্বয়ংভগবান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই পরমারাধ্য; তাঁহার ধাম হইতেছে শ্রীবৃন্দাবন—তাহাই ভগবল্লোকসীমা, তাঁহার রম্যা উপাসনা হইতেছে ব্রজবধূর আনুগত্যময়ী রাগানুগা ভক্তি—তাহাই সাধনতত্ত্বসীমা, তাঁহার অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র—ইহাই শাস্ত্রসীমা বা প্রমাণসীমা আর ব্রজপ্রেম হইতেছে—পুরুষার্থসীমা। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত, তাঁহাতেই আমাদের পরম আদর।

প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক আচার্য্যই কোন না কোন মতবাদ স্থাপনে আগ্রহযুক্ত। ইহা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য-কৃপা লাভ করিবার পর হৃদয়ে অনুভব করিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। "যেই গ্রন্থ-কর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥ তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের ধার। তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার"॥[১৮০]

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং ভগবান; সুতরাং তিনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা—সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। তাঁহাকে আচার্য্য, ঋষি, মুনি বা মহদ্‌গণের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার সাধন করিয়া সিদ্ধির পথের সন্ধান বা ধর্ম্মমতের মীমাংসা করিতে বা দিতে হয় না। এজন্য তাহাতে কোনও একদেশীয় মতবাদ ও তৎপ্রতি আগ্রহ নাই। অতএব সর্ব্ব মহদ্‌ ও মহাজনের মূল যিনি—সর্ব্ব মহাজনের নিত্যারাধ্য যিনি—সেই মহাপ্রভুই যথার্থ 'মহাপুরুষ' ও 'মহাজন'-পদবাচ্য। তাঁহার বাণীই অমৃততরঙ্গিণীর ন্যায় সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বের ও সর্ব্বসিদ্ধান্তের সর্ব্বাতিশায়ী সারনির্য্যাস-প্রবাহ।

'ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে'

স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহার তদেকাত্মরূপ স্বাংশাদির মধ্যে যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি স্বয়ং ভগবানের লীলাপরিকরগণেরও স্বাংশাদি ভগবৎস্বরূপের পরিকরগণ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যেরূপ ম্লেচ্ছ-বৌদ্ধ প্রভৃতি বেদবিরোধি-গণের, কর্ম্মজড়-মায়াবাদিপ্রমুখ মতবাদিগণের, পশুপক্ষী প্রভৃতি মানবেতর

১৮০ চৈ চ ২।২৫।৪৮, ৫৫, ৫৭।

প্রাণিগণের চিত্ত শোধন করিয়া তাঁহাদের পাপ বিনাশপূর্ব্বক (স্থূলদেহ বিনাশ করিয়া নহে) মোক্ষধিক্কারী ব্রজপ্রেম সঞ্চার করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার লীলা-পরিকরগণও বিধর্ম্মী নাস্তিকগণের চিত্ত শোধনপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করিয়াছেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পরিকর শ্রীপরমেশ্বরদাস ঠাকুর হিংস্র শৃগালকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছেন—

‘পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
শৃগালেরে নাম লওয়ায় সঙ্কীর্ত্তন স্থানে॥’[১৮১]

শ্রীগদাধরদাস হরিনামের দ্বারাই স্বগ্রামস্থ সঙ্কীর্ত্তনবিরোধী পরমদুর্ব্বার কাজীর চিত্তশোধন করিয়া তাঁহার মুখে হরিনাম প্রকাশ এবং হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিলেন।[১৮২] তাই প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পরিকরগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—‘ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।’ শ্রীগৌরলীলা-সঙ্গিগণের প্রত্যেকে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিবার শক্তি ধারণ করেন।

সার্ব্বভৌম রসিকসম্প্রদায় ও তদধিদেব

প্রেমমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এবং তাঁহার লীলাপরিকরগণের প্রচারে কোন স্বকপোলকল্পিত মতবাদাগ্রহ বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার লেশও নাই। প্রেমিক বা রসিক-সম্প্রদায়ে সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না; ইহা কেবল যুক্তিসিদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা ও রসের তারতম্য-বিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা পরমরস-পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণপ্রেমকেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-মতবিশেষ মনে করেন। বিভিন্ন আচার্য্যপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য চতুর্থবর্গ মুক্তিরূপ প্রয়োজন লাভ। ইহা স্বসুখবাসনাযুক্ত ‘কৈতব’ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ন্যূনাধিক মোক্ষ-কামনামূলে যে সকল সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ন্যূনাধিক স্ব-স্বার্থপরতারূপ সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিবেই। একমাত্র পরমতত্ত্বের স্বার্থ যাহা, তাহাতে

১৮১ শ্রীদেবকীনন্দনদাসের শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা ৯৩ (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সং); ১৮২ চৈ ভা ৩।৫।৩৯৫-৪১১।

অর্থাৎ নির্হেতুক কৃষ্ণপ্রেমেই কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্যই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ও শ্রীরূপপাদ-কথিত 'রসিকসম্প্রদায়ে' সর্ব্বশাস্ত্রের, সর্ব্বদর্শনের, সর্ব্বরসের ও সর্ব্বধর্ম্মের যথার্থ সার্ব্বভৌম সমন্বয় ও পরমৌদার্য্যসীমা পরিদৃষ্ট হয়।

বুদ্ধদেব কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধিতা করিয়াছেন, আবার কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় আচার্য্যগণ বৌদ্ধমতের বিরোধিতা করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধগণকে পরাজিত করিয়া যুদ্ধবিজয়ী রাজার ন্যায় সেই সকল মন্দির স্ব-করায়ত্ত করেন। কথিত হয়, শ্রীরামানুজাচার্য্য কোন কোন শিবমন্দিরকে বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করেন। প্রবাদ, শ্রীশঙ্করাচার্য্য নেপালের বৌদ্ধমন্দিরাদিকে শিবমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন। কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের সহিত কেবল-দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধ্বের এরূপ বিরোধী মনোভাব রহিয়াছে যে, উভয়ে এক প্রদেশবাসী হইলেও স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্য বা মাধ্বগণ কখনও শঙ্করাচার্য্যের পীঠস্থান শৃঙ্গেরীতে গমন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শঙ্করসম্প্রদায়ী 'মায়াবাদিসন্ন্যাসিজ্ঞানে' উডুপীস্থ তদানীন্তন তত্ত্ববাদাচার্য্য প্রথমতঃ সম্ভাষণই করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্যও শঙ্করসম্প্রদায়ের কোন মন্দিরে গমন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ প্রায়শঃ বিষ্ণুকাঞ্চীতে আগমন করেন না, শ্রীসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও শিবকাঞ্চীতে গমন করেন না। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুমন্দির ও বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি সরস্বতী বা সারদাদেবীর মন্দির ব্যতীত অন্য কোন দেব-মন্দিরে কখনও গমন করেন নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও কেবলাদ্বৈতবাদীর বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মন্দিরে গমন করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান শৃঙ্গেরী, আলোয়ারগণের স্থান নবত্রিপদী, শ্রীরামানুজের স্থান শ্রীরঙ্গমাদি, শ্রীমধ্বাচার্য্যের স্থান উডুপী, শৈবগণের স্থান শিবকাঞ্চী-ত্রিকালহস্তী-কুম্ভকর্ণকপাল ও গোসমাজ, দেবীস্থান শিয়ালী ভৈরবী ইত্যাদি দর্শন এবং তত্তৎস্থানে প্রেমে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অন্ত্যলীলাকালে শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের একান্ত আজ্ঞাবাহী ছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তৎপরিকরগণের কেহ স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও সেবা করায়ত্ত

করিয়া তাহাকে গৌড়ীয়গণের মঠরূপে পরিণত করেন নাই। গৌড়ীয়গণের মূল আচার্য্য-দ্বয় শ্রীশ্রীরূপসনাতন সিংহদ্বারের সম্মুখেও গমন করেন নাই, প্রবেশ ত' দূরের কথা। শ্রীরঘুনাথদাস 'তৈলঙ্গা'গাভীগণের অখাদ্য মহাপ্রসাদ বহির্দ্দেশ হইতে কুড়াইয়া তাহা ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দীনাতিদীন নীচসেবকের ন্যায় শ্রীকাশীমিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনসেবা যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছিলেন—'গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-সেবা মাগি নিল'![১৮৩] কত দৈন্যভরে সপরিকরে প্রাণকোটির দ্বারা মন্দিরপ্রাঙ্গণাদি নির্ম্মঞ্জন করিয়াছেন আর শ্রীরথযাত্রাকালে নর্ত্তনকীর্ত্তনাদি ভাবময় সেবা করিয়া পরিকরগণকে ও জগজ্জীবকে প্রীতিময়ী সেবার আদর্শ শিক্ষাদিয়াছেন। বৈভবময়সেবা সম্পত্তিশালী বিষয়ী গৃহস্থরাজার অধিকারোচিত, তাহাই জানাইয়াছেন।

রসিকসম্প্রদায় ও সমন্বয়

শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বদেবালয়-দর্শন-লীলার তাৎপর্য্যে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাম-শ্রীনৃসিংহ-শ্রীশিব-শ্রীশক্তি সকলকেই নির্ব্বিশেষভাবে প্রচার করিবার জন্য ঐরূপ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালেই 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'গ্রন্থদ্বয় আবিষ্কার করিয়া তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও রসসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি রামোপাসকগণের মুখে 'কৃষ্ণনাম', শিবকাঞ্চীর ও কুম্ভকোণমের শিবালয়ের শৈবগণকে 'বৈষ্ণব' ও শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়ে ও মুখে কৃষ্ণনামের সঞ্চার ও প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ংভগবান তাঁহার কোন্ স্বরূপের কি স্থান, কি স্বরূপ, কোথায় কি পরিমাণ শক্তির বিকাশ, তাহা পূর্ণভাবে জানেন—অপর শাস্ত্রকারগণ সেরূপ জানেন না।[১৮৪] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীব্রহ্মসংহিতা-শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এবং সর্ব্বত্র স্বীয় আচরণে, লীলায় ও বাণীতে জানাইয়াছেন,—'শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বসীমা, স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণেই নিখিল ভগবৎস্বরূপের নামের প্রবৃত্তি হয়'।

---

১৮৩ চৈ চ ২।১২।৭৩; ১৮৪ গীতা ১০।২, ভা ১১।২১।৪২-৪৩।

এজন্যই স্বয়ং ভগবান রামনামজপী বিপ্রের মুখেও কৃষ্ণনাম বলাইয়াছেন ; শৈবগণের মুখেও কৃষ্ণনাম প্রকাশ করিয়াছেন। 'লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি। সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি॥ দেবদ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ। গণ-সহ কৃষ্ণ-পূজা করিলে সে সুখ॥'[১৮৫] ইহা শিক্ষাদান এবং আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর স্ব-দর্শনের দ্বারা তাঁহার অংশ-স্বরূপ ও বিভূতিবর্গকে কৃতার্থ করিবার জন্য ঐরূপ সর্ব্বদেবমন্দিরে বিচরণ করিয়াছিলেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনের সহিত শ্রীমহাকাল-পুরুষকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার জন্য মহাকালপুরে ব্রাহ্মণ-পুত্রগণের আনয়ন-ছলে গমন করিয়াছিলেন।[১৮৬] পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাপ্রভুর উচ্চারিত 'রামরাঘব' ইত্যাদি নামও শ্রীকৃষ্ণের নাম। কারণ শ্রীকৃষ্ণেই সকল নামের প্রবৃত্তি—অবতারীতে সকল অবতারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সেই অবতারীর নাম হৃদয়ে সঞ্চার বা মুখে প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেন নাই—পরমৌদার্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্যতীত প্রকৃত সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয় ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বার্ত্তা আর কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উপাস্য, উপাসনা ও প্রয়োজন প্রত্যেক তত্ত্বেরই বিভিন্ন শক্তি-বিকাশ-বৈচিত্র্যীর যথাযোগ্য স্থান, প্রীতি ও রসের উৎকর্ষের তারতম্যে যাঁহার যে যোগ্য স্থান তাঁহার সুসূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ ও নিরূপণই যথার্থ 'সমন্বয়'। সকলকে একাকার বা নির্ব্বিশেষরূপে বিচারের নাম 'সমন্বয়' নহে। 'সকলই নির্ব্বিশেষ-সাগরে বিলীন হইবে ; সুতরাং বিভূতিকে স্বতন্ত্র পরতত্ত্বরূপে ভজন করাও যাহা, আর স্বতন্ত্র পরতত্ত্বের সাক্ষাদ্ ভজনও তাহা ; কৃষ্ণপ্রীতিও যাহা, বিষয়নিবৃত্তিও তাহা ; চতুর্থ বর্গও যাহা, পঞ্চমপুরুষার্থও তাহা—এইরূপ একাকার বা নির্ব্বিশেষ-ধারণা শাস্ত্রীয় সমন্বয় নহে। যেরূপ যথাস্থানে যথাক্রমে 'বিশেষণ', 'বিশেষ্য', 'কর্ত্তা', 'কর্ম্ম', 'ক্রিয়া' প্রভৃতিকে বিন্যস্ত করিয়া এবং 'কর্ত্তা' ও 'ক্রিয়ার' সর্ব্বপ্রাধান্য-প্রকাশক অর্থবোধক রসময়পদ্যের বা বাক্যের অন্বয় বিধান করিলে অন্বয়ের সার্থকতা হয়*। রমণীর যে অঙ্গে যে অলঙ্কারের যোগ্যতা

১৮৫ চৈ ভা ২।১৮।১৪৮-১৪৯ ; ১৮৬ ভা ১০।৮৯।৫৮ ; * 'বিশেষণং পুরস্কৃত্য বিশেষ্যং তদনন্তরম্॥ কর্তৃ-কর্ম-ক্রিয়াযুক্তমেতদন্বয়লক্ষণম্॥' ইতি বৈয়াকরণসম্প্রদায়ঃ।

আছে, সেই স্থানে সেই অলঙ্কারের সন্নিবেশ করিতে পারিলেই যুগপৎ রমণীর শোভা ও অলঙ্কারের সার্থকতা প্রকাশিত হয়, 'পায়ের গহনা মাথায়, মাথার গহনা পায়ে' স্থাপন করিলে তাহাতে শোভার বিপর্য্যয় ঘটে। রসশাস্ত্রে যথাস্থানে যথাযোগ্য অলঙ্কারাদির স্থাপনেই রসাত্মক কাব্যের আবির্ভাব হয়, নতুবা রসবিপর্য্যয় ঘটে, সেইরূপ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার তদেকাত্মরূপের—তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট বিভূতিবর্গের যথানুরূপ শক্তিপ্রকাশের তারতম্যানুসারে তত্তৎ উপাসকের ওউপাসনার স্থান এবং প্রাপ্য প্রয়োজনের স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবর্গ সর্ব্বোপরি ব্রজপ্রেমের স্বতঃসিদ্ধ স্থান প্রদর্শন করিয়া যথার্থ সর্ব্ব-শাস্ত্র-সমন্বয়, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, সর্ব্বদর্শন ও সর্ব্বরস-সমন্বয় বিধান করিয়াছেন।

শ্রীরূপ উত্তমা কৃষ্ণভক্তির লক্ষণে যে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রতাদির নিবারণ করিয়াছেন, কিংবা প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকে 'ভক্তি'রূপে স্বীকার করেন নাই, ইহাকে যাঁহারা 'সঙ্কীর্ণসাম্প্রদায়িকতা' মনে করেন, তাঁহারা ভক্তিরসজ্ঞ নহেন। কারণ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সূর্য্য-সাক্ষাৎকারের আবরণস্বরূপ, ঐগুলি স্বরূপশক্তির সাক্ষাদ্ বৃত্তি নহে। তাহা রস-সাক্ষাৎকারের ব্যাঘাতক। স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইতেছে একমাত্র স্বরূপ-সিদ্ধা কেবলা ভক্তি, যাহা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন, বশীভূত করেন। ভক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়াই পরমরসময়ী ; কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রতাদির রসস্বরূপতা নাই। রসস্বরূপ কৃষ্ণকে ঐ সকল আকর্ষণ করিবে কি করিয়া? রসশাস্ত্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবতবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপরিকরগণ সকলকে 'রসিক' ও 'ভাবুক' হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং সেই পরমপুরুষার্থ-সীমার প্রতিবন্ধক কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণকে উন্মোচন করিতে বলায় তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ত' প্রদর্শন করেনই নাই অধিকন্তু পরম উদারতা ও করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রেমিক' হওয়া 'সঙ্কীর্ণ' হওয়া নহে। ইহা অপেক্ষা হৃদয়ের পরম স্ফুরণ বা বিশালতা আর কিছুই নাই। অন্য-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইয়াও বিদ্বদনুভবী শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং, প্রেম নৈব তুলিতন্তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং, কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্॥[১৮৭]

জ্ঞানকে তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রেমের ওজন করা যায় নাই অর্থাৎ প্রেম অপরিমেয়—অসীম। সিদ্ধিকেও তুলাদণ্ডে মাপা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণনামকে মাপা যায় নাই— কৃষ্ণনাম-রস অতুলনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীগীতায় সর্ব্বসমন্বয়ের আদর্শ

'পরমত-সহিষ্ণুতা' একটি মহদ্‌গুণ। কিন্তু বহির্ম্মুখ-জনপ্রিয়তা ও লোকস্তুতি সংগ্রহের প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষমূলে পরম সত্য ও পরম শ্রেয়ের প্রতি বিমুখ হইয়া বহির্ম্মুখজনতা-প্রেয়ঃস্বীকারকে প্রকৃত 'পরমত-সহিষ্ণুতা' বলা যায় না, তাহা হয় বিপ্রলিপ্সা বা লোকবঞ্চনা এবং তৎসহিত আত্মবঞ্চনাও বটে। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে যেরূপ পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শ পাওয়া যায়, তদ্রূপ তৎসঙ্গে ভুবনমঙ্গল পরমরসময় অকৈতব পরম ধর্ম্মের নির্ভীক প্রচারও দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে 'শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।'[১৮৮]—'ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্য শাস্ত্রাদিতে অনিন্দা' —যেরূপ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং'[১৮৯]ইহাও উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রত্যেকটি শব্দ সার্ব্বভৌমব্যঞ্জনাময়। 'শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্ব-তনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্। সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ॥ মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ রজস্তমঃ-প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।[১৯০]

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—মঙ্গলসমূহ অর্থাৎ জীব-কল্যাণ একমাত্র সত্ত্বতনু শ্রীবাসুদেব হইতেই হইয়া থাকে। এইজন্য পূর্ব্বকালে মুনিগণ বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি অতীন্দ্রিয় ভগবান শ্রীবাসুদেবকেই ভজন করিতেন। এ জগতে যাঁহারা সেই মুনিগণের

১৮৭ শ্রীরূপপাদ-সঙ্কলিত শ্রীপদ্যাবলী (১৫ সংখ্যা) ধৃত;

১৮৮ ভা ১১।৩।২৬; ১৮৯ ঐ ১।১।২; ১৯০ ঐ ১।২।২৩, ২৫—২৭।

মতানুসরণ করেন, তাঁহারাও মঙ্গল-লাভে সমর্থ হ'ন। একমাত্র ভক্তিই যাঁহাদের পুরুষার্থ তাঁহারা দূরে থাকুন, মুমুক্ষুগণও অন্যান্য দেবতার ভজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণ এবং তাঁহার অংশাদি ভগবৎস্বরূপের ভজন করেন। অথচ তাঁহারা অন্য দেবতার নিন্দা করেন না। শ্রীনারায়ণের ভজনে কামলাভ হয় সত্য, তথাপি রজস্তমঃ-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সমস্বভাবাপন্ন কাম্য-ফল-প্রদাতা দেবতার উপাসনা করেন। বস্তুতঃ বাসুদেবই ভজনীয় এবং বাসুদেবের ভজনই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সমস্ত বেদ, সমস্ত যজ্ঞ; সমস্ত যোগ, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম ও সকলের শেষগতি শ্রীবাসুদেব।[১৯১]

শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥[১৯২]

হে কৃষ্ণ! যাঁহারা অন্য দেবতা-ভক্ত, যদিও তাঁহারা তোমা ব্যতীত অন্য ইষ্টতে আসক্ত, তথাপি তাঁহারা সর্ব্বদেবময় ও সকলের অন্তর্য্যামী তোমারই উপাসনা করেন। যেমন পর্ব্বতশ্রেণীর উপর মেঘ-বর্ষিত জলরাশি একীভূত হইয়া বহু নদী-ধারা-রূপে প্রকাশিত হয় এবং সেই সকল নদী সর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া সিন্ধুতেই প্রবেশ করে, সেইরূপ নানা উপাসনামার্গও নানা স্থান হইতে নির্গত হইয়া অন্তে তোমাতেই প্রবেশ করে। এই শ্লোকে সিন্ধুস্থানীয় হইতেছেন—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; মেঘস্থানীয়—বেদ; সিন্ধু হইতে যেরূপ মেঘের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-সিন্ধু হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণীস্থানীয় হইতেছেন—নানা অধিকারী। তাঁহাদের কৃত নানা দেবপূজাই বা নানা উপাসনামার্গই নানা দেশান্তর্গত নদীসমূহ। নদীগণ যেরূপ নানা দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া সিন্ধুতেই অন্তে গমন করে, সেইরূপ বিভিন্ন পূজাও দেবতাগণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকেই

১৯১ ভা ১২।২৩—২৯; ১৯২ ভা ১০।৪০।৯-১০।

প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ **বিভিন্ন মার্গভূত অর্চ্চনাই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পর্ব্বতস্থানীয় সেই অর্চ্চকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন না।** ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও[১৯৩] বলিয়াছেন। 'অধিষ্ঠানের পূজা অধিষ্ঠাতাতেই পর্য্যবসিত হয়'—এই ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদেবাধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণেই উহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বদেবপূজা শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা। কিন্তু **অন্য দেবতাতে যদি 'অধিষ্ঠান'-জ্ঞান না থাকে, তবে ঐ পূজা অবিধিপূর্ব্বক হয়। 'শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু' এই তত্ত্বজ্ঞান না থাকায় পূজকগণ সেই সেই দেবলোক প্রাপ্ত হন।** যেরূপ পর্ব্বতসমূহ হইতে জাত নদীসমূহই সিন্ধুকে **প্রাপ্ত** হয়, কিন্তু নদীর উদ্ভবক্ষেত্র পর্ব্বতসমূহ সিন্ধুকে **প্রাপ্ত** হয় না, সেইরূপ বিভিন্ন উপাসনা স্বয়ং ভগবানে প্রবেশ করিলেও নানাদেবার্চ্চকগণ বা বিভিন্ন মার্গের উপাসকগণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন না—ইহাই শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও নির্ম্মৎসর তৎপরিকরগণ শ্রীগীতা-শ্রীমদ্‌ভাগবতের সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্তই ভুবনমঙ্গলের জন্য প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম উপদেশের তারতম্য নির্ণয় করিয়া তাঁহার প্রিয় শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাতে অনন্যা পরা ভক্তিকেই তাঁহার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশরূপে স্থাপন করিয়াছেন।[১৯৪]

আত্মানাত্মবিষয়ক অনুভবই (গীতা ২।১২-৩০) **'জ্ঞান'**—'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ' (গীতা ২।৩৯), **'গুহ্যজ্ঞান'** হইতেছে 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু' (ঐ ১৮।৫৩) ইত্যাদি উক্তির প্রতিপাদ্য **'ব্রহ্মজ্ঞান'**; 'গুহ্যাদ্ **গুহ্যতরজ্ঞান'** (গুহ্য হইতেও গুহ্যতর) হইতেছে 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' (ঐ ১৮।৬১) ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদ্য **'পরমাত্মজ্ঞান'** আর **'গুহ্যতম জ্ঞান'** হইতেছে—**ভগবজ্‌জ্ঞান; 'সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞান'** হইতেছে—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (ঐ ১৮।৬৫) ইত্যাদি প্রতিপাদ্য স্বয়ং

১৯৩ শ্রীগীতা ৯।২৩—২৫; ১৯৪ ঐ ১৮।৫৩-৬৬।

ভগবৎ **শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তিরূপ** পরমগুহ্য জ্ঞান। **'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ** শৃণু' (ঐ ১৮।৬৪)—এই স্থানে 'ভূয়ঃ' বা 'পুনরায়' শব্দের দ্বারা এতৎপূর্ব্বে (৯।৩৪) 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' ইত্যাদি উক্তিতে যে **রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগের** (৯।২) অর্থাৎ ভক্তিযোগের কথা উক্ত হইয়াছে, যাহা 'বিদ্যা' অর্থাৎ জ্ঞান বা উপাসনার রাজা এবং 'গুহ্য' অর্থাৎ রহস্য বস্তুগণেরও রাজা যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি তাহাই এই স্থানে পুনরায় প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১৯৫]

শাস্ত্রের সার্ব্বদেশিক দর্শনই সমন্বয়

শ্রীগীতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রকে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যমাত্রই সম্মান করিয়াছেন। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আচার্য্য তাঁহাদের স্ব-স্বমতস্থাপনকল্পে সেই সকল শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া স্বমতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "**যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে 'স্বমত' স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥**"[১৯৬]

আচার্য্যগণের 'স্বমত' ও স্বয়ং ভগবানের 'স্বমত' এক জাতীয় নহে। স্বয়ং ভগবান হইতেছেন—'শাস্ত্রযোনি' সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ' (ভা ১১।১৭।৭), আর আচার্য্যগণ হইতেছেন—সেই 'সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞের' এক একটি যথাযোগ্য আংশিক বিভূতি মাত্র, 'শাস্ত্রযোনি' নহেন। সুতরাং তাঁহাদের 'স্বমতে' সর্ব্বধর্ম্মের পরিপূর্ণসার বা তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর ভগবদাদেশে অবতীর্ণ হইয়া যুগ-প্রয়োজনে কোন মতবিশেষ প্রচার করিয়াছেন; শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণও স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আবেশে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীগীতার চরম শ্লোকটি (১৮।৬৬) লইয়া আলোচনা করিলেই সুধীগণ ইহার প্রমাণ পাইবেন। উক্ত 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—সর্ব্বধর্ম্মান্—সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ; তান্। ধর্ম্মশব্দেনাত্রাধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সংনস্য * * * 'মামেকং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরং * * * **অহমেবেত্যেবমেকং** শরণং ব্রজ'—'সর্ব্বধর্ম্ম' বলিতে

১৯৫ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৩১-৩৩২ অনুচ্ছেদ ও শ্রীগীতা শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের টীকা (১৮।৬৫) দ্রষ্টব্য; ১৯৬ চৈ চ ২।২৫।৪৮।

সকল প্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। শ্রুতি ও স্মৃতি 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' উভয়কেই পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন। যেহেতু নৈষ্কর্ম্ম্যই (ব্রহ্মজ্ঞানই) বক্তব্য বিষয়। সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বর অচ্যুত গুরুকে 'আমিই' এইরূপ জ্ঞানে একশরণ হও। অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অহংগ্রহোপাসক হও। এই স্থানে শঙ্করের অনুগত আচার্য্য আনন্দগিরি লিখিয়াছেন,—আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞাননিষ্ঠ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়কেই ত্যাগ করিবার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলিয়াছেন; তবে অর্জ্জুন 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া তাঁহার পক্ষে ঐরূপ সন্ন্যাসের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠায় মুখ্য অধিকার না থাকিলেও অর্জ্জুনকে পুরোভাগে রাখিয়া (ব্রাহ্মণ) অধিকারীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ বলিতেছেন—'ফলসঙ্গ-কর্ত্তৃত্বাদিপরিত্যাগেন 'পরিত্যজ্য' * * 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ * * যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে'।[১৯৭] শ্রীরামানুজাচার্য্যের উক্তির তাৎপর্য্য এই—ফলসঙ্গ-কর্ত্তৃত্বাদি পরিত্যাগকেই এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ 'সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ'রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'সঙ্গ' (আসক্তি) ও 'ফল'কামনা ত্যাগপূর্ব্বক যে ত্যাগ, তাহাই 'সাত্ত্বিক-ত্যাগ'। যে ব্যক্তি কর্ম্মফলত্যাগী, সেই 'ত্যাগী' বলিয়া অভিহিত। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন,—'ধর্ম্মত্যাগঃ ফলত্যাগঃ। যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।'[১৯৮]

শ্রীশ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—'মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধি-কৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব।'[১৯৯] আমার ভক্তির দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিধিকৈঙ্কর্য্য ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলেন—'সর্ব্বান্ নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম্ম-লক্ষণান্ পরিত্যজ্য সর্ব্বথা ত্যক্ত্বা মামেকং শরণং ব্রজ, মদেকনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ। যদ্বা, শরণাগতত্ব-মাত্রেণাপি মামেকমাশ্রয়, কিমুত ঐকান্তিকত্বেন ? ধর্ম্মত্যাগস্তু কর্ম্ম-পরলোক-বেদাপেক্ষা

১৯৭ গীতা ১৮।৬৬ শ্রীরামানুজভাষ্য ; ১৯৮ ঐ শ্রীমধ্বভাষ্য ; ১৯৯ ঐ শ্রীধর-স্বামিভাষ্য।

ত্যাগেনৈব স্যাৎ। স চ ভগবতোঽনুগ্রহেণ ভগবদ্ভক্তস্য স্বতঃ সম্পদ্যতে—যদা যমনুগৃহ্লাতি ভগবান্' (ভা ৪।২৯।৪৭)।[২০০]—'সর্ব্বধর্ম্ম' বলিতে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মলক্ষণযুক্ত ধর্ম্মসমূহ ; সেই সকল সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ হও—ইহাই বুঝাইতেছে। অথবা শরণাগতি-মাত্রের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় কর, ঐকান্তিক হইয়া অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগে ঐকান্তিকভাবে শরণের কথা আর কি ? ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে[২০১] শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—আমি বেদরূপে আদেশ করিলেও সেই বেদাদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধিপ্রভৃতি গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষসমূহ অবগত হইয়াও 'একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে' এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করে, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানকর্ম্মাদি-অমিশ্র শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ সত্তম সাধক। কর্ম্ম, পরলোক ও বেদাপেক্ষা ত্যাগের দ্বারা যে ধর্ম্মত্যাগ, তাহা ভক্তের ভগবৎকৃপায় স্বতঃই হয়।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—" 'সর্ব্ব'-শব্দেন নিত্যপর্য্যন্তা ধর্ম্মা বিবক্ষিতাঃ। 'পরি'-শব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সমর্থিতঃ। পাপানি প্রতিবন্ধাঃ ; তদাজ্ঞয়া পরিত্যাগে পাপানুপপত্তেঃ' ।[২০২] 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা নিত্যধর্ম্মপর্য্যন্ত * ধর্ম্মসমূহের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে, কেবল ফলতঃ (ফলাকাঙ্ক্ষা) ত্যাগ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, 'স্বরূপতঃ' অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ ত্যাগ করিলে বিহিত কর্ম্মের-অকরণে পাপসমূহের উদ্ভব হইবে ; কিন্তু শাস্ত্রমূল স্বয়ং ভগবানের আজ্ঞায় কর্ম্ম-পরিত্যাগে পাপের উৎপত্তি হইতে পারে না।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—'সর্ব্বধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য একং মামেব শরণং ব্রজ ; * * ন চ পরিত্যজেত্যস্য ফলত্যাগ এব তাৎপর্য্য-মিতি ব্যাখ্যেয়মস্য বাক্যস্য 'দেবর্ষিভূতাপ্ত...পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥[২০৩] 'মর্ত্ত্যো যদা... কল্পতে বৈ॥'[২০৪] 'তাবৎ কর্ম্মাণি...জায়তে॥[২০৫] 'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্...স চ

২০০ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।৬৩,৬৪ দিগ্‌দর্শিনী টীকা ; ২০১ ভা ১১।১১।৩২ ;

২০২ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৮২ অনুধৃত টীকা ; * নিত্যধর্ম্ম—সন্ধ্যা-বন্দনাদি এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—প্রায়শ্চিত্তাদি। ২০৩ ভা ১১।৫।৪১ ; ২০৪ ঐ ১১।২৯।৩৪ ; ২০৫ ঐ ১১।২০।৯।

সত্তমঃ ॥ [২০৬] ইত্যাদিভির্ভগবদ্বাক্যৈঃ সহৈকার্থত্বাবশ্যব্যাখ্যেয়ত্বাৎ। অত্র চ পরি-শব্দ-প্রয়োগাচ্চ।" [২০৭]

'সর্ব্বধর্ম্ম' বলিতে সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। এই স্থানে 'পরিত্যাগ' বলিতে ফলত্যাগ-মাত্র তাৎপর্য্য নহে। কারণ, শ্রীগীতার উক্ত বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং' এবং স্বয়ং 'শ্রীকৃষ্ণের বাক্য' 'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,' 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত,' 'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্' ইত্যাদির সহিত একবাক্যতা করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগই' শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া জানা যায়। এই স্থানে 'পরি'শব্দের প্রয়োগের দ্বারাও তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। 'অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাসে অনধিকার এবং ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণগণের জন্যই ভগবান উপদেশ দিয়াছেন'—এইরূপ ব্যাখ্যাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, যাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে উপদেশস্থাপনের যোগ্যতা থাকিলেই অন্যের প্রতিও এই উপদেশের যোগ্যতা সম্ভবপর হয়; নতুবা অবাস্তব হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের পরিকর শ্রীঅর্জ্জুন সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসে অনধিকারী নহেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধবিদ্বৎসন্ন্যাসী-শিরোমণি ও শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ প্রিয়সখা হইয়াও লোকশিক্ষাকল্পে সাধারণ জীবের ন্যায় অভিনয়কারী,—ইহা তাঁহার করুণারই নিদর্শন। ভগবান নিজ প্রিয় বিখ্যাত ভক্তের দ্বারাই লোকশিক্ষা দান করেন।

শাস্ত্রের সার্ব্বদেশিক ও একদেশিক বিচার

এখন সুধীগণ স্থিরচিত্তে অনুধাবন করুন। মহামনীষী আচার্য্য শঙ্কর ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগের তাৎপর্য্য 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বা ব্রহ্মজ্ঞান বা একাকারজ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'মামেকং শরণং ব্রজ' বাক্যকে 'আমিই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতস্থ-ঈশ্বর অচ্যুত' এইরূপ ভাবে একশরণপর অহংগ্রহোপাসনা বিচার করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকেই

২০৬ ভা ১১।১১।৩২ ; ২০৭ শ্রীবিশ্বনাথকৃত গীতা-ভাষ্য-(১৮।৬৬)।

'সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপে' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই **সর্ব্ববেদান্তসার** শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ ও শ্রীউদ্ধব-গীতোক্ত স্বয়ং ভগবান **শ্রীকৃষ্ণের** বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া এই সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই। **এজন্য তাঁহাদের 'স্বমত'** হইতেছে **স্ববুদ্ধিকল্পিত মত বা শাস্ত্রের আংশিক মত**। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান—শাস্ত্রযোনি, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং তাঁহার পরিকরগণ শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণপরিকর শ্রীঅর্জ্জুনের ন্যায়ই সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের শ্রোতা। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণেরই বাক্যের সহিত সমন্বিত করিয়া তাঁহারা শ্রীগীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—এইরূপ সর্ব্বত্র। এজন্য তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বা সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত এবং এজন্যই পরম সত্য ও পরমোদার।

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, '**মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বাহতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতাহ**বিদুষমপি পুংসামঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধয়ে যে বৈ উপায়াঃ প্রোক্তাস্তান্ **ভাগবতান্ ধর্ম্মান্** বিদ্ধি [২০৮]'।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি ও আংশিকশক্ত্যাবিষ্ট মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের দ্বারা বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম বা বিভিন্ন নৈমিত্তিক ধর্ম্মের কথা প্রচার করাইয়া অতিরহস্যহেতু নিজমুখেই 'ভগবৎস্বরূপভূত হ্লাদিনীসাররূপ' (ভা১১।১৩।৩) ভাগবতধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা অজ্ঞ জনসাধারণও অনায়াসে, অবিলম্বে ও সাক্ষাদ্‌ভাবে পূর্ণ স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

দুইটি বস্তুর মধ্যে একটির উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তরপ্' প্রত্যয় হয়। গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান হইতে গুহ্যতর যে পরমাত্মজ্ঞান বা অন্তর্য্যামি-জ্ঞান, ইহাও নিজ একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ইহা অবধারণ করিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহা-কৃপাভরে পরম রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও পরব্যোমাধিপ নারায়ণের ভজন-বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে—গুহ্যতম জ্ঞান। কিন্তু সেই

২০৮ শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীভাবার্থদীপিকা ১১।২।৩৪।

ক্রম অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'সর্ব্বগুহ্যতম' নিজ (শ্রীকৃষ্ণ) ভজন-বিষয়ক উপদেশের অবতারণা করিলেন। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষে 'তমপ্‌' প্রত্যয় হয়।

'মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে' (গীতা ১৮।৬৫) এই ভগবদ্‌-বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ তাৎপর্য্যপূর্ণ। পূর্ব্বচরণে 'মন্মনা', 'মদ্ভক্তঃ' 'মদ্‌যাজী, 'মাং' এবং পরের চরণে 'মামেব'—এই পাঁচবার 'মৎ' শব্দের আবৃত্তি ও 'এব'কার বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'সত্যং তে প্রতিজানে' এইবাক্যে অমরকোষে 'সত্য' শব্দের অর্থ 'শপথ'। অর্জ্জুনের (প্রিয় জনের) 'শপথ' করিয়া বলায় প্রণয়বিশেষ ও অলঙ্ঘ্য সত্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণতাৎপর্য্যপর হইয়া ভজনের অনুরূপ ফলই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ; কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যতাৎপর্য্যপর হইয়া ভজন সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ নহে। তাহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। যিনি কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রিয়সখা, তাঁহারই নিকট তিনি সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য প্রকাশ করেন, অপরের নিকটে নহে। ২০৯ এজন্য শ্রীগৌরপরিকর ও তদনুগ আচার্য্যবৃন্দ সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীঅর্জ্জুন-গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীউদ্ধব-গীতোক্ত সাক্ষাৎশ্রীকৃষ্ণের বাক্যের দ্বারাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীগৌরপরিকরগণের স্ববুদ্ধিকল্পিত মত নাই, 'শাস্ত্রযোনি' 'সর্ব্বজ্ঞ' শ্রীকৃষ্ণের মতই তাঁহাদের মত।

কেহ বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ অধিকার অনুযায়ীই উপদেশ করিতে বলিয়াছেন, সকলের পক্ষে এক উপদেশ প্রযোজ্য নহে। অধিকার-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতির বা শুদ্ধা ভক্তির উপদেশের দ্বারা জগতের উৎপাত উপস্থিত হইতে পারে কারণ, গীতায় (৩।২৬) শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—'ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাম্‌'—অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেনা। এইস্থানে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন—'ইতি শ্রীগীতাবাক্যং তু জ্ঞানাদ্যুপদেষ্টৃবিষয়মেব ন তু ভগবদ্ধর্ম্ম-মহিমজ্ঞত্ব-তাদৃশবিষয়ম্‌। তদুক্তং শ্রীমদজিতেন (ভা ৬।৯।৪৯) 'স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি

২০৯ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৮২ অনু, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৩১-২৩২ অনু ও শ্রীগীতা-শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা ১৮।৬৫ দ্রষ্টব্য।

ভিষক্তমঃ' ॥ ইতি তাদৃশোপদেশে সর্ব্বেষামেব পরম-বিশ্বাসাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ।"[২১০] তাৎপর্য্য এই,—উক্ত গীতাবাক্য জ্ঞানোপদেষ্টার * প্রতিই প্রযোজ্য, ভগবদ্ধর্ম্মের মহিমা-বিষয়ে জ্ঞানশীল উপদেষ্টার প্রতি নহে। তাহাই ভগবদবতার শ্রীমদজিতদেব বলিয়াছেন,—নিজে আত্যন্তিক মঙ্গল ভক্তির কথা জানিয়া নশ্চয়ই কেহ তদনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আপাতপ্রেয়ঃ কর্ম্মের উপদেশ করেন না, যেমন—রোগী অপথ্য-কুপথ্য চাহিলেও সদ্বৈদ্য তাহা প্রদান করেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের বাক্যে ভক্তিকেই—তাঁহাতে একান্ত মতিকেই ('ভক্তিশ্চৈব ময়া ময়ি'—ভা ৬।৯।৪৬ 'ময্যে-কান্তমতিঃ'—ঐ ৬।৯।৪৭) 'পরম মঙ্গলোপদেশ' বলা হইয়াছে। শ্রীগৌরপরিকরগণ সেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীভগবদ্‌বাক্যপ্রমাণেই শ্রীগীতার শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রবৃত্তিমার্গীয় ব্যক্তিকে 'কর্ম্মসন্ন্যাস' বা নিবৃত্তিপর নীরস জ্ঞানমার্গের উপদেশ করিলে হিতে বিপরীত ফল হয়। কিন্তু অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী সকলের পক্ষেই ভক্তির উপযোগিতা থাকায় এবং ভক্তি 'রসস্বরূপ' হওয়ায়—'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'—এই ন্যায়ে কুবিষয়রসাসক্ত ব্যক্তিও পরভক্তিরসের সন্ধান লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

শ্রীভক্তিরস ও নিরস নির্ব্বেদজ্ঞান

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই ভাগবতধর্ম্ম-বর্ণনে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমঃ' ইত্যাদি বাক্যে নির্দ্দেশ, 'প্র'শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" স্বামিপাদের ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে মোক্ষাভিসন্ধির যথেষ্ট ধিক্কার; স্বর্গ, অপবর্গ (মোক্ষ) ও নরককে নারায়ণপর ভক্তগণ-কর্ত্তৃক অবিশেষরূপে দর্শন ইত্যাদি সিদ্ধান্ত পরিদৃষ্ট হয়।[২১১]

---

২১০ ক্রমসন্দর্ভ ৯।৫।১৫ * শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীগীতার (৩।২৬) টীকায় বলিয়াছেন—নন্বু তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ।' ২১১ ভা ৬।১৭।২৮।

শ্রীপদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে—'ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা'কে 'পিশাচী' বলা হইয়াছে[২১২] এবং ঐ পিশাচীদ্বয় হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিলে ভক্তিসুখের লেশমাত্রও উদিত হইতে পারে না। এই প্রমাণ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতেও[২১৩] উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রমাণ-মূলে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' ইত্যাদি কারিকা-শ্লোকে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপ সম্পূর্ণ, মৌলিক ও অভূতপূর্ব্ব ভক্তিলক্ষণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের কোনও গ্রন্থেই আবিষ্কৃত হয় নাই। এই লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত ও স্বয়ং শ্রীরাধামাধবএকীভূত তনুর দ্বারাই প্রপঞ্চিত ও সঞ্চারিত হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ রায় বলিয়াছেন,—'নির্ব্বাণনিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞাশ্চূষন্তু নামরসতত্ত্ব-বিদো বয়ন্তু। শ্যামামৃতং······পিবামঃ'॥[২১৪] তাৎপর্য্য হইতেছে, রসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণরূপ নিম্বফলই মিষ্টবোধে চুষিতে থাকুন, শ্রীকৃষ্ণ-নামরসের তত্ত্বজ্ঞ আমরা কিন্তু ব্রজগোপীগণের নেত্রাঞ্জলিগণ্ডূষের দ্বারা শ্যামামৃত-পানকালে চ্যুত অবশেষই পান করিব।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে বলিয়াছেন,—'মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাহাঁ দোঁহার গতি? স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি॥ অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে। রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥ অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান। কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান॥'[২১৫]

মুক্তি বা নির্ব্বাণ যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা পাষাণাদি স্থাবরেরই মত চেতনের ক্রিয়া বা চিদ্‌বিলাসবৈচিত্রীরূপা ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া অচেতনবৎ অবস্থান করেন। আর দেবতাগণ যেরূপ অমৃত আস্বাদনের অধিকারী, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবাভিলাষিগণও প্রেমামৃত ফল আস্বাদনে অধিকারী হয়েন। ইহাই যথাক্রমে দুইটি

২১২ শ্রীপদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ৪৬ অধ্যায়; ২১৩ ভ র সি ১।২।২২;
২১৪ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৭।১১; ২১৫ চৈ চ ২।৮।২৫৬—২৫৮।

উপমার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ উক্ত পদে 'দেবদেহ' শব্দটি দেখিয়া 'ভক্তি' স্থানে 'ভুক্তি' পাঠ অনুমান করেন। কিন্তু এস্থানে 'দেবদেহ' শব্দটির একটি ব্যঞ্জনা আছে। 'দিব্যদেহ' বা সিদ্ধ-(মঞ্জরী) দেহ হইতেছে—সর্ব্বভোগবাঞ্ছা-লেশবিবর্জ্জিত সেবাময় তনু, যাহা নিত্য শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবামৃতফল আস্বাদনে অধিকারী। পরবর্ত্তী পদ হইতেও 'ভক্তি' পাঠই সমর্থিত হয় এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও এই স্থানে 'ভক্তি' পাঠই স্বীকার করিয়াছেন। (যে মুক্তি-ভক্তি বাঞ্ছন্তি, তেষাং কিং প্রকারা গতিরিত্যর্থঃ—চক্রবর্ত্তী) মুক্তিকামী জ্ঞানী—হইতেছে অরসজ্ঞ কাকসদৃশ আর তাহার আস্বাদনীয় হইতেছে 'নিম্বফল'—যাহা রসযুক্ত হইলেও কাকেরই লোভনীয়। এ জন্য কোষশাস্ত্রে নিম্বফলের অপর নাম **'কাকফল'**। আর ভক্তিকামী রসিক হইলেন সুরসজ্ঞ কোকিলসদৃশ; তাঁহার আস্বাদনীয় হইতেছে 'প্রেমাম্রমুকুল'। ইহা অমৃতরসেরই মুকুলিত অবস্থা এবং একমাত্র কোকিলেরই লোভনীয়। আদি কবি শ্রীবাল্মীকি বলিয়াছেন,—

আম্রং ছিত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেত্তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ ॥[২১৬]

কুঠারাঘাতে আম্রবৃক্ষকে ছেদন করিয়া নিম্বের সেবা করিলেও এবং উহাতে দুগ্ধসেচন করিলেও নিম্বের কোনও দিন মধুরত্ব ঘটে না। তাৎপর্য্য—নিম্ব জাতিতেই তিক্ত, আর আম্র জাতিগতই সুমধুর। লৌকিক কবিগণও বলিয়াছেন,—'নিম্ব! কিং বহুনোক্তেন নিষ্ফলানি ফলানি তে। যানি সংজাতপাকানি কাকা নিঃশেষয়ন্ত্যমী' ॥[২১৭] হে নিম্ব! তোমার সম্বন্ধে আর অধিক বলার কি প্রয়োজন? 'ফলেন পরিচীয়তে'—তোমার ফলগুলি সমস্তই নিষ্ফল (ব্যর্থ)—ইহাই তোমার পরিচয়। ঐ সকল ফল পাকিলে কাকগুলিই তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলে। তাৎপর্য্য এই, উহা কাকের নিকটই রসাল বস্তু, তাহাদেরই প্রিয়, উহা প্রকৃত রসামোদীর আস্বাদ্য বস্তু নহে।

---

২১৬ শ্রীরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫ সর্গ, ১৪ শ্লোক লা জার্ণেল প্রেস, মান্দ্রাজ ;
২১৭ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ ৫।১৫৫ নির্ণয়সাগর-সং ইং ১৯৩৫ ।

আর কাক কিরূপ, তৎসম্বন্ধেও কবিগণ বলিয়াছেন,—তুল্যবর্ণচ্ছদঃ কৃষ্ণঃ কোকিলৈঃ সহ সংগতঃ। কেন বিজ্ঞায়তে কাকঃ স্বয়ং যদি ন ভাষতে ॥[২১৮]

একই প্রকার কৃষ্ণবর্ণপক্ষযুক্ত কাক কোকিলসমূহের সহিত মিলিত থাকে, কিন্তু কাক যদি নিজে শব্দ না করে, তবে কাহার সাধ্য যে উহাকে 'কাক' বলিয়া জানিতে পারে? তাৎপর্য্য এই, সুরসিক ভক্তগণের এবং শুষ্ক জ্ঞানীর ধর্ম্মের বাহ্য আচরণাদিতে সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের অন্তরনিষ্ঠার বা স্বরূপের পরিচয় তাঁহাদের মুখোদ্গীর্ণ বাক্য হইতে 'বয়ং কা কা বয়ং কা কা জল্পন্তীতি প্রগে দ্বিকাঃ,'[২১৯] উপলব্ধি হয়। প্রত্যূষে যখন মুক্তাভিমানী 'অহং ব্রহ্মাস্মি, অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি অপরাধপূর্ণ কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করেন, তখন ভক্তকোকিলগণ পঞ্চমতানে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি গান করেন।

কাক সময় সময় অমেধ্য ভোজন ত্যাগ করিয়া মিষ্টদ্রব্য বা আম্রফলাদিও মুখে স্পর্শ করিতে যায়, যেমন জগতের বিষয়ভোগে বিরত হইয়া ভক্তিহীন শুষ্ক জ্ঞানী বিষয় ত্যাগ করিয়া মোক্ষসুখের অনুসন্ধান করেন। কোকিল কিন্তু তাহা নহে, কাননে বহু প্রকার ফলশালী বৃক্ষ থাকিলেও রসাল (আম্র বা ভক্তিরস) ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ফলেই কোকিল তুষ্ট হয় না।

ভূরিশোঽপি চ বসন্তি কাননে শাখিনঃ ফলবিশেষশালিনঃ।
কোকিলস্য তদপীহ মানসং নো রসালমপহায় তুষ্যতি ॥[২২০]

কবিকুলের এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও অনুভূত উদাহরণ অবলম্বনে শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বসন্তদূত কলকণ্ঠ কোকিলের সহিত অপ্রাকৃত-সেবারসজ্ঞ পরম ভাগ্যবান ভক্তের এবং কর্কশকণ্ঠ কাকের সহিত স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়রসত্যাগী নির্ব্বাণ-নিম্বফলাস্বাদী মুক্তিকামী শুষ্ক নির্ভেদ জ্ঞানীর তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকবিকর্ণপূর বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের পরমরসজ্ঞতা ও করুণারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল নির্ম্মৎসর ভগবৎ-পরিকরগণ শুষ্ক জ্ঞানীকে ঘৃণা বা

---

২১৮ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ ৫।২০৫; ২১৯ ঐ ৫।২০৪; ২২০ ঐ ৫।১০৩।

অবমাননা করিয়াছেন, তাহা নহে। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।' 'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।'—যাঁহাদের দাসানুদাসগণেরও ভাগবত-জীবনের স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম, তাঁহারা কৃষ্ণসেবা-রসাস্বাদন হইতে শুষ্কজ্ঞানীকে বঞ্চিত দেখিয়াই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কঠোর উক্তির দ্বারা জ্ঞানীর শুষ্ক জ্ঞানাসক্তিকে ছেদন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। 'সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ'[২২১]—সাধুগণই জীবের মনোগত বিরুদ্ধাসক্তিকে বাক্য-কুঠারের দ্বারা ছেদন করেন। কোনও সুকৃতি, তীর্থ, দেবতা বা শাস্ত্রজ্ঞানাদির এইরূপ সামর্থ্য নাই—'সন্ত এবেত্যেবকারেণ সুকৃতি-তীর্থ-দেব-শাস্ত্রজ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যমিতি জ্ঞাপিতম্।'[২২২] শ্রীশৌনকাদি ব্রহ্মবিদ্গণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন,—'অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন। সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যত্র **কৃশা মুমুক্ষা**'॥[২২৩] অহো মহাত্মন্! এই সংসার বহুদোষদুষ্ট হইলেও কেবল একমাত্র সুখজনক সৎসঙ্গনামক গুণের দ্বারাই শোভা পাইয়া থাকে। অদ্য এই সাধুসঙ্গরূপ গুণের দ্বারা (মহাভাগবত আপনার সঙ্গ দ্বারা) আমাদের মুক্তি-কামনা ক্ষীণা হইল। ইহা হইতেও জানা যায় ভক্তি হইতেছে—'মোক্ষলঘুতাকৃৎ'। পরমোদার ভগবৎপ্রেমিক সাধু মুক্তি-বাঞ্ছাতে লঘুবুদ্ধি করাইয়া অহৈতুকী ভক্তির উদয় করান।

'মিত্রং প্রসিদ্ধং ভুবনেষু জাতঃ স নির্ম্মলাত্মা বিচরন্ পরার্থম্। ত্বমান্তরং হংসি তমো জনানাং ততং স্বগোভিস্তরণিস্তু বাহ্যম্'॥[২২৪]—তাৎপর্য্য এই, নির্ম্মলাত্মা সূর্য্য যদি কেবলমাত্র বহির্জগতের অন্ধকারনাশরূপ পরোপকারের জন্য ভ্রমণ করিয়া ত্রিজগতের 'মিত্র'-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, তাহা হইলে অন্তর্জগতের অজ্ঞানতমঃ (ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা এবং তন্মধ্যে অতি ঘোর তমঃ—মোক্ষবাঞ্ছা) বিনাশকারী অতি-প্রখর নিজ বাক্যরশ্মি বিস্তারপূর্ব্বক যে ভগবদ্ভক্তগণ নিখিল জগতের নিত্য মঙ্গলের জন্য বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে 'পরমমিত্র' বা অন্য কিছু যদি ভাষা থাকে তাহা দিয়াও তাঁহাদের গুণ প্রকাশ করা যায় না।

---

২২১ ভা ১১।২৬।২৬; ২২২ ঐ সারার্থদর্শিনী; ২২৩ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ১।৫৪; ২২৪ ঐ ১।৫৫।

'ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুজ্যতে, কিং তর্হি ? নিন্দিতাদিতরৎ প্রশংসিতুম্'—মীমাংসা-ভাষ্যকারের এই উক্তি শ্রীযামুনাচার্য্যপাদও 'আগমপ্রামাণ্যে' উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—শাস্ত্র বা মহাজনবাক্য-মধ্যে যাহা 'নিন্দা' বলিয়া মনে হয়, সে স্থানে নিন্দিতরূপে বর্ণনীয় পদার্থের নিন্দা করিবার জন্য নিন্দাপ্রসঙ্গ থাকে না, কিন্তু সেই নিন্দিত পদার্থ হইতে ভিন্ন যে প্রতিপাদ্য বিষয় তাহার উৎকর্ষ প্রদর্শনই ঐরূপ তথাকথিত নিন্দার উদ্দেশ্য। নিরপেক্ষ তারতম্য জ্ঞান ব্যতীত সর্ব্বোৎকর্ষের উপলব্ধি হয় না।[২২৫]

অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতরসাস্বাদন, যাহা জীবের পরমপুরুষার্থসীমা, তাহা হইতে কোনও জীব বঞ্চিত না হয়, এই উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরামরায় নির্ব্বেদ-জ্ঞানের ঐরূপ নিন্দা করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ তাহা কৃপাপূর্ব্বক বিবৃত করিয়াছেন ; ইহা নিন্দা নহে, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জয়গানমুখে 'পরম মিত্রতার' সীমা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

> ন বেদ **কৃপণঃ** শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্।
> তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্ যদি সোঽপি তথাবিধঃ॥ [২২৬]

যাহারা বিষয়কে 'বস্তু' অর্থাৎ পুরুষার্থ (প্রাপ্য প্রয়োজন) বলিয়া জানে, তাহারা কৃপণ, তাহারা আত্মার 'শ্রেয়ঃ' কি তাহা জানে না। সেইরূপ ব্যক্তিগণের ইচ্ছানুযায়ী বিষয় তাহাদিগকে দান করিলে দাতাও সেই জাতীয়ই প্রমাণিত হয়। শ্রীগৌর-ভগবান নিজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু নামপ্রেম এবং শ্রীগৌরপরিকরগণ সেই পুরুষার্থসীমার পরমসাধনের বাস্তব বিজ্ঞান সর্ব্বজীবে দান করায় তাঁহাদের পরমৌদার্য্য-সীমার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন,—আম্রমুকুলের স্বাদ কষায়, আর পক্ক নিম্বফল সেরূপ কষায় বা তিক্ত নহে, কাহারও নিকট মিষ্ট-রসযুক্তও বোধ হয়। এস্থানে পূর্ব্বোক্ত 'তন্মঞ্জরী-

---

২২৫ ক্রমসন্দর্ভ ১১।১৪।৩১ ; ২২৬ ভ ৬।৯।৪৮।

রসামোদং বিদুরেব কুহুমুখাঃ'—এই বাক্যটি স্মরণীয়। আম্রমুকুল বা আম্রমঞ্জরীর রসাস্বাদন—মধুকণ্ঠি কোকিলেরই অনুভববেদ্য, উহা মনুষ্যের জিহ্বায় আস্বাদনের দিক্ হইতে অলৌকিক ও লৌকিক কবিগণ কেহই উল্লেখ করেন নাই। কাক ও কোকিলের অথবা—পক্ষিজাতির রসাস্বাদনাংশেই উহা তুলনীয়। দ্বিতীয়তঃ 'মুকুল' শব্দের মধ্যে অনেকগুলি ব্যঞ্জনা আছে। 'মু'—মুক্তিসুখকে, 'কু'—কুৎসিতরূপে, 'ল' (লাতি, গৃহ্নাতি)—গ্রহণ করে যাহা, অর্থাৎ যাহা মুক্তিসুখধিক্কারী। কাকের (শুষ্ক জ্ঞানীর) প্রসঙ্গে বলিলেন 'নিম্বফল,' আর কোকিলের (রসিক ভক্তের) প্রসঙ্গে বলিলেন 'আম্রমুকুল'। এস্থানে কবিরাজ গোস্বামী নিম্বফলের 'তিক্ততা' ও প্রেমাম্রমুকুলের 'মধুরতার' উল্লেখ করেন নাই। এ স্থানে উপমার তাৎপর্য্য হইতেছে—শুষ্ক জ্ঞানীর আস্বাদ্য নির্ব্বাণ-মুক্তি-ফলের নিষ্ফলতা। কারণ তাহা ভগবানের প্রয়োজনে লাগে না। আর ভক্তের আস্বাদ্য যাহা, তাহা মুক্তিধিক্কারী এবং পরম-ফলপ্রসূ—প্রপক্কাবস্থায় ভগবানের পরম আস্বাদ্য, তাহা ভগবানেরই প্রয়োজনে বা ভোগে লাগে।

'ভাবপ্রকাশা'দি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে নিম্বফলের গুণ—'রসে তিক্তত্বম্, পাকে কটুত্বম্' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। আর নিম্বফল বা 'কাকফল' কাকভক্ষ্য বলিয়া নিষ্ফল অর্থাৎ ব্যর্থ—ইহা কবিগণ বলিয়াছেন। সুতরাং নিম্বফলের মধ্যে রসতার অনুসন্ধানও ব্যর্থ রসেরই অনুসন্ধান। জ্ঞানী প্রকৃত পরমরসদ বস্তুতে রসের সন্ধান না করিয়া ব্যর্থ বস্তুতে রসের সন্ধান করেন, ইহাও একটি ধ্বনি।[২২৭] অপরপক্ষে 'মুকুল'শব্দ বিকাশোন্মুখ কলিকা বুঝায়। সাধ্যভক্তি দূরে থাকুক, সাধনভক্তিই (ঈষৎ বিকাশোন্মুখ) পরম রসের নিদান; ইহাও আর একটি ধ্বনি। শুষ্ক জ্ঞানীর সাধনও নীরস, ফলও নিষ্ফল। 'মুকুলের' একটি পর্য্যায় শব্দ 'মঞ্জরী'। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মঞ্জরীভাবে উপাসনায় কোনও প্রকার আত্মসুখের সম্বন্ধমাত্রও থাকে না, কিন্তু নির্ভেদজ্ঞানিগণের সাধন ও সিদ্ধি সর্ব্বত্রই আত্মসুখের প্রধানতম কাপট্য আছে ('তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান')।

২২৭ ভা ১০।১৪।৪ "স্থূলতুষাবঘাতিনাম্" ইত্যাদি বাক্য আলোচ্য।

ইহাও 'মুকুল' শব্দের আর একটি ধ্বনি। কোকিল 'বসন্তদূত' নামে খ্যাত, বসন্তের প্রারম্ভেই আম্রমুকুল প্রকাশিত হয়। ঋতুরাজ বসন্তের সহিত রসরাজ রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের ধ্বনিও 'কোকিল' শব্দের মধ্যে আছে। কোকিল পঞ্চমতানে গান করে। ভক্তগণ উচ্চ-নাম-কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির দ্বারাই—'(নামরসতত্ত্ববিদ বয়ন্ত' ইত্যাদি) সেবামৃত আস্বাদন করেন। কায়তে শব্দায়তে ইতি কাকঃ। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তিতে জানা যায়—

তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥[২২৮]

শ্রীসার্ব্বভৌমের নিকট হইতে আরও জানা যায়,—

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয়॥[২২৯]

এই উক্তির ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কাকপক্ষীও (নিম্বফলরূপ-নির্ব্বেদজ্ঞানাস্বাদনিষ্ঠ ব্যক্তিও) গরুড়পক্ষী স্বরূপ (ভগবৎপার্ষদতা) লাভ করেন, অর্থাৎ প্রেমামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েন। এই সত্য শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও শ্রীগৌরকৃপাপ্রাপ্ত তদানীন্তন কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ স্ব-স্ব চরিত্রের দ্বারা জগজ্জীবের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী যিনি পূর্ব্বে নির্ব্বেদ-জ্ঞাননিম্বফলের আস্বাদনে প্রমত্ত ছিলেন, তিনি শ্রীগৌর-কৃপায় প্রেমাম্রমুকুলের আস্বাদ পাইয়া বলিয়াছেন,—"ওহে ভাই! অপর সাধনে সাহস করিও না। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ তোমার ঐপ্রকার উদ্যম দেখিয়া হাস্য করিবেন। এই গৌরভক্তগণ সর্ব্বদা মহাপ্রেমভক্তি-রসসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া আনন্দে প্রমত্ত আছেন। তোমাকে একটী নিগূঢ় কথা বলিতেছি। বেদাদি শাস্ত্রে সাধ্যসাররূপে যে প্রীতিবস্তুর কথা আছে, তাহার প্রভু হইতেছেন—শ্রীগৌরহরি সুতরাং শ্রীগৌরহরির নিজগণের শিক্ষা গ্রহণ কর। 'নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞান, অধ্যাত্মযোগ, শুষ্কবৈরাগ্যাদি-সাধনে বিতৃষ্ণা উৎপাদনকারী ব্রজনাথভজন-প্রণালী আমরা জানি না;

২২৮ চৈ চ ২।১২।১৮৩; ২২৯ ঐ ২।১২।১৮২।

সদ্‌গুরুগণের সহিতও সাক্ষাৎকার হইতেছে না, এখন কি করি'?—যাঁহারা এইরূপ চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকেও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ বলিতেছেন,—'তোমাদের কর্ণে কি শ্রীগৌরহরির নামটীও প্রবেশ করে নাই?' তাৎপর্য্য হইতেছে, পুরুষার্থসীমা লাভ করিতে হইলে শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরভক্তের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট প্রেমাম্রমুকুলের স্বাদ পাইলে শুষ্কজ্ঞানকে 'কাকফল' (নিম্বফল) জানিয়া তাহা পরিত্যাগের স্বতঃপ্রবৃত্তি উদিত হইবে। তখন গৌরভক্তগণ যে অসমোর্দ্ধ্ব পরদুঃখদুঃখী—ইহা বুঝিতে পারিবে।[২৩০]

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের পরমকরুণাময়ী অমিয়লিপি বা শ্রীরামানন্দ-রায় ও শ্রীকবিকর্ণপূরের উক্তি সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতরসশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত, শ্রীমদন-মোহনেরই লেখা এ বিষয়ে যাঁহাদের সংশয় আছে, তাঁহারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার যে নির্ব্বেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণকে কাকতুল্য বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ কোথায়?

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো, জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা, ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্‌ক্ষয়াঃ ॥[২৩১]

তাৎপর্য্য হইতেছে, বিচিত্র বা বিস্ময়কর বাক্যও যদি শ্রীহরির ভুবনপাবন যশ অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলাদি কীর্ত্তন না করে, তাহা হইলে সেই বাক্য কাকতীর্থস্বরূপ। তাহাতে ভক্তিরসিক ভাগবত-পরমহংসগণ রমণ করেন না।

শ্রীসূত গোস্বামিপাদও শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে ঐরূপ অচ্যুতভাববর্জ্জিত বাক্যকে 'ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থ'[২৩২] বলিয়াছেন। শ্রীনারদ গোস্বামী ও শ্রীসূত গোস্বামী উভয়েই পরবর্ত্তী 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্'[২৩৩] ইত্যাদি শ্লোকে অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভক্তিভাব-বর্জ্জিত বাক্যই কেবল কাকতীর্থতুল্য পরিত্যাজ্য নহে, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নিরঞ্জন অপরোক্ষজ্ঞানও অচ্যুতভক্তিরসরহিত বলিয়া

২৩০ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৮৩,৮৪ শ্লোক।

২৩১ ভা ১।৫।১০; ২৩২ ঐ ১২।১২।৫১; ২৩৩ ঐ ১।৫।১২, ১২।১২।৫৩।

রসিকগণের পরিত্যাজ্য ; পরোক্ষ-জ্ঞান বা নিষ্কাম কর্ম্মের কথা আর কি ? 'তদেবং **যশো-বর্ণনোপলক্ষিত-ভক্তিতো ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি ন্যূনত্বে** সকাম-নিষ্কাম-কর্ম্মণো ন্যূনত্বং কিমুতেত্যাহ,'[২৩৪] 'ন কেবলং বচোমাত্রমেব ভক্তিরহিতং ব্যর্থমপি তু **শ্রৌতবচসাপি প্রতিপাদ্যমপরোক্ষং জ্ঞানমপি ভক্তিরহিতং ব্যর্থং** কিমুত পরোক্ষং জ্ঞানং, কিমুততরাং নিষ্কামকর্ম্ম, কিমুততমাং সকামকর্ম্ম ব্যর্থমিত্যাহ।'[২৩৫]

শ্রীব্যাসদেবও শ্রীনারদের উক্ত বাক্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন,—

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥[২৩৬]

উপনিষদের প্রতিপাদ্য নির্ভেদ ব্রহ্মের শ্রবণ-মননাদি আমার দ্বারা কৃত হইলেও তাহা অমৃতস্বরূপ হরিকথা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কারণ নির্ভেদ-ব্রহ্মের শ্রবণ মননাদি-কথনে চিত্তদ্রবতা, কম্পাশ্রু-পুলকাদি প্রেমলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয় না। শ্রীভগবান ব্যাসের এইবাক্য হইতে জানা যাইতেছে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃ ১।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বাক্যও হরির যশঃ হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া তাহা তীর্থস্বরূপ হইলেও ভাগবত-রসিকগণের পরিত্যাজ্য তীর্থবিশেষ। তাই শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥[২৩৭]

হে জগদ্‌গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্ররূপ মহাতীর্থে নিমজ্জমান আমার নিকট ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তির সুখরাশিও 'গোষ্পদের' ন্যায় মনে হইতেছে। এইস্থানে 'গোষ্পদ' শব্দটির বিভিন্ন ব্যঞ্জনা আছে। 'গোষ্পদ' শব্দে (১) গরুর খুরচিহ্নিত পরিমিত স্থান, (২) গো-কর্ত্তৃক অসেবিত স্থান[২৩৮] ও (৩) প্রভাসক্ষেত্রস্থিত তীর্থবিশেষ বুঝায়।[২৩৯] অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি বা

২৩৪ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১।৫।১২ ; ২৩৫ শ্রীসারার্থদর্শিনী ঐ ;

২৩৬ শ্রীপদ্যাবলী—৩৯ ; ২৩৭ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬ ; ২৩৮ পা ৬।১।১৪৫ ;

২৩৯ স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৩৩৬ অধ্যায় (বঙ্গবাসী-সং)।

নির্ভেদ জ্ঞানসিদ্ধির আনন্দকে ‘গোষ্পদ’নামে অভিহিত করায় (১) ভগবৎসাক্ষাৎকারের আনন্দের নিকট জ্ঞানীর কাম্য নির্ভেদব্রহ্মসুখের অতি অকিঞ্চিৎকরতা, (২) তাহা গোপালকৃষ্ণের পাল্য ভক্তগণের অসেবিত স্থান ও (৩) তীর্থবিশেষের ন্যায় কর্ম্মি-জ্ঞানী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরম বাঞ্ছিত স্থান হইলেও ভগবদ্রসিকভক্তগণের অবাঞ্ছিত ইত্যাদি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে অচ্যুতের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্বের প্রসঙ্গ নাই, ভগবদ্-যশঃকথা হইতে যাহা দূরে, তাহা তীর্থস্বরূপ হইলেও শ্রীনারদ-প্রহ্লাদাদি শ্রীব্যাস-শুক-সূত-প্রমুখ ভাগবতরসিকগণ তাহাকে ‘বায়স-তীর্থ’ বলিয়াছেন, আর যে স্থানে অচ্যুতের উদার-কথাপ্রসঙ্গ, তথায় গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-প্রভৃতি সর্ব্বতীর্থের একত্র সমাগম।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র, গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি **তত্র, যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ** ॥২৪০

শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি **কৃতিনঃ** কেচি**চ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্** ॥২৪১

যাঁহারা ভগবানের কথামৃত-সমুদ্রে মহানন্দে বিহার করেন, এইরূপ পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের নিকট চতুর্ব্বর্গ তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, তাঁহারা দৃক্‌পাতও করেন না। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলেন,—

নন্দনন্দন-কৈশোর-লীলামৃতমহাম্বুধৌ।
নিমগ্নানাং কিমস্মাকং **নির্ব্বাণ-লবণাম্ভসা ?** ॥২৪২

আমরা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-লীলামৃত মহাসাগর-রূপ মহাতীর্থে অবগাহন করিয়াছি। আমাদের নির্ব্বাণরূপ লবণাম্বুধির প্রয়োজন কি ? ‘সাগর’ তীর্থরূপে পূজিত বটে। কিন্তু নির্ব্বাণরূপ লবণ-জলে নিমগ্ন থাকা যায় না, তাহা পান করাও যায় না। এজন্য প্রেমামৃতমহাসাগরে নিত্যনিমজ্জমান ভক্তগণ নির্ব্বাণ-লবণজলধি পরিত্যাগ করিয়া হরিকথারসামৃত সর্ব্বদা আস্বাদন করেন।

---

২৪০ শ্রীপদ্যাবলী—৪৪ ; ২৪১ ঐ—৪৩ ; ২৪২ ঐ—৪২।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ ও সর্ব্বপ্রমাণচূড়ামণিভূত বিদ্বদনুভবাদি হইতেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ নির্ভেদ-জ্ঞানীকে 'অভাগীয়া', 'অরসজ্ঞ', 'নিষ্ফল-সেবী' ইত্যাদি বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদের 'কৃতিনঃ' শব্দের দ্বারা তাহা ব্যঞ্জিত হইতেছে। অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত নিরঞ্জন-নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞানবিষয়ক বাক্যাদিও যে বায়সতীর্থ-স্বরূপ, তাহাও শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রমাণেই ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীগৌরপরিকরগণ ও তদনুগ মহদ্‌গণ স্ববুদ্ধিকল্পিত কোনও শব্দ, বাক্য বা সিদ্ধান্ত কোথায়ও স্থাপন করিবার প্রয়াস বা কাহারও প্রতি ঘুণাক্ষরেও নিন্দা, দ্বেষ, বঞ্চনা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা সকলকেই মুক্তহস্তে শ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীনামপ্রেমসিদ্ধান্তরস অমায়ায় বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত—ঋষি, মুনি, আচার্য্য, শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ বা মহামানবের স্ববুদ্ধিজাত সিদ্ধান্ত বা মত নহে—ইহা নিরপেক্ষ সুধীমাত্রেই স্থিরভাবে চিন্তা করিলে ভগবৎকৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে সর্ব্বকাম, মোক্ষকাম ও প্রীতিমাত্রকাম সকলেরই সর্ব্ববেদমূল শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই পুরুষার্থসীমা।[২৪৩] এই সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্তকে সুসূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের সহিত স্বয়ংভগবান শ্রীগৌরহরির আদেশে প্রচার করিয়া শ্রীগৌরপরিকরগণ পরম-করুণার পরিচয় দান করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রীতিকে—পরমপুরুষার্থকে অন্যান্য পুরুষার্থের সহিত সমান (জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ) বলিয়া প্রচার করিলে লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা হয়। তাহাই সঙ্কীর্ণতা বা দৃষ্টির খর্ব্বতা। যখন চূণ-ব্যবসায়িগণ সমুদ্রতটে স্তূপীকৃত শঙ্খঝিনুকাদি ক্রয় করিতে যান, তখন তাঁহারা নির্ব্বিশেষভাবেই মূল্য নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু সেই স্তূপের মধ্যে কখনও দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এক সঙ্গে মিশিয়া থাকিলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা জানাইয়া দিতে পারেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খও অন্যান্য শঙ্খেরই সমান। তাহারা শঙ্খ-নির্ব্বিশেষে একসঙ্গে সকলকেই চূর্ণ করিয়া চূণেই পরিণত করিবে। তদ্রূপ নির্ব্বিশেষবাদই

২৪৩ ভা ১।২।২৩-২৯ ক্রমসন্দর্ভ-সহ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদের চরম লক্ষ্য, তাঁহাদের বিচারে সকলই সমান। শামুকশ্রেণীর মধ্য হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত বাছিয়া লইয়া যেরূপ বিশেষজ্ঞ উহার মূল্য নিরূপণ করেন, কাচমণির মধ্য হইতে হীরকমণি আহরণ করিয়া যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি বিশেষজ্ঞ জহুরী তাহা প্রকাশ করেন, অথবা মুগকলাইর স্তূপের মধ্যে অবস্থিত তৎপরিমাণ ও তদাকারবিশিষ্ট স্বর্ণকে যেরূপ ভাগ্যবান সূক্ষ্মতমদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি চয়ন করিতে পারেন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন প্রকার শঙ্খের, মণির ও স্বর্ণের জাতি ও মূল্য নির্দ্ধারণ করেন, সেইরূপ 'সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ' 'সর্ব্বশাস্ত্রমূল' স্বয়ংভগবান ও তৎপরিকরগণই জগৎকে পরতত্ত্বসমূহ ও 'পরতত্ত্বসীমা, সাধনসমূহ ও পরমসাধনসীমা এবং পুরুষার্থসমূহ ও তৎসীমার সন্ধান প্রদান এবং তটস্থানুভবের দ্বারা তাঁহাদের তারতম্য ও মূল্য নিরূপণ—কেবল নিরূপণ নহে, তাহা হাতে হাতে বিতরণ করিয়া পরমৌদার্য্যসীমা প্রকাশ করেন।

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ ভাগবতধর্ম্ম হইতেছেন—সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। ইহা জীবমাত্রেরই পরম ধর্ম্ম, সুতরাং সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। ইহা সকল কালের ও সকল যুগের ধর্ম্ম এবং সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বাবস্থায় সকলের আচরণীয় ধর্ম্ম—এজন্য সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম। গোলোকে-ভূলোকে, স্বর্গে-নরকে, সর্ব্বলোকে এই পরম ধর্ম্ম অনুশীলনীয় বলিয়া ইহা সার্ব্বত্রিক ধর্ম্ম।[২৪৪] শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামসঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মেরই মূর্ত্তবিগ্রহ, স্রষ্টা ও সঞ্চারক। এই নামসঙ্কীর্ত্তন-রাস-রস যে কিরূপ, তাহা প্রভু স্বয়ং কাশীবাসী সন্ন্যাসীর নিকট বলিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ।[২৪৫]

লৌকিক আলঙ্কারিকগণ কাব্যানন্দকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলিয়াছেন। আর শ্রুতি ব্রহ্মানন্দকেই 'আনন্দের সীমা' বলিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্ববেদান্তসার

---

২৪৪ ভা ৬।৩।২২ ; ২৪৫ চৈ চ ১।৭।৯৭, ১।১।৯৬।

রসশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিকে বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দাদি হইতেও পরম উৎকর্ষশালী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতসিদ্ধান্ত-সম্পুটিত করিয়া শ্রীগৌর-পরিকর শ্রীকবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তভের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

স জয়তি যেন প্রভবতি, দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ।
অতিশয়িতপদপদার্থো, ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ॥[২৪৬]

পদ ও পদার্থের অতিরিক্ত যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা, তাহা যেরূপ কাব্যজগতের অধিশ্বরী, তদ্রূপ সকল ধ্বনির মূলস্বরূপ মুরারির মুরলীধ্বনি, যাহা সুলোচনী ব্রজসুন্দরীগণের নয়নের অঞ্জনকে আনন্দাশ্রুর দ্বারা ধৌত করিয়া তাঁহাদিগকে 'বিগতাঞ্জনা' করিয়া থাকে, যাহা বৈকুণ্ঠ-পদ ও ব্রহ্মানন্দ-পদার্থ হইতেও পরমোৎকর্ষ-শালী, সেই মুরলীধ্বনি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে অপ্রাকৃতরসজ্ঞ মহাকবি শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর ব্যঞ্জনাবৃত্তির বন্দনা করিয়াছেন, কারণ 'রস' ব্যঞ্জনার দ্বারাই লভ্য হয়। আবার এই শ্লোকটিও ব্যঞ্জনাময়। এই স্থানে ব্যঞ্জনার তাৎপর্য্য হইতেছে, কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুর একবিন্দু অনন্ত ব্রহ্মানন্দ ও বৈকুণ্ঠপদ হইতে অতুলনীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনেই সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিভূত মুরলীধ্বনিহেতুক গোপীপ্রেমোদয় সম্ভব—বৈকুণ্ঠে নহে। আর ব্রহ্মানন্দে ত' প্রেমসামান্য গন্ধও নাই।

সাধারণীকরণ

ভরতমুনি এবং তৎপরবর্ত্তিকালীয় আলঙ্কারিকগণ বলেন,—বিভাবাদির সাধারণী-করণে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যাহা দ্বারা আধুনিক সহৃদয়ভক্ত প্রাচীনভক্তের সহিত নিজের অভিন্নতা জ্ঞান করেন।[২৪৭] এই স্থানে বিভাবাদির শক্তি আরোহক্রমে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ আধুনিক ভক্ত প্রাচীন ভক্তের সহিত স্বচিত্তের একাত্মতা অনুভব করেন। কিন্তু মহাবদান্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য করুণাশক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা অবরোহক্রমে স্বপরিকরবৃন্দ হইতে উচ্ছলিত হইয়া সর্ব্বসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত

---

২৪৬ শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ ১।২ ; ২৪৭ ভ র সি ২।৫।১০৩ ধৃত ভরতমুনি-বাক্য এবং সাহিত্যদর্পণ ৩।৯।

হয়। 'প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশন-শক্তিবৎ তৎপরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে'।[২৪৮] ইহাই হইতেছে—

সর্ব্বলোকে মত্ত কৈল **আপন সমান**।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥[২৪৯]

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন,—'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে'॥[২৫০] পরের হইয়াও পরের নহে, আমার হইয়াও আমার নহে, এই রূপ ভেদ-জ্ঞান রসাস্বাদন কালে বিভাবাদির থাকে না। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—যেমন শ্রীহনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনাদি চেষ্টা যদি পরগত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে রসোদয় হয় না এবং আত্মগত বলিয়া বোধ থাকিলেও তাহাতে লজ্জা-ভীতি প্রভৃতির উদয় হয়।[২৫১] সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ কলিপাবনাবতারী মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রই বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য ব্রহ্মানন্দধিক্কারী ব্রজপ্রেমরসে সর্ব্বসাধারণ নিমগ্ন হইয়াছেন। শ্রীগৌর-সঙ্কীর্ত্তন-রসের বিভাবাদির সাধারণী-করণে এমন এক সর্ব্বাতিশায়িনী চমৎকারিণী শক্তি আছে, যাহাতে সমগ্র বিশ্ব সামাজিকতা লাভের জন্য লুব্ধ হইয়াছে, হইতেছে ও অনন্তকাল হইবে।

বরণ-আশ্রম, কিঞ্চন অকিঞ্চন, কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিব-বিরিঞ্চির, অগোচর প্রেম-ধন, যাচিয়া বিলায় জগ-জনে॥
করুণার সাগর, গৌর-অবতার, নিছনি লইয়া মরি।
কে জানে কিবা গুণ, কিবা সে মাধুরী, প্রাণ কান্দে পাসরিতে নারি॥
পামর পাষণ্ড আদি, দীন হীন খীণ জাতি, গুণ শুনি কান্দে জগ-জন।
অগেয়ান পশু পাখী, তারা কান্দে ঝরে আঁখি, কি দিয়া বান্ধিল সবার মন॥
রাজা ছাড়ে রাজ্যভোগ, যোগী ছাড়ে ধ্যান-যোগ, জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞান-রস।
কে-বা বলরাম-হিয়া, গড়িল পাষাণ দিয়া, হেন রস না কৈল পরশ॥[২৫২]

---

২৪৮ ভক্তিসন্দর্ভ ১৪২ অনুচ্ছেদ; ২৪৯ চৈ চ ১।৯।৯২; ২৫০ সাহিত্যদর্পণ ৩।১৩; ২৫১ শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী ও শ্রীভক্তিসারপ্রদর্শনী ২।৫।১০২; ২৫২ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২২১২।

দ্বাদশ প্রকাশ

স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদেব-রূপে পরতত্ত্বসীমা

'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ' *

কোটি কোটি মহাভাগবত বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকারের দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা সুনিশ্চিত করিয়াছেন, স্বয়ংভগবত্তাই যাঁহার নিজ স্বরূপ, সেই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের শ্রীচরণ-কমল আশ্রয় করিয়া অন্যত্র দুর্ল্লভ সহস্র সহস্র প্রেমপীযূষময়ী সুরধুনী-ধারা যাঁহার নিজাবতার-প্রকটনে-প্রচারিত হইয়াছে, যিনি স্বীয় সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অধিদেবতা 'সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক স্বয়ং ভগবানকেই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবজনোপাস্য অবতারিরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত সেই "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি পদ্যে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং শ্রীভক্তামৃতে ভক্তকোটিশিরোমণির ভাব অঙ্গীকারীর সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকাশার্থ শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও তাঁহার আরাধনার সর্ব্বাতিশায়িতা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে এবং উপসংহারেও সেই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপসনাতনের অন্তরঙ্গ শিষ্যবর শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ষট্সন্দর্ভের প্রথম তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ হইতে ষষ্ঠ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের উপসংহার পর্য্যন্ত পরতত্ত্ব ও পরতত্ত্বসীমার নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের বিশ্লেষণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অসমোর্দ্ধত্ব সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোথাও কোথাও 'ব্রহ্ম' নামে উক্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি উপনিষদে 'অদ্বৈত ব্রহ্ম' নামে কথিত, যাঁহার অংশ 'পুরুষ'রূপে (পরমাত্মা) মায়াকে নিয়মন করিয়া স্বীয় অংশে শ্রীমৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতার-

* শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রম্ ২।১৬।

বৈভব প্রকট করেন, যাঁহার 'নারায়ণ'-নামক রূপবিশেষ পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে বিলাস করেন অর্থাৎ যিনি মূল নারায়ণ, যিনি একমাত্র স্বীয়-প্রেমবিতরণকারী—সেই শ্রীকৃষ্ণই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে অঙ্গোপাঙ্গাদির বৈভব প্রদর্শন করিয়া কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি পূজাসম্ভারের দ্বারা সদোপাস্য শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। সুতরাং সেই মূল নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম হইতেই তাঁহার স্বকীয় অসংখ্য সম্প্রদায় প্রবাহিত হইয়াছেন।

শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসন ইঁহারা সকলেই শক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের সেবক-সম্প্রদায়; কেহই শক্তিমৎতত্ত্ব পরতত্ত্বনহেন—পরতত্ত্বসীমা ত' দূরের কথা। এজন্য শ্রীনারায়ণ-সেবক শ্রী-ব্রহ্মা-রুদ্র-সনকাদি-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় 'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' বলিয়া কথিত। কিন্তু ইঁহাদের উপাস্য শ্রীনারায়ণেরও যিনি মূল, সেই আদ্যহরি-শ্রীমূলনারায়ণ হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দ যথা শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভৃতিও শ্রী-ব্রহ্মা-রুদ্র-সনকাদি বৈষ্ণবতত্ত্বের অংশী অর্থাৎ শ্রীরাধাই বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীর অংশিনী, শ্রীসদাশিবই রুদ্রের অংশী, বর্বাণেশ্বর শ্রীব্রহ্মাই জগৎপ্রপিতামহ ব্রহ্মার অংশী ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাধ্যানকারী শ্রীসনৎকুমারাদিই ব্রহ্মনন্দন চতুঃসনের অংশী। এইরূপ পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত যে পরতত্ত্বসীমা, তিনি স্বয়ংই তাঁহার সম্প্রদায়সহস্রের অধিদেব—ইহাই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রারম্ভে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং অংশীর সম্প্রদায়ে কোন আংশিক মতবাদের অবকাশ নাই। সর্ব্ববেদ সর্ব্বশাস্ত্র যাঁহা হইতে প্রকাশিত হয়, তিনিই 'সর্ব্বজ্ঞ', 'সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ', 'সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ' ও 'সর্ব্বসিদ্ধান্তজ্ঞ'। তাঁহার সিদ্ধান্তই সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত।

পারমার্থিক জগতের অনেকে সার্ব্বভৌম সত্যসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াও তাহা নানাপ্রকার দুর্ব্বলতাবশতঃ গ্রহণ করিতে পারেন না। তন্মধ্যে প্রধানতম দুর্ব্বলতা হইতেছে—ভাগ্যফলে লব্ধ স্ব-স্ব গুরুর স্বতন্ত্র মত ও সাম্প্রদায়িক মতবিশেষের প্রতি অত্যাগ্রহ। গুরু ও সম্প্রদায়ের প্রতি নিষ্ঠা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু গুরু ও সম্প্রদায়ের 'স্বতন্ত্র মত' (যাহা সাধু ও শাস্ত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে) বরণ করিলে আত্মবঞ্চিত

হইতে হয়। সেই সকল মতবাদগ্রস্ত হইয়া কেহ 'মুখে হয় হয় করে, হৃদয়ে না মানে' (চৈ চ ২।২৫।২৭)। আবার কেহ স্বপ্রতিষ্ঠা লাঘবের ভয়ে, কেহ বা একগুয়েমি বজায় রাখিবার জন্য সেই সকল কাল্পনিক-মতবাদনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। প্রতিষ্ঠাশালী লোকনায়ক আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও ঐরূপ অনর্থের উদ্ভব হইতে পারে, ইহা একমাত্র পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তাঁহার লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ ও কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের তথা শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের তদানীন্তন আচার্য্যপ্রমুখ পরমপ্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিগণের পরবর্ত্তিকালে সত্য-স্বীকৃতির দৃষ্টান্তের দ্বারা মহাপ্রভু জগৎ-জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় যখন সর্ব্ববেদান্তসার উপলব্ধি করিলেন, তখন মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, 'শুনহ শ্রীপাদ ! তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ **নহে বিবাদ** ॥ আচার্য্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সবে জানি। **সম্প্রদায় অনুরোধে** তত্ত্ব ইহা মানি' ॥[১] উড়ুপীর তদানীন্তন আচার্য্যও শ্রীগৌরকৃপায় সত্যের কোনও প্রকার অপলাপ না করিয়া বলিয়াছিলেন—'**তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ**। সেই **আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ**' ॥[২] উপলক্ষণে ঐরূপ সমস্ত সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মতবাদের প্রতিই এইরূপ আগ্রহ বা নির্ব্বন্ধ ন্যূনাধিক প্রত্যেক পরমার্থানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিতে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে দৃষ্ট হয়। স্বয়ংভগবানের শ্রীপাদপদ্মাবলম্বী পরিকর-সম্প্রদায়ের ঐরূপ মতবাদাগ্রহের অবকাশ নাই। কারণ, তাহা আংশিক জ্ঞানবিজ্ঞানোত্থ ধারাবিশেষ নহে, তাহা পূর্ণতম সিদ্ধান্তের বিচিত্র কল্লোলময় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহস্বরূপ।

অনেকে 'সম্প্রদায়' ও 'সাম্প্রদায়িকতা'কে হেয় চক্ষে দর্শন করিলেও কার্য্যতঃ 'অসাম্প্রদায়িক অসৎসম্প্রদায়ী' হইয়া পড়েন, ইহা দৈবী মায়ারই বিড়ম্বনা। সেই 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ে'র সাম্প্রদায়িকতা আরও অধিক ভয়াবহ ও সমষ্টিজগতের অনর্থসাধক ; কারণ তাহা শাস্ত্রনিষ্ঠ নহে। ধূমকেতুর ন্যায় অকস্মাৎ আবির্ভূত কোন পুরুষ বিশেষের জনমনোহর উদ্ভট বাক্যাবলী ও ভাবপ্রবণ নানাপ্রকার মাদকতা সেই 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ে'র উপজীবিকা। বৈদিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের

১ চৈ চ ২।৭।১৩৫, ১৩৬ ; ২ ঐ ২।৯।২৭৫।

মতবাদ শাস্ত্রের একদেশীয় মত হইলেও তাহা উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ভট মতবাদ নহে। এজন্য ঐ সকল সৎসাম্প্রদায়িক মতের যথাযোগ্য আসন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত পূর্ণতম তত্ত্ব স্বয়ং ভগবানের পূর্ণতম 'স্বমত' বলিয়া তাহা নিখিলশ্রুতি-বেদান্তের সারস্বরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সার্ব্বভৌম মত। এই জন্য তাহার আসন সর্ব্বোপরি ও সর্ব্বকল্যাণনিকেতন সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

বেদবিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতবাদ দলনার্থ বেদপ্রামাণ্যাঙ্গীকারী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু সেই বেদান্ত-নিষ্ঠা যখন একদেশীয় মতবাদান্ধতায় পরিণত হইয়া পড়ে, তখন তাহা একদেশীয় সাম্প্রদায়িক মতরূপে পর্য্যবসিত হয়। তথায় পরতত্ত্বের শ্রুতিপ্রতিপাদ্য রসস্বরূপতা অপেক্ষা বিচারমল্লতা বা মস্তিষ্কের ব্যায়ামকুশলতা বড় হইয়া পড়ে। শ্রুতির সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত তাহাতে খর্ব্ব হয়—শ্রুতিশাস্ত্রের সহজ ও সার্ব্বদেশিক অর্থ আচ্ছাদিত হয়। শঙ্করের সেই মতবাদকে দলন করিবার জন্য যে সকল বেদনিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত প্রাধান্য লাভ করে। তাহা হইতেছে—শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়, শ্রীমধ্বসম্প্রদায়, শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায় ও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়। ইঁহারা চারিজনেই আচার্য্য; কেহই স্বয়ং ভগবান বা পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ নহেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ অনন্তের অবতার বলিয়া কথিত হয়েন। শ্রীরামায়ণ বালকাণ্ড ১৮শ সর্গে উক্ত হইয়াছে বিষ্ণু চতুর্ভাগে চতুর্মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি শ্রীলক্ষ্মণ। শ্রীরামানুজ 'শ্রী' বা লক্ষ্মীকেই তাঁহার সম্প্রদায়ের (আড়্বার সম্প্রদায়ের) আদি-প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করিয়াছেন। বায়ুর তৃতীয়াবতার শ্রীমধ্বাচার্য্য জগৎ-প্রপিতামহ ব্রহ্মা হইতে সম্প্রদায়-প্রবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপ সুদর্শন-চক্রাবতার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য চতুঃসন হইতে ও আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রীরুদ্র হইতে সম্প্রদায়-প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন।

স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় কোনও বৈদিক বা অবৈদিক, বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব কোন মতবাদবিশেষ খণ্ডন মণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে বা তৎপ্রতি-যোগী মতবাদের প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয় নাই। তাহা নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব রসময়

ফল বিশ্বে বিতরণার্থ স্বয়ং-ভগবানের দ্বারা প্রকটিত। স্বয়ং ভগবানই নিজে মালাকার, নিজেই প্রেমকল্পবৃক্ষ এবং সেই কল্পবৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা।

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥[৩]

"প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর'-নাম ধরি। নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥ এত চিন্তি' লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম। নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥ শ্রীচৈতন্যমালাকার পৃথিবীতে আনি'। ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি॥ জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর। ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥ শ্রীঈশ্বর-পুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥ নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়। সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥ পরমানন্দপুরী আর কেশব-ভারতী। ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দভারতী॥ বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ। শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ॥ এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে। এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥ মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর। অষ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির॥ স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল। উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥ বিশ-বিশ শাখা করি এক-এক মণ্ডল। মহা-মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল॥ একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত। যত উপজিল শাখা, কে গণিবে কত'॥[৪] 'বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ। এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ॥ সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল। তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥ বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা। যত উপজিল, তার কে করিবে লেখা॥ শিষ্য-প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ। জগৎ ব্যাপিল—তার নাহিক গণন॥ উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে। এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥ মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে। লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥ পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল॥ ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি।

৩ চৈ চ ১।৯।৬; ৪ ঐ ১।৯।৭-১৯।

এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥ মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র॥ অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে। দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥ মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ-পরিবার। মূল শাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥ অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম। স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥ এ-বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন। বাঢ়িয়া ব্যাপিল সভে সকল ভুবন'॥[৫]

আশ্চর্য্যং যস্য কন্দো যতিমুকুট-মণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈত-প্ররোহস্ত্রিভুবন-বিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ।
শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়-বপুষঃ স্কন্ধ-শাখা-স্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতবং যৎ॥

অপিচ—ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্ত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাধ্ব-শ্রমশমনকরী ভক্তসঙ্কল্পসিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ॥[৬]

যতিকুলমুকুটমণি শ্রীমাধব (শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী) নামক মুনিবর যাঁহার মূল, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুবর যাঁহার অঙ্কুর, ত্রিভুবন-বিখ্যাত অবধূতবর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যাঁহার স্কন্ধ, শ্রীল বক্রেশ্বর প্রমুখ রসময়বিগ্রহ মহাজনগণ যাঁহার স্কন্ধ-শাখা-স্বরূপ, পূর্ণ-বিকসিত ভক্তিযোগ যাঁহার পুষ্প, অকৈতব প্রেম যাঁহার ফল; অধিকন্তু, যাঁহার অগ্রভাগ ব্রহ্মানন্দকেও ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছে, যাঁহাতে একাত্মভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ লীলাময় বিহগযুগল কুলায় রচনা করিয়াছেন; যাঁহার ছায়া সংসারপথভ্রমণজনিত শ্রান্তির শান্তিকারিণী এবং যাঁহা ভক্তগণের মনোরথ-পূরণের হেতুস্বরূপ, সেই কোন অপূর্ব্ব শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পারিপার্শ্বিক—মহাশয়! কোন্ প্রয়োজন-সাধনে অচিরকালে এই প্রভুর অবতার?

---

৫ চৈ চ ১৷৯৷২১-৩৩; ৬ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ১৷৬—৭।

সূত্রধার—সখে! অবহিত হও, অবহিত হও। নির্ব্বিশেষ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে মনের লয়ই পরম পুরুষার্থ এবং তাঁহার সাধনরূপ সম্পত্তিই কেবলাদ্বৈত-ভাবনা—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যে-সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি মনে করেন এবং যাঁহারা স্বীয়মতবাদাগ্রহরূপ গ্রহগ্রস্ত, তাঁহাদেরও সেই তত্ত্ব অজ্ঞাত। অথচ সেই সেই শাস্ত্রেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ নিত্যলীলাময় অখিল-সৌন্দর্য্য-প্রিয়ত্বাদি-গুণযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব গূঢ়ভাবে ও সর্ব্বোত্তমরূপে স্থাপিত আছে। তাঁহার উপাসনাই সনন্দনাদি-বর্ণিত অনিন্দ্য পরম শুদ্ধ পুরুষার্থ। তাঁহার সাধন নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রধান বিবিধ ভক্তিযোগ প্রকটিত করিবার জন্যই ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। *

শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র টীকাকার শ্রীআনন্দী+ তাঁহার উক্ত টীকার উপসংহারে বলিয়াছেন,—"অস্মিন্ কলৌ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুস্তৎপরিকরাশ্চ গুরবঃ। যতোঽষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগ-দ্বাপরান্তে নবীন-জলদমূর্ত্তিপীতাম্বর-ব্রজরাজকুমারঃ শ্রীকৃষ্ণো যুগাবতারেণৈকীভূত্বাবতীর্য্য তাদৃশীং লীলামাধুরীং বিস্তার্য্য তিরোভূত্বা পুনঃপ্রকাশান্তরেণ গৌরীভূয় যুগাবতারেণ সহ সপরিকরস্তদ্দ্বাপরাব্যবহিত-প্রথমকলৌ প্রকটীভূত্বা দ্বাপরীয়-মধুরলীলামাধুর্য্যা-স্বাদন-পূর্ব্বক-প্রচারায় **স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা তদুপাসক-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকো ভবত্যতএব তৎপরিকরাশ্চ গুরবঃ**। যথা ব্রজতাপন্যাং 'প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বয়মনুশিক্ষয়তি'ইতি। * * সর্ব্ববিদ্বন্মুকুটমণি-সুরাচার্য্যাবতার-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাণামনুভবো যথা শ্রীচৈতন্যাষ্টকে—'বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য

---

* চৈ চন্দ্রোদয় ১।৭ ; + শ্রীমদ্ আনন্দিকৃত 'শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণ' ১৬৪০ শকাব্দায় (১৭১৮ খ্রী) সমাপ্ত হয়; যথা—'কৃতমানন্দিনা শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং লঘু। শাকে কলাবেদশূন্যে নীলাদ্রৌ বটসাগরে'॥ সুতরাং শ্রীআনন্দীর অভ্যুদয় ১৭শ শকাব্দার প্রারম্ভে ধরা যাইতে পারে। ইনি সম্ভবতঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। শ্রীবলদেব ১৬৮৬ শকাব্দায় (—১৭৬৪ খ্রী) 'স্তবমালার' টীকা সমাপ্ত করেন।

পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥' ইতি॥ তথা হি শ্রীবিদগ্ধমাধবে চ—'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ'॥ অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ স্বয়ং ভগবানেব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকস্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো, নান্যে॥"[৭]

তাৎপর্য্য—এই কলিযুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুই স্বসম্প্রদায়ের-অধিদেব ও তাঁহার পার্ষদগণই গুরুবর্গ; যেহেতু অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরান্তে নব-জলদকান্তি পীতাম্বর শ্রীনন্দনন্দন যুগাবতারের সহিত মিলিত হইয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন এবং লীলামাধুরী বিস্তার করিয়া তিরোহিত হন; পুনরায় অন্যপ্রকাশে গৌরবর্ণ ধারণপূর্ব্বক যুগাবতারের সহিত নিজ পরিকরবর্গ লইয়া সেই দ্বাপরের ঠিক পরবর্ত্তিকলির প্রথম ভাগে প্রকটিত হন। সেই দ্বাপরযুগের মধুরলীলামাধুরী আস্বাদনপূর্ব্বক প্রচারের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহারই উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হয়েন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই স্ব-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ সেই সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গ। শ্রীগৌরসুন্দর—স্ব-সম্প্রদায়সহস্রের অধিদেবতা। 'ব্রজতাপনী'তে (অথবা অথর্ব্ব-বেদান্তর্গত 'পুরুষবোধিনী'তে) [ভ র ৫।২।১৯] উক্ত হইয়াছে যে, দ্বাপরের শেষে কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং শিক্ষা দান করেন। সর্ব্ববিদ্বন্মুকুটমণি দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টা-চার্য্যের অনুভব, তথা শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বাণী হইতেও জানা যায়, সনাতন-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থ, তথা কালবশে গুপ্ত নিজভক্তিযোগের আবিষ্কারার্থ এবং যে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী নিজ-ভক্তিসম্পৎ অর্থাৎ পরকীয় শৃঙ্গার-রসমাধুরী জগতে পূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই, তাহার প্রদানার্থ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবানই স্ব-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক; তাঁহার পার্ষদগণই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য, অন্যে নহে।

৭ রসিকাস্বাদিনী ১৪৩।

চতুঃসম্প্রদায়ের পরিকল্পনা

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনীটীকায় ভক্তির নির্গুণ-সগুণ-ভেদানুসারে চারি শ্রেণীর ভক্তির অনুশীলনকারীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারিগণকে তামসিক, তত্ত্ববাদিগণকে রাজসিক, রামানুজীয়গণকে সাত্ত্বিক ও শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজ মতানুসারিগণকে নির্গুণ ভক্তির অনুশীলনকারিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—'ভক্তিভেদানাং সগুণ-নির্গুণ-ভেদপ্রতিপাদনার্থং চাতুর্বিধ্যমাহ * * * তে চ সাম্প্রতং বিষ্ণুস্বাম্যনুসারিণঃ, তত্ত্ববাদিনঃ, রামানুজাশ্চেতি তমো-রজঃ-সত্ত্বৈর্ভিন্নাঃ। অস্মৎপ্রতিপাদিতশ্চ নৈর্গুণ্যঃ'।[৮] ইহাতে নিম্বার্কমতানুসারিগণের কোন উল্লেখ নাই।*

শ্রীবল্লভাচার্য্যের পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীরামানন্দ স্বামীর পঞ্চম অধস্তন শ্রীনাভাজীর হিন্দী ভক্তমালে তৎকৃত এক দোঁহায় শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্য এই চারিজন আচার্য্য 'মুখ্য বৈষ্ণবাচার্য্য'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। নাভাদাসজী তুলসীদাসের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া কথিত। শ্রীনাভাজীকৃত দোহাটি এই—রমাপদ্ধতি, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামি ত্রিপুরারি। নিম্বাদিত্য সনকাদিকা মধুকর গুরুমুখচারি॥[৯] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবৈষ্ণব (শ্রীরামানুজীয়) এবং শ্রীরামোপাসক (শ্রীরামানন্দী) পৃথক্ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীমধ্বানুগগণকে 'তত্ত্ববাদী' বলা হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'স্বধর্ম্মাধ্ববোধ-নামক' একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে (২য় অভ্যাসে) চতুঃসম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার তিনটি রূপ [১] চতুঃসম্প্রদায়ের

---

৮ সুবোধিনী টীকা ৩৷৩২৷৩৭; * শ্রীবল্লভাচার্য্যের পৌত্র যদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত 'বল্লভ-দিগ্‌বিজয়' গ্রন্থের ২য় অবচ্ছেদে শ্রীবল্লভাচার্যকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস স্বয়ং শ্রীবল্লভাচার্য্যের এই উক্তির দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। Vide 'Vishnusvami and Vallabhacharya' by Prof. G. H. Bhatt., M. A. pp. 449-465, published in the Proceedings and Transactions of Seventh A. I. O. C, Baroda Dec. 1933 (Oriental Institute, Baroda 1935).

৯ হিন্দি ভক্তমাল ২৪০ পৃষ্ঠা লক্ষ্ণৌ ১৯১৩ খ্রী।

মধ্যে নিম্বার্ক নির্গুণ এবং ব্রহ্ম, শ্রী ও রুদ্র যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-মুক্তা ভক্তির অনুসরণকারী। [২] শ্রীগীতোক্ত (৭।১৬) আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানিভেদে চতুঃসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ; তন্মধ্যে রুদ্র, ব্রহ্ম, শ্রী ও চতুঃসন যথাক্রমে উক্ত চারি শ্রেণীর অন্তর্গত। [৩] চতুর্ব্যূহের শ্রীবাসুদেব হইতে সত্ত্বগুণাত্মক ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, শ্রীপ্রদ্যুম্ন হইতে রজোগুণাত্মক শ্রীসম্প্রদায়, সঙ্কর্ষণ হইতে তমোগুণাত্মক রুদ্র-সম্প্রদায় ও শ্রীঅনিরুদ্ধ হইতে নির্গুণাত্মক সনক-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব। এই মতে নিম্বার্কসম্প্রদায় 'নির্গুণ' বলিয়া সর্ব্বমূল। তাহা হইতেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায় পুনরায় প্রকারভেদে সপ্তবিধ সম্প্রদায় হইয়াছে। স্বধর্ম্মাধ্ববোধ-পুঁথির উপসংহারে শ্রীনিম্বার্ককে শ্রীঅনিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ী চতুর্ব্যূহ-পরম্পরা-প্রবর্ত্তক আচার্য্য বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে,—"নমঃ কৃষ্ণায় হংসায় নিম্বার্কায়ানিরুদ্ধতঃ। আচার্য্যায় চতুর্ব্যূহ-পরম্পরা-প্রবর্ত্তিনে ॥"

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীহরিব্যাসদেবও (যিনি শ্রীকেশবকাশ্মিরীর শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া পরিচিত এবং কোন কোন গবেষকের বিচারে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের মতে প্রভাবান্বিত)[১০] উক্ত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানিভেদে যথাক্রমে রুদ্র, ব্রহ্ম, শ্রী ও চতুঃসন—এই চারি সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির কথা লিখিয়াছেন,—'চতুর্ব্বিধাঃ আর্ত্ত-মুক্তাঃ জিজ্ঞাসু-মুক্তাঃ অর্থার্থি-মুক্তাঃ জ্ঞানি-মুক্তাশ্চেতি ; তত্রার্ত্ত-মুক্তাঃ শিবানুযায়িনঃ, জিজ্ঞাসু-মুক্তা ব্রহ্মাভৃগ্বাদয়োঽনুযায়িনঃ অর্থার্থিনো শ্রীলক্ষ্মীবিষ্বক্‌সেনানুযায়িনঃ, জ্ঞানি-মুক্তাস্তু সনকাদি-নারদ-নিম্বাদিত্যানুযায়িনঃ,[১১] অথ শ্রীব্রহ্ম-রুদ্রমূর্ত্তিনাং ভক্তিপ্রবর্ত্তকত্বা-দাচার্য্যত্বমপি বোধ্যম্ ; কিঞ্চ, সনক-শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্রাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ' ইত্যাদি পাদ্মে 'যাঃ প্রোক্তা বেদতন্ত্রাভ্যামাচার্য্যৈঃ পদ্মজাদিভি'শ্চেতি ; শ্রীভাগবতে (১২।১১।৪) চত্বারঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাচার্য্যা উক্তা[১২]—শ্রীসম্প্রদায়ের বীররাঘবকৃতটীকায় "পদ্মজাদিভিঃ ব্রহ্মনারদাদিভিরাচার্য্যৈঃ" এইরূপ পাওয়া যায় ;

---

১০ Doctrines of Nimbarka and his followers by Rama Bose. Vol III. P133, Cal 1943 ; ১১ সিদ্ধান্তরত্নাবলি ১ম প দশশ্লোকীর ২য় শ্লোক ব্যাখ্যা ;

১২ ঐ ৩য় পরিচ্ছেদ ৪র্থ শ্লোক ব্যাখ্যা ১৪১ পৃষ্ঠা।

চতুঃসম্প্রদায়ের সীমানির্দ্দেশক কোন বাক্য নাই। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও কিছু বলেন নাই। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ী টীকাচার্য্য শ্রীশুকদেবও এইস্থানে চারিসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আনয়ন করেন নাই।

মাদ্রাজ সরকারের প্রাচ্য পুঁথিশালায় রক্ষিত "সম্প্রদায়-বিচারঃ" [R3053 (a—32)] ও "ব্রহ্মসম্প্রদায়-পদ্ধতিঃ" [R3053(a—37] নামক দুইটি পুঁথিতে চতুঃসম্প্রদায় এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের গুরু শ্রীঈশ্বরপুরী, তদ্গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীস্বরূপাচার্য্য, ঊর্দ্ধক্রমান্বয়ে শ্রীবিলাসাচার্য্য, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীপদ্মাচার্য্য, শ্রীপুণ্ডরীক, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনিম্বাদিত্য, শ্রীসনকাদি ও ভগবান শ্রীনারায়ণ। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সলিমাবাদ-গাদীর গুরুপরম্পরায় শ্রীনিম্বার্কের পর পঞ্চম আচার্য্যের নাম স্বরূপাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য মাধবাচার্য্য। এই মাধবাচার্য্যকেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

দেখা যায়, একান্ত উদাসীন প্রেমোন্মত্ত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে যেন অস্বামিক সম্পত্তির ন্যায় কেহ মাধ্বসম্প্রদায়ী, কেহ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী, কেহ বা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী (বল্লভদিগ্‌বিজয় গ্রন্থে), কেহ বা শঙ্করসম্প্রদায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল চেষ্টা অনেক পরবর্ত্তিকালে হইয়াছে। কারণ শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীব, শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীদেবকীনন্দন কবিরাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীলোচনদাস, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীচূড়ামণিদাস, সাধনদীপিকা-কার শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামী, শ্রীরাধামোহন, শ্রীরাধাদামোদর, উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ পর্য্যন্ত শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর প্রসঙ্গে তাঁহার সম্প্রদায়ের কোনই উল্লেখ করেন নাই।

গর্গসংহিতা-নামক একটি গ্রন্থেও পরবর্ত্তিকালে নূতন অধ্যায়াদি যোজনা করিয়া চারি সম্প্রদায়ের অবতারণা এবং তদ্‌বিষয়ে অনেকগুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১৩]

---

১৩ Notices of Sanskrit Mss. (Second Series) by M. M. H. P. Sastri Vol II Cal 1904 ৩৬ পৃষ্ঠায় (No. 50) গর্গসংহিতার পুঁথির (সম্বৎ ১৯৩১

ইহার অশ্বমেধ খণ্ডের ৬১ অধ্যায়ে (২৩-২৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—"বামনশ্চ বিধিঃ শেষঃ সনকো বিষ্ণুবাক্যতঃ। ধর্ম্মার্থহেতবে চৈতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাঃ কলৌ॥ বিষ্ণুস্বামী বামনাংশস্তথা মাধ্বস্তু ব্রহ্মণঃ। রামানুজস্তু শেষাংশো নিম্বার্কঃ সনকস্য চ॥ এতে কলৌ যুগে ভাব্যাঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাঃ। সংবৎসরে বিক্রমস্য চত্বারঃ ক্ষিতিপাবনাঃ"।[১৪] ইহাতে বিষ্ণুস্বামীকে বামনদেবের অংশে আবির্ভূত বলা হইয়াছে। আরও উক্ত হইয়াছে—

"অব্দাশ্চতুঃসহস্রাণি কলৌ পঞ্চশতানি চ। গতে গিরিবরে হি শ্রীনাথঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥ তং পূজয়িষ্যতি ব্রজে বিষ্ণুস্বামী রবেস্তনুঃ। বল্লভাদ্যাশ্চ তচ্ছিষ্যাশ্চান্যে গোকুলস্বামিনঃ॥"[১৫]—কলির চারি হাজার পাঁচ শত বৎসর অতীত হইলে গোবর্দ্ধনগিরিতে শ্রীনাথজীর আবির্ভাব হইবে। ব্রজে রবির অবতার বিষ্ণুস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীবল্লভাচার্য্যাদি এবং অন্যান্য গোকুলের গোস্বামিগণ সেই শ্রীনাথজীর সেবা করিবেন। ইহাতে নূতন গোকুলের গোস্বামিগণের কথা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে 'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ'[১৬] এই উক্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবত[১৭], শ্রীপদ্মপুরাণাদি[১৮] সাত্বতশাস্ত্রে সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহের বিফলতার কথা বর্ণিত থাকিলেও চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সীমা নির্দ্দেশ নাই।

হাতুয়া মহারাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত) বিবরণে কিংবা Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection Vol V. (Purana Mss.) Cal. 1928, তালিকার ৮০৪ পৃষ্ঠায় গর্গসংহিতার ১১৯৭ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে অশ্বমেধ খণ্ডের অস্তিত্ব নাই। ১৮০৭ শকাব্দায় বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রে মুদ্রিত সম্পূর্ণ গর্গসংহিতায় অথবা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত দেবনাগর অক্ষরে লিখিত সম্পূর্ণ পুঁথিতেও (নং ২৯৭) অশ্বমেধ খণ্ডের অস্তিত্ব নাই, পরে ১৮৩০ শকাব্দায় (=১৩১৫ বঙ্গাব্দে) বোম্বাইয়ের উক্ত প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণে অশ্বমেধ খণ্ডের অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং তদ্দৃষ্টে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতার বঙ্গবাসী-সংস্করণে উক্ত নবযোজিত অশ্বমেধখণ্ড-সহ সানুবাদ গর্গসংহিতা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়।

১৪ গর্গসংহিতা বঙ্গবাসী সং ৮০২ পৃষ্ঠা ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ; ১৫ ঐ ৮০৬ পৃষ্ঠা; ১৬ গৌতমীয় তন্ত্র ২৯।৫; ১৭ ভা।১২।৪।৪১; ১৮ পদ্মপুরাণ, পাতাল ৫১।৮।

অতএব চতুঃসম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতার পরিকল্পনা শ্রীবল্লভাচার্য্য ও ষড়গোস্বামিগণের সময়ও হয় নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। পাশ্চাত্য গবেষক Dr. Farquhar প্রভৃতির মতে প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরেই উত্তর ভারতে এই চারি সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা প্রথমে রূপ গ্রহণ করে[১৯]। শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ী নাভাজীর হিন্দি ভক্তমালে চতুঃসম্প্রদায়ের রূপ দর্শন হয়।

সাত্বত সম্প্রদায়ের সনাতনত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইযাছে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ এই দ্বাদশ জন ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা মূল মহাজনের নাম দৃষ্ট হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, উক্ত দ্বাদশ জন মহাজন অথবা তাঁহাদের অনুগৃহীত মহদ্গণই পরম্পরাক্রমে ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা-মহাজন পদবাচ্য। সুতরাং ভাগবত-ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য যে চরম ফল, তাহা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যাইবে না।[২০]

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনকাদি ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবগণ উক্ত দ্বাদশ মহাজনেরই অন্তর্ভুক্ত। শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি 'শ্রী'; সুতরাং 'শ্রী' সর্ব্বদাই বিষ্ণুর সহিত আলিঙ্গিত। শ্রীবিষ্ণুর নিকট স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা) শম্ভু (রুদ্র) কুমার (সনৎকুমারাদি চতুঃসন) শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণেরই লীলাবতার দেবহূতি-নন্দন কপিল। তিনি শ্রীদেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীব্রহ্মপুত্র শ্রীনারদ ও শ্রীমনু শ্রীব্রহ্মার নিকট হইতে ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে পুলস্ত্য ঋষি, পুলস্ত্য হইতে ভীষ্ম এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতেও ভীষ্ম শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীনবযোগেন্দ্রের নিকট হইতে

---

১৯ About A.D- 1500 if we may hazard a conjecture, the theory of the four Sampradays took shape in the North.—An outline of the Religious Literature of India—by Dr. J. N. Farquhar, 1920, P 327, ; ২০ভা ১০।২।৩১, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী—উপসংহার ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১১০ অনুচ্ছেদ।

ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশলব্ধ শ্রীনিমি মহারাজের আত্মজ শ্রীজনক ভাগবত-ধর্ম্মে পারঙ্গত ছিলেন।[২১] শ্রীযম পুষ্করক্ষেত্রে শ্রীব্রহ্মার নিকট হইতে ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করেন।

প্রচলিত সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মূল প্রবর্ত্তকগণের যাঁহারা অংশিতত্ত্ব তাঁহাদের দ্বারাই গৌড়ীয়-রসিক-সম্প্রদায় অনুগৃহীত। 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীর অংশিনী সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী।[২২] শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই স্বরূপশক্তিরই নিত্যসিদ্ধ নিজগণ শ্রীশ্রীস্বরূপরামরায়-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবাদিগোস্বামিপাদ-বর্গের পদাশ্রিত দাসানুদাস। শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত আবিষ্কার করেন—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মসংহিতা-ধৃত শ্রীব্রহ্মকৃত "শ্রীগোবিন্দ-স্তবে" শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সম্পুটিত রহিয়াছে। জগৎপ্রপিতামহ যে ব্রহ্মা তাঁহারই অংশী বর্ষাণেশ্বররূপে প্রকটিত থাকিয়া গৌড়ীয়গণকে শ্রীবৃষভানুপুরে গোপীগৃহে জন্মলাভার্থ নিত্যকাল কৃপা করিতেছেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজস্ব বিপ্রলম্ভময় ভজন যে শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রকীর্ত্তন, তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি শ্রীনামাচার্য্যঠাকুর শ্রীহরিদাসে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই শ্রীনামাচার্য্যপাদ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শ্রীমুখে উচ্চারণ এবং শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখারবিন্দ-মধুপান করিতে করিতে নীলাচলে নির্য্যাণলীলা আবিষ্কার করিয়া শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ-মিলিত-তনু নীলাচলবিভূষণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার ঔদার্য্যময় বৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণ শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম-রস-রসিক সেই শ্রীব্রহ্ম-হরিদাসেরই অনুগত ও কৃপাপ্রাপ্ত। এজন্য গৌড়ীয়গণই যথার্থ শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কৈলাসপতি শ্রীরুদ্রের অংশী শ্রীসদাশিব, তিনি শ্রীদ্বারকায় ও শ্রীমথুরায় শ্রীভূতেশ্বর-শিব। তাঁহার অংশী শ্রীবৃন্দাবনে গোপীশ্বর, শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীচক্রেশ্বর ও শ্রীনন্দগ্রামে শ্রীনন্দীশ্বর। ইনি শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুতে প্রকটিত।

২১ ভা ৯।১৩।১১-১৩; ২২ চৈ চ ১। ৪।৭৪-৯১।

গৌড়ীয়গণ নিখিল উপাদান-কারণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপায় শ্রীভাগবতী-তনু বা গোপীদেহ লাভ করেন। অপরদিকে শ্রীদাউজী-শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ীয়গণকে ব্রজ-লোকানুসারিণী রতি প্রদান করেন এবং শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-রূপে শ্রীরাধার দাস্যে অধিকার দান করেন। 'হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই'।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তদ্রচিত 'শ্রীগীতাবলীতে' "করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে। সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে" বলিয়া শ্রীমাধব-দয়িতার গীতি গান করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদেরও বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদও তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকে ঐভাবে বন্দনা করিয়াছেন। সেই শ্রীস্বরূপরামরায়-মিত্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদে চতুঃ-সনের অন্যতম শ্রীসনৎকুমার বা শ্রীসনাতন প্রবিষ্ট আছেন। এই জন্যই শ্রীরূপ বা শ্রীজীবপাদের ঐরূপ উক্তি। শ্রীচতুঃসন শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীসদাশিবের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীসনৎকুমার-সংহিতায় শ্রীসদাশিব শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের যে অষ্টকালীয় লীলানুযায়ী সেবা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়গণের নিত্য উপজীব্য ও সেব্য। উক্ত সনৎকুমার-সংহিতায় শ্রীসদাশিব পরকীয়-মধুর রসের উৎকর্ষ ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীসনৎকুমারতন্ত্রে শ্রীসনৎকুমার শ্রীগোপাল মন্ত্র, কামবীজ, কামগায়ত্রীর দ্বারা শ্রীগোপীজনবল্লভের পাদসেবন-পদ্ধতি প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের জন্য দুইটি লীলামৃত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই রসিক-ভক্তরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃতই গৌড়ীয়গণের নিত্য উপজীব্য। গৌড়ীয়গণ শ্রীভাগবত-রসিক-সম্প্রদায়ের সেবক হওয়ায় সাত্বত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মূল প্রবর্ত্তকগণের অংশিতত্ত্বের অনুগত এবং অংশীতে অংশের প্রবেশ বা বিদ্যমানতাহেতু কৈমুতিক-ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের সাধ্য ও সাধনপ্রণালীতে, দার্শনিক সিদ্ধান্তে ও রসপ্রস্থানে সমস্ত বৈদিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মূল উপাসনা-প্রণালী দার্শনিক মত ও প্রস্থানত্রয় আনুষঙ্গিকভাবেই অবস্থিত—কোটির মধ্যে শত ও সহস্রের অন্তর্ভুক্তির ন্যায়।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরায় দৃষ্ট হয় যে, শ্রীহংসরূপী বিষ্ণু হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে সনক, সনাতন, সনৎসুজাত ও সনৎকুমার, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীদুর্ব্বাসা ইত্যাদি ক্রমে শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন।[২৩]

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরায়ও শ্রীহংসভগবান হইতে ব্রহ্মার প্রথম মানস পুত্র শ্রীসনৎকুমারাদি ঋষি, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীনারদ এবং শ্রীনারদ হইতে শ্রীনিম্বার্ক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন।[২৪]

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা এই—শ্রীনারায়ণ, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীশেষ, শ্রীশঠকোপ, শ্রীনাথযোগী, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীরামমিশ্র, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীমহাপূর্ণ, শ্রীরামানুজ।

প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর গুরুপরম্পরা পাওয়া যায় না। তবে শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের পরবর্ত্তিকালীয় একশ্রেণীর ভক্ত, যাঁহারা উক্ত সম্প্রদায়কে প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতানুসারে শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীবিষ্ণুস্বামী (আদি), তৎপরে সাত শত আচার্য্য, তৎপরে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী (দ্বিতীয়), শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীদেবমঙ্গল, শ্রীপ্রভু-বিষ্ণুস্বামী (তৃতীয়), শ্রীগোবিন্দাচার্য্য ও তাঁহার বংশপারম্পর্য্যে শ্রীবল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীবিল্বমঙ্গল হইতে উপদেশ লাভ করেন।[২৫] কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য্য স্বয়ং ইহা স্বীকার করেন নাই।[২৬]

অনাদি-আদি সর্ব্বমূলকারণ স্বয়ং ভগবানের আর কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী বা আদি নাই। কিন্তু যখন তিনি নরলীলা প্রকট করেন, তখন নিজ ভক্তপরিকর মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুবর্গকে প্রথমে প্রকট করাইয়া পরে স্বয়ং আবির্ভূত হন। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের প্রথম অবয়ব অঙ্কুর প্রকাশিত হইয়া অঙ্কুর পুষ্ট হইলে তৎপরে বৃক্ষ ক্রমশঃ

---

২৩ উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণমঠস্থ তত্ত্ববাদগুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকারের লিখিত শ্রীমধ্বাচার্য্য গ্রন্থে (পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ) সবিস্তার দ্রষ্টব্য। ২৪ বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ-ভাষ্য (১।৩।৮) দ্রষ্টব্য।

২৫ শ্রীবল্লভপৌত্র শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বল্লভদিগ্‌বিজয় ২য় অবচ্ছেদ শ্রীনাথদ্বার, সংবৎ ১৯৭৫; ২৬ শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা ৩।৩২।৪৭।

কাণ্ড-শাখা-প্রশাখার সহিত দৃষ্টিগোচর হয় এবং এই অঙ্কুরকে প্রকাশ করা বা পুষ্ট করা একমাত্র সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি, অন্যের নহে—ইহা তর্কশাস্ত্রও স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমকল্পবৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এবং পুষ্টাঙ্কুর শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ প্রভৃতি গুরুবর্গ লীলাপ্রকট-কালে প্রথম প্রকাশিত হইলেও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যপ্রেমকল্পতরুরই অবয়ব, তাঁহারা কেহই অবয়বী বৃক্ষ নহেন। শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় (১।৪।৫) শ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বাংশাবতারগণের বর্ণনপ্রসঙ্গে দৃষ্ট হয়,—"আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী-প্রভুঃ ঈশ্বরাংশঃ" ইত্যাদি। শ্রীগৌরহরির স্বাংশ অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী আবির্ভূত হইলেন। ইনি ঈশ্বরাংশই। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্। প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ॥ শ্রীমাধবপুরীং বন্দে যতীন্দ্রং শিষ্যসংযুতম্। "লোকেষ্বঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণভক্ত্যমরাঙ্ঘ্রিপঃ॥ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রেমভক্তি বিস্তারার্থ গৌড়দেশে অবতীর্ণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামর-তরু (কল্পবৃক্ষ)। শ্রীমাধবপুরী সেই প্রেমকল্পতরুর অঙ্কুর।

ত্রয়োদশ প্রকাশ

প্রেমকল্পতরুরূপে পরতত্ত্বসীমা

'কৃষ্ণপ্রেম তাঁহা—যাহা তাঁহার সম্বন্ধ' *

শ্রীচৈতন্যকল্পতরুর অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্র

শ্রীমথুরায় শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্য এক বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমদর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—'তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি। মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি॥ কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা—যাহা তাঁহার সম্বন্ধ। তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ॥'[১]

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন উড়ুপীতে পদার্পণ করেন, তখন তিনি দেখিলেন, সেখানে কৃষ্ণপ্রেমলক্ষণ সাধন-সাধ্যের কোনও আকারও নাই। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীমধ্বানুগ আচার্য্যগণ ভক্তগণ-ত্যাজ্য 'কর্ম্ম' ও 'মুক্তিকেই' সাধন ও সাধ্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তদানীন্তন আচার্য্য বলিলেন, ইহাই শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত—'মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে **নির্ব্বন্ধ**। সেই আচরিয়ে সবে **সম্প্রদায়-সম্বন্ধ**॥[২]

যে সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কোন সম্বন্ধ আছে, সেই সম্প্রদায়ে 'ভক্তিহীনের চিহ্ন' থাকিতে পারে না; আর যে সম্প্রদায়ে 'ভক্তিহীনের চিহ্ন' আছে ("প্রভু কহে 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী' দুই **ভক্তিহীন**। **তোমার সম্প্রদায়ে** দেখি **সেই** দুই **চিহ্ন**"[৩]), সেই সম্প্রদায়ে 'প্রেমধনের চিহ্ন' দূরের কথা, তাহার 'গন্ধ'ও থাকিতে পারে না। 'পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন'—যাহা শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণের বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠসাধ্য, তাহা প্রেমৈকমাধুর্য্যরসাস্বাদী শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ কখনও স্বীকার করেন না। কারণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিতেও গৌণভাবে স্বসুখতাৎপর্য্যের গন্ধ থাকে। বিশেষতঃ শ্রীনন্দনন্দন যাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ

* চৈ চ ২।১৭।১৭৩; ১ ঐ ২।১৭।১৭২—১৭৩; ২ ঐ ২।৯।২৭৫; ৩ ঐ ২।৯।২৭৬।

ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।'[৭]—ইত্যাদি শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয়, পুরীপাদ 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ, এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন'—ইহা স্বীকার করেন নাই। 'এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ'—এই আদর্শের পূর্ণবিগ্রহ হইতেছেন—শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ। পুরীপাদ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা অকিঞ্চনা ভক্তিকেই কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের পরম সাধনরূপে স্বীয় আচারে ও প্রচারে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই শ্রীগৌরলীলাব্যাসগণ সকলেই সমস্বরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামিপাদকে 'প্রেমকল্পবৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর' বলিয়াছেন। শ্রীপুরীপাদ—

পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর॥[৮]

যেমন কোন বৃক্ষ উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে সেই বৃক্ষের অঙ্কুরে এবং পরে প্রকাশিত শাখা-প্রশাখায় বৃক্ষের গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তদ্ভিন্ন বিজাতীয় বৃক্ষের অঙ্কুরে বা শাখা-প্রশাখায় সেই গুণ থাকে না, তদ্রূপ বস্তুতঃ স্বপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমকল্পতরুর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াও উক্ত বৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদে শ্রীচৈতন্যপ্রেমকল্পতরুর গুণসমূহই পরিলক্ষিত হইয়াছে, অন্যত্র সে 'সম্বন্ধ' না থাকায় ঐ প্রেমের গন্ধও দৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রীকবিরাজের উক্তি এবং শ্রীমধ্বমত

তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ে প্রচারিত একটি প্রাচীন শ্লোকে দৃষ্ট হয়, শ্রীমধ্বমতে 'মুক্তির্নৈজ-সুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনম্।'* নিজ সুখানুভূতি মুক্তি হইতেছে সাধ্য (প্রয়োজন) এবং **অমলা ভক্তি** তৎসাধন (উপায়)। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তৎকৃত 'প্রমেয়-রত্নাবলী'তে বলিয়াছেন,—'বিষ্ণুই পরতমতত্ত্ব, বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই মোক্ষ, বিষ্ণুর **অমলভজনই** মুক্তিলাভের হেতু', ইত্যাদি শ্রীমধ্বাচার্য্য-কথিত নয়টি

৭ শ্রীপদ্যাবলী ৭৯; ৮ চৈ চ ৩।৮।৩৪।

* ডক্টর কৃষ্ণমূর্তি শর্মা ও নাগরাজরাও প্রমুখ গবেষকগণের মতে এই শ্লোকটি ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসরায়ের রচিত। শ্রীব্যাসরায় শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও শ্রীমধ্ব হইতে ১৪শ অধস্তন। তাঁহার সময় ১৪৬০—১৫৩৯ খ্রীঃ।

প্রমেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন। 'মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভং তদমলভজনং তস্য হেতুম্।'[৯] শ্রীরসিকানন্দপ্রভু-কৃত শ্রীশ্যামানন্দ-শতকের (২য় শ্লোকের) টীকায়ও শ্রীবলদেব লিখিয়াছেন,—'শ্রীকৃষ্ণো নন্দসূনুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্যয়া গৌড়েঽবততার, মধ্বসিদ্ধান্তং স্বীকৃত্য হরিভক্তিং তত্র প্রচারয়াঞ্চকার'—শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি মধ্বসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া হরিভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে 'নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং (তত্ত্ববাদিনাং) মতম্' (৮ম অঙ্ক) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত (২।৯।২৭১, ২৭৬) শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি অনুসারে স্পষ্টই জানা যায় তত্ত্ববাদিগণের মতে 'অমলা' (শুদ্ধা) ভক্তি সাধন নহে এবং তাঁহারা মুক্তিকামী; এজন্য (শুদ্ধ) ভক্তিহীন।

এখানে সমস্যা, মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক মধ্বমত অনঙ্গীকার-সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপূরের এবং শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবপাদের শিষ্যবর শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্তি প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইবে, অথবা বহুপরবর্ত্তিকালীয় অন্য উক্তিটি গৃহীত হইবে? কেহ কেহ মনে করেন, 'প্রমেয়রত্নাবলী' ভূতপূর্ব্ব শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ী শ্রীবলদেবের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশের পরে প্রাথমিক গ্রন্থ। আবার কেহ কেহ উভয় মতের সামঞ্জস্য-স্থাপনকল্পে বলেন, শ্রীচরিতামৃতোক্ত পদ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদানীন্তন তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়েরই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্যের মত নহে।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজমত-বিশেষ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "**মধ্বাচার্য্য** ঐছে করিয়াছে **নির্ব্বন্ধ**।" (২।৯।২৭৫) তত্ত্বাবাদাচার্য্যের এই উক্তি অনুসারে জানা যায়, উহা স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্যেরই মত-বিশেষ। বস্তুতঃ শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজস্ব মত কি, তাহা তদ্রচিত ভাষ্যসমূহের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই এই তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের

৯ প্রমেয়রত্নাবলী ৮ অনু।

(১।১।২) "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ ঝিতকৈতবোঽত্র **পরমো** নির্ম্মৎসরাণাং সতাং"—এই বাক্যের 'পরমধর্ম্ম' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন,—**'ঈশ্বরার্পণেন পরমঃ'**—পরমেশ্বরে অর্পণহেতু পরমধর্ম্ম। শ্রীমধ্বানুগত শ্রীবিজয়ধ্বজ বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—'যৎ করোষি * * * তৎকুরুষ মদর্পণম্' ইতি (গী ৯।২৭) স্মৃতেঃ **ভগবদর্পণতঃ পরমো ভবতি** ইত্যর্থঃ। "হে অর্জুন ! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, তৎ-সমস্তই আমাতে সমর্পণ করিও" শ্রীগীতাশাস্ত্রোক্ত এই বাক্যানুসারে ভগবানে কর্ম্ম-সমর্পণ-বশতঃই ধর্ম্ম 'পরম' হয়।

শ্রীমধ্বমতে মুক্তিই পরমপুরুষার্থ

পরমধর্ম্মের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীবিজয়ধ্বজ বলিয়াছেন,—"পরঃ শত্রুঃ সংসারঃ মীয়তে প্রলীয়তে ইতি বা"—'পর' অর্থাৎ 'শত্রু'—'সংসার' যাহা দ্বারা (মী ধাতু হিংসার্থে) বিনিষ্ট হয়, সেই ধর্ম্মই পরম-ধর্ম্ম।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের ও তদনুগ শ্রীবিজয়ধ্বজের এই ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীতত্ত্ববাদাচার্য্যবাক্যেরই সম্পূর্ণ সমর্থক—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের **শ্রেষ্ঠ** (পরম) সাধন। পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্য-শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ" ॥[১০] 'সংসারঃ মীয়তে প্রলীয়তে'—এই উক্তিতে মুক্তিই সাধ্যশ্রেষ্ঠরূপে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব শ্রীচরিতামৃতোক্ত তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ের মত স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্যেরই মত, তদানীন্তন আচার্য্যের মত মাত্র নহে।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, ফলাভিসন্ধি এবং মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত না থাকাই পরমত্বের হেতু। **'পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং** ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন সঃ। **'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ'** (শ্রীধর)। শ্রীজীবপাদ স্বামিপাদের সিদ্ধান্তের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলেন,—'প্র' শব্দের দ্বারা ধর্ম্মার্থ-কাম-কামনা ব্যতীতও সালোক্যাদি সর্ব্বপ্রকার মোক্ষের অভিসন্ধি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে—**'প্র'-শব্দেন সালোক্যাদি-সর্ব্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিরপি**

---

১০ চৈ চ ২।৯।২৫৬-২৫৭।

নিরস্তঃ।'[১১] চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন 'প্রকৃষ্টরূপে কৈতবরহিত' এই বাক্যে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, শমদমাদি-অঙ্গযুক্ত জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগাদি এবং মোক্ষের অভিসন্ধি সমস্তই নিরাকৃত হইয়াছে। 'প্র শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্ত ইতি। নিষ্কাম-কর্ম্ম-শমদমাদ্যঙ্গ-জ্ঞানযোগাষ্টাঙ্গ-যোগাশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ' ইত্যাদি। এই শুদ্ধভক্তিযোগই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিধেয় তত্ত্ব।[১২] কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন, **প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ফলানপেক্ষয়া**—'ধর্ম্মের ফল অপেক্ষা না করা' হেতু ধর্ম্ম কৈতবরহিত হয় অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মই ভাগবতধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। সুতরাং মোক্ষাভিসন্ধিরাহিত্য ও কর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তি মধ্বমতে স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীমধ্বের নিজ-মতে কর্ম্মই মুক্তির সাধন

শ্রীমধ্ব তৎকৃত শ্রীগীতাভাষ্যে বলিয়াছেন,—'**অকামকর্ম্মণান্তঃকরণশুদ্ধ্যা জ্ঞানান্মোক্ষো ভবতি**। তচ্চোক্তং কর্ম্মভিঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য বৈরাগ্যং জায়তে হৃদি। * * অতো **নিয়তং স্ববর্ণাশ্রমোচিতং কর্ম্ম কুরু**'—[১৩]কামনারহিত কর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধি হয়, তাহা হইতে জ্ঞানোৎপত্তিতে মোক্ষ হয়। কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। অতএব অনুক্ষণ স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম কর। ইহা স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত গীতাভাষ্যে **শ্রীমধ্বের নিজমত**।

মহাপ্রভু উডুপীর তত্ত্ববাদাচার্য্যের নিকট যে শ্রীমদ্ভাগবতের 'ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য' ও শ্রীগীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' প্রমাণের দ্বারা 'কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে' এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই স্থানে শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিজয়ধ্বজ সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। 'ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য'[১৪] (ধর্ম্মসমূহকে সম্যগ্‌ভাবে ত্যাগ করিয়া) এই 'সন্ত্যজ্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'সমর্প্য'—সমর্পণ করিয়া—'স্বকান্ স্ববিহিতান্ ধর্ম্মান্‌ময়ি **সন্ত্যজ্য সমর্প্য** মাং ভজেৎ স এব সত্তমঃ।[১৫] স্ববিহিত ধর্ম্মসমূহ আমাতে (শ্রীভগবানে) **সমর্পণ করিয়া** যিনি

---

১১ ক্রমসন্দর্ভ ১।১।২; ১২ সারার্থদর্শিনী ১।১।২; ১৩ শ্রীগীতাভাষ্য মধ্বাচার্য্য ৩।৪-৮.; ১৪ ভা ১১।১১।৩২; ১৫ শ্রীবিজয়ধ্বজ-কৃত পদরত্নাবলী।

আমাকে ভজন করেন, তিনিই সাধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—'ময়া বেদরূপেণ আদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেত, সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য। যদ্বা ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্ত্যাধিকারিতয়া সন্ত্যজ্য'।[১৬] বেদরূপে আমার আদিষ্ট হইলেও স্বধর্ম্মসমূহ সমগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, সেই ব্যক্তিও পূর্ব্বকথিত সত্তমের ন্যায়ই সাধুশ্রেষ্ঠ। 'আমার ভক্তির দ্বারাই সর্ব্বধর্ম্ম কৃত হইয়া যাইবে'—এই নিশ্চয়ের দ্বারাই ধর্ম্মসমূহ সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া অথবা ভক্তির দৃঢ়তাবশতঃ নিবৃত্তাধিকার লাভ করায় বেদরূপে মদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহকেও সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া। শ্রীস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত এবং সেই শ্রীগীতা-শ্লোক-প্রমাণেই শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়ুপীতে সাক্ষাৎ শ্রীমধ্বাচার্য্যেরই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীমধ্ব কথিত কর্ম্মার্পণবাদ শুদ্ধভক্তি' ও গীতার 'পরমোপদেশ'নহে

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"[১৭] শ্লোক-প্রমাণেও শ্রীমধ্বাচার্য্যের কথিত কর্ম্মার্পণবাদ যে 'শুদ্ধভক্তি' নহে, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় তৎকৃত গীতা-ভাষ্যে বলেন,—"ধর্ম্মত্যাগঃ ফলত্যাগঃ কথমন্যথা যুদ্ধবিধিঃ। যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ইতি চোক্তং"।[১৮]—'সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ' বলিতে 'ফলতঃ ত্যাগ', 'স্বরূপতঃ ত্যাগ' নহে। যদি স্বরূপতঃ কর্ম্ম-ত্যাগই তাৎপর্য্য হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম করিবার বিধি দিবেন কেন? যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই 'ত্যাগী' বলা হয়, ইহা গীতাতেই (১৮।১১) উক্ত হইয়াছে'। শ্রীশ্রীধরস্বামী উক্ত শ্লোকের (১৮।৬৬) টীকায় বলেন,—'মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব'—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আমার ভক্তির দ্বারাই সকল হইবে—ইহা দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া বিধির দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।'

---

১৬ ভাবার্থদীপিকা ১১।১১।৩২; ১৭ গীতা ১৮।৬৬; ১৮ গীতা-ভাষ্য মধ্ব ১৮।৬৬।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শাস্ত্রের উক্ত সহজ সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীমধ্বমত-খণ্ডনে শ্রীগীতার উক্ত প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় [১৯] শ্রীস্বামিপাদের অনুসরণেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীজীবপাদের মধ্ব-মতবাদ খণ্ডন

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীগীতার উক্ত শ্লোকের (১৮।৬৬) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণের ঐরূপ মতবিশেষ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সিদ্ধান্তানুসারে খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন,—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদি' গ্রন্থো (২।১১) ন যুদ্ধাভিধায়কঃ, যতঃ 'কর্ত্তুমিত্যাদি' (গীতা ১৮।৬০), ততঃ পরমার্থাভিধায়ক এবায়ম্। * * 'সর্ব্ব'-শব্দেন নিত্যপর্য্যন্তা ধর্ম্মা বিবক্ষিতাঃ, 'পরি'-শব্দেন তেষাং স্বরূপতোহপি ত্যাগঃ সমর্থিতঃ।"[২০]

'পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত ও জীবিত বন্ধুবর্গের জন্য শোক করেন না'—এই শ্লোক হইতে আরব্ধ শ্রীগীতা অর্জ্জুনকে যুদ্ধরূপ (ক্ষত্রিয়োচিত) ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কথিত হয় নাই। কারণ, 'মূঢ়তাবশতঃ এখন যাহা করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছ, তাহাই আবার স্বীয় ক্ষত্রিয়স্বভাববশতঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারজাত বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া (স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা যন্ত্রিতঃ"—শ্রীধর) অবশেই তোমাকে করিতে হইবে; শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়—অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গীতার এত উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। অতএব ভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধবিধি প্রদান বা যুদ্ধে প্ররোচনা দান করেন নাই, সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ যে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাতে একান্ত শরণাগতি তাহাতেই তাঁহার প্রিয় অর্জ্জুনকে প্ররোচিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে 'যৎ করোষি যদশ্নাসি' (গীতা ৯।২৭) শ্লোকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও শপথীকৃত সর্ব্বশেষ আজ্ঞা দ্বারা নিরসন করিয়াছেন। * * * "সর্ব্বধর্ম্মান্" শব্দের 'সর্ব্ব' শব্দে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তাদি পরিত্যাগ ত'বটেই, নিত্যধর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি

১৯ দিগ্‌দর্শিনী ১০।৬৩, ১১।৬৪৭ ; ২০ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৮২ অনু।

পর্য্যন্ত ত্যাগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং 'পরি' শব্দের দ্বারা স্বরূপতঃ ত্যাগ (কেবল ফলতঃ নহে) ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তচ্চরণানুচর শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-শ্রীজীবাদি শ্রীমধ্বসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বলা যায় ?

শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণে শ্রীমধ্বমত খণ্ডন

শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়ুপীতে শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২০।৯) আর একটি প্রমাণের দ্বারা শ্রীমধ্বের কর্ম্মবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উক্ত শ্লোকে যথাক্রমে জ্ঞানী ও ভক্তের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগের অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। হৃদয়ে নির্ব্বেদ অর্থাৎ পূর্ণ সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জ্ঞানীর কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার হয় এবং ভক্তের হরিকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার (হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের) উদয় হইলে স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়। শ্রীমধ্বমতে যে কখনই স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ স্বীকৃত হয় না, তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় উক্ত মতে 'শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে', এই বিশ্বাস নাই। এই জন্যই মহাপ্রভু শ্রীমধ্বমতকে 'শুদ্ধভক্তি' বা 'নিরবদ্য' মত রূপে স্বীকার করেন নাই। শ্রীশ্রীধরস্বামী উক্তশ্লোকের টীকায় "কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমধ্বানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—"জ্ঞানভক্তিযোগিনামপি জ্ঞানভক্ত্যুদয়াৎ পূর্ব্বং জ্ঞানভক্তিসাধনত্বাদন্তঃকরণশুদ্ধি-দ্বারা কর্ম্মযোগঃ কর্ত্তব্য-তামর্হতীত্যাহ—তাবদিতি"।[২১]—জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগিগণেরও জ্ঞান ও ভক্তির উদয়ের পূর্ব্বে অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির সাধনরূপে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মযোগের দ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধি হয়, তৎফলে জ্ঞানভক্তির উদয় হয়।

শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাগবত-তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—সনকাদি হইলেন জ্ঞান-যোগাধিকারী, দেবতাগণ ভক্তিযোগাধিকারী আর মনুষ্যগণ কর্ম্মযোগাধিকারী। সর্ব্ববিধ যোগের দ্বারাই সকলেরই প্রাপ্য (প্রয়োজন) মুক্তি, তদ্‌বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য বিশেষ বিশেষ যোগের কথা উক্ত হইয়াছে।

২১ পদরত্নাবলী ১১।২০।৯ ।

যদিও দেবগণেরও কর্ম্মিত্ব স্পষ্টরূপেই বিদ্যমান, তথাপি মনুষ্যগণের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করিলে তাহাদিগকে প্রত্যবায়ী হইতে হয়, এজন্যই **মনুষ্যগণকে স্বরূপতঃ কর্ম্মযোগী** বলা হইয়াছে। অতএব "স্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা" [২২] এই ভাগবত-প্রমাণে মনুষ্যগণের একমাত্র কর্ম্মেই স্বভাবসিদ্ধ নিত্য অধিকার। যাঁহারা দেবাদির ভাবযোগ্য মনুষ্য তাঁহারাও কর্ম্মযোগ যাজন করিয়াই উন্নত হইতে পারিবেন, অন্য উপায়ে নহে। "সনকাদ্যা জ্ঞানযোগা ভক্তিযোগাস্তু দেবতাঃ। মানুষাঃ কর্ম্মযোগাস্তু ত্রিধৈতে যোগিনঃ স্মৃতাঃ॥ সর্ব্বেষাং সর্ব্বযোগৈশ্চ প্রাপ্যা মুক্তি-র্নসংশয়ঃ। তথাপি তু বিশেষেণ স তেষামভিধীয়তে॥ * * * দেবানামপি কর্ম্মিত্বং বিদ্যতে যদ্যপি স্ফুটম্। তথাপি প্রত্যবায়িত্বান্মনুষ্যাঃ কর্ম্মযোগিনঃ॥ 'উক্তমেতল্লক্ষণং দেবানামেবেতি দেবা এব ভক্তিযোগিন ইত্যর্থঃ'।"[২৩]

অপরপক্ষে শ্রীজীবপাদ বলেন,—"ভক্ত্যারম্ভ এব তু স্বরূপত এব কর্ম্মত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ পরিত্যজ্যেত্যত্র পরি-শব্দস্য হি তথৈবার্থঃ"[২৪]—ভক্তির আরম্ভেই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বরূপতঃই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, ইহা গীতায় (১৮।৬৬) 'পরিত্যজ্য' শব্দের 'পরি' শব্দের অর্থ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী-তীরে শ্রীরায় রামানন্দের সহিত সংলাপ-কালেও "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্যসার"[২৫] যাহা গীতার (৯।২৭) শ্লোক প্রমাণে সমর্থিত হয়, তাহাকে "এহো বাহ্য" বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।৩২) ও শ্রীগীতার (১৮।৬৬) শ্লোকের প্রমাণে খণ্ডন করিয়াছেন; উড়ুপীতেও তাহা শ্রীমধ্বমতখণ্ডনকালে প্রদর্শন করিয়াছেন। কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা উভয় প্রকার ভক্তিই যে 'শুদ্ধা ভক্তি' নহে, তাহাও মহাপ্রভু রামরায়ের সহিত সংলাপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীমন্মহা-প্রভু তত্ত্ববাদাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—তত্ত্ববাদিগণের কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির সাধন—শুদ্ধা ভক্তি নহে। 'কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা'[২৬] 'শ্রীমদ্ভাগবতসার' এই শ্লোক-

২২ ভা ১১।২০।২৬; ২৩ শ্রীমধ্বকৃত ভা তা ১১।২০।৬-৮ ও ঐ শ্রীবিজয়ধ্বজ টীকা দ্রষ্টব্য:
২৪ ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৩; ২৫ চৈ চ ২।৮।৫৯; ২৬ ভা ১১।২।৪০।

প্রমাণে নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ সাধকতম করণের দ্বারাই প্রেমোদয়ের সংবাদ তত্ত্ববাদাচার্য্যের নিকট (মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দের নিকটও) বলিয়াছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য উক্ত শ্লোকের যে তাৎপর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহা এই—"মুখপ্রসাদাদ্দার্ঢ্যাচ্চ ভক্তি-র্জ্ঞেয়া ন চান্যতঃ"[২৭] মুখের প্রসন্নতা ও হৃদয়ের দৃঢ়তার দ্বারাই ভক্তি জানা যায়, অন্য প্রকারে জানা যায় না।

শ্রীমধ্বকথিত সাধন ও সাধ্য উভয়ই শুদ্ধভক্তত্যাজ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—তাঁহাদের সাধন যেরূপ শুদ্ধভক্তি নহে, তদ্রূপ সাধ্যও ভক্তগণের যাহা ত্যাজ্য বস্তু, সেই 'মুক্তি'। "ফল্গু করি 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥"[২৮] কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন, **মোক্ষো হি মহাপুরুষার্থঃ**, তত্রাপি মোক্ষ এবার্থঃ।"[২৯] —মোক্ষই নিশ্চিতভাবে মহা (পরম) পুরুষার্থ, তন্মধ্যে মোক্ষই প্রয়োজন। শ্রীমধ্বাচার্য্য চতুর্ব্বর্গের অন্যতম পুরুষার্থ-মোক্ষকেই মহা (পরম) পুরুষার্থ বলেন, পঞ্চম পুরুষার্থ বা ভগবৎপ্রেমকে 'পরম-পুরুষার্থ' বলেন না, তাহা তাঁহার বাক্য হইতেই প্রমাণিত হয়। শ্রীমধ্বাচার্য্য গীতাভাষ্যে আরও বলিয়াছেন,—"ন মোক্ষসদৃশং কিঞ্চিদধিকং বা সুখং ক্বচিৎ"[৩০]—মোক্ষের সমান বা অধিক কোন সুখ কোথাও নাই। শ্রীমন্মহা-প্রভুর মতে—"প্রেমা পুমর্থো মহান্" (শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২৯।১৩, ৫।১৪।৪৪, ৬।১৭।২৮) শ্লোকপ্রমাণে মুক্তি ভক্তের প্রার্থনীয় নহে, এমন কি স্বয়ং ভগবান মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না, ইহা উডুপীর তত্ত্ববাদাচার্য্যের নিকট প্রতিপাদন করিয়াছিলেন—"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"[৩১] ইহার শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য সম্পূর্ণ নীরব। তদনুগত শ্রীবিজয়ধ্বজ কেবল "সার্ষ্টিঃ—সমানৈশ্বর্য্যং" এই বলিয়া টীকা শেষ করিয়াছেন। অন্যত্র শ্রীমধ্ব তাঁহার গীতাভাষ্যে[৩২]

---

২৭ ভাগবত-তাৎপর্য্য ১১।২।৪০; ২৮ চৈ চ ২।৯।২৬৭; ২৯ গীতাভাষ্য ২।২৩; ৩০ ঐ ২।৫০; ৩১ ভা ৩।২৯।১৩; ৩২ গীতা মধ্বভাষ্য ২।৫২।

প্রসঙ্গক্রমে 'দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি' (৩।২৯।১৩) শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন,—"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি' ইতি মুক্তিমপ্যনিচ্ছতামপি মোক্ষ এব ফলং তমিচ্ছতামপি স ভবতি সুপ্রতীকাদীনামিতি কথমনিচ্ছতাং স্তুতিরুপপন্না স্যাৎ ?"—ভগবান মুক্তি প্রদান করিলেও ভক্তগণ মুক্তি গ্রহণ করেন না—এই বাক্যানুসারে যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদেরও যখন ফল মোক্ষই হয় আর সেই মুক্তি যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহাদেরও সেই মুক্তিই ফল, তখন কি প্রকারে মুক্তির অনিচ্ছুক সাধুগণের প্রতিই স্তুতি যুক্তিযুক্ত হয়? অর্থাৎ মুক্তিকামনাহীন ভক্তগণকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ[৩৩] এবং "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"[৩৪] শ্লোকের ভাগবত-তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—"নাদ্রিয়ন্তে তু যে মোক্ষং পূর্ব্বং তেষাং পরং সুখম্" ** 'ব্রহ্মণোঃ ন্যস্য নো পূর্ণাং দদ্যাদ্ভক্তিং জনার্দ্দনঃ'।[৩৫]—আচার্য্যের এই সব উক্তির ব্যখ্যায় শ্রীবিজয়ধ্বজ পদরত্নাবলীতে (৫।৬।১৭) বলেন,—"বিবিধদুঃখযুতো যঃ সংসারঃ জননমরণলক্ষণঃ তন্নিমিত্তসন্তাপেনোপতপ্যমানং দন্দহ্যমানং অনুসবণং সর্ব্বদা মুক্তেঃ পূর্ব্বং তস্যামনাদরং কুর্ব্বতাং পশ্চাদানন্দোৎকর্ষাঃ স্যাৎ"। তাৎপর্য্য এই—নিরন্তর বিবিধদুঃখযুক্ত যে জন্মমরণমালারূপ সংসার এবং তজ্জনিত যে সন্তাপ তাহাতে সর্ব্বদা দহ্যমান মন মুক্তির পূর্ব্বে তাহাতে (মুক্তিতে) অনাদর প্রদর্শন করে। সেই অনাদরকারিগণেরই পশ্চাতে আনন্দের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, যাঁহারা পূর্ব্বে সামান্যমুক্তিকে অনাদর করেন, পশ্চাতে তাঁহাদের পরমা মুক্তিতে (সাযুজ্যমুক্তিতে) পরম সুখ লাভ হয়। নিবৃত্তি-জননী বলিয়া ভক্তি যেরূপ পুরুষার্থ, সেইরূপ ভক্তির ফলরূপ যে মুক্তি তাহাও অতি দুর্লভ। ভগবান শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মা ব্যতীত আর কাহাকেও পূর্ণভক্তিযোগ প্রদান করেন নাই। ভগবান ব্যতীত

---

৩৩ ভা ৫।৬।১৭ ; ৩৪ ঐ ৫।৬।১৮ ; ৩৫ ভা তা ৫।৬।১৭ ।

আর কেই-বা সকল উচ্চ-জীবের মুক্তিদাতা হইতে পারেন ? ব্রহ্মাই পূর্ণভক্তিগুরু, অর্জ্জুনাদির জ্ঞানোপদেষ্টৃরূপে গুরুত্ব। 'ভক্তের্নিবৃত্তিজনকত্বেন পুরুষার্থত্বং যতোঽতস্তস্যা মুক্তেরপ্যতিদৌর্ল্লভ্যমাহ। রাজন্নিতি। এবংগুরুত্বাদিকমস্তু তথাপ্যবিগানেন মুক্তিং প্রযচ্ছতি কর্হিচিৎ স্ম কদাপি ব্রহ্মাণং বিনা ন কস্মৈচিৎ পূর্ণভক্তিযোগং প্রযচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। অর্জ্জুনাদীনাং জ্ঞানোপদেষ্টৃত্বেন গুরুত্বম্ ।'[৩৬] এতৎসহ শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য (৩।২৯।২৯) ও বিজয়ধ্বজ-টীকা আলোচ্য। সাযুজ্যমুক্তিই উত্তমা-মুক্তি। সাযুজ্য-মুক্তিতে পুরুষ আত্মবিম্বরূপ-বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। 'ভুঞ্জতে পুরুষং প্রাপ্য যথা দেবগ্রহাদয়ঃ। তথা **মুক্তাবুত্তমায়াং** বিষ্ণুমাবিশ্য ভুঞ্জতে॥'[৩৭] ভগবৎ-শরীরে প্রবেশ ও তৎসহ আনন্দাদির উপভোগকেই শ্রীমধ্বাচার্য্য সাযুজ্য-মুক্তি বলিয়াছেন,—'ক্রীড়ন্তি ভূয়শ্চ সমাবিশন্তি তানেব সাযুজ্যমিদং বদন্তি '।[৩৮]

মুক্ত জীবগণ নানা-স্থানে বিহার করেন। কেহ কেহ ইহলোকেই শ্রীহরিকে উপাসনা করিয়া মুক্তি-লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তাঁহাদের ইহলোকে স্থিতি হয়। কেহ স্বর্গলোকে, কেহ মহর্লোকে, কেহ জনলোকে, কেহ তপোলোকে, কেহ বা সত্যলোকে মুক্ত হন। যাঁহারা মহাজ্ঞানী, তাঁহারা ক্ষীরসাগরে গমন করেন, তথায় জ্ঞানের আধিক্যবশতঃ ক্রমানুসারেই ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন। পৃথিবী হইতে ক্ষীরসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি বর্ত্তমান।[৩৯]

মোক্ষাভিসন্ধিমাত্রই কৈতব

কেবলদ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের কথিত মুক্তি কেবলাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত মুক্তির ন্যায় না হইলেও এবং শ্রীমধ্বাচার্য্য মুক্তগণেরও ভক্তি স্বীকার করিলেও (মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণী—ম ভা তাৎপর্য্য ১।১০৬),

---

৩৬ ভা ৫।৬।১৮ শ্রীবিজয়ধ্বজটীকা ; ৩৭ শ্রীমধ্বকৃত ঐতরেয় ভাষ্য ২।২।৩ ;
৩৮ শ্রীমধ্বকৃত অনুব্যাখ্যান ৩।৪ ; ৩৯ শ্রীমধ্বকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪।৪।১৯ ।

শ্রীমধ্বপাদের কথিত মুক্তি 'নৈজসুখানুভূতিস্বরূপা' বলিয়া তাহা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি। শ্রীমধ্ব-কথিত ভক্তিতে ও মুক্তিতে মোক্ষাভিসন্ধি থাকায় শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তানুসারে তাহা কৈতবযুক্ত। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—'যদ্যপি তৎপ্রীতিং বিনা তা অপি ন সন্ত্যেব, তথাপি কেষাঞ্চিত্তেষাং স্বস্য দুঃখহানৌ সামীপ্যাদি-লক্ষণ সম্পত্তাবপি তাৎপর্য্যং, ন তু শ্রীভগবত্যেবেতি তেষু ন্যূনতা। * * * **অত্র ভগবদ্ধর্ম্মে মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবম্, তাৎপর্য্যান্তরাদিত্যর্থঃ। * * কৈবল্যাৎ মোক্ষাদপ্যেকঃ শ্রেষ্ঠো যো ভগবৎপ্রীতিলক্ষণোঽহথ-স্তৎপ্রয়োজনম্**[৪০]' যদিও ভগবানে প্রীতি ব্যতীত মুক্তিও নিশ্চয়ই হয় না; তথাপি কাহারও কাহারও নিজের দুঃখবিনাশ ও সামীপ্যাদি-লক্ষণ-সম্পত্তিতে (সামীপ্যাদি-মুক্তি-সম্পদেও) তাৎপর্য্য থাকে, তাঁহাদের শ্রীভগবানে তাৎপর্য্য নাই। তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির ন্যূনতা আছে জানিতে হইবে। **ভগবদ্ধর্ম্মে মোক্ষের কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলেই তাহা কাপট্য। কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ যে ভগবৎপ্রীতি-লক্ষণরূপ তাৎপর্য্য—তাহাই প্রয়োজন।**

শ্রীমদ্ভাগবতে[৪১] দৃষ্ট হয়, যে বর্ণের যে বিধান, সেইরূপ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভগবানে সমর্পণে তদনুক্রমে অপবর্গ (মোক্ষ) লাভ হয়। সেই অপবর্গের স্বরূপ বলিতেছেন, রাগাদিরহিত ভগবান শ্রীবাসুদেবে অনন্যনিমিত্ত ভক্তিযোগলক্ষণ—অর্থাৎ মোক্ষাদি-উপাধিরহিত যে ভক্তিযোগ, তাহাই সেই অপবর্গের স্বরূপ। ভগবান যেরূপ ভক্ত-সুখের জন্যই প্রযত্ন করেন, পৃথগ্‌ভাবে নিজ সুখের জন্য যত্ন করেন না; ভক্তও সেইরূপ ভগবানেরই সুখের জন্য প্রযত্ন করেন, এইরূপ ভগবান বাসুদেবে যে অহৈতুক ভক্তিযোগ, তাহাই অপবর্গস্বরূপ।

"তথৈবাহ গদ্যাভ্যাম্ (ভা ৫।১৯।১৮-১৯)—"যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি ইতি; যোঽসৌ * * * পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ।' * * যস্য বর্ণস্য যদ্বিধানং ভগবদ-

৪০ প্রীতিসন্দর্ভ ১৬ অনু; ৪১ ভা ৫।১৯।১৮।

র্পিতস্বস্বধর্ম্মানুষ্ঠানং, তদনুক্রমেণাপবর্গশ্চ ভবতি। * * স হি ভক্তস্থার্থমেব প্রযততে, ন তু পৃথক্ স্বস্থখাম্। যথা হি ভক্তস্তৎসুখার্থমেবেতি। * * * **অনন্য-নিমিত্তো মোক্ষাদ্যুপাধিরহিতো যো ভক্তিযোগঃ স এব লক্ষণং** স্বরূপং যস্য সঃ।"[৪২]

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য এই স্থানের কোনও তাৎপর্য্য প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার অনুগত শ্রীবিজয়ধ্বজ তৎকৃত টীকায় বলিয়াছেন,—'যথাবর্ণবিধানং বর্ণাশ্রম-বিহিতানুসারেণ; নন্থ ভারতীনাং প্রজানাং যদি তিস্রো গতয়স্তর্হি **নিজানন্দাবির্ভাব-লক্ষণো মোক্ষো** দুরবস্থঃ কিমিতি তত্রাহ। অপবর্গশ্চেতি। ন কেবলং স্বর্গাদিগতয়োঽপি তু সংসারদুঃখনিবারণ-সমর্থো মোক্ষশ্চেতি চ শব্দার্থঃ'[৪৩] '**ন অন্যদৈশ্বর্য্যাদিপ্রাপ্তিনিমিত্তং** যস্য সোঽনন্যনিমিত্তঃ তাদৃশো ভক্তি যোগলক্ষণস্তস্মাৎ **স্বরূপানন্দাবির্ভাবলক্ষণো মোক্ষো ভবতীতি জ্ঞাতব্যম্।** * * অবতাররূপাণামপি মুক্তিদানসামর্থ্যমস্তীতি দ্যোতয়িতুং বা বাসুদেব ইতি হি শব্দো ভক্ত্যুৎপত্তৌ সৎসঙ্গতিঃ প্রযোজিকেতি দর্শয়তি **ভক্ত্যা মুক্তির্ভবতীত্যে-**তদেব গায়ন্তি বিদ্বাংসঃ।'[৪৪]

তাৎপর্য্য এই—প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতবর্ষীয় লোকসমুহের বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মানু-ষ্ঠানের দ্বারা যদি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন পুরুষার্থের প্রতি গতি হয়, তাহা হইলে কি নৈজ-সুখানুভূতিরূপ মোক্ষ দুর্গত হইবে? এই জন্যই বলিতেছেন,—কেবল তাঁহাদের স্বর্গাদি গতিই হয় না, অপবর্গও (মোক্ষও)—সংসারদুঃখনিবারণে মোক্ষও লাভ হয়। এখন নারায়ণপরায়ণ মহাপুরুষগণের সঙ্গ ফলে যে **অনিমিত্ত** ভক্তিযোগ লাভ হয়, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন। অন্য ঐশ্বর্য্যাদি ধর্ম্মার্থকাম-কামীর যে সকল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি যাহার হেতু নহে, সেইরূপ ভক্তিযোগ-লক্ষণ; তাহা হইতেই স্বরূপানন্দাবির্ভাবলক্ষণ মোক্ষ হয়, ইহা জানিতে হইবে। শ্রীভাগবতীয় গদ্য-মূলে 'বাসুদেবে অনিমিত্ত ভক্তিযোগ' বাক্যের দ্বারা নারায়ণের অবতার স্বরূপ-

---

৪২ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১৬ অনু; ৪৩ পদরত্নাবলী ৫।১৯।১৯; ৪৪ ঐ ৫।১৯।২০।

সমূহেরও মুক্তি-দানসামর্থ্য আছে, ইহা দ্যোতিত হইতেছে। ভক্তির উৎপাদনে সৎসঙ্গতি—প্রযোজিকা, সেই সৎসঙ্গলব্ধা ভক্তিদ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ইহাই বিদ্বদ্‌গণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যে স্থানে শ্রীবিজয়ধ্বজ ভারতবর্ষের প্রজাগণের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের দ্বারা ত্রিবর্গ ব্যতীত চতুর্থ বর্গ (অপবর্গ) মোক্ষও লাভ হয় বলিয়াছেন, সেই স্থানে শ্রীধর-স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'মোক্ষ' কেবল ভারতবর্ষের মনুষ্যগণেরই হয়, তাহা নহে। ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে—সেই মোক্ষোপাসনা মনুষ্যের উপরে যে দেবাদি আছে, তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব, ইহা বাদরায়ণ-ঋষি মনে করেন; ইহা দ্বারা দেবতাগণেরও মোক্ষ সূচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত অপবর্গের স্বরূপ হইতেছে—অহৈতুক ভক্তিযোগ, তাহা অবিদ্যাগ্রন্থি-ছেদনের দ্বারা হয় এবং যখন ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ হয়, তখনই হয়। 'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাদিতি'[৪৫]'দেবানামপি মোক্ষস্য সূচিতত্বাৎ অপবর্গস্বরূপমাহ যোঽসাবিতি। অনন্যনিমিত্তোঽহৈতুকো ভক্তিযোগ এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য" ইত্যাদি।[৪৬] **শ্রীধরস্বামী 'অনন্যনিমিত্তভক্তি' অর্থে মোক্ষোভিসন্ধিরহিতা অহৈতুকী ভক্তি** সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাই মহাপ্রভুরও সিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রীবিজয়ধ্বজের মতে **'নিজানন্দাবির্ভাবলক্ষণ মোক্ষ ব্যতীত অন্য ঐশ্বর্য্যাদিপ্রাপ্তি নিমিত্ত যাহা নহে** তাহাই 'অনন্যনিমিত্ত ভক্তিযোগ'।

তত্ত্ববাদিগণের মতে অনন্যনিমিত্ত ভক্তিযোগের ফল—মুক্তি এবং তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের কথিত সেই মুক্তি 'নৈজসুখানুভূতি' হওয়ায় এবং তৎকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে, গীতাভাষ্যে, মহাভারত-তাৎপর্য্য ও উপনিষদ্ ভাষ্যাদির সর্ব্বত্র মুক্তিসুখই বহু-মানিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বমতকে নিরবদ্য (শুদ্ধ) বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ফলাকাঙ্খারাহিত্যকেই 'অকৈতব ভাগবতধর্ম্ম' বলিয়াছেন (প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ফলানপেক্ষয়া)।[৪৭] কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু

৪৫ ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৬; ৪৬ ভাবার্থদীপিকা ৫।১৯।১৮-১৯; ৪৭ ভা তা ১।১।২।

ও তৎচরণানুচরগণ শ্রীশ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাকেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ—'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ' ইতি। কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥"

অতএব প্রমাণিত হইতেছে, শ্রীমধ্বপাদের মতে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তিই মহান্ পুরুষার্থ। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন,—'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরে-ত্যপি। সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যজুষ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥'[৪৮] মুক্তাবস্থাতেও যাঁহাদের স্বসুখ-সন্ধান আছে, ভগবদ্ধামে বা ভগবৎসন্নিধানে গমন করিয়া ভগবানের সহিত সুখভোগ করিবেন, এই উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা সাধন করেন এবং উক্ত ফলেই প্রলুব্ধ হ'ন, তাঁহাদের মুক্তিই সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা (সুখৈশ্বর্য্য উত্তরকালে বা পরবর্ত্তিকালে আছে যাহাতে) মুক্তি। সালোক্যাদি মুক্তিলাভ করিয়া ভগবানের প্রীতিময়ী সেবা করিব—ইহাকে 'প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি' বলা যায়। এই স্থানেও স্ব-সুখতাৎপর্য্য গৌণরূপে থাকে। শুদ্ধভক্তগণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তির জন্য সালোক্যাদি স্বীকার করেন না। শ্রীমধ্বমতে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তির প্রাধান্য থাকায়, উহাকে শুদ্ধভক্তগণের অনঙ্গীকৃত প্রেমসেবোত্তরার কক্ষায়ও স্থান দেওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদ-গুরুর মতবিশেষকে 'নিরবদ্য' বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তে শ্রীশ্রীধরস্বামী ও শ্রীমধ্বাচার্য্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামিপাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী 'গুরু' করি মানি॥"[৪৯] কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য-লেখক শ্রীমধ্বাচার্য্য বা শ্রীমদ্ভাগবতটীকাচার্য্য শ্রীবিজয়ধ্বজাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বীকৃত মূলগুরু বা সম্প্রদায়ী ঊর্দ্ধতনগুরুবর্গ হইলে 'শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রসাদে ভাগবত জানি' বা সেই আচার্য্যকে "গুরু-করি মানি" ইত্যাদি বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীসনাতন

---

৪৮ ভ র সি ১।২।৫৬ ; ৪৯ চৈ চ ৩।৭।১২৯।

তৎকৃত শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শিষ্যসংযুক্ত যতীন্দ্র শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীধরস্বামী, দীক্ষাশিক্ষাগুরুবর্গ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীদামোদরস্বরূপাদির বন্দনা ; শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরূপ সকলেরই নাম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্যের কোনও বন্দনা বা নামোল্লেখও করেন নাই। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বন্দনায় শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিলেন,—"**শ্রীমাধবপুরীং বন্দে** যতীন্দ্রং **শিষ্যসংযুতম্**। লোকেষ্বঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণভক্ত্যমরাঙ্ঘ্রিপঃ।"[৫০] শিষ্যসংযুক্ত (শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ শিষ্যগণের সহিত) যতীন্দ্র শ্রীমাধবপুরীকে বন্দনা করি। উক্ত বন্দনায় **'গুরুবর্গ-সংযুক্ত'** শব্দটি প্রযুক্ত থাকিলেও শ্রীসনাতনের বাক্যে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির ব্যঞ্জনা পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা না থাকায় এবং শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তারে তত্ত্ববাদগুরুর মতের খণ্ডন থাকায় শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সহিত স্বসম্প্রদায়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বা তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদী অন্য সম্প্রদায়, তাহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীধরস্বামিপাদ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'শ্রীভাগবতনিধ্যাপ্ত্যৈ টীকাদৃষ্টিরদায়ি যৈঃ। শ্রীধরস্বামিপাদাংস্তান্ বন্দে **ভক্ত্যেকরক্ষকান্**'—শ্রীমদ্ভাগবতনিধি প্রাপ্তির নিমিত্ত যে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকারূপ দৃষ্টি দান করিয়াছেন, ভক্তির একমাত্র রক্ষক সেই শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদকে বন্দনা করি। **গুরুই দৃষ্টিদান-কারি**রূপে বন্দিত হয়েন। শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্বন্ধে কি কোথাও এইরূপ বলা হইয়াছে? শ্রীসনাতন একাধিকবার শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৩১) শ্রীগোপী-গীত-প্রারম্ভে ও শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্যার (১০।৮৭) প্রারম্ভে স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যভরে বলিয়াছেন,—"শ্রীধরস্বামিপাদাংস্তান্ প্রপদ্যে দীনবৎসলান্। **নিজোচ্ছিষ্ট-প্রসাদেন** যে পুষ্ণন্ত্যাশ্রিতং জনম্॥ বন্দে চৈতন্যদেবং তং তত্ত্বব্যাখ্যাবিশেষতঃ। যোঽস্ফোরয়ন্মে শ্লোকার্থান্ শ্রীধরস্বাম্যদীপিতান্॥"—যিনি নিজের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদের দ্বারা আশ্রিতজনকে পোষণ করেন, আমি সেই দীনবৎসল শ্রীধরস্বামিপাদের

৫০ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী মঙ্গলাচরণ।

শ্রীরামানন্দের মত, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই সিদ্ধান্ত, তাহা শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংলাপব্যঞ্জক শ্লোকে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন,—

কিং গেয়ং ব্রজকেলিমর্ম্ম, কিমিহ শ্রেয়ঃ সতাং সঙ্গতিঃ
কিং স্মর্ত্তব্যমঘারি-নাম, কিমনুধ্যেয়ং মুরারেঃ পদম্।
ক স্থেয়ং ব্রজ এব, কিং শ্রবণয়োরানন্দি বৃন্দাবন-
ক্রীড়ৈকা, কিমুপাস্যমত্র মহসী শ্রীকৃষ্ণরাধাভিধে॥[৫২]

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ইহার পদ্যানুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—"গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম্ম'? 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি—যেই গীতের মর্ম্ম॥' 'শ্রেয়ো মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার'? 'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর'॥ 'কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ'? 'কৃষ্ণ'নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ॥ 'ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান'? **'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজধ্যান—প্রধান'**॥ 'সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?' 'শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলারাস'॥ 'শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ'? 'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন'॥ 'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান'? 'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম'॥"[৫৩]

শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীমন্ত্রগুরুদেব শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও শ্রীচৈতন্য-মতটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥[৫৪]

স্বয়ং ভগবান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন উপাস্যতত্ত্ব। তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজলোকানু-সারিণী তাঁহার রমণীয়া উপাসনা। তদ্‌বিষয়ে অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পরম পুরুষার্থ (প্রয়োজন)। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। অতএব তাহাতেই আমাদের পরম আদর।

---

৫২ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৭।১০ ; ৫৩ চৈ চ ২।৮।২৪৯-২৫৫ ; ৫৪ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা মঙ্গলাচরণ।

শ্রীমধ্বমতে শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ংরূপ' নহেন

শ্রীমধ্বাচার্য্যমতে শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান নহেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (ভা ১।৩।২৮) এই পদের 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ হইতেছে—মেঘশ্যামবর্ণ, তিনি শেষশায়ী ও ব্রহ্মার পিতা অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী। তিনিই মূলরূপী।[৫৫] 'অষ্টমস্তু * * * স্বয়মেব হরিঃ কিল'[৫৬]—'দেবকীর অষ্টমগর্ভ স্বয়ংরূপ ভগবান'—এইস্থানে শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিজয়ধ্বজ সম্পূর্ণ নীরব আছেন।

'অরাধ কৃষ্ণ'

শ্রীমধ্বের পূজিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি "ইন্দিরাপতি"[৫৭] (শ্রীলক্ষ্মীপতি)—শ্রীগোপীনাথ বা শ্রীরাধানাথ নহেন। তিনি তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে (শ্রীমূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার পর বিরচিত) প্রথমভাগেই বলিয়াছেন— 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাশ্চিন্ত্যা হরের্ভুজাঃ—পীনবৃত্তা জগদ্রক্ষা-কেবলোদ্‌যোগিনোঽনিশম্' ॥[৫৮] শ্রীহরির ভুজচতুষ্টয় শঙ্খচক্র-গদাপদ্মবিভূষিত, স্থূল ও সুগোলাকার এবং জগতের রক্ষারূপ একমাত্র কৃত্যে নিরন্তর নিযুক্তরূপে স্মরণীয়। অতএব শ্রীমধ্বের পূজিত অরাধ-কৃষ্ণমূর্ত্তি বাহিরে দ্বিভুজ হইলেও শ্রীমধ্বের নিকট চতুর্ভুজ কমলাপতিরূপেই সমাদৃত। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। "রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব। যে কৃষ্ণেরে করাইলা দ্বিভুজ স্বভাব॥"[৫৯]

শ্রীমধ্বসম্প্রদায় গোপালমন্ত্রের উপাসক নহেন, নারায়ণমন্ত্রের উপাসক

শ্রীমধ্বাচার্য্য-কর্ত্তৃক-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তৎসম্প্রদায়ের উক্তি অনুসারে দ্বারকার মহিষী শ্রীসত্যভামাদেবীর ও তৎপরে পাণ্ডবগণের পূজিত শ্রীবিগ্রহ-বিশেষ এবং শ্রীমধ্বের অষ্টমঠাধীশ শিষ্য অষ্টমহিষীর অবতার বলিয়া নির্ণীত। শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার উক্ত অষ্টমঠাধীশ সন্ন্যাসি-শিষ্যকে শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীভূবরাহাদি শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তির পূজা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ে দশাক্ষর বা অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রে

---

৫৫ পদরত্নাবলী ১।৩।২৮; ৫৬ ভা ৯।২৪।৫৫;

৫৭ শ্রীমধ্বকৃত দ্বাদশস্তোত্র ১।১; ৫৮ ঐ ১।৬; ৫৯ চৈ চ ১।১৭।২৯২।

শ্রীকৃষ্ণোপাসনা নাই। তাঁহারা শ্রীনারায়ণমন্ত্রে উক্ত কৃষ্ণোপাসনা করেন। অতএব তৎসম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা শ্রীনারায়ণোপাসনা ব্যতীত আর কিছু নহে। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—

> কৃষ্ণ-রামাদিরূপেষু বলকার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
> দত্তব্যাসাদিরূপেষু জ্ঞানকার্য্যস্তথা প্রভুঃ॥[৬০]

বেদব্যাস, কপিল, দত্তাত্রেয়, **পার্থসারথি কৃষ্ণ**, নর, হরি, মহিদাস, হংস ও বুদ্ধ—ইঁহারা জ্ঞানাবতার বিষ্ণু। কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দশরথনন্দন-রাম, কল্কি, শিশুমার, যজ্ঞ, **গোপেশ কৃষ্ণ**, ধন্বন্তরি—ইঁহারা বলাবতার বিষ্ণু। হয়গ্রীব, ঋষভ, মৎস্য ও **যাদব কৃষ্ণ**—ইঁহারা উভয়াবতার বিষ্ণু। জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণু কৃষ্ণ ও রামাদি-রূপে বলকার্য্য এবং দত্ত-ব্যাসাদি-রূপে জ্ঞানকার্য্য করেন।

অতএব শ্রীমধ্বের শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীনারায়ণের অবতার-বিশেষ। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায়কে শ্রীসম্প্রদায়ের ন্যায়ই নারায়ণ-উপাসক বলিয়াছেন। 'কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবাদৃষ্টাস্তেঽপি **নারায়ণোপাসকা এব**। অপরে **তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব**'।[৬১]

শ্রীমধ্বমতবিশেষে শ্রীব্রজের ভক্তিরস

শ্রীমধ্ব তৎকৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—

> কৃষ্ণপ্রিয়াভ্যো গোপীভ্যো ভক্তিতো দ্বিগুণাধিকাঃ।
> মহিষ্যোঽষ্টৌ বিনা যাস্তাঃ কথিতাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥
> তাভ্যঃ সহস্রসমিতা যশোদা নন্দগেহিনী।
> ততোঽপ্যভ্যধিকা দেবী দেবকী ভক্তিতস্ততঃ॥
> বসুদেবস্ততো জিষ্ণুস্ততো রামো মহাবলঃ।

৬০ মহাভারত-তাৎপর্য্য ২।২৫ ; ৬১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮ম অঙ্ক।

ন ততোঽভ্যধিকঃ কশ্চিৎ ভক্ত্যাদৌ পুরুষোত্তমে ॥
বিনা ব্রহ্মাণমীশেশং স হি সর্ব্বাধিকঃ স্মৃতঃ ॥[৬২]

উক্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, মধ্বমতে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণের ভক্তি সর্ব্বনিম্ন-স্তরে অবস্থিত এবং শ্রীব্রহ্মার ভক্তি সর্ব্বাতিশায়িনী। গোপীদিগের ভক্তি অষ্টমহিষীর ভক্তির অর্দ্ধেক। শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যে ব্রজগোপীগণকে 'অপ্সরা স্ত্রী' বলা হইয়াছে। (অপ্সরা—স্বর্বেশ্যা, ইতি শব্দরত্নাবলী)।

কামিনঃ কামিত্বং ক্রোধিনঃ ক্রোধিত্বমেব সর্ব্বদা ভবতীতি তন্ময়তা।

বিমুক্তাবাপি কামিন্যো বিষ্ণুকামা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
দ্বেষিণশ্চ হরৌ নিত্যং দ্বেষেণ তমসি স্থিতাঃ ॥

*　　*　　*

স্নেহভক্তাঃ সদা দেবাঃ কামিত্বেনাপ্সরস্ত্রিয়ঃ।
কাশ্চিৎ কাশ্চিন্ন কামেন ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু ॥
মোক্ষমায়ান্তি নান্যেন ভক্তিং যোগ্যাং বিনা ক্বচিৎ।
ভক্ত্যা বা কামভক্ত্যা বা মোক্ষো নান্যেন কেনচিৎ ॥
কামভক্ত্যাপ্সরস্ত্রীণামন্যেষাং নৈব কামতঃ ॥
উপাস্যঃ শ্বশুরত্বেন দেবস্ত্রীণাং জনার্দ্দনঃ।
জারত্বেনাপ্সরস্ত্রীণাং কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা ॥[৬৩]

কামিগণের সর্ব্বদাই কাম এবং ক্রোধিগণের (বিষ্ণুর প্রতি ক্রোধী অসুরগণের) সর্ব্বদাই ক্রোধ থাকে—ইহাতেই তাহাদের তন্ময়তা। কামিনী ব্রজস্ত্রীগণ বিমুক্তিতেও সর্ব্বদা বিষ্ণুর প্রতি কামযুক্তা, যেরূপ অসুরগণ হরিতে দ্বেষহেতু নিত্য অন্ধতামিস্র নরকে অবস্থিত(ইহাই মধ্বমতে আসুর-স্থিতি মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয় ১।৮। ৯১-৯২) হইয়া বিষ্ণুদ্বেষি-স্বরূপে বর্ত্তমান। দেবতাগণ সর্ব্বদা স্নেহশীল ভক্ত, অপ্সরাস্ত্রীগণ কামযুক্তা। কেহ কেহ (দেবতাগণ) কামের দ্বারা নহে, কেবলা ভক্তির দ্বারাই মোক্ষ লাভ করেন। [শ্রীমধ্বমতে অকামা, কেবলা বা অনিমিত্তা ভক্তির অর্থ—

৬২ ভাগবত-তাৎপর্য্য ১১।১২।২৩; ৬৩ ঐ ১০।২৯।১৫।

ফলনিরপেক্ষা (ভা তা ১।১।২)]—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ফলের অনপেক্ষা ভক্তি, মোক্ষাভিসন্ধিরহিতা নহে (ভা তা ৩।২৫।৩৪, ৫।৬।১৭, ১১।১৯।৭ ইত্যাদি)। যোগ্যা ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে কেহই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। ঐরূপ ভক্তির দ্বারাই হউক বা 'কামজা ভক্তি'র দ্বারাই হউক, ভক্তিতেই মোক্ষ লাভ হয়, অন্য কোনও উপায়ে হয় না। অপ্সরাস্ত্রীগণের কামভক্তির দ্বারাই মোক্ষ লাভের যোগ্যতা, অপরের (দেবতাগণের) কামদ্বারা মোক্ষ নহে। দেবস্ত্রীগণের দ্বারা জনার্দ্দন শ্বশুররূপে (ব্রহ্মাদি দেবতাগণের পিতৃরূপে) উপাস্য আর কোনও কোনও অপ্সরাস্ত্রীর (ব্রজগোপীগণের) জনার্দ্দনকে উপপতিরূপে উপাসনার যোগ্যতা আছে।

তাহা হইলে দেখা যায়, মধ্বমতে ব্রজস্ত্রীগণ মুক্তই নহেন, নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তি হওয়া ত' দূরের কথা। তাঁহারা যেরূপ অমুক্তাবস্থায় কামপরায়ণা, মুক্তিতেও তদ্রূপ কামযুক্তা। অসুরগণের নিত্যক্রোধ ও ব্রজস্ত্রীগণের নিত্য কাম—এই দুইটির মধ্যে তুলনা করায়, 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ' (গীতা ৩।৩৭)—রজোগুণসমুদ্ভূত এই কাম, এই ক্রোধ মোক্ষপথের শত্রু, এই গীতোক্ত প্রমাণে ব্রজগোপীগণের কাম রজোগুণের বৃত্তিরূপেই নিন্দিত—ইহাই ধ্বনি। দেবতাগণের ভক্তি কেবলা ভক্তি—কারণ তাঁহাদের ভক্তি কামযুক্তা নহে, সুতরাং উৎকৃষ্টা ; আর গোপীগণের ভক্তি কামজা, সুতরাং নিকৃষ্টা।

শ্রীমধ্বমতে শ্রীব্রহ্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে সনকাদি—জ্ঞানযোগী, দেবতাগণ—ভক্তিযোগী এবং মনুষ্যগণ—কর্ম্মযোগী। এই তিন যোগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হইলেও ভক্তিযোগিগণের ভগবানের গুণে অধিক অনুরাগ আছে। এজন্য দেবতাগণই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মাতে তিনযোগই একসঙ্গে অতিশয়িতরূপে থাকায় ব্রহ্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন,—

সনকাদ্যা জ্ঞানযোগা ভক্তিযোগাস্তু দেবতাঃ।
মানুষাঃ কর্ম্মযোগাস্তু ত্রিধৈতে যোগিনঃ স্মৃতাঃ॥

সর্ব্বেষাং সর্ব্বযোগৈশ্চ প্রাপ্যা মুক্তির্নসংশয়ঃ।
তথাপি তু বিশেষেণ স তেষামভিধীয়তে ॥
ভগবদ্‌গুণানুরাগিত্বমধিকং ভক্তিযোগিনাম্।
তস্মাত্তেঽভ্যধিকা হ্যেষু দেবা এব বিশেষতঃ ॥
ত্রিযোগাভ্যধিকো ব্রহ্মা সর্ব্বেভ্যঃ পরমো বিভুঃ[৬৪]।

শ্রীমধ্ব পুনরায় অন্যত্র বলিয়াছেন, সকল যাদব অপেক্ষা উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়, উদ্ধব হইতেও প্রদ্যুম্ন অধিকতর প্রিয়। প্রদ্যুম্ন হইতেও শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা প্রিয়তম। একমাত্র চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ব্যতীত বলরাম হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ প্রিয়তম নাই। অর্থাৎ বলরাম হইতেও ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। আর শ্রীহরির শক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীলক্ষ্মীদেবীই প্রিয়তমা।

যাদবেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্য উদ্ধবো ভগবৎপ্রিয়ঃ।
উদ্ধবাচ্চ প্রিয়তমঃ প্রদ্যুম্নস্তু মহারথঃ ॥
তস্মাদপি প্রিয়তমো রামঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বদা।
নৈব তস্মাৎ প্রিয়তমো বিনৈকন্তু চতুর্ম্মুখম্ ॥
সর্ব্বেভ্যোপি প্রিয়তমা হরেঃ শ্রীরেব বল্লভা।
নৈব তস্যাঃ প্রিয়তমো বিনাস্বাত্মানমেব তু ॥[৬৫]

শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তে শ্রীব্রহ্মাদি-দেবতার স্থান

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ ॥[৬৬]

স্বর্গাদিলোকসমূহ, কল্পকালজীবী দেবগণ, এমন কি দ্বিপরার্দ্ধকালজীবী ব্রহ্মারও কালরূপী আমার নিকট হইতে ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

---

৬৪ ভাগবত-তাৎপর্য্য ১১।২০।৬-৮; ৬৫ ঐ ১১।১৪।১৫; ৬৬ ভা ১১।১০।৩০।

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে (১।২।১৮) শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তাবলম্বনে বলিয়াছেন,—'দেবগণ মনুষ্যগণের দ্বারা নিত্য সংপূজিত হয়েন', ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কথিত দেবগণের উৎকর্ষ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে নিরাকৃত হইয়াছে। স্বর্গে স্পর্দ্ধা, অসূয়াদি দোষ বর্ত্তমান থাকায় স্বর্গে শুদ্ধসাত্ত্বিকতা নাই, অবগত হওয়া যাইতেছে। আর বিশ্বরূপ বৃত্রাদিবধের দ্বারা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপের উদ্ভব-হেতু দেবরাজের নিষ্পাপত্ব নিরস্ত হইয়াছে। স্বর্গ হইতে অধঃপাতের ভয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকায় দেবদেহের তেজোময়ত্বও আদরণীয় নহে। আর ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোকের বিনাশচিন্তার ভয়েই সর্ব্বদা বিবশ এবং সর্ব্বগ্রাসী মহাকাল হইতে সর্ব্বদা ভীত হইয়া কেবল মুক্তির কামনা করিতেছেন। তিনি মুক্তির ইচ্ছুক হইয়াই ভগবৎপূজা করেন ও অপরকে করান, অহৈতুকী ভক্তি বা প্রীতিতে ভগবানের আরাধনা করেন না বা অপরকেও অহৈতুকী ভক্তি ও প্রীতি শিক্ষা দিতে পারেন না।

> ভূতপ্রায়াত্মলোকীয়নাশচিন্তানিয়ন্ত্রিতঃ।
> সর্ব্বগ্রাসিমহাকালাদ্ভীতো **মুক্তিং পরং বৃণে** ॥
> **তদর্থং ভগবৎপূজাং কারয়ামি করোমি চ**।[৬৭]

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের এই শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মার অনুগ সম্প্রদায়ের যে ভগবৎপূজা (শ্রীকৃষ্ণপূজা) তাহাও মুক্তি-লাভার্থ, ভগবৎপ্রীতির জন্য নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার ভক্তি ত' দূরের কথা শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে অপরাধ না ঘটিলেই তিনি তাহা বহুমানন করেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু বৈষ্ণবদ্রোহে উৎসাহী ও উদ্যমী হয়। রাবণও শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির প্রতি অবমাননা করিতে ধাবিত হয়। ব্রহ্মা লোকপাল ইন্দ্রাদিদেবতাগণের অধিকার-দাতা। সেই দেবতা (ইন্দ্র) ব্রহ্মার প্রদত্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধনপূজাদি-কালে মহাবৃষ্টি ও শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত-হরণাদিকালে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। বরুণদেবতা শ্রীনন্দকে বন্ধন ও হরণ

---

৬৭ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।২।৬২—৬৩।

করিয়াছেন, বাণসম্বন্ধীয় গাভী অর্পণ করেন নাই, যমরাজ সান্দীপনি মুনির পুত্রাদির অযথা মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, কুবেরের অনুগত শঙ্খচূড়াদি-গোপীহরণাদি অনেক দুষ্কার্য্য করিয়াছেন ইত্যাদি। আর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস ও গোপসখাগণের সহিত ভোজনলীলাকালে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে হরণ করেন। তৎপরে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্যদর্শনে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া ব্রজবাসিগণের পদধূলি সর্ব্বদা লাভ করিবার আশায় বৃন্দাবনে তৃণগুল্মলতাদি যে কোনও একটির মধ্যে জন্ম প্রার্থনা করেন (ভা ১০।১৪।৩৪)। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার স্তবের একটি উত্তরও প্রদান করেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করিলে আবার কোনও অপরাধ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বস্থানে গমন করেন।[৬৮]

বস্তুতঃ শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণভক্ত। লোকশিক্ষার জন্যই শ্রীব্রহ্মা ঐরূপ অভিনয় করেন। শ্রীব্রহ্মার অনুগত অভিমানে যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়তর ও প্রিয়তম ভক্তগণের এবং নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তিবর্গের প্রতি কোনওরূপ অপকৃষ্টতার বিচার উপস্থিত না হয়, এজন্যই তাঁহার ঐসকল শিক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাজনের বাণীতে প্রকাশিত রহিয়াছে।

শ্রীমধ্বকৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে স্বরূপশক্তিগণের মধ্যে প্রিয়তমা বলা হইয়াছে।[৬৯] কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে বৃন্দাবনের রাসে ব্রজ-গোপীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছে, তাহা শ্রীহরির নিত্যবক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী লাভ করিতে পারেন নাই।[৭০]

শ্রীমধ্বমতবিশেষ

মধ্বাচার্য্য শ্রীউদ্ধব অপেক্ষা শ্রীগোপীগণের অপকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে[৭১] শ্রীউদ্ধব আর্য্যপথপরিত্যাগকারিণী ব্রজগোপীগণের নিত্য-শ্রীচরণরেণুসেবী ব্রজতৃণগুল্মলতার জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

---

৬৮ বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।২।৬৬—৭৯ ; ৬৯ ভাগবত-তাৎপর্য্য ১১।১৪।১৫ ; ৭০ ভা ১০।৪৭।৬০ ; ৭১ ভা ১০।৪৭।৬১।

মধ্বাচার্য্য তৎকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যে বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে যে গোপীগণের প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ কৈমুতিক ন্যায়ে বায়ু-দেবতার এবং ব্রহ্মার সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার জন্য অর্থাৎ অপকৃষ্ট গোপিকাও যখন আমাকে (কৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন সর্ব্বোত্তম বায়ু বা ব্রহ্মার কথা বলাই বাহুল্য —"গোপীকা অপি মামাপুঃ কিমু বায়্বাত্মা ইতি দর্শয়িতুং গোপিকা-প্রশংসনম্। সর্ব্বৈগুণৈঃ সর্ব্বোত্তমস্ত বায়ুরেব। স এব চ হিরণ্যগর্ভঃ"।[৭২]

অপর পক্ষে শ্রীসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য শ্রীলোকাচারীস্বামিপাদ তৎকৃত 'শ্রীবচন-ভূষণে' (২৪৯ সূত্রে) বলিয়াছেন—'ব্রহ্মা হীনো গোপিকা প্রাপ্তবতীত্যেবং কর্ত্তুং যোগ্যঃ'॥—ব্রহ্মা ভগবানকে প্রাপ্ত হন নাই, গোপী ভাগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় আচার্য্য শ্রীবরবর মুনি লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্মা, 'দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মাং প্রাপ্তুমর্হসি পদ্মজ। পরিমলযুক্তে কমলে স্থিত্বা ন পশ্যতি কৃষ্ণস্য পাদকমলমজঃ' ইতি চোক্তপ্রকারেণ হীনোঽভবৎ"—হে পদ্মযোনি ব্রহ্মা, তুমি দ্বিপরার্দ্ধকালের পরে আমাকে (ভগবানকে) প্রাপ্ত হইবে। সুগন্ধি (নাভিজ) কমল-মধ্যে বাস করিয়াও ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পদকমল দেখিতে পান না। এই সকল বাক্যানুসার ব্রহ্মা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তৎকৃত শ্রীযমুনাষ্টকে শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্মরেণুর বন্দনা করিয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৭ অনু)। আলোয়ারসম্প্রদায়েও ব্রজগোপীগণের অনুরাগকে বহুমানন করা হয়। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীলক্ষ্মীধর প্রমুখ আচার্য্যগণও ব্রজগোপীর মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতবিশেষই অন্যরূপ। যে পদ্মপুরাণের নামে আরোপিত প্রমাণ-বলে* মধ্বাচার্য্যকে চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্ত্তকরূপে মনে করা হয়, সেই পদ্মপুরাণেই (১) ব্রহ্মমোহন (উত্তর খণ্ড ৯৪ অধ্যায়), (২) অসুরগণের

৭২ ভাগবত-তাৎপয্য ১১।১২।১৬ ও ঐ ১১।১১।৪২-৪৪ দ্রষ্টব্য।

*তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় উক্ত শ্লোক-প্রমাণ স্বীকার করেন না, জানা যায়।

বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি (ঐ ৯৪ অধ্যায়) 'কামাত্তয়াদ্বা দ্বেষাদ্বা যে ভজন্তি জনার্দ্দনম্। তে প্রাপ্নুবন্তি বৈকুণ্ঠং' ইত্যাদি, (৩) ত্রেতাযুগীয় দণ্ডকারণ্যবাসি-মহর্ষিগণের সাধনসিদ্ধা-গোপীদেহপ্রাপ্তি (ঐ ৯৪ অ), (৪) শ্রীনৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণপরাবস্থত্ব ঐ ৯১ অঃ) "নৃসিংহ-রামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিকীর্ত্তিতম্। পরাবস্থা তু দেবস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ॥", (৫) পরশুরামের আবেশাবতারত্ব (ঐ ৯৩ অধ্যায়)—'এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ॥ নোপাস্যং হি ভবেত্তস্য শক্ত্যাবেশান্মহাত্মনঃ॥' ইত্যাদি, (৬) শ্রীকৃষ্ণে গোপীগণের স্বরূপসিদ্ধ পরকীয় মধুর ভাবের অনবদ্যত্ব—"দোষোঽত্র নাস্তি সুভগে দেবস্য পরমাত্মনঃ। নৈসর্গিকস্য ভর্ত্তৃত্বাৎ আত্মেশত্বাজ্জগৎ-পতেঃ (ঐ উত্তরখণ্ড ৯৪ অ), (৭) শ্রীরাধিকার স্বরূপশক্তিত্ব, অংশিনীত্ব এবং শ্রীসখীর অনুগা হইয়া মঞ্জরীরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-প্রণালী (পাতালখণ্ড, ৪২,৪৬, ৫০ ও ৫২ অ), (৮) মথুরাবাসিনীগণেরও দেবপূজ্যত্ব—'মথুরাবাসিনী ধন্যা মান্যা অপি দিবৌকসাম্' (ঐ পা খ ৩২ অ) ইত্যাদি শ্রীমধ্বমতবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ পাওয়া যায়।

'সবে এক গুণ'

শ্রীমধ্বসম্প্রদায় যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার কারণরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'**সবে এক গুণ** দেখি **তোমার সম্প্রদায়ে। সত্য-বিগ্রহ** ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে'॥[৭৩] কেবলাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্কর ও তদনুগত সম্প্রদায় 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর[৭৪]'॥ কিন্তু তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্ব ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যতা স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন। মাত্র এই অংশেই শ্রীমধ্বের বৈষ্ণবত্ব অদোষদর্শী মহাপ্রভু খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 'জগদ্‌গুরুত্ব' বা স্ব-সম্প্রদায়াচার্য্যত্ব জ্ঞাপন করেন নাই। ইহা '**তোমার সম্প্রদায়**' বাক্যটির দ্বিরুক্তিদ্বারাই প্রমাণিত হয়। শ্রীশ্রীধর স্বামি-

---

৭৩ চৈ চ ২।৯।২৭৭ ; ৭৪ ঐ ১।৭।১১৫ ।

পাদও শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীবিষ্ণুকলেবরের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৭৫] শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামিপাদকে 'জগদ্‌গুরু' এবং শ্রীসনাতন 'ভক্ত্যেক-রক্ষক' ইত্যাদি রূপে বর্ণন করিয়াছেন। কারণ, স্বামিপাদের মতে 'সবে মাত্র একটি গুণ' নহে; আরও বহু শুদ্ধভক্তিপর সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব, ব্রজগোপীর অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য, শ্রীনাম ও প্রেমের অতুলনীয়ত্ব, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব, মুক্তির অভিসন্ধির কৈতবত্ব, ভক্তিতে দৃঢ়তাহেতু ভক্তের স্বরূপতঃ সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি শ্রীস্বামিপাদ স্বীকার করিয়াছেন।

গুণগ্রাহী শ্রীগৌরপরিকরগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের সেই একটি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে, শ্রীরূপ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে, শ্রীজীব সন্দর্ভে ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীমধ্বোদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুকলেবর-সম্বন্ধে অপ্রাকৃতত্বের প্রমাণ-সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভাগবতামৃতে, শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে ও সন্দর্ভাদিতে অন্য মধ্বমতসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন।[৭৬]

শ্রীসনাতন কর্ত্তৃক শ্রীমধ্বমত-খণ্ডন

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে[৭৭] বলিয়াছেন,—মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থরূপে স্থাপনকারী তত্ত্ববাদিবৈষ্ণবগণ দশমস্কন্ধের ১২শ হইতে ১৪শ—এই তিন অধ্যায় (তত্ত্ববাদগুরু স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্য এই তিন অধ্যায় স্বীকার করেন নাই) বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা সরলমতি। দশমের ১২শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অঘাসুরের মুক্তিদান; ১৩শ অধ্যায়ে ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং সমস্ত গোবৎস ও গোপবালকগণের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের মাতৃবর্গের বিশেষ স্নেহ আকর্ষণ-পূর্ব্বক গো ও গোপীগণের স্তন্যপান, ১৪শ অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে মূল নারায়ণরূপে স্তুতি, ব্রজবাসিগণের চরণ-রেণু-লাভের জন্য বৃন্দাবনে তৃণদূর্ব্বাদিরূপে জন্মের প্রার্থনা, ব্রজগোপীগণের সর্ব্বোৎকর্ষ ইত্যাদি পরমচমৎকারিণী শ্রীকৃষ্ণলীলাকে

---

৭৫ গীতার টীকা ৯।১১; শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা ৮।৬।৮-৯ ইত্যাদি;

৭৬ বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী ১০।১২।১, সং-বৈষ্ণবতোষণী ঐ, পরমাত্ম-সর্ব্বসম্বাদিনী ৮০ পৃষ্ঠা (শ্রীপুরীদাস-সং) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ৭৭ বৃ তো ১০।১২।১।

সহ্য করিতে পারেন নাই। দশমের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পূতনার গোলোকগতি-প্রতিপাদক ছয়টি শ্লোকের (১০।৬।৩৫-৪০) এবং পূতনামোক্ষণ-শ্রবণের ফলশ্রুতিপর (১০।৬।৪৪) [যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে পূতনামোক্ষণরূপ এই অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ-শৈশবচরিত শ্রবণ করেন, তাঁহার গোবিন্দে রতি লাভ হয়] শ্লোকের ব্যাখ্যার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ত্রয়কে নিন্দিতরূপে কল্পনা করিয়াছেন। [ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীমধ্বানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ 'পদরত্নাবলী' টীকায় (১০।৬।৩৫) বলিয়াছেন,—'পূতনা-বিষ্টোর্ব্বশী সদ্গতিং স্বর্গং, পূতনা ত্বসদ্গতিং নরকং'। 'অপি স্বর্গং'(১০।৬।৩৮) গর্হিতং স্বর্গং, নরকমিত্যর্থঃ। অনেনাপি পূতনায়া নরকগতিঃ উর্ব্বশ্যাঃ স্বর্গগতিরিতি সূচিতম্"] পূতনার নরকপ্রাপ্তি এবং পূতনাতে আবিষ্ট (শ্রীমধ্বমতানুযায়ী 'দ্বিজীব'-সিদ্ধান্তানুসারে) স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীর স্বর্গগতি হইয়াছিল। তত্ত্ববাদিগণের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। কারণ উক্ত (১০।১২-১৪) অধ্যায়ত্রয়বিশিষ্ট বহু পুঁথি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ও আধুনিক সংসম্প্রদায়িগণ, শ্রীধরস্বামিপাদ প্রমুখ মহদ্গণ সকলেই এই অধ্যায়ত্রয়ের আদর করিয়াছেন। এ স্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে পূতনার নরকগতি বা পূতনাতে স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীর আবেশের সিদ্ধান্ত কোন সংসাম্প্রদায়িক আচার্য্য করেন নাই—শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীবীররাঘব পূতনার সদ্গতি শব্দে 'সতাং প্রাপ্যাং গতিং মুক্তিম্'—পূতনা সাধুগণের প্রাপ্যগতি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, বলিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ী শ্রীশুকদেব 'সদ্গতিং' শব্দে 'মাতৃগতিং' অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণানুচর শ্রীসনাতন শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে শ্রীধরস্বামি-প্রমুখ ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের প্রমাণের দ্বারা নিজ গুরুর মতের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন করিতেন না। কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যই স্বসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তকে শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডন করেন নাই বা করেন না। বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরূপসনাতনের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীস্বামিপাদের যে সকল সিদ্ধান্তের সঙ্গতি হয় নাই, তাহা শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে বহু স্থানে পরিপূরণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে শ্রীসনাতন বা শ্রীজীবাদি গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের

মূল-আচার্য্যগণ শ্রীমধ্বকে স্বসম্প্রদায়ী গুরুরূপে স্বীকার করেন নাই। পরমগম্ভীরাশয় শ্রীসনাতনের 'ঋজুবুদ্ধয়ঃ' শব্দের ধ্বনিও প্রণিধানযোগ্য। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোপীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও অসুরমুক্তিকে অস্বীকার করিবার জন্য তত্ত্ববাদগুরু দশমের বিশিষ্ট অধ্যায়ত্রয় বিলুপ্ত করিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন, মনে হয়।

শ্রীসনাতন (যিনি সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ পুনঃ প্রকটকারী) আরও বলেন,—শ্রীবৃন্দাবনের অঘাসুর-বধের স্থান, গোবৎসগণের তৃণভক্ষণের স্থান, ব্রহ্মস্তুতি প্রভৃতির স্থান এখনও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সরলবুদ্ধি (বালবুদ্ধি) না হইলে কি তত্ত্ববাদিগণ এই সমস্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য করিতে পারেন?

অধিক কি, কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে নহে, শ্রীপদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড ৯৪ অধ্যায়ে) ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও পূতনাবধ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোপবালক ও গোবৎসহরণ, ব্রহ্মমোহন, ব্রহ্মস্তুতি ইত্যাদি আখ্যান স্পষ্টই বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৈষ্ণবপ্রবরগণের সিদ্ধান্তের সহিতও পূতনামোক্ষণাদির কোনরূপই বিরোধ নাই। পূতনা শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের হতারিগতিদায়কত্বরূপ অত্যদ্ভুত কৃপালুতাগুণেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। অসুরের মুক্তিতে শুদ্ধভক্তিনিষ্ঠগণের ক্ষোভের কারণও নাই। যেহেতু, ভক্তিনিষ্ঠগণের নিকট মুক্তি শ্লাঘ্যবস্তু নহে। মুক্তি—"ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল"।[৭৮] "ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। অতএব ভক্তগণ 'মুক্তি' নাহি লয়"॥[৭৯] শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ও শ্রীনামাচার্য্য শ্রীপাদ হরিদাস এই দুইজন বৈষ্ণবপ্রবরের এই সিদ্ধান্ত। 'বৈষ্ণবপ্রবরগণ-সিদ্ধান্তেনাপি ন বিরুধ্যত এব,—**ভক্তিনিষ্ঠানাং মুক্তেরনুপাদেয়ত্বাৎ**' শ্রীসনাতনের এই উক্তির দ্বারা তত্ত্ববাদিগণ মুক্তিকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করেন, সুতরাং তাঁহাদের মত শুদ্ধ-ভক্তিপর নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। স্বসম্প্রদায়ের গুরুর মত সম্বন্ধে শ্রীসনাতন এইরূপ বলিতে পারেন না। "তচ্চ শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ সর্ব্বত্রৈব সুব্যক্তম্"[৮০]—মুক্তি যে ভক্তিনিষ্ঠগণের নিকট অনুপাদেয় ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই সুব্যক্ত আছে।

৭৮ চৈ চ ২।৬।২৬৩; ৭৯ ঐ ৩।৩।১৯৪; ৮০ বৃ তো ১০।১২।১।

শ্রীসনাতন আরও বলিয়াছেন,—পীতস্তন্যাশ্চ গোপ্যঃ প্রায়ঃ শ্রীযশোদাতুল্যা মান্যা এব—শ্রীকৃষ্ণ (গোপশিশুরূপে) যে সকল গোপীর স্তনপান করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীযশোদার ন্যায় মান্যাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা নবতরুণীগণও সহস্র সহস্র আছেন। সুতরাং কোন বিরোধ নাই।[৮১] বিশেষতঃ উক্ত অধ্যায়ত্রয়ে (১০।১২-১৪) ভক্তি, ভক্ত ও শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার অসাধারণ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তত্তদ্‌বিষয়ক অনুভব যে শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষের দ্বারাই সম্পাদিত হয় এবং তাহা যে অতিশয় গোপনীয় রহস্য ইহা তত্ত্ববাদিগণের বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাৎপর্য্য এই, শ্রীমদ্ভাগবতের এই ভগবদনুগ্রহ-বিশেষসিদ্ধ অনুভবযোগ্য সুগোপ্য রহস্য তত্ত্ববাদিগণ ধারণা করিতে পারেন নাই। আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন কি?

শ্রীজীবপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীমধ্বমত-খণ্ডন

শ্রীজীবপাদও সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণীতে বলিয়াছেন,—"**তদীয়-স্বসম্প্রদায়া**নঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন তস্যাপ্রামাণ্যং চেৎ, **অন্যসম্প্রদায়াঙ্গীকার**-প্রামাণ্যেন বিপরীতং কথং ন স্যাৎ"—যদি তাঁহার (তত্ত্ববাদগুরু শ্রীপাদ মধ্বের) নিজ সম্প্রদায়ে দশমের ১২শ হইতে ১৪শ অধ্যায়ত্রয় অস্বীকারের প্রমাণের দ্বারাই উক্ত অধ্যায়ত্রয়ের অপ্রামাণিকতা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে অন্য সম্প্রদায় উক্ত অধ্যায়ত্রয় স্বীকার করিয়াছেন, এই প্রমাণবলে উক্ত অধ্যায়ত্রয়ের প্রামাণিকতা সিদ্ধ হইবে না কেন? শ্রীজীবপাদ এই স্থানে 'তদীয়-স্ব-সম্প্রদায়' ও 'অন্যসম্প্রদায়' শব্দের দ্বারা শ্রীমধ্বসম্প্রদায় হইতে স্ব-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীজীবপাদ আরও বলেন, "শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ 'মুরভিদাদি' লীলাগর্ভ নিত্যসিদ্ধ নাম আছে, তদ্রূপ 'অঘভিদ্‌' নাম শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয় না, (যে জন্য তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়) অঘদমনলীলা অস্বীকার করেন) ইহাও বলা যাইতে পারে না।" কারণ শ্রীমদ্ভাগবতেই (৩।১৫।২৩) "যন্ন **ব্রজন্ত্যঘভিদো** রচনানুবাদাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে—'অঘভিদঃ

---

৮১ শ্রীসনাতনপাদ এই স্থানে ব্রজগোপীর সম্বন্ধে মধ্বমত খণ্ডন করিতেছেন।

(অঘারি শ্রীকৃষ্ণের রচনা [লীলাকথা] এই বাক্যে 'পাপভিদ্' শব্দের প্রয়োগ না হইয়া 'অঘভিদ্' শব্দ প্রযুক্ত এবং সেই লীলার) অনুবাদে (অনুকীর্ত্তনে) সেই লীলার নিত্য অস্তিত্ব প্রমাণিত থাকায়, শ্রীধরস্বামিপাদও সেই অঘদমনলীলা টীকায় স্বীকার করায় তত্ত্ববাদিগণের উক্ত অধ্যায়ত্রয়কে বিলোপ করিবার চেষ্টার কোনও কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "তত্র কারণং ন পশ্যামঃ। * * স্বামিপাদৈস্তত্র তত্র তস্যা অপি দর্শিতত্বাৎ"[৮২]—এই স্থানে শ্রীসনাতনের ন্যায় শ্রীজীবও শ্রীধরস্বামিপাদের মতকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তদনুগত শ্রীবিজয়ধ্বজ উক্ত শ্লোকের ভাগবত-তাৎপর্য্য ও পদরত্নাবলীতে বলিয়াছেন, 'অঘভিদঃ সংসারদুঃখহেতুভূতপাপানাং ভেত্তুঃ কৃষ্ণস্য রচনানাং বালক্রীড়াদি-চরিতানাং ন অনুবাদা যেষাং তে অরচনানুবাদা অসুরাঃ'[৮৩] শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিজয়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরদমনলীলাপর অর্থ না করিয়া সেই স্বমতবহুমান্য সংসার-মুক্তির কথা টানিয়া আনিয়া বলিয়াছেন, অঘের অর্থাৎ সংসারের হেতুভূত পাপসমূহের ছেদনকারী কৃষ্ণের বালক্রীড়াদিচরিতের অনুবৃত্তি যাহাদের নাই, সেই অসুরগণ। বস্তুতঃ অঘাসুরদমনলীলাই শ্রীকৃষ্ণেরবালক্রীড়া। **মূলে 'রচনানুবাদ'** শব্দই আছে, '**অরচনানুবাদ**' শব্দ **নাই**। অঘাসুরবধলীলাকে অস্বীকার করিবার জন্য (কারণ অঘাসুরবধলীলা স্বীকার করিলে তৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মমোহনলীলাও স্বীকৃত হইয়া পড়ে, এজন্য) 'অঘ' শব্দে সংসারের হেতুভূত পাপ অর্থ করা হইয়াছে, কিন্তু স্বামিপাদ অঘদমনলীলা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীজীবপাদ আরও বলেন,—সম্প্রদায়বিশেষের (শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের মতে) যাহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, সেই অসুরমুক্তি 'আর্ষ' (নারায়ণ-ঋষি-প্রোক্ত) নহে, ইহাও বলা যায় না। অর্থাৎ অসুরগণের মুক্তি স্বয়ং নারায়ণস্বরূপ ব্যাসপ্রোক্ত সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত যাবতীয় ব্যক্তিতেই মুক্তিপ্রাপ্তির আদর্শ দৃষ্ট হয়। শ্রীগীতায় (১৬।২০) 'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'—হে অর্জ্জুন! শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ আমাকে অপ্রাপ্ত হইয়াই (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া নহে) অধমগতি লাভ করে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ

---

৮২ সং তো ১০।১২।১ ; ৮৩ ভা ৩।১৫।২৩ ভাগবত-তাৎপর্য্য ও পদরত্নাবলী।

বলিয়াছেন। 'মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটম্'॥ [৮৪] শ্রীরূপপাদ এই সিদ্ধান্তই শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে স্থাপন করিয়াছেন।

মুক্তি-বহুমাননকারী মধ্বসম্প্রদায়

শ্রীমদ্ভাগবতেও [৮৫] উক্ত হইয়াছে—প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেশী, বৃকাসুর, চাণূর-মুষ্টিকাদি মল্ল, কুবলয়াপীড়, কংস, যবন ভূমিপুত্র নরক এবং পৌণ্ড্রাদি যে সকল জীব, তথা অপরাপর সাল্ব, কপি, বল্কল, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ, শম্বর, বিদূরথ এবং রুক্মি-প্রমুখ যে সকল বীর এবং যাহারা সংগ্রামে অত্যন্ত শ্লাঘাপরায়ণ যথা কম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকয়াদি যে সকল বীর স্ব স্ব হস্তে ধনু-গ্রহণকারী, তাহারা বলরাম, অর্জ্জুন, ভীমসেন—এই সকল কপট নামধারী হরির দ্বারাই কেহ অদর্শন অর্থাৎ 'ব্রহ্মলয়রূপ সাযুজ্যমুক্তি' কেহ বা হরির ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন।

এই শ্লোকদ্বয়ের **ভাগবত-তাৎপর্য্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য** ও তদনুগ টীকাচার্য্য শ্রীবিজয়ধ্বজ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের (২।৭।৩৫) মূলের 'যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থ-ভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্'—বাক্যের **'নিলয়ং'** শব্দে **'নিতরাং লীয়তে সুখং যস্মিন্ তদধর্ম্মং** তমো যান্তি' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন অর্থাৎ দ্বেষী অসুরগণ মুক্তিলাভ করে না; যে স্থানে সুখ সম্পূর্ণ লীন (সত্তাহীন বা বিনষ্ট) হয়, সেই নিকৃষ্ট অন্ধকারে গমন করে। শ্রীধরস্বামিপাদ বা কোন আচার্য্য এইরূপ অর্থ করেন নাই। কারণ এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের হতারিগতিদায়কত্বরূপ অদ্ভুত-গুণখ্যাপনই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য। কিন্তু 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য'কার **তত্ত্ববাদ-গুরু মুক্তিকে এইরূপ পরম উচ্চস্থান দিয়াছেন যে, তৎসম্প্রদায়ের কাম্য মুক্তিকে তাঁহারা কিছুতেই অসুরপ্রাপ্য বলিতে প্রস্তুত নহেন।** এজন্য শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত অজামিলের নামাভাসে (অন্যত্র সঙ্কেতে পুত্রোপচারিত) মুক্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই।[৮৬]

---

৮৪ শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃত ১।৩৫১; ৮৫ ভা ২।৭।৩৪-৩৫; ৮৬ ভা তা ৬।২।২৪।

শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—"ন চ ভক্তগতি-সাদৃশ্যেন তেষাং তৎপ্রাপ্তিরসমঞ্জসা, **শুদ্ধভক্তৈস্তাদৃশপ্রাপ্তেরনুপাদেয়ত্বাৎ** 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্' (ভা ৩।১৫।৪৮) ইত্যাদি বচনশতেভ্যঃ।"[৮৭] ভক্তের গতির সাদৃশ্যহেতু পূতনাদির মোক্ষ-প্রাপ্তি অসঙ্গত, তাহাও বলা যায় না। কারণ শুদ্ধভক্তগণের নিকট সেইরূপ গতিপ্রাপ্তি শ্লাঘ্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে সনৎকুমারাদি মুনিগণ বলিয়াছেন, শ্রীহরি-পাদ-পদ্মে শরণাগত ভক্তগণ মোক্ষ নামক আত্যন্তিক সুখকে ভগবানের অনুগ্রহরূপে গণনা করেন না। এইরূপ শত শত প্রমাণে মুক্তি শুদ্ধভক্তগণের কাম্য নহে, জানা যায়।

শ্রীজীবপাদ জানাইলেন, তত্ত্ববাদগুরুর মত শুদ্ধভক্তগণের আদৃত মত নহে। উক্ত শ্লোকের ভাগবত-তাৎপর্য্যেও (৩।১৫।৪৮-৪৯) * মুক্তির অভিসন্ধি তত্ত্ববাদাচার্য্য ত্যাগ করেন নাই। 'মুমুক্ষোঃ কেবলো ভক্তো মুক্তাবপি সুখী ভবেৎ'—মুমুক্ষুর একান্তভক্ত মুক্তিতেও সুখী হন। শ্রীমধ্বের অনুসরণ করিয়া শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—"আত্যন্তিকং প্রসাদং ভগবদ্দর্শনমাত্রেণ লিঙ্গশরীরাত্যয়সময়ে বিদ্যমানভক্তিজ্ঞানপরিপাকাভাবাৎ সম্যগনভিব্যক্তানন্দং মোক্ষমপি ন বিগণয়ন্তি বিশিষ্টোঽয়মিতি ন বহুমন্যন্তে। 'ভক্তিজ্ঞানপরিপাকাৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং চ মুচ্যতে। দর্শনেন হরেস্তত্র নানন্দঃ পূর্ণতাং ব্রজেৎ॥' ইতি বচনাৎ।" আত্যন্তিক প্রসাদ অর্থাৎ ভগবানের দর্শনমাত্রের দ্বারা লিঙ্গশরীর ত্যাগকালে বর্ত্তমান ভক্তিজ্ঞানের পরিপাকের অভাব-বশতঃ সম্যগ্‌ভাবে অপ্রকাশিত আনন্দরূপ যে মোক্ষ, সেই আনন্দকেও পুরুষ বিশিষ্ট-আনন্দরূপে বহুমানন করেন না। ভক্তিজ্ঞানের পরিপাকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই জীব মুক্ত হয়। তাহাতে হরির দর্শনের দ্বারা আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে না।

এইরূপ মতবিশেষ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত নহে। ইহাতে মুক্তিরই সর্ব্বোৎকর্ষ স্ববুদ্ধি-কৃত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ পুনরায় বলিয়াছেন,—"ন চ পূতনায়া জননী-সাম্যং জননী-মাহাত্ম্যবিদ্ভির্ব্বেদ্যং 'সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা' (ভা ১০।১৪।৩৫) ইতি বাক্যেন জননীবেশমাত্রতস্তৎপ্রাপ্ত্যা তস্যা এব মহিমাধিক্য-

---

৮৭ সং তো ১০।২।১;   * দাক্ষিণাত্য পাঠ ৩।১৬।৪৮।

ব্যঞ্জনাৎ। তত্র তত্র **তেনাপি** * (শ্রীমধ্বাচার্য্যেনাপি) দ্বিজীবতাসিদ্ধান্তেন দোষঃ পরিহ্রিয়তে॥'৮৮ শ্রীকৃষ্ণের জননী শ্রীযশোমতীর মাহাত্ম্যজ্ঞগণেরও পূতনার জননী-সাম্যকে (কৃষ্ণজননী যশোদা-সাম্যকে) দ্বেষ করা উচিত নহে। কারণ, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,— হে দেব! সদ্ভাবযুক্ত ব্রজবাসিবিশেষের জননী-বেশমাত্রের নিমিত্তই প্রাক্তন ও আধুনিক তৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের সহিত পূতনাও আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ আপনিই আপনাকে প্রাপ্ত করাইয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীযশোমতীর মাহাত্ম্যাধিক্যই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতে অসুরগণের মুক্তি-প্রসঙ্গ আছে, সেই সেই স্থানে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যও দ্বিজীবতা-সিদ্ধান্তের দ্বারা (পূতনাদির মোক্ষ-প্রাপ্তি-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে) দোষ পরিহার করিয়াছেন অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু-কংস-পূতনাদি অসুরগণ ভক্তিযুক্ত ও বিদ্বেষযুক্ত দুইপ্রকার জীব-সমাযুক্ত বলিয়া ভক্তিযোগ্য ও দ্বেষযোগ্য—দ্বিবিধ গতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং পূতনাদির মোক্ষলাভ অসঙ্গত নহে। 'জীবদ্বয়সমাযোগাদ্ধিরণ্যকমুখাঃ পরে। ভক্তিদ্বেষযুতাশ্চ স্যুর্গতিস্তেষাং যথা নিজম্॥ কংসপূতনিকাত্যাশ্চ বান্ধবাদিযুতা যতঃ। **জীবদ্বয়**সমাযোগাদ্ গতিদ্বয়জিগীষবঃ॥'৮৯ 'অতো যচ্চাসুরাবেশাৎ কৃতমেতেন দুষ্কৃতম্। অনাদিভক্তো যস্মান্মে মোচয়িষ্যে ততস্ত্বহম্। ইতি মত্বা মোচয়তি চৈদ্যানামপি কেশবঃ॥'৯০ 'গোপ্যঃ কামযুতা ভক্তাঃ কংসাবিষ্টঃ স্বয়ং ভৃগুঃ। জ্ঞেয়ো ভয়যুতো ভক্তশ্চৈদ্যাদিস্থা জয়াদয়ঃ॥ বিদ্বেষসংযুতা ভক্তা বৃষ্ণয়ো বন্ধুসংযুতাঃ'।৯১

তাৎপর্য্য এই—কংসপূতনাদি ভগবদ্‌বিদ্বেষিগণে ভক্ত জীব ও বিদ্বেষী জীব একসঙ্গে অবস্থান করে। কংসের মধ্যে ভৃগু প্রবিষ্ট, শিশুপাল ও দন্তবক্রের মধ্যে জয় ও বিজয় প্রবিষ্ট, পূতনাতে উর্ব্বশী প্রবিষ্ট। ভগবানের হস্তে নিহত হইয়া কংস অনন্ত

* শ্রীজীবপাদ সর্ব্বনাম 'তদ্' শব্দের দ্বারা শ্রীমধ্বেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ 'দ্বিজীবতা-সিদ্ধান্ত শ্রীমধ্বাচার্য্যকল্পিত সিদ্ধান্তবিশেষ, ইহা আর কাহারও নহে। (ভা তা ৩।২।২৪, ৭।১।৩১, ১০।৪।১, ১০।৪।১৮, ১০।৬।৩৫-৩৬ [বিজয়ধ্বজ] ১০।৪৪।৩৯ [বিজয়ধ্বজ] দ্রষ্টব্য।

৮৮ সং তো ১০।১২।১ ; ৮৯ ভা তা ৩।২।২৪ ; ৯০ ঐ ৭।১।৩০ ; ৯১ ঐ ৭।১।৩১।

নরকে এবং ভৃগু তাঁহার স্বলোকে, শিশুপাল ও দন্তবক্র অনন্ত নরকে এবং জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠে, পূতনা অনন্ত নরকে এবং স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী স্বর্গে গমন করে। 'যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্' (ভা ১০।৬।৩৮) এই টীকায় **শ্রীবিজয়ধ্বজ** বলেন,—**'অপি স্বর্গং' গর্হিতং স্বর্গং নরকমিত্যর্থঃ**—নিন্দাবাচক 'অপি' শব্দের দ্বারা স্বর্গ বলিতে গর্হিত স্বর্গ অর্থাৎ নরক। পূতনায়া নরকগতিঃ উর্ব্বশ্যাঃ স্বর্গগতিরিতি সূচিতম্—পূতনার নরকগতি এবং তাহাতে প্রবিষ্ট উর্ব্বশীর স্বর্গগতি হইয়াছিল। **কোন সম্প্রদায়ের আচার্য্যই এই স্থানে 'স্বর্গকে' 'নরক' বলেন নাই!** শ্রীসনাতন 'স্বর্গমিতি শ্রীবিষ্ণুলোকবিশেষম্' শ্রীজীব "শ্রীগোলোকাখ্যং শ্রীকৃষ্ণলোকমেব, অতএব জননীগতিং শ্রীযশোদায়া ইব গতিং নিজলালনাধিকৃত-ধাত্রীবর্গ-প্রবেশমিত্যর্থঃ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অন্যত্র শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যেও শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—"পূতনা-কংস-নরক-শিশুপালাদিষু দ্বিধা। জীবাঃ সন্তস্ত্বসন্তশ্চ তত্র **'বন্ধ্বাদিরূপিণঃ'** ॥ বিষ্ণোঃ সন্ত ইতি জ্ঞেয়া অসন্তঃ শত্রুরূপিণঃ ॥"[৯২] উক্ত শ্লোকের শ্রীবিজয়ধ্বজকৃত টীকায় উক্ত হইয়াছে—'তত্র কংসাদিষু সন্তোঽসন্তশ্চ ইতি দ্বিজীবাঃ সন্তি।' কংসাদিতে সাধু ও অসাধু দুই প্রকার জীব অবস্থান করে। পূতনা, কংস, নরকাসুর, শিশুপালাদিতে বিষ্ণুর বন্ধু ও শত্রুরূপী সাধু ও অসাধু দুই প্রকার জীব অবস্থান করে। বিষ্ণুর বন্ধুরূপী জীবগণকে 'সাধু' এবং শত্রুরূপী জীবগণকে 'অসাধু' বলিয়া জানিতে হইবে। একদেহগত হইলেও ভিন্ন প্রকৃতির জীব ভিন্ন প্রকার গতি লাভ করে।

কংসের মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্য

সুদর্শনধৃক্ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত কংসের সারূপ্যমুক্তি লাভ হয়। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।৩৯) উক্ত হইয়াছে—"স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্। দদর্শ **চক্রায়ুধমগ্রতো** যতস্তদেব রূপং **দুরবাপমাপ** ॥" এই স্থানে শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন, কংসে অবস্থিত বায়ুই সংসারাবস্থায় আহার বিহারাদি সর্ব্বসময়ে কৃষ্ণের ধ্যান এবং মৃত্যুকালে মঞ্চে পুরোভাগে স্থিত সুদর্শন-

৯২ ভা তা ১০।৪।১।

চক্রধারীকে দর্শন করিয়া হরির রূপে আবিষ্ট হ'ন। আর কংসাসুর 'চক্র' অর্থাৎ ছল (অভিধানে চক্রের একটি অর্থ ছল বা কপট) যাহা তমো-দেবতার অস্ত্র সেই অন্যরূপ-জ্ঞানসাধ্য (ছলময়) অস্ত্র দর্শন করিয়া সেই তমো-দেবতারই নিত্যদুঃখ-লক্ষণরূপ প্রাপ্ত হয়। **"কংসে স্থিতো বায়ুঃ** * * * নিত্যং চক্রং সুদর্শন-মায়ুধং যস্য স তথা দদর্শ। হরেঃ রূপমাপ আবিষ্ট ইত্যর্থঃ। অন্যস্থচ্যুতং চক্রং ছদ্মৈরায়ুধং যস্যাস্তমোদেবতায়াস্তচ্চক্রায়ূধমন্যথাজ্ঞানসাধ্যং যদ্দদর্শ তদেব তমোদেব-তায়াঃ রূপং নিত্যদুঃখলক্ষণমাপ" [৯৩]।

শ্রীমধ্বমতে অসুরগণের অনন্ত-নরক-প্রাপ্তি

শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তদনুগত শ্রীবিজয়ধ্বজ এইরূপ ভাবে 'দ্বিজীবতাসিদ্ধান্তে' **অসুরগণের অনন্ত নরকের** প্রাপ্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন; এজন্য অঘাসুরেরও মুক্তি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু **শ্রীজীবপাদ** বলিতেছেন, এই **অঘাসুরাদির মোক্ষণে** ভগবান, ভক্ত ও **তাঁহাদেরও ভক্তগণের পরম মাহাত্ম্যই** অবগত হওয়া যায়। **সেই অনুভব শ্রীভগবানের অনুগ্রহবিশেষের দ্বারাই** হয় ইত্যাদি। শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বসম্প্রদায়ের মূলগুরু হইলে শ্রীসনাতন শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণ তাঁহার মতে এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেন না।

শ্রীগোপীপ্রেম-সম্বন্ধে মধ্বমত ও শ্রীজীবপাদ-কর্তৃক তৎখণ্ডন

ব্রজগোপীর উন্নতোজ্জ্বল-প্রেমময়ী নিরবদ্যা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীমধ্বা-বোপদেবাদি আচার্য্যগণের মতবিশেষও শ্রীজীবপাদ বিস্তৃতভাবে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—'গোপ্যঃ কামযুতা ভক্তাঃ'[৯৪] গোপীগণ কামযুক্ত ভক্ত। অন্যত্র[৯৫] বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণকামাস্তদা গোপ্যস্তক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ। সম্যক্ কৃষ্ণং পরব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ।' কৃষ্ণকামা গোপীগণ (ঋষিচরী সাধনসিদ্ধা

৯৩ পদরত্নাবলী ১০।৪৪।৩৯ ; ৯৪ ভা তা ৭।১।৩১ ; ৯৫ ঐ ১০।২৯।১৩।

গোপীগণ) তখন দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। অতঃপর কালক্রমে পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে সম্যক্ জানিয়া পরম লোকে গমন করিয়াছিলেন। "পূর্ব্বং চ জ্ঞানসংযুক্তা-স্তত্রাপি প্রায়শস্তথা। অতস্তাসাং পরব্রহ্মগতিরাসীন্ন কামতঃ॥" পূর্ব্বে (তাঁহারা 'ঋষিচরী' বলিয়া) সমধিক জ্ঞানসংযুক্ত থাকায় তাঁহাদের পরব্রহ্মে গতি লাভ হইয়াছিল, অতএব তাঁহাদের জ্ঞানবশতঃই উক্ত গতি হইয়াছিল—কামবশতঃ তাহা হয় নাই। 'ন তু জ্ঞানমৃতে মোক্ষো নান্যঃ পন্থেতি হি শ্রুতিঃ। কামযুক্তা তদা ভক্তি-র্জ্ঞানং চাতো বিমুক্তিগাঃ। অতো মোক্ষেঽপি তাসাং চ কামো ভক্ত্যানুবর্ত্ততে॥'[৯৬] জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই মোক্ষ লাভ হয় না, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। অতএব কেবল কামে মুক্তি নাই, তখন তাহাদের কামযুক্তা ভক্তি এবং জ্ঞানও ছিল, এজন্যই তাহারা বিমুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে গোপীগণের মোক্ষেও ভক্তির সহিত 'কাম' অনুবর্ত্তন করে। 'কামস্ত্বশুভকৃচ্চাপি ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদকৃৎ'। কাম অশুভকর হইলেও ভক্তির সহিত যুক্ত হইলে বিষ্ণুর প্রসাদকর হয়। 'জগৎ-প্রপিতামহে **জারবুদ্ধির্নযুক্তা** তথাপি'[৯৭]—তথাপি জগতের প্রপিতামহ (ব্রহ্মা —জগজ্জীবের পিতামহ, তাঁহার পিতা ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণে উপপতিবুদ্ধি করা সমীচীন নহে। শ্রীমধ্বের এই আশয় তদনুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২৯।১৩) 'উক্তঃ পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতোধোক্ষজ-প্রিয়াঃ'॥ এই শ্লোকে বিস্তার করিয়াছেন। ভক্তির দ্বারাই নিবৃত্তিযোগ্যা মুক্তি লাভ হয়, কামাদির দ্বারা হয় না। সেই জন্য **কৃষ্ণকামা গোপীগণের প্রথমে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়**। আর শিশুপালাদির যে সিদ্ধি লাভের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই সিদ্ধি বা মুক্তি দুই প্রকার—এক আনন্দানুভব-লক্ষণা আর একটি নিত্যদুঃখানুভবলক্ষণা; সর্ব্বদা বিদ্বেষী **চৈদ্যপ্রভৃতির** সেই **নিত্যদুঃখানুভবলক্ষণা মুক্তি** বা অধমতমসায় **প্রবেশ** হইয়াছিল। তবে যে শ্রীশুকদেব ঐ শ্লোকে 'কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ' বলিয়াছেন, অর্থাৎ দ্বেষ করিলেই যখন শিশুপাল 'প্রাক্‌সিদ্ধ পার্ষদভাব' (শ্রীজীব) লাভ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে ভজনকারিণীগণ যে তাঁহার প্রিয়া হইবেন—ইহা

৯৬ ভা তা ১০।২৯।১৩; ৯৭ ঐ।

ত' বলাই বাহুল্য (শ্রীজীব বৃহৎক্রমসন্দর্ভে)। এই স্থানে শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন, ইহা কেবল লোকসংগ্রহার্থ উক্ত হইয়াছে—লোককে কৃষ্ণভজনে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ; নতুবা 'কাম অশুভকৃৎ, ভক্তির সহিতই তাহা বিষ্ণুর প্রসাদকৃৎ হয়'—এই-রূপ উক্তি থাকিবে কেন ? 'জারবুদ্ধ্যাপি' 'জারবুদ্ধিতেও' এই স্থানে 'অপি' (ও) 'জারভাব' গর্হণ করাই হইয়াছে। শ্রীআচার্য্যের (শ্রীমাধ্বাচার্য্যের) বাক্য হইতেও জানা যায়, জগতের প্রপিতামহে জারবুদ্ধি করা উচিত নহে।

'ভক্ত্যা * * নিবৃত্তিযোগ্যা মুক্তির্ন তু কামাদিনা তেন স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরেব 'কৃষ্ণকামাস্তদা **গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ**' ইত্যাদি স্মৃতেঃ। * * ''দ্বে মুক্তী হ্যানন্দানুভবলক্ষণা নিত্যদুঃখানুভবলক্ষণেতি তে উভে অপি সিদ্ধি শব্দোক্তে তত্র যথাশাস্ত্রবিহিতঙ্গীকর্ত্তব্যমিতি তদুক্তম্ 'সদা' দ্বেষিণামধরং তমঃ, ইতি মুক্তিশব্দোদিতং চৈদ্যপ্রভৃতাবিত্যাদি, **লোকসংগ্রহার্থং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া** ইতি অন্যথা 'কামস্ত্বশুভকৃচ্চাপি ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদকৃৎ' ইত্যাদিনোদাহরিষ্যৎ * * অতএব জারবুদ্ধ্যাপীত্যত্রাপি-পদেন জারবুদ্ধিং গর্হয়ামাস। * * জগৎপ্রপিতামহে জারবুদ্ধি র্ন যুক্তেত্যাচার্য্যবচনাৎ।''[৯৮]

শ্রীবিজয়ধ্বজ আরও বলিয়াছেন, যাহারা হরিতে কামাদি বিধান করে, তাহারা যে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবন্ময়তা নহে, কামাত্মাত্মতা। 'নিত্যস্তিমিতানন্দবারিধি' হরির কামাদিশূন্যতা-হেতু 'হি' শব্দের প্রয়োগ। গীতাতে (৮।৬) 'যং যং বাপি' শ্লোকে তাহাই সূচিত হইয়াছে। অথবা অবধারণার্থ 'হি' শব্দের প্রয়োগ। কামি-গণের কামিত্বই, ক্রোধিগণের ক্রোধিত্বই লাভ হয়। তাই উক্ত হইয়াছে—বিমুক্তিতেও বিষ্ণুকামা ব্রজস্ত্রীগণ কাম-ময়ীই। যেরূপ হরিতে দ্বেষিগণ দ্বেষযুক্ত হইয়া নিত্যকাল তমোমধ্যেই অবস্থান করে। কামভক্তির দ্বারা অপ্সরা স্ত্রীগণেরই মোক্ষ অপরের নহে, ইহা '**কামভক্ত্যাপ্সরস্ত্রীণা**মন্যেষাং নৈব কামতঃ॥'[৯৯] এই বাক্যে জানা যায়। দেবস্ত্রীগণের জনার্দ্দনকে শ্বশুর-রূপে, অপ্সরাস্ত্রীগণের উপ-পতিরূপে, লক্ষ্মীদেবীর পতিরূপে এবং ব্রহ্মার পিতৃরূপে ও অন্যান্য সকলের জগৎপ্রপিতামহরূপে

৯৮ পদরত্নাবলী ১০।২৯।১৩ ; ৯৯ ভা তা ১০।২৭।১৫ (দাক্ষিণাত্যপাঠ)।

উপাসনার যোগ্যতা। (ভা তা ও শ্রীবিজয়ধ্বজ, পদরত্নাবলী ১০।২৭।১৫ দাক্ষিণাত্য-পাঠ)। তত্ত্ববাদগুরু শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্যের ও তদনুগত শ্রীবিজয়ধ্বজের এই সকল মতবিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গোপীগণের প্রেমকে কামযুক্ত এবং অপ্সরাস্ত্রীগণের তুল্য পাপাবহ মনে করিয়াছেন। দেবস্ত্রীগণের শ্বশুর-রূপে আরাধনায় এবং লক্ষ্মীদেবীর পতিরূপে আরাধনায় কোনরূপ কামজ ভাব (জার-বুদ্ধি) নাই, সুতরাং তাহা শুদ্ধভক্তি ; আর ব্রজস্ত্রীগণের ও অপ্সরস্ত্রীগণের ভগবানে জারবুদ্ধি বা কামবুদ্ধি আছে বলিয়া তাহা কামযুক্তা ভক্তি ও তাহা অঘ-(পাপ) নয়।

শ্রীমধ্বমতে ব্রজগোপীর কাম—পাপযুক্ত

শ্রীমদ্ভাগবতে 'কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য **তদঘং** হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ' এই শ্লোকের ভাগবত-তাৎপর্য্যে শিশুপাল-কংসাদির দ্বেষ ও ভয়ের ন্যায় ব্রজগোপীগণের কামেও পাপের (অঘের) অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া ভক্তির দ্বারা সেই পাপ নিরসনের কথা শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন—'কামাদিভিরপি যথাবদ্ভক্ত্যা সহৈব মন আবেশ্য **তদঘং** যত্তু দ্বেষাদিকৃতমঘং যথাভূতয়া ভক্ত্যা হিত্বা'।[১০০] এই শ্লোকের পরেই শ্রীমধ্বাচার্য্য 'গোপ্যঃ কামযুক্তা ভক্তাঃ কংসাবিষ্টঃ স্বয়ং ভৃগুঃ' ইত্যাদি ব্রহ্মতর্কবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ ঐ স্থানে বলিয়াছেন, 'প্রথমতঃ কামাদিযুক্তয়া ভক্ত্যা হরৌ মনঃ আবেশ্য পশ্চাদ্ যথাভূতয়া **অঘং** হিত্বেত্যর্থঃ'[১০১]—প্রথমতঃ কামাদিযুক্তা ভক্তির দ্বারা হরিতে মনসংযোগ করিয়া পরে যথাবিহিতা (বিধিময়ী) ভক্তি দ্বারা সেই কামযুক্তা ভক্তির পাপকে পরিত্যাগ করিয়া গোপীগণ মোক্ষলাভ করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীমধ্বাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গোপীগণের কামযুক্ত ভক্তিতে পাপ থাকায় তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, পরে কালান্তরে কৃষ্ণকে পরব্রহ্মরূপে সম্যক্ জানিয়া শ্রেষ্ঠস্থানে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। (ভা তা ১০।২৯।১১-১৩ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

---

১০০ ভা তা ৭।১।৩১ দাক্ষিণাত্যপাঠ ; ১০১ পদরত্নাবলী ৭।১।২৯।

গোপীর কাম-সম্বন্ধে শ্রীমধ্বাদির মত শ্রীজীবপাদ কর্তৃক খণ্ডন

শ্রীমধ্বাচার্য্যাদির এই মতবিশেষকে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (৩২০ অনু), এবং শ্রীক্রমসন্দর্ভে (৭।১।২৯-৩১) ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৪৫ অনু) শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা (৭৯-১৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থে সুবিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভের অনুসরণে নিম্নে কিছু আলোচিত হইতেছে।[১০২]

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১।২৯) 'কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ' ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে —যেরূপ 'বিহিতা ভক্তি' (বৈধী ভক্তির) দ্বারা ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট করিয়া অনেকে তদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ 'অবিহিতা' (রাগময়ী) ভক্তি কামাদি দ্বারাও বহু ব্যক্তি তদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন। কাম, দ্বেষ ও ভয় এই তিনটির মধ্যে দ্বেষ ও ভয়—এই দুইটিতেই পাপ আছে। সেই দ্বেষ ও ভয়জনিত পাপকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা তদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন। দ্বেষের ন্যায় ভয়েও পাপ আছে, দ্বেষ-সম্মিলিত বলিয়াই ভয় পাপের উৎপাদক। বিদ্বেষের সহিত যুক্ত থাকাতেই কংসের ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ভয়ও পাপাবহ। এই স্থানে কেহ কেহ (যথা শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ভগবত-তাৎপর্য্যে ৭।১।৩১ দাক্ষিণাত্য-পাঠ) কামেও (গোপীগণের কামেও) 'পাপ' আছে বলিয়া মনে করেন। তাহাই এখন বিচার করা হইতেছে। (১) ভগবানে কেবল কামই কি পাপা-বহ ? অথবা (২) পতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ ? অথবা (৩) উপপতি-ভাবযুক্ত কাম পাপাবহ ? যদি ভগবানে কেবল কামই পাপজনক হয়, তাহা হইলে কি (ক) শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১।২৯) কামকে দ্বেষ ও ভয়ের সহিত সমপর্য্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া তাহা দোষাবহ ? অথবা (খ) দ্বেষাদির ন্যায় স্বরূপতঃই কৃষ্ণকাম পাপোৎপাদক ? (গ) পরমশুদ্ধ শ্রীভগবানে অধরপানাদির এবং শ্রীভগবানে কামুকতাদির আরোপ এবং তজ্জন্য যে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়, অথবা (ঘ) ভগবানে কামভাব যে পাপাবহ বলিয়া শ্রুত হয় (শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃতি—'কামস্ত্বশুভকৃৎ' এবং তৎকৃত কারিকায়—'জগৎ-প্রপিতামহে জারবুদ্ধির্নযুক্তা' 'কামিত্বেনাপ্সরস্ত্রিয়ঃ' ইত্যাদি ভা তা ১০।২৯।১১-১৫) এই জন্যই কি কাম পাপাবহ ?

---

১০২ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩২০ অনু।

উত্তর—দ্বেষ ও ভয়ের মধ্যে কাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ভগবানে কাম পাপজনক, ইহা সিদ্ধান্তসম্মত হইতে পারে না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।১৩) শ্রীশুকদেব অন্যান্য বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকেই ভৎর্সনা করিবার ছলে শ্রীপরীক্ষিতকে বলিয়াছেন,—'আপনাকে পূর্ব্বেই (৭।১।২৯) বলিয়াছি শিশুপাল হৃষীকেশকে দ্বেষ ও কংস ভয় করিয়াই যদি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, তবে অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীগণ যে তাঁহাকে প্রীতি করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই শ্লোকে **দ্বেষভাবকে ধিক্কার এবং প্রেয়সীগণের ভাবকে স্তুতি** করা হইয়াছে। অতএব সেইস্থানে গোপীগণের প্রতি 'অধোক্ষজপ্রিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় **অধোক্ষজ ভগবদ্‌বিষয়ক কামও স্নেহের ন্যায় প্রীত্যাত্মক** বলিয়া স্নেহেরই ন্যায় নির্দ্দোষ।[১০৩] সেই প্রেয়সী গোপীগণের কামই নিরবচ্ছিন্ন প্রেমস্বরূপ। ইহাও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে শ্রীব্রজগোপীগণের হৃদ্‌গতভাব হইতেই জানা যায়। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল তাঁহাদের সুকোমল স্তনের উপর ধারণ করিয়াও স্ব-সুখে আত্মহারা না হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে বেদনা লাগিতেছে' ভাবিয়াই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই সুখানুসন্ধান করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের স্বসুখ যে শ্রীকৃষ্ণের রুচিরই আনুকূল্যবিধায়ক, শ্রীকৃষ্ণসুখই তাঁহাদের সুখের তাৎপর্য্য—ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জার যে ভাব, তাহা রমণেচ্ছাপ্রধান এবং শ্রীগোপীগণের ন্যায় কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যপর নহে এই বিচারেই নিন্দিত হয়, কিন্তু তাহাও স্বরূপতঃ নিন্দিত নহে। শ্রীশুকদেব কুব্জার সেই ভাবকে প্রশংসা ও বন্দনা করিয়াছেন (ভা ১০।৪৮।৭-১১)। ঐকান্তিক ভক্তের সেবনীয় দুষ্প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গরাগপ্রদানলক্ষণ ভগবদ্ধর্ম্মের আচরণরূপ কারণে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকুব্জা স্বগৃহে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্যেরই কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮০।২৫) পুরবাসিজনগণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শ্রীদামবিপ্রের শ্রীহীনতা, অবধূতবেশাদির নিন্দা করিয়াও যেরূপ পর্য্যঙ্কস্থা শ্রীলক্ষ্মীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক

১০৩ '**কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া**' (১০।২৭।১৩ দাক্ষিণাত্যপাঠ) **শ্রীবিজয়ধ্বজকৃত টীকার প্রতিবাদ**।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীদামবিপ্রের প্রতি আলিঙ্গন-অভ্যর্থনাদিকে বহুমানন করিয়াছেন, শ্রীকুব্জার পক্ষেও তাহা বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, কুব্জা হইতেছে কামুকী, তাঁহাকে কেন এত প্রশংসা করা হইতেছে? তাহা আশঙ্কা করিয়াই শ্রীশুকদেব গোস্বামী 'দুরারাধ্যং সমারাধ্য' ইত্যাদি (১০।৪৮।১১) শ্লোকে বলিয়াছেন, দুরারাধ্য সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া যে ব্যক্তি মনোগ্রাহ্য প্রাকৃত বিষয় কামনা করে, সেই ব্যক্তিরই কুবুদ্ধি; কুব্জা কিন্তু স্বয়ং ভগবানকেই কামনা করিয়াছিলেন, এজন্য পরম-সুমনীষিণী। অতএব কৃষ্ণের প্রতি সেই কুব্জার যে কাম, তাহা দ্বেষ ও ভয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া সেই কামও নিশ্চয়ই পাপজনক নহে।*

শ্রীজীবপাদ এখন পরবর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন। (গ) শ্রীভগবানে কামুকাদির আরোপ ও অধরপানাদি ব্যবহারও শ্রীভগবানের মর্য্যাদালঙ্ঘনের হেতু নহে। কারণ, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ১০৪ এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে ভগবানে নরবৎ লীলা স্বভাবতই সিদ্ধ। শ্রীবৈকুণ্ঠাদিতে শ্রী, ভূ লীলাদি স্বরূপশক্তিবর্গের সহিত শ্রীভগবানের অধরপানাদি লীলা নিত্যশুদ্ধ বলিয়া নিত্যসিদ্ধরূপেই প্রসিদ্ধ আছে। স্বতন্ত্রলীলাবিনোদী শ্রীভগবানের সেই সকল লীলায় নিজের অভিরুচির কথাও শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। সেইরূপ (অধরপানাদি) লীলারসে শ্রীভগবানের স্বাভাবিক আবেশ ও স্বীয় ভগবত্তাদির অনুসন্ধান-রাহিত্য এবং কামুকতাদিরূপে মননও ভগবানের অভিরুচিসম্মত বলিয়াই জানা যায়। শ্রীভগবানের প্রেয়সীবর্গও

---

*মাথুর হরিবংশকথানুসারে পূর্ব্বজন্মে রাজকন্যা সৈরিন্ধ্রী শ্রীনারদমুখে শ্রীকৃষ্ণগুণগান-শ্রবণে কৃষ্ণে অনুরাগবতী হইয়া শ্রীনারদোপদিষ্ট সাধনানুসারে দীর্ঘকাল তপস্যা এবং পরজন্মে কংসের বৈশ্যজাতীয় মন্ত্রীর গৃহে কুব্জা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং কংসকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া তাহার গন্ধদ্রব্য নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গরাগ অর্পণের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন (সং তো ১০।৪৮।১০)। কুব্জা কৃষ্ণের স্বরূপভূতা সাক্ষাদ্ ভূ শক্তি সত্যভামার অংশভূতা। ইঁহারই বিভূতি পৃথিবী। পৃথিবীর সহিত অভিন্নতাহেতু দুষ্ট অসুরকুলের ভারে ভগ্না বা কুব্জা ভাবটি কুব্জের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ বলিয়া স্বীয় গুণচন্দনাদি কৃষ্ণকে উপহার প্রদান করেন। কৃষ্ণ তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় মাধুর্য্যরস দান ও সমানাঙ্গী করেন। চক্রবর্ত্তী-টীকা (১০।৪২।১১); ১০৪ ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩।

ভগবৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহরূপা বলিয়া পরমবিশুদ্ধস্বরূপ এবং শ্রীভগবান হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। অতএব শ্রীভগবানের নিজ স্বরূপশক্তিবর্গের অধরপানাদিও অননুরূপ হইতে পারে না। পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে প্রেয়সীগণের অধরপানাদি শ্রীভগবানের অভিরুচি-সম্মতই। যাহা ভগবানের রুচির অনুকূল তাহাই উত্তম ভক্তি।

এখানে কেহ বলিতে পারেন, 'শ্রী, ভূ, নীলাদি হইলেন বৈকুণ্ঠস্থিত স্বরূপশক্তি-বর্গ। তাঁহাদের সহিত ভগবানের ঐরূপ কামবিহার দোষাবহ না হইতে পারে, কিন্তু প্রপঞ্চগত রমণীগণের (ব্রজগোপীর) সহিত ঐরূপ বিহার দোষাবহই হইবে।'

ইহাও নিরুপাধিকা ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে। কারণ **প্রাকৃত বামাগণেও ভগবদিচ্ছায়ই তাঁহার যোগ্য সেইরূপ ভাব ও স্বরূপশক্তিবিগ্রহত্ব (সচ্চিদানন্দ সিদ্ধদেহ) লাভ হইলেই শ্রীভগবানের সহিত তাদৃশ বিহার সম্ভব হয়। অতত্রব প্রাকৃত বামাগণেরও শ্রীভগবানে কামভাবে দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না।** তৎপর্য্য এই—মুখ্য কামানুগভক্তিতে নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপশক্তিবর্গের আনুগত্যে এবং **তদ্ভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত** হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ সিদ্ধদেহে বা মঞ্জরীভাবে ব্রজলোকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যে কুঞ্জসেবা-প্রাপ্তি তাহাতে তটস্থা শক্তি অণুচৈতন্য জীবেরই প্রাকৃত কামভাবের লেশও থাকে না। সুতরাং ব্রজগোপীগণের কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা মুখ্যা কামানুগা তৃষ্ণাই যখন সর্ব্ব-স্বসুখবাসনাবিবর্জ্জিতা প্রীতি, তখন স্বরূপশক্তিরূপা ব্রজগোপীগণের সাক্ষাৎ কামরূপা ভক্তি যে পরমপ্রেমময়ী তাহা বলাই বাহুল্য **'ন চ প্রাকৃতবামাজনে দোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ তদ্‌যোগ্যং তাদৃশং ভাবং স্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বঞ্চ প্রাপ্যৈব তদিচ্ছয়ৈব তৎপ্রাপ্তেঃ'**[১০৫]।

(ঘ) ভগবানের প্রতি কামভাবে পাপ হয় ('কামস্তু ভক্তং জগৎপ্রপিতামহে জারবুদ্ধির্নযুক্তা' ইত্যাদি শ্রীমধ্বচার্য্যধৃত শাস্ত্রোক্তি ও কারিকা ভা তা ১০।২৯।১ ১-১৩) এইরূপ শ্রুত হয় বলিয়াই সেই কাম পাপাবহ, তাহাও বলা যায় না, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রে ভগবানের প্রতি কামে ঐরূপ দোষের কথা শ্রুত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতেই

১০৫ ভক্তিসন্দর্ভ ৩২০ অনু।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে বলিয়াছেন,—'ন **ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।** ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেশতে'[১০৬]॥ আমাকেই যাঁহারা একমাত্র পরমপুরুষার্থরূপে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যে আমার প্রেম-সেবা-বিষয়ক কাম, তাহা কামান্তরের জন্য কল্পিত হয় না, কিন্তু স্বয়ংই আস্বাদ্য হয়। যেরূপ স্বভাবতঃই বৃক্ষ হইতে স্খলিত যবসমূহ পুনরায় স্বাদ-বিশেষের জন্য যখন ঘৃতে ভাজিয়া, মিষ্টরসে পাক দেওয়া হয়, তখন যেমন সেই যব হইতে আর ফলান্তরের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু তাহা স্বয়ংই আস্বাদ্য হয়। তোমাদের (ব্রজগোপীদের) কামান্তররহিত ভাববিশেষের দ্বারা সংস্কৃত আমার (শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের) প্রেমসেবাপর কামও সেইরূপই[১০৭]।

প্রাকৃত বামাগণেরও ভগবানের প্রতি কামে যখন দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না, তখন যে ভগবানে পতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ নহেই, বরং তাহার প্রশংসাই শাস্ত্রে শ্রুত হয়, অনন্তর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।২৭) বলিয়াছেন, যে সকল মহিষী পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পতিবুদ্ধিতে প্রেমের সহিত পাদসংবাহনাদির দ্বারা সম্যক্ পরিচর্য্যা করিয়াছেন,তাঁহাদের উপাসনাসৌভাগ্যের কথা বর্ণন করা অসম্ভব। **শ্রীমধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রসঙ্গান্তরে উদ্ধৃত মহাকূর্ম্ম-পুরাণের* বাক্যেই শ্রীসরস্বতী দেবী মহানুভব মুনিগণেরও শ্রীকৃষ্ণে পতি-ভাবের কথা প্রকাশ করাইয়াছেন।** উক্ত পুরাণ-বাক্যে কথিত হইয়াছে, অগ্নিপুত্র মহাত্মগণ তপস্যা দ্বারা স্ত্রীরূপ এবং জগদ্‌যোনি অজ বিভু শ্রীবাসুদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে সেই পতিভাবকে বন্দনা করা হইয়াছে—যাঁহারা পতি-পুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতা ইত্যাদি ভাবে ভগবানকে ভজন করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার ইত্যাদি।

পতিভাবে ভগবানের প্রতি কাম দোষাবহ নহে, ইহা শ্রীমধ্বাচার্য্য-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত

---

১০৬ ভা ১০।২২।২৬; ১০৭ ঐ সং তোষণী। * শ্রীভক্তি সন্দর্ভ ৩২০অনু-ধৃত শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রমাণ-বাক্য।

মহাকূর্ম্ম পুরাণের বাক্যের প্রমাণ হইতে প্রদর্শিত হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাবের কথা আলোচিত হইতেছে।

উপপতি-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কাম পাপাবহ নহে

উপপতিভাবে শ্রীভগবানে যে কাম, তাহাও পাপাবহ নহে। শ্রীব্রজদেবীগণই (ভা ১০।২৯।৩২) তদ্‌বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—তুমি যে লৌকিক-ধর্ম্ম পতিসেবাদির উপদেশ প্রদান করিতেছ, তাহা যাঁহাদের পতিপুত্রাদিতে আসক্তি আছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বটে, কিন্তু **সর্ব্বমূলপতি** তোমাতেই যাঁহাদের স্বভাবতঃ মমতা ও প্রীতি তাহাদিগকে সেই ধর্ম্ম শিক্ষা দিও না। তুমি যে-মুখে পতিসেবা-ধর্ম্মের উপদেশ করিতেছ, সেই মুখেই বেণুবাদন করিয়া আমাদিগকে সেই পতিসেবা ছাড়াইয়া তোমার সহিত বিহার করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ! লৌকিক পতিসেবাদি স্ত্রীগণের পরমধর্ম্ম বলিয়া কর্ম্মমীমাংসায় তুমি প্রতিপাদন করাইয়াছ, আবার ব্রহ্মমীমাংসায় (বেদান্তে) তাহাই নিরসন করিয়াছ। তোমার একমুখে এই দুইপ্রকার উপদেশ তোমাতেই থাকুক। আমাদের তুমিই পরম প্রেষ্ঠ; তোমার সেবাতেই সকল সেবার সার্থকতা। 'মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল।' ব্রজগোপীগণের এই পরকীয়াভাবে গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের পরমপরাকাষ্ঠা, বেদান্তের নিবৃত্তিমার্গের চরমকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শ্রীশুকদেব (ভা ১০।৩৩।৩৫) বলিয়াছেন, যিনি গোপীগণের ও তৎপতিগণের এবং নিখিল-দেহধারী জীবগণের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিচরণ করেন, অতএব যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে বিরাজমান, তিনিই এই লীলাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরুক্মিণী-প্রমুখা রাজকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী—রাজমহিষী; কিন্তু তাঁহারাও বনচরী গোপীগণের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। পরকীয়-ভাবাশ্রিতা ব্রজগোপীগণই সর্ব্বলীলাসার ও সর্ব্বলীলামুকুটমৌলী যে শ্রীরাসলীলা, যাহাতে সর্ব্বরসের সমন্বয় ও পরমোল্লাস, যাহা ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও নাই, সেই পরমরসের আস্বাদন পরকীয়া ব্রজগোপীগণই

প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেমমাধুর্য্যের নিকটেই নিখিলেশ্বর **স্বয়ং ভগবান চিরন্তন ঋণপত্র** লিখিয়া দিয়াছেন। যে ঋণের দায়ে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পুনরায় অব্যবহিত কলিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে বলিয়াছেন,—(ভা ১০।৩২।২২) আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ, তাহা কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নির্ম্মল প্রেমবিশেষময়ত্বহেতু দোষবিবর্জ্জিত। কারণ তোমরা মদ্‌বিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতাহেতু স্ব স্ব পত্যাদির স্পর্শশূন্যা হইয়াছ এবং কুলবধূত্বহেতু যাহা পরিত্যাগ করা যায় না, সেই লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-মর্য্যাদাদি ছেদন করিয়া পরমানুরাগভরে একমাত্র আমাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছ। অতএব আমি দেবপরিমিত আয়ুর দ্বারাও তোমাদের সেই প্রেমঋণ শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের সাধুত্বের দ্বারাই তোমাদের কৃত এই সাধুকৃত্য পরিশোধিত হউক ; অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী রহিলাম, সেই ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আমার নাই। **পরকীয়া ব্রজগোপী ব্যতীত লক্ষ্মী বা মহিষী কিংবা আর কাহারও নিকট ভগবান এইরূপ অপরিশোধ্য চিরঋণ স্বীকার করেন নাই**।

মধ্বমতে অন্যরূপ পাঠ ও অর্থ-কল্পনা

শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীবীররাঘব, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কীয় শ্রীশুকদেবাদি সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত ও পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমধ্বানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ "যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা"—এই পাঠের পরিবর্ত্তে "**যো** মাং ভজেদ্দুর্জ্জরদেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য **বুদ্ধিং** প্রতিযাতি **সোঽধুনা**"—এই পাঠ অবলম্বনে নিত্যসিদ্ধা অধোক্ষজপ্রিয়া ব্রজগোপী-গণকে তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া উক্ত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ব্রজগোপীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঋণ সর্ব্বতোভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে। নিম্নে শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ও তৎপরে শ্রীবিজয়ধ্বজের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীধরস্বামী—'ভবত্যো অজরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ নিঃশেষং ছিত্ত্বা মামভজন্। যুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তদ্ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎ-সৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং, ন তু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ।'১০৮

অনুবাদ—হে গোপীগণ! তোমরা অজর যে গৃহশৃঙ্খল, তাহা নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। তোমাদেরই সাধুত্বের দ্বারা তোমাদের কৃত সাধুকৃত্য প্রত্যুপকৃত হউক। তোমাদের সৌশীল্যেই আমার অঋণী হওয়া সম্ভব, আমার কৃত প্রত্যুপকারের দ্বারা নহে।

শ্রীবিজয়ধ্বজ—'ন কেবলং যুষ্মাস্বনুগ্রহবিশেষো মম নির্ব্ব্যাজভক্ত্যা ভজমানে কস্মিংশ্চিদপি স্যাদিত্যাশয়েনাহ যো মাং ভক্তিং করোতি স পুরুষঃ স্ত্রীজনো বাধুনাস্মিন্ জন্মন্যেব দুর্জ্জরদেহশৃঙ্খলাঃ ভক্তিজ্ঞানে বিনা জরয়িতুং শিথিলী-কর্ত্তুমশক্যাঃ লিঙ্গশরীরলক্ষণশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য ছিত্ত্বা বৃদ্ধিং স্বরূপভূতানন্দলক্ষণাং প্রতিযাতি। যদ্বা দুরচ্ছেদাঃ পুত্রমিত্রাদিনিবদ্ধস্নেহলক্ষণাঃ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য মাং ভজেৎ সেবতে সোঽধুনৈব ভক্তিজ্ঞানাদিসাধনসামগ্রালক্ষণাং বৃদ্ধিং প্রতিযাতি'১০৯।

অনুবাদ—হে গোপীগণ! কেবল তোমাদেরই প্রতি আমার এই অনুগ্রহবিশেষ নহে, নিষ্কপট ভক্তির সহিত ভজনকারী যে কাহারও প্রতিই আমার এইরূপ অনুগ্রহ হয়। যিনি আমাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তি করেন, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন অধুনা অর্থাৎ এই জন্মেই ভক্তিজ্ঞান ব্যতীত অন্য উপায়ে যাহা শিথিল হয় না, সেই সূক্ষ্মশরীরলক্ষণ শৃঙ্খলসমূহ ছিন্ন করিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপভূতানন্দলক্ষণা উন্নতি প্রাপ্ত হন অথবা দুশ্ছেদ্য পুত্রমিত্রাদিনিবদ্ধ আসক্তিলক্ষণ শৃঙ্খলসমূহ ছিন্ন করিয়া যিনি আমাকে সেবা করেন, তিনি এই জন্মেই ভক্তিজ্ঞানাদিসাধনসামগ্রীলক্ষণা বৃদ্ধি (উন্নতি) লাভ করেন।

এই টীকার মধ্যে শ্রীবিজয়ধ্বজ শ্রীব্রজগোপীগণকে বদ্ধজীবকোটির সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা এবং শ্রীগোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ঋণ অস্বীকার করিলেও

১০৮ ভাবার্থদীপিকা ১০।৩২।২২; ১০৯ পদরত্নাবলী ১০।৩২।২২।

গোপীগণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত **"নিরবদ্যসংযুজাং"** উক্তিটির অর্থান্তর করিতে পারেন নাই। যথা—নিরবদ্যসংযুজাং **নির্দুষ্ট**মনোযোগবৃত্তীনাং বঃ **সুসাধুকৃত্যং সর্ব্বসম্মতং নির্দ্দোষকর্ম্ম"** ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণের সহিত যে সংযোগ, তাহা সুসাধুকৃত্য ও সর্ব্বসম্মত নির্দ্দোষ কার্য্য। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মনোবৃত্তি (কাম) নিশ্চিতরূপে দোষহীন। অতএব তত্ত্ববাদাচার্য্য যে বলিয়াছেন (ভা ৭।১।২৯) 'কামাদ্ ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ আবেশ্য **তদঘং হিত্বা'**—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩২।২২ শ্লোকের) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা। ভগবানের প্রতি কামভাবে মনঃসংযোগ 'অঘ' (পাপ) নহে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের দ্বারা শ্রীজীবপাদ নিঃসংশয়ে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীজীবপাদ আরও বলিয়াছেন,—সেই **নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীগণের পরম-বিশুদ্ধ উপপতি-ভাবের অনুগতরূপে অন্যসাধকগণেরও শ্রীকৃষ্ণে উপপতি ভাবের দৃষ্টান্ত** শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—'তাদৃশানামন্যেষামপি তদ্ভাবো দৃশ্যতে।'[১১০] পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাম যেরূপ দোষাবহ নহে, তদ্রূপ একমাত্র অদ্বিতীয় পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতিরূপেও কাম দোষযুক্ত নহে। কারণ যাহা শাস্ত্রানুমোদিত এবং বহু সাধন ও ভগবৎকৃপালভ্য তাহা কখনও দোষাবহ হইতে পারে না। শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃত মহাকূর্ম্মপুরাণের উক্তি হইতে যেরূপ অগ্নিপুত্রগণের পরজন্মে স্ত্রীত্ব লাভের কথা জানা যায়, সেইরূপ পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণও গোপীগণের আনুগত্যময় প্রেয়সীভাবে ('তাদৃশভাবেন') শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন।

অতএব পুরুষগণেও স্ত্রীভাবের আবির্ভাবহেতু এবং শ্রীভগবানই একমাত্র কামের বিষয়ালম্বন হওয়ায় উক্ত কাম প্রাকৃত কামদেবোদ্ভাবিত 'প্রাকৃত কাম' নহে। রাসবিহারী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত (১০।৩২।২) 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ'—নানাচতুর্ব্যূহস্থ যে প্রদ্যুম্নসমূহ, তাঁহাদেরও মনোমন্থনকারী অপ্রাকৃত কামদেব বলিয়া এবং সাত্বত তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কামবীজে ও কামগায়ত্রীতে সেই অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কামরূপে উপাসনা প্রচারিত থাকায় একমাত্র শ্রীভগবান-

---

১১০ ভক্তিসন্দর্ভ ৩২০ অনু।

কর্তৃকই উদ্ভাবিত উক্ত কাম যে অপ্রাকৃত, ইহাই জানিতে হইবে। ("অতঃ **পুরুষেষ্বপি স্ত্রীভাবেনোদ্ভবাদ্ভগবদ্বিষয়ত্বান্ন প্রাকৃত-কামদেবোদ্ভাবিতঃ প্রাকৃতঃ কামোঽসৌ,** কিন্তু '**সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ**' ইতি শ্রবণাদাগমাদৌ তস্য কামত্বেনোপাসনাচ্চ **ভগবদেকোদ্ভাবিতোঽপ্রাকৃত এবাসৌ কাম** ইতি জ্ঞেয়ম্"।[১১১]

তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য তৎকৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে (৭।১।৩০-৩১, ১০।২৭।১৩, ১৫ ইত্যাদি) অপ্সরাস্ত্রীগণকর্তৃক উপপতিরূপে কামভক্তির দ্বারা ভগবানের উপাসনার যোগ্যতার ন্যায় ব্রজগোপীগণেরও শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিভাবে কামযুক্ত ভক্তির কথা যাহা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন (ভা তা ১০।২৭।১৫) তাহা শ্রীজীবপাদ শাস্ত্রীয় সুযুক্তির দ্বারা নিঃশেষে খণ্ডন করিলেন। এখন পুনরায় শ্রীমধ্বাচার্য্য ঋষিচরী সাধনসিদ্ধা গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের পর প্রথমে স্বর্গে গমন ও তৎপরে কালান্তরে পরব্রহ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যগ্‌ভাবে জানিয়া শ্রেষ্ঠলোক গমনের[১১২] যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা শ্রীজীবপাদ খণ্ডন করিতেছেন।

শ্রীজীবপাদের শাস্ত্রীয় খণ্ডন

ভাগবতোত্তমগণের মুকুটমৌলি নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীউদ্ধবাদি মহদ্‌গণও ব্রজ-গোপীর উপপতিভাবময় কামের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—মুমুক্ষু মুনিগণ, মুক্তগণ এবং মাদৃশ নিত্য শ্রীকৃষ্ণলীলাসঙ্গিগণও সর্ব্বদা ঐরূপ পরমভাব প্রার্থনা করি, কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। সেই ভাবের প্রতি অনুরাগ না হইলে ব্রহ্মারূপে জন্মও আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। 'এতাঃ শ্রীনন্দব্রজবাসিন্যঃ শ্রীভগবৎপ্রেয়স্যঃ পরং কেবলং সম্প্রতি শ্রীভগবদবতারসহভাবসম্পন্ন-তদ্ভক্তিসাধক-সিদ্ধ-নিত্যসিদ্ধালঙ্কৃতায়াং ভুবি

---

১১১ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩২০ অনুঃ;

১১২ কৃষ্ণকামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ। সম্যক্ কৃষ্ণং পরব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ॥ অতস্তাসাং পরংব্রহ্মগতিরাসীন্ন কামতঃ।—শ্রীমধ্বকৃত ভা তা ১০।২৭।১১-২২ দাক্ষিণাত্য-পাঠ ও শ্রীবিজয়ধ্বজ-কৃত টীকা ১৩শ্লোক (ঐ)—সন্ততমধুমথনমহিমসংস্মরণসমুদিতসংবিদা মুক্তির্ন তু কামতঃ তেন স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরেব 'কৃষ্ণকামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ ইত্যাদিস্মৃতেঃ ন জগৎপ্রপিতামহে জারবুদ্ধির্ন যুক্তেত্যাচার্য্যবচনাৎ ইত্যাদি।

তনুভৃতঃ পরমোত্তমতনুধারিণ্য ইতি স্ত্রীত্বাদিদৃষ্ট্যা নাবমন্তব্যাঃ। * * ঈদৃশভাবাভাবেন ব্রহ্মজন্মভিরপ্যলম্'[১১৩]।

নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীগণ নিত্যসচ্চিদানন্দস্বরূপা। তাঁহারা কখনও প্রাকৃত মানুষী নহেন। তাঁহারা স্বরূপশক্তি বলিয়াই শ্রীভগবানের সেই সকল নিত্যসিদ্ধ গোপ-কন্যার সহিত রমণেচ্ছা হইয়াছে। শ্রীপদ্মপুরাণে চারিপ্রকার গোপীর কথা উক্ত হইয়াছে,—'গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র! ন মানুষ্যঃ কথঞ্চন॥ ইতি। অত্র শ্রীগোপকন্যকা এব নিত্যাঃ, ন মানুষ্যঃ; কথঞ্চনেতি প্রাকৃত-মানুষতা-নিষেধাৎ। **অতস্তাসাং স্বরূপশক্তিত্বাদেব শ্রীভগবতস্তাভিঃ সহ রিরংসা জাতা,** যথাহ শ্রীশুকঃ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৯।১ শ্লোকে'[১১৪]।

সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার। শ্রীপদ্মপুরাণে যাঁহাদিগকে গোপকন্যা বলা হইয়াছে, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা। শ্রীরাধার কায়ব্যূহস্বরূপা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাদিতে 'গোপীজনবল্লভ' পদে তাঁহাদের নির্দ্দেশ-থাকায় তন্মন্ত্রোপাসনার তদ্‌বিষয়ক শ্রুতিগণেরও অনাদি অনন্তকাল হইতেই প্রচলন আছে। ঋষিচরী, শ্রুতিচরী ও দেবকন্যা—এই তিন প্রকার সাধনসিদ্ধা। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে (হরিপ্রিয়া ৩।৪৩-৫৩) সাধনসিদ্ধা গোপীগণ যৌথিকী ও অযৌথিকীভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যৌথিকী গোপীগণ দুই প্রকার—শ্রুতিযূথ-ভূতত্বহেতু শ্রুতিচরী এবং ঋষিযূথভূতত্বহেতু ঋষিচরী। শ্রীকৃষ্ণে প্রেয়সীভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণোপাসক দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, যাঁহারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ঋষিচরী। আর নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের ভাবলুব্ধ যে সকল শ্রুতি গোপীরূপেই গোপীগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা বৃহদ্বামনপুরাণোক্ত শ্রুতিচরী। গায়ত্রীও তাঁহাদের মধ্যে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০।৮৭।২৩ শ্লোকে) তাহার প্রমাণ আছে। তথায় শ্রুতিগণ বলিতেছেন, 'আমরা

১১৩ সং তো ১০।৪৭।৫৮; ১১৪ ঐ ১০।২৯।১ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা ৮৩ অনু।

গোপসুন্দরীগণের তুল্যভাবা হইয়া গোপীদেহ ও তোমার শ্রীচরণসান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ হইয়াছি।' দেবকন্যাগণের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১।২৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—"বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে **তৎপ্রিয়ার্থং** সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ"—দেবস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের (তস্য প্রিয়াঃ **শ্রীরাধাদ্যাশ্চ তাসাং দাস্যার্থম্**—সং তো ১০।১।২৩)—শ্রীরাধাদির দাস্যের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করুন—এই উক্তিতে দেবস্ত্রীগণের অবতার-প্রয়োজন যে কৃষ্ণপ্রিয়াগণের সখী হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহা জানা যায়।

সাধকচরী অসিদ্ধদেহা কোন কোন গোপীর গুণময় দেহত্যাগের কথাই শ্রীমদ্-ভাগবতে (১০।২৯।১১) উক্ত হইয়াছে। এই স্থানে শ্রীমধ্বাচার্য্য তৎকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যে (ঐ) উক্ত গোপীগণের দেহত্যাগান্তে পূর্ব্বে স্বর্গে গমন এবং কালান্তরে কৃষ্ণকে সম্যগ্‌ভাবে পরব্রহ্মরূপে জানিয়া শ্রেষ্ঠ লোকে গমনের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত নহে। ইহা শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৪৫ অনু), শ্রীভক্তিসন্দর্ভে, শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণীতে, শ্রীক্রমসন্দর্ভে, শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকাদি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ সকল গোপী অভিসারে গমন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিতে থাকেন। সেই তীব্রতাপে তাঁহাদের বিরহরূপ অশুভ শ্রীকৃষ্ণকৃপায়ই বিদূরিত হয় এবং ধ্যানাবেশে অচ্যুতের (যিনি বিরহেও ভক্তের হৃদয় হইতে চ্যুত হ'ন না) আলিঙ্গনসুখে তাঁহাদিগের সেইরূপ কৃষ্ণসংযোগরূপ মঙ্গল অক্ষীণ (পুষ্ট) হয়। তখন তাঁহারা গুণময় (বিরহভাবময়) দেহ (আবেশ) ত্যাগ করেন। সুতরাং জারবুদ্ধির দ্বারাও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'জার' শব্দে পাপপতি এই অর্থ ত্রিকাণ্ডশেষাদি কোষে ও লোকব্যবহারে দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে অনুরাগের দ্বারা সেই গোপীগণ জারভাবময় নিন্দনীয় লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা সূচিত করিয়া সেই অনুরাগেরই প্রশস্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে। কামচেষ্টা ও প্রেমচেষ্টার বাহ্যসাম্যহেতু তাঁহাদের সেই প্রেম 'কাম' নামে উক্ত হইলেও সেই অনুরাগে প্রিয়ের আনুকূল্যেরই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকায়, তাহা

একমাত্র প্রেমস্বরূপই।[১১৫] "কিন্তু যেন রাগেণ তা জড়ভাবময়ং নিন্দ্যং লোকধর্ম্ম-মর্য্যাদাতিক্রমমপি তাঃ কৃতবত্যস্তং সূচয়িত্বা তস্যৈব প্রশস্তত্বং দর্শিতে চেষ্টাবিশেষ-সাম্যাৎ কামতয়া ব্যপদিষ্টাত্বেঽপি প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যত্বেন প্রেমৈকরূপত্বঞ্চ। তথা চ বক্ষ্যতে—যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু" (ভা ১০।৩১।১৯) ইত্যাদি।

শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (৩২০ অনু) আরও বলিয়াছেন, শ্রুতিস্তবে (১০।৮৭।২৩) শ্রুতিগণ 'সমদৃশঃ' শব্দের দ্বারা মুখ্যকামানুগারই (রাগানুগার) সাধকতমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্য কোন প্রকার ভক্তি দ্বারাই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রাপ্তি হয় না। ইহাই যদি না হইবে, তবে সর্ব্বসাধনসাধ্য-বিষয়ে পরমজ্ঞানবতী শ্রুতিগণ অন্য প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন ('সমদৃশঃ ইত্যনেন রাগানুগায়া এব তত্র সাধকতমত্বং ব্যঞ্জিতম্; অন্যথা সর্ব্বসাধনসাধ্যবিদুষ্যঃ শ্রুতয়োঽন্যথৈব প্রবর্ত্তেরন্')। শ্রুতিস্তবে "স্ত্রিয়ঃ" শব্দে নিত্যসিদ্ধা শ্রীগোপিকাগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। শ্রুতিগণ উক্ত নিত্যসিদ্ধা গোপিকাগণেরই আনুগত্য করিয়াছেন। মুনিগণও স্মরণনিষ্ঠ, অরি (শত্রু)গণও স্মরণনিষ্ঠ, তন্মধ্যে মুনিগণের মুখ্যত্ব ও অরিগণের গৌণত্ব উক্ত হইয়াছে। তদ্রূপ ব্রজস্ত্রীগণের মুখ্যত্ব ও শ্রুতিগণের গৌণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। "যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ" এবং "বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাঃ" (ভা ১০।৮৭।২৩)। শ্রুতিস্তবে উভয় স্থানেই অরিগণের (অরয়োঽপি) সম্বন্ধে 'অপি' শব্দ এবং শ্রুতিগণের (বয়মপি) 'অপি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় মুনিগণ ও অরিগণের ভগবৎপ্রাপ্তির (মুক্তি-প্রাপ্তির) সমতা এবং ব্রজাঙ্গনা ও শ্রুতিগণের প্রাপ্তির (অঙ্ঘ্রি-সরোজসুধা) তুল্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃহদ্‌বামনপুরাণে প্রসিদ্ধ আছে, শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে গোপস্ত্রীগণকে দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব **মুক্তিকামিগণের** ('মুনি' শব্দের ধ্বনিভেদ-বিচার্য্য) **গতি প্রায় অরিগণের ন্যায়ই। আর ব্রজগোপীর আনুগত্য-কারিণী মুখ্যা কামানুগগণের গতি ব্রজগোপীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম-সুধাপ্রাপ্তি।** সর্ব্বসাধনসাধ্যবিদুষী ও পরমনিবৃত্তির মূল আদর্শস্বরূপা শ্রুতিগণ

১১৫ সং তো ১০।২৯।১১।

পর্য্যন্ত যে ব্রজগোপীগণের আনুগত্য করিয়াছেন, তাঁহারাও যাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ 'অধোক্ষজ-প্রিয়া' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, সেই গোপীগণের অপ্রাকৃত কামে 'পাপ' দর্শন বা তাঁহাদিগকে দেবস্ত্রীগণের বহু নিম্ন কক্ষায় স্থান প্রদান যে শ্রীমদ্ভাগবতের ও সর্ব্বশ্রুতি-স্মৃতি বিরোধী মতবাদ-বিশেষ তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরমোপাস্য **শ্রীব্রহ্মা সমাধিযোগে ভগবানের যে অকাশবাণী শ্রবণ** করিয়া দেবগণকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও **শ্রীরাধিকাদি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের দাসীত্ব করিবার জন্যই দেবস্ত্রীগণের ব্রজে জন্মগ্রহণের** কথা জানা যায়।[১১৬] শ্রীব্রহ্মারও শ্রীব্রজগোপীগণের চরণরেণু স্পর্শ কামনা করিয়া ব্রজের তৃণগুল্মলতাদি জন্মের আকাঙ্খা (ভা ১০।১৪।৩৪) দৃষ্ট হয়। সুতরাং সেই ব্রজগোপীগণের অপ্রাকৃত কামে যে পাপ নাই, তাহাই শ্রীজীবপাদ প্রতিপাদন করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—'তদেবং সাধুব্যাখ্যাতম্—'কামাদ্ দ্বেষাৎ' (ভা ৭।১।২৯) ইত্যাদৌ 'তদঘং হিত্বা' ইত্যত্র 'তেষু মধ্যে দ্বেষভয়য়োর্যদঘমিত্যাদি।'—পূর্বোক্তভাবে ব্যাখ্যাটি সুষ্ঠুই হইয়াছে। ভগবানের প্রতি কাম, ভয় ও দ্বেষ এই তিনটির অন্তর্গত দ্বেষ ও ভয়—এই দুইটির মধ্যেই পাপ আছে। তাহাই পরিত্যাগ করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। ভগবানে কামে পাপ নাই, 'কৃষ্ণসেবা কামার্পণে'ই কামের একমাত্র সদ্ব্যবহার হয়। শ্রীরূপপাদ বলেন,—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥[১১৭]

ব্রজগোপীগণের প্রেমই 'কাম' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই জন্যই (সম্ভোগতৃষ্ণারও রাগাত্মিকরূপে পরিণতির জন্য—শ্রীমুকুন্দগোস্বামীটীকা) সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রিয়-পার্ষদ শ্রীউদ্ধবাদিও কান্তত্বাভিমানরূপ ভাবের দ্বারা উপলক্ষিত প্রেমাতিশয় অভিলাষ করেন।

---

১১৬ ভা ১০।১।২৩; ১১৭ ভ র সি ১।২।২৮৫।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের সর্ব্বমূল[১১৮] (অর্থাৎ শ্রীমধ্বের রচিত সমস্ত গ্রন্থের মূল) এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের মূল গ্রন্থাদি কোনও কোনও গবেষক শ্রম-স্বীকারপূর্ব্বক পাঠ না করিয়া ইংরাজী অনুবাদ ও বিবরণ পাঠ করিয়াই শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতবাদ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সেইরূপ অসম্পূর্ণজ্ঞানদৃপ্ত হইয়া লিখিয়াছেন—'সন্দেহ হয় যে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুর বিচারটি যথাযথভাবে লেখেন নাই, তিনি মাধ্ব-গুরুর মুখ দিয়া সাধ্য সম্বন্ধে যাহা বলাইয়াছেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামীর কল্পনা ইত্যাদি' ! সাক্ষাৎ শ্রীমধ্বাচার্য্যের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং তদনুগত শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীবিজয়ধ্বজ, শ্রীব্যাসতীর্থাদি প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের মূল গ্রন্থসমূহের উক্তি এবং শ্রীসনাতন শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক উহাদের খণ্ডন, যাহা এ যাবৎ বিবৃত হইল, তাহা নিরপেক্ষ সুধীগণ স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণন কতটা নিখুঁত, নিরপেক্ষ, নির্ম্মৎসর, নির্ব্ব্যলীক ও তথ্যনিষ্ঠ। মূলগ্রন্থ আলোচনা না করিয়া সর্ব্বোচ্চ-শিক্ষিতাভিমানী গবেষকগণের পক্ষে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সম্বন্ধে ঐরূপ অসতর্ক মন্তব্য প্রকাশ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

বঙ্গদেশে মধ্বাচার্য্যের মতবিশেষ সেরূপ প্রচারিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যাঁহারা গবেষক-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির দাবী করেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্ততঃ সংস্কৃত ভাষার মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হইতে পারে না। কোন কোন গবেষক J. S. M. Hooper-র রচিত 'Hymns of the Alvars' গ্রন্থে তামিল পদ্যের কোনও অংশের ইংরাজী ভাষার অনুবাদ বা N. K. Ayyangar-এর 'সহস্রগীতি'র ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তামিল আলোয়ারগণের মতবাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরঙ্গম্, নয়ত্রিপদী প্রভৃতি স্থানের আচার্য্য-

১১৮ বেলগাঁও (বোম্বাই) হইতে ১৮১৪ শকাব্দায় আবাজী রামচন্দ্র সাবন্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং কুম্ভকোণম্ হইতে প্রকাশিত শ্রীমধ্বাচার্য্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পণ্ডিতগণ সেই সকল সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। * সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রগ্রন্থের মূল অধ্যয়ন অথবা যাঁহারা মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সাক্ষাদ্‌ভাবে নিরপেক্ষ-চিত্তে শ্রবণ না করিয়া কোন মত প্রকাশ করা অনুচিত।

চল্লিশ বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে আমরা C. M. Padmanabha Char, B.A., B.L. প্রণীত 'The Life and Teachings of Sri Madhvacharyar' (First edition, January 1909, Madras) পাঠ করিয়া মধ্বমত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রীমধ্বের ও মধ্বানুগ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মূলগ্রন্থসমূহ গত চল্লিশ বৎসরকাল গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং উড়ুপীতে সাক্ষাদ্‌ভাবে মধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য ও মঠাধীশগণের সহিত আলাপ-আলোচনা, তত্রত্য পুঁথিশালা ও মহীশূর রাজকীয় পুঁথিশালা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবাব পর 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' যে কিরূপ বিপজ্জনক তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি। এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ 'শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তাঁহার মতবাদ' নামক গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।+ উক্ত পদ্মনাভাচারী তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন—'The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many Gopees of Brindavan, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling and are taking re-births now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna Himself in flesh

* এই গ্রন্থের উত্তর সীমায় আলোয়ারগণের মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

+ এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে। ইহাতে এই দীন লেখক শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সহিত উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরে (ইং ১৯৫১ খ্রী. নভেম্বর মাসে) যে সকল আলোচনা করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং শ্রীমধ্ব ও তদনুগত আচার্য্যগণের চরিত, গ্রন্থ, ঐতিহ্য ও মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

and blood'[১১৯] তাৎপর্য্য হইতেছে, শ্রীমধ্বাচার্য্যের অষ্টমঠের সন্ন্যাসী মাঠাধীশগণ বৃন্দাবনের সাক্ষাৎ অষ্টসখী ও গোপীগণের ন্যায় রাগমার্গে কৃষ্ণের উপাসনা করেন। এই উক্তি পড়িয়া অনেকে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে ব্রজগোপীর আনুগত্যে রাগানুগমার্গে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই কথা যখন উডুপীর কাণূর মাঠাধীশ (১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইনিই পর্য্যায়-মঠাধীশ ছিলেন) শ্রীমদ্ বিদ্যাসমুদ্রতীর্থ স্বামীজীকে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে বলিলাম, তখন তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন পদ্মনাভাচারীজী যে বৃন্দাবনের গোপীগণের কথা বলিয়াছেন, তাহা ভুল। আমাদের সম্প্রদায়ে একটি কিংবদন্তী আছে মাত্র (কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য বা তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের কোন লেখার মধ্যে নাই) যে **দ্বারকার অষ্টমহিষী** অষ্ট পর্য্যায়-মঠাধীশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মধ্বাবিষ্কৃত কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিতেছেন এবং পর্য্যায়-মঠাধীশগণের দ্বারা কলিকালে ক্রমশঃ অষ্টাদশ সহস্র মহিষীর সংখ্যা ও স্থান পূর্ণ হইবে। মনুষ্যগণের সহিত মহিষী-গণের বিবাহ হয় নাই, আর অষ্ট মঠের সন্ন্যাসিগণও বাল-ব্রহ্মচারী হইতে সন্ন্যাসী হয়েন, এজন্য তাঁহাদিগকে মহিষীগণের সহিত তুলনা করা হয়। মধ্বসম্প্রদায়ে কোনও দিন বৃন্দাবনের কান্তাভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করা হয় না। গোপীগণ অপ্সরা স্ত্রী, তাঁহাদেরই উপপতিভাবে উপাসনার যোগ্যতা। তাহা অত্যন্ত নিম্নাধিকারের কথা। ইহা শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভাগবৎতাৎপর্য্যে ও কল্যাণীদেবীর 'তারতম্যস্তোত্রে' লিপিবদ্ধ আছে। অষ্টমঠাধীশ মাধ্ব-সন্ন্যাসিগণ শ্রীমধ্বরচিত পঞ্চরাত্রাগমানুগ 'তন্ত্রসার'গ্রন্থের অর্চ্চনপ্রণালী অনুসারে কৃষ্ণোপাসনা করেন। তাঁহারা নারায়ণমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। তাহা কামবীজ-পুটিত গোপালমন্ত্র নহে।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমধ্বাচার্য্যের কথিত সাধ্য ও সাধনতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যে শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজস্ব মতবিশেষ,

---

১১৯ Life and Teachings of Sri Madhvacharyar by C. M. Padmanabha Char, B.A., B.L, Chapter XIII, p 145, 1909. Madras.

তাহা শ্রীমধ্বকৃত বহু গ্রন্থপ্রমাণ হইতে এই অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার পর শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সম্বন্ধে আর ভ্রান্ত ধারণার লেশও থাকিতে পারে না।

আধুনিক গবেষকগণের নিকট জড়বিজ্ঞানাবিষ্কৃত যানবাহন, সমগ্র বিশ্বের সুবৃহৎ রাজকীয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার, পুঁথিশালা, যাদুঘরাদি-সংস্থাসমূহ এবং তথ্যানুসন্ধানের নানাপ্রকার সুব্যবস্থা, রাজকীয় বৃত্তি-পারিতোষিক ইত্যাদি উন্মুক্ত রহিয়াছে। আর প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন এরূপ কোন সুযোগই ছিল না এবং যাঁহারা এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি যাপন করিতেন, যাঁহারা রাজা ও বিষয়ীর অর্থকে 'বিষভক্ষণ হইতে অসাধু' ও নির্ম্মল-ভজন-ব্যাঘাতক জানিয়া তাঁহাদের এক কপর্দ্দকও কোনও ভাবে গ্রহণ করিতেন না, যাঁহারা ব্রজবাসীর গৃহে মাধুকরী-ভিক্ষালব্ধ কয়েক টুকরা শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া বা দিবসান্তে পর্ণ-পুটে কিছু ঘোল (মাঠা) পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন, যাঁহারা বৃক্ষের গলিত শুষ্ক-পত্র জ্বালাইয়া সেই আলোকে বৃক্ষপত্রেই গ্রন্থ লিখিতেন, গ্রন্থ-রচনা যাঁহাদের অর্থ বা প্রতিষ্ঠার্জ্জনের বাহন কিম্বা অবসরকালের প্রমোদ-বিলাসবিশেষরূপে পরিগণিত ছিল না, তাহা ছিল একান্ত ভজনাঙ্গ বা সাধ্যস্বরূপ, যাঁহারা প্রতিষ্ঠাকে 'ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী'র ন্যায় দূরে রাখিতেন, সেইরূপ অকিঞ্চন ও অপ্রাকৃত মহাকবিগোষ্ঠীর একজন অপ্রাকৃত-নবীন মদনের অপকট সেবক অপরোক্ষানুভবী, পরদুঃখদুঃখী 'বৃদ্ধজরাতুরে'র কম্পমান হস্তের মাধ্যমে শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেবতা সেই শ্রীমদনমোহন শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের প্রদত্ত তথ্যরাজিসম্পুটিতা যে অমৃতময়ী লেখনী পরিচালনা করাইয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে কিরূপ বাস্তব সত্য ও তথ্যনিষ্ঠ, নিখুঁত ও নির্ব্ব্যলীক, তাহা সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত বিস্তৃত আলোচনা হইতে অনুভব করিতে পারিবেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্তির মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও কল্পনা বা অন্যাভিসন্ধি থাকিত, তাহা হইলে শ্রীমধ্বাচার্য্যের রচিত সমস্ত গ্রন্থের উক্তিসমূহের সহিত শ্রীচরিতামৃতের উক্তির বর্ণে বর্ণে মিল হইত না। এই একটি প্রমাণের দ্বারাই শ্রীচরিতামৃতের সর্ব্বাংশই যে সত্যতথ্যনিষ্ঠ তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে, আর তৎসঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, এই সকল লীলা-ব্যাসগণ কিরূপ নিরপেক্ষ ও

নির্ম্মৎসরচিত্তে অন্যসম্প্রদায়ের তথ্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবধারণ করিয়া তাঁহাদের সার-নির্য্যাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, প্রত্যেক মতবাদের যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান দান করিয়াছেন। আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, কৌপীনকন্থাশ্রয়ী অনিকেতগণের পক্ষে এরূপ বিপুল গ্রন্থভাণ্ডার হইতে শত শত উদ্ধৃতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ একমাত্র পরতত্ত্বসীমার পরিকর ও তদনুগৃহীত মহাজন ব্যতীত অন্য কুত্রাপি সম্ভব নহে। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থেও এত অধিক পরিমাণ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয় না, যাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বা ষট্সন্দর্ভাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত সাম্প্রদায়িক ধারা

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় বিশেষ লক্ষিতব্য যে, তাহাতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীমধ্বাচার্য্যের শাখা বা শ্রীমধ্বের সহিত কোনওরূপে সংশ্লিষ্ট বলিয়া ঘুণাক্ষরেও উক্ত হয়েন নাই। সুতরাং শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের গুরুপরম্পরার (তাহা যাহাই হউক) দ্বারা শ্রীচৈতন্যপ্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা উপশাখা নির্ণীত হয়েন নাই। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ বা শ্রীকেশব ভারতী ইঁহারা সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের আশ্রিত। শ্রীচৈতন্যমালাকার ভক্তিকল্পতরু পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া নবদ্বীপে রোপণ করেন এবং নিজ ইচ্ছাশক্তি-জলে তাহা রক্ষণ-পোষণ করেন, সুতরাং সেই ভক্তিকল্পতরু এবং ভক্তিকল্পতরুর বীজ বা কারণ এবং তাঁহার পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনকারী মালী সকলই শ্রীচৈতন্য—অপর কেহই নহেন। কিন্তু শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের প্রবর্ত্তিত ভক্তির কারণ 'শ্রী' (লক্ষ্মীদেবী) ও তৎসম্প্রদায়ভুক্তশ্রীযমুনাচার্য্যপাদাদি পূর্ব্ব আচার্য্য-বৃন্দ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত ভক্তির কারণ শ্রীব্রহ্মা ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত দুর্ব্বাসাদি আচার্য্যগণ, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত ভক্তির কারণ শ্রীচতুঃসন বা শ্রীনারদ প্রভৃতি। এই সকল আচার্য্য ভক্তির বীজ তত্তদ্ গুরুবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত

হইয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরি এবং তাঁহার দুই প্রধান স্কন্ধ শ্রীবলদেব-শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমহাবিষ্ণু-শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ বা জীবের ন্যায় কোনও আচার্য্য হইতে ভক্তিবীজ প্রাপ্ত হয়েন নাই। শ্রীগৌরহরি স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তিকল্পবৃক্ষ। তাঁহা হইতেই সাক্ষাদ্‌ভাবে যাবতীয় শাখা-প্রশাখা প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্ব-শ্রীনিম্বার্ক-শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রমুখ আচার্য্যপাদগণ সাক্ষাৎ প্রেমকল্প-বৃক্ষ, তাঁহার মালী, দাতা ও ভোক্তা নহেন। কারণ তাহা একমাত্র পরতত্ত্বসীমা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীরামানুজাদি বৈধী ভক্তির আচার্য্য ও প্রচারক, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ভক্তির ফল 'মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠ গমন'। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা তাহাও গোলোকবিহারী দেবলীল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা। নরবপুই যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—স্বয়ংরূপে পরতত্ত্ব নরাকৃতি—ইহা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের বা তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের সিদ্ধান্তে নাই, সুতরাং ব্রজসজাতীয় প্রেমের কথাও নাই।

'চৌদ্দ ভুবনের গুরু শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১০ম, ১১শ ও ১২শ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে) শ্রীচৈতন্য-শাখা, শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা, শ্রীঅদ্বৈত-শাখা ও শ্রীগদাধর-শাখার বর্ণন দৃষ্ট হয়। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য, শ্রীগদাধরপণ্ডিত—শ্রীপুণ্ডরীকের শিষ্য; তথাপি তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'বড়শাখা' (ঐ ১।১০।১৪-১৫) বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন, শ্রীমধ্বাচার্য্যের শাখারূপে উক্ত হয়েন নাই। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমাধবেন্দ্রের শিষ্য-লীলা করিলেও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের যথাক্রমে 'স্কন্ধ' ও 'শাখা' বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের বা শ্রীমাধবেন্দ্রের শাখারূপে গণিত হয়েন নাই। এই সকল শাখা-বর্ণনে কোথাও শ্রীমধ্বাচার্য্যের নামোল্লেখও নাই। বরং কোনও এক আগন্তুক সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু কে'? জিজ্ঞাসা করায় 'শ্রীকেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু'—এই উত্তর প্রদান করায় তাহা শুনিয়া পঞ্চবৎসরবয়স্ক শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন, —'জগদ্‌গুরুতে কর ঐছে উপদেশ। তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥ চৌদ্দ-

ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি। তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাঞি॥'[১২০] আরও বলিয়াছিলেন,—'পুনঃ সেই **চৈতন্যের অচিন্ত্য ইচ্ছায়।** নাভিপদ্ম হইতে **ব্রহ্মা হয়েন** লীলায়॥ তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু আজ্ঞা করি' শিরে। সৃষ্টি করি' সেই জ্ঞান কহেন সবারে॥ সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হইতে। প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে॥ যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার। তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর॥'[১২১] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—'চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা। ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥ লক্ষ্মী আদি করি' কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা। নাম-প্রেম আস্বাদিলা মনুষ্যে জন্মিয়া॥'[১২২] অতএব যখন ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, চতুঃসন-সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায়ের মূলপ্রবর্ত্তকগণই শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের পরিকরগণের মধ্যে ব্রজ-প্রেমাস্বাদনার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তখন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ব্রহ্ম-সম্প্রদায় বা মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, ইহা কিরূপে হইতে পারে? বস্তুতঃ সেই ভগবৎপরিকরগণই 'সহস্রসম্প্রদায়াধিদৈবত' শ্রীচৈতন্যের স্ব-সম্প্রদায়সমূহের প্রবর্ত্তক। শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীচতুঃসন, শ্রীরুদ্র ইত্যাদি কৃপা লাভ করিয়া যদি এক একটি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হইতে পারেন, তাহা হইলে কি মূল নারায়ণ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ বা শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব, শ্রীঅদ্বৈত-মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ কৃপা-সঞ্চারিত পরিকরগণ শ্রীচৈতন্যের নিজ সহস্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না?

শ্রীচূড়ামণিদাসকৃত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিজয়ে' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী

শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের[১২৩] শ্রীমন্ত্রশিষ্য শ্রীচূড়ামণিদাস-কৃত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিজয়' নামক একটি আদ্যন্ত খণ্ডিত পুঁথি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে (১৯৫৭ খ্রী, আগষ্ট) প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংস্থার পুঁথিশালায় পুঁথিটি সংরক্ষিত আছে।* শ্রীগদাধর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে সকল শ্রীগৌর-

---

১২০ চৈ চ ১।১২।১৫-১৬; ১২১ চৈ ভা ৩।৪।১৬৫, ১৬৮-১৭০; ১২২ চৈ চ ৩।৩।২৬০-২৬২;

১২৩ চৈ ভা ৩।৫।৭৩৩ ও চৈ চ ১।১১।৩১ দ্রষ্টব্য।

* Ms, No. 3736. Vol IX, Bengal MS, Asiatic Society of Bengal, Cal, 1941., Catalogue, p. No. 242.

লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন, তাহা শুনিয়া শ্রীধনঞ্জয়-শিষ্য শ্রীচূড়ামণি দাস ঐ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়। শ্রী:গৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে কলির দুর্দ্দশা দেখিয়া গৌড়দেশে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস পণ্ডিত যখন মনোদুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন, তখন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী নামক এক সন্ন্যাসী অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হ'ন। তিনি শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীশ্রীবাসকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করেন এবং বলেন, 'কৃষ্ণজন্ম করাইমু তোমার এস্থানে'॥[১২৪] শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসকে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য নিরন্তর কৃষ্ণমন্ত্রে আরাধনা কবিতে বলিয়া শ্রীপুরীপাদ স্বয়ং ঝারিখণ্ডের বনে গিয়া সুতীব্র আরাধনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমাধবেন্দ্রকে দর্শন দান করিয়া বলেন, তিনি শীঘ্রই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচী-জগন্নাথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই সময় পুরীপাদের সাত জন বিরক্ত শিষ্য তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসের পূর্ণতার জন্য যোগপট্ট প্রার্থনা করিলে 'ক্রোধে পুরী হাসি কহে শুন হে স্বধর্ম্ম। কৃষ্ণমন্ত্র জপ গাহ নাম গুণ কর্ম্ম॥ মোর জপে কৃষ্ণবশ নবদ্বীপে জন্ম। নেহ নেহ কৃষ্ণমন্ত্র ছাড় সর্ব্ব ধর্ম্ম॥'[১২৫] ইহার পর পুরীপাদ রাঢ় দেশে গিয়া নবজাত শ্রীপদ্মাবতী-পুত্র শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন করেন। তথা হইতে পুরীপাদ মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। মাধবেন্দ্রের নির্দ্দেশ-মত নিমাই-এর চূড়াকরণ ইত্যাদি সংস্কার সম্পাদিত হয়। নবদ্বীপে শ্রীমাধবেন্দ্র শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করেন। তখন নিমাইর অগ্রজ বিশ্বরূপ পুরীপাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হ'ন। মাধবেন্দ্র শ্রীনিমাই-এর বাল্যক্রীড়া দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হ'ন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচূড়ামণি দাস বলিয়াছেন, 'একে সে অদ্বৈত প্রভু ভাব-বিশারদ। আরে প্রবেশিল মাধবেন্দ্র-প্রেমমদ॥ দুই ভরে সাগরে ত দুইজন ভাসে। দু সাগরে তরঙ্গ উঠিল আকাশে॥ কি কাজ কেনি বা নাচে নাঞি জানে লোক। নাচএ ত্রিবিধি জন নাঞি দুঃখ শোক॥ ব্রাহ্মণে ত শূদ্র নাচে নাচে নানা জাতি। হিন্দু তুড়ুক নাচে হীন-দীনমতি॥ যাজ্ঞী জপী তপী ব্রতী সকামী মুমুক্ষু। যোগী দরবেশ নাচে নানারূপ ভিক্ষু॥ ব্রহ্মচারী জ্ঞানী ন্যাসী নাচে দিগবাস। এ ভবসাগর

১২৪ গৌরাঙ্গবিজয় ২ পৃষ্ঠা ; ১২৫ ঐ ৭ পৃষ্ঠা।

পীএ নাটের পিয়াস ॥ নাচিতে নাচিতে কেহ কার ঘর ভাঙ্গে। দশ বিশ ঝাঁপ দেই এ জাহ্নবী গাঙ্গে ॥ এত দেখি বিশ্বম্ভর সম্বরে সকল। মন্দিরে চলিলা প্রভু লই শিশুবল ॥ মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতের পূর্ণ অভিলাষ। শ্রীগৌর-প্রভাব গাএ চূড়ামণি দাস' ॥[১২৬]

আরও বর্ণিত হইয়াছে,—

অদ্বৈত সুধীর কহে শুন শুন পুরী অহে
বিশ্বম্ভর কেবল তোমার।
তোমার জপের ফলে লই সহচর দলে
নবদ্বীপে কৈল অবতার ॥[১২৭]

শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আত্মপরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান খণ্ডিত বলিয়া সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই।—'**শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রপুরী** তার শিষ্য পরধান। সেহি করি আছে মোরে **কৃষ্ণমন্ত্র দান** ॥ কৃষ্ণ জপী বুলো মুঞি অরণ্য ভিতরে।'[১২৮]

যখন শ্রীশচীনন্দন পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য গয়াতে গমন করেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীঈশ্বরপুরী তথায় আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীঈশ্বরপুরীর মিলনে পরস্পর পরম প্রেমোল্লাস প্রকাশিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচূড়ামণিদাস লিখিয়াছেন, 'দুঁহু কোলাকোলি ভূমি গড়াগড়ি জায়। দুঁহু পদধূলি দুঁই লইবারে চায় ॥ দুঁহু চতুর ধীর দুঁহু শক্তিধরে। দুঁহু পদধূলি দুঁহু লভিতে না পারে ॥ * * গৌর কহে প্রভুবর কি নাম তোমার। দরশনে আখিমন হরিলে আমার ॥ ন্যাসী কহে মোর নাম ঈশ্বর পুরী। মাধবেন্দ্রের শিষ্য মুঞি দ্রাবিড় নগরী ॥ কৃষ্ণ-অনুরাগে বুলি না জানিএ সুধি। আজি কৃষ্ণ কৈল মোর অভিমত সিধি ॥ আজি শুভ দিন রজনী পরভাত। আজি মোরে কৃষ্ণ কৈল শুভ দৃকপাত ॥ আজি গুরু পরসন্ন হৈল মন্ত্রসিধি। আজি জানিলুঁ মুঞি ভাগবত-বিধি ॥ এত শুনি কহে গৌর পরম মোহন। শুভ

---

১২৬ গৌ বি ৩৬ পৃষ্ঠা ; ১২৭ ঐ ৩৭ পৃষ্ঠা ; ১২৮ ঐ ১ম পৃষ্ঠা।

দৃকপাত করি দেহ কৃষ্ণদান॥ **তাঁর মন্ত্র তাঁহাকে ত দিয়া পুরীবর।** রহিলা তাঁহার স্থানে হই সহচর॥"[১২৯]

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধে 'শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ে' আরও উক্ত হইয়াছে,—'দিগম্বর বিপুল পুলকাবলি গাএ। স্বেদ কম্প আখি জলধার বই জাএ॥ দেখিয়া অদ্বৈত চিত পরম আহ্লাদ। এতদিন পূর্ণ হইল মনগত সাদ॥ জয় জয় মাধবেন্দ্র পুরী মহাশয়ে। জাহার প্রসাদে গেল কলিযুগ-ভয়ে॥ জাহার প্রসাদে হৈল বৈষ্ণবে ত মতি। জাহার প্রসাদে দেই ভাব-বিভূতি॥ জাহার প্রসাদে ভক্তিরস পরচার। জাহার প্রসাদে দেখি গৌর-অবতার॥ জাহার প্রসাদে কৃষ্ণরসে নাটগীত। জাহার প্রসাদে জানি সাত্বত-চরিত॥ জাহার প্রসাদে গৌর-জন্ম গৌড়দেশে। 'জাহার প্রসাদে বুঝি শ্রীকৃষ্ণ-আবেশে॥ জাহার প্রসাদে জত নবদ্বীপবাসী। ত্রিবিধি লোক হৈল এ ভাব-বিলাসী॥ জাহার প্রসাদে হৈল কৃষ্ণভক্তি দর্প। লোকে না দংশিব আর কলি-কালসর্প॥ হা হা মাধবেন্দ্র বিষ্ণুভক্তির কারণ। কবে সে দেখিমু তোর এ দুই চরণ॥ অতুল করুণাময় অবিচিন্ত শক্তি। অসাধনে দিলে চিন্তামণি কৃষ্ণভক্তি॥ সত্যসংকল্প তোমি এ কহিলে হৈল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ঘরে বসি পাইল॥'[১৩০]

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার প্রচলিত পাঠে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত 'প্রমেয় রত্নাবলী'তে ও গোবিন্দ-ভাষ্যের সূক্ষ্মা টীকায় শ্রীব্যাসতীর্থের শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীপতি, তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এইরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীচূড়ামণিদাসের বর্ণনানুসারে **শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রপুরী** শ্রীমাধবেন্দ্রকে **কৃষ্ণমন্ত্র** প্রদান করেন। পুরীর শিষ্য 'পুরী' হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ 'পুরী' নহেন এবং কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসকও নহেন। সুধীগণের আলোচনা প্রসারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ের উক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। 'শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়' পুঁথির প্রামাণিকতা সুধীগণের বিচার্য্য।

---

১২৯ গৌ বি ১০৮ পৃষ্ঠা; ১৩০ ঐ ১৫ পৃষ্ঠা।

কামবীজ-কামগায়ত্রীতে গোপীজনবল্লভোপাসনা

যে সম্প্রদায়ে কামবীজ-কামগায়ত্রীতে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা নাই, সেই সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ী গুরু হইতে কি করিয়া শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার মন্ত্ররাজ পাওয়া যাইবে? শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু দশাক্ষর মন্ত্র পাইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ইহা জানা যায়[১৩১]—'তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু-নারায়ণ। করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥' শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রের ২য় অধ্যায়ে দশাক্ষর মন্ত্ররাজের বর্ণন ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে। গোপীজনবল্লভের মন্ত্রই দশাক্ষর মন্ত্র, তাহা 'দশাক্ষর গোপালমন্ত্র' নামেও অভিহিত। মধ্বাম্নায়ে সেই মন্ত্র প্রদত্ত হয় না। শ্রীনারায়ণমন্ত্র প্রদত্ত হয়। সুতরাং শ্রীপাদ মধ্ব গোপীজনবল্লভের উপাসক নহেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও নাটকে 'শিক্ষাগুরু' শব্দের ধ্বনি এই যে সকলেরই মহান্তগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—এই শিক্ষা দানের জন্যই সমষ্টিগুরু শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের ব্যষ্টিগুরু-স্বীকার-লীলা। বস্তুতঃ মূলনারায়ণ কাহারও শিষ্য নহেন। শ্রীকেশবভারতীর সম্বন্ধেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বশিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে। কেশবভারতীস্থানে তাহা কহে ছলে॥ * * * এত বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে। ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল।'[১৩২] শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেই জানা যায় শ্রীবাস-ভবনে ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সচন্দনতুলসী প্রদান করিয়া **দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে** শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপূজা করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈতাদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই পূজায় যোগদান করিয়াছিলেন।[১৩৩] এক্ষেত্রে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণলীলাকারী যিনি, তিনিই দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রের উপাস্য। অতএব তিনি স্বয়ং ভগবান। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র-প্রদান-লীলা এবং তাঁহার 'পুরী' সন্ন্যাস নাম হইতেই প্রমাণিত হয় যে

---

১৩১ চৈ না ১।৩৬, চৈ ভা ১।১৭।১০৭; ১৩২ চৈ ভা ২।২৮।১৫৪, ১৫৬—১৫৭; ১৩৩ ঐ ২।৯।৫০।

শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীঈশ্বর পুরী তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বের সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়েন নাই। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীপদ্যাবলীতে শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদের কৃত যে শ্লোক আহরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় শ্রীমৎপুরীপাদ শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম ও মুক্তিধিক্কারী ব্রজ-প্রেমের রসিক। "মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ। অস্মাকন্তু * * * শ্যামলধাম-নামজুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি"[১৩৪]—দ্বিজগণ ধ্যানধারণাদি, বেদান্তপাঠাদি, নির্জ্জনবনবাসাদি, তীর্থপর্য্যটনাদির দ্বারা মুক্ত হউন। আমাদের কিন্তু তাহা কাম্য নহে। শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীনামসেবা করিয়া আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক, ক্ষতি নাই। অন্য পদ্যে বলিয়াছেন,—'অস্মাকং কিল বল্লবী-রতিরসো বৃন্দাটবী-লালসো, গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু॥[১৩৫] বৃন্দাবনীয় গোপীগণের রতিই যাঁহার একমাত্র আস্বাদ্য রস এবং যিনি সেই লালসার বশেই বৃন্দাবনাসক্ত, সেই মহা ইন্দ্রনীলমণির কান্তিশালী কোনও অনির্ব্বচনীয় গোপ আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর ক্রীড়া করুন। এজন্যই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥[১৩৬]

---

১৩৪ পদ্যাবলী ১৮; ১৩৫ ঐ ৭৫; ১৩৬ চৈ চ ১।৯।১১-১২।

চতুর্দ্দশ প্রকাশ

অখিল-দর্শনদাতৃরূপে পরতত্ত্বসীমা

'যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্' *

'দৃশ্'-ধাতু ল্যুট প্রত্যয় করিয়া '**দর্শন**'-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। দৃশ্ ধাতুর অর্থ—অবলোকন করা, দেখা, প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। ল্যুট্ প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে হইলে কেবল অবলোকন, সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষীকরণ, অনুভব বা উপলব্ধি বুঝায়; আর করণবাচ্যে হইলে যে করণের বা সাধনের দ্বারা দেখা যায়, সাক্ষাৎকার করা যায়, অনুভব করা যায়, সেই সাধনকে বুঝায়। **'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'**[১]—'হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে।' এই শ্রুতিমন্ত্রে পরতত্ত্বের যে দর্শন বা সাক্ষাৎকারের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম—দর্শন। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'[২]—পরতত্ত্ব যাঁহাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, তিনিই পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হ'ন।

খিল ও অখিল দর্শন

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমহাভারত ও তদন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি-শাস্ত্র এবং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্র-বেদান্তদর্শন প্রকাশ করিবার পরও চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতে-ছিলেন না এবং নিজের দর্শনের অসম্পূর্ণতাই অনুভব করিতেছিলেন। ইহার কারণ শ্রীনারদকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলেন,—

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥[৩]

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ আবির্ভাব যে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান', তন্মধ্যে পূর্ণাবির্ভাব ভগবৎ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ এবং তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষদ্যোতিনী লীলা ও ভক্তি আপনি

---

* ভা ১।৫।৮; ১ বৃহদারণ্যক ২।৪।৫; ২ কঠ ১।২।২৩; ৩ ভা ১।৫।৮।

পরিব্যক্ত করেন নাই। যাহাতে ভগবানের যশোবর্ণন প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত নাই, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বেদান্তদর্শনে থাকিলেও সেই দর্শনশাস্ত্রকে আমি অসম্পূর্ণই মনে করি। সেই দর্শনকর্ত্তা স্বয়ং আপনিই যখন চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেছেন না ও নিজেকে অসম্পূর্ণ ('খিল') মনে করিতেছেন, তখন সেই দর্শনশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বিচার ও অনুশীলনকারিগণের চিত্তের প্রসন্নতা বা পূর্ণতা লাভ কিরূপে হইবে? বেদান্ত-দর্শনকর্ত্তা স্বয়ং আপনিই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।[৪] যদিও মহাভারতে বিশেষতঃ শ্রীগীতায় ভগবদ্‌যশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি তাহা ভগবদিতর কথার পরিশিষ্ট-রূপেই দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গেই সামান্যভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরম প্রাধান্য প্রদান করিয়া মুখ্যভাবে তাহা কীর্ত্তিত হয় নাই। কর্ম্মমীমাংসার সার্থকতা সম্পাদনের জন্য যেরূপ উহার পরিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন প্রচার করিয়াছেন, তদ্রূপ মহাভারতেও নানাপ্রকার ইতরকথার পরিশিষ্টরূপে কিঞ্চিৎ ভগবদ্‌যশঃ বর্ণন করিয়াছেন। এজন্য 'গীতা-দর্শন', 'বেদান্ত-দর্শন', ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াও আপনার দর্শন অসম্পূর্ণই রহিয়াছে।[৫]

শ্রীব্যাসের অখিলদর্শনের স্বরূপ

অতঃপর শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে ভক্তিযোগসমাধির দ্বারা শ্রীভগবানের লীলা স্মরণ করিয়া ('সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্')[৬] তাহা বর্ণন করিবার উপদেশ প্রদান করিলে শ্রীব্যাস—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥[৭]

ভক্তিযোগপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার অপাশ্রিত মায়াকেও দর্শন করিলেন। 'পূর্ণচন্দ্রের দর্শন' বলিলে যেরূপ চন্দ্রের কান্তি,

---

৪ ক্রমসন্দর্ভ ও সারার্থদর্শিনী ১।৫।৮; ৫ শ্রীবল্লভাচার্য্য-কৃত সুবোধিনীর (১।৫।৮) তাৎপর্য্য; ৬ ভা ১।৫।১৩; ৭ ঐ ১।৭।৪।

অংশ ও কলাসমূহেরও তৎসহিত দর্শন বুঝায়, সেইরূপ পরতত্ত্বের পূর্ণ দর্শনে কান্তি-স্বরূপ ব্রহ্ম ও অংশ-কলাস্বরূপ অবতারাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণদর্শন বুঝায়। যে ব্যক্তি সূর্য্য বা চন্দ্র দর্শন করেন, তিনি অবশ্যই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপদায়িনী শক্তি, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা-বিধায়িনী বা আনন্দদায়িনী শক্তিও অনুভব করেন, সেইরূপ শ্রীব্যাস-দেব 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'—এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বিচিত্রশক্তিসমন্বিত পূর্ণ-পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। মায়াকে 'তদপাশ্রয়া' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে 'মায়া' ভগবানের আশ্রিত হইলেও দাসীর ন্যায় নিকৃষ্টরূপে আশ্রিত ও দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত। স্বরূপশক্তি হইতেছেন বক্ষোবিলাসিনী প্রিয়তমা লক্ষ্মীস্বরূপা, ভগবানের সম্মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থিত।[৮] মায়া-কর্ত্তৃক জীবমোহন কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে বলিয়া মায়া লজ্জায় ও ভয়ে লুকাইয়া থাকে—ভগবানের দর্শনপথে আসিতে সাহস করে না।[৮]

পরতত্ত্বের অখিল বা পূর্ণদর্শন একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই যে লাভ হয় তাহাও বেদান্ত ও তদ্‌ভাষ্যকৃৎ স্বীয় আদর্শের দ্বারা প্রমাণ করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ॥
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥[৯]

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি দ্বারা যে যে পরিমাণে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, অঞ্জনপ্রযুক্ত চক্ষুর ন্যায় সেই সেই পরিমাণ সূক্ষ্মস্বরূপে 'বস্তু' (আমার স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-যাথার্থ্য) দর্শন করিতে সমর্থ হয়। যেরূপ অন্ধ হইতে একচক্ষুহীন কানার অধিক দৃষ্টিশক্তি, তাহা হইতে দুই চক্ষুমান ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টিশক্তি, তাহা অপেক্ষাও সিদ্ধাঞ্জনরসাঞ্জিত চক্ষুতে অধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তির প্রকাশ-তারতম্যে জীবের কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভবের তারতম্য হয়। মহাপ্রেমের আবির্ভাব ব্যতীত সুসূক্ষ্মতম দর্শন বা পূর্ণ মাধুর্য্যানুভব হইতে

৮ ক্রমসন্দর্ভ ১।৭।৪ ; ৯ ভা ১১।১৪।২৬।

পারে না। ইহাই পূর্ণ পুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবগীতায়[১০] স্বমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব বিচিত্রশক্তিসমন্বিত, নিখিলরসকদম্ব পরতত্ত্বসীমার যে দর্শন, তাহাই পূর্ণতম দর্শন। স্বপ্রকাশ পরতত্ত্ব অপ্রাকৃত স্বপ্রকাশ বস্তু। সূর্য্যের ন্যায় পরতত্ত্বের কৃপালোকে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তাঁহার দর্শন, আনুষঙ্গিকভাবে সর্ব্ববস্তুর দর্শন এবং দর্শনকারীরও আত্মদর্শন হয়।

জৈমিন্যাদির 'খিল দর্শন'

শ্রীভগবানের আংশিক শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া জৈমিন্যাদি দার্শনিকগণ যে সকল দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে পরতত্ত্বের সম্যক্ দর্শন প্রকাশিত হয় নাই; বরং তাহাতে পণ্ডিতলোকেও বিভ্রান্ত হইয়াছে। 'বিমোহিতাত্মভি**র্নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে**'[১১]—মায়ার দ্বারা বিমোহিতচিত্ত এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নানাদর্শন-শাস্ত্রাদির দ্বারা তত্ত্বনিরূপণ করিয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীযমরাজ বলিয়াছেন—

> বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্।
> মহদপি সুবিচার্য্য লোকতন্ত্রং, ভগবদুপাস্তিমৃতে ন সিদ্ধিরস্তি॥[১২] *

ফণী (যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্জলি), কণাদ (বৈশেষিক-দর্শনকার), শঙ্কর-মত (পাশুপত বা রুদ্রোক্ত প্রাচীন মায়াবাদ-শাস্ত্রসমূহ), দশবল (বৌদ্ধমত), পঞ্চশিখ (সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা পঞ্চশিখের মত অর্থাৎ সাংখ্যমত), অক্ষপাদ (ন্যায়-দর্শনকার গৌতম), শ্রেষ্ঠ-লোকতন্ত্র (লোকরঞ্জক স্বর্গাদি-কামনাপূরক পূর্ব্বমীমাংসা-

---

১০ ভা ১১।১৪।২০-২৬; ১১ ঐ ৮।১৪।১০।

১২ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৭১ অনু-ধৃত শ্রীনৃসিংহ-পুরাণ-বাক্য ৯।৭(২য় সং বোম্বাই, ১৯১১খ্রী)।

* (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষমা, (৪) বীর্য্য, (৫) ধ্যান, (৬) প্রজ্ঞা, (৭) বল; (৮) উপায়; (৯) প্রণিধি ও (১০) জ্ঞান—বুদ্ধের এই দশটি বল ছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'দশবল'। 'সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা মুনির নামই পঞ্চশিখ। ঈশ্বর-কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার ৭০ শ্লোকে লিখিত আছে—কপিল আসুরিকে ও আসুরি পঞ্চশিখকে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করেন। এই পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচারিত হয়।'—শ্রীবামনপুরাণ, ৫০শ অধ্যায় এবং শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

শাস্ত্র অথবা লোকায়ত চার্ব্বাকমত, অথবা লৌকিকশাস্ত্রসমূহ) উত্তমরূপে বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে, শ্রীভগবানের উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না।

ষড়্দর্শনের পরম পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপোদ্ভাসিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥[১৩]

আমি কণাদের মত (বৈশেষিক মত) জানিয়াছি, আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়-দর্শনের সহিত পরিচিত আছি, মীমাংসাশাস্ত্র (জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা) শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের পথও আমার বিজ্ঞাত, পতঞ্জলির যোগদর্শনেও আমার বুদ্ধি বিস্তৃত আছে, বেদান্তশাস্ত্রও আমি বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দ-নন্দনের কোন মুরলীমাধুর্য্য-প্রবাহ স্ফুরিত হইয়া সবেগে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপালাভ করিবার পর শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহোদয় বলিয়াছেন,—মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ। সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ॥ ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥ পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর স্বরূপ-জ্ঞান। বেদমতে কহে—তেঁহো স্বয়ং ভগবান॥ ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন। সেই সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত-বর্ণন॥ বেদান্ত মতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ। নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত' সগুণ॥ পরম কারণ ঈশ্বর—কেহো নাহি মানে। স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে। তাতে ছয়দর্শন-হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন' যেই কহে, সে-ই 'সত্য' মানি॥ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য

১৩ পদ্যাবলীধৃত ৯৯ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত শ্লোক।

তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার। তেঁহো যে কহেন বস্তু সে-ই তত্ত্ব সার॥[১৪]

নির্ব্বিশেষ বেদান্তদর্শন ও অখিলবেদান্ত দর্শন

জৈমিনি, কপিল, গোতমাদি ঋষি-মুনি-প্রচারিত দর্শনসমূহের কথা আর কি? সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রীশঙ্করের ব্যাখ্যাত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবিচারমূলক বেদান্তদর্শনও 'খিল' অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। কারণ তদ্দ্বারা পরতত্ত্বের পূর্ণ সন্তোষবিধান হয় না—তদ্দ্বারা অখিলশক্তিসমন্বিত, অখিলরসস্বরূপ, অখিল পরতত্ত্বের সীমার দর্শন পাওয়া যায় না। যখন অখিলরসস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় দর্শন প্রকট করেন, একমাত্র তখনই 'অখিল-দর্শন' আবিষ্কৃত হয়। কলিদোষে সেই অখিল-দর্শন লোকচক্ষে আবৃত হইলে সেই অখিলরসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই কলির প্রথম সন্ধ্যায় গৌড়দেশে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে উদিত হইয়া স্বীয় অখিলদর্শন পুনঃ প্রকট করেন এবং ব্রহ্মসূত্রকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আবিষ্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত—যাহা বেদান্ত দর্শনের অখিল (পূর্ণ) ও অকৃত্রিম ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাহা স্বচরিতে, স্বলীলায় ও স্বদর্শনে প্রচার করেন। নিজ-জন শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি দ্বারা 'খিল'-দর্শনসমূহেরও ব্যতিরেকভাবে প্রচার করাইয়া এবং স্বয়ং সেই দর্শনের 'শ্রোতা'র অভিনয় করিয়া তাহাতে যেসকল ন্যূনতা থাকায় ভগবত্তোষণ হয় না, তাহাও পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন। ষড়্দর্শন শুষ্কতর্কবিচারমূলক এবং ন্যূনাধিক ভুক্তি-মুক্তি-কৈতবযুক্ত—তাহা নীরস। কিন্তু অখিলরসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে অখিলরসময় দর্শন স্বচরিতে লীলায়িত ও রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফল—সর্ব্ব-বেদান্তসারস্বরূপ। তাহা একমাত্র স্বয়ং ভগবানের অবদান, অপরের প্রদেয় নহে। এজন্য তাহা তাঁহার কোন অংশাংশ-তত্ত্বের শক্তিতে আবিষ্ট ঋষি-মুনি বা রুদ্রাদির স্ববুদ্ধি-পরিকল্পিত আংশিক দর্শনের পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। তাহা ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ও সর্ব্বমুনি-ঋষিসঙ্ঘ-বাঞ্ছিত ও পরম-মুক্তকুলোপাসিত অখিল সিদ্ধান্ত ও রসসীমার

---

১৪ চৈ চ ২।২৫।৪৯ ৫৭।

আকর। ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত। ইহাতে শক্তি ও শক্তিমানে, ভাবে ও রসে, দর্শনে ও রসে সর্ব্বত্রই অচিন্ত্যভেদাভেদ।

অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত

স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অভেদেও ভেদ, আবার ভেদেও অভেদ। এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ অর্থাৎ সমকালে সত্য ও নিত্য এবং শ্রুতার্থপত্তিপ্রমাণ বা শব্দপ্রমাণগম্য বলিয়া অচিন্ত্য।* মূলশক্তিরূপা অংশিনী শ্রীরাধার সহিত মূল শক্তিমান বা অংশী শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ নিত্য প্রকটিত থাকায় সমস্ত (মায়া, জীব ও স্বরূপ-) শক্তিতত্ত্বের সহিত শক্তিমত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধটিও নিত্য। অতএব ভাব ও রসের মধ্যেও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ নিত্য। শ্রীরামানন্দপাদকৃত **'পহিলহি রাগ'** গীতির[১৫] **'না সো রমণ, না হাম রমণী'**—এই পদটির মধ্যে পরতত্ত্বের পরমস্বরূপের লীলারসমাধুর্য্যের প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা—প্রীতির চরম স্তর অধিরূঢ়মহাভাবস্বরূপা মোহনমাদন-দশান্বিতা শ্রীরাধার সহিত শ্রীশ্যামের (রসরাজ ও মহাভাব উভয় মিলিত স্বরূপের) যে সম্বন্ধ ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, তাহাতেই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের পর্য্যাপ্তি। মহাভাবসুবলিত রস-সাক্ষাৎকারই শ্রীচৈতন্যের দর্শন।

কোন প্রমাণসিদ্ধ কার্য্যের অন্য কোনও প্রকারে উপপত্তি (সমাধান, সিদ্ধি) হয় না বলিয়া অগত্যা যে জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাকেই 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর' বলা য়ায়। প্রত্যেক ভাব-বস্তুতে যে শক্তি আছে, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; যেহেতু শক্তিমাত্রেরই এই প্রক্যর স্বভাব লোকসিদ্ধ। এই কারণে ব্রহ্মে যে সকল শক্তি আছে, তাহা সকলই অচিন্ত্যজ্ঞান-

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ৪।১৭।৩৩—'তস্মৈ সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে, নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে॥', ভা ৩।৩৩।৩—'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ,' বিষ্ণুপুরাণ ১।৩।২—'শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরাঃ।', ব্র সূ ২।১।২৭—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ', ঐ ২।১।২৮—'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণমূলে 'অচিন্ত্য' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। (ভগবৎসন্দর্ভ ১৪, ১৫ অনু)।

১৫ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ১৩।৪৬; শ্রীচৈ নাটক ৭।১৪, চৈ চ ২।৮।১৯৩।

গোচর। যে জ্ঞান কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ অনুভবসিদ্ধ সত্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও থাকিতে পারা যায় না, তাহাই 'অচিন্ত্যজ্ঞান' বা 'অর্থাপত্তি-জ্ঞান'। শ্রুতির প্রমাণবলে নিশ্চিত হইয়াছে, 'ব্রহ্মে ও জীবে, শক্তিমানে ও শক্তিতে অভেদ'। আবার শ্রুতির উপদেশ (আপ্তোপদেশ) শ্রবণ করিয়াই জানা গিয়াছে,—'ব্রহ্মে ও জীবে ভেদ: শক্তিমানে ও শক্তিতে ভেদ'। সুতরাং অব্যভিচারী প্রমাণের আপাতবিরুদ্ধ দুইটি উক্তির অর্থাৎ 'দেবদত্ত গৃহে আছেন ও নাই', 'শক্তিমানে ও শক্তিতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ'—এই সত্যদ্বয়ের কিভাবে সঙ্গতি হইতে পারে, তাহা অব্যভিচারী প্রমাণ-মূলক শ্রুতির অর্থের (তাৎপর্য্যের) আপত্তি (কল্পনা) দ্বারাই নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এই কল্পনা শব্দ-মূলক, শব্দ-প্রমাণের ন্যায় 'বাস্তব সত্য'। বিশেষতঃ শব্দ-প্রমাণ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭ শঙ্করভাষ্য-সহিত ; শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদি) যেখানে স্পষ্টভাষায় শ্রুতির ঐরূপ সমকালীন ভেদ ও অভেদকে (শক্তি ও শক্তিমানে) 'শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর' বা 'অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচর' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন আর জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা অথবা কোন ঋষি বা মহামানবের স্বকপোল-কল্পনার কোন অবকাশই থাকে না।

সর্ব্বসমন্বয়কারী ভাগবতদর্শন-প্রকাশে পরতত্ত্বসীমা

ব্রহ্মসূত্রের (২।১।১১) প্রমাণানুসারে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-হেতু ভেদবাদে ও অভেদবাদে অসংখ্য দোষ আছে। শক্তি ও শক্তিমানে কেবল-ভেদ ও কেবল-অভেদ উভয় সাধনই দুষ্কর বলিয়া এবং যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সাধনের সঙ্গতিও একমাত্র পর-তত্ত্বের অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা ও শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণ ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া শ্রীজীবপাদ ভেদাভেদবাদ-সিদ্ধান্তে 'অচিন্ত্য' শব্দ স্বীকার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে, তথা ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তাচার্য্যগণের মতে যে ভেদাভেদ-বাদ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা তর্কমূলক ; সুতরাং খণ্ডনযোগ্য ও পরস্পর সঙ্গতি-বিহীন। আবার মায়াবাদিগণের যে কেবল অভেদবাদ, তাহাতেও ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র, তথায় মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করায় (অবশ্য সদসদ-

নির্ব্বচনীয়ত্বের অন্তরালে) মতবাদ আর 'অদ্বৈত' থাকে নাই। ব্রহ্মের 'উভয়-লিঙ্গ' অর্থাৎ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তা স্বীকারেও অদ্বৈতব্রহ্ম দ্বিধাভাবগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন এবং উহা শব্দ-প্রমাণের দ্বারাও সমর্থিত নহে ; উহা তর্কপর স্বকপোল-কল্পনা মাত্র। অন্যদিকে গোতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে ; তাহাও বেদান্তসম্মত সিদ্ধান্ত নহে এবং তাহা তর্কপর। শ্রীরামানুজ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ স্বীকার করেন ; শ্রীমধ্ব তত্ত্বমধ্যে অত্যন্তভেদ স্বীকার করেন। অতএব শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব উভয়েরই মতবাদ 'ভেদবাদ' বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু মহাপ্রভুর দর্শনে পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিত্ব এবং এবং শক্তি ও শক্তিমানে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। পরতত্ত্বের স্বরূপ হইতে তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না ; আবার স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না ; সুতরাং ভেদ ও অভেদ উভয় প্রতীতিই চিন্তাগম্য নহে ; উহা কেবল শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য। অতএব, শক্তি ও শক্তিমানে যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত তাহা 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণগম্য।[১৬]

শ্রীমদ্ভাগবত, ঋগ্‌বেদ ও বৃহদারণ্যকের সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি

বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব ও লীলা শক্তিমত্তত্ত্ব ও শক্তির অচ্ছেদ্য অপ্রাকৃত একপ্রাণতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। শক্তিমান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বা আত্মারাম হইয়াও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী চিচ্ছক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। কি দার্শনিক তত্ত্বে, কি লীলারসের মধ্যে, শক্তি ও শক্তিমানের এই যুগলিত-স্বরূপের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ সর্ব্বত্র বিলসিত রহিয়াছে। ইহা প্রাচীতম ঋক্ তথা শ্রুতির মন্ত্রমঞ্জরীর অস্ফুট কাকলির মধ্যেও সেবোন্মুখ কর্ণপথের পথিক হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, অদ্বিতীয় আত্মা আদিতে সন্মাত্ররূপে একাকী অবস্থান করিয়া আদৌ আনন্দিত হইলেন না। তিনি রমণ করিতে পারিলেন না। কারণ একক

১৬ ভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী', ৩৭ পৃঃ ও পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী, ১৪৯ পৃঃ (ব সা প সং)।

অবস্থায় (স্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত) একাকী রমণ হয় না ; তিনি দ্বিতীয় সঙ্গী ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে আত্মভাব, তাহা যেন স্ত্রী-পুরুষের গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি একীভূত ভাব। তিনি সেইরূপ আত্মাকে দুইভাগে ব্যক্ত করিলেন। তাহা হইতে তাহার পতি ও পত্নী-স্বরূপ (শক্তিমৎস্বরূপ ও স্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তি) প্রকাশিত হইল। তিনি স্বরূপে থাকিয়াই অমোঘ সঙ্কল্পের দ্বারা চিল্লীলা-মিথুনরূপে প্রকটিত হইলেন। এই জন্যই তাঁহার স্বরূপ দ্বিদল-বীজের ন্যায়, এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। এই আকাশ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশ পরতত্ত্ব স্বরূপানুবন্ধিনী স্বরূপশক্তির দ্বারা পূর্ণস্বরূপ। 'স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব'।[১৭]

শ্রীচৈতন্য অখিলদর্শনের মূর্ত্তবিগ্রহ

শ্রুতির সেই একীভূত চিল্লীলা-মিথুনতত্ত্বটি রসাস্বাদনপূর্ণতার জন্য দুইটি পৃথক্ নিত্যসিদ্ধ দেহে বিলাস করেন, আবার দুইটি পৃথক্ দেহে রসাস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব হয় না বলিয়া এবং দুই দেহে রসাস্বাদনে যে আস্বাদনপূর্ত্তি অবশেষ থাকে, তাহা একীভূত দেহ ব্যতীত আস্বাদিত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের সেই নিত্যসিদ্ধ দুই দেহ মিলিত হইয়া এক নিত্যসিদ্ধস্বরূপে প্রকটিত হন। রসাস্বাদন পূর্ণতার নিমিত্ত শক্তিমান ও স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির যেরূপ নিত্যসিদ্ধ পৃথক্ তনু নিত্যকাল বিরাজমান, তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমানের মিলিত নিত্যসিদ্ধ একীভূত তনুও নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। এই ভাবে উভয় রূপের লীলাতে রসাস্বাদনের পূর্ণতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী যেমন অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ মিলিতবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তদ্রূপ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান।

১৭ বৃহদারণ্যক ১।৪।৩।

শ্রীমদ্ভাগবত-দর্শনে সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত শ্রীভাগবতদর্শনে বিজ্ঞানসম্মত অখিল-শাস্ত্র-সমন্বয় এইরূপে দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল প্রহ্লাদমহারাজের উক্তি[১৮]—

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ, ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥

'ধর্ম্ম', 'অর্থ', ও 'কাম' নামে অভিহিত ত্রিবর্গ এবং তাহার অর্থস্বরূপ ঈক্ষা (আত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (কর্ম্মবিদ্যা), নয়, দম, তর্ক, দণ্ডনীতি, অর্থনীতি—এই বেদ ও বেদানুগ অখিলশাস্ত্রই আত্মসুহৃৎ ('বন্ধুর্গুরুরহং সখে')[১৯] পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণের সাধন যদি হয়, তবেই সকলই সত্য মনে করি। শ্রীভগবৎপর হইলেই পরমসত্য নতুবা সকলই অসত্য।

চতুর্ব্বেদশিখায় উক্ত হইয়াছে—সকল বেদের দ্বারা পরমদেব শ্রীকৃষ্ণই জিজ্ঞাস্য। সুতরাং তাহাতেই সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয় যুক্তিযুক্ত হয়। সেই সমন্বয় এই প্রকার—বেদ দুই প্রকার—মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রও দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠ ও দেবতান্তরনিষ্ঠ; তন্মধ্যে ভগবন্নিষ্ঠ, যেমন—পুরুষ সূক্ত, বিষ্ণুসূক্ত প্রভৃতি সাক্ষাদ্ভাবেই ভগবৎপর এবং সূর্য্যাদি দেবতানিষ্ঠ মন্ত্রগুলি যজ্ঞাদি কর্ম্মের ও সেই সেই দেবতার উপাসনার অঙ্গরূপে ভগবৎপর। যেহেতু 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' যজ্ঞই বিষ্ণু, সূর্য্যাদিদেবগণ বিরাট্পুরুষের অঙ্গ।

অনন্তর 'ব্রাহ্মণ'-ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপে তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্মগুলি জড়, অতএব তাহাদের নিজেদের ফল প্রদানের শক্তি নাই, ভগবানই সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাতা; সুতরাং 'কর্ম্মকাণ্ড' ভগবৎপর, আর উপাসনাকাণ্ডোক্ত ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্যাদি আধিকারিক দেবগণ ভগবানের নিযুক্ত দাস—এই বিধি অনুসারে তাঁহাদের উপাসনাও ভগবৎপর হইতেছে।

জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষদ্ভাগ 'ব্রহ্ম'তত্ত্ব-প্রতিপাদক ও 'ভগবৎ'তত্ত্ব-প্রতিপাদকরূপে যদিও দ্বিবিধ তথাপি একই 'জ্ঞানকাণ্ড' বলিবার উদ্দেশ্য

---

১৮ ভা ৭।৬।২৬; ১৯ ভা ১১।১৯।৪৩।

'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' উভয়ই 'চিৎ'স্বরূপ—কর্ম্মের ন্যায় জড় নহে। তবে যে সাধারণতঃ কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানেই 'জ্ঞান' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার কারণ—যেমন, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ উভয়েই কুরুবংশজাত হইলেও কেবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকেই 'কৌরব' বলা হয় এবং পাণ্ডুপুত্রগণকে বিশেষ আখ্যায় 'পাণ্ডব' বলা হয়, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভবকে 'জ্ঞান' ও সবিশেষ ভগবৎ-তত্ত্বের অনুভবকে বিশেষ আখ্যায় 'ভক্তি' বলা হয়। তন্মধ্যে সবিশেষ ভগবৎতত্ত্ব-প্রতিপাদক উপনিষদ্ভাগ সাক্ষাদ্ভাবে ভগবৎপর এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্ভাগও ভগবত্তত্ত্বেরই বিশেষণ-রূপ শক্তির পরিচয় না দিয়া কেবল সামান্যাকারে বিশেষ্যরূপ স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন—অতএব তাহাও ভগবৎপর।—ইহাই **সর্ব্ববেদসমন্বয়।**

এক্ষণে বেদের শিক্ষা-কল্প-প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গও যে ভগবদুপাসনার সহায়করূপে ভগবৎপর তাহাই বলা হইতেছে—বেদের মধ্যে যে সকল বিষ্ণুসূক্ত ও পুরুষসূক্ত আছে, তাঁহাদের উচ্চারণের জন্য হস্তচালন এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত ও উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ইত্যাদি স্বর জানিবার জন্য শিক্ষারূপ বেদাঙ্গের প্রয়োজন। ভগবদুপাসনার মধ্যে কোন্ কার্য্যটি পূর্ব্বে এবং কোনটি পরের কর্ত্তব্য—তাহা জানিবার জন্য 'কল্প', শব্দ সাধনের জন্য 'ব্যাকরণ', পদের 'অর্থ' জ্ঞানের জন্য 'নিরুক্ত' (বৈদিক কোষশাস্ত্র), শ্রীবিষ্ণুর মহোৎসবাদির সময় জ্ঞানের জন্য 'জ্যোতিষ' এবং মন্ত্রের উচ্চারণকালে মধ্যে মধ্যে বিশ্রামাদির জ্ঞান লাভের জন্য ছন্দঃশাস্ত্র ভগবদুপাসনার সহায়ক; অতএব ভগবৎপর—ইহা **সর্ব্ববেদাঙ্গসমন্বয়।**

অনন্তর বেদানুগত অপরাপর শাস্ত্র—ষড়্দর্শন, উপবেদ-চতুষ্টয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা যে যে কারণে ভগবৎপর তাহা বলা হইতেছে—তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনিদর্শন বেদের কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য অবধারণের জন্য এবং উত্তরমীমাংসা বেদান্তদর্শন ব্যাসসূত্র জ্ঞানকাণ্ডের তাৎপর্য্য জ্ঞানের জন্য; গোতমের 'ন্যায়' দর্শন—এই জগতের কর্ত্তৃরূপে (নিমিত্তকারণ) যে ঈশ্বর আছেন—তাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারাও জানিবার জন্য; কণাদ ঋষির 'বৈশেষিক' দর্শন—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম জড় বস্তু হইতে ভিন্ন যে জ্ঞানাধার চিদ্বস্তু আত্মা আছেন তাহা যুক্তিতর্কের

সাহায্যেও জ্ঞানলাভের জন্য ; কপিল মুনির 'সাংখ্যদর্শন'—ভগবানের মায়াশক্তি প্রকৃতি হইতে জাত 'মহৎ' অহঙ্কার, সত্ত্ব রজঃ তমো গুণত্রয় এবং তজ্জাত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত ইত্যাদি অচিদ্ জড়বস্তুর সূক্ষ্ম বিভাগ ও কার্য্যসকল জানিবার জন্য ; পতঞ্জলির 'যোগদর্শন'—ঈশ্বরের উপাসনার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের উপাসনার কোন উদ্দেশ নাই। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও তাহাতে কেবল পদার্থজ্ঞানের দ্বারা স্বীয় আত্মার পাষাণকল্প মুক্তিই প্রয়োজন। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আত্মার পরম বস্তু লাভের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল বিভিন্ন কারণে বেদানুগত **ষড়্দর্শনের** ভগবৎপরতা হওয়ায় **ভগবানেই সমন্বয়।**

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা—এই ত্রিবিধ উপদেশই বিদ্যমান ; এজন্য স্মৃতিশাস্ত্র বেদের কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের সহায়করূপ ভগবৎপর।

কাব্য, অলঙ্কার, কামশাস্ত্র, পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্র, নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতি গন্ধর্ব্বশাস্ত্র, কলাবিদ্যা—শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য্যানুভবে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ; 'নীতি'শাস্ত্র ও 'শিল্প'শাস্ত্র ভগবৎসেবাচাতুর্য্য লাভের জন্য, আয়ুর্ব্বেদ—ভগবদুপাসনার প্রতিবন্ধক দৈহিক রোগাদি এবং ধনুর্ব্বেদ—উপাসনার বিঘ্নকারী চোর, দস্যু, খল, দুষ্ট রাক্ষসাদির উপদ্রব নিবারণের দ্বারা ভগবৎপর। সুতরাং এইভাবে সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়—**শ্রীভগবানে সম্বন্ধ—আত্মা-পরতত্ত্বনিরূপণ দ্বারা, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কর্ত্তব্য—অভিধেয় ভক্তিতে এবং চরম প্রয়োজন—প্রেমভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।**[২০]

---

২০ শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ১০৬ অনুচ্ছেদ (৮৬—৮৭ পৃষ্ঠা) এবং শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী ৫০-৫১ পৃষ্ঠা। (শ্রীমৎপুরীদাস-সং)।

সর্ব্বদর্শনসমন্বয়কারী সার্ব্বভৌম ভাগবত-দর্শন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চিত 'অখিল' শ্রীভাগবতদর্শনে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তত্ত্ব এক ব্যতীত দুই নহে; সেই অদ্বয়পরতত্ত্বের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি—(১) স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি, (২) তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি, (৩) বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধি-শক্তি-বৈচিত্র্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক ও সার্ব্বভৌম 'সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত' অর্থাৎ কোন পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের আনুকরণিক মতবাদ নহে; পরন্তু বেদান্তের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন দার্শনিক ও বেদান্ত-ভাষ্যকার আচার্য্যবৃন্দের 'খিল' মতবাদ-সমূহের সম্পূর্ণতা ও সুসমন্বয়বিধানকারী।

'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে' স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ন্যায় 'স্বতন্ত্র' ও 'অস্বতন্ত্র' দুইটি তত্ত্বের স্বীকৃতি নাই। শ্রীনিম্বার্কের মতে ঈশ্বর—স্বতন্ত্র তত্ত্ব, জীব ও প্রকৃতি—অস্বতন্ত্র তত্ত্ব; কিন্তু অস্বতন্ত্র তত্ত্বের সত্তা স্বতন্ত্র তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। শ্রীনিম্বার্কের মতে শ্রীপুরুষোত্তমের সত্তা—জীবের ও প্রকৃতির সত্তা হইতে অতিরিক্ত। শ্রীমধ্বাচার্য্যও জীব ও ব্রহ্মকে দুইটি পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—"জীব ও প্রকৃতিকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিলে অদ্বয়তার হানি হয়, কিন্তু উহাদিগকে শক্তিরূপে বিচার করিলে অদ্বয়তত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যতার উপরই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত। শক্তিমান হইতে শক্তিকে পৃথক করা যায় না বলিয়াই শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। বস্তু—'বিশেষ্য,' আর বস্তুশক্তি—'বিশেষণ'; 'বিশেষণ'-যুক্ত বিশেষ্যই বস্তু।" প্রশ্ন হইতে পারে,—বিশেষ্য ও বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু হয়, বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে—শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে যদি পৃথকই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথগ্‌ভাবে শক্তিকে স্বীকার করারই বা আবশ্যকতা কি? শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যানুচর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—'ইহা বেদান্তিগণের মত নহে; কারণ বস্তু থাকা সত্ত্বেও মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদির প্রভাবে শক্তিকে মাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়; হাত না পুড়িলেও আগুন দেখা যায়। সুতরাং অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্

নামে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত, যদিও তথায় বস্তু বা তত্ত্ব দুইটি নহে। স্বাভাবিকী শক্তির বিচিত্রতার দ্বারা শক্তিমানের অদ্বয়ত্বের ব্যাঘাত হয় না। এজন্য স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার 'ভেদ', আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া 'অভেদ'। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের 'ভেদাভেদ' স্বীকৃত এবং তাহা 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ তর্কযুক্তির অগম্য হইলেও শাস্ত্রগম্য। ''অচিন্ত্যভেদাভেদ'-দর্শনে ব্রহ্মের কোনরূপেই ভেদ স্বীকার নাই। 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী' শ্রীরামানুজ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মকে 'অদ্বয়তত্ত্ব' বলেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরের সহিত জীব ও প্রকৃতির ভেদ নাই, কিন্তু তত্ত্বটি বিশেষণ-বিশিষ্ট ; চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ) ব্রহ্মের 'বিশেষণ' ; অর্থাৎ শ্রীরামানুজের মতে কেবল জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, কিন্তু গৌড়ীয়দর্শনে ব্রহ্মের সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের বিশেষণ। শ্রীরামানুজাচার্য্য শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শক্তি ও শক্তিমানের 'কেবলভেদ' স্বীকার করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতে চিৎ ও অচিদ্‌ব্রহ্মের 'স্বগত-ভেদ' ; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মের কোনরূপই 'ভেদ' স্বীকার করেন না। অতএব কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, কি কেবলভেদবাদী শ্রীমধ্ব, কি স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী শ্রীনিম্বার্ক—সকল বৈষ্ণবাচার্য্যের মত হইতেই গৌড়ীয়দর্শনে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব-স্থাপন ও তৎপ্রসঙ্গে শক্তি-বিচারের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর শ্রীজীবপাদ শ্রীমধ্বের ন্যায় জীব ও ঈশ্বরকে দুইটি নিত্যসিদ্ধ পৃথক 'তত্ত্ব' বলেন নাই। সুতরাং শ্রীমধ্ব যেভাবে ঈশ্বর হইতে জীবের তত্ত্বতঃ 'অত্যন্ত-ভেদ' স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীজীবপাদ সেভাবে 'অত্যন্ত-ভেদ' স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তি ও শক্তিরূপেই পরমাত্মার অংশ—যথা অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ ; অগ্নিত্বে উভয়েরই অভেদ, কিন্তু পরিমাণাদিতে উভয়ের ভেদ ; তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য

শ্রীমধ্বাচার্য্য 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে' (১১।৭।৪৭) 'ব্রহ্মতর্ক'-শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা

'অচিন্ত্যভেদাভেদ' প্রচার করিয়াছেন, শ্রীজীবপাদ সেই আকর হইতেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের সন্ধান পাইয়াছেন[২১]—এইরূপ মতবিশেষ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ঈশ্বরে ও জীবে এবং ঈশ্বরে ও জগতে যে সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই দার্শনিক বাদ স্থাপিত হয়। শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-(১১।৭।৪৯) ধৃত ব্রহ্মতর্কের উক্তিতে যে 'ভেদাভেদ' শব্দটি আছে তাহা ঈশ্বরে ও জীবে বা ঈশ্বরে ও জগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞাপক নহে। কারণ উক্ত প্রমাণের শেষে সুস্পষ্টই লিখিত আছে,—'**ভেদাভেদৌ তদন্যত্র** হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ। কার্য্যকারণয়োশ্চাপি **নিমিত্তং কারণং বিনা**।' এই উক্তির প্রমাণে শ্রীমধ্বাচার্য্য অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মসূত্র (২।১।২৯; ২।১।৩১; ২।১।৩৮) ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীজীবপাদ পরমাত্মসন্দর্ভের সর্ব্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন,—বিশিষ্ট কোন বস্তু-বিষয়ে কার্য্য-কারণে ও জাতি-ব্যক্তিতে ভেদাভেদবাদ ভাস্করাচার্য্যাদি স্থাপন করিয়াছেন। **শ্রীমধ্বাচার্য্যও** সেই প্রকার **নিমিত্তকারণ (ব্রহ্ম) ব্যতীত উপাদান কারণের সহিত কার্য্যের** এবং সেইরূপ বিশিষ্ট বস্তু অপেক্ষায় **ভেদাভেদবাদ** স্থাপিত হইতে পারে, ইহা **ব্রহ্মতর্কের বাক্যের প্রমাণে দেখাইয়াছেন।** বস্তুতঃ উহা **ব্রহ্মের সহিত জীবের বা জগতের সম্বন্ধ-জ্ঞাপক ভেদাভেদবাদ নহে।** তাহা ব্রহ্মতর্কের বাক্যেরই 'ভেদাভেদৌ তদন্যত্র' এবং 'নিমিত্তং কারণং বিনা' বাক্যের দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাপিত হইতেছে। উক্ত ব্রহ্মতর্কের প্রমাণের দ্বারা শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিতেছেন,—শ্রীভগবৎস্বরূপে (১) পৃথক্ গুণের, পৃথক্ অবয়বের অভাববশতঃ, (২) গুণ ও গুণী, অবয়ব ও অবয়বী উভয়ের নিত্যতাবশতঃ এবং (৩)

---

২১ এই মতবিশেষের মূল অনুসন্ধানে জানা যায়, এই দীন লেখক তৎসঙ্কলিত 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' নামক গ্রন্থে (২৬১-২৬৩ পৃষ্ঠায়, ১৯২৯ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত) শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির প্রচলিত প্রবাদ-সমর্থনে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মতর্কের উক্ত বাক্যটি উদ্ধার করে। তৎপূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বা অন্য কেহই উহা উক্ত তাৎপর্য্যে উদ্ধার বা ব্যবহার করেন নাই। পরে অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' ও 'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থে এই দীন লেখক এই মত পরিহার করে। —সম্পাদক।

অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী ইত্যাদিতে নিত্য অভেদ হইয়াও ভেদব্যবহার হয়, বস্তুতঃ সকলই অভেদ। কিন্তু **নিমিত্তকারণের (পরমেশ্বরের) সহিত কার্য্যের (জগতের)** অভেদ-সম্বন্ধ নহে, সে স্থানে **কেবলভেদ**। শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ, কখনই উপাদান-কারণ হইতে পারেন না (শ্রীমধ্বভাষ্য ও তত্ত্বপ্রকাশিকা ১।৪।২৭)। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য শক্তিপরিণাম-বাদও স্বীকার করেন না। সুতরাং তৎকৃত দ্বৈতবাদে ব্রহ্মের সহিত জগতের অত্যন্তভেদ অনিবার্য্য ; তাঁহার মতে পঞ্চভেদ অনাদি ও সর্ব্বাবস্থায় নিত্য। 'পঞ্চভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যশঃ'।[২২] 'সোঽয়ং সত্যো হ্যনাদিশ্চ আদিশ্চেন্নাশ-মাপ্নুয়াৎ'[২৩]পঞ্চভেদ সত্য ও অনাদি ; যদি উহার আদি (উৎপত্তি) থাকিত, তাহা হইলে বিনাশশীল হইত, উহা কখনও বিগত হয় না।

শ্রীমধ্ব কোনক্রমেই ভেদাভেদবাদী নহেন

শ্রীমধ্ব ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন,—'যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ গীয়তে। অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং **ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ**'॥[২৪]বেদে শ্রীহরিই পুত্র, ভ্রাতা, সখা, পতি এইরূপ বিভিন্ন নামে গীত হয়েন। শ্রীহরি এইরূপে জীবের সহিত ভিন্ন ও অভিন্নরূপে গীত হয়েন বলিয়া ভেদকেই অঙ্গীকার করিয়া 'অভেদ'-স্থানে 'অংশ' বুঝিতে হইবে। যদি বল, 'ভেদাভেদ' স্থাপন করিলে ত' উভয় শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে ; তাহা নহে, সাক্ষাদ্ভাবে ভেদ ও অভেদ এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ মধ্যে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কেবল পরমেশ্বরেই বিরুদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে—মূলরূপী ভগবানের সহিত তাঁহার স্বরূপাংশের, বিষ্ণুর দেহের সহিত দেহীর, গুণের সহিত গুণীর নিত্য অভেদ সত্ত্বেও ভেদ-ব্যবহার-রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় হয় ; তথায়ই যুক্তিবিরোধ হয় না। সর্ব্বশক্তিমানের অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা সকলই তাহাতে সমন্বিত হয়, কিন্তু জীব ও জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহা এই নহে। 'এতচ্ছ্রুতিদ্বয়েন জীবেশয়োর্ভেদাভেদাবুচ্যেত, ন চাপরশ্রুতি-

২২ ম ভা তা ১।৭০-৭১ ; ২৩ বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয় ; ২৪ ব্রহ্মসূত্রমধ্বভাষ্য ২।৩।৪৩।

বিরোধো যুক্তঃ, ন চ সাক্ষাদ্ভেদাভেদাবুপপন্নৌ বিরোধাৎ, অতঃ শ্রুতিদ্বয়ান্যথানুপপত্ত্যা **ভেদমঙ্গীকৃত্যা ভেদস্থানেঽংশত্বং** বক্তব্যমিতি ভাবঃ'।[২৫] ভেদপর ও অভেদপর শ্রুতিদ্বয়ের দ্বারা জীবও ঈশ্বরের ভেদাভেদ কথিত হয়, কারণ একবিধ শ্রুতিকে গ্রহণ করিলে অপর শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, সুতরাং তাহা করা উচিত নহে। আবার সাক্ষাদ্‌ভাবে ভেদাভেদও হইতে পারে না, কারণ উভয়ে বিরুদ্ধ। অতএব শ্রুতিদ্বয়ের সমন্বয়ের জন্য ভেদকেই স্বীকার করিয়া অভেদস্থলে 'অংশ' জানিতে হইবে—ইহাই ভাষ্যের তাৎপর্য্য। 'জীব এব যুক্তিবিরোধো নেশ্বরে। * * * তেন নান্যেষামিতি সিদ্ধ্যতি। তদুক্তং অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েদিতি **ঈশ্বরস্যৈব বিচিত্রশক্তিত্বং নান্যেষামিতি'**।[২৬]

ঈশ্বর ও জীবের অভেদপর শ্রুতিকে অংশত্ববাচক বলিলে যখন ঈশ্বরের অংশই হইতেছে জীব, তখন অংশীর সহিত 'অভেদ' বা 'ভেদাভেদ' বলিতে আপত্তি কি? তাহা শ্রীমধ্বাচার্য্য নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে জীব ভগবানের অংশ জানা গেলেও জীবের ঈশ্বরাংশত্ব যুক্ত নহে—'অনংশত্বশ্রুতের্গতিশ্চাহ—অংশত্বেঽপি ন মৎস্যাদিরূপী পর একবিধঃ। যথা তেজোঽংশস্যৈব কালাগ্নেঃ খদ্যোতস্য চ নৈকপ্রকারতা। যথা জলাংশস্যামৃতসমুদ্রস্য মূত্রাদেশ্চ। যথা পৃথিব্যংশস্য মেরোর্ব্বিষ্ঠাদেশ্চ অভিমানি-দেবতাপেক্ষয়ৈতৎ'।[২৭]

কালাগ্নি ও খদ্যোতাদি উভয়েই তেজের অংশ, অমৃত-সমুদ্র ও মূত্র উভয়েই জলের অংশ, সুমেরু ও বিষ্ঠা উভয়েই পৃথিবীর অংশ হইলেও তাহাদের একান্ত বৈষম্য রহিয়াছে। তেজঃ ও কালাগ্নি, জল ও অমৃত-সমুদ্র, পৃথিবী ও মেরুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক। আর খদ্যোত, মূত্র ও বিষ্ঠার অভিমানী দেবতা ভিন্ন। অতএব খদ্যোতের সহিত তেজের ভিন্নত্ব, কালাগ্নির সহিত অভিন্নত্ব। সেইরূপ জীবের সহিত ব্রহ্মের অত্যন্ত নিত্য ও শাশ্বত ভেদ, কিন্তু পরমপুরুষের সহিত তাঁহার স্বরূপাংশের নিত্যসিদ্ধ অভেদ।

---

২৫ তত্ত্বপ্রকাশিকা (জয়তীর্থ) ২।৩।৪৩; ২৬ ঐ ২।১।২৮; ২৭ ব্র সূ ভাষ্য (শ্রীমধ্ব) ২।৩।৪৬।

সুতরাং কেবলভেদবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য-কর্তৃক শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে উদ্ধৃত 'ব্রহ্মতর্কে'র বাক্যে 'ভেদাভেদ' ও 'অচিন্ত্য' শব্দ-দ্বয় দেখিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন, ইহা কিছুতেই বলা যায় না।* কেবলাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য উক্তসূত্রে (২।৩।৪৩) জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্ত অধ্যায়েই ও অন্যত্র (২।১।১৭ ইত্যাদি) ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে ও শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্করের নামোল্লেখে উক্ত বাক্যই উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীসনাতন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।২।১৯৬), শ্রীরূপ শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে (১।৩৮৩-৩৮৪) বা শ্রীজীবপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভ (১৪-১৫ অনু)ও শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী (ভগবৎ ও পরমাত্মসন্দর্ভীয়) প্রভৃতি গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিবার কালে কেহই শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-ধৃত ব্রহ্মতর্কের বাক্য উদ্ধার করেন নাই। ব্রহ্মসূত্র (২।১।২৭-২৮), তদকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত (৪।১৭।৩৩), শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (১।৩।১-২) এবং ঐ স্থানে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াই নিত্যসিদ্ধ অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করিয়াছেন। 'অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি'।[২৮]

অচিন্ত্যভেদাভেদ বেদান্তের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত কেন?

শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদের নিত্যত্বের ন্যায় অভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। ভাস্করাচার্য্য অভেদের নিত্যত্ব এবং ভেদের সাময়িক সত্যত্ব স্বীকার করেন, অপর

---

২৮ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের আত্মপ্রকাশ-টীকা—শ্রীধর ১।৩।২।

* শ্রীনবদ্বীপপ্রদীপ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ শ্রীগৌরপূর্ণিমা-সংখ্যায় শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-লিখিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গবেষক ডক্টর বি, এন, কৃষ্ণমূর্ত্তিশর্ম্মা তৎকৃত A History of Dvaita School of Vedanta and its literature. Vol II(P 397-400) নামক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি ও সমর্থন করেন। শ্রীনবদ্বীপ-প্রদীপ শ্রীশ্রীরথযাত্রা (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'শ্রীবলদেবপূর্ব্ব গৌড়ীয় বেদান্ত ভাষ্য' প্রবন্ধ (১১ পৃষ্ঠা—২০ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

পক্ষে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদের নিত্যত্ব ও অভেদের একাংশে সত্যত্ব স্বীকার করেন। আর শ্রীনিম্বার্ক ভেদ ও অভেদ উভয়েরই সমসত্যত্ব, সমনিত্যত্ব অর্থাৎ সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে ভেদাভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে পরব্রহ্মকে স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তির আশ্রয় এক 'অদ্বিতীয় তত্ত্ব' বলিয়া স্থাপন করায় তথায় একাধিক তত্ত্বের কোন প্রসঙ্গই উপস্থিত হয় না। এজন্য একাধিক তত্ত্বের সহিত অত্যন্ত ভেদ (যাহা শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্ত), অথবা কোন ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক একাধিক তত্ত্বের সহিত পারমার্থিক অত্যন্ত অভেদ বা ব্যবহারিক ভেদাভেদ (যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত), কিংবা কারণরূপী বা কার্য্যরূপী ব্রহ্মের দ্বিরূপ বা একাধিক তত্ত্বের সহিত সাময়িক ভেদ ও নিত্য অভেদ (যাহা শ্রীভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত), অথবা স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র তত্ত্বের সহিত সমভাবে স্বাভাবিক ভেদ ও স্বাভাবিক অভেদ (যাহা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সিদ্ধান্ত), অথবা কারণ ও কার্য্যরূপ শুদ্ধব্রহ্মের মধ্যে যে অভেদ (যাহা শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত)—কোনটিরই অনুকরণ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে নাই। ভাস্করাচার্য্যকে প্রকৃত-প্রস্তাবে 'ভেদবাদী' বলা যায় না; তাঁহাকে 'অভেদবাদী' বলাই সঙ্গত। শ্রীমধ্বাচার্য্যকেও তদ্রূপ 'ভেদাভেদবাদী' বলা যায় না; তাঁহাকে 'কেবলভেদবাদী' বলাই সঙ্গত। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদবাদে ভেদবাদ ও অভেদবাদ উভয়ই স্বাভাবিক হইলে জীবগত দোষ-সমূহ ব্রহ্মের স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আবার ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি গুণসমূহ জীবের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। শ্রীবল্লভাচার্য্য কেবলাদ্বৈতমতবাদোক্ত কার্য্যের (জীব-জগতের) মিথ্যাত্বের আশ্রয়ে কার্য্য-কারণের (জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের) অভেদবাদ নিরসনপূর্ব্বক কার্য্য-কারণরূপ শুদ্ধ (মায়াসংস্পর্শহীন) ব্রহ্মের অভেদত্ব বা অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়া 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব—বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের তিরোভূতানন্দাংশ চিদংশ। ব্রহ্মই জগৎকার্য্যরূপে অবিকৃত পরিণাম-প্রাপ্ত। গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তি-সিদ্ধান্তের সূক্ষ্মতা ও শক্তিপরিণামবাদের স্বীকৃতি এই মতবাদে না থাকায় ইহাতে অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। জীবশক্তিযুক্ত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের শক্ত্যংশ জীব,

শক্তিমান্ স্বাংশতত্ত্ব হইতে জীবশক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তৎ-পরিণত জগৎ, অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও তৎপরিণত ভগবদ্ধামাদি এবং স্বরূপশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তির প্রভাবের বিশ্লেষণ—গৌড়ীয়-দর্শনে শক্তিতত্ত্বের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক সুসূক্ষ্ম বিচার। অথচ সেই সকল শক্তি-বৈচিত্র্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া তৎপরিপোষক। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের কথিত বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ, তাহা সকলই বস্তুই—এই 'অদ্বয়-বস্তুবাদ' বা অদ্বয়তত্ত্ববাদেও নিরংশবস্তুর অংশ, অবিকৃত বস্তুর কার্য্য (বিকার বা পরিণাম) প্রভৃতি উক্তি বস্তুতত্ত্ববিজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে; কিন্তু স্বরূপানু-বন্ধিনী অর্থাৎ স্বাভাবিকী শক্তিবৈচিত্রী বস্তু বা তত্ত্বের অখণ্ডতা বা অদ্বয়তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া শক্তির কার্য্যসমূহ সুসম্পন্ন করে। অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি স্বীকার করিলে (শ্রুতিপ্রমাণানুযায়ী) পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্বের কোন-প্রকার হানি হয় না এবং জীব ও ব্রহ্মের নিত্য ভেদ ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করায় যে-সকল দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, অথবা অত্যন্তভেদ স্বীকার করায় শ্রুতি, বেদান্ত ও তাঁহার অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের সহিত যে বিরোধ উপস্থিত হয়, অথবা জীবকে 'শক্তি' না বলিয়া কেবল 'চিদংশ' বা 'বস্ত্বংশ' বলায় যে নিরংশ অদ্বয়তত্ত্বের অংশ কল্পনা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হয় না এবং সমস্ত শব্দ-প্রমাণের সুসঙ্গতি ও মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্তের মধ্যে একাধারে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ভাষ্যের সিদ্ধান্তের সমন্বয় এবং সমগ্র আচার্য্যগণের শ্রৌত-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। কেবলাদ্বৈত-মত-প্রবর্ত্তক শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মতবাদের মধ্যেও যাহা শ্রুতির অবিরোধী, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'সন্দর্ভে' আদর করিয়াছেন; ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ও শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতপর সিদ্ধান্তের, তথা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজের ও তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি, সমন্বয় ও সম্পূর্ণতা অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপরিকর শ্রীসনাতন-কর্ত্তৃক অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত-স্থাপন

সদা বৈজাত্যমাপ্তানাং জীবানামপি তত্ত্বতঃ।
অংশত্বেনাপ্যভিন্নত্বাদ্বিজাতীয়ভিদা মৃতা ॥[২৯]

পরব্রহ্ম—অদ্বয় তত্ত্ব। জীব—পরিচ্ছিন্ন আর ব্রহ্ম—অপরিচ্ছিন্ন। এইরূপ বিজাতীয় ভাব ব্রহ্মে ও জীবে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও, জীবসমূহ পরমার্থতঃ পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; তন্মধ্যে ভেদ নাই। অংশীর ধর্ম্মসমূহ অংশসমূহে সঙ্গত হয় বলিয়া অংশরূপেও অভিন্নতাহেতু বিজাতীয় ভেদ বিনষ্ট হইয়াছে।

অস্মিন্ হি **ভেদাভেদাখ্যে** সিদ্ধান্তেঽস্মৎসুসম্মতে।
যুক্ত্যাবতারিতে **সর্ব্বং নিরবদ্যং** ধ্রুবং ভবেৎ ॥[৩০]

এই ভেদাভেদাখ্যসিদ্ধান্তে সমস্তই সুসঙ্গত এবং সর্ব্বসন্দেহনিরসনশক্তিশালী সর্ব্বদোষনির্ম্মুক্ত মীমাংসা প্রকাশিত হয়। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ মহদ্‌গণ এই জন্য যুক্তির দ্বারাই এই ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

অনাদিসিদ্ধয়া **শক্ত্যা চিদ্বিলাস-স্বরূপয়া।**
মহাযোগাখ্যয়া তস্য সদা তে **ভেদিতা**স্ততঃ ॥[৩১]

প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্ত্ব এক ব্যতীত দুই নাই। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসীত।'[৩২]—এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম; তাঁহা হইতেই সৃষ্টি, তাঁহাতেই লয় ও তাঁহাতেই জীবন ধারণ করা হয়। অতএব তাঁহাকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। এইরূপ অদ্বয় পরব্রহ্ম স্বরূপ হইতে তাঁহার অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহাযোগাখ্যা অচিন্ত্যা শক্তির দ্বারাই ভেদ সাধিত হয়—মায়ার দ্বারা 'বিবর্ত্ত' নহে। উক্ত শ্রুতিতে যেরূপ সকলই পরব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ তাহা হইতে জীব ও জগতের জন্মাদিও এবং উপাসনার কথাও উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব আছে। এই ভেদ অনির্ব্বচনীয়া কোন জড়া মায়ার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। একমাত্র চিদ্বিলাসস্বরূপা অনাদিসিদ্ধা অচিন্ত্যা শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়।

---

২৯ বৃ ভা ২।২।১৯৫; ৩০ ঐ ২।২।১৯৬; ৩১ ঐ ২।২।১৮৫; ৩২ ছা ৩।১৪।১।

'ব্রহ্ম হইতে জীবসমূহ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লীন হয়। অতএব জীবসমূহের সহিত ব্রহ্মের অভেদ' কেহ কেহ মনে করেন। ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতে মুক্তিতে ব্রহ্মের অশেষস্বরূপের অনুভাবের অভাবে সুখ অতি অল্প পরিমাণেই হয়। যেরূপ সিন্ধুর একদেশ হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া তরঙ্গসমূহ একদেশেই লীনমান হওয়ায় জলময়ত্বাদিহেতু সমুদ্র হইতে অভিন্ন এবং গাম্ভীর্য্য ও রত্নাকরত্বাদি গুণের অভাবহেতু ভিন্ন। তরঙ্গসমূহ সেই রত্নাকরে লয়-হেতু পৃথগ্‌রূপে দেখা যায় না বলিয়া তাহা 'সমুদ্র-স্বরূপ-প্রাপ্ত' বলা হয়। সেইরূপ স্বীয় কারণ ব্রহ্মে মুক্তিতে লীয়মান জীবসমূহকে 'ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত বলা' হয়। বস্তুতঃ সেই সকল জীব স্বভাবতঃই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন সুখঘনব্রহ্মতাপ্রাপ্ত হয় না। অতএব মুক্তিতে জীবকে পৃথগ্‌ভাবে দেখা যায় না বলিয়া অভিন্নত্ব এবং ব্রহ্মেরই কোন একটি স্থানে পরিচ্ছিন্ন-রূপে লীনভাবে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্নত্ব। কোন কোন মুক্ত জীবের শ্রীভগবৎ-কৃপাবিশেষপ্রভাবে ভক্তিসুখ আস্বাদন-কল্পে সচ্চিদানন্দশরীর ধারণার্থ পুনরায় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্ত্বা-প্রাপ্তি সম্ভব হয়। ষট্‌পদী স্তোত্রে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন, —'হে নাথ। ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইলেও আমি—তোমার (তোমা হইতেই উৎপন্ন) তুমি আমা হইতে উৎপন্ন নহ। যেরূপ সমুদ্রেরই (সমুদ্র হইতে উদ্ভূত) তরঙ্গ, তরঙ্গ হইতে সমুদ্র উদ্ভূত নহে। অবিদ্যাকৃত জীবস্বরূপ ভেদ বিনষ্ট হইলেও পুনরায় ত্বদীয়স্বরূপ ভেদ সিদ্ধ হয়। নতুবা 'হে নাথ! আমি তোমার' এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না।" এই স্থানে প্রকৃত তত্ত্বটি হইতেছে এই—পরিচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহসমূহের যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন বিচিত্র রত্নাদিময় সমুদ্রত্বপ্রাপ্তি সম্ভব নহে, কেবল বহিঃসত্তার লোপের দ্বারাই 'সমুদ্রতাপ্রাপ্তি' বলা হয়, তদ্রূপ মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তির উপচার হইয়া থাকে।

তত্ত্ববাদিগণের মতানুসারে পরব্রহ্ম হইতে জীবতত্ত্বসমূহের নিত্য অংশত্ব সিদ্ধ। মায়াবাদিগণের মতের ন্যায় মায়াকৃত ভ্রমোৎপন্ন নহে। এজন্যই পরব্রহ্ম হইতে নিত্য-ভেদযুক্ত। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেরূপ সূর্য্যের অংশ পরমাণুসমূহ সূর্য্যের সহিত

যুক্ত থাকিয়াও ভিন্নরূপে নিত্যসিদ্ধ, অথবা যেরূপ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ, কিম্বা সমুদ্রের ভঙ্গ-তরঙ্গ-সমূহ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্তে অদ্বয় পরব্রহ্মের অংশ ও অংশিত্ব অসম্ভব হইলেও অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যভগবচ্ছক্তির দ্বারা ভেদ প্রকাশিত হয়। জীবসমূহ পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যেহেতু ব্রহ্মের ধর্ম্ম সচ্চিদানন্দত্বাদি জীবে আছে। আর অংশরূপে ভিন্নও, যেরূপ সূর্য্য হইতে তাহার কিরণসমূহ প্রকাশকত্বাদি গুণযোগে অভিন্ন এবং অংশরূপে সংখ্যায় বহু ও ব্যাপ্য রূপে ভিন্ন। এইরূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যে উক্তি—মুক্তগণও স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজনা করেন—ইহাও সত্যই হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫) উক্ত হইয়াছে—কোটি মুক্ত ও সিদ্ধ-গণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ সুদুর্ল্লভ। মুক্তি-প্রভাবে ব্রহ্মলয়ে যদি একই হইয়া যাইবে অর্থাৎ যদি জীবের পৃথক্ সত্তা-বিশেষ না-ই থাকিবে, তাহা হইলে কে স্বেচ্ছায় সেইরূপ শরীর ধারণ করেন? কে-ই বা ভক্তিতে নারায়ণ-পরায়ণ হয়েন? এই সকল উক্তি জীবন্মুক্ত-বিষয়ক ইহাও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু জীবন্মুক্তগণের স্বতঃই দেহ বিদ্যমান থাকে। তাঁহাদিগের পক্ষে 'শরীর ধারণ করিয়া' এই উক্তি সঙ্গত হয় না।

'শ্রীভক্তিরহস্য কণিকা'-কারের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তটি অতি সরল ভাষায় নিম্ন-লিখিত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ব্রহ্মের সহিত তদীয় শক্তির ভেদ ও অভেদাদি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়ে আমরা সহজেই নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,—

১। **'ভেদ হয়েন'**—এইরূপ দ্বৈতবাদ স্থাপনে তদীয় বিরুদ্ধধর্ম্মের কেবল এক পক্ষই স্বীকৃত হওয়ায়, ইহা আংশিক সত্য হইলেও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতেছে না

২। **'অভেদ হয়েন'**—এইরূপ অদ্বৈতবাদ-স্থাপনে তদীয় বিরুদ্ধধর্ম্মের অপর-পক্ষ মাত্রই স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও ব্রহ্ম-লক্ষণের আংশিক অভিব্যক্তি

হইলেও, পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ নহে এবং উক্ত উভয় লক্ষণের মধ্যেই 'অচিন্ত্যত্ব' কিম্বা 'অদ্ভুতত্ব' কিছুই নাই।

৩। **'ভেদাভেদ হয়েন'**—এইরূপ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইলে*, ইহা দ্বারা তদীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ উভয়পক্ষই স্বীকৃত হওয়ায়, ইহাতে অদ্ভুতত্ব থাকিলেও ইহা অচিন্ত্য হইতেছে না, যে-হেতু যুগপৎ বিরুদ্ধ-লক্ষণান্বিত হওয়া ইহা অদ্ভুত হইলেও—উক্ত প্রকার হইয়াও আবার হওয়ার বিরুদ্ধ যে না-হওয়া, সমকালেই আবার না-হইবার সামর্থ্যের প্রকাশই হইতেছে 'অচিন্ত্য-লক্ষণ' ও যথার্থ সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক।

অতএব

৪। **'ভেদাভেদ হয়েন ও নহেন'** অর্থাৎ যুগপৎ 'ভেদও হয়েন অভেদও হয়েন', ভেদও নহেন অভেদও নহেন'—শ্রুত্যুক্ত এই যে সমস্ত লক্ষণের সমন্বয়,—ইহাই হইতেছে অচিন্ত্য, সুতরাং ইহাই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' বলিলে **সমকালে 'হয়েন ও নহেন'** সামর্থ্যযুক্ত ভেদাভেদ-লক্ষণকেই বুঝাইয়া থাকে। **ইহাই সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ**;—যাহা বাক্য ও মনের অতীত সীমায় অবস্থিত, সুতরাং 'অচিন্ত্য'। ইহাই শ্রীচৈতন্য ও তৎপদাব্জ-ভৃঙ্গ গোস্বামিগণের দ্বারা 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়া, যদ্দ্বারা সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

উক্ত প্রকারে সমস্ত হইয়াও আবার সমকালেই তাহার কিছু না হইবার সামর্থ্যরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদের কথাই শ্রীভগবান স্বয়ংই শ্রীমুখে গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

---

*ভেদাভেদ-সম্বন্ধীয় অপর মতবাদসকলও উক্তপ্রকার ব্রহ্ম-লক্ষণের অল্লাধিক পরিমাণ আংশিক সত্য, কিন্তু পরিপূর্ণ লক্ষণ নহে। শ্রীভক্তিরহস্যকণিকাকারের টীকা।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ (৯।৪-৫)

ইহার অর্থ,—অব্যয় অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তি আমা-কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। সমস্ত ভূত চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। আবার ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নহে। আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগ অবলোকন কর। আমার পরমস্বরূপ ভূতগণের ধারক ও পালক হইয়াও ভূতস্থ নহে।

উক্ত শ্রী ভগবদ্বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য—শ্রীচরিতামৃতে নিম্নোক্ত পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে, যথা—

এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় ॥
আমিত জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমাতে জগৎ বৈসে, না আমি জগতে ॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার * ॥ (চৈ চ ১।৫)

শ্রীগৌরহরি-কর্ত্তৃক স্ব-লীলায় রূপায়িত

শ্রীগীতাতে যাহা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বোপদেশরূপে মাত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই তাহা কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরিরূপে স্বীয় লীলায় রূপায়িত করিয়াছেন।

'ভেদাভেদ' ও 'অচিন্ত্য' এই শব্দদ্বয় উপনিষৎ, মহাভারত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের পরিভাষা। কেবলাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য 'ভেদাভেদ' ও 'অচিন্ত্য' এই উভয় শব্দই স্বীকার করিয়াছেন এবং অন্যান্য আচার্য্যগণও তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের ইহাই চমৎকারিণী লীলা যে, বেদান্তের সার্ব্বদেশিক বা সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত একমাত্র স্বয়ং ভগবান ও তৎ-পরিকর

---

*শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা (শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামিপাদকৃত)—১৯২-১৯৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

আচার্য্যবৃন্দের দ্বারা জগতে প্রকাশিত হইবে বলিয়াই অন্যান্য আংশিক শক্ত্যাবিষ্ট বেদান্তাচার্য্যগণ সেই সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত-সিন্ধুর তটদেশের স্পর্শাভাস লাভ করিয়াও সিন্ধুর পূর্ণ দর্শন লাভ ও তাহাতে অবগাহন করিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহারা বা তাঁহাদের অনুগমগুলী কেহই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে'র আচার্য্য বলিয়া আত্মপরিচয় দান করেন নাই। স্বয়ং ভগবানের পরিকর শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্য-কৃপায় সেই সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত জগতে পূর্ণভাবে আবিষ্কার ও বিতরণ করিয়াছেন। আংশিক শক্ত্যাবিষ্ট আচার্য্যগণের আংশিক মতবাদে যে সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, পরতত্ত্বসীমা স্বয়ং ভগবানের পরিকরগণের দ্বারা তত্তদংশের পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া পূর্ণতম দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ এবং ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। তাহা তাঁহার ভাষ্য হইতে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—'চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ—যথা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ'[৩৩]। **ভামতী**—"স্মৃতেশ্চ 'মমৈবাংশঃ' ইত্যাদের্জ্জীবানামীশ্বরাংশত্ব-সিদ্ধিঃ।"

জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্য অ-বিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নিতে ও তাহার স্ফুলিঙ্গে উষ্ণতাবিষয়ে বিশেষ বা ভেদ নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, শ্রুতির দ্বারা ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের মধ্যে অংশাংশিভাব প্রতীত হয়।[৩৪] ভামতী শ্রীগীতার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া জীবসমূহের ঈশ্বরের অংশত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর অচিন্ত্যশক্তিও স্বীকার করিয়াছেন,—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, * * * লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধি-প্রভৃতীনাং দেশকাল-নিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবন্নোপদেশ-মন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া

---

৩৩ বেদান্তদর্শন—শঙ্করভাষ্য ২।৩।৪৩; ৩৪ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত বঙ্গানুবাদ।

এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, **কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো** রূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। **প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্**॥' ইতি। তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ"।[৩৫]

ব্রহ্ম শব্দমূলক অর্থাৎ শব্দপ্রমাণক, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণক নহেন। লোকমধ্যেও দেখাযায়, মণি-মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদিনিমিত্ত বশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সকল শক্তিতত্ত্ব ও উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের সাহায্যে জানা যায় না। অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক, সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন, এসকল যখন বিনা উপদেশে কেবল তর্কে জানা যায় না, তখন **অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের** স্বরূপ যে, বিনা শব্দে জানা যাইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। (যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থেরই শক্তি অচিন্ত্য, তখন **শব্দবোধ্য বা শাস্ত্রগম্য অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের** স্বরূপ যে, অচিন্ত্য—তর্কের অবিষয়, তাহা বলাই বাহুল্য)। একথা পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন। যথা—'যে বস্তু অচিন্ত্য—চিন্তার অগোচর, সে বস্তুকে তর্কারূঢ় করিবে না। যাহা প্রকৃতিরও পরে, তাহাই অচিন্ত্য। এই জন্য বলিতেছি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দমূলক, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক নহে।[৩৬]

সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়ে অখিল বস্তু দর্শন ও পরমানন্দ

সর্ব্বগ্রহরাজ সূর্য্যের ও পূর্ণচন্দ্রের উদয় ব্যতীত একযোগে সমগ্র বিশ্ব পূর্ণালোকে উদ্ভাসিত ও সমাহ্লাদিত হইতে পারে না। সূর্য্যচন্দ্রের উদয়ে সমগ্র জগতে বস্তুর অখিল দর্শন প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রহের উদয়ে তাহা হয় না। তাহাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বর্ণন করিয়াছেন,—

'ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম। কোটীসূর্য্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম॥ সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়। গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। যাঁহার প্রকাশে **সর্ব্ব জগত আনন্দ**॥ সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে

৩৫ শঙ্করভাষ্য ২।১।২৭; ৩৬ কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত বঙ্গানুবাদ।

সব অন্ধকার। বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥ অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥ তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ। নামসঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দস্বরূপ॥ দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। **দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার**॥ এক ভাগবত বড় **ভাগবত শাস্ত্র**। আর ভাগবত **ভক্ত**—ভক্তিরস-পাত্র॥ দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া **ভক্তিরস**। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর **প্রেমে হয় বশ**'॥[৩৭]

স্বয়ং অখিলরসামৃতসিন্ধু হইয়াও 'ভক্তি-রসিক' ভক্ত-ভাগবতরূপে এবং নিগম-কল্পতরুরাজ হইয়াও তাঁহার প্রপক্কফল শাস্ত্র-ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে স্বপরিকর-'রসিক'-সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতে উদিত হইয়াছেন—তাপিত জীবের উপর ভক্তিরস-বর্ষণ এবং স্ব-সঞ্চারিত প্রেমকাদম্বিনী ধারায় সকলকেই অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং স্বয়ং ও সেই স্ব-সঞ্চারিত প্রেমের বশীভূত হইয়াছেন।

---

৩৭ চৈ চ ১।১।৮৫-১০০।

পঞ্চদশ প্রকাশ

প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্বৎকুলের অনুভবে পরতত্ত্বসীমা

‘সর্ব্বপ্রমাণচয়চূড়ামণিভূতো বিদ্বদনুভব এবাত্র প্রমাণম্’ *

‘সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ’ ।†

শ্রীগীতার বাক্য ও শ্রীসনাতন-শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

অবতার নাহি কহে—‘আমি অবতার।’
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥[১]

অথচ শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ‘যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রবলতা হয়, তখন তখনই আমি (‘অহম্’) আত্মাকে (‘আত্মানং’) প্রকট করি।[২] শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে কেন এইরূপ আপাত-পার্থক্য লক্ষিত হয়, নিম্নে উহার তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—ছন্নাবতারী ; কারণ ‘ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ’[৩]—হে ভগবন্! কলিতে আপনি ছন্নরূপে ও ছন্নভাবে আবির্ভূত হইবেন ; ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সিদ্ধান্ত। শ্রীগৌরকৃষ্ণ স্বীয় ছন্নাবতারের কথাই ‘অবতার নাহি কহে আমি অবতার’ এই বাক্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং **“সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ’।** আমা-সবা **জীবের** হয় **শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান** ॥”[৪]—ইত্যাদি বাক্যে আপনাকে জীবের সমপর্য্যায়ে প্রকাশ করিয়া কলিতে ছন্নাবতারী কৃষ্ণের অবতার-বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ হইতেছে, সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যরূপ শাস্ত্র বা বিদ্বদনুভব—

---

* শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১১৫ অনু ; † চৈ চ ২।২০।৩৫১ ; ১ ঐ ২।২০।৩৫২ ; ২ গীতা ৪।৭ ; ৩ ভা ৭।৯।৩৮ ; ৪ চৈ চ ২।২০।৩৫১।

ইহাই জানাইয়াছেন। এ স্থানে 'মুনি' শব্দের বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। 'মুনি' বলিতে 'মুনিরত্ন সনাতন'—যিনি চতুঃসনের অন্যতম এবং শ্রীকরভাজন মুনি, শ্রীগর্গ মুনি, শ্রীসূত মুনি, শ্রীশুক মুনি ইত্যাদি পরমবিদ্বৎসর্ব্বজ্ঞমুনিবৃন্দ। শ্রীকবিকর্ণপূর জানাইয়াছেন, শ্রীগৌরাভিন্নতনু সর্ব্বারাধ্য শ্রীসনাতন গোস্বামীতে **কার্য্যবশতঃ** মুনিরত্ন শ্রীসনাতন প্রবিষ্ট হইয়াছেন।[৫] শ্রীসনাতন স্বয়ংরূপ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকর; সুতরাং তাঁহাকে 'চতুঃসনের অন্যতম' বলা যায় না। কোন কার্য্য-বিশেষহেতু অর্থাৎ ছন্নাবতারের রহস্যটি প্রকাশ-কল্পে ও শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্থিত তুলসীর গন্ধাকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বের আকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রাপ্ত ব্রজপ্রেমরস গৌরলীলায় আস্বাদনার্থ মুনিরত্ন সনাতন নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকর গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণোক্ত '**হরিরিহ** যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনু**রেষঃ**' চরণের ব্যাখ্যায় শ্রীসনাতন স্বয়ংই বলিয়াছেন—এষ ইতি **সাক্ষাদনুভূততাং তদানীং** তস্য **বর্ত্তমানতাং** চ বোধয়তি।[৬]—নবদ্বীপে অবতীর্ণ সন্ন্যাসিবেশধারী **এই** শ্রীশচীনন্দন হরি—এই বাক্যে '**এষ**' (এই মৎসম্মুখস্থ পুরুষ) শব্দের প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকার (শ্রীসনাতন) শ্রীশচীনন্দনের আত্মহরিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষাদনুভব ও তৎকালে তাঁহার বর্ত্তমানতা বুঝাইতেছেন। অর্থাৎ শ্রীসনাতন প্রত্যক্ষ দর্শন ও অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরের স্বয়ংভগবত্তা নিরূপণ করিয়াছেন। 'সনাতন কহে, যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ। পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান সঙ্কীর্ত্তন॥ কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়॥'[৭]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তবাক্যানুসারেই (অর্থাৎ 'সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ'[৮]) মুনিরত্ন সনাতনের সাক্ষাদনুভব-প্রমাণের দ্বারা স্বীয় স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—'চতুরালি ছাড় সনাতন'[৯]। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই

---

৫ সাস্থ গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নং সনাতনঃ—গৌ গ ১৮২; ৬ শ্রীসনাতনকৃত দিগ্দর্শিনী টীকা ১।৩; ৭ চৈ চ ২।২০।৩৬২—৩৬৩; ৮ চৈ চ ২০।২০।৩৫১; ৯ ঐ ২।২০।৩৬৪।

সকল রহস্যময় উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি, সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণই ছন্নাবতারকে নিরূপণ করিতে পারেন এবং সাধারণ জীবের সেই বিদ্বদনুভবের দ্বারাই অবতার-বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবের বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য বা তর্কাদির দ্বারা কখনও দুর্গম ছন্নাবতারের অভিজ্ঞান লাভ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের কথা 'মন্ত্রোদ্ধারে'র ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগর্গমুনি (ভা ১০।৮।১৩) ও শ্রীকরভাজন মুনি (ভা ১১।৫।৩২), শ্রীমহাভারতে শ্রীভীষ্ম মুনি স্ব-স্ব অনুভব হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সকল বিদ্বদনুভবই গৌরকৃষ্ণাবতার-বিষয়ে প্রমাণচূড়ামণি।

শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সিদ্ধান্তটি দ্বাপরলীলার শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধেও সঙ্গত হইতে পারে। কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংরূপাবতার তাহা স্বয়ং প্রকাশ করেন নাই। গূঢ় ভাষায় 'আত্মানং সৃজাম্যহম্' * —আমি আত্মাকে প্রকট করি,—এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে ভূভার-হরণাদি বিশ্ব কার্য্যের জন্য যে অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই কার্য্য ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুরই কার্য্য—স্বয়ংরূপতত্ত্বের কার্য্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম, তিনি দেবগণের প্রার্থনানুযায়ী পৃথিবীর ভারহরণ কর্ত্তা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু নহেন—ইহা বিদ্বদনুভবী সূত মুনিই শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মগুহ্যাধ্যায়ে জানাইয়াছেন। শ্রীসূতমুনির **'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'**[১০] এই উক্তির ন্যায় শ্রীশুক মুনিও 'বসুদেবগৃহে **সাক্ষাদ্ভগবান্** পুরুষঃ পরঃ',[১১] **'অষ্টমস্তু** তয়োরাসীৎ **স্বয়মেব হরিঃ কিল**।'[১২] ইত্যাদি উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের স্বয়ংরূপত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব 'অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার', এবং 'সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণের বাক্য' বা বিদ্বদনুভবই ভগবদবতার-বিষয়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, মহাপ্রভুর এই উক্তি কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধেও পরম সত্য।

বিদ্বদনুভব 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ' লক্ষণের দ্বারা সমর্থিত

বহির্ম্মুখ তর্কপ্রধান মস্তিষ্কের বিচারে অনেক সময় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়

---

* এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশে দ্রষ্টব্য।

১০ ভা ১।৩।২৮; ১১ ঐ ১০।১।২৩; ১২ ঐ ৯।২৪।৫৫।

যে,স্তাবকগণের উক্তিকে 'প্রমাণ' বলা যায় না। তাহা স্তাবকের অতিরঞ্জিত উচ্ছ্বাসময় কল্পনা মাত্র। এই কথা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের বিষয়ে প্রযোজ্য বটে, কিন্তু যখন একান্ত নিঃস্বার্থ, নির্হেতুক নিত্যসিদ্ধ বিদ্বদনুভবিগণ **স্বরূপ** ও **তটস্থ** উভয়**লক্ষণের** দ্বারাই তাঁহাদের অনুভবকে ব্যক্ত করেন, তখন আর তাহাতে কোন প্রকার কলি-দোষ প্রবেশ করিতে পারে না। মুনিরত্ন শ্রীসনাতন,শ্রীকরভাজন, শ্রীগর্গ, শ্রীসূত, শ্রীশুকাদি নিত্যসিদ্ধ অনুভবী মহাভাগবতগণ এই দুই লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার নিরূপণ করিয়াছেন। ইহা এই গ্রন্থের অষ্টম প্রকাশে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীজীবপাদ সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রারম্ভে এই বিদ্বদনুভবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সুহ্ম, উৎকলাদি বিভিন্ন প্রদেশস্থ সহস্র সহস্র মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন; ভগবত্তা তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ, শাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত সেই সঙ্কীর্ত্তন-সদোপাস্য শ্রীকৃষ্ণবর্ণনকারী পীতবর্ণ ভগবানকে কলিযুগে সুমেধোগণের আরাধ্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব 'ভক্তিরসপাত্র'-মহাভাগবত-কোটি ও শাস্ত্রকোটি-সার (সর্ব্ববেদান্তসার) শ্রীমদ্ভাগবত উভয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ দর্শন, বর্ণন ও অনুভব-জনিত স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে শ্রীগৌরহরি পরতত্ত্বসীমারূপে নির্ণীত হইয়াছেন।

তর্কপর মতবাদ

তার্কিকগণ মনে করেন, শিষ্য স্বীয় গুরুকে অথবা কোন দলীয় ব্যক্তি স্বদলের নেতাকে চিরকালই আকাশে তুলিয়া থাকে। নিরপেক্ষ লোক যদি কাহাকেও 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া অনুমোদন করেন, তবেই তিনি তদ্রূপে গণ্য হয়েন।

জাগতিক মনীষা ও প্রপঞ্চাগত পরতত্ত্ব

বস্তুতঃ জগতের লোক জাগতিক লোককেই বুঝিতে পারে, জগদাতীত পরতত্ত্বকে তিনি স্বয়ং না জানাইলে কেহই জানিতে পারে না। বহির্ম্মুখ জনতার দ্বারা সংস্তুত ব্যক্তি প্রায়শঃ বহির্ম্মুখগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। কারণ, 'সমশীলা ভজন্তি বৈ'[১৩]—সমান

১৩ ভা ১।২।২৭।

স্বভাববিশিষ্ট জনতা সেইরূপ স্বভাবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই বহুমানন ও পূজা করে। যাঁহারা কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যফলে পরতত্ত্বে শ্রদ্ধালু হয়েন এবং যখন তাঁহার কৃপায় তাঁহার অনুভব হয়,তখনই অনুভবীকে তথাকথিত নিরপেক্ষ থাকিতে দেয় না ; তাঁহাকে অখিলগুণকদম্বসৌরভাকৃষ্ট করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাবতারে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দাদির দ্বারা ইহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রসসিন্ধুর তটস্থমাত্র থাকিলে রসানুভব বা রসাস্বাদন হয় না। তাহাতে অবগাহন ও নিমজ্জন করিয়া আস্বাদনকে 'অনুভব' বলে। এইরূপ অনুভবী ব্যক্তির বাক্যই যথার্থ প্রমাণ। তটস্থ ব্যক্তি অনুভবী নহেন। তিনি দূর হইতে দিগ্‌দর্শনকারী মাত্র, ভ্রান্তদর্শকও হইতে পারেন। যাঁহারা অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও অখিলপ্রেমামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-রস-প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়াছেন, এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষ অনুভবী বিদ্বৎকুলের অনুভবই যথার্থ প্রমাণ। বহির্ম্মুখ জনতার মতাধিক্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও নিরূপিত মহামানবগণও জগদাতীত পরতত্ত্বকে প্রায়শঃই অবধারণ করিতে পারেন না। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন,—'অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ। কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম্ম আসুরিঃ॥ মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শিনঃ। বিদাম ন বয়ং সর্ব্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ'॥[১৪] আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, জগতের প্রপূজ্য ব্রহ্মা, কপিল, ব্যাস, দেবল, যম, আসুরি, মরীচি প্রমুখ ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও শ্রীহরির মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া তাঁহার মায়াকে ও তাঁহাকে জানিতে পারি না।

অতএব শিবব্রহ্মাদি মহদ্‌গণও যখন হরিমায়ার দ্বারা আবৃত হয়েন, তখন বহির্ম্মুখ জনসমষ্টির নেতৃপদারূঢ় ব্যক্তিগণের কথা আর কি ? অতএব জগতের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা মহামনীষীর সুপারিশ বা অভিমতের দ্বারা মহাপ্রভুর মহিমা নির্ণয় করিবার মোহগ্রস্ত হওয়া মায়ারই একটি বিড়ম্বনা। তবে যদি কোন জাগতিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভগবৎকৃপায় মহাপ্রভুর মহাপ্রভুত্বের কণিকাও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্যবান

১৪ ভা ৯।৪।৫৭-৫৮।

হয়েন, তাহাতে সেই ব্যক্তিবিশেষই ধন্য হয়েন, তদ্দ্বারা মহাপ্রভু কৃতার্থ হয়েন না বা মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ মহত্ত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। মহাপ্রভুর উদয়কালে তাঁহারই করুণায় জনতার হৃদয়েও তাঁহার নামস্ফূর্ত্তি এবং উল্লাসোদয় হইয়াছিল, ইহা পরতত্ত্ব-সীমারই কৃপাবিশেষ।

শ্রীগৌরকৃপা-প্রভাব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপালোকে তদানীন্তন সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মহদ্‌গণ ও নেতৃস্থানীয় আচার্য্যগণ উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন এবং অনেকে একান্তভাবে মহাপ্রভুর শরণগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ের তদানীন্তন দুইজন নেতৃস্থানীয় আচার্য্য, একজন হইতেছেন—কাশীবাসী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ, আর একজন হইতেছেন—একাধারে বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক, স্মার্ত্তশিরোমণি ক্ষেত্রসন্ন্যাসী শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা একান্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন কনকাভিষিক্ত দিগ্বিজয়ী আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীপাদ বল্লভভট্ট, শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের নিকট কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলাচার্য্য শ্রীগৌরবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার নিত্যসেবা এবং শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদির সঙ্গ করিতেন।[১৫] শ্রীপাদ বিট্‌ঠল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত' স্তোত্রের টীকা রচনা করেন।[১৬] শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দিগ্বিজয়ী আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মিরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায়ই তাঁহার ভগবৎস্বরূপ দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান শ্রীরঙ্গমে পরমবিদ্বান্ শ্রী-বৈষ্ণব শ্রীব্যেঙ্কটভট্টাদি মহদ্‌গণ সপরিকরে শ্রীগৌরপাদপদ্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের শ্রীরামোপাসকগণও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ-নামপরায়ণ হইয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক, পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক শ্রীরামদাস বিশ্বাস শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর সেবা ও

---

১৫ শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।৮০৪; ১৬ Madras Govt. Oriental Mss Library R 3053 (z).

মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রমুখ বহু অনুভবী নিষ্কিঞ্চন মহৎ শ্রীগৌরচরণসংস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের তদানীন্তন আচার্য্য শ্রীব্যাসতীর্থাদি সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বদ্‌গণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তকে সম্মান ও স্বীকার করিয়াছিলেন।

কথিত হয়, আসামের শ্রীশঙ্করদেব,[১৭] উৎকলের অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথ,[১৮] নানক, কবির প্রভৃতি ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণও শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অপরদিকে চীন ভাষায় লিখিত 'ত্রিপিটক' নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে চৈতন্য গোসাঞি নামক বৈষ্ণব, যিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রেমদান করিয়া মাতাইয়াছিলেন, তিনি উত্তরাখণ্ডে চীনপ্রদেশে বিজয় করিয়াছিলেন। মার্টিন লুথার লাটিন ভাষায় 'De Servo Acbitris' নামক পত্রাবলীর মধ্যে তাহার ধর্ম্মবিরোধী Eramasকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

He (Sri Chaitanyadev) spiritualised one Tukaram who became from that time a religious preacher himself. This fact has been admitted in his '*abhanga's* which have been collected in a volume by Mr. Satyendra Nath Tagore of the Bombay Civil Service.[১৯] এই অভঙ্গটী 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা ২য় বর্ষ (১২৯২ বঙ্গাব্দ) ৯ম সংখ্যায় (১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠায়) পুণা হইতে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের কোন কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত শ্রীতুকারামের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।[20] অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন

---

১৭ রংপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ ১ম সংখ্যা, ৪ পৃঃ লক্ষ্মীনারায়ণ বেজ বড়ুয়া-কৃত শঙ্করদেব ২৩০, ২৩১, ৫৭৮, ৫৭৯ ও দৈতারি-ঠাকুর-লিখিত গুরুচরিত; ঈশ্বরদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত ৪৭ অধ্যায়; ১৮ দিবাকরদাসের জগন্নাথচরিতামৃত ৩য় অধ্যায়;

১৯ Sri Chaitanya Mahaprabhu—His Life and Precepts by Sri Kedarnath Bhaktivinode, 1896, pp 16—17; ২০ Tukaram—by J. R. Ajgaonkar, তুকারামের আবির্ভাব-কাল (১৫৮৯-১৫৯৮ খ্রীঃ মধ্যে)।

লিখিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্ম্ম ব্রহ্মদেশ হইতে দেরাইসমাইলখাঁ পর্য্যন্ত সারা ভারতকে প্লাবিত করিল। পূর্ব্ব আসামে রাজা স্বর্গনারায়ণ (১৪৯৭-১৫৯৩) ও পশ্চিম আসামে রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮-১৫৮৪) এই ধর্ম্মের প্রভাবে বৈষ্ণব হইলেন। (E. R. E. II p 135)। বেরার প্রদেশে চৈতন্যধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব এখনও আছে (E. R. E. II p 54), জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' (৩য় খণ্ড ২১৪-২১৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব **সৌরাষ্ট্র** দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। **ভরোচ** নগরেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এ প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল যে তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার ভক্ত নরনারী ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এখানে প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব যে মহারাষ্ট্রের বাল্মীকি মহাত্মা তুকারামের উপর পতিত হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব জগতে ও ঐতিহাসিকের নিকট অবিদিত নাই।

বোদ্ধাচার্য্য, পাঠান বিজলীখাঁন ইত্যাদি বিধর্ম্মিসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণনাম-প্রেমলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। অন্য দিকে ব্যবহারিক জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাকে 'পরতত্ত্বসীমা' বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীরায় রামানন্দের ভাষায়[২১] বলা যাইতে পারে 'যাঁহার নাম শুনিয়াই সেকন্দর-নামক যবনরাজ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করেন, কলবর্গদেশের (Gulbarga) রাজা নিজ পরিজনবর্গকে সাশ্রুনেত্রে দর্শন করেন, গুর্জ্জরনৃপতি নিজ রাজধানীকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় মনে করেন এবং গৌড়াধিপতি (হুসেনশাহ) নিজেকে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পোতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বোধ করেন; প্রতিপক্ষ নৃপকুলের কালাগ্নি-রুদ্রস্বরূপ সেই শ্রীমৎ-প্রতাপরুদ্র', যিনি তাম্র-শাসনে 'পঞ্চ-গৌড়- অধিনায়ক' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ পুঞ্জীভূত পরাক্রমের মূর্ত্তবিগ্রহ গজপতি প্রতাপরুদ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদরেণু লাভের জন্য দেহ-গেহ-রাজ্য-প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ

২১ শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক ১।১০-১৩ বহরমপুর সং।

কৃপানুভব করিয়াছিলেন। গৌড়াধিকারী সুবুদ্ধি রায়, যাঁহার অধীনে পূর্ব্বে হোসেন খাঁ চাকুরি করিতেন, তিনি কাশীতে মহাপ্রভুর দর্শন ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ এবং নাম-প্রেমের কাঙ্গাল হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপের কৃপালাভ এবং মথুরায় শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া 'এক পয়সার চানা চিবাইয়া' সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। স্বয়ং গৌড়াধ্যক্ষ হোসেন শাহ্ বাদসাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন 'বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়। সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহঁা নাহিক সংশয়'॥[২২] হোসেন শাহের শিক্ষক মৌলানা সিরাজুদ্দীন নবদ্বীপের কাজী সাক্ষাদ্‌ভাবে নিমাই পণ্ডিতের প্রভাব উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুকে 'গৌরহরি' নামে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং 'হরি', 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' এই তিন নাম গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমাভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের চিরকাল সহায়তা করিবার জন্য বংশের মধ্যে 'তালাক' দিয়াছিলেন। শ্রীকেশবছত্রী, শ্রীবাহিনীপতি, শ্রীকানাই খুঁটিয়া শ্রীকাশীমিশ্র প্রমুখ অনেক অভিজাত-বংশীয় সজ্জনবৃন্দ মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বহির্ম্মুখ জনতারও মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রে যে হৃদয়ে কৃষ্ণনাম-প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল—তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বহু মহানুভব সাক্ষ্য দিয়াছেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও উড়িষ্যা

শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম গ্রহণ করায় উড়িষ্যার শক্তি হ্রাস হইয়াছে, এই মতের উত্তরে জনৈক মনীষী ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইল।

'জগতের নৈসর্গিক রীতি-গত নৈতিক ভ্রষ্টচারিতার চিরন্তনী কথাকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিপ্রচারের সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা কষ্টকল্পনাবিশেষ। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম মানবজাতিকে বিশ্বাসী ও সৎ হইবার শিক্ষাই দিয়াছে, কিন্তু তদ্‌বিপরীত বিশ্বাস-ঘাতকতা ও দুর্নীতিই উড়িষ্যার রাজনৈতিক অধঃপতন আনয়ন করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে (সুতরাং শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম প্রচারের পরিবেশ-

২২ চৈ চ ২।১।১৬৭, ১৮০।

পরিশূন্যতার মধ্যে) নবদ্বীপের অধিবাসিগণেও এইরূপ অনর্থ প্রবেশ করিয়াছিল। তৎকালে বঙ্গদেশ যে বিধর্ম্মীর পদানত হইয়াছিল, সেই লজ্জাকর ঘটনার জন্য যেরূপ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম দায়ী নহে, সেইরূপ উড়িষ্যার ব্যাপারেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা অবৈষ্ণব ধর্ম্ম কোনটিকেই দায়ী করা যাইতে পারে না। দুর্নীতপরায়ণ ও দুর্ব্বল উত্তরাধিকারিগণের সিংহাসনাধিকার, রাজ্যের উচ্চ কর্ম্মচারিগণের নৈতিক স্খলন ও জাতীয় সামরিক শক্তির হ্রাস শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক উড়িষ্যার রাজনৈতিক পতনকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।'[২৩]

'যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা'—এই প্রবাদ অনুসারে একশ্রেণীর ব্যক্তি ভুবনমঙ্গল ভক্তিধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধ-বিচারপরায়ণ হইয়া স্বেচ্ছায় স্বরোপিত বিষয়-বিষবৃক্ষের অনিবার্য্য মারাত্মক ফলকে পরমার্থে আরোপ করিতে চাহেন! বর্ত্তমান সভ্যজগতের যে সকল প্রভাবশালী রাষ্ট্র বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনই ধার ধারে না, তথায় যে প্রভুত্বের প্রতিযোগিতার মূলে দ্রুতবিশ্বধ্বংসকারী বৈজ্ঞানিক আগ্নেয়াস্ত্রাদির আবিষ্কারের প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং তদুত্থিত অশান্তির বিষাক্ত বায়ু সমগ্র জগতে প্রবাহিত হইয়াছে, অথচ, বিশ্ববাসী কেবল বিশ্বশান্তির মরীচিকা-লুব্ধ হইয়া সেই বিশ্বঘাতক বিশ্বাসঘাতকতারই শরণ গ্রহণ করিতেছে, বিশ্বধ্বংসের এই প্রগতির কবল হইতে কে রক্ষা করিবে? এই বিপদে যদি প্রকৃত নিঃস্বার্থ বন্ধু কেহ হয়েন, তবে শ্রীচৈতন্যের অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মই হইবে, কপট বিশ্বপ্রেমের আলেয়া ও

---

২৩ It is difficult to link this sickening tale of moral turpitude with the Chaitanya Movement, which taught mankind to be faithful and honest.

Similarly, centuries ago, senility crept into the spirit of the inhabitants of Navadwipa, long before Chaitanya was born there. The story of Bengal's submission to Ikhtyaruddin Khalji is a disgraceful one; and no devotion to a religious movement serves as an extenuating cause in that case.

Thus, Vaishnavism or no Vaishnavism—the succession of weaklings, the moral degeneration of high officials of the state and the decline in the military strength of the nation—would have brought about the downfall, sooner or later'—'The History of Medieval Vaishnavism in Orissa' by Prof. Prabhat Mukherjee, Chap. XI, p 178.

কূটনৈতিক শত শত বিশ্বশান্তির পরিকল্পনা কোনও দিনই বাস্তব বিশ্বশান্তি আনয়নে সমর্থ হইতে পারে না।

সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া যিনি পরম মঙ্গলের বার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য প্রায়োপবেশনাদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে ত্রিকালদর্শী শ্রীশুকদেব বলিতেছেন, 'রাজন! এই পৃথিবী নিজেকে জয় করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগী ও পরম ব্যগ্র রাজগণকে দেখিয়া এইরূপ উপহাস করিয়া থাকে— 'অহো! যমের ক্রীড়ার পুতুল রাজগণ আমাকে জয় করিতে চাহিতেছে! যে কামনা এই সকল রাজাকে ফেনবুদ্‌বুদের তুল্য অনিত্য দেহে অতিশয় বিশ্বাসী করাইয়াছে, ইহারা অতিশয় বিচক্ষণ হইলেও তাহাদের সেই কামনা অবশ্যই বিফল হইবে। ইহারা জিগীষা ও প্রভুত্বের মোহে নিকটবর্ত্তী মৃত্যুকেও দেখিতে পাইতেছে না। কোন কোন রাজা সমুদ্রপরিবেষ্টিতা আমাকে (পৃথিবীকে) জয় করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া সবিক্রমে দ্বীপান্তরে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা অতিশয় মূর্খ; যেহেতু ইহারা নিজের ষড়্ রিপুকেই জয় করিতে পারে নাই। ইহাদের তথাকথিত বিশ্বজয়ের মূল্য কি? তাহা কেবল তাহাদের আরও অধঃপতনের সেতু।

পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, খট্বাঙ্গ, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, নল, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, রাবণ, নরক, হিরণ্যাক্ষ, তারক এবং অপর যে সকল পৃথিবীশ্বর দৈত্যপতি ও নরপতি আমার (পৃথিবীর) উপর মমত্ববুদ্ধি করিয়াছিলেন এবং যাহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ ও বীর এবং সর্ব্বজয়ী ও অপরের অজিত ছিলেন, মরণশীল সেই সকল রাজা অকৃতার্থ হইয়া কালের দ্বারা কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন।[২৪] 'রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট, দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই, তারে মন সদা কর ভয়॥' এই সকল হইতেছে—ত্রিকালদর্শী মহানুভবিগণের পরম বাস্তব সত্য কথা। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় শ্রীপ্রতাপরুদ্র ইহা অনুভব করিয়া সতর্ক হইয়াছিলেন—কেবল সতর্ক নহে, প্রেমভক্তির নিত্য সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

২৪ ভা ১২।৩।১—১৩।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা সর্ব্বশক্তিমান পরতত্ত্বের স্বরূপলক্ষণ

তত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনীতে আর একটি বিদ্বদনুভবসমন্বিত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-শৈলীর দ্বারা শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের 'স্বয়ং ভগবত্তা' নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কেহ কেহ ধারণা করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন এবং ইহাতে শ্রীজীবপাদের যুক্তির মধ্যে 'দুর্ব্বলতা' প্রকাশিত হইয়াছে—এইরূপ অসতর্ক মন্তব্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ সেই স্থানে শ্রীজীবপাদের বক্তব্য এই, কার্য্যগত তটস্থলক্ষণ ও আকৃতি-প্রকৃতিগত স্বরূপ লক্ষণ—এই উভয় লক্ষণে শাস্ত্রে পরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সমস্ত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশসামর্থ্য ব্যতীত পরতত্ত্বের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বসামর্থ্য সিদ্ধ হয় না; পরতত্ত্ববিষয়ে বিভিন্ন পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম সকলের যুগপৎ কেবল-প্রকাশসামর্থ্য 'অত্যদ্ভুত' বা 'অত্যাশ্চর্য্য' লক্ষণ হইলেও 'অচিন্ত্য লক্ষণ' নহে। কিন্তু বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্ম্মের যুগপৎ প্রকাশ-সামর্থ্য এবং প্রকাশ-সামর্থ্যের বিরুদ্ধ যে অপ্রকাশ-সামর্থ্য—সমকালে এইরূপ প্রকাশ ও অপ্রকাশ-সামর্থ্যযুক্ত যে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ত্ব—ইহাই হইতেছে সর্ব্বশক্তি-মত্তার ও সর্ব্বসক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক এবং ইহারই নাম—অচিন্ত্য-লক্ষণ।[২৫] এই অচিন্ত্য-লক্ষণ পরতত্ত্বসীমায়ই পূর্ণভাবে প্রকটিত। ঈশ্বরের লক্ষণে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—'ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ।'[২৬] যিনি যাহা ইচ্ছা করিতে সমর্থ, যাহাতে ইচ্ছা নাই, তাহাও না করিতে সমর্থ (সে স্থানে নিয়মের দ্বারা তিনি বাধ্য নহেন), যাহা চির নিয়ম তাহারও অন্যথা করিতে সমর্থ। এজন্য শাস্ত্র তাঁহাকে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—স্বরাট্ ইত্যাদি বলিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বসিত; কিন্তু তিনি শাস্ত্রকে অন্যথাও করিতে পারেন—তাঁহার সেই পূর্ণতম সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা আছে বলিয়াই তিনি পরতত্ত্বসীমা।

---

২৫ শ্রীভক্তিরহস্যকণিকা—১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা; ২৬ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—'ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥'—চৈ চ ৩।৯।৪৪।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে যেরূপ প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার আবির্ভূত হয়েন, কলিতে শ্রীহরি সেইরূপ প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন না। এ জন্য তিনি 'ত্রিযুগ' নামে উক্ত হয়েন। * শ্রীনৃসিংহ-শ্রীরামাদি স্বাংশাবতারগণ কোন কলিতেই অবতীর্ণ হ'ন না। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রতি কলিযুগে আবেশাবতার বুদ্ধ ও কল্কির অবতারের কথা বলিয়াছেন। কোন মহত্তম জীবে জ্ঞান-কলা, শক্তি-কলা ও ভক্তি-কলাদি বিভাগের দ্বারা শ্রীহরির আবেশকে 'আবেশাবতার' বলে। এই সকল আবেশাবতারের গৌণভাবে 'অবতার' সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়। সর্ব্বসাধারণ কলিযুগে এই সকল অবতারের মধ্যে কেহই 'প্রত্যক্ষ-রূপধৃক্' অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কিম্বা তদেকাত্মস্বরূপ নহেন। ইঁহারা সকলেই আবেশাবতার।

অতএব দেখা যাইতেছে, অসীম, ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় কৃষ্ণস্বরূপের প্রভাবের দ্বারা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-শাস্ত্রবাক্যও অতিক্রান্ত হইয়াছে; কারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রারম্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান সর্ব্বশক্তিমান অর্থাৎ অসাধারণ-অচিন্ত্য-শক্তিশালী বলিয়াই তিনি যে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও অসাধারণ-লক্ষণে লক্ষিত। শাস্ত্রেও দেখা যায়, সর্ব্বত্র সাধারণ নিয়ম 'বিশেষনিয়মে'র দ্বারা শাসিত হয়। শাস্ত্রে নিয়মসমূহ বর্ণিত হইবার পর 'অপবাদও' (বিশেষ বিধি) কথিত হয়। এই বিশেষ নিয়ম না থাকিলে সাধারণ নিয়মেরও কোন মূল্য থাকে না।[২৭] সাধারণ শাস্ত্র-নিয়ম-দ্বারা যে তত্ত্ব শাসিত হয়েন, তাঁহাকে পরম তত্ত্ব বা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম বা 'স্বয়ং ভগবান্' বলা যায় না। অতএব পরতত্ত্বসীমা যিনি, তিনি সর্ব্বতন্ত্র-বহির্ভূত—'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ' বলিয়া তৎকৃত শাস্ত্র-প্রমাণে সাধারণ কলিতে যে নিয়ম তাহারও অন্যথা ঘটাইয়া স্বীয় স্বয়ংভগবত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—শ্রীজীবপাদ শ্রীভাগবত-শাস্ত্র ও শ্রীভক্তিরসপাত্র মহদ্‌গণের অনুভব-সিদ্ধ অচিন্ত্যশক্তিলক্ষণ এই পরম বলিষ্ঠ যুক্তিটির দ্বারা পরতত্ত্বসীমার পরিচয় দিয়াছেন

---

* এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের ৮৮ হইতে ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ২৭ 'Exception proves the rule'—নিয়মের অন্যথাই নিয়মের অস্তিত্বের প্রমাণ।

মর্য্যাদাহীন করুণা ও প্রীতির প্রাবল্যে অনেক সময়ই শ্রীকৃষ্ণ স্ব-বিহিত শাস্ত্র-মর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়াছেন। স্বকৃত সাধারণ শাস্ত্র-নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া সান্দীপনি মুনির পুত্রকে যমলোক হইতে সশরীরে আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীগৌর-হরিও প্রকটকালে শ্রীনামে অপরাধের বিচার করেন নাই, সমষ্টি জীবকে উদ্ধার ও কৃপাসিদ্ধের রীতিতে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণ বহুবার তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'; 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈবভজাম্যহম্'[২৮] এই যে পরমেশ্বরের সাক্ষাদ্ বাণী ও নিত্যসত্য প্রতিজ্ঞা (যাহা সাক্ষাৎ উপনিষৎ), তাহাও গোপী-প্রীতির নিকট ভঙ্গ হইয়াছে।[২৯]

কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্তে পৌর্ব্বাপর্য্যব্যতিক্রম আছে কি?

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'[৩০]—অর্থাৎ 'সকাম বা নিষ্কাম যাহারা যেভাবে আমার ভজনা করে, আমি সেই ভাবে তাহাদিগকে ফলদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকি'—এই শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উল্লেখ করিয়া শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে **পূর্ব্ব হৈতে**। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥'[৩১] 'ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং'[৩২]—অনিন্দ্যভজনশীলা তোমাদের ঋণ দেব-পরিমিত আয়ু পাইলেও আমি শোধ করিতে পারিব না।

শাস্ত্রতাৎপর্য্যানুভবে অজ্ঞতাবশতঃ মনে হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন-লীলার পরেই গীতোপদেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা গোপীর ভজনে ভঙ্গ হইতে পারে না, বরং শেষপ্রতিজ্ঞাই (গীতার প্রতিজ্ঞাই) 'অবশেষ আজ্ঞা বলবান্' ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দলীলাকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুক্রমটি ভালরূপেই জানিতেন। এই স্থানে 'পূর্ব্ব হৈতে' শব্দের দ্বারা 'অনাদিকাল হইতে'

২৮ গীতা ৩।২১ ও ৪।১১; ২৯ ভা ১০।৩২।২২; ৩০ গীতা ৪।১১; ৩১ চৈ চ ১।৪।১৭৭, ১৭৯; ৩২ ভা ১০।৩২।২২।

বুঝায়; 'হইতে' শব্দের দ্বারা প্রবাহমানতারূপ নিত্যসত্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে এবং শ্রীগীতার বাক্যে 'লট্' এর প্রয়োগ থাকায় ইহা আবহমান কাল হইতে প্রকাশিত নিত্য-সত্য, বুঝাইতেছে। কবিরাজগোস্বামিপাদের বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে—কৃষ্ণের এই অনাদিকালের প্রতিজ্ঞাটি বা নিত্যসত্যও গোপীর ভজনের নিকট ভঙ্গ হইয়াছে। কারণ, গোপীগণ আত্মসুখলিপ্সু 'সকাম' নহেন, বা তথাকথিত 'নিষ্কাম'ও নহেন; তাঁহারা কৃষ্ণকামসর্ব্বস্ব। 'এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥ এ দেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ। এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জনভূষণ॥ কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে। তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে॥ অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে। এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে॥ গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি। মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥'[৩৩] আর এক দিক হইতে বিচার করিলেও কবিরাজগোস্বামিপাদের বাক্য পরম সত্য। ভগবল্লীলা অনাদি ও অনন্ত, চক্রবৎ ঘূর্ণমান; সেই লীলার যাহা পরবর্ত্তী তাহাই পূর্ব্ববর্ত্তী, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই পরবর্ত্তী। গীতায় প্রতিজ্ঞা সাধারণবিধিভক্তিযাজীর পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু গীতার চরমোপদেশ শরণাগতির উত্তরফলস্বরূপ যে রাগময়ী ভক্তি, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, তাহার নিকট ঐশ্বর্য্যশিথিলা ভক্তি নিম্ন কক্ষায় স্থান পাইয়াছে, কারণ তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিতে পারে না।

বিদ্বদনুভব ও শাস্ত্রপ্রমাণ

অপ্রাকৃত লীলারসিক শ্রীগৌর-পরিকরগণ আর একটি অনুভব-বেদ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষভাগে যথেচ্ছভাবে নিজ পরিকরবৃন্দের সহিত ব্রজে প্রকট বিহার করিয়া যখন প্রকট লীলাকে নিজ নিত্য অপ্রকটলীলার সহিত একীভূত করিলেন[৩৪] তখন নিত্যসিদ্ধ পরমকারুণ্য ও রসিকশেখরত্ব স্বভাববশতঃ মনে মনে বিচার করিলেন যে জগতে বিধিভক্তির অনুশীলন আছে বটে, কিন্তু রাগময়ী

৩৩ চৈ চ ১।৪।১৮২-১৮৩, ১৯৪-১৯৬, ১৯৮; ৩৪ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৫ অনু।

প্রেমভক্তির অনুশীলন নাই। বিধিভক্তির দ্বারা ব্রজভাব লাভ হয় না এবং আমার (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপের) প্রীতিও হয় না। আমি জগতের আপামর সকল জীবকে বহুকাল প্রেমভক্তি দান করি নাই, আমা ব্যতীত আর কেহ ব্রজপ্রেম দিতেও পারে না। সুতরাং আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া আমার নাম-প্রেম আপামরে বিতরণ করিব এবং ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক ভক্তি শিক্ষা দিব। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের এই সঙ্কল্প 'যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান' ॥[৩৫] ইত্যাদি উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে এই সঙ্কল্প, ইহা কি শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, এইরূপ প্রশ্ন কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হয়। এস্থানে জানা উচিত যে, ভগবৎপরিকর বিদ্বদ্‌গণের অনুভবই শাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—'সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ॥' শ্রীপরাশর-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসাদি মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অনুভবসিদ্ধ বলিয়াই শাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গৃহীত। তাই শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিয়াছিলেন—'সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্'[৩৬]—আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন। ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভক্তিযোগসমাধিতে পূর্ণভগবৎস্বরূপকে সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন ও অনুভব করিয়া 'লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্'[৩৭]—লোকসমূহ যে সিদ্ধান্তবিষয়ে অজ্ঞ ছিল, সেই ভাগবতধর্ম্মের সিদ্ধান্তসম্পুটিত-সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র প্রকট করেন। এই স্থানে পূর্ণভগবৎস্বরূপের অনুভবকারী ব্যাসকে 'বিদ্বান্' বলা হইয়াছে। এইরূপ পূর্ণভগবৎসাক্ষাৎকারকারী নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণই 'বিদ্বান্' তাঁহাদের সমাধি-লব্ধ অনুভবই শাস্ত্র এবং তাহাই প্রমাণচূড়ামণি। যে কোনও ব্যক্তির তথাকথিত অনুভব প্রমাণ নহে, তাহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামূলক মনোধর্ম্ম। শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি-ভগবৎপরিকরগণের সাক্ষাৎ অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমদনমোহনের সাক্ষাৎ প্রেরণায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার নিজের অনুভূতির সহিত সঙ্গতি করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

৩৫ চৈ চ ১।৩।১৩; ৩৬ ভা১।৫।১৩; ৩৭ ঐ ১।৭।৬।

যাহা বিদ্বৎকোটির অনুভবের সহিত একতাৎপর্য্যপর হইয়াছে, সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের দ্বিতীয় প্রমাণ অনুসন্ধান করা বাতুলতা মাত্র। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেও এই বিদ্বদনুভব-প্রমাণ সমর্থিত হয়। কারণ এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে উন্নতোজ্জ্বল রস ও রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বসাধারণে প্রণালীবদ্ধভাবে অনুশীলনের কথা ছিল না। ইহা একটি প্রত্যক্ষ সত্য। আর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কেহ যে তাঁহার প্রেমরস প্রদান করিতে পারেন না—ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথাদি ভগবৎ পরিকরের অনুভব-সিদ্ধ যে কথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও প্রত্যক্ষ, প্রমাণসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে।

প্রত্যক্ষানুভবী পরিকরগণ-কর্ত্তৃক বিদ্বদনুভবের প্রমাণোল্লেখ

সাক্ষাৎ অনুভব ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরম সত্যও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি ভগবৎ-পরিকরগণ অন্যান্য বিদ্বদ্গণের অনুভব প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে বাস্তব সত্যটি আরও সুদৃঢ় হইয়াছে। যেমন শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দর্শন ও সর্ব্বক্ষণ অনুভব করা সত্ত্বেও বিদ্বৎ-শিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদের সাক্ষাদনুভবের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।[৩৮] শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-শ্রীকবিকর্ণপূরাদি শ্রীগৌর-পরিকরগণও প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিতে ও সাক্ষাদনুভবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা উপলব্ধি করিয়াও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রমুখ বিদ্বদনুভবিগণের অনুভবের কথা উদ্ধার করিয়াছেন।[৩৯] নিম্নে সেই সকল সাক্ষাদনুভবী প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্বদ্গণের সূক্তি-মালা প্রকাশিত হইল। বিদ্বচ্ছিরোমণি **শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ** স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকটকালেই শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্তের দ্বারা মহাপ্রভুর নিকট একটি পত্রীতে নিজ অনুভবের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই—

---

৩৮ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৩ দিগ্দর্শিনী টীকার শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য; ৩৯ শ্রীরূপকৃত শ্রীচৈতন্য-প্রথমাষ্টক, শ্রীরঘুনাথকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টক ইত্যাদি ও শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনীর প্রারম্ভ, শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১১।৫।৩৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥[৪০]

যিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, আদ্যহরি বা সর্ব্বকারণকারণ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম ও কৃপাসমুদ্র, তিনি বৈরাগ্যবিদ্যারূপা (বিপ্রলম্ভময়ী) স্বভক্তি স্বীয় আচরণের দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করি।

'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥[৪১]

কালক্রমে অপ্রকটিত স্বভক্তিসম্পদকে পুনরায় আবিষ্কার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামক যে পুরাণপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্ত-মধুকর গাঢ় হইতে গাঢ়তরভাবে আসক্ত হউক।

প্রত্যক্ষদর্শী **শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ** বলিয়াছেন,—

যো মার্গো দূরশূন্যো বত ইহ বলবৎকণ্টকো যোঽতিদুর্গো
মিথ্যার্থভ্রামকো যঃ সপদি রসময়ানন্দনিঃস্যন্দকো যঃ।
সদ্যঃ প্রদ্যোতয়ংস্তং প্রকটিতমহিমা স্নেহবান্ হৃদ্‌গুহায়াঃ
কোঽপ্যন্তর্ধ্বান্তহন্তা স জয়তি নবদ্বীপদীপ্যৎপ্রদীপঃ ॥[৪২]

যে পথ অমৃত হইতে বহু দূরে অবস্থিত এবং যাহা শূন্য, হায়! বলবন্ত কণ্টকস্বরূপ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি আগ্রহ ও শূন্যপ্রতীক শুষ্কজ্ঞান যে পথকে দুষ্প্রবেশ্য করিয়াছে, যে স্থানে প্রাকৃত বিষয়সমূহে মিথ্যা সুখবোধ করাইয়া জীবকে সর্ব্বক্ষণ ভ্রান্ত করাইতেছে, সেই সংসারপথে অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া যিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমরসময় আনন্দপ্রবাহ প্রকাশ করিতেছেন এবং জীবের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহাদের হৃদয়-গুহার অন্ধকার বিনাশ করিয়া স্বমহিমা প্রকট করিতেছেন, নবদ্বীপের দীপ্তিশালী সেই অনির্ব্বচনীয় প্রদীপ শ্রীশ্রীশচীনন্দনের জয় হইক।

---

৪০ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ৬।৪৪; ৪১ ঐ ৬।৪৫; ৪২ চৈ চন্দ্রামৃত ১০৪।

দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দুসংশীতলো
জ্যোতিঃ কন্দলসন্তসন্মধুরিমা বাহ্যান্তরধ্বান্তহৃৎ।
সস্নেহাশয়বর্ত্তিদিব্যবিসরত্তেজাঃ সুবর্ণদ্যুতিঃ
কারুণ্যাদিহ জাজ্বলীতি স নবদ্বীপপ্রদীপোঽদ্ভুতঃ ॥৪৩

কুতর্করূপ পতঙ্গ-পালকে দূর হইতেই দগ্ধ করিতে করিতে কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল জ্যোতিঃপুঞ্জের বসতিস্থল অত্যুৎকৃষ্ট মাধুর্য্যময়, বাহ্যাভ্যন্তরের অন্ধকার-নাশক, স্নেহযুক্ত অন্তঃকরণরূপ বর্ত্তিকা হইতে দিব্যতেজোবিকীরণকারী, সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট সেই অদ্ভুত নবদ্বীপ-প্রদীপ করুণাবশতঃ এই প্রপঞ্চ উজ্জ্বল করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন।

নির্দ্দোষশ্চারুনৃত্যো বিধুতমলিনতা বক্রভাবঃ কদাচি-
ন্নিঃশেষপ্রাণি-তাপত্রয়হরণ-মহাপ্রেমপীযূষবর্ষী।
উদ্ভূতঃ কোঽপি ভাগ্যোদয়রুচির-শচীগর্ত্তদুগ্ধাম্বুরাশে-
র্ভক্তানাং হৃচ্চকোরস্বাদিত-পদরুচির্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ ॥৪৪

যে চন্দ্র উদয়ের জন্য রাত্রির অপেক্ষা রাখেন না, অথবা যিনি দোষশূন্য (কলঙ্ক-শূন্য), যিনি মনোরম নৃত্যশীল, মলিনতা ও বক্রভাবশূন্য, সর্ব্বজীবের তাপ নিঃশেষে হরণ করিবার জন্য মহাপ্রেমপীযূষবর্ষণকারী, ভক্তগণের চিত্তচকোর যাঁহার কিরণ-সুধা আস্বাদন করেন, এরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় গৌরাঙ্গচন্দ্র পরমা ভাগ্যবতী ও পরমা প্রেমবতী শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীর-সমুদ্র হইতে উদিত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীনীলাচল উভয় স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী এবং যিনি রসকলাবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের রসাচার্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ সেই **শ্রীদামোদরস্বরূপ** বলিয়াছেন,—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥৪৫

---

৪৩ চৈ চন্দ্রামৃত ১০৫; ৪৪ ঐ ১০৭;

৪৫ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১০ সংখ্যা ও চৈ চ ১।১।১৪ ধৃত শ্রীদামোদর স্বরূপবাক্য।

স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব স্বীকার করিয়া শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এজন্য তিনি—'ভক্তরূপ'। ব্রজের শ্রীবলরাম—স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ 'ভক্তস্বরূপ' শ্রীসদাশিব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—'ভক্তাবতার', শ্রীবাসাদি—ভক্ত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি—'ভক্তশক্তি' নামে খ্যাত। দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, তদেকাত্মরূপাবতার, শক্তি ও ভক্ত এই পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা কলিযুগেও সেইরূপ শ্রীগৌর পঞ্চতত্ত্বাত্মকরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। তাঁহাকে নমস্কার করি।

আশৈশব যিনি মহাপ্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সেই শ্রীনবদ্বীপবাসী কবিরাজ **শ্রীমুরারিগুপ্ত-পাদ** প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব করিয়া বলিয়াছেন,—

স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিসদ্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥
জগন্নাথসুতো জগৎপতির্জগদাদির্জগদার্ত্তিহা বিভুঃ।
কলিপাতা কলিভারহারকোঽজনি শচ্যাং **নিজভক্তিমুদ্বহন্**॥৪৬

বিশুদ্ধবিক্রমশালী, স্বর্ণবর্ণ, পদ্মপলাশলোচন, আজানুবিলম্বিতভুজ ও ভক্তিরসে বহুপ্রকারে নৃত্যপরায়ণ স্বয়ংপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌরসুন্দরেরজয় হউক। তিনি জগন্নাথমিশ্রের নন্দন, জগতের পতি, জগতের আদি কারণ, জগতের আর্ত্তিবিনাশক, বিভু (সর্ব্বব্যাপক), কলিপাবন, কলিভারহারী, তিনি নিজ উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি বহন করিয়া শচী-গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বৃন্দারণ্যবিলাসিনো মুররিপোঃ শ্রীরাসলীলাং শুভাং
সাক্ষাদেব বিলাসলাস্যলহরীপূর্ণাং মনন্ শ্রীহরিঃ।
শ্রীরাধারসমাধুরীধুরিতনুর্গৌরাঙ্গমূর্ত্তিঃ স্বয়ং
শ্রীনন্দাত্মজ এব ভক্তিরসিকঃ স্বারাজ্যলক্ষ্মীং দধে॥৪৭

শ্রীবৃন্দাবনবিলাসী শ্রীমুরারির শুভ ও সাক্ষাদ্ বিলাস—লাস্যলহরীপূর্ণ শ্রীরাসলীলা

৪৬ শ্রীমুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।১-২; ৪৭ ঐ ৪।২০।১৯।

স্মরণ করিতে করিতে শ্রীগৌরহরি সুন্দরাচলে শ্রীরাধারস-মাধুর্য্য-ধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ং নন্দ-নন্দন-স্বরূপেই ভক্তিরসিক হইয়া স্বারাজ্যলক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-একীভূত স্বরূপের অনুভব করিয়া বলিতেছেন—

রাধামাধবয়োরৈক্যাত্তত্তদ্ভাববিভাবিতঃ।
তত্তল্লীলানুকরণং গৌরাঙ্গঃ সমদর্শয়ৎ॥[৪৮]

শ্রীশ্রীরাধামাধবের একত্র অবস্থিতিহেতু সেই সেই ভাবে বিভাবিতমতি শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সেই সেই লীলার অনুকরণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন।[৪৯]

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ বলিয়াছেন,—

মেরুসুন্দরতনু রসিকেশঃ কৃষ্ণনামগুণকীর্ত্তনমত্তঃ।
রাধিকারসবিনোদগদ্গদ-প্রেমবারিপরিপূরিতদেহঃ॥[৫০]

রসিকচূড়ামণি প্রভুর দেহটি সুমেরু পর্ব্বত হইতেও সুন্দরতর, তিনি কৃষ্ণনামগুণ-কীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন। শ্রীরাধার রসবিনোদবার্ত্তার সময় গদ্গদ বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রেমজলে দেহ অভিষিক্ত করিতেন।[৫১]

শ্রীপরমানন্দপুরীপাদ শ্রীচৈতন্যের নরলীলায় গুরুস্থানীয় হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, সেই বিদ্বদনুভবটি শ্রীমুরারিগুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন,—

জ্ঞাতোঽসি ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপধৃক্।
শ্রীরাধাভাবমাপন্নো মাধুর্য্য-রসলম্পটঃ॥[৫২]

আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাভাবে পূর্ণ হইয়া মাধুর্য্যরসলোলুপ হইয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নহে।[৫৩]

---

৪৮ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।৮।১০; ৪৯ শ্রীহরিদাসদাসবাবাজী মহাশয়-কৃত বঙ্গানুবাদ;
৫০ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৩।১৫।১৮; ৫১ ঐ অনুবাদ;
৫২ ঐ ৩।১৫।২৩; ৫৩ ঐ অনুবাদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনধামে মহারাসস্থলীদর্শন-লীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীমুরারিগুপ্ত-পাদ বলিয়াছেন,—

শ্রুত্বা রাসবিলাসবৈভবরসং শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিঃ
প্রেমোন্মাদবিভিন্নধৈর্য্যনিবহো **মাধুর্য্যসারোজ্জ্বলঃ**।
রাধাকৃষ্ণং ব্রজবধূগণৈর্বেষ্টিতং সংবিভাব্য
প্রাকট্যং তৎ **স্বাত্মনি তয়োর্দর্শয়ন্** সংবভৌ স্ম ॥[৫৪]

এই রাসবিলাস-বৈভবরস শ্রবণ করিয়া গৌরহরি প্রেমোন্মাদে ধৈর্য্য লুপ্ত হওয়ায় মাধুর্য্যসারোজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রজবধূগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন'—এই চিন্তা করিতে করিতে নিজের দেহেই তাঁহাদের উভয়ের প্রাকট্য দেখাইয়া সম্যক্ রূপে বিরাজমান হইলেন।[৫৫]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি-প্রদর্শন প্রসঙ্গে **শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র** কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় রাস-বিষয়ক স্তবের কথা শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ বর্ণন করিয়াছেন—,

এবং স্তবন্তং নৃপতিং জগৎপতিঃ **শৃঙ্গারপোষং** নিজবৈভবং প্রভুঃ।
শ্রীবিগ্রহং ষড়্ভুজমদ্ভুতং মহৎ প্রদর্শয়ামাস মহাবিভূতিঃ॥
পূর্ণানন্দং পরমমধুরং দর্শয়ন্ গৌরচন্দ্রঃ (?)
প্রেমোদ্দামো জয়তি সততং ঘূর্ণয়ন্নেত্রভৃঙ্গম্।
নিত্যানন্দঃ স্বয়মপি বলং দিব্যমাধুর্য্যপূর্ণং
প্রেমোন্মাদৈঃ শুভমপি নিজং বিগ্রহং শান্তরূপম্॥
ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ব্বাণযুক্তং চ মধ্যং
বংশীবক্ষঃস্থলবিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ।
শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যবেশং স বিভ্রৎ
এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ॥

---

৫৪ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।৯।২০; ৫৫ ঐ অনুবাদ।

দৃষ্ট্বা শ্রীহরিরাময়োঃ সুমধুরাং শ্রীরাসলীলাং স্মরন্
প্রেমাশ্রুপুলকাবৃতঃ কতিপয়ান্ শ্লোকান্ পঠন্ নৃত্যতি।
শ্রীমদ্ভাগবতস্য তস্য পরমং মাধুর্য্যসারস্য চ
শ্রীগোপীজনমণ্ডলী-শুভগয়োঃ স্বানন্দভাবোন্মদৈঃ ॥[৫৬]

মহাবিভূতিময় জগৎপতি প্রভু এই স্তবকারী রাজাকে শৃঙ্গাররসময় নিজ-বৈভববিশিষ্ট মহাদ্ভুত ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন। প্রেমোদ্দাম গৌরচন্দ্র নিরন্তর নেত্রভৃঙ্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরম মধুর পূর্ণ আনন্দ দেখাইয়া বিজয় করিতেছেন। স্বয়ং নিত্যানন্দও দিব্যমাধুর্য্যপূর্ণ বৈভব এবং প্রেমোন্মাদে কল্যাণময় অথচ নিজ শান্তস্বরূপ বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন। গৌরচন্দ্র ঊর্দ্ধহস্তদ্বয়ে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছেন, মধ্য-হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে বংশী স্থাপন করিয়া মহাসুন্দর হইয়াছেন। আর অধঃস্থিত হস্তযুগলে তিনি পরম সুমধুর নৃত্য বেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই ভাবে রাজা শ্রীগৌরাঙ্গের সকল অঙ্গটি প্রেমময়ই দেখিলেন। রাজা এই মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর রাসলীলার স্মরণে প্রেমাশ্রুপুলকে ব্যাপ্ত হইয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। এই শ্লোকগুলি পরমমাধুর্য্যসার শ্রীমদ্ভাগবতেরই এবং শ্রীগোপীজনমণ্ডলীতে শুভপ্রয়াণকারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্বানন্দভাবোন্মাদেরই নির্দ্দেশক।[৫৭]

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন ও তৎকৃপায় অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

গৌরঃ কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিফলন্ পুণ্যাত্মনাং মানসে
নীলাদ্রৌ নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়ং রসম্।
আস্থঃ কোঽপি পুমান্ নবোৎসুকবধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা-
স্বাদী চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চৈতন্যলীলায়িতম্ ॥[৫৮]

অহো! এই গৌরচন্দ্র পুণ্যাত্মাদিগের হৃদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া বৃন্দাবনীয় মধুর রস বিস্তারপূর্ব্বক এই নীলাচলে নৃত্য করিতেছেন। তিনি

৫৬ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।১৬।১৩-১৬ ; ৫৭ ঐ অনুবাদ ; ৫৮ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ১০।২৪।

আদি-পুরুষ হইয়াও নবোৎসুক ব্রজবধূগণের কৃষ্ণানুরাগময় বিরহ-রসের আস্বাদনকারী হইয়াছেন। অহো! শ্রীচৈতন্যলীলা অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুত।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যবর নরলীলায় মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় **শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ** নীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দর্শনে উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া বলিতেছেন,—

কদাসৌ দ্রষ্টব্যঃ স খলু **ভগবান্ ভক্ততনুমা**
নিতি প্রৌঢ়োৎকণ্ঠা-বিলুলিত-মহো মানসমিদম্।
চিরাদস্য প্রাপ্তঃ স খলু ফলকালো মম পুন-
র্ন জানে কীদৃক্ষং জনয়তি ফলং ভাগ্যবিটপী॥ ৫৯

ভক্তরূপধারী সেই ভগবানের কখন দর্শন পাই, এই জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইয়াছে। বহুদিন পরে আমার ভাগ্যতরু ফলবান হইবে, বোধ হইতেছে; কিন্তু কিরূপ ফল হইবে তাহা জানি না।

জয়তি কলিতনীলশৈলচন্দ্রেক্ষণরসচর্ব্বণরঙ্গনিস্তরঙ্গঃ।
কনকমণি-শিলাবিলাসিবক্ষঃ-স্থলগলদশ্রমজস্ররোমহর্ষঃ॥৬০

নীলাচলচন্দ্রে আবদ্ধ দৃষ্টি-জনিত রসাস্বাদনমাধুর্য্যে যিনি নিশ্চল হইয়াছেন এবং কাঞ্চন-মণিশিলাবৎ শোভমান যাঁহার বক্ষঃস্থল বিগলিত নয়নাশ্রুতে সিক্ত হইতেছে এবং দেহে নিরন্তর রোমহর্ষকদম্ব প্রকাশিত হইতেছে, সেই গৌরচন্দ্রের জয় হউক।

নরলীলায় গুরুস্থানীয় **শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—

কনকপরিঘদীর্ঘদীর্ঘবাহুঃ, স্ফুটতরকাঞ্চনকেতকীদলাভঃ।
নবদমনক-মাল্য-লাল্যমান-দ্যুতিরতিচারুগতিঃ সমুজ্জিহীতে॥৬১
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
ইতি নামান্যনেনৈব সান্বয়ত্বং প্রপেদিরে॥৬২

---

৫৯ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ৮।৪; ৬০ ঐ ৮।৭; ৬১ ঐ ৮।১৬; ৬২ ঐ ৮।১৯।

কাঞ্চননির্ম্মিত অর্গলের ন্যায় যাঁহার ভুজদ্বয় দীর্ঘ ও প্রফুল্ল-কনককেতকীদলের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি এবং নবীন দমনকের মালায় যিনি বিভূষিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র রমণীয় পদবিন্যাস করিয়া উদিত হইতেছেন। 'সুবর্ণ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এই সুন্দর বর্ণ (অক্ষর) বর্ণনকারী (কীর্ত্তন-কারী), 'হেমাঙ্গ' (পীতবর্ণ) 'বরাঙ্গ' (ন্যগ্রধপরিমণ্ডলতনু) 'চন্দনাঙ্গদী' (চন্দন-নির্ম্মিত কেয়ূরধারী শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ-চন্দনাক্তডোরবিভূষণ) এই নামসমূহ ইঁহাতেই সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আনন্দানুভবৈক-সাধনমহো রূপং ঘনানন্দচিদ্-
বাহ্যান্তঃকরণোর্ম্মি-বৃত্তি-বিরহস্যাপাদকং পশ্যতাম্।
হিত্বানন্দথূ-লব্ধয়ে হৃদি নিরাকারন্তু যৈশ্চিন্ত্যতে
মন্যে তান্ ভ্রময়ত্যহো ভগবতী সা কাপি দুর্ব্বাসনা॥
অমূর্ত্তত্বং তত্ত্বং যদি ভগবতস্তৎ কথমহো
মদাসূয়াদীনামপি ন ভগবত্তত্ত্বগণনা।
ন মূর্ত্তামূর্ত্তত্বে ভবতি নিয়মঃ কিন্তু পরমো
য আনন্দো যস্মাদপি স চ স ঈশো মম মতম্॥[৬৩]

অহো! দেখ দেখ! যাঁহার সচ্চিদানন্দঘনরূপ দর্শনমাত্রে বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র পরমানন্দের অনুভব হয়, সেই প্রত্যক্ষ আনন্দনিকেতন পরমরমণীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা আনন্দ লাভের জন্য হৃদয়ে নিরাকারের চিন্তা করেন, ভগবানের মায়াশক্তির কোনও অনির্ব্বচনীয়া দুর্ব্বাসনাই তাঁহাদিগকে সেইরূপ ভ্রান্ত করাইতেছে, মনে করি। আর যদি অমূর্ত্ততত্ত্বই পরতত্ত্বের স্বরূপ বলিয়া গণিত হয়, তাহা হইলে 'অহঙ্কার' 'অসূয়া'দি অমূর্ত্তভাব-সমূহও 'পরতত্ত্ব' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতএব 'মূর্ত্ত' বা 'অমূর্ত্ত' বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। যাঁহা হইতে অসমোর্দ্ধ পরমানন্দের উদয় হয়, তাহাই পরমেশ্বর, ইহাই আমার মত। তাৎপর্য্য এই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সচ্চিদানন্দঘন রূপ-দর্শনে আমি

---

৬৩ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ৮।২০-২১।

সাক্ষাদ্‌ভাবেই যখন হৃদয়ে পরমানন্দ অনুভব করিতেছি, তখন নিশ্চয়ই ইনি স্বয়ং ভগবান ; ধ্যেয় নিরাকার নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব পরমানন্দকন্দ পরতত্ত্বসীমা নহেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমার উদয়ের বার্ত্তা সকলের হৃদয়েই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়, তজ্জন্য কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হয় নাই—ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া **শ্রীগোপীনাথাচার্য্য** জানাইয়াছেন,—

ধ্বান্তং বিধূয় কিরণৈরুদিতস্য ভানোশ্চন্দ্রস্য বা জগতি কে কথয়ন্তি বার্ত্তাম্।
লোকোত্তরস্য কিল বস্তুন এব সেয়ং শৈলী স্বয়ং স্বমভিতঃ প্রকটীকরোতি ॥[৬৪]

স্ব-স্ব কিরণের দ্বারা অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া চন্দ্র বা সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহার সংবাদ কে জগতে ঘোষণা করে ? অতএব লোকোত্তর বস্তুর ইহাই রীতি যে তিনি আপনাকে আপনিই চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে সকল ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার স্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল।

প্রত্যক্ষলীলাদর্শী **শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়** বলিয়াছেন,—

স্বভক্ত-কৃপয়াচিরাদবততার কৃষ্ণঃ স্বয়ং
প্রকাশয়তি নাত্মনঃ পরম-মায়িকো মায়য়া।
জগত্ত্রিতয়মোহনো ভবতি মূর্চ্ছিতঃ কীর্ত্তনে
বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥[৬৫]

পরমযোগমায়াধীশ স্বয়ং কৃষ্ণ যোগমায়ার দ্বারা নিজ স্বরূপকে প্রকাশ করেন না, সেই স্বয়ং ভগবানই নিজ ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অবিলম্বে (কল্পান্তরের অপেক্ষা না করিয়া অব্যবহিত কলির সন্ধ্যায়) [শ্রীশচীনন্দনরূপে] অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মুরলীধ্বনির দ্বারা ত্রিজগতের মোহনকারী ও তৎফলে জগতের মূর্চ্ছার সম্পাদনকারী হইয়াও শচীনন্দনস্বরূপে নিজনামাদি-কীর্ত্তনধ্বনিতে মূর্চ্ছিত হইতেছেন। এইরূপ বিলক্ষণলীলাময় শচীনন্দন বিহার করিতেছেন।

---

৬৪ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৫ ; ৬৫ শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দ্দশকম্ ৫ম শ্লোক।

শ্রীসদাশিব-তনয় **শ্রীপুরুষোত্তমঠাকুরও** শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের লীলা-কদম্বের প্রত্যক্ষদর্শিসূত্রে বলিয়াছেন,—

কৃতাবতারৌ স্থিতয়ে ধর্ম্মস্য জগদীশ্বরৌ।
কলৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সদীশ্বরৌ ॥৬৬

কলিযুগে ভাগবতধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা দুইজনই নিত্যস্বরূপ ও সর্ব্বনিয়ন্তা।

শ্রীখণ্ডের **শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর** প্রত্যক্ষদর্শন ও অনুভব হইতে বলিয়াছেন,—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রাণসর্ব্বস্বমীশ্বরম্।
সর্ব্বাবতারকারুণ্য-নিঃসীমকরুণং প্রভুম্ ॥৬৭

প্রাণসর্ব্বস্ব, পরমেশ্বর, সকল অবতারের করুণা অপেক্ষাও অসীমকরুণাবিশিষ্ট মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

বেদান্তাগমবেদ-শাস্ত্রপটলী-দুর্গম্য-পাদাম্বুজঃ
শ্রীশ্রীনন্দকিশোর-লাস্যলহরী-বিদ্যোতকানুগ্রহঃ।
তৎকালস্মৃতিমাত্র-তৎক্ষণবলৎ-প্রেমপ্রবাহাম্বুধি-
র্ভূদেবাঙ্গনমঙ্গলো বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ॥৬৮

যাঁহার শ্রীচরণকমলের মহিমা বেদান্ত, আগম, বেদ ও শাস্ত্রসমূহের দুর্গম্য, যাঁহার কৃপা শ্রীনন্দকিশোরের লীলাতরঙ্গের স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে, যাঁহার স্মরণমাত্রেই সদ্য সদ্য প্রেমপ্রবাহসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, ব্রাহ্মণগণের গৃহের মঙ্গলস্বরূপ, সেই শ্রীশ্রীশচীনন্দন সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই, বেদবেদান্তাদি-শাস্ত্রের দুর্গম্য হইলেও শ্রীগৌরহরির কৃপায় তাঁহার ব্রজেন্দ্রনন্দনত্ব অনুভববেদ্য হয়।

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভূসুরকুলভূষণ বিদ্বদ্বর **শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ** (শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীমন্ত্রগুরুদেব) বলিয়াছেন,—

---

৬৬ শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহ ৮৪৯ অনু:
৬৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ ১।১ ; ৬৮ শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ ৩য় শ্লোক।

'কলৌ জনিষ্যমাণানাম্' (ভা ৯।২৪।৬১) ইত্যাদি এতেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারো বোদ্ধব্যঃ। উক্তং নবম এব তৎ সূক্তং কৃষ্ণাবতার-কথানন্তরং (ভা ৯।২৪।৫৬) 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ। তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥' ইতি কলৌ কৃষ্ণাবতারান্তরমস্ত্যেবাবতার ইতি সূচিতম্। অতঃ কৈরপি সুমতিভিরত্রৈবং সমাধীয়তে। * * 'শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' ইত্যত্র সত্যে শুক্লঃ, ত্রেতায়াং রক্তঃ, ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ। অবশিষ্টে কলৌ তথাশব্দঃ, তথা কলিকালে পীতো গৌরঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি সঙ্গময়ন্তি ; তদা (৩২শ শ্লোক) 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্' ইতি চৈতন্যাবতার এবেতি নিশ্চিন্বন্তি। ব্যাখ্যান্তি চ তথা হি কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদি কৃষ্ণং বর্ণয়তীতি কৃষ্ণবর্ণম্, ত্বিষা অকৃষ্ণং গৌরম্, সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ সঙ্কীর্ত্তনবহুলৈর্যজ্ঞৈঃ শ্রীকৃষ্ণোৎসবরূপযজ্ঞৈঃ সুমেধসো বৈষ্ণবা যজন্তি।[৬৯]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, কলিতে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দুঃখ-শোকতমো নাশক যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। এই উক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারকেই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি তাঁহার শ্রীনামরূপগুণ কীর্ত্তনাদি দ্বারাই বিস্তৃত হয়। উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বেই এক শ্লোকে (ভা ১০।২৪।৫৬) উক্ত হইয়াছে, যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই শ্রীহরি অবতীর্ণ হয়েন—এই ভাগবতীয় বাক্যে কলিতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের অন্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারই সূচিত হইয়াছে। অতএব কোন কোন সুমেধা শ্রীমদ্ভাগবতোক্তির এইরূপ সমাধান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগর্গমুনি যে সত্য-ত্রেতাদি পূর্ব্বপূর্ব্ব তিন যুগে এই যশোদানন্দন শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া এই দ্বাপরে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহা বলিয়াছেন ; এই স্থানে অবশিষ্ট কলিতেই 'তথা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যেরূপ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ, তদ্রূপ কলিকালে 'পীত' অর্থাৎ গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহা শ্রীকরভাজন ঋষির 'কৃষ্ণবর্ণ

---

৬৯ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ১১।৫।৩৮-৪০।

ত্বিষাঽকৃষ্ণম্' (১১।৫।৩২) এই উক্তির দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনবহুল শ্রীকৃষ্ণোৎসব-যজ্ঞের দ্বারাই বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণবর্ণনকারী গৌরের আরাধনা করেন।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি (সাকর্—গম্ভীরার্থবাক্য-বক্তা, মল্লিক—জ্ঞানবৃদ্ধ, কূটনৈতিক-শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ষানুভবী **শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ** বলিয়াছেন,—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়েম্ববততার যঃ ॥[৭০]

কৃপাসমুদ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি, যিনি প্রেমভক্তি বিস্তার করিবার জন্য গৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥[৭১]

দ্বাপরলীলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা নিঃশেষে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, বর্ত্তমানে সেই শ্রীকৃষ্ণই ভক্তরূপাবতারে তাহা নিজজনগণকেও আস্বাদন করাইয়াছেন। শ্রীহরির নিজ ভক্তগণের প্রতি যে প্রেম—তাহা হইতেও নিজের প্রতি তাঁহার ভক্তগণের অসাধারণ প্রেমকে পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়া সেইভাবে লোভ-বশতঃ যিনি ভক্তরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যতিবেশধারী, কনককান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীশচীনন্দন-হরি জয়যুক্ত হউন। পক্ষে, স্বপ্রিয়ভক্ত শ্রীরূপ-গোস্বামী, যাঁহার সহিত অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন।

নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীসনাতন স্তব করিয়াছেন,—

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচলবিভূষণ।
জগৎপ্রবর্ত্তিত-স্বাদুভগবন্নামকীর্ত্তন ॥

---

৭০ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ১০।১।২; ৭১ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৩।

অদ্বৈতাচার্য্য-সংশ্লাঘিন্ সার্ব্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ব্ববৈষ্ণব-বান্ধব ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি ?[৭২]

শ্রীভক্তিরস-সম্পত্তিমান্ শ্রীচৈতন্যদেব ! শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ! তোমাকে বন্দনা করি। হে শচীনন্দন ! হে যতিকুলমুকুটমণি, প্রভো হে ! আমাকে ত্রাণ কর। ('গৌরাঙ্গসুন্দর', 'শচীনন্দন', 'শ্রীচৈতন্যদেব' 'যতিচূড়ামণি' ইত্যাদি **নাম** জীবের ত্রাণকারী), তোমার **রূপ** হইতেছে, আজানুলম্বিতবাহু, মৃদু-মধুরহাস্যযুক্ত বদনকমল। [দূর হইতেও তোমার নামরূপ শ্রবণে ও দর্শনে প্রেমলাভ হয়]। তোমার রূপে ও গুণে স্বয়ং নীলাচলনাথ আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে তাঁহার 'পুরীর বিভূষণ' করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পুরীতে ভুক্তিমুক্তিকামী পাঁচমিশালী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জনতা তাঁহার দর্শনের জন্য আগমন করেন। তাঁহারা মুক্তি পর্য্যন্ত গতি লাভ করিতে পারেন। নীলাচলনাথ স্বয়ং যেরূপ তোমার দর্শনে লোভযুক্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ নীলাচলতীর্থ-যাত্রিগণকেও ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপ তোমার দর্শনের দ্বারা ব্রজ-প্রেমে অতিষিক্ত করাইতেছেন। তোমার **লীলা** হইতেছে—সমগ্র জগতে পরম স্বাদু ভগবন্নামকীর্ত্তন সঞ্চার। আর তোমার **পরিকর** হইতেছেন—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীসার্ব্বভৌম, শ্রীরামানন্দ রায় প্রভৃতি মহাজনবৃন্দ। তুমি অদ্বৈতাচার্য্য-প্রকটিত, তাই আচার্য্যকে সম্যগ্‌ভাবে শ্লাঘা অর্থাৎ উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাক। তুমি সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যকে আনন্দ দান করিয়াছ। তুমি রামানন্দের সহিত প্রীতিবদ্ধ এবং সর্ব্ব বৈষ্ণবেরই বান্ধব। তোমা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে প্রেমামৃত-মহাসমুদ্র প্রবাহিত হয়। এই দীনাতিদীন আমাকে কখনও কি তুমি তোমার একটি 'দাস' বলিয়া স্মরণ করিবে ? হে মহাপ্রভো ! তোমাকে নমস্কার।

ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং, দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণম্।
চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে, যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেঽর্থসিদ্ধিঃ ॥[৭৩]

---

৭২ শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব ৪০৩-৪০৬ ; ৭৩ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-দিগ্‌দর্শিনী টীকা ১।১।১।

শ্রীব্রহ্মাদি দেবতা যাঁহা হইতে শক্তি লাভ করিয়া স্ব-স্ব আধিকারিক সেবায় যোগ্যতা লাভ করেন, যিনি নিজ ভক্তি প্রদান করিবার জন্য জগতে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে সর্ব্ব প্রয়োজনের সিদ্ধি স্বারস্ত হয়, সেই শ্রীচৈতন্য-দেবের শরণাপন্ন হইতেছি।

যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী সমস্ত ডালি প্রদান করিয়া নিত্যকিঙ্কর হইয়াছেন, নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বগুণরত্নবিভূষিত সেই শ্রীচৈতন্যচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী **শ্রীরূপগোস্বামী** বলিয়াছেন,—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বমাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥[৭৪]

যিনি কৌতূহলযুক্ত হইয়া কোন প্রণয়িজনবৃন্দের (অথবা প্রণয়িনী ব্রজসুন্দরী-গণের মধ্যে কোন একজনের—শ্রীরাধার) অনির্ব্বচনীয় ও অপরিসীম মধুররসসমূহকে হরণ করিয়া আস্বাদন করিবার অভিলাষে ব্রজবনিতাগণের (অথবা শ্রীরাধার) কান্তি প্রকট করিয়া নিজের শ্যামকান্তি আবৃত করিয়াছেন, [চোর যেরূপ নিজের রূপ আবৃত করিয়া চুরি করে তদ্রূপ] সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রচুরভাবে কৃপা করুন।

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥[৭৫]

যিনি ভূমণ্ডলে উদিত হইয়া নিজ প্রেমসুধা প্রোজ্জ্বলভাবে বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলাধিরাজের মর্য্যাদা অঙ্গীকার করিয়াছেন (পক্ষে 'দ্বিজরাজ' শব্দে

৭৪ শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকম্ ৩; ৭৫ শ্রীললিতমাধবনাটক ১।৩।

'চন্দ্র' বুঝায়), যিনি আমার অজ্ঞানান্ধকাররাশিকে বিনিষ্ট করিয়াছেন এবং জগজ্জনের মনকে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, সেই শচীসুত নামক শশী অনির্ব্বচনীয় কল্যাণ বিধান করুন।

যিনি শ্রীচৈতন্যচরণকমল-সেবা-মধুপানলোভে অপ্সরাসম ভার্য্যা, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়াছিলেন, সেই নিত্যসিদ্ধ **শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী** বলিয়াছেন,—

নিজামুজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে ॥[৭৬]

যিনি নিজ উজ্জ্বলভক্তিসুধা পৃথিবীতে বিতরণ করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর গর্ভাকাশে সমুদিত হইয়াছেন, সেই পূর্ণচন্দ্রকে ভজনা করি।

অশেষশাস্ত্রদর্শী স্বরূপসিদ্ধ আচার্য্যকুলমুকুটমণি **শ্রীজীবগোস্বামিপাদ** বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতয়া প্রসিদ্ধতাং গতঃ শচীকুক্ষি-সমুদ্র-সম্ভবঃ।
সদ্‌ভক্তিপীযূষনিধিঃ স্ব দীধিতীঃ স গৌরকান্তির্বিতনোতু মদ্ধৃদি ॥[৭৭]

যিনি শ্রীশচীকুক্ষিসমুদ্রে সমুদ্ভূত এবং স্বয়ং যিনি প্রেমভক্তিপীযূষ-সমুদ্র-স্বরূপ, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ, সেই গৌরকান্তি চন্দ্রমা তাঁহার কিরণমালা আমার হৃদয়ে বিস্তার করুন।

তাদৃশভাবং ভাবং, প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জনগণশরণং, স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ ॥[৭৮]

ব্রজগোপীর ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য যে অবতার আগমন করিয়াছেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের আশ্রয়, সেই শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন।

---

৭৬ শ্রীমুক্তাচরিত ১।৩; ৭৭ শ্রীমাধবমহোৎসব ১।২; ৭৮ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ উপসংহার।

'শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ-করুণোদিতবাগ্‌বিভূতি', প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষকৃপানুভবী শ্রীমৎশিবানন্দসেনাত্মজ **শ্রীলকবিকর্ণপুর** বলিয়াছেন,—

যঃ বৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥৭৯

যে সচ্চিদানন্দঘন শ্যামকান্তি হরি পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে তুল্য কান্তিমতী গৌরাঙ্গী গোপসুন্দরীগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, তিনিই কি তাঁহাদের নিরন্তর প্রগাঢ় আলিঙ্গনফলে গৌরাঙ্গ হইয়া নবদ্বীপ আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন ?

নিধিষু কুমুদপদ্মশঙ্খমুখ্যেষ্বরুচিকরো নবভক্তিচন্দ্রকান্তৈঃ।
বিরচিতকলিকোকশোকশঙ্কু-র্বিষয়তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ ॥৮০

যিনি নববিধ ভক্তিরূপ চন্দ্রকান্তমণিসমূহদ্বারা কুমুদ, পদ্ম, মহাপদ্মাদি নবনিধিতে অরুচি জন্মাইয়া দেন, যিনি কলিরূপ চক্রবাক-পক্ষীর অন্তরে শোকশেল বিদ্ধ করিয়াছেন, সেই গৌরচন্দ্র জীব-হৃদয়ের বিষয়ান্ধকারের বিনাশ করুন অর্থাৎ সকলের হৃদয়ান্ধকার নাশ করিয়া প্রেমসুধা বিকিরণ করুন।

যত্র শ্রীমন্মধুরিমময়ী কান্তিরেষা জগাম
ব্যাহারান্তং গুরুকরুণতা পূর্ণতামাগতাসীৎ।
বৈদগ্ধীয়ং নিখিলসুভগা হন্ত নির্ব্বাহমাপ্তা
গৌরাঙ্গস্য প্রণম তদিদং পাদপাথোজযুগ্মম্ ॥৮১

মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্য যাঁহাতে বর্ণনার অতীত হইয়াছে, যাঁহার মহতী করুণা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অহো! অখিলজনপ্রিয় সহৃদয়তা (রসিকতা) যেস্থানে মর্য্যাদার অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই শ্রীচরণকমলযুগলে প্রণত হও।

---

৭৯ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মহাকাব্যম্) ১।১, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১; ৮০ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ১।১; ৮১ চৈ চরিত মহাকাব্য ১।৬।

স্বানন্দ-রস-সতৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহো জয়তি।
আপামরমপি কৃপয়া সুধয়া স্নপয়াম্বভূব ভূমৌ যঃ ॥[৮২]

যিনি নিজ ভজনানন্দরসে স্বয়ংই তৃষ্ণাযুক্ত, অথবা নিজজন শ্রীরাধিকাদির আনন্দদায়ক যে 'শৃঙ্গার' নামক অপ্রাকৃত রস, তাঁহাতে তৃষ্ণাযুক্ত (তাঁহা আস্বাদন করিবার লোভযুক্ত) হইয়া অবতীর্ণ, যিনি আপামর সকলকে কৃপাসুধায় স্নান করাইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ জয়যুক্ত হউন।

যিনি প্রতিবৎসর শ্রীনীলাচলে গৌড়ীয়ভক্তসঙ্ঘসহ শ্রীগৌরদর্শনে গমন করিয়া তাঁহার লীলাকৈবল্য-মাধুরী দর্শন করিতেন, 'চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর। এই তিন মহাপ্রভুর ভক্তশূর॥' এইরূপ পুত্র ও ভক্তপরিবারযুক্ত সম্পত্তিমান গৃহস্থ হইয়াও যিনি ছিলেন 'শ্রীগৌরমাত্রৈকজীবনধন', সেই শ্রীমৎশিবানন্দ সেন মুহূর্ত্তকালও গৌরবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—

দয়াময় গৌরহরি, নদীয়া-লীলা সাঙ্গ করি, হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে, এ দাসেরে একা ফেলে, না ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥
আদেশ করিলা যাহা, নিশ্চয় পালিব তাহা, কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র-পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত, তোমা বিনা কিমতে গোঙাব॥
গৌড়ীয়া যাত্রিক সনে, বৎসরান্তে দরশনে, কহিল যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব, সংবৎসর কাটাইব, যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥
হও প্রভু কৃপাবান, কর অনুমতি দান, নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর, ওহে প্রভু বিশ্বম্ভর, আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥[৮৩]

শ্রীশিবানন্দসেন প্রত্যক্ষানুভবে বলিয়াছেন যে শ্রীশ্যামসুন্দরই শ্রীরাধার ভাবকান্তি-মণ্ডিত শ্রীগৌর হইয়া প্রেম যাচ্ঞা করিতেছেন—

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি। যার কৃপাবলে সে চৈতন্যগুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরিতি। গদাধর-প্রাণনাথ যাহে নাম-খ্যাতি॥

---

৮২ শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ ১।১; ৮৩ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ২৪৮ পৃষ্ঠা (ব সা প ২য় সং ১৩৪১ বঙ্গাব্দ)।

গৌরগতপ্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে। ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণ-সেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর। শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর॥
যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র। তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহু যার অনুরাগে। শ্যামতনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে॥[৮৪]

আবাল্য লীলাসঙ্গী **শ্রীমৎমুরারি গুপ্তপাদ** গাহিয়াছেন,—

গদাধর-অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ যিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে॥[৮৫]

প্রেমবিহ্বল **শ্রীনরহরিসরকার** ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরলীলা লিখিতে অভিলাষী হইয়া স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক গাহিয়াছেন,—

গৌরলীলা দরশনে, ইচ্ছা বড় হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহু॥
গৌরগদাধর-লীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন॥

---

৮৪ পদকল্পতরু ২৩৫৫ ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ৩০০ পৃষ্ঠা;
৮৫ পদকল্পতরু ২১২১ ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ১৭২ পৃষ্ঠা।

কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥[৮৬]

কুলীনগ্রামী **শ্রীমদ্‌রামানন্দ বসু** প্রত্যক্ষ লীলা দর্শন করিয়া গাহিয়াছেন,—

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে। কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে ॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ। অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ। ভুলিল কীর্ত্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়ারসে ভোর। বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥[৮৭]

আরে মোর গৌরকিশোর।

সহচর কান্ধে পহু, ভুজযুগ আরোপিয়া, নবমী দশায় ভেল ভোর ॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে, মুখে বাক্য নাহি সরে, সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোণার গৌরহরি, কহে হায় মরি মরি, তন্তুক দোসর ভেল দেহ ॥
থীর নয়ন করি, মথুরার নাম ধরি, রোয়ে পহু 'হা নাথ' বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে, গৌরাঙ্গ এমন কেনে, না বুঝিলুঁ কিসের লাগিয়া ॥[৮৮]

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি। বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথুনি ॥
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়। হুহুঙ্কার দিয়া খেণে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
ঘন ঘন দেন পাক উর্দ্ধ বাহু করি। পতিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি ॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়। বসু রামানন্দ তাহে প্রেম-ধন চায় ॥[৮৯]

প্রত্যক্ষদর্শী **শ্রীমদ্‌বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর** গাহিয়াছেন,—

জয় জয় জগন্নাথ-শচীর নন্দন। ত্রিভুবনে করে যাঁর চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর ॥

---

৮৬ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ৮ পৃষ্ঠা : ৮৭ শ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণি ২৯।১, ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ৯৫২ পৃঃ বহরমপুর-সং ১৩১৯ বঙ্গাব্দ ও গৌরপদতরঙ্গিণী ১৭৩ পৃঃ ; ৮৮ পদকল্পতরু ১৯২৪ ও গৌরপদতরঙ্গিণী ২০৪ পৃঃ ; ৮৯ পদকল্পতরু ২০৮১ ও গৌরপদতরঙ্গিণী ১৬০ ও ১৭৩ পৃঃ।

কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা। গোলোকের বিভব-লীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার। হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥[৯০]

শ্রীমদ্‌বাসুঘোষ শ্রীগৌরের অভিষেকোৎসব স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গাহিয়াছেন,—

শঙ্খ-দুন্দুভি-নাদ বাজয়ে সুস্বরে। গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দনশিলা ধূপ দীপ জ্বালি। নগরের নারী সব করে অর্ঘ্য থালী॥
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত। জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত॥
গৌরাঙ্গচান্দের মুখ করে নিরীক্ষণে। গোরা অভিষেক-রস বাসুঘোষ গানে॥[৯১]
বসিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র রত্ন-সিংহাসনে। শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা। রূপের ছটায় দশ দিগ হৈল আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন। নিত্যানন্দ সহ বসি করিল ভোজন॥
তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে। শচী দেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেহ আরাত্রিক করিল। নির্ম্মঞ্ছন করি শিরে ধান্য দুর্ব্বা দিল॥
ভক্তগণ করে সভে পুষ্প বরিষণ। **অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥**
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে। নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা। গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেত' ভাসিলা॥[৯২]

শ্রীনীলাচল-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীলবাসুঘোষ গাহিয়াছেন,—

অচৈতন্য শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম-ঘরে। গোপীনাথ পাশে বসি পদসেবা করে॥
সার্ব্বভৌম প্রভু-মুখ আছে নিরখিয়া। ইনি কোন্ বস্তু কিছু না পায় ভাবিয়া॥
নরসিংহরূপ প্রভুর দেখে একবার। বটুক বামনরূপ দেখে পুনর্ব্বার॥
পুন দেখে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আকার। পুন ভৃগুরাম হস্তে ভীষণ কুঠার॥
দুর্ব্বাদল শ্যামরূপ দেখয় কখন। কখন মুরলীধর নীরদবরণ॥

---

৯০ পদকল্পতরু ২১৯২ ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ৩ পৃষ্ঠা।

৯১ ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ৮৯৩ পৃঃ বহরমপুর সং ১৩১৯, পদকল্পতরু ১৫৩৬ ও ১৫৭১ এবং গৌরপদতরঙ্গিণী ১৫০ পৃষ্ঠা ; ৯২ পদকল্পতরু ১৫৩৮।

এসব দেখিয়া তাঁর সন্দেহ ঘুচিল। ষড়্‌ভুজরূপে প্রভু উঠি দাণ্ডাইল॥
শচীর দুলাল যেই সেই ননীচোর। অন্তরেতে কালা কানু বাহিরেতে গৌর॥
ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ করে সার্ব্বভৌম। বাসুঘোষ বলে আর কেন মিছা ভ্রম॥[৯৩]
সিংহদ্বার তেজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায়
চৌদিকে ভকতগণ হরি-গুণ গায়। মাঝে কনয়-গিরি ধূলায় লুটায়॥
আছাড়িয়া পরে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। দীঘল শরীর গোরা পড়ি মূরছায়॥
উত্তান-শয়ন মুখে ফেনা বাহিরায়। বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥[৯৪]

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার প্রাক্কালে প্রত্যক্ষদর্শী **শ্রীলগোবিন্দঘোষ** গাহিয়াছেন,—

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো-সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস॥
কান্দয়ে ভকত বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥[৯৫]

শ্রীলবংশীবদন ঠাকুর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর গৃহ-সেবক ছিলেন বলিয়া শ্রীভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে।* প্রত্যক্ষদর্শী সেই শ্রীবংশীবদন গাহিয়াছেন,—

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ-বয়ানে। ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥

---

৯৩ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা; ৯৪ পদকল্পতরু ১৬৬২ ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ২০১ পৃঃ;
৯৫ পদকল্পতরু ১৬২২ ও গৌরপদতরঙ্গিণী ২৩৬ পৃঃ; * শ্রীভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ ২০—২৪।

নিতাই-চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিসান। শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম। ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমার আবেশ। শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর-বেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন॥[৯৬]

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিলে শ্রীবংশী বিলাপ করিয়া গাহিয়াছেন,—

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা-তিলক-কাচ।
আর না হেরিব সোণার কমলে নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে ভকত-চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আমরা দেখিব চায়্যা॥
আর কি দু-ভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই নিমাই কোথায় নাই॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া-মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন আমার গৌর-রায়।
শাশুড়ী-বধূর রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়॥[৯৭]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষলীলাদর্শী অখিলজীবদুঃখদুঃখী **শ্রীমদ্‌বাসুদেব দত্ত ঠাকুর** গাহিয়াছেন,—

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট-প্রেম বিনোদ-নব-নাগর, বিহরে নবদ্বীপ-মাঝ॥
কুটিল কুন্তল, গন্ধ পরিমল, চন্দন-তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী, লাজ-মন্দির-দুয়ারে দেওই কপাট॥
করিবর-কর-জিনি বাহুর সুবলিনি, দোসরি গজমতি-হারা।
সুমেরু-শিখরে যৈছন ঝাঁপিয়া—বহই সুরধুনী-ধারা॥

---

৯৬ পদকল্পতরু ২৫৬৪ ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ২১১ পৃঃ;
৯৭ পদকল্পতরু ১৮৫৫ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ২৫১ পৃষ্ঠা।

রাতুল অতুল, চরণ-যুগল, নখমণি-বিধু-উজোর।
ভকত-ভ্রমরা সৌরভে আকুল, বাসুদেব-দত্ত রহু ভোর ॥৯৮

প্রত্যক্ষদর্শী **শ্রীমৎপরমানন্দপাদ** গাহিয়াছেন,—

পরশ-মণির সনে কি দিব তুলনা রে পরশ ছোয়াইলে হয় সোণা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে রতন হইল কত জনা ॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই গোরা মোর পরাণ-পুতলী ॥
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কী রে এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণ-চাঁদ উদয় নদিয়া-পুরে মনের আন্ধার দূরে গেলো ॥
এ গুণে সুরভি সুর-তরু সম নহে রে মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে যাচিয়া দেওল প্রেম-ধন ॥
গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোসাঞি রে বিচার করিয়া দেখ সভে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে গৌরাঙ্গের দয়া হবে কবে ॥৯৯

স্বগৃহাগত শ্রীগৌরহরিকে যিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়া সেই অদ্বিতীয় অতিথির সৎকার করিয়াছিলেন, সেই প্রত্যক্ষকৃপানুভবী বরাহনগরবাসী **শ্রীমদ্রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য** গাহিয়াছেন,—

জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্য-বিহার। ভক্তকুল-প্রাণধন, ভক্ত-অবতার ॥
শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিবাস-হরিদাস-সঙ্গ। নিত্যানন্দ-বলরাম-সহ নিত্য রঙ্গ ॥
গদাধর-প্রাণনাথ, ভক্তকুলপতি। ভক্তরূপ-অবতার ত্রিজগৎগতি ॥১০০

‘আর দুই অবতার’

প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্বদ্গণের অনুভবে, স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-প্রমাণে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের অব্যবহিত পরের

৯৮ পদকল্পতরু ২৯২৫, ইহাতে গোবিন্দদাস ভণিতা আছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত শ্রীক্ষণদাগীতচিন্তমাণি ২২।১ ক্ষণদার গীত। ইহাতে বাসুদেব দত্ত ভণিতাই পাওয়া যায় ;

৯৯ শ্রীপদকল্পতরু ৬৭২ ও গৌরপদতরঙ্গিণী ৯৪ পৃঃ ; ১০০ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১।২।৩৪-৩৬।

এই কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রই স্বয়ংরূপাবতার—ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরম বাস্তব সত্যের প্রতি কলির নানা প্রকার বিড়ম্বনাও দৃষ্ট হয়।

মৌলিক ও পরম শ্রেষ্ঠ বস্তুরই চিরকাল নকল বা জাল হইয়া থাকে। নকল নীলকান্তমণি ও মেকী সোণার উজ্জ্বলতা ও লোকমোহিনী শক্তি অনেক সময় অকৃত্রিম মণি ও স্বর্ণ হইতেও অধিক দেখা যায়।

পরতত্ত্বের শ্রীমৎস্য-শ্রীকূর্ম্ম-শ্রীবরাহ-শ্রীনৃসিংহাদি অবতারের নকল হয় না, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগৌরচন্দ্র—এই নরলীল পরতত্ত্বস্বরূপেরই অধিক নকল হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদের নকলও সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরিতে ভক্ত-ভাবের মহামাধুর্য্য থাকায়, সেই স্বর্ণগৌরাঙ্গের নকল কালে কালে দেখা যাইতেছে। গৌরাঙ্গের কোনও শক্তিলেশও ঐ সকল নকলে নাই, কেবল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য 'অবতার' বলিয়া আত্মপ্রখ্যাপন-প্রয়াস মাত্র দৃষ্ট হয়।

আসল নীলকান্তমণি ও খাঁটী সোণাকে যাঁহারা ভজনা করেন, সেই সকল জহুরীর স্বরূপ ও প্রকৃতির দ্বারাই প্রকৃত মণি ও সোণার স্বরূপ জানা যায়, যেরূপ নকল পাথর ও মেকী সোণার বিক্রেতা ও গ্রাহকের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ ধরা পড়ে।

যে সকল লোকোত্তর মহানুভবগণ কৃষ্ণ ও গৌরকে ভজনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি জাতীয়? তাঁহারা কি এই জগতের বহির্ম্মুখ জনতার দ্বারা সংস্তুত ও তাহাদের সংখ্যাধিক্যে নির্ব্বাচিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা লোকপ্রিয়তার কাঙ্গাল? তাঁহাদের আচরণ ও চরিত্রই বা কি? তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কি করেন, কি ভাবেন, কি বলেন? শ্রীনারদ, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুকাদি মহদ্গণ বা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথাদি মহাজনগণের আচার, প্রচার ও চরিত্র দেখিলেই তাঁহাদের সদোপাস্য পরতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (৫ম অ৩৪ অ), শ্রীহরিবংশ (২।৪৪—৪৫ অধ্যায়) ও শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৬) হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের অবতারকালে করূষাধিপতি

পৌণ্ড্রককে তাঁহার কতিপয় স্তাবক ও অজ্ঞ জনতা 'তুমিই জগৎপতি ভগবান বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ' এই কথা বলিয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিল, পৌণ্ড্রকও তাহা 'সত্য' মনে করিয়া অবৈধভাবে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট দূত পাঠাইয়া নিজের অবতারের কথা খ্যাপন করিল। মহাদেবের বরে পৌণ্ড্রক ঐ সকল কৃত্রিম বেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।[১০১] পৌণ্ড্রকের বন্ধু কাশীরাজ একজন পরম পৃষ্ঠপোষক হইল। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তক ছেদন এবং কাশীরাজের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া কাশীতে নিঃক্ষেপ করিলেন। পুরোহিতগণের সহিত কাশীরাজ-পুত্র সুদক্ষিণকে ও সমগ্র কাশীপুরীকে সুদর্শন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময়ী লীলায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পরম মাধুর্য্যৌদার্য্য-লীলাময় শ্রীগৌরহরি এই অবতারে সেইরূপভাবে অস্ত্রাদি ধারণ করিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র তাঁহার অস্ত্র। সেই অস্ত্র শত্রুকে হনন ও তৎপরে সারূপ্যাদি মুক্তিদানের পরিবর্ত্তে যথাবস্থিত দেহেই সদ্য সদ্য প্রেম দান করে। মহাপ্রভু বিশ্ব ভরিয়া সেই প্রেম বিতরণোদ্দেশ্যে সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারের প্রাক্কালে ভক্তগণকে বলিয়াছেন,—

এইমত আছে **আর দুই অবতার**।
কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইব আমার ॥[১০২]

সেই সময় শ্রীশচীমাতাকেও বলিয়াছিলেন,—

আরো দুই জন্ম এই **সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে**।
হইব তোমার পুত্র আমি **অবিলম্বে** ॥[১০৩]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তিকে অবলম্বন করিয়া অনেক অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার কালেও অবতার-

---

১০১ বেষং কৃত্রিমমাস্থিতমিত্যত্র মহাদেব-বরপ্রাপ্তত্বাদিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাল্লভ্যতে (ক্রমসন্দর্ভ ১০।৬৬।১৬); ১০২ চৈ ভা (২।২৬ অধ্যায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং—৩৫৮ পৃষ্ঠা) ৪২৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ; ১০৩ ঐ ২।২৬।৩৫৯ পৃষ্ঠা, ঐ সং।

কল্পনার নিদর্শন শ্রীচৈতন্যভাগবতেই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিতেছেন,—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর। যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি' এই বলি 'সত্য' করি'। অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ—গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যাঁর নাম-স্মরণেও সমস্ত বন্ধ-ক্ষয়। যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয়॥
সকল-ভুবনে, দেখ, যাঁর যশ গায়। বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পা'য়॥[১০৪]

শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায়, প্রতি কল্পে একবার মাত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়[১০৫]। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে 'এই মত আছে আর দুই অবতার' এই কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট অবতার-বিশেষের কথা। কলিতে আর স্বয়ংরূপ অবতার হইতে পারে না। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে কোনও কোনও মহানুভব শ্রীগৌরচন্দ্রের 'শক্ত্যাবেশাবতার' এবং মহাপ্রভুর কথিত উক্ত "দুই অবতার" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।[১০৬] ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীনামকীর্ত্তন' ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য 'প্রেমানন্দ' বিস্তার করিয়াছেন—'কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইব আমার।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু জননীকে যে 'হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে' বলিয়াছেন, এই স্থানে 'অবিলম্বে' শব্দের দ্বারা মহাপ্রভুর প্রকটকালেই এইরূপ অর্থ করিয়া কোন কোন মহানুভব সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম' এবং তাঁহার 'অর্চ্চাবতারের' কথা নির্দ্দেশ করেন। কারণ 'অবিলম্বেই' সঙ্কীর্ত্তনমুখে সন্ন্যাসলীলা প্রকটকালে তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামের আবির্ভাব হয় এবং নীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্থানের 'সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥ জয় জয় **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী**। জয় জয় নিজভক্তি-রস-

---

১০৪ চৈ ভা ১।১৪।৮৮-৯১; ১০৫ এই গ্রন্থের ৭৮-৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;

১০৬ 'শক্ত্যাবেশাবতারৌ যৌ স্বভক্তি-স্থিতয়ে ক্ষিতৌ। তৌ বন্দে গৌরচন্দ্রস্য শ্রীনিবাস-নরোত্তমৌ'॥—শ্রীভক্তিরসকল্লোলিনী, মঙ্গলাচরণ, শ্রীহরিদাস-দাস-সং।

কুতূহলী' ॥[১০৭]শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা (৪।১৪।৩-১৭) হইতে জানা যায়, সন্ন্যাসলীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনানন্দ প্রকাশ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীমাতার ও ভক্তগণের নিকট আগমন করেন এবং প্রকাশরূপে নিজপ্রিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিকট স্ব-শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া তাঁহাতে অবস্থান করেন। শুনা যায়, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চিত সেই শ্রীবিগ্রহের পাদপীঠে '১৪৩৫ শক ও বংশীবদন' নাম অঙ্কিত আছে! শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত কালনায় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের সমক্ষেই শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রকাশ করেন। কাটোয়ায় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর ও শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, মহাপ্রভুর প্রকটকালেই শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও খেতুরী-মহোৎসবে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করেন। 'নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণাবতার' এই উক্তি অনুসারে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামরূপে এবং তাঁহার অর্চ্চারূপে যে অবতার, তাহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষই। কারণ—'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ'।[১০৮]

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে দুই অবতার হইবেন, তাঁহারাও 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীচৈতন্যের' নাম-রূপ-গুণ-লীলা এবং তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্তই ঐকান্তিকভাবে প্রকাশ করিবেন। ইহাই স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীঠাকুর মহাশয় ইত্যাদি মহদ্‌গণ তাহাই করিয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির প্রচার বা দেবতান্তরের মন্ত্রাদি দান অথবা ব্রজ-ভক্তিরস ও ব্রজ-প্রেম ব্যতীত অন্য বার্ত্তা প্রচার করেন নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর উক্তি অবলম্বন করিয়া যে সকল অর্ব্বাচীন অবতারের সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহারা স্বয়ংই 'কৃষ্ণ', স্বয়ংই 'শ্রীচৈতন্য' বলিয়া স্তাবক-সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত হইতেছেন। কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরের কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া বা ঐ সকলকে গৌণ করিয়া অন্যান্য লোকরঞ্জক মতবিশেষ প্রচার করিতেছেন। কোন ব্যক্তিতে কোন যৌগিক শক্তি, বা কোন 'সিদ্ধাই' কিংবা মোহিনীশক্তি-বিশেষ প্রকাশিত দেখিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে

---

১০৭ চৈ ভা ৩।৯।২১৫-২১৬; ১০৮ চৈ চ ২।১৭।১৩১।

অনভিজ্ঞ জনসাধারণ ঐরূপ লোকমোহিনীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ভগবদবতারের পর্য্যায়ে স্থাপন করিতে উদ্যত হয়েন। অজ্ঞ-জনতার ও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ অনর্থ সর্ব্বকালেই দৃষ্ট হয়। কলির আর একটি চাতুরী এই যে মহাপ্রভুরই দোহাই দিয়া যে সকল কল্পিত অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে, তাঁহাদের স্তাবক-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর অবতারীত্ব 'ন স্যাৎ' করিবার জন্য প্রয়াসযুক্ত। যুগধর্ম্মে আসলকে 'আসল' বলাই অপরাধ, কিন্তু মেকীকে 'আসল' বলা অপরাধ নহে; বরং 'মেকীকে' 'মেকী' বলাই গুরুতর অপরাধ! মহাপ্রভুর পরদুঃখদুঃখী সহস্র সহস্র পরিকরের অকিঞ্চনতার আদর্শই বা কোথায়, আর বহির্ম্মুখজনসজ্ঘ-সংস্তুত কৃত্রিম অবতারগণের স্তাবকসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রদর্শনীই বা কোথায়? শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত সাবগর্ভ কয়েকটি কথা প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই নিত্য বিচার্য্য।

নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান। সবে বলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান'॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া। অন্যেরে যে বোলে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন। কৌস্তুভভূষণ আর গরুড়বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়। গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ম লয়॥
শ্রীচৈতন্য বিনে ইহা অন্যে না সম্ভবে। এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়। সেই সব জনে পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥[১০৯]

---

১০৯ চৈ ভা অন্ত্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায়, ৫০৭ পৃষ্ঠা (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং)।

ষোড়শ প্রকাশ

মহাবদান্যলীলাদ্বারে লীলাবৈচিত্রীবিনোদী পরতত্ত্বসীমা

'এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত'॥ *

পরমমাধুর্য্যময়ী ঔদার্য্যলীলা

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

স্বীয়ৈর্লীলাবিলসিতরসৈঃ পাদসেবাবিলাসৈ-
র্লাস্যোল্লাসৈর্যদয়মকরোৎ পূর্ণপূর্ণাং ত্রিলোকীম্।
মন্যে ভূয়স্তদিহ করুণা সৈব নিত্যং নবীনা
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণমতু তরাং তামিমাং জীবলোকঃ॥১

নিজ লীলাতে প্রকটিত উন্নতোজ্জ্বলরসে পাদসঞ্চালন ক্রীড়াবিশেষরূপ গোপীজন-সদৃশ নৃত্য-মহোৎসব-দ্বারা এই গৌরহরি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালরূপ ত্রিলোকীকে যে 'পূর্ণা-পূর্ণা' ([পূর্ণা=পঞ্চমী—প্রেমভক্তি]) প্রেমভক্তিপূর্ণা করিয়াছেন, তাহা এই জগতে প্রচুরতর করুণা বলিয়া মনে করি; শ্রীগৌরহরির সেই করুণা সতত নবনবায়মানা [সুতরাং] হে জীবসমূহ! সেই প্রসিদ্ধ করুণাকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ প্রভাবে প্রণাম কর।

পরতত্ত্বসীমার পরমকারুণ্য ও রসিকশেখরত্ব তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাবৈশিষ্ট্যের দ্বারাই সম্প্রকাশিত হয়। গোলোকলীলা বা দেবলীলা হইতে বৃন্দাবনীয় নরলীলা অতিশয় রমণীয় ও লোভনীয়। সুরধুনী যেরূপ মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেই সর্ব্বজনসুলভ, সর্ব্বপাবন ও সর্ব্বানন্দদায়ক হয়েন, সেইরূপ গোলোকের দেবলীলা প্রপঞ্চে নরলীলারূপে প্রকটিত হইলে ভক্তগণ ও আপামর

---

* চৈ চ ৩।২।১৬৯; ১ চৈ চরিতমহাকাব্য ১।৫।

সর্ব্বসাধারণ সকলেই কৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীশ্রীশচীনন্দনলীলার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই লীলাটিতে কেবল নরভাব নহে, নরোত্তম-ভক্তভাব মুক্তপ্রগহবৃত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

'সন্ন্যাসকৃৎ' ও 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামের আবিষ্কারের মহাবদান্যতা

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু 'গোপী', 'গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া এক ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী 'কৃষ্ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া 'গোপী' নাম গ্রহণ 'অন্যায়' বলিয়া জানাইলে মহাপ্রভু শ্রীরাধার বা শ্রীরাধাপক্ষীয় গোপীর ভাবাবেশে সেই ছাত্রকে কৃষ্ণপক্ষীয় ব্যক্তিজ্ঞানে মহাপ্রেমোন্মাদে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাদি স্ত্রীজাতি বধ, বৃষাসুরাদি-গোহত্যাজনিত দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত বিদ্যার্থীকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে যা'ন।[২] মহাপ্রভু যে শ্রীরাধার কিঙ্করীর আবেশে দিব্যোন্মাদের বশে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছেন, ইহা সেই স্থুলবুদ্ধি বিদ্যার্থী, নবদ্বীপের অধ্যাপক ও ছাত্র-সমাজ এবং ধর্ম্মী, কর্ম্মী, তপস্বিগণ বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা করিতে থাকেন ; মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি করুণ হইয়া সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারের সঙ্কল্প করেন।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের বর্ণন হইতে আরও জানা যায়, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় সকলেই নিমজ্জিত হইলেও 'মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ। নিন্দুক, পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥ সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল'॥[৩] এই সকল অপরাধী ব্যক্তিগণের নিস্তারের জন্য মহাপ্রভু বিচার করিলেন, 'সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়'॥[৪] প্রভুর সন্ন্যাসের পর 'পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত। তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত॥ * * সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী'॥[৫]

---

৭৯ ভা ২।২৬।৮৭-১২২ ; চৈ চ ১।১৭।২৪৭-২৫৭ ; ৩ চৈ চ ১।৭।২৯, ৩০ ; ৪ ঐ চন্দ্রোদয়নাটক ৫ ঐ ১।৭।৩৬, ৩৯।

এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নামের শক্তি হইতেও যেন তাঁহাতে প্রণতির শক্তি অধিক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিতরিত নামও যাঁহাদিগের অপরাধ দূর করিতে পারিল না, তাঁহাদিগের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু সর্ব্বশেষ বা চরম উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন—নিজ সন্ন্যাস এবং পাষণ্ডিগণ-কর্ত্তৃক সন্ন্যাসিবুদ্ধিতে তৎপ্রতি প্রণতি।

অপরপক্ষে দেখা যায়, যখন শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রভু নৃসিংহাবেশে হস্তে গদা ধারণ করিয়া পাষণ্ডীকে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বলেন, 'যে তোমার নাম লয়। তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥'[৬] শ্রীসনাতনও দুরাচারী ও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিদ্রোহীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে বলিয়াছিলেন, 'তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন। সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ॥'[৭]

শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীসনাতনের উক্তি হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুর নিন্দা-প্রসঙ্গেও তাঁহার নামোচ্চারণে নিন্দকের অপরাধক্ষয় ও উদ্ধার হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা যায়, তৎপ্রতি প্রণতি দ্বারা অপরাধ ক্ষয় হয়।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলার পর কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ কাশীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহাতে প্রণত হওয়া দূরে থাকুক, প্রকাশানন্দ উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সন্ন্যাসী—নাম-মাত্র, মহা ইন্দ্রজালী। কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি'॥[৮] মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র প্রকাশানন্দের নিকট যখন মহাপ্রভুর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই সন্ন্যাস-নামটি উচ্চারণ করিলেন, তখন প্রকাশানন্দ "দোষ করিতে করে নামের উচ্চার। 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' কহে তিন বার"॥[৯]

এখানে দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পরও অপরাধী মায়াবাদিগণ তাঁহাতে প্রণত হন নাই এবং তাঁহার নিন্দাই করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কিরূপে হইতে পারে?

৭২

৬ চৈ চ ১।১৭।৯৬; ৭ ঐ ২।১।১৯৫; ৮ ঐ ২।১৭।১২০; ৯ ঐ ২।১

সমাধান—পরম করুণ স্বয়ং ভগবান মহাপ্রভু এই অবতারে ভক্তভাবের লীলাটি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সেই ভাবেই লোকশিক্ষা ও জগৎকে কৃপা করিয়াছেন। তিনিই শাস্ত্রে 'যাহা হইতে নামের প্রসিদ্ধি বা প্রাকট্য হয়, সেই সাধুর নিন্দাকে মুখ্য নামাপরাধ'-রূপে প্রচার করিয়াছেন। মহামহৎরূপে প্রচ্ছন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে জগতে যে শ্রীনামের প্রাকট্য বা প্রসিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার নিন্দারূপ অপরাধ করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে নামের ফলে প্রেমোদয় হইতে পারে না, কিন্তু যে মহতের নিকট অপরাধ হইয়াছে, তাঁহাতে প্রণত হইলেই সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধের ক্ষয়ে শ্রীনামগ্রহণের মুখ্য ফল লাভ হয়—এই শিক্ষা প্রচারার্থই শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসিবুদ্ধিতে তাঁহাতে পাষণ্ডিগণকে প্রণত করাইবার কৌশল লীলাশক্তির দ্বারা বিস্তার করিলেন।

কেহ বলিতে পারেন, মহাপ্রভুর তাহাতে কি " 'কৃষ্ণনাম-বিস্তারকে'র অহঙ্কার হয় নাই? আর যিনি নামে অপরাধের বিচার করেন না, 'নাম লইতেই প্রেম দেন'—তাঁহারই বা এইরূপ ব্যবহার কেন" ?

উত্তর—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন স্বয়ং ভগবান তখন সকল অভিমানই তাঁহাতে সু-সমন্বিত হয়। তথাপি তিনি পরম করুণ হইয়া তাঁহার এই লীলার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্যটী সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি আপনকে 'গোপীভর্ত্তুর্পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস' অভিমানেই যে সকল পড়ুয়া, পাষণ্ডী 'গোপী'র (শ্রীরাধার) প্রতি অপরাধ করিয়া (যে শ্রীরাধা হইতে 'কৃষ্ণ' নামের প্রসিদ্ধি বা প্রাকট্য হইয়াছে) 'কৃষ্ণ'-নামোচ্চারণ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-বিভাবিত তাঁহার যে সন্ন্যাসিস্বরূপ (তদ্বিষয়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাসক্ত পড়ুয়া-পাষণ্ডীর জ্ঞান না থাকিলেও অন্ততঃ আশ্রমবিচারে সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতে) তাঁহাতে প্রণত অর্থাৎ শ্রীরাধার (গোপীর) চরণে প্রণতির দ্বারা অপরাধস্খালন করাইবার পর তাঁহাদিগের মুখে কৃষ্ণনাম প্রকাশ করাইয়াই প্রেম দান করিলেন। 'এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।'

কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের প্রতি ব্যবহারেও মহাপ্রভু তাঁহার আশ্রয়ের ভাবের

লীলাবৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুর নিন্দাচ্ছলে বহুবার 'চৈতন্য', 'চৈতন্য' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেন, 'পক্ষিমাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম। সে-ও সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম।'[১০] অথচ লোকশিক্ষার্থ এবং নিজ লীলার বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন, "মায়াবাদী—কৃষ্ণে অপরাধী। 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥ অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম"॥[১১] অর্থাৎ মহাপ্রভু জানাইলেন, 'মায়াবাদী প্রকাশানন্দ প্রভৃতি আমার নাম ('চৈতন্য') উচ্চারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন নাই।' তিনি মায়াবাদীর মুখে 'কৃষ্ণনাম' প্রকাশ করাইয়াই তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার লীলাবৈশিষ্ট্যটী রক্ষা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ভক্তগণ যখন নীলাচলে'গৌরনাম' কীর্তনপ্রচার আরম্ভ করেন, তখন মহাপ্রভু লোক-শিক্ষার্থ তাহাতে ক্রোধলীলা প্রকাশ করেন। 'ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্ত্তন কি গাইলা ?'[১২] মহাপ্রভু মায়াবাদিগণুকে সেইবার উপেক্ষা করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে যখন কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কৌশল বিস্তার করিলেন। অতি দীনভাবে এবং নিজেকে হীন সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া (হীনসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীতে প্রণতি-বুদ্ধির উদয় সম্ভব নহে) বিপ্র-ভবনে মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগোষ্ঠীতে উপস্থিত হইলেন। এবার আর প্রকাশানন্দের মুখে কেবল 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' নাম নহে, প্রকাশানন্দ—"পুছিল, তোমার নাম '**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**' ?"[১৩] এইরূপে মায়াবাদ-গুরুর মুখে 'কৃষ্ণ'-নামযুক্ত 'চৈতন্য' নাম প্রকাশ করাইয়া তৎপরে মহাপ্রভু কৃষ্ণনামেরই মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে মায়াবাদিগণের সভায় প্রচার করিতে লাগিলেন।[১৪] 'কৃষ্ণনাম' দিয়াই মহাপ্রভু মায়াবাদিগণকে উদ্ধার করিলেন। "সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন। 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥ এই **মতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ।**

---

১০ চৈ ভা ২।২০।১৩৬; ১১ চৈ চ ২।১৭।১২৯-১৩০; ১২ চৈ ভা ৩।৯।২০০; ১৩ চৈ চ ১।৭।৬৬; ১৪ ঐ ১।৭।৭১—৯৯।

সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥"[১৫] এইরূপে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥'[১৬]

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম-কীর্ত্তনে উদ্ধারের পরেই কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুর চরণে প্রণত হইলেন এবং বেদান্তাধ্যয়ন ও সন্ন্যাসাদির অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য-বিষয়ক ইষ্টগোষ্ঠি করিতে লাগিলেন। 'প্রভুরে **প্রণত** হৈল সন্ন্যাসীর গণ। আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি' অধ্যয়ন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি। কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥ হরের্নাম শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান। সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ' ॥[১৭]

পরম করুণ ভগবান যেমন জীবকে বিপদে ফেলিয়া তাঁহার 'বিপদুদ্ধারণ' নামের আবিষ্কার করেন, তদ্রূপ তাঁহার লীলাশক্তির দ্বারা পড়ুয়া, পাষণ্ডী প্রভৃতিকে বিদ্বেষ-পঙ্কে পাতিত করিয়া তাহা হইতে উদ্ধারার্থ তাঁহার 'সন্ন্যাসকৃৎ' নামটি সার্থক এবং 'প্রণতকরুণ' 'পরমসন্ন্যাসিরূপধারী' ইত্যাদি লীলাগর্ভ নামের আবিষ্কার করিলেন। মহাপ্রভু আশ্রয়ের ভাবে নিজ নামকীর্ত্তনের প্রতি শ্রীবাসাদিভক্তগণকে নিষেধ করিলেও মহাবক্তা শ্রীবাসের সহিত মহাপ্রভুর যে বাকো-বাক্য হইয়াছিল, তাহা লীলাব্যাস বর্ণন করিয়াছেন, প্রভু বলে—'তুমি সব হইয়া পণ্ডিত। **লুকায় যে, কেনে তা'রে করহ বিদিত ॥**' তখন শ্রীবাস বলিলেন—'সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত। তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত ॥ হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত। তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত ॥ আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে। কতজন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে ॥ সর্ব্বকাল ভক্তজয় বাড়ান ঈশ্বরে। হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি' দ্বারে ॥ সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার। জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার ॥ সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥ 'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী। জয় জয় নিজ-ভক্তি-রসকুতূহলী ॥ 'জয় জয় পরম সন্ন্যাসিরূপধারী। জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট-মুরারি ॥ জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী। জয় জয় সর্ব্ব জগতের

১৫ চৈ চ ১।৭।১৪৯—১৫০; ১৬ ঐ ১।৭।১৬৩; ১৭ ঐ ২।২৫।২২, ২৮—২৯।

উপকারী ॥ জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।' এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন ॥"[১৮]

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর দ্বারা জগতে কৃপা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাটীতে তাঁহার নিঃসীমকরুণা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আচরণে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর প্রতি অত্যন্ত নির্ম্মম ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহাকে অধর্ম্মের পর্য্যায়ে গণনা করা যাইতে পারে। তাহাদের যুক্তি এই, যদি জগতের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য ছিল, তবে নিমাই দ্বিতীয় বার বিবাহ না করিলেই পারিতেন। তাঁহার প্রথমা সহধর্ম্মিণী তাঁহার বিরহে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন, আবার তিনি দ্বিতীয় বার আর এক পত্নী স্বীকার করিয়া তাঁহাকেও সেইরূপ যাতনায় পাতিত করিলেন কেন ?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে 'অধর্ম্মে'র নিকট কলি বলিতেছে,—

> ভুবোহংশরূপামপরাঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়েতি বিত্তাং পরিণীয় কান্তাম্।
> বৈরাগ্যশিক্ষাং প্রকটীকরিষ্যন্, হাস্যত্যথৈনাং স নবাং নবীনঃ ॥[১৯]

জগদীশ্বর লক্ষ্মীপ্রিয়া ব্যতীতও পৃথিবীর অংশরূপা (ভূশক্তিস্বরূপিণী) 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে পরিচিতা কান্তাকে বিবাহ করিয়া লোকে বৈরাগ্যশিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত নবীন বয়সে সেই যুবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন।

এই স্থানে 'অধর্ম্ম' ও 'কলি' রূপক হইলেও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কলির এই কথা শুনিয়া অধর্ম্ম কলিরাজকে তাঁহার ছয়টী (কামক্রোধাদি) অমাত্যের ত্রিভুবন-বিজয়ী প্রতাপের কথা স্মরণ করাইয়া বলে যে, কামরূপ অমাত্যের ভুজদর্পে স্বয়ং পদ্মযোনি, আত্মারাম পশুপতি প্রভৃতিও অভিভূত হইয়াছেন, সুতরাং তদ্দ্বারা নিমাই পণ্ডিতকে অভিভূত করা অতি সামান্য কার্য্যই হইবে। ইহার উত্তরে কলি বলে, জগন্মোহন মন্মথেরও মনোমোহনকারী হরিকে কেহই মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

---

১৮ চৈ ভা ৩।৯।২০৩, ২০৮, ২১০—২১৩, ২১৫—২১৯; ১৯ চৈ চন্দ্রোদয়নাটক ১।২৯।

তথাপি নিমাই পণ্ডিতের প্রতি কলি তাহার সেই সকল অমাত্যকে নিযুক্ত করিয়াছে এবং তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে, নিমাই পণ্ডিতের শৈশবকাল গত হইলেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিবে। কিন্তু সেই আশাও ফলবতী হইবে না। কারণ গৌরাঙ্গ নবযৌবনের প্রারম্ভেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী নবীনা পত্নীকে (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া জগতে বৈরাগ্য শিক্ষা দানের জন্য গয়াধামে গমন করিবেন এবং তথায় শ্রীল ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন, নৃত্য, হরিলীলা অভিনয় ইত্যাদি করিতে করিতে ত্রিভুবনকে আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন করিবেন। সুতরাং তুচ্ছ কন্দর্প কোন্ সময় আক্রমণ করিবার অবকাশ পাইবে ? ক্রোধ, লোভ, মোহাদি অন্যান্য রিপুও গৌরাঙ্গের অদ্ভুত লীলার নিকট অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। কামজয়ী সর্ব্বত্যাগি-গণের প্রধান রিপু যে ক্রোধ, তাহা গৌরাঙ্গের নিকট কিরূপ পরাভূত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলায় প্রত্যক্ষদর্শিগণ দেখিয়াছেন। যে সকল নবদ্বীপবাসী রমণী মঙ্গলঘট লইয়া গঙ্গাজলাহরণের জন্য গঙ্গায় গমনাগমন করিতেছেন, তাঁহাদের মুখেও সর্ব্বক্ষণ বিশ্বম্ভরেরই নাম, তাঁহারই গুণানুবাদ শুনা যায়। তাঁহাদের নয়নে অশ্রু, অঙ্গে পুলক, কেশদাম প্রেমবশে আলুলায়িত। ইহা শুনিয়া অধর্ম্ম বলিল, এস্থানে নিশ্চয়ই অনঙ্গের প্রভাব। কলিরাজ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলে,—

ভাবেনোপহতং চেতো দ্বয়েষাং ক্ষোভকারকম্।
নির্ভাবানাং পুনস্তেষামাকারো নাপরাধ্যতি॥[২০]

স্ত্রী ও পুরুষরূপ ভাবের দ্বারা পরস্পর আক্রান্ত হইলেই উভয়ের চিত্ত চঞ্চল হয়, কিন্তু এস্থানে গৌরাঙ্গ ও নদীয়াবাসিনী রমণীবৃন্দ উভয়েরই চিত্তে সেই ভাব নাই, এজন্য উভয়ের চিত্ত নির্ম্মল। সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিতে নারীগণের কেশপাশাদি বা বস্ত্রের স্খলনাদিরূপ বাহ্য আকার দেখিয়া তাহাতে দোষের আরোপ করা যাইতে পারে না। গৌরাঙ্গ যেরূপ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-প্রেমে তন্ময়, নবদ্বীপবাসিনী নারীগণও সেইরূপ

---

২০ চৈ চন্দ্রোদয়নাটক ১।৪।

গৌরাঙ্গের দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতিতে তন্ময়। অতএব উভয়ের মধ্যে রমণরমণীভাব নাই। *

অধর্ম্ম পুনরায় বলিল, ভগবান বিষ্ণুরও লোভ দেখা যায়। তিনিও ক্ষীরসমুদ্র-সমুদ্ভূত মহামণি কৌস্তুভ এবং মনোরমা-শিরোমণি রমা দেবীকে কামনা করিয়াছিলেন। কলি বলিল, গৌরাঙ্গহরি বিষ্ণুতত্ত্বসীমা হইয়াও নিজ-প্রেমবিহ্বল,—

ন ভাষতে নেক্ষতে চ ন শৃণোতি চ কিঞ্চন।
স্বানন্দস্তিমিতঃ কিন্তু তেজসা পরমেধতে ॥[২১]

ইনি কিছু বলেন না, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, কাহারও বাক্য শ্রবণ করেন না, কেবল নিজানন্দে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় অসীম প্রভাবে বর্দ্ধমান হইতেছেন।

স্বলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জীবকে আলিঙ্গন-দান

এইরূপ ভক্তিরসিক শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ যিনি, তিনি স্বলক্ষ্মীকেও ত্যাগ করিয়া প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ স্বগৃহাগত সহাধ্যায়ী শ্রীদাম-বিপ্রকে আলিঙ্গন করিবার জন্য পর্য্যঙ্কস্থা লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—'**পর্য্যঙ্কস্থাং প্রিয়াং হিত্বা** পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা'[২২]—ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কস্থা লক্ষ্মীদেবীকেও (রুক্মিণী দেবীকেও) পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষু শ্রীদামকে অগ্রজ বলদেবের ন্যায় আলিঙ্গন ও সম্মান করিয়াছিলেন। শ্রীদামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সতীর্থ-সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু সেই দেবকীনন্দন কৃষ্ণই শচীনন্দন বিশ্বম্ভররূপে কেবল নবদ্বীপবাসী পড়ুয়া-পাষণ্ডী নহে, কাশীবাসী মায়াবাদী, বেদবিরোধী বৌদ্ধাচার্য্য, ম্লেচ্ছাচার্য্য প্রভৃতিকে আলিঙ্গনের দ্বারা প্রেমাভিষিক্ত করিবার জন্য স্ববক্ষো বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীকে চিরতরে পরিত্যাগের লীলা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীরুক্মিণীদেবীর সমতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—'যেন কৃষ্ণে-রুক্মিণীতে অন্যোঽন্য উচিত। সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-

---

* এই সিদ্ধান্তের দ্বারা শ্রীমৎকবিকর্ণপুর গোস্বামিপাদ গৌরনাগরীবাদ নিরসন করিয়াছেন।

২১ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ১।৪৭; ২২ ভা ১০।৮০।২৬।

নিমাঞি পণ্ডিত ॥'[২৩] নিমাই যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন পর্য্যঙ্কস্থা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পর্য্যঙ্কে রাখিয়া চিরতরে গৃহ ত্যাগ করেন।[২৪]

শ্রীগৌরাবতারের প্রতিজ্ঞা, তিনি তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নিঃশেষে দান করিবেন; অন্যান্য অবতারে ভগবান জীবকে ভোগ-মোক্ষাদি দান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-পূতনাদি বিদ্বেষিগণকে ভক্তি-দানও করিয়াছেন; কিন্তু স্বীয় লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া আপামরে প্রেম দানের আদর্শ তাঁহার গৌরাবতারেই প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্যই শ্রীকরভাজনপাদ এই কলি-পাবনাবতারের গাথা গাহিয়া বলিয়াছেন,—

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥[২৫]

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীগৌরলীলার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসোপদেষ্টা আচার্য্যের [গুরুর] (অথবা 'তোমার সংসারসুখ বিনষ্ট হউক', এইরূপ অভিশাপ-প্রদানকারী) আর্য্যের (ব্রাহ্মণের) বাক্যে দেবতাবাঞ্ছিতা পরমরূপবতী লক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) ত্যাগ করিয়া স্ব-মনোভিলষিত নীলাদ্রিতে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে এই ব্যাখ্যাটি প্রযুক্ত হইলে এই বাক্যের সার্ব্বদেশিক সমন্বয় হয় না, কারণ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা-রাজ্য পরিত্যাগ করিলেও বনবাসকালে স্বীয় লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় স্বীয় নবদ্বীপ-রাজ্য এবং স্বীয় লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া উভয়কে রাখিয়া অতিশয় করুণাবশতঃ স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদিরূপা মায়ার অন্বেষণকারী জনগণের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যে বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে ধারণ করিতেন, সেই বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গনদানে আপামর সর্ব্ব জগৎকে কৃষ্ণপ্রেমাভিষিক্ত করিয়াছেন। অধিক কি, যে বিপ্র মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই বিপ্রের অভিশাপ স্বীকার করিয়া প্রভু সর্ব্বপ্রথমে সেই বিপ্রকে আলিঙ্গনের দ্বারা স্ব-প্রেমসম্পত্তি দান করেন,—

---

২৩. চৈ ভা ১।১৫।৭৯ ; ২৪ 'রজনীর শেষে প্রভু উঠিলা সত্বরে। বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি অগোচরে॥ চলিলা ত' মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে। গঙ্গা সন্তরণে যান ছাড়ি নবদ্বীপে॥' —চৈ মঙ্গল, মধ্যখণ্ড ১৩৬. ১৩৭ পৃ বঙ্গবাসী সং ; ২৫ ভা ১১।৫।৩৪।

প্রভু-আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল।
গরগর কৃষ্ণপ্রেমে হইলা তরল ॥
বিপ্রের মানস পূর্ণ কৈল ভগবান।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম তারে দিল দান ॥[২৬]

শ্রীমহাভারতে শ্রীভীষ্মের স্তব, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকরভাজনের স্তব ইত্যাদি রূপ ভক্তের বাক্যের কখনও ব্যভিচার ঘটিতে পারে না। সুমেধোগণের স্তব ও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সার্থক করিবার জন্য এই কৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ 'সুরেপ্সিতরাজ্যা' লক্ষ্মীদেবীকে পর্য্যন্ত ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরলীলায় নরলীলার পূর্ণতম আদর্শ

শ্রীগৌরলীলায় নরলীলার বিশেষতঃ নরোত্তম ভক্তের পূর্ণ আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভুর কেবল গৃহস্থলীলা মাত্র আবিষ্কৃত হইলে নরলীলার পূর্ণ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য অভিব্যক্ত হইত না—গৃহস্থ ও বৈরাগী উভয় প্রকার সিদ্ধ ও সাধক-ভক্ত সমভাবে রসানুভব ও শিক্ষাদর্শ লাভ করিতে পারিতেন না। **শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি**, শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদাদি বিরক্তভক্তগণ যেরূপ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার গাথা গান করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিত্যানন্দ **শ্রীশ্রীবাস-শ্রীনরহরি-শ্রীশিবানন্দাদি** গৃহস্থলীলার পরিকরগণও তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ও লীলাগাথা **কীর্ত্তন** করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলার কোন উপাসক নাই, কিন্তু নিমাই-সন্ন্যাস-লীলাশ্রবণে জীবের কর্ম্মবন্ধ নাশ হয় বলিয়া লীলা-ব্যাসগণ তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় নাশ ॥[২৭]

সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের নিকট নিজ সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—'**জগৎ উদ্ধার** যদি চাহ করিবারে। ইহাতে নিষেধ

২৬ চৈ মঙ্গল মধ্যখণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠা ; ২৭ চৈ ভা ২।২৮।১০১।

নাহি করিবা আমারে॥ ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোনক্ষণ। তুমি ত' জানহ অবতারের কারণ' ॥[২৮] ইহা হইতে জানা যায়, জগদুদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া পরম নিন্দক পাষণ্ডীগণেরও হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—প্রভু সে জানয়ে যা'রে তারিব যে মতে। সর্ব্ব জীব উদ্ধার করিব হেন মতে॥ নিন্দা-দ্বেষ-আদি যার মনেতে আছিল। **প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল**॥ সর্ব্বজীবনাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়। ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময়॥[২৯]

বিপ্রলম্ভময়ী ঔদার্য্যলীলা

শ্রীগৌরলীলাটী—বিপ্রলম্ভাত্মক ঔদার্য্যলীলা। শ্রীরূপপাদ শ্রীপদ্যাবলীতে কোন এক মহানুভবের রচিত শ্লোকে শ্রীরাধার বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন, 'সম্ভোগ' ও 'বিরহ' এই দুই-এর মধ্যে প্রিয় বস্তুর সহিত কোন্‌টি অধিক সংযোগ-কারক যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে আমার (শ্রীরাধার) প্রিয়ের (কৃষ্ণের) বিরহই উৎকৃষ্ট বোধ হয়, সঙ্গম নহে। কারণ, সঙ্গমে কেবল সেই প্রিয়কেই একাকী দেখিতে পাই, আর বিরহে ত্রিভুবনই কৃষ্ণময় দর্শন হয়।[৩০] শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই রাধার ভাবে বিভাবিত—বিপ্রলম্ভবিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণ সকলেই সেই ভাবের ভাবুক—সেই রসের রসিক ও পরিপোষক। বর্ষাকালে চাতকের আর্ত্তনাদের ন্যায়, রাত্রিকালে পতিবিরহবিধুরা চক্রবাকী ও কুররীর করুণ বিলাপের ন্যায় শ্রীগৌরপরিকর নামরসিকগণ বিরহব্যঞ্জক সম্বোধনাত্মক উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।[৩১] স্বয়ং শ্রীরাধারাণী বিরহবিধুরা হইয়া 'স্বাভীষ্ট-সংসর্গী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র' কীর্ত্তন করেন।[৩২]

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ও স্বীয় লক্ষ্মীদ্বয়ের দ্বারা সেই বিপ্রলম্ভাত্মক ভজনাদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর দ্বারা যেরূপ পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক

---

২৮ চৈ ভা ২।২৬।১৪০-১৪১; ২৯ ঐ ২।২৮।৯৮—১০০; ৩০ পদ্যাবলী ২৩৯;
৩১ বৃ ভা ২।৩।১৬৭; ৩২ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশ পরি ১৮৫।

শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সেবা, শ্রীতুলসীসেবা, শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা ও সর্ব্বপ্রকার সৌশীল্যের আদর্শ[৩৩] এবং পতিব্রতা রমণীর পক্ষে একমাত্র সর্ব্বমূলপতি ভগবৎপাদপদ্মের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তনীয় বিষয় নাই,—এই আদর্শ গৃহস্থলীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ সন্ন্যাসলীলার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর দ্বারাও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণবিরহানুরাগে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-স্মরণেরই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। ভক্তভাবাঙ্গীকারী কৃষ্ণের এই অবতারে তিনি নিজের ন্যায় স্বীয় লক্ষ্মীকেও নিরন্তর ভক্তসেবায়, তুলসীসেবায়, অতিথি-সেবায় নিয়োগ করিয়া অতিথিগণকেও সুদুর্লভ প্রেম-প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।[৩৪] যৌবন কালেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে গৃহে রাখিয়া গয়াধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীগুরুর অনুসন্ধান-লীলায় গৃহস্থের নিজ ধর্ম্ম পত্নীতেও আসক্তি ত্যাগ করিয়া ভগবদনুসন্ধানের কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্দ্ধান শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় লোক-কল্যাণের জন্য হইয়াছিল। স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তভাবের লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন, 'ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার। সংযোগ-বিয়োগ কে করিতে পারে আর? অতএব যে হৈল ঈশ্বর-ইচ্ছায়। হৈল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায়॥ স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি। তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী?'॥[৩৫]

শ্রীগৌরহরি যদি দ্বিতীয় বার বিবাহলীলা প্রকাশ না করিতেন, তবে নরলীলার আদর্শ ও জীবশিক্ষাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। একান্ত কৃষ্ণভজনকারী পতির পত্নী-বর্ত্তমানে ও পত্নীবিয়োগে এবং সধবা ও বিধবা উভয়প্রকার পরমপতিব্রতার আদর্শ স্বয়ং মহাপ্রভু এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধা শক্তিদ্বয় জগতে প্রকট করিয়াছেন। ভারত ও ভাগবতের বাক্য, ভক্তিরসপাত্র ভাগবতগণের বাক্য, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নিত্যসিদ্ধ নামের আবিষ্কার, শ্রীকেশবভারতী প্রভৃতি গুরুবর্গের লীলাভিনয়কারিগণের প্রতিও করুণা-প্রকাশ, সমগ্র জগদুদ্ধার ইত্যাদি 'কার্য্য পাঁচ সাত' এক লীলার মধ্যেই সাধিত হইয়াছে।

---

৩৩ চৈ ভা ১।১৪।১৮-৫৫, ৩৪ ঐ ১।১৪।৩১; ৩৫ ঐ ১।১৪।১৮৫-১৮৭।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীকে শ্রীমৎকবিকর্ণপূর শ্রীগৌরগণোদ্দেশে ভূ-শক্তিস্বরূপিণী বলিয়াছেন।[৩৬] আবার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন ('ভুবোহংশরূপা')[৩৭]। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিমাইর সন্ন্যাসলীলা-প্রাক্কালে শচীমাতার অবস্থা-বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'**পৃথিবীস্বরূপা** হৈলা শচী জগন্মাতা। কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলাকথা'॥[৩৮] পৃথ্বী সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের মূর্ত্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভূ-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর দ্বারা তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'॥—এই শ্রীমুখোক্ত শ্লোকের মূর্ত্তিমান আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকাশের পর স্বয়ং যে বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তী প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান করিয়া সেই বিপ্রলম্ভেরই পরিপোষণ করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান ও সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া একদিকে সেই অদ্বিতীয় নবীন সন্ন্যাসী যেরূপ জগদুদ্ধার করিয়াছেন, আর একদিকে লোকদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া শ্রীগৌরক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধামে ভূশক্তি-স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী পৃথ্বীর ন্যায় সহনশীলা ও দানশীলা, সহজ-সন্ন্যাসিনী-স্বরূপা হইয়া বিরহবিধুরা কুররীর ন্যায় কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সমগ্র নারীজগৎকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর আদর্শ, পতিবিরহিণী পতিব্রতার আদর্শ শিক্ষাদান-মুখে প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিবার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামাতার বিপ্রলম্ভরসসিন্ধু অধিকতর উদ্বেলিত হইল। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনামানুশীলনের আচারময় প্রচারে তাহা কিরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীবংশীবদন, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রমুখ মহদ্‌গণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। 'প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিদ্রা হৈল শয়ন ভূমিতে॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥ হরিনাম সংখ্যা-পূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সেই তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥ তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন'॥[৩৯]

---

৩৬ গৌ গ ৪৭ ; ৩৭ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ১।২৯ ; ৩৮ চৈ ভা ২।২৮।৬১ ;

৩৯ ভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ ৪৮-৫১।

এই গৌরকৃষ্ণ-নাম-প্রচারে কোন 'বিজ্ঞাপন' ছিল না, ঢক্কা-নিনাদে লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না—তাহা ছিল সহজ মধুর নীরব আচরণমুখর পরমকরুণার অনর্গল প্রস্রবণ। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দুই শক্তির দ্বারা তাঁহার গৃহস্থ ও সন্ন্যাস এই দুই লীলার বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষণ এবং জগতে তাঁহার নরোত্তমলীলার পরিপূর্ণ আদর্শ স্থাপন ও শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীগৌরহরির অন্তর্দ্ধান

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যেকটি লীলায় সিদ্ধ ও সাধকগণের উপযোগী সুদুর্লভ রত্ন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীচৈতন্য-পরিকর-লীলা-ব্যাসগণ, যথা শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীকবিকর্ণপূর বা তৎপরবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অথবা মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষদর্শী লীলাগায়ক পদকর্ত্তা মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের উপর একটি রহস্যের যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। নিম্নে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণ 'লীলাব্যাস' নামে পরিচিত। তাঁহারা প্রাকৃত ঐতিহাসিক নহেন।* শ্রীজীবপাদ বলেন, ভগবৎস্বরূপানন্দবৈচিত্রীসারের উপর লীলাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। গোপিকাসুত-(শ্রীযশোদানন্দন) লীলায় ভগবান স্ব-সাধারণ-দৃষ্টি অর্থাৎ পরতত্ত্ব ভগবান হইয়াও গোপিকাপুত্ররূপে লীলা করিলে লোকে তাঁহাকে 'মর্ত্ত্য-মনুষ্য-বিশেষ' মনে করিবে, ইহার প্রতিও উপেক্ষা করিয়াছেন। একমাত্র ভক্তগণ-

---

*বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি কেহই ইতিহাস লিখিতে যান নাই * * যদি উক্ত গ্রন্থকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি অসীমভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, কেবল তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণ দ্বারাই তাঁহাদিগের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চৈতন্যদেবের জীবনের এক একটা 'রোজনামচা' না হউক, এক একটা 'মাস-কাবারী' বা 'সাল-তামামী' পাইতে পারিতাম; কিন্তু চৈতন্যদেবের যে জীবন-চরিত পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার ভক্ত ও শরণাগত হইতেছেন, উহা পাওয়া যাইত না। —অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়, এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকা—২০৮ পৃষ্ঠা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

তোষণেই তাঁহার উৎকণ্ঠা দেখা যায়।[৪০] শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলায় ভক্তভাবেরই প্রাধান্য থাকায় নরলীলার ভাবটি আরও পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবল্লীলা ভুবনমঙ্গলময়ী ও পরমানন্দদায়িনী

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—বিবিধ দুঃখ-দাবানলে পীড়িত ব্যক্তির ভগবান শ্রীপুরুষোত্তমের লীলাকথা নিষেবণ ব্যতীত অতি দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তরণের আর কোন ভেলা নাই।[৪১] শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন, তাঁহার লীলাশূন্যা বৈদিকী কথাও পরমমঙ্গলকরী নহে।[৪২] উত্তম মহাভাগবতগণ চক্রপাণির সুভদ্রা জন্মাদি-লীলাকথা ও তত্তৎলীলাগর্ভ নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া নিস্পৃহ হইয়া জগতে বিচরণ করেন।[৪৩] শ্রীশুকদেব ব্রহ্মানন্দকেও পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন।[৪৪] স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব বেদ-বেদান্তাদি রচনা করিবার পরও পূর্ণ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করেন। সেই সকল লীলারসিকগণের যাহা পরমানন্দপ্রদ এবং জীবের পক্ষে যাহা পরম মঙ্গলজনক তাহাই পরবর্ত্তী লীলাব্যাসগণ অনুসরণ করিয়াছেন।

নিত্যলীলা

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বকাল লীলা চলিতেছে। যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে লীলা প্রকটিত হয়, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডের লোক সেই লীলা দর্শন করেন। এই লীলার ভাবটি জ্যোতিশ্চক্রস্থ সূর্য্যকিরণাবলীর ন্যায়। জ্যোতিশ্চক্রে স্থিত অশ্ব, রথ, সারথি প্রভৃতি পরিকরবিশিষ্ট সূর্য্যের যে বর্ষে অস্ত-গমন দেখা যায়, অন্যান্য বর্ষে তখনই উদয়, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্নাদি দেখা যায়। তদ্রূপ গোকুল, মথুরা ও দ্বারকাস্থ সপরিকর কৃষ্ণের যে ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্দ্ধান দৃষ্ট হয়, তখনই অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে জন্মোৎসব, রাসোৎসব, কংসবধাদিলীলা দেখিতে পাওয়া যায়। পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য হইতেছে, জ্যোতিশ্চক্রে যে সূর্য্যোদয়, পূর্ব্বাহ্নাদির প্রতীতি তাহা অবাস্তব বা অনিত্য;

---

৪০ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৫২ অনু ; ৪১ ভা ১২।৪।৪০ ; ৪২ ঐ ১১।১১।১৯, ২০ ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৮ অনু ; ৪৩ ভা ১১।২।৩৯ ; ৪৪ ঐ ১২।১২।৬৯ ।

কিন্তু তত্তদ্ধামের কৃষ্ণের জন্মাদি নিত্য বলিয়া তাহা বাস্তব। সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেরূপ পৃথিবী অন্ধকারগ্রস্ত হয়, সরোবরস্থ কমলসমূহ ম্লান হয়, চক্রবাকসমূহ বিলাপ করিতে থাকে ; চোর, দস্যু, রাক্ষস, প্রেত প্রভৃতি আনন্দিত হয় ; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড দুঃখরূপ অজগরের দ্বারা গ্রস্ত হয়, সাধুগণের চিত্তকমল ম্লান হয়, কৃষ্ণানুরাগিগণ বিলাপ করেন, ধর্ম্মসেতুসমূহ ভগ্ন হয়, অধার্ম্মিক ভগবদ্বহির্ম্মুখগণ আনন্দিত হয়—ইহা শ্রীউদ্ধব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যের সহিত ও তাঁহার অন্তর্দ্ধানকে সূর্য্যের অস্তাচলে গমনের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৪৫] 'অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে। সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে'॥[৪৬] শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে ভগবানের নাম, বিগ্রহ, রূপ, গুণ, ধাম, ও লীলাপরিকরগণের নিত্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে।[৪৭]

নরলীল পরতত্ত্বের আবির্ভাব নরবৎ মাধুর্য্যময়

শ্রীমৎস্য, শ্রীকূর্ম্ম, শ্রীবরাহাদি ভগবৎস্বরূপগণ নরলীল নহেন বলিয়া তাঁহাদের আবির্ভাব বা অন্তর্দ্ধান নরবৎ নহে। নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়াই যে ঈশ্বরত্বের আবিষ্কার, তাহাই ঐশ্বর্য্য। আর যে স্থলে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে মনুষ্যবৎ লীলার ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহাই মাধুর্য্য।

নিত্যো যদ্যপ্যহহ বলবানীশ্বরস্তেশভাবঃ
স্বাধীনত্বাত্তদপি ন স তং সর্ব্বদৈব ব্যনক্তি।
হন্তাদত্তে কুতুকবশতো লৌকিকীমেব চেষ্টাং
লীলামাহুঃ পরমসুরসাং তস্য তামেব তজ্‌জ্ঞাঃ॥[৪৮]

যদিও পরমেশ্বরের নিখিল ঐশ্বর্য্য নিত্য, তথাপি সেই সর্ব্বশক্তিশালী স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর স্বেচ্ছাবশতঃ সকল সময় ঐশ্বর্য্যসমূহ প্রকাশ করেন না। বরং কৌতুক-

---

৪৫ ভা ৩।২।৭ ; ৪৬ চৈ চ ২।২০।৩৯১ ; ৪৭ ভা ১১।৩০।৫ সারার্থ-দর্শিনীধৃত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রমাণ দ্রষ্টব্য। ৪৮ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১।৪০।

বশতঃ মর্ত্ত্যমানবের ন্যায় আচরণ করেন, তাঁহার সেই লৌকিকী চেষ্টাকে ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞগণ 'পরমমাধুর্য্যময়ী লীলা' বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় এই মাধুর্য্য পূর্ণতমস্বরূপে প্রকাশিত। শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নরবৎ লীলাবিশেষ। তাহা লীলারসিকগণের নিত্যোপাস্য ও পরমানন্দপ্রদ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মৌষললীলা ও মহিষীহরণলীলা মায়াময়ী; তাহাদের কোন উপাসক নাই। 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'[৪৯]—আমি সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করি না। এই উক্তি অনুসারে গূঢ় লীলাতত্ত্বের স্বরূপটি গোপন করিবার জন্যই ঐ দুইটি মায়িক লীলা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্'[৫০]। 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্'[৫১] ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার স্বরূপের বিষয়ে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেও তাঁহার নরলীলার অন্তর্দ্ধান-বিষয়ে পণ্ডিত মনীষিগণও ভ্রান্ত ধারণায় নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণাংশ অর্জ্জুনাদি এবং শ্রীপরাশর (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে)[৫২] ও শ্রীবৈশম্পায়ন (শ্রীমহাভারতে)[৫৩] সাধারণ লোকপ্রতীতির অনুরূপ বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত তত্ত্বটিও ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বর্ণনের অব্যবহিত পরেই শ্রীপরাশর বলিয়াছেন, 'নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ'।[৫৪] শ্রীদ্বারকার গৃহে ভগবান কেশব নিত্য সন্নিহিত আছেন। শ্রীবৈশম্পায়নও শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীব্যাসের উক্তি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীগোবিন্দ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি যখন সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনকে অন্যরূপ করিতে পারেন, তখন সেই মুনিগণের শাপকে অন্যরূপ করিতে পারিবেন না কেন? তিনি ইচ্ছাবশতঃই তাহা করেন নাই।[৫৫] এই সকল বাক্য হইতে শ্রীপরাশর, শ্রীব্যাস, শ্রীবৈশম্পায়নাদির হৃদ্গত প্রকৃত সিদ্ধান্ত এবং লোকপ্রতীতির অনুরূপ বর্ণনের উদ্দেশ্য কেবল সূক্ষ্মদর্শী মহদ্‌গণই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

---

৪৯ গীতা ৭।২৫; ৫০ ঐ; ৫১ ঐ ৯।১১; ৫২ বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭।৬৭-৬৯; ৫৩ মহাভারত মৌষলপর্ব্ব ৭ম অধ্যায়। ৫৪ বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮।১০; ৫৫ মহাভারত মৌষলপর্ব্ব ৮।৩১-৩২ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং।

শ্রীমৎস্য, শ্রীকূর্ম্ম, শ্রীবরাহাদি অবতারের লীলাতে জগতের অনেক লোকই বঞ্চিত হইয়াছেন। কারণ পশ্বাদি ইতরপ্রাণীর আকারবিশিষ্ট যিনি, তিনি কিরূপে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পরতত্ত্ব হইতে পারেন? ইহাই তাহাদের সমস্যা। শ্রীবামনাদি লীলার তাৎপর্য্যও লোকে ধারণা করিতে পারে নাই। তাঁহাকে একজন ছলন-কারী ও পরস্বাপহারী মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের লীলায়ও শ্রীভগবানের পত্নীবিরহে ক্রন্দনাদি লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া লোক ভ্রান্ত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মৌষললীলা ও মহিষীহরণ-লীলাদির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে না পারিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কলি-পাবনাবতারে তাঁহার সমস্ত তদেকাত্মরূপাদির এবং নিজস্বরূপ ও লীলার তাৎপর্য্য তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। মৌষললীলা ও মহিষীহরণ-লীলা-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে[৫৬] যে সকল সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, তাহা শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদির শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ও শ্রীক্রমসন্দর্ভে এবং শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ সূত্রাকারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশ করিয়াছেন।[৫৭]

শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে স্বধামে প্রবেশ

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যোগিগণ আগ্নেয় যোগধারণার দ্বারা তাঁহাদের দেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ লোকাভিরাম নিজতনু দগ্ধ না করিয়াই সেই নিত্যসিদ্ধ দেহে স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা[৫৮] শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে উদ্ধার করিয়াছেন। এইস্থানে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যও তন্ত্র-ভাগবতের প্রমাণের উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, 'নৃত্যতে প্রলয়ে দেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণাদিরূপবান্। **অদগ্ধ্বৈব তনুং** যাতি নিত্যানন্দস্বরূপতঃ'[৫৯]—শ্রীকৃষ্ণাদি রূপবান

৫৬ ভা ১১।৩১।৬-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য; ৫৭ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১২৩ অনু ও ক্রমসন্দর্ভ ১১।৩১।১১, চৈ চ ২।২৩।১১১-১১২; ৫৮ ভাবার্থদীপিকা ১১।৩১।৬; ৫৯ ভাগবত-তাৎপর্য্যবৃত (১১।৩১।৬) তন্ত্রভাগবত-প্রমাণ।

ভগবান প্রলয়েও লীলা-পরায়ণ, নিত্যানন্দস্বরূপবশতঃ নিজ সচ্চিদানন্দ তনু দগ্ধ না করিয়াই তাঁহার ধামে স্বয়ং গমন করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত ভাগবত-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন 'ধারণা-ধ্যানমঙ্গল শুদ্ধ-জাম্বুনদসদৃশ নিজ তনু দগ্ধ করিয়া' এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে দগ্ধোত্তীর্ণ স্বর্ণের ন্যায় নিজ তনুর সহিতই তিনি স্বধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে মৌষল-লীলার মায়াময়ত্ব স্থাপন

মৌষললীলা যে শ্রীকৃষ্ণের মায়া ইহা সেই লীলার অব্যবহিত অন্তেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ-সারথি দারুকের নিকট বলিয়াছেন—'ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। **মন্মায়ারচনামেতাং** বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥'[৬০] তুমি অধুনা প্রকাশিত এই প্রতীয়মান লীলাকে আমার মায়া-রচিত বলিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ও আমার ভক্তিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তি লাভ কর। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান যে একটি ইন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় এবং তাহা দেবতাগণেরও দুর্লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদের বর্ণন হইতে পাওয়া যায়—'শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও দেবর্ষিগণপ্রমুখ সকলেই অবিজ্ঞাতগতি শ্রীকৃষ্ণকে স্বধামে প্রবেশকালে দেখিতে পাইলেন না, আবার কোন কোন স্থানে দেখিতে পাইয়াও অতিশয় বিস্মিত হইলেন। আকাশে মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধানশীলা বিদ্যুতের গতি যেমন মনুষ্যগণ লক্ষ্য করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানকালে তাঁহার গতিও দেবতাগণ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! এই মৌষল-লীলার তাৎপর্য্যটি শ্রবণ কর। জনৈক যাদুকর কোন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল। মহারাজের প্রদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কার ও মুদ্রাদির মধ্যে 'আমি রত্নমালাটি গ্রহণ করিব, আমি স্বর্ণমুদ্রাটি গ্রহণ করিব, আমি শ্রেষ্ঠ অশ্বযূথ গ্রহণ করিব, তোমাকে ভাগ দিব না'—এইরূপ পরস্পর ভীষণ কলহ নিজপুত্রপৌত্রাদির মধ্যে উৎপাদন করাইলেন এবং পরস্পরের অস্ত্রা-

---

৬০ ভা ১১।৩০।৪৯।

ঘাতের দ্বারা প্রায় সকলেরই মৃত্যু ঘটাইলেন। তখন যাদুকর মহাসভায় উপবিষ্ট নৃপতির প্রতি বলিলেন,—'মহারাজ! ইহার পর আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি যেরূপ ইন্দ্রজাল-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তদ্রূপ শ্রীগুরুচরণ-প্রসাদে যোগধারণায়ও উত্তমরূপে পারঙ্গত হইয়াছি। সেই যোগধারণার দ্বারা কোন পুণ্যতীর্থে আমার পক্ষে দেহত্যাগ করা কর্ত্তব্য হইলেও সম্প্রতি পুণ্যকীর্ত্তিরূপ তীর্থের আশ্রয়স্থল, আপনার সম্মুখেই দেহত্যাগ করিব।' ইহা বলিয়া সেই ইন্দ্র-জালিক নট স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিলেন এবং অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা মৌনাবলম্বন করিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরেই তাঁহার দেহ হইতে অতি প্রচণ্ড সমাধিজ অগ্নি উদ্ভূত হইয়া তাঁহার দেহকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রজালিকের পত্নীগণ সকলেই শোকার্ত্তা হইয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিল। কয়েকদিন পরে সেই ইন্দ্রজালিক নিজদেশে গিয়া সেই রাজার নিকট এক পত্রে জানাইলেন, 'মহারাজ! আমি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি এবং আপনার প্রদত্ত রত্নাদিসহ আপনার দেশস্থ প্রজাগণের অলক্ষিতভাবে স্বদেশে নিরাপদে পৌঁছিয়া সুখে অবস্থান করিতেছি। অতএব এখন আপনার সম্মুখে প্রকাশিত ইন্দ্রজালবিদ্যার যথাযোগ্য পারিতোষিক আমার জন্য পাঠাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের মৌষললীলাটি এইরূপ ইন্দ্রজালিক নটের মায়ার ন্যায়ই মায়াময়। নতুবা যিনি যমলোকে নীত গুরু সান্দীপনির পুত্রকে সশরীরে পুনরায় মাতাপিতার সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে পরাজিত করিয়াছিলেন, যিনি ব্যাধকে সশরীরে স্ববৈকুণ্ঠবিশেষে প্রেরণ করিয়াছেন,সেই শ্রীকৃষ্ণ কি কখনও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইতে পারেন? তিনি কেবল নরলোককে তাহাদের মর্ত্ত্যদেহের অকিঞ্চিৎকরতা এবং আত্মনিষ্ঠগণের দিব্য গতি প্রদর্শন করিবার জন্যই ঐরূপ মায়াময়ী লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীশুকদেব মৌষল-লীলার তাৎপর্য্যরূপে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে জানাইয়াছেন।[৬১]

৬১ ভা ১১।৩১।৮-১৩ দ্রষ্টব্য।

লীলাব্যাসগণ-কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের বর্ণন নাই কেন ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরিকর লীলাব্যাসগণ দুইটি প্রধান কারণে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই। প্রথমতঃ (১) এই লীলার কোনই উপাসক নাই। প্রত্যেক লীলাই উপাসকগণের উপাসনার জন্য, ভক্তগণের আনন্দ দানের জন্য এবং জনমঙ্গলের জন্য বর্ণিত হয়। কিন্তু উক্ত লীলা সাধক ও সিদ্ধ কাহারও ভজনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ (২) প্রাকৃত ইতিহাসের ন্যায় অপ্রাকৃত লীলাগ্রন্থের নায়ক কর্ম্মফলবাধ্য মর্ত্ত্য ব্যক্তি নহেন, সুতরাং লীলাগ্রন্থে পরতত্ত্বের যোগমায়া-চিচ্ছক্তি-প্রকটিত চিদানন্দময়ী লীলাই বর্ণিত হয়। বহির্ম্মুখচিত্তের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া সেই বহির্ম্মুখতায় ইন্ধন প্রদান ও জীবকে ভগবদ্ভক্তি হইতে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে। তাই ভক্তিরসিকগণের চিত্তবৃত্তির দিকে দৃষ্টিপাত এবং বহির্ম্মুখ লোকসমূহের মঙ্গল কামনা করিয়া লীলাব্যাসগণ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বিবরণ প্রদান করেন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—নরলীল ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার নরলীলায় লোকানুকরণ করিয়াছেন এবং তাহা শ্রীপরাশর, শ্রীবৈশম্পায়ন ও শ্রীবেদব্যাসাদি মুনিঋষিগণ যথাযোগ্য লোকপ্রতীতির অনুসারে বর্ণন করিয়াছেন, তখন শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসগণও তাহা করিতে পারিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত মুনিঋষিগণের বর্ণনা পড়িয়া অনেকে ভ্রান্ত ও বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিবার জন্য অবঞ্চক হইয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষায় যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-পরিকর-ব্যাসগণ কেহই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই বিস্তৃতভাবে তাঁহার জন্ম-লীলার বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন; কারণ তাহা যেমন ভক্তিরসিকগণের পরমানন্দের পোষক, সাধক ও সিদ্ধের নিত্য ভজনীয়, তেমনই জগজ্জীবের পরম মঙ্গলদায়ক। এজন্য দেখা যায়, শ্রীভগবানের জন্মোৎসবই ভক্তগণ পালন করেন, 'ভগবানের তিরোভাবোৎসব' বা 'বিরহোৎসব' বলিয়া কোনও কথা কোনও সনাতনধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়েই নাই।

শ্রীগৌরকৃষ্ণের সশরীরে অন্তর্দ্ধান

সর্ব্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে সশরীরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬২] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলালেখক শ্রীলমুরারি গুপ্ত পাদ লিখিয়াছেন,—'হরিসঙ্কীর্ত্তনপরাং কৃত্বা ত্রিজগতীং স্বয়ম্। উষিত্বা ক্ষেত্রপ্রবরে পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকে॥ কৃত্বা ভক্তিং হরৌ শিক্ষাং কারয়িত্বা জনস্য সঃ। শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্যমাস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ জনান্॥ তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈস্তৈঃ প্রসাধিতঃ। জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ॥'[৬৩]—শ্রীশচীনন্দন স্বয়ং ত্রিজগৎকে হরিসঙ্কীর্ত্তনময় করিয়া এবং পুরুষোত্তম নামক শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে বাস করিয়া লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং শ্রীহরি হইয়াও শ্রীহরিতে ভক্তি যাজন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিয়া এবং জনগণকেও আস্বাদন করাইয়া সমগ্র জগতের ত্রাণ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসিগণের দ্বারা আরাধিত হইয়া স্বীয় মহৈশ্বর্য্যময় ধামে সানন্দে প্রয়াণ করিয়াছেন।

শ্রীকবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন,—'এবং বিংশতিহায়নান্তরভবাং যাত্রাং বিলোক্যাখিলাং স্বং ধামাথ জগাম কৈশ্চিদপি তৈঃ সার্দ্ধং কৃপাসাগরঃ'॥—এইরূপে শ্রীজগন্নাথের বিংশতি বৎসর প্রকটিত শ্রীযাত্রা-মহোৎসব দর্শন করিয়া কৃপাসাগর শ্রীগৌরচন্দ্র কতিপয় ভক্তের সহিত নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। পুনরায় লিখিয়াছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাতচল্লিশ বৎসরে যথাক্রমে নানাবিধ লীলা-বিলাস করিয়া ভূমণ্ডলে ক্রীড়াপূর্ব্বক তৎপরে স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।[৬৪]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে বিরহ-বেদনার অভিব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যক্ষদর্শী বিরহ-বিধুর পরিকরগণের প্রদত্ত অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তিকালে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র শেষ খণ্ডের উপসংহারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের যে বিবরণ 'একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতে ও কেবলমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে' (শ্রীমদ্অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-

---

৬২ । ১১।৩১।৬-১০ ; ৬৩ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।২।১২—১৪ ;

৬৪ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ২০।৩৭, ঐ ২০।৪১ (বহরমপুর সং ১২৯১ বঙ্গাব্দ)।

প্রভু-সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৩২০ বঙ্গাব্দ পাদ-টীকার মন্তব্য) দেখা যায়, তাহার প্রামাণিকতাও বিচার্য্য। তাহা সত্য হইলেও বা অন্যান্য পরবর্ত্তিকালীয় গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দিরস্থ শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বা টোটা-গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লীন হইয়াছিলেন। এই সকল উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধান-লীলারই অনুরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সশরীরে ব্রহ্মাদির দুর্লক্ষ্য স্বলোকে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও সশরীরে স্ব-শ্রীবিগ্রহেই (শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই) প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, 'অবিজ্ঞাত-গতি শ্রীকৃষ্ণকে স্বধামে প্রবেশকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দেখিতে পাইলেন না। আবার কোন স্থলে কেহ কেহ দেখিতে পাইয়া বিস্মিতও হইয়াছিলেন।[৬৫] সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান অপরের দুর্লক্ষ্য হইলেও শ্রীস্বরূপাদি অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের গোচরীভূত হইয়াছিল—'ভূমণ্ডলং হিত্বা গচ্ছতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গতির্দেবৈরপি ন লক্ষ্যতে **কিন্তু তৎ-পার্ষদৈরেবে**ত্যর্থঃ'॥[৬৬] —শ্রীশ্রীধরস্বামী।

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলার ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান প্রকাশিত হইয়া থাকিলে নীলাচলস্থ শ্রীস্বরূপ-রামরায়াদি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ নিশ্চয়ই তাহা গোপন না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথের অনুসরণে তদুচিত সৎকারাদি করিতেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র দ্বিতীয় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরেরই ন্যায় সচল জগন্নাথ মহাপ্রভুর আকাশচুম্বী স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন। নরলীল ভগবানের নরের ন্যায় অন্তর্দ্ধান-ব্যাপারকে গোপন করিবার কোনও কারণ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন মহাভাবাবেশে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন এবং ধীবরের জালে মৃতকবৎ উদ্ধৃত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীস্বরূপাদি পরিকরগণ বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ গোপন করেন নাই, বিশদভাবেই বর্ণন করিয়াছেন।[৬৭] শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই সশরীরে দুর্লক্ষ্যভাবেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই অন্তর্দ্ধান লীলাশক্তি

---

৬৫ ভা ১১।৩১।৮; ৬৬ ঐ ১১।৩১।৯ ভাবার্থদীপিকা; ৬৭ চৈ চ ৩।১৮।৪৭—৭২।

যোগমায়া-সম্পাদিত ব্যাপার বলিয়া ভগবদিচ্ছায়ই সাধারণের নিকট রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্তর্দ্ধান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে (মহাপ্রভু বঙ্গদেশে বিজয় করিলে) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—'ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে। ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥ নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থূই পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভু-পাশে, অতি অলক্ষিতে॥ প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়। **ধ্যানে গঙ্গাতীরে** দেবী **করিলা বিজয়**॥'[৬৮] কোথায়ও কোথায়ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে অন্তর্দ্ধানের কথা জানা যায়। সর্পাঘাতে দেহত্যাগ অপমৃত্যু-বিশেষ। ভগবানের স্বরূপশক্তি বা পরিকরের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভব নহে। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট যে সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন,—যাদবগণ ও গোপাদি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, কিন্তু দেখা যায়, যাদবগণ বৈরিকৃত শস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়াছেন, গোপগণ কালীয়হ্রদে বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন ইত্যাদি। এই সকল কেবল শ্রীভগবানের নরলীলার উপযোগিরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল, জানিতে হইবে। মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নরলীলোপযোগী নানাপ্রকারে নরবৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার লীলাসহচরগণও সেইরূপ মনুষ্যবৎ চেষ্টাসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন,—'তদেবমুভয়েষামপি নিত্যপার্ষদত্বে সিদ্ধে যত্তু শস্ত্রাঘাতক্ষত-বিষপানমূর্চ্ছা-তত্ত্ববুভুৎসা-সংসারনিস্তারোপদেশাস্পদত্বাদিকং শ্রূয়তে, **তদ্ভগবত ইব নরলীলৌপয়িকতয়া প্রপঞ্চিতমিতি** মন্তব্যম্'।[৬৯]

নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের দেহত্যাগ ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭০] পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা 'তনুভৃৎ' (যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিযুক্ত তনু—তাঁহার সেবোপযোগী অপ্রাকৃতদেহ, সেই সকল পরিকরের সেই শুদ্ধা

---

৬৮ চৈ ভা ১।১৪।১০৩-১০৫ ; ৬৯ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ১১৭ অনু ; ৭০ ভা ১১।৩১।১১-১৩।

ভাগবতী [ভগবৎপার্ষদরূপা] তনু ভগবানের দ্বারা নীত হইলে আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইল [ভা ১।৬।২৯] এই শ্রীনারদ-উক্তি অনুসারে) দেহত্যাগাদি চেষ্টা কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়ার অনুকরণ বলিয়া জানিবে। যেমন কোন ইন্দ্রজালবেত্তা নট জীবিতাবস্থায়ই কাহাকেও বধ করিয়া ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পুনরায় সেই দেহ উৎপন্ন করিয়া দর্শকগণকে দেখাইয়া থাকে, এ-স্থলেও তাহা বুঝিতে হইবে। সামান্য মনুষ্য (নট) যখন সেইরূপ দেখাইতে পারে, তখন নরলীল পরব্রহ্ম ও তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের পক্ষে কোনমতেই তাহা অসম্ভব নহে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরগণের দেহ অপ্রাকৃত। সুতরাং তাঁহাদের দেহত্যাগাদি ত' অসম্ভবই, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রতিপালিত তাঁহাদের পর্য্যন্ত দেহনাশ হয় না। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ যমলোকগত গুরুপুত্রকে পঞ্চজন (অসুরবিশেষ) কর্ত্তৃক ভক্ষিত যে দেহ, সেই নরদেহেই আনয়ন করিয়াছিলেন। জরা নামক ব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠবিশেষ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। অতএব নিত্যপরিকরগণের নিধন বা দেহত্যাগাদি বিষয়ে যে অন্যরূপ দর্শন তাহা তাত্ত্বিকলীলানুগত নহে, তাহা মায়িক। তাঁহাদের সশরীরে নিজলোকে গমনই সুসঙ্গত। 'তস্মাত্তেষন্যথাদর্শনং ন তাত্ত্বিকলীলানুগতম্। **সশরীরন্তু** তেষাং **স্বলোকগমনম**তীব **যুক্তমি**ত্যর্থঃ ॥'[৭১]

বৃহদগ্নিপুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণে দৃষ্ট হয় রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়াছিল, তাহা স্বরূপশক্তি সীতা নহে। তাহা ছিল অগ্নিদেবের কল্পিত মায়া সীতা। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের যে নরক-দর্শনের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও দেবরাজ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক কল্পিত 'মায়া'—ইহা সেই শ্রীমহাভারতের (স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৩।৩৬) উক্তি হইতেই জানা যায়। 'মায়েষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রযোজিতা।'[৭২] যুধিষ্ঠিরকে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বলিলেন—নরকদর্শনরূপ এই মায়া দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা প্রযোজিত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নরক নহে, মায়া মাত্র। শ্রীভগবৎপরিকরগণের দেহত্যাগাদি-লীলাও ঐরূপ মায়াকল্পিত। ইহা জড়বাদী মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখের পক্ষে, বা জগতের মহামনীষিগণের

৭১ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ১২৫ অনু ও ঐ ১২৬ অনু ; ৭২ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১১।৩০।৪৯ ধৃত ম ভা স্বর্গ ৩।৩৬ বঙ্গবাসী-সং, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১২৪ অনু।

পক্ষেও ধারণা করা কঠিন হইলেও ইহাই বাস্তব সত্য। অতীন্দ্রিয়-ব্যাপারে তর্ক না করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণের আনুগত্যই মঙ্গলজনক—'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।' * লীলাব্যাসগণ সেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়া ভক্ততোষণ ও লোক-কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। লোককে প্রকৃত সত্য জ্ঞাপন করাই কর্ত্তব্য, আপাতদর্শনোত্থ মায়ার বঞ্চনাকে সমর্থন করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই শ্রীগৌরলীলালেখকগণ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীকবিকর্ণপূর বলিয়াছেন,—"অবতরতি জগত্যামীশ্বরে হন্ত তস্যাপ্যবতরতি হি শক্তিঃ কাপ্যসৌ রূপিণী শ্রীঃ। অনুকৃত-নরলীলাং তামুরীকৃত্য নীত্বা কতিপয়দিন-মন্তর্ধাপয়ামাস দেবঃ॥ তথা চ তস্যা মানুষীভাবঃ, (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।৯।১৪৩) 'দেবত্বে দেবরূপা সা মানুষত্বে চ মানুষী' ইতি"৭৩—নরাকৃতি পরমেশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার নিত্যসিদ্ধা শক্তিস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী নরলীলার অনুকরণ করিবার জন্য 'লক্ষ্মী-প্রিয়া'নাম ধারণপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই লীলাময় পরমেশ্বর নরলীলার অনুকরণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন তাঁহার সহিত দাম্পত্যভাবের লীলা করিলেন। আবার স্বয়ংই তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান করাইলেন। এ জন্য সেই লক্ষ্মীরও মানুষীভাব হইয়াছিল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর বলিয়াছেন, পরতত্ত্ব বিষ্ণু যখন দেবদেহে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার শক্তিও দেবীরূপে তাঁহার নিকটে বিরাজ করেন। আর যখন তিনি মনুষ্যলীলা করেন, তখন তাঁহার স্বরূপশক্তিও মানুষী হইয়া জন্ম-কর্ম্মাদি লীলার অনুকরণ করেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিতে যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সম্মুখ হইতে দস্যুগণ-কর্ত্তৃক অষ্ট প্রধানা মহিষীগণ ব্যতীত অন্যান্য কৃষ্ণমহিষীগণের হরণ এবং অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ অসহায়ভাবেব কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যলীলার অনুকরণ, মৌষললীলার ন্যায়ই মায়াময় এবং শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় রহস্যাবৃত, ইহাও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা যায়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে অষ্টাবক্রমুনির শাপে যে-সকল বরাঙ্গনা পুরুষোত্তম শ্রীবাসুদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত

* ব্র সূ ২।১।১১; ৭৩ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ১।২৮।

মুনির অঙ্গের অষ্টবক্রতা দেখিয়া হাস্য করায় মুনি তাঁহাগিকে 'দস্যুহস্তে পতিত হইবে' এই অভিশাপ প্রদান করেন—ইহা শ্রীব্যাসদেব শ্রীঅর্জ্জুনকে জ্ঞাপন করিয়া প্রকৃত ব্যাপারটি অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন। **'তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্'**[৭৪] অর্থাৎ যিনি সকলের মূলপতি ('অখিলনাথেন') সেই পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সমস্ত প্রিয়াবৃন্দকে অর্জ্জুনের নিকট হইতে নিজ নিকটে সম্যক্‌প্রকারে হরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তর্দ্ধানের প্রাক্কালে যেরূপ তাঁহার নিত্য পরিকর শ্রীঅনিরুদ্ধাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহে কন্দর্প-কার্ত্তিকাদি দেবতাকে স্থাপন করিয়া ঐ সকল মায়া-কল্পিত দেহ-দ্বারা মৌষল-লীলা করাইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার মহিষীগণকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহেই পূর্ব্বোক্ত দেবাঙ্গনাগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অষ্টাবক্রমুনির শাপবাক্যকে সার্থক করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দস্যুর দ্বারা হরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের পূর্ব্বধৃত উক্তি হইতে জানা যায়, স্বয়ং 'শ্রীকৃষ্ণই' আভীরদস্যুরূপে উক্ত মহিষীগণকে হরণ করেন। মৌষললীলায় যেরূপ মুনিগণের অভিশাপরূপ ছল ছিল, তদ্রূপ মহিষীহরণ-লীলায়ও অষ্টাবক্রমুনির অভিশাপের একটি ছলনা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭৫] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—'তাঃ স্ব-প্রেয়সীরপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশনার্থং তত্তদ্রূপেণ ভগবতৈব তাসামাকর্ষণাৎ।* * * **প্রকাশান্তরেণ তাসাং ব্রজস্ত্রীত্বপ্রাপ্তি**রিতি জ্ঞেয়ম্'।[৭৬]—গোপজাতি শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনই নিজপ্রেয়সীগণকে অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করাইবার জন্য আভীরদস্যুরূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১০।৮৩।৪১,৪২) শ্রীমহিষীগণের উক্তি হইতে জানা যায়, যে তাঁহারা ব্রজ-স্ত্রী-বাঞ্ছিত কৃষ্ণস্বরূপ প্রাপ্তির জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাই মহিষীগণ প্রকাশান্তরে ব্রজস্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব রাবণ-কর্তৃক মায়াসীতা-হরণের ন্যায় মহিষী-হরণলীলাটিও একটি মায়ামাত্র। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর দেহত্যাগাদি লীলাও সেইরূপ মায়াময়।

---

৭৪ বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮।৮৫; ৭৫ সারার্থদর্শিনী ১১।৩০।৫; ৭৬ ঐ ১।১৫।২০।

শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও তদাবির্ভাববিশেষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অন্যত্র এইরূপ অনন্ত অদ্ভুত ও অচিন্ত্য-লীলা-কদম্বের যুগপৎ সমাবেশ ও সমন্বয় আর কোথায়ও নাই। ইহা পরতত্ত্বসীমার একটি স্বরূপ লক্ষণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'।[৭৭] শ্রীশ্রীধরস্বামী—'সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি ; কিন্তু মদ্ভক্তানামেব, যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ'। আমি সকল লোকের নিকট আমাকে প্রকট করি না। কিন্তু আমার ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হই। যেহেতু যোগমায়া-কর্তৃক সমাচ্ছন্ন থাকি। সেই যোগ আমার কোনও অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাস।

সপ্তদশ প্রকাশ

সর্ব্বাতিশায়িনী-দয়া-বিতরণে পরতত্ত্বসীমা

'ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে' *

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া করহ বিচার'

শ্রীমৎ কবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'যদি বা তার্কিক কহে, তর্ক সে প্রমাণ। তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥'[১]

শ্রুতি বলেন,—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'[২]—পারমার্থিক মতি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। কারণ তর্ক বা অনুমানের ব্যর্থতা যখন জাগতিক বস্তু সম্বন্ধেই দেখা যায়, তখন পারমার্থিক অতীন্দ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে যে তর্ক স্বীকার্য্য হইতে পারে না

---

৭৭ গীতা ৭।২৫। * শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০১ ; ১ চৈ চ ১।৮।১৪-১৫ ; ২ কঠোপনিষৎ ১।২।৯।

তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি কেহ যদি বলেন, 'তর্কযুক্তির দ্বারা যিনি পরম দয়ালু (পরমকরুণ) ও পরমরসময় (রসিকশেখর) রূপে (কারণ, এই দুইটিই পরমসেব্য-তত্ত্বের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ) নিরূপিত হইবেন, তাঁহাকেই ভজনা করিব,' সেই তার্কিকের মতকেও অস্বীকার না করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—'হে তার্কিক! তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া বিচার কর। এরূপ দয়ার পরিচয় আর কোথাও পাইবে কিনা তন্ন তন্ন করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখ—বিচার করিলে চমৎকৃত হইবে।'

দর্শনশাস্ত্রমতে ঈশ্বর, জীব, মায়া, কাল ও কর্ম্ম—এই পাঁচটি তত্ত্ববস্তু। যাহার দ্বারা ত্রিতাপ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পরমানন্দ লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত দয়ার স্বরূপ। অচেতন মায়া, কাল ও কর্ম্মের দয়া করিবার শক্তি নাই। আবৃত অণুচেতন জীবে যে দয়াপ্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা প্রকৃত দয়া নহে। কারণ জীব নিজেই ত্রিতাপে জর্জ্জরিত—মায়া, কাল ও কর্ম্মের অধীন। তাই মাতাপিতার সম্মুখে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানকেও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। বিশ্ববিজয়ী সার্ব্বভৌম সম্রাট্, বিশ্বধ্বংসকারী আণবিক অস্ত্রাবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক সমষ্টিজীবের মৃত্যু নিবারণ বা বিশ্বশান্তি বিধান করা দূরে থাকুক, যেন নাসাবদ্ধ-প্রাণীর ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়া নিজের দেহকেই রক্ষা করিতে পারেন না, কেহই ত্রিতাপের একটি তাপকেও নির্ম্মূল করিতে পারেন না।

এখন থাকিলেন পরতত্ত্ব বা ঈশ্বর। পরতত্ত্বের ব্রহ্মস্বরূপে দয়ার পরিচয় নাই—কারণ তিনি নির্ব্বিশেষ নির্দ্ধর্ম্মক। পরতত্ত্বের পরমাত্মস্বরূপ সধর্ম্মক বটে, কিন্তু তিনি উদাসীন, সাক্ষিস্বরূপ ও নিয়ামক বলিয়া তাঁহাতেও দয়ার প্রকাশ নাই একমাত্র শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অসাধারণ ধর্ম্ম—দয়া। শ্রীনৃসিংহ-শ্রীরামাদি ভগবৎস্বরূপে সেই দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমৎস্য, শ্রীকূর্ম্ম, শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপে নরভাব ও ভক্তভাব নাই বলিয়া আচরণমূলক সাধকজনোচিত শিক্ষাদানের আদর্শও নাই। কোন কোন

লীলাবতারে যেমন শ্রীদত্তাত্রেয়, শ্রীঋষভদেব, শ্রীবুদ্ধদেবাদির আচরণ ও বাণীতে বিমুখমোহনপর আদর্শই প্রকাশিত হইয়াছে। হতারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে প্রকাশিত দয়া যেরূপ পরমচমৎকারী তাহা অন্য পরতত্ত্বস্বরূপে নাই। কারণ সেই দয়া শত্রুকেও প্রেমসম্পত্তি দান করে।

স্বয়ংভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুক্তি-ভক্তিদা দয়া

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন "অহো! অন্য ভগবৎস্বরূপে যাহা দেখা যায় না, এইরূপ এক চমৎকারময়ী করুণার আদর্শ শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণে দৃষ্ট হয়। বকাসুরের ভগ্নী দুষ্টা পূতনা রাক্ষসী শিশুকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় স্ব-স্তন-সম্ভূত কালকুটবিষ পান করাইয়াও বিষদানের পুরস্কাররূপে স্তন্যামৃতদায়িনী শ্রীযশোদার ন্যায় জননী-গতি লাভ করিয়া গোলোকে কৃষ্ণ-লালনাদিপরা ধাত্রীবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে।[৩] এরূপ দয়ালুকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব?

শ্রীচৈতন্যের অহৈতুকী ও পরমচমৎকারিণী দয়া

শ্রীযশোদানন্দনের এইরূপ করুণার মধ্যেও যেন একটু হেতু আছে—পূতনা-কর্তৃক মা-যশোদার বেষ ও ভাবের (স্বমাতৃবেষ ও ভাবের) অনুকরণ ('তত্র চ **মাতৃবেষ-ভাবানুকরণ-কারিণ্যাস্তৎকরুণৈব কারণমিতি** ভাবঃ। তদুক্তং [ভা ১০।১৪।৩৫]'সদ্‌বেষাদিব পূতনাপি॥'[৪] কিন্তু এইরূপ কোন ভক্তের বেষ ও ভাবের অনুকরণ বা ভক্ত্যাভাস-সম্বন্ধ-গন্ধ ব্যতীতও শ্রীশচীনন্দনের করুণা অরিগণের প্রতিও প্রকাশিত হইয়াছে। পূতনা অতীব যাতনার সহিত দেহত্যাগের পরেই সকুলে সদ্গতি লাভ করিয়াছিল, যথাবস্থিত দেহে তাহা লাভ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তবেষ ও ভাবের অনুকরণ ফলেই সদ্গতি লাভ করিয়াছে। কংস, শিশুপাল এবং দন্তবক্রও শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইবার পরই সদ্গতি লাভ করেন। কংস মৃত্যুকালে সম্মুখে শ্রীভগবানের চতুর্ভুজরূপ দর্শন করিয়া অন্যের দুষ্প্রাপ্য চতুর্ভুজরূপ-সারূপ্যমুক্তি লাভ করেন।[৫] কংস তাঁহার কালনেমি-জন্মে কিন্তু শ্রীঅজিতদেবের

---

৩ ভা ৩।২।২৩ ও ক্রম সন্দর্ভ ঐ; ৪ ক্রম স ১০।৬।৩৭; ৫ ভা ১০।৪৪।৩৯।

হস্তে নিহত হইয়াও মোক্ষ লাভ করেন নাই। শিশুপাল, দন্তবক্রও শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া মৃত্যুর পরে পুনরায় ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে জয়-বিজয়-নামে দ্বারপাল হইয়াছিলেন। সেই জয়বিজয়ই জগাই-মাধাইরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] মুক্তিলাভের পরও লীলারস পোষণ ও অধিকতর চমৎকার-রসের আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীগৌর-কৃষ্ণের লীলাশক্তির ইচ্ছায় তাঁহাদের পুনরায় শ্রীগৌরলীলাকালে আবির্ভাব হয়। যেরূপ সাযুজ্যমুক্তি-লাভের পরও শিশুপাল ও দন্তবক্র পুনরায় শ্রীনারায়ণের পার্ষদ হইয়াছিলেন (ভা ৭।১।৪৬)। নবদ্বীপের কাজী তাঁহার সহচরগণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিরোধিতাই করিয়াছিলেন, ভক্তভাবের বা ভক্তবেষের কোনও অনুকরণই করেন নাই, বরং গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, ভক্ত ও ভগবন্নামের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন; মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন[৭]; কিন্তু শ্রীশচীনন্দন সেই কাজীর গৃহে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদে উপস্থিত হইয়া সপরিকর কাজীর মুখে কৃষ্ণনাম প্রকাশ করিয়া কাজীর হৃদয়শোধন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাভিষিক্ত করিলেন। কাজী শ্রীশচীনন্দনকে সাক্ষাদ্ ভগবান বলিয়া অনুভব করেন।[৮]

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমৎশিবানন্দ সেনের আত্মজ শ্রীমৎকবিকর্ণপূর শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর-কর্ত্তৃক জগাইমাধাইকে হাতে হাতে প্রেম বিতরণের একটি প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীকবিকর্ণপূর বলিয়াছেন, নানাপ্রকার বিধর্ম্ম যাহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের সহায়, বিস্তীর্ণ পঞ্চমহাপাতকে যাহাদের চিত্ত পরিপক্ব, সকল লোকের বিনাশ-সাধনই যাহাদের সঙ্কল্প, যাহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও দুর্দ্দান্ত দস্যু, কুপরিচ্ছদ-কুকার্য্য যাহাদের বসনভূষণ, যাহারা কাপট্যের পটহস্বরূপ, যাহাদের মনের মালিন্য প্রত্যহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, এইরূপ মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাইকে যিনি কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং আহ্বান করিয়া নিজের সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, 'তোমরা পাপ-বিষে লুব্ধ হইয়া যে যে পাপ করিয়াছ, সেই সমস্ত পাপ নিঃসঙ্কোচে আমাকে প্রদান কর।'

---

৬ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১১৫ সংখ্যা; ৭ চৈ চ ১।১৭।১২৫-১২৮; ৮ চৈ চ ১।১৭।২১৫-২২৪ দ্রষ্টব্য।

ইহা বলিবামাত্র তাঁহারা বিস্মিত হইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল, পরে বলিল, 'আচ্ছা! দিতেছি।' তাহাদের এই কথা বলিবামাত্র শ্রীবিশ্বম্ভর তাহাদের হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিয়া সদ্য সদ্য তাহাদিগকে নিষ্পাপ এবং তাহাদের দেহ কৃপোদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। তখন তাঁহাদের দেহে বিপুল পুলকাবলী ও চক্ষু হইতে অবিরাম আনন্দাশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিল। তাঁহারা প্রেমগদগদস্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বহুকালের পর তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগের সংযোগে সমস্ত কামাদি দোষ হইতে মুক্ত হইল। তাঁহারা পরমভাগবত-পদবীতে সমারূঢ় হইলেন। সেই স্থানে সমুপস্থিত ব্যক্তিগণ যাঁহারা জগাই-মাধাইয়ের ঐরূপ প্রেমবিকার দর্শনে সংশয়াপন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগকেও বিশ্বম্ভর চমৎকৃতির দ্বারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় করিয়া দিলেন।[৯]

জগাই-মাধাই পাপের শেষসীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। মাধাই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছিলেন—'মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥ ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।'[১০] কিন্তু পরমকারুণিক শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাদের কাহাকেও প্রাণে না মারিয়া বা তাঁহাদের অঙ্গে রক্তপাতাদি না করিয়াও যথাবস্থিত দেহেই তাঁহাদের হৃদয় সম্পূর্ণ শোধন করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমদান ও স্বপার্ষদতা দান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি বলিলেন,—'দুইজনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে। কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে॥ **ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।** এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥ এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান। এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান॥ লোমহর্ষ, মহাঅশ্রু, কম্প সর্ব্ব গায়। জগাই-মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায়॥'[১১]

অবিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া

শ্রীগৌরকৃষ্ণ বনের হস্তী-ভল্লুক-সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু এবং পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতা-পর্ব্বতাদি স্থাবরজঙ্গম পর্য্যন্ত সকলকেই স্বমুখোদ্গীর্ণ নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা প্রেমাপ্লুত

৯ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১।৩৮; ১০ চৈ ভা ২।১৩।১৭৮-১৭৯; ১১ ঐ ২।১৩।২৩১-২৩৩, ২৪২।

করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও স্থাবরজঙ্গমাদি প্রাণীকে প্রেমদানের কথা জানা যায়। শ্রীরামায়ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলে তাঁহার বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতর হইয়া বৃক্ষাদিও রোদন করিত। কিন্তু মিলন-কালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিতে বৃক্ষাদি প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪০) দৃষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-কালেও প্রতিদিন শ্রীবৃন্দাবনের পশুপক্ষী-বৃক্ষলতাদির দেহে প্রেমবিকার লক্ষিত হইত —'ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্-গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্'। শ্রীবৃন্দাবনের বা শ্রীব্রজের পশুপক্ষী-তৃণগুল্ম-লতাদির নিত্যকালই শ্রীকৃষ্ণে সহজ প্রীতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসাদি স্বভাব ছিল না। 'বিস্মাপিতচরাচর শ্রীকৃষ্ণরূপশ্রী'-দর্শনেই পশুপক্ষী প্রভৃতির পুলকোদ্গম হইত। কিন্তু ঝারিখণ্ডের বনস্থ স্বভাবহিংস্র পশুপক্ষী প্রভৃতি এবং অতিসঙ্কুচিতচেতন তৃণগুল্মলতা-পর্ব্বতাদিও শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রবণানুকীর্ত্তন করিয়া এবং নাম-ধ্বনির স্পর্শলাভ করিয়াই প্রেমপুলকিত হইয়াছিল—কৃষ্ণে সহজপ্রীতিমান ব্রজবাসী না হইয়াও শ্রীগৌরকৃষ্ণের কৃপায় ব্রজপ্রেমে অভিষিক্ত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও নিখিলভক্ত্যঙ্গের অঙ্গী শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনাম—এই তিনটিই কৃষ্ণপ্রেমদানে মহাশক্তিশালী। কিন্তু ইঁহারা তিনটিই অপরাধের বিচার করেন। কারণ—'বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তভু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।' 'কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥' —ভুক্তিমুক্তিকামী ভজনকারীকে কৃষ্ণ ভুক্তিমুক্তি দিয়া অব্যাহতি পাইলে নিজপদে প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। উহা লুকাইয়াই রাখেন।—'অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্'[১২] হে রাজন! ভগবান মুকুন্দ কখনও মুমুক্ষা-গন্ধ-রহিত অকৈতব শুদ্ধভক্তির অনুশীলনকারীকেই ভাব-ভক্তি দান করেন—কৈতবযুক্ত ভক্তকে তাহা কখনই দেন না। 'অত্র কর্হিচিদপীত্যন্বক্তে-র্মুক্তিমনিচ্ছদ্ভ্যঃ শুদ্ধভক্তেভ্যস্ত ভক্তিমেব দদাতীত্যর্থো লভ্যতে'—চক্রবর্ত্তী।— তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ অবিচারে প্রেমভক্তি দান করেন না। তবে কৃষ্ণ মূর্খ বিষয়-

---

১২ ভা ৫।৬।১৮।

কামীকেও স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইয়া দেন বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ মূর্খতা বা অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেহ কেবল বিষয়কামী হইয়া ভগবানের ভজন করেন, অথচ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি চেষ্টা বা মুমুক্ষাদি কপটতা তাঁহার অন্তরে না থাকে,(যেরূপ শ্রীধ্রুব) এইরূপ ব্যক্তিকেই ভগবান স্বচরণদানে বিষয় ভুলাইয়া দেন, কিন্তু প্রেমভক্তি দেন না। 'কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্' এই পদে 'ন কর্হিচিদপি'—কখনও নহে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও 'কভুও না দেয়'—বলা হয় নাই। মুমুক্ষা-রহিত সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগে যে পর্য্যন্ত গাঢ় আসক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীমুকুন্দ ভাবভক্তি প্রদান করেন না।—'সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে, তাবন্ন দদাতি'।[১৩]

শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনামেরও (এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ নামের উপলক্ষণে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, ভগবৎস্বরূপে ভক্তি ও ভগবন্নামে) অপরাধের (অপ্রসন্নতার) বিচার আছে। পরম করুণাময় শ্রীনামের ফল-লাভে এই প্রতিবন্ধকতা তৎকৃত বিরোধিতা ও অকৃপাজাত নহে, ইহা স্বয়ং শ্রীনামেরই শ্রীনাম-গ্রাহীকে সর্ব্বতোভাবে নিজাশ্রিতরূপে আত্মসাৎ করিয়া লইবার জন্য নিজেচ্ছাকৃত অপ্রসন্নতা।

ভক্তি, ভগবান ও নামে অপরাধ-বিচার

ভক্তি, ভগবান ও নাম-সম্বন্ধে এই সব অপরাধের বিচার শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ করেন নাই—'চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি **এ-সব**-বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার'॥[১৪] শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ স্বয়ং 'নামসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ' বলিয়া সপরিকর তাঁহাদের প্রকট-লীলাকালে শ্রীনামে অপরাধের বিচার করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নামে অপরাধের বিচার করিয়াছেন, আর সেই শ্রীকৃষ্ণই সপরিকর শ্রীগৌররূপে কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার না করিয়া সকলকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া কৃষ্ণনামের মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকটলীলাকালে তচ্চরণে অপরাধীকে মুক্তিদান এবং ক্বচিৎ কাহাকেও মৃত্যুর পর ভক্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌর-

১৩ দুর্গমসঙ্গমনী ১।১।৩৭ ; ১৪ চৈ চ ১।৮।৩১।

কৃষ্ণ অপরাধীকেও যথাবস্থিত দেহেই কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অদ্ভুত দয়ার প্রমাণ।

স্বতন্ত্র ঈশ্বরের প্রকটকালে বিশেষকৃপা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বর—পরতত্ত্বসীমা বলিয়াই তৎপ্রণীত-শাস্ত্রোক্ত সাধনসিদ্ধের রীতির ক্রম স্বীকার না করিয়া বিশেষ কৃপাসিদ্ধের রীতি প্রকট করিতে সমর্থ—'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ।'

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫) ভগবান শ্রীকপিলদেব প্রথম সাধুসঙ্গ হইতে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা হইতে দ্বিতীয় সজাতীয়াশয় সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি), তৎপরে রতি (ভাবভক্তি) তদনন্তর ভক্তি (প্রেম-ভক্তি) এই ক্রম বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ইহাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।৪।১৫-১৬) বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীকপিলাদি যাবতীয় স্বাংশ ভগবৎস্বরূপ প্রেমভক্তিদানে শাস্ত্রের ঐরূপ ক্রমমর্য্যাদা স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে করুণার সাধারণ নিদর্শনই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রজজাতীয় নিগূঢ় প্রেম কৃপাবিশেষের দ্বারাই অবিচারে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই ব্রজপ্রেমের নিগূঢ় নিঃসীম ভাণ্ডার। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তিনি কেবল প্রেমের বিষয় ছিলেন, শ্রীগৌরলীলায় তিনি প্রেমের আশ্রয়ও হইয়াছেন—'আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী। নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি'॥[১৫] অতএব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কালে কৃপাসিদ্ধের রীতিতেই সকলে ব্রজপ্রেম লাভ করিলেন।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার॥[১৬]

---

১৫ চৈ চ ২।২।৮১ ; ১৬ ঐ ১।৮।২০-২১।

শ্রীসনাতন-শিক্ষায়[১৭] যে 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন'—শ্রীচৈতন্যের এই উক্তি তাহা ভাবীকালের জীবের শিক্ষার জন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী মাধাইকে সংহার করিবার জন্য যে চক্রের আহ্বান[১৮] বা চাপাল-গোপাল-প্রমুখ ভক্তাপরাধীর প্রতি যে ক্রোধ-লীলায় 'কোটিজন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু'[১৯]ইত্যাদি উক্তি, তাহাও পরম শুভানুধ্যায়ী শাসকের এবং পরমস্নেহশীল মাতাপিতা-কর্ত্তৃক পুত্রের প্রতি মৌখিকশাসন-বাক্য বা চোখ রাঙানোর ন্যায়। উহা ভক্তিশিক্ষাদানার্থ (ভক্তাপরাধ যে স্বয়ং ভগবানও ক্ষমা করেন না, ভক্তই ক্ষমা করিতে পারেন, তাহা এবং ভক্তলজ্ঘনের প্রতি অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শন-রূপ ভক্তি-বিশেষশিক্ষা-দানার্থ) 'তর্জ্জন গর্জ্জন' মাত্র। ইহা পরমস্নেহ ও মহাবদান্যতারই বৈচিত্রীবিশেষ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভক্ত জগাই মাধাইকে দণ্ডার্থ 'চক্রের' আহ্বান, চাপাল-গোপাল-দেবানন্দপণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন-রূপ মৌখিক শাসনাদি প্রদর্শন করিয়া এবং যথাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতাদি মহদ্‌গণের নিকটঅপরাধ ক্ষমাপন করাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগকে যথাবস্থিত দেহেই ব্রহ্মার দুর্লভ ব্রজপ্রেম পর্য্যন্ত স্ব-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥[২০]

এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ॥[২১]

---

১৭ চৈ চ ৩।৪।৭১ ; ১৮ চৈ ভা ২।১৩।১৮৫ ;
১৯ চৈ চ ১।১৭।৫১ ; ২০ ঐ ১।৮।২৮ ; ২১ ঐ ২।২।৮২-৮৩ ।

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য॥
সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-ধন॥[২২]

শ্রীচৈতন্য ও তচ্চরণানুচরগণের পরোপকারের আদর্শ

প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্ব ব্যাপিয়া নিজ-নাম-প্রেম-সম্পত্তি অযাচকে আপামরে ধান্যরাশির ন্যায় বিতরণ করেন।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥[২৩]

প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াও তাহা দ্বারা, ধনসম্পত্তির দ্বারা, সদুপায় চিন্তনাদির দ্বারা, উপদেশের দ্বারা যে জীবদিগের প্রতি মঙ্গল আচরণ, তাহাই এই জগতে দেহধারিগণের জন্মের সফলতা।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥[২৪]

যাহা ইহকাল ও পরকালে প্রাণিগণের উপকারের নিমিত্তভূত হয়, তাহাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কায়িক চেষ্টা, মন ও বাক্যের দ্বারা সম্পাদন করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উক্ত প্রমাণানুসারে স্বয়ং আচরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পরোপকার-ব্রতের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীভগবন্নামের সঙ্কীর্ত্তনই প্রত্যেক জীবের নিজের ও অপর জীবের পক্ষে উপকারের চরম আদর্শ বলিয়া জানা যায়। প্রেমিকের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

---

২২ চৈ চ ৩।১৭।৬৭-৬৯; ২৩ ভা ১০।২২।৩৫; ২৪ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১২।৪৫।

'শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে **ভূরিদা** জনাঃ।'[২৫]

হে কৃষ্ণ! তোমার কথামৃত যাহা শ্রবণমাত্রই সর্ব্বার্থসাধক, অতএব 'শ্রীমৎ' —সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষযুক্ত (বা প্রেমপর্য্যন্ত সম্পত্তিপ্রদ) সর্ব্বব্যাপক—সার্ব্বজনীন (অথবা শ্রীশিব-ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুকাদি পূর্ব্বসিদ্ধ মহদ্‌গণ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মহদ্‌গণের মুখে মুখে সর্ব্বত্র পরিগীত হইয়া পরমব্যাপ্ত) তাহা এই ভুবনে যে কোনও স্থানে যাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া তাহা বিতরণ করেন, তাঁহারা সকলকেই তাঁহাদের সমস্ত প্রয়োজন সার্থকরূপে প্রদান করেন। (অথবা এইরূপ প্রচুর দানশীলব্যক্তিগণকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও কেহ তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না)। তাঁহারাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

দৈহিক বা মানসিক উপকার-সাধন ক্ষণ-ভঙ্গুর, অতীব অসম্পূর্ণ এবং তাহাতে একের উপকারে অপরের অনিষ্টাশঙ্কা আছে। এক দৈহিক ব্যাধির সাময়িক উপশম হইলেও, আর এক দৈহিক বা মানসিক ব্যাধির উদ্গম হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও যে প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, তাহা হইতে কখনও এক কর্ম্মফলবাধ্য জীব আর এক কর্ম্মফলবাধ্য জীবকে মোচন করিতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমেই পরমার্থভূত শিবদ (পরমসুখদ) তাপত্রয়োন্মূলন-কারী অমোঘ মহৌষধ শ্রীকৃষ্ণকথামৃতের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম সাক্ষাৎ-ভগবৎ-প্রণীত ও ভগবৎ-প্রদত্ত একমাত্র মৃতসঞ্জীবনীস্বরূপ অব্যর্থ মহৌষধ— যাহাতে বিশ্বের সর্ব্বজীবের সমান অধিকার। মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণ এই মহৌষধের মহাদাতা। শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর যখন শ্রীমন্মহা-প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—'জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ। সকল

---

২৫ ভা ১০।৩১।৯, 'শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলং তত্তৎসর্ব্বার্থসাধকং, কিমুতার্থবিচারেণ। অতএব শ্রীমৎ সর্ব্বত উৎকর্ষযুতম্। আততং সর্ব্বব্যাপকঞ্চেতি প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্। তদীদৃশং কথামৃতং ভুবি যত্র কুত্রাপি যে গৃণন্তি, কথনরূপেণ দদতি, তে ভূরিদাঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি সর্ব্বার্থপ্রদাতারঃ॥ (সং বৈঃ তোঃ ১০।৩১।৯)। 'যে গৃণন্তি কীর্ত্তয়ন্তি তে এব ভূরি বহুতরং দদতি তেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎপরিশোধয়িতুং ন ক্ষমন্তে' (শ্রীবিশ্বনাথ ঐ)।

জীবের, প্রভু, ঘুচাহ **ভবরোগ**॥' তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার। বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার॥ 'তুমি যার হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব। তোমার ইচ্ছা-মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন'॥[২৬] শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভঙ্গীক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'পৃথিবীতে বহু জীব—স্থাবর-জঙ্গম। ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন'?[২৭] তখন শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস বলিলেন,—'উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার। স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলা সংসার'॥[২৮] 'পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লঞা। বৈকুণ্ঠকে গেলা, অন্যজীবে অযোধ্যা ভরাঞা॥ পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি' অবতার। সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইলা সংসার। তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি' অবতার। সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলা নিস্তার'॥[২৯]

শ্রীগৌরপরিকর শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের 'সর্ব্বজীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ'—এই উক্তির মধ্যে মহাপ্রভুর প্রকটকালে সমষ্টি জীবের উদ্ধারের কথা জানা যায়—ইহা মহাত্মা যীশু কর্ত্তৃক ভগবানের নিকট কতিপয় জীবের পাপ-স্খালন বা নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার-কামনারূপ শুভেচ্ছা-মাত্র নহে। এক একজন শ্রীগৌর-পরিকর ব্রহ্মাণ্ড তারণের শক্তি ধারণ করেন—সেই তারণ হইতেছে কৃষ্ণপ্রেমসম্পদে মহাসম্পৎশালী করিয়া পরমপুরুষার্থসীমা-সিন্ধুতে নিমজ্জিত-করণ।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্রের অবতারকালে কেবল কয়েকজন মনুষ্যমাত্র নহে, স্থাবরজঙ্গমাদির পর্য্যন্ত জন্মমরণমালার চিরনিবৃত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরের অবতার-কালে আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই উচ্চ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে আনুষঙ্গিকভাবে সংসারনাশ ও মুখ্যভাবে ব্রজপ্রেম লাভ হইয়াছে। শ্রীগৌরভক্তগণও এইভাবেই জীবের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। শ্রীনামাচার্য্য বলিয়াছেন,—'পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে'॥[৩০]

---

২৬ চৈ চ ২।১৫।১৬৭,১৬৯, ১৭১; ২৭ ঐ ৩।৩।৬৬; ২৮ ঐ ৩।৩।৭৫; ২৯ঐ ৩।৩।৮০, ৮২, ৮৫; ৩০ চৈ ভা ১।১৬।২৮০।

'জীবে দয়া' না 'জীবসেবা' ?

আধুনিক কালের কেহ কেহ মনে করেন 'পরোপকার', 'জীবে দয়া' প্রভৃতি কথাগুলি দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক আর 'জীব-সেবা' কথাটি দৈন্যজ্ঞাপক। বস্তুতঃ এইরূপ ধারণা অশাস্ত্রীয় ও অজ্ঞতামূলক। 'সেবা' শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ হইতেছে সাধন-শ্রেষ্ঠা ভগবদ্-ভক্তি—'**সেবা** বুধৈঃ প্রোক্তা **ভক্তিঃ সাধন-ভূয়সী**'[৩১]—পণ্ডিতগণ ভগবানে সাধনাশ্রেষ্ঠা ভক্তিকেই 'সেবা' বলেন। শ্রীগীতাতেওশ্রীকৃষ্ণ পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের বা মহতের শুশ্রূষাদি অর্থেই 'সেবা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন,—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন **সেবয়া**'[৩২] 'সেবয়া গুরু-শুশ্রূষয়া' (শ্রীশ্রীধরস্বামী)। নিত্যারাধ্যতত্ত্বের সুখানুসন্ধান, পরমোপাসনা ইত্যাদি অর্থেই শাস্ত্রে 'সেবা' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অমরকোষে 'সেবা' শব্দে 'শ্ববৃত্তি' বলা হইয়াছে ; কুকুরের ন্যায় বৃত্তি বা অধীনতা, যথা—প্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি, প্রভুর অনুসরণ, অনুগমন, আদেশ-পালনাদি বৃত্তির নাম 'সেবা'।

সনাতন শাস্ত্রে 'হরিসেবা', 'কৃষ্ণসেবা', 'গুরুসেবা,' 'বৈষ্ণবসেবা,' 'পতিসেবা' ইত্যাদিএবং 'ভূতদয়া', 'ভূতানুকম্পা', 'ভূতাদর','জীবদয়া' ইত্যাদি পরিভাষা দৃষ্ট হয়, কোথায়ও 'জীবসেবা' কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবতের লক্ষণে (ভা ১১।২।২৬) 'পরমেশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তজনে মৈত্রী ও বালিশে (অজ্ঞ জনসাধারণে) কৃপার কথাই উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর ব্যতীত সাধারণ জীবে 'সেবা', 'ভক্তি' বা 'প্রেম' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বত্রই পরমেশ্বরের সেবার কথাই উক্ত হইয়াছে—যথা, মধুদ্বিট্ **সেবানু**রক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ (ভা৫।১৪।৪৪) —শ্রীমধুসূদনের সেবায় অনুরক্ত মহদ্গণের নিকট মোক্ষও অতি তুচ্ছ। শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহকে এবং শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—'সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ **সেবানু**রূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্' (ভা ৭।৯।২৭, ১০।৭২।৬)—আপনার

---

৩১ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২১৬ অনুচ্ছেদধৃত গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ২৩১।৩ (বঙ্গবাসী সং) :

৩২ গীতা ৪।৩৪।

সেবা-তারতম্যের দ্বারা কৃপার উদয়ের তারতম্য হয়, যেমন কল্পবৃক্ষের ফলদানে উচ্চনীচ ভেদ নাই। 'সেবা' শব্দে যখন 'আনুগত্য' বা 'শ্ববৃত্তি' বুঝায়, তখন হরি, গুরু বা বৈষ্ণবে আনুগত্য, অনুসরণ, আদেশ-পালন, পরিচর্য্যা, উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদির দ্বারা সেবা হয়, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদের উদাহরণে দৃষ্ট হয়।[৩৩] কিন্তু যক্ষ্মা রোগীকে সেব্যতত্ত্ব জ্ঞানকারীর পক্ষে সেই রোগীর উচ্ছিষ্টভোজন বা আনুগত্যের দ্বারা পারমার্থিক মঙ্গল লাভ দূরে থাকুক, দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলও বিনষ্ট হয়।

'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'

দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত (ভ্রম) অপেক্ষাও 'জীবে নারায়ণবুদ্ধি' অধিকতর ভ্রান্ত মত। দেহকে 'আত্মা' (দেহী) মনে করিয়া জীব বদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছে ; তাহা হইতেও শোচনীয় ও মারাত্মক অবস্থা কর্ম্মফলবাধ্য অনিত্যদেহে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরতত্ত্ব নারায়ণ-স্বরূপের আরোপ করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,— * * 'চিৎকণ জীব, কিরণকণ-সম। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥ * * জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি দূরে, যেই রুদ্র-ব্রহ্মসম—। নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডিতে গণন'॥ 'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা'।[৩৪] পশুপক্ষী, মনুষ্যকে 'নারায়ণ' বলা দূরে থাকুক, সর্ব্বজীবারাধ্য ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ভগবদ্‌বিভূতিগণ পর্য্যন্ত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরতত্ত্ব-শ্রীনারায়ণ-পদবাচ্য নহেন। পরতত্ত্ব নারায়ণ সর্ব্বভূতে অন্ত-র্যামিরূপে—নিয়ামক প্রভুরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু সর্ব্বভূত কখনও 'নারায়ণ' নহেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণ বা জীবান্তর্যামী পরমাত্মাও কখনও আর্ত্ত, দরিদ্র বা ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধ জীবকে 'নারায়ণ' বা 'ব্রহ্ম' বলেন না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত শ্রীনারায়ণকেই যথাশক্তি দান-মানাদি দ্বারা পূজা করিবার বিধান দিয়াছেন।[৩৫] ভগবদধিষ্ঠান-দৃষ্টিতেই সর্ব্বভূতে আদরের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীনারায়ণের অধিষ্ঠানসমূহের মধ্যেও শাস্ত্রবিহিত তারতম্য বিচার করিয়াই যথাযোগ্য সম্মানের

---

৩৩ ভা ১।৫।২৩-২৬ ; ৩৪ চৈ চ ২।১৮।১১২, ঐ ২।২৫।৭৭, পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ২৩।১২ ;
৩৫ ভা ৩।২৯।২৭।

বিধি আছে। অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন পদার্থ, তাহা হইতে বোধ-শক্তিযুক্ত, তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত, তন্মধ্যে যথাক্রমে স্পর্শবেদী, রসজ্ঞ, শব্দজ্ঞ, রূপভেদজ্ঞ, দন্তশালী, বহুপদ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ মনুষ্য, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, তন্মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ, সংশয়ছেত্তা, স্বধর্ম্মাচরণশীল, নিষ্কাম-ধর্ম্মানুষ্ঠাতা, শ্রীহরিতে শরণাগত, কেবলভক্তিমান এবং সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠানবোধে নিজের ন্যায় সকলকে ভগবানে ভক্তি যজান করাইয়া তাঁহাদের পারমার্থিক হিতকামী পাত্র উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ভগবদ্ভক্তের সম্মানেই ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষ হয়।[৩৬] ভগবৎসম্বন্ধের উৎকর্ষানুযায়ী আদরের তারতম্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল জীবের দেহ-দুঃখে সমবেদনাযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা-পরিত্যাগকারী বিমুক্তসর্ব্বসঙ্গ ব্যক্তিরও যে পরম-মঙ্গল-লাভে বিঘ্ন হয়, তাহা শ্রীভরতের দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাদ্ ভূতদয়ৈব ভগবদ্ভক্তির্মুখ্যা নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্' ॥[৩৭]—অতএব যাঁহারা বলেন জীবের প্রতি দয়াই মুখ্য ভগবদ্ভক্তি, শ্রীভগবানের অর্চ্চন নহে, শ্রীভরতের দৃষ্টান্তে সেই মতবাদ নিরস্ত হইল।

'ভূতদয়া' বা 'জীবে দয়া' এই শাস্ত্রোক্ত শব্দটি দাম্ভিকতাব্যঞ্জক নহে। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলেন, শ্রুতি পরতত্ত্বকে পরমানন্দৈকরসরূপে এবং অপহতকল্মষরূপে জীবস্বরূপ হইতে বিলক্ষণ-স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৩৮] জীব যেরূপ দুঃখাদিতে বা পাপাদিতে মগ্ন হয়, পরতত্ত্ব সেরূপ নহেন। সূর্য্যকে যেরূপ অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ অখণ্ডপরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বের চিত্তেও দুঃখাদির স্পর্শ অসম্ভব বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে সাংসারিক জীবের প্রতি সাক্ষাদ্ভাবে কৃপার উদয় হওয়া অসম্ভব। এজন্য ভগবানের কৃপারূপা পরম মহীয়সী শক্তিটি অন্যান্য দেবতারই ন্যায় বাহন অবলম্বন করিয়া জীবের নিকট অবতীর্ণ হয়েন। সাধু-কৃপাই সেই বাহন। যদিও সাধুগণের হৃদয়েও সংসার-দুঃখের স্পর্শ নাই, তথাপি স্বপ্নদৃষ্ট নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় সাধুগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব দুঃখানুভবের কথা কখনও স্মরণ করিয়া বহির্মুখ

৩৬ ভা ৩।২৯।২৮-৩৩; ৩৭ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৬; ৩৮ ছান্দোগ্য ৮।১।৫।

সাংসারিক জীবের প্রতি করুণাশীল হয়েন। যেমন শ্রীনারদ নলকূবর মণিগ্রীবের প্রতি দয়াশীল হইয়াছিলেন। শ্রীনারদের যে নলকূবরাদির প্রতি অহৈতুকী কৃপা, তাহা বস্তুতঃ পরমেশ্বরেরই কৃপা; সেই কৃপা কিন্তু 'শ্রীভগবানই আমার একমাত্র আশ্রয়' এইরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তি-সম্বন্ধেই প্রকাশিত হয়। সেই ভক্তি হইতেছে ভগবানের স্বরূপশক্তি। সেই শক্তিটি ভক্তহৃদয়রূপ আধারের সদ্‌গুণে এক অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্যবিশেষ লাভ করেন—যাহাতে শ্রীভগবানের হৃদয়কে ভক্তের প্রতি বিশেষ-রূপে বিচলিত করিয়া দেন। 'ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্টতদার্দ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তি-বিশেষঃ'।[৩৯] যেরূপ স্বাতিনক্ষত্রের জল নক্ষত্রে থাকা-কালে কোন রত্ন প্রসব না করিলেও হস্তী, গাভী, মৃগ, সর্প ও শুক্তিতে পতিত হইয়া আধারের গুণে যথা-ক্রমে গজমুক্তা, গোরোচনা, মৃগনাভি, মণি ও মুক্তা পঞ্চরত্ন প্রসব করে। অতএব শ্রীভগবৎকৃপা সাধুকৃপাকেই বাহন করিয়া জীবের নিকট প্রকাশিত হয়। এইরূপ যে ভগবৎকৃপা—যাহা দৈন্যের দ্বারা উচ্ছলিত হয়, তাহা কখনও জাগতিক বস্তু নহে, একমাত্র প্রেমপরিপাকোত্থ দৈন্যে বিভূষিত মহদ্‌গণই সেই ভগবৎস্বরূপশক্তি বৃত্তি দয়াকে জীবে বিতরণ করেন। সুতরাং '**জীবে দয়া**' বলিতে **এক জীব কর্ত্তৃক আর এক জীবের প্রতি দয়া নহে; তাহা হইতেছে—বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি পরমেশ্বরের প্রসাদী করুণার বিতরণ**। ভগবদ্ভক্তগণ সমস্ত ত্রিতাপের মূলোৎপাটনকারী নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করেন। আর্ত্ত জীবের দেহ ও মনের পরিচর্য্যায় দৈহিক সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি, সমাজসেবক, দেশনায়ক, রাজা, ভূস্বামী প্রভৃতি লৌকিক ব্যক্তিগণের অধিকার। তাঁহারা তাহা না করিলে প্রত্যবায়ী হইবেন, ইহাই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ।

হরি-কীর্ত্তন-মহাবৃষ্টি ব্যতীত অন্যভাবে ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ ও ত্রিতাপোন্মূলন অসম্ভব

পঞ্চ প্রকার ভগবদ্‌-বিভূতির মধ্যে ভক্তগণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—মেঘসমূহই মহা-দাবানল নির্ব্বাপণ করিতে পারে, বহু লোক

৩৯ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০ অনু।

একত্রিত হইয়া তাহাতে জল প্রক্ষেপ করিলে দাবানলের একাংশও নির্ব্বাপিত হয় না। তদ্রূপ আমার বিরল বিশিষ্ট ভক্তগণই ভগবন্নামামৃত বর্ষণ করিয়া অতি ভীষণ সংসার-দাবানল উপশম করিতে পারেন। এজন্য মহাপ্রভু 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং পরং বিজয়তে' বলিয়াছেন। পৃথিবী এই সকল লোক, পর্ব্বতরাজি, সমস্ত সমুদ্র ইত্যাদি ধারণ করে না; কিন্তু একমাত্র আমার ভক্তগণের তেজের দ্বারাই ঐ সকল লোক, সমুদ্রাদি ও এই ভূতধাত্রী পৃথিবীও ধৃত হইয়া থাকে। যে কর্ম্মচক্র দেবতা ও অসুর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, আমাতে ভক্তিপরায়ণ মানবগণ সেই কর্ম্মচক্রকেও লঙ্ঘন করিতে পারেন। অনন্ত জন্মে যে সকল অনন্ত কর্ম্মরাশি উপার্জ্জিত হইয়াছে, মদ্ভক্তিরূপ অনলশিখার দ্বারা তূলারাশির ন্যায় ক্ষণকালে তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। যে সকল সিদ্ধি আমার প্রদত্ত, সেই সকল সিদ্ধি আমার একান্ত ভক্তের দাসীস্বরূপ। কলিবলের প্রাধান্যে যে সকল পাপ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে ভীত হইও না; এই কলিতে অনির্ব্বচনীয় মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই জগৎ ধারণ করিবেন।[৪০]

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সহিত ভগবানের উক্ত বাণীর একবাক্যতা করিলে, এই স্থানে 'অনির্ব্বচনীয় মহাত্মগণ' বলিতে শ্রীপাদ করভাজনোক্ত 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ' কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরহরির কথাই তটস্থ লক্ষণে জানা যায়।

'মশকা মক্ষিকাঃ কাকা জীবন্ত্যন্যেঽপি কোটিশঃ।
ভুক্তিমেহনকামাঢ্যাস্তথৈবাবৈষ্ণবা জনাঃ ॥

যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ স দ্রাক্ সমস্তজনপাপভিদেঽলমেকঃ।
দীপেষ্বসৎস্বপি নন্বু প্রতিগেহমন্তর্ধ্বান্তং কিমত্র বিলসত্যখিলে হ্যনাথে ॥
স দর্শন-স্পর্শনপূজনৈঃ কৃতী তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যদ্বৎ স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥[৪১]

---

৪০ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় পঞ্চম অধ্যায় ৫৪-৬৮ শ্লোক; ৪১ ঐ ১৭শ অধ্যায় ৫২, ৫৪—৫৫ শ্লোক।

আহার, মৈথুন ও কামযুক্ত হইয়া যেরূপ মশা, মাছি, কাক ও অন্যান্য কোটি কোটি প্রাণী জীবনধারণ করিয়া আছে, সেইরূপ অবৈষ্ণব ব্যক্তিগণও মশা-মাছির ন্যায় কেবল বাঁচিয়া আছে। এই জগতে যে ভক্ত অবিরাম উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম গান করেন, তিনি একক হইলেও অর্থাৎ বহির্ম্মুখ কোটি কোটি লোকের বিপরীত আচরণকারী একাকী হইলেও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে সমস্ত দুরিতজাল ছেদন করিতে পারেন। এই পৃথিবীতে যখন নির্ম্মল সূর্য্য প্রকাশিত হয়, অথচ যদি তখন গৃহে গৃহে দীপমালা প্রজ্জ্বলিত নাও থাকে, তথাপি কি প্রত্যেক গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হয় না? যেরূপ প্রদীপ কেবল পরের হিতের জন্যই আলোক দান করে, যেরূপ প্রদীপের পরম স্বার্থই লোকের হিতসাধন করা, সেইরূপ বৈষ্ণব স্বীয় দর্শন, স্পর্শন ও পূজা-দানের দ্বারা বিষ্ণু-বিগ্রহের ন্যায়ই সদ্য সদ্য জীবের নিখিল তমোরাশি বিনাশ করিয়া এই জগতে অবস্থিত আছেন। জীবের অজ্ঞান নাশ করাই বৈষ্ণবের স্বার্থ। তাঁহার ব্যক্তিগত অন্য স্বার্থ (স্বীয় চিত্তশুদ্ধি বা মোক্ষাদিস্পৃহা) নাই।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উপকার

আধুনিক মতবাদবিশেষ এই, যে ধর্ম্মসম্প্রদায় জনসমাজের দৈহিক ও অর্থনৈতিক উপকার না করেন, সেইরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় জগতের ভারস্বরূপ।

এই সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্রে চিরদিনই দেশাধিপতি, লোকপতি, সমাজপতি ও সম্পত্তিমান গৃহস্থগণের উপর জনতার ব্যবহারিক উপকার সাধন বাধ্যতামূলক কর্ত্তব্য ছিল। মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা ইত্যাদি শাস্ত্রে ঐরূপ গৃহস্থের জন্য ইষ্টপূর্ত্তাদি ধর্ম্ম কার্য্যের (অন্নসত্র, জলাশয়-খনন, উপবন-নির্ম্মাণ, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপনের) বিধান আছে।

পারমার্থিক সম্প্রদায় সমস্ত আর্ত্তির মূল যে অবিদ্যা, তাহারই মহৌষধ বিতরণকারী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-নামপ্রেম-বিতরণ এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদিকে প্রেমভক্তি-প্রচার, কৃষ্ণভক্তি-রসশাস্ত্র-প্রকাশ, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও সর্ব্বত্র কৃষ্ণনামগুণ-কীর্ত্তনপ্রচারেই নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রাদি সম্পত্তিমান রাজন্যবর্গ,

শ্রীভবানন্দ পট্টনায়ক, শ্রীশিবানন্দ সেনাদি ধনাঢ্য গৃহস্থভক্তবৃন্দ ভগবান ও ভক্তের সেবায় ধন-জন নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য আর্ত্তসেবা করিয়া থাকেন। ইহা হইতে জানা যায়, চিত্তশুদ্ধিরূপ স্বার্থের জন্য আর্ত্তসেবা—আর্ত্তের জন্য আর্ত্তসেবা নহে। অতএব তাহা 'সেবা' পদবাচ্য হইতে পারে না। যেরূপ ফেরিওয়ালা নিজের অভাব-মোচনের জন্য আম ফেরি করে, তাহা নিঃস্বার্থভাবে অর্থাৎ বিনামূল্যে আম্র-বিতরণ নহে, ব্যবসায় মাত্র। চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি স্বার্থান্তরের অভিসন্ধিযুক্ত হইয়া জনতার আনুষঙ্গিক সেবাদিও ঐ প্রকার। অন্যাভিলাষী মুমুক্ষুগণই ঐরূপ বিচারে আত্মস্বার্থে 'সেবা' শব্দের অযথা আরোপ করেন। যেমন জগতের জনতা আত্ম-ভোগোদ্দেশক কর্ম্মের দ্বারা অপরের আনুষঙ্গিক উপকার করাকে 'জনসেবা' (Public Service) ইত্যাদি বলেন। কোনও না কোনও আকারের বেতন বন্ধ হইলে আর তথাকথিত সেবায় প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরতত্ত্বের সাক্ষাদ্ উপাসনাতেই আনুষঙ্গিকভাবে চিত্তদর্পণমার্জ্জন ও ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ সম্ভব হয়, ইহা স্বকৃত শ্লোকে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। নামসঙ্কীর্ত্তন স্বয়ংই উপায় ও উপেয়। ভবমহাদাবাগ্নির মধ্যেই ত্রিতাপের অনন্ত বৈচিত্রী রহিয়াছে, সুতরাং জীবের সেই মূল ব্যাধি নির্ব্বাপিত হইলে তদন্তর্গত অন্যান্য যাবতীয় অনর্থ বা ব্যাধি সমস্তই তিরোহিত হয়। জগতে যিনি যত বড়ই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর হউন, ভগবদিচ্ছা না হইলে এক জীব আর এক জীবকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন,—

যেন কৃষ্ণেন বিশ্বানি চাসংখ্যানি কৃতানি চ।
চরাচরাঞ্চ যো রক্ষেৎ স মে রক্ষাং করিষ্যতি॥
ঘোরারণ্যে সুখং শেতে যো হি কৃষ্ণেন রক্ষিতঃ।
নির্ব্বন্ধোহপি স্থিতো যস্য মরণং তস্য মন্দিরম্॥

ব্যাধিযুক্তঃ প্রমুচ্যেত তয়া চেদীশ্বরেচ্ছয়া।
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ॥[৪২]

'যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি চরাচরকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন, তিনিও আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন', পারমার্থিক ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ এইরূপ অনুভব করেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ঘোর অরণ্যের মধ্যে সুখে শয়ন করিয়া আছে, আর কেহ নিজের সুরক্ষিত গৃহমধ্যে থাকিয়াও নির্ব্বন্ধবশতঃ কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। যে পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য তাপ দিতেছে, সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে। নিজের ইচ্ছায় বা অপর জীবের শত চেষ্টায় ভগবদিচ্ছা না হইলে সার্ব্বভৌম সম্রাট্ও ব্যাধিমুক্ত হইতে পারেন না।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই সমস্ত ত্রিতাপের মূল

এ জন্য শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ সমস্ত ব্যাধির যে মূল, সেই নিদান ধরিয়াই চিকিৎসা করিয়াছেন। সেই মুল ব্যাধিটি হইতেছে অনাদি-কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীসনাতনের দ্বারা 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়' ?[৪৩] এই প্রশ্ন করাইয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়' ॥[৪৪] 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'[৪৫] "অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। 'অভিধেয়' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়। সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥ তৈছে ভক্তি-ফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়। প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥ দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়—প্রেমের 'ফল' নয়। **ভোগ-প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন** হয়" ॥[৪৬]

---

৪২ শ্রীনারদপঞ্চরাত্র—৩।১।১৬, ১৭, ৩৫। ৪৩ চৈ চ ২।২০।১০২ ;
৪৪ ঐ ২।২০।১১৭, ১২০ , ৪৫ গীতা ৭।১৪ ; ৪৬ চৈ চ ২।২০।১২৯ ১৪২ ।

ব্যবহারিক দয়া ও অমন্দোদয় পারমার্থিক দয়া

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রতাদিতে সকল মানবের অধিকার নাই, মনুষ্যেতর প্রাণীর ত' নাই-ই। কিন্তু ভক্তিতে সকলেরই অধিকার—ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সকলেরই অধিকার। 'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা'।[৪৭] পশুপক্ষীরও তাহাতে অধিকার আছে। যাহাতে সর্ব্বজীবের অধিকার ও যাহাতে পরম ভুবনমঙ্গল নিহিত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপরিকরগণ ত্বরিত জীবজগৎকে সেই বস্তুই অকাতরে অহৈতুকভাবে বিতরণ করিয়া করুণার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ মূল ব্যাধি কিরূপে সমূলে উৎপাটিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত একটি ঘটনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরীর পৌর-প্রতিষ্ঠানে (Puri Municipalityতে) এক মেথর-দম্পতি কার্য্য করিত। এক সময় সেই পৌর-সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে কয়েকজন উদারচেতা ব্যক্তি মেথরদিগকে স্কন্ধে ও মস্তকে মল বহন না করাইয়া ঠেলা-গাড়ী করিয়া মলভাণ্ড স্থানান্তরিত করাইবার পরামর্শ দিলেন। আরও কয়েকজন দয়ার্দ্র ব্যক্তি রোগাক্রান্ত মেথরগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইবার সুপারিশ করিলেন। আর কয়েকজন মহাত্মা মেথর-পরিবারের সন্তানসন্ততির শিক্ষালাভের জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও পৃথক বিদ্যায়তন উন্মোচন করিবার ব্যবস্থা করাইলেন। প্রতি রবিবারে ছুটী এবং ছুটীর দিনে কার্য্য করিলে অতিরিক্ত বেতন ইত্যাদি সুবিধাদানেরও ব্যবস্থা হইল। ইহা শুনিয়া সেই সম্প্রদায় পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে 'দয়ার অবতার' বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। পূর্ব্বকথিত মেথরদম্পতিও স্বজাতীয় জনমতের সমর্থন করিল। তবে কি জানি তাহাদের দুইজনের কি পূর্ব্বসুকৃতি ছিল, একদিন সন্ধ্যা-বেলা দোলমণ্ডপসাহীর পথ দিয়া গৃহে যাইবার কালে তাহারা দেখিতে পাইল পথের পার্শ্বে একটি গৃহে তাহাদের পৌর-প্রতিষ্ঠানেরই তদ্দেশবাসী জনৈক কর্ম্মচারী সুর করিয়া বঙ্গভাষায় একটি পুস্তক পাঠ করিতেছেন এবং উৎকল ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহাদেরই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্ম্মচারীকে ঐরূপ পাঠ-নিরত দেখিয়া

---

৪৭ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৬০।

কৌতূহলবশে তাহারা কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে শুনিতে লাগিল। কথাগুলি ভাল লাগায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে তাহারা ঐরূপ রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া পাঠ শুনিত। এইরূপে ক্রমশঃ তাহাদের হরিকথায় রুচি হইল। পৌর-প্রতিষ্ঠানের উক্ত কর্ম্মচারী মহাশয় কোন দিন শ্রীচৈতন্যভাগবত, কোন দিন বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তাহা শুনিবার জন্য সময় সময় তথায় বৈষ্ণববৃন্দেরও সমাগম হইত। হরিকথায় রুচি হওয়ায় সেই দম্পতির বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মিল। বৈষ্ণবগণ উক্ত গৃহ হইতে পাঠ শ্রবণ করিয়া স্ব-স্ব-স্থানে গমন করিলে তাহাদের পদাঙ্কিত স্থান হইতে ধূলি লইয়া স্বামী-স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গে মাখিত। সেই কর্ম্মচারীর প্রতিও তাহাদের 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি হইল। সেই গৃহ হইতে মহাপ্রসাদ ভোজনাদির পর যে সকল উচ্ছিষ্টপাতাদি ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইতে উচ্ছিষ্ট কণা সংগ্রহ করিয়া উক্ত গৃহ-স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহারা ভোজন করিত। ক্রমে ক্রমে তাহাদের এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইল যে, তাহারা আর দগ্ধ উদরভরণের জন্য তাহাদের জাতিগত কার্য্য করিবে না। জগন্নাথদেব সকলকেই অন্নদানে পালন করিতেছেন, তিনি পতিতপাবন, তিনিই তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত মহামন্ত্র এবং তাহা সর্ব্বক্ষণ গ্রহণের আদেশ শুনিয়া তাহারা সেই মহামন্ত্র অবিরাম গ্রহণ করিত। তুলসী-সেবায় তাহাদের অধিকার আছে কিনা উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিয়া লইয়া তুলসী-সেবা আরম্ভ করিল, কণ্ঠে তুলসী-মালিকা ধারণ করিল। কাজে ইস্তফা দিল। ইহা দেখিয়া তাহাদের স্বজাতি ও সহকর্ম্মিগণ নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। ভক্তদম্পতি ঐসকল কথা না শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের আশে পাশে যে মহাপ্রসাদ পড়িয়া থাকে, তাহাই মাত্র আহরণ করিয়া দেহরক্ষা এবং সর্ব্বক্ষণ হরিনাম গ্রহণ ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থ-পাঠ শ্রবণ করিত।

তাহারা কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে দেখিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠানের উক্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ও তাহাদিগকে পাঠের অন্তে প্রত্যহ কিছু কিছু প্রসাদ দিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু তাহারা করযোড়ে কেবল উচ্ছিষ্ট পাতমাত্র পাইলে কৃতার্থ হইবে,

এই নিবেদন করিয়া দূরে সরিয়া পড়িত। তাহাদের এইরূপ সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল যে—প্রসাদের নামে উত্তম দ্রব্য ভোজনের লোভ ও অপরকে উদ্বেগ-দান করিলে ভক্তির ব্যাঘাত হয়।

এইরূপ কয়েক বৎসর যাইবার পর প্রতিবারের ন্যায় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথ-যাত্রা-কাল উপস্থিত হইল। সেই দিন প্রত্যূষকাল হইতে উক্ত ভক্ত-মেথরস্ত্রী বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সে স্বামীকে বলে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া যেখানে কোন লোকজন নাই, অথচ বড়দাণ্ডে শ্রীজগন্নাথ রথে চলিবার কালে কমলনয়নের দূর-দর্শন হয়, এইরূপ কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়া আসে। স্বামী তাহাই করিল। সেদিন অপরাহ্ণে বড়দাণ্ড দিয়া রথ চলিতে চলিতে একটি স্থানে আসিয়া আটকাইয়া গেল। শ্রীজগন্নাথদেব রথের উপরে সারা রাত্রি সেই স্থানেই থাকিলেন। তথায়ই তাঁহার আরতি, পূজা, কীর্ত্তনমহোৎসবাদি হইতে লাগিল। দূর হইতে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথকে সারারাত্রি দর্শন করিতে করিতে এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে, শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণামৃত পান করিতে করিতে পরদিন প্রত্যূষে সেই মেথরস্ত্রী নিত্যধামে চলিয়া গেল। স্ত্রীর পার্শ্বেই স্বামী বসিয়া সেইরূপ শ্রীনামকীর্ত্তন ও শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতেছিল, সে ব্যক্তিও সেইদিন শেষ রাত্রে সেই সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পরদিন দেহত্যাগ করিল। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ ক্রমশঃ গুণ্ডিচা মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয় পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ !!

এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ

এই ঘটনাটীতে বিভিন্ন অধিকারোচিত দয়ার পরিচয় এবং ব্যবহারিক দয়া ও পারমার্থিক করুণার মধ্যে যে পরম বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অধিকারোচিত ব্যবহারিক দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন, তদ্দ্বারা ব্যবহারিক অভাবের আংশিক পূরণ হইতে পারে, না-ও হইতে পারে। যেমন এ ক্ষেত্রে স্কন্ধে বা মস্তকে অবাঞ্ছিত বস্তু বহন না করাইয়া অন্যভাবে বহন করাইবার সুযোগদানরূপ উদারতা

বা বেতনবৃদ্ধি, অবকাশ-বৃদ্ধি ইত্যাদিরূপে দয়া দেখান হইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহাদের এই জগতের তাৎকালিক সুবিধা লাভ হইলেও ভাবীকালে বা এই কালেই তাহাদের কর্ম্মফলভোগ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিবার কোন আশা-ভরসা নাই, বরং তাহাদের বহির্ম্মুখতারই আনুকূল্য এবং জন্মমরণমালার বা তদপেক্ষা নীচ যোনি লাভের ক্লেশকেই 'অক্লেশ'-বোধে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ ইহার দ্বারা তাহাদের বহির্ম্মুখতা বা কর্ম্মের বীজ ধ্বংস হইবে না। কিন্তু অন্য দৃষ্টান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথাশ্রবণে ও শ্রীনামকীর্ত্তনে কেবল এই জন্মেই কর্ম্ম-ফলভোগ হইতে নিষ্কৃতি এবং বহির্ম্মুখতার প্রশ্রয়-প্রাপ্তি-রূপ মায়ার কবল হইতে মুক্তি নহে, ভগবন্নামকীর্ত্তন করিতে করিতে, রথস্থ শ্রীবামনদেবকে দর্শন করিতে করিতে সানন্দে ভগবদ্ধামে দেহত্যাগের সৌভাগ্য-লাভ করায় পরকালে নীচযোনি-প্রাপ্তি বা জন্মমরণমালার নিবৃত্তি ত' সামান্য কথা, নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তিরসামৃতকণ মস্তকে ধারণ করিয়া চিরকৃতার্থ হইবার পথ আবিষ্কৃত হইবে। সুতরাং কোন্ দয়াটি অমোন্দদয় দয়া? ব্যবহারিক দয়াটীতে জাগতিক কিছু সুবিধা হইলেও তাহা 'মন্দ'উদয় করাইবে —অর্থাৎ বহির্ম্মুখতায়ই আরও পাতিত করিবে—পরমেশ্বরকে ভুলাইয়া রাখিবে। আর অপর দৃষ্টান্তে দেখা যায়, সেই দয়াকে (ব্যবহারিক বা সাংসারিক সুযোগ-সুবিধাকে) মলবৎ ত্যাগ করিয়া হরিকথা-শ্রবণের ফলে শ্রীচৈতন্যের যে অমন্দোদয় দয়ার সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল, তাহারই উপাসক হইয়া তাহারা অমৃতের পথের নিত্য যাত্রী হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত এবং সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে হরিনাম ও হরিকথা-বিতরণকারিগণকে **'ভূরিদা'** অর্থাৎ প্রচুরদানকারী বলিয়াছেন। এ দানের এবং এ দয়ার তুলনা নাই।

কেহ বলিতে পারেন, ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করিবার ফলে দম্পতি বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাই কি দয়ার পরিচয়? হাঁ, এইরূপ মৃত্যু প্রত্যেক মরণশীল মানবের পরমাকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথদেব তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন না কেন? গৌরাঙ্গদেব ভক্তিপ্রচার করিয়া কি মানুষকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন?

শ্রীজগন্নাথদেব 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থ' পরমেশ্বর, তিনি সব করিতে পারেন এবং করিয়াছেনও। ইহার বহু বহু উদাহরণ আছে। এক্ষেত্রেও শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নামগ্রহণকারী ও নামশ্রবণকারী মুমূর্ষু উক্ত ভক্ত-দম্পত্তির জন্য নিজ রথ থামাইয়া সারারাত দর্শন দান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির অসুর-ভক্ষিত পুত্রকে যথাবস্থিত দেহে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীশ্রীবাসের মৃত পুত্রের জীবনদান করিয়া তাঁহার মুখে তত্ত্বকথা বলাইয়াছিলেন। বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘের প্রাণদান করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেমাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে সৌন্দর্য্যপুষ্ট করিয়াছিলেন। যাঁহার দাসানুদাস ব্রহ্মাদিদেবগণ বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষে মৃতের প্রাণদান করা অসম্ভব কার্য্য নহে। কিন্তু মারণাস্ত্রের আবিষ্কারক জড়বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাহা চিরদিনই অসম্ভব থাকিবে। ভগবৎ-প্রসাদে কল্পজীবী, চিরজীবী বহু ব্যক্তি আছেন। তবে যে ভগবান সকলকে বা শ্রীশ্রীবাসাদির পুত্রগণকে এজগতে চিরজীবী করিয়া রাখেন নাই, তাহার কারণ হইতেছে, তিনিই শাস্ত্রের প্রণেতা—শাস্ত্রের বিধানকর্ত্তা। তিনি তাহার অন্যথা করেন না। যাহার যতদিন জগতে ভোগকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি তাহাকে ততদিনই এই জগতে রক্ষা করেন। কারাগৃহতুল্য ত্রিতাপ-ভোগের আগার এই জগতে অধিক দিন রাখিলে নিত্যপরমানন্দময় ভগবদ্ধামের বাস ও নিত্যসেবানন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এইজন্য তিনি তাঁহার ভক্তগণকে ও শ্রীবাসের পুত্র বা সার্ব্বভৌমের জামাতা প্রভৃতিকে ব্যবহারিক মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াও এই দুঃখময় পৃথিবীতে চিরকালের জন্য রাখেন নাই। কিন্তু তিনি যে সর্ব্বসমর্থ, ইহা করুণাবশে জানাইবার জন্যই তাঁহাদিগের পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। আবার তাঁহাদিগকে জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া স্বকৃত শাস্ত্রমর্য্যাদাও রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীশার্ঙ্গমুরারি, শ্রীঠাকুর কানাই প্রমুখ তাঁহার পরিকরগণও নদীগর্ভস্থ মৃতব্যক্তির কর্ণে হরিনাম-মহামন্ত্র প্রদান করিয়া জীবন ও ভক্তি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সাধন সমাপ্ত হইলে গোলোকে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্‌বাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 'সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ'[৪৮] এই বলিয়া সমষ্টি জীবের ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং 'তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ডমোচন। সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম' ॥[৪৯]—মহাপ্রভুও এই আশ্বাস দিয়াছিলেন। পরদুঃখ-দুঃখী এই গৌর-পরিকর জীবের দেহরোগ দূর করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করেন নাই অর্থাৎ প্রেমকল্প-বৃক্ষের নিকট বদরি-ফল বা নিম্ব ফল প্রার্থনা করেন নাই। অতএব শ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌর-পরিকরগণ সর্ব্বত্র ভগবৎপ্রেম বিতরণরূপ কারুণ্যসীমা প্রকাশ করিয়াই জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌর-পরিকরগণ আর্ত্ত বিশ্বকে মহাপ্রভুর প্রসাদী দয়া বিতরণ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও কাহাকেও অপ্রসাদী দ্রব্য দান করেন না। অপ্রসাদী বস্তু গ্রহণে কর্ম্মবীজ নষ্ট হয় না, উহার আরও বৃদ্ধি হয়। ভগবানের প্রসাদী দয়া বলিয়াই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে 'জীবে দয়া' কথাটি ব্যবহৃত হয়। **'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'**। যিনি সেই প্রসাদ (হরিকথামৃতাদি) বিতরণ করেন, তিনি পরমেশ্বরের সেবা করেন।

স্বীয় রাগভক্তি-প্রচারে করুণার পরাকাষ্ঠা

জীবদুঃখদর্শনে পরতত্ত্বের স্বরূপসিদ্ধগুণ যে করুণা, তাহার পরাকাষ্ঠা হইতেছে—রাগভক্তিপ্রচারণ, যাহা একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী অসাধারণ গুণ। শ্রীকৃষ্ণাবতারে এই করুণাটি বর্ষিত হয় ভক্তজনে বা নিজজনে, আর সাধুমুখে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-দ্বারে সাধনভক্তির ক্রমানুসারে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম-করুণা—শ্রীকৃষ্ণের রাগময়ী ব্রজপ্রেমভক্তির প্রচারণটি আপামরে—যথা তথা বিতরিত হয়—তাহা একমাত্র শ্রীনামের দ্বারা বিতরিত হয় এবং শ্রীগৌরের প্রকটলীলাকালে সাধনসিদ্ধের ক্রমরীতিতেও নহে, কৃপাসিদ্ধের রীতিতে বিতরিত হয়। এই যে স্বরূপানুবন্ধী পরমকারুণ্য-পরাকাষ্ঠাবশতঃ স্বীয় প্রিয়তম বস্তু শ্রীশ্রীনামপ্রেম আপামরে

৪৮ চৈ চ ২।১৫।১৬৩; ৪৯ ঐ ২।১৫।১৭১।

বিতরণ—অণুচৈতন্য জীবকে পর্য্যন্ত স্বরূপশক্তির অনুগবর্গের ভাবে তাদাত্ম্যদান করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবামৃত-রসদান—ইহাই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গের অসমোর্দ্ধ অবদান। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন

আবার স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া শ্রীরামরায়ের মুখেও বলাইয়াছেন—

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি ?

রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥

আপামরকে সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে ধনী করিবার অধিকার স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু ব্যতীত আর কাহারও নাই। যিনি সম্পত্তির মূল মালিক, তিনি ব্যতীত আর কেহ তাহা যথেচ্ছ দান করিতে পারেন না।

অপ্রকটলীলায়ও স্বমুখোদ্গীর্ণ নামের দ্বারা ব্রজপ্রেমদান

'শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পরও বর্ত্তমান যুগব্যাপী তৎপ্রবর্ত্তিত শ্রীনাম হইতেই আপামর সর্ব্বসাধারণের শ্রীগৌর-বিতরিত সেই ব্রজপ্রেমধনে ধনী হইবার পক্ষে কেবল নিরপরাধে তন্মুখনিঃসৃত তৎপ্রসাদী শ্রীনাম-গ্রহণের অপেক্ষা আছে—অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ এই যুগধর্ম্মই প্রেমধর্ম্মের কারণ হওয়ায় তদীয় শ্রীমুখোদ্গীর্ণ 'হরেকৃষ্ণেত্যা'দি কেবল তৎপ্রসাদী এই নাম-সকল হইতেই অন্য যুগের অচিন্ত্য ও অন্যের অদেয় রাগানুগা ভক্তি বা ব্রজপ্রেমোদয় সংঘটিত হয়। তাই শ্রীরূপ-পাদের উক্তি—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখবিগলিত 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি তৎসম্বোধক বর্ণসমূহ (ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর) জগৎকে প্রেমে নিমজ্জিত করিতে করিতে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটকালে যদিও সর্ব্বকালের ন্যায় সাধারণ নিয়মেই নিরপরাধে

ও সাধনসিদ্ধের রীতিতে—শ্রদ্ধাদিক্রমে নাম হইতে প্রেমোদয় হইবে, তথাপি সেই প্রেম হইবে—অন্যযুগের অচিন্ত্য—অন্যের অদেয়—স্বয়ং ভগবানের বশীকরণোপায় যাহা, সেই শ্রীউদ্ধবাদি-বন্দিত শ্রীব্রজরামাগণের অনুগত 'ব্রজপ্রেম'। বর্ত্তমান যুগের শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মের ইহাই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।[৫০]

প্রিয়বস্তু সমর্পণকেই 'দান' বলে

রসতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রিয়বস্তু সমর্পণকে 'দান' বলেন। রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

দানন্তু কথিতং ধীরৈঃ প্রিয়বস্তু-সমর্পণম্[৫১]

স্বরূপ ও প্রকৃতির তারতম্যে প্রিয়তার ও রুচির তারতম্য হয় এবং দাতার শক্তিমত্তা বা সামর্থ্য ও স্বভাবের তারতম্যে সমর্পণ বা দানেরও তারতম্য ঘটে। প্রকৃতির অধীন জীব অপর প্রাকৃত জীবকে যাহা দান করিতে পারে, তাহা প্রাকৃত ও অতি সসীম। রাজা প্রজাকে, ধনী দরিদ্রকে, বিদ্বান্ মূর্খকে যে দান করেন, সেই দানে যেরূপ স-সীমতা আছে, তদ্রূপ কৃপণতাও আছে। কেহই সর্ব্বস্ব দান করেন না এবং তাহা করিলেও তদ্দ্বারা জীবের সর্ব্বপ্রকার অভাবের চিরনিবৃত্তি ও পরমানন্দরস লাভ হয় না। পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরতত্ত্ব যিনি, একমাত্র তিনিই অমৃতত্ব বা মোক্ষ দান করিতে পারেন। ভগবান ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েন—ভক্তি তাঁহার প্রিয় বস্তু, ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া জীবকে ত্রিতাপ হইতে মুক্তিদান করেন। কোনও কোনও ভগবৎস্বরূপের সাধারণ প্রেমভক্তি প্রিয়বস্তু—যেমন শ্রীরামচন্দ্র শ্রীহনূমানকে মুক্তিধিক্কারী দাস্যপ্রেম নিত্য-সিদ্ধরূপেই দান করিয়াছেন; বিভীষণাদিকে গুহককে সখ্য-প্রেমাদি দান করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের প্রীতি সম্ভ্রমভাবরূপ উপাধিযুক্ত, কেবলা নহে। শ্রীবাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ সুচণ্ড-মণ্ডলাদি পুরস্থ অনুগগণকে দাস্যপ্রেমভক্তি; অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণকে, শ্রীদাম-বিপ্র প্রভৃতিকে সখ্যপ্রেমভক্তি; শ্রীদেবকী-বসুদেবকে বাৎসল্যপ্রেমভক্তি; মহিষীগণকে মধুরপ্রেমভক্তিরূপ প্রিয়বস্তু নিত্যসিদ্ধভাবেই দান করিয়াছেন।

---

৫০ ভা ১১।৫।৩৮, শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রভু-প্রণীত "শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা" ৪১৩-৪১৯পৃষ্ঠা;
৫১ নাটকচন্দ্রিকা ২৪৪।

শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন প্রেম—**'ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।'** তন্মধ্যে আবার শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু—তন্মধ্যেও শ্রীব্রজকান্তাশিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রেম অসমোর্দ্ধরূপে প্রিয়। এই প্রেমের প্রতিদান করিতে স্বয়ং ভগবানও সমর্থ নহেন বলিয়া স্বমুখেই ঋণ স্বীকার করেন।[৫২]

'প্রেম' কি নিম্নাধিকারের লক্ষণ?

যে ব্রজপ্রেমের সীমানির্দ্দেশ পরতত্ত্বসীমা স্বয়ংভগবানও করিতে পারেন না বলিয়া স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, সেই প্রেমের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যকে লঘু করিবার জন্য যুগধর্ম্মবশতঃ স্ব-বুদ্ধি-জাত নানা কদর্থের অভ্যুদয় হইতেছে।*

কোনও সাম্প্রদায়িক টীকাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' শ্লোকের (১১।২।৪৬) টীকায় লিখিয়াছেন, 'যস্তু **যথার্থশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভাবাৎ** যথাসঙ্খ্যমীশ্বরাদিষু প্রেম চ মৈত্রী চ কৃপা চ উপেক্ষা চ প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ করোতি, স মধ্যমঃ ভাগবতঃ॥' অর্থাৎ 'যিনি যথার্থ শাস্ত্রার্থজ্ঞানের অভাবহেতু অর্থাৎ ভেদদর্শনপ্রযুক্ত ভগবানের প্রতি প্রেম, ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি মিত্রতা, অজ্ঞগণের প্রতি কৃপা ও ভগবদ্‌বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি মধ্যম ভাগবত।

---

৫২ ভা ১০।৩২।২২।

*কোন এক ভাগবতধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা লিখিয়াছেন,—"ভক্তির চরম ফল 'প্রেম' যাঁহাদের বক্তব্য তাঁহাদের নবযোগেন্দ্র-সংবাদের 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' শ্লোক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, তাহাতে ঈশ্বরে 'প্রেম' শ্রেষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ নহে—মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ। পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবানের সহিত তাদাত্ম্যতাই—অভিন্নরূপে স্থিতিই শ্রেষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ভক্তির অর্থ আকর্ষণ, এই আকর্ষণের ফল মিলন—বাস্তব জগতে আকর্ষণ মিলনেই পর্য্যবসিত হয়। শুধু প্রেম বা ভালবাসা জন্মিলেই হইবে না। গীতায় ভগবান অনন্যভক্তির বা পরাভক্তির ফল বলিয়াছেন—তাঁহাতে প্রবেশ। ভগবানে এবং তাঁহারই বিচিত্র প্রকাশ জগতের সঙ্গে এই একাত্মতাই শ্রেষ্ঠ ভক্তের বা শ্রেষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ। তাই দ্বৈতবুদ্ধিযুক্ত যে সাধক তাঁহাকে মধ্যম ভাগবত বলা হইয়াছে।"

এই মতে মধ্যম ভাগবতের শাস্ত্রার্থজ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, অথবা সর্ব্বভূতে ভগবান ও ভগবানে সর্ব্বভূত এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিই 'উত্তম ভাগবত' বুঝা যায়। শ্রীচতুঃসন, শ্রীনারদ, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুকাদি ভাগবতোত্তমগণের আদর্শে ঐরূপ পরমেশ্বরে, ভক্তে, অজ্ঞে ও বিদ্বেষীতে যথাক্রমে প্রেমাদি ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহাদেরও শাস্ত্রার্থজ্ঞানের অভাব ছিল, বা তাঁহাদের কেবল ঐরূপ শাস্ত্র জ্ঞানমাত্র ছিল, সাক্ষাদনুভব ছিল না এই মতের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

কেহ কেহ আবার 'মধ্যম ভাগবতকে' 'মধ্যমাধিকারী' বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ **'মধ্যমভাগবত' ও 'মধ্যমাধিকারী' দুইটি ভিন্নজাতীয় ভক্তের** সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় পরিভাষা বিশেষ। ভগবানের প্রতি রতি ও প্রেমের তারতম্যানুসারে যে বিভাগ, তাহাতেই উত্তম-মধ্যমভাগবতাদিভেদ উক্ত হইয়াছে। 'প্রেমতারতম্যেনৈব ভক্ত-মহত্তারতম্যং * * যৈর্লিঙ্গৈঃ স ভগবৎপ্রিয়ো যাদৃশ উত্তম-মধ্যমতাদিভেদ-বিবিক্তো ভবতি'।[৫৩] আর শাস্ত্রার্থবিশ্বাসে শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে ভক্তির অধিকারি-নির্ণয়ে উত্তম-মধ্যমাধিকারী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে'[৫৪] বৈধী সাধনভক্তিতে অধিকারি-নিরূপণ-প্রকরণে উত্তম-মধ্যমাদি অধিকারি-ভেদ কথিত হইয়াছে। উত্তম, মধ্যমাদি অধিকারী হইতেছেন—শ্রদ্ধালু সাধক, কিন্তু উত্তম-মধ্যম ভাগবত হইতেছেন—প্রেমিক সিদ্ধ মহাভাগবত ; শ্রদ্ধালু সাধক মাত্র নহেন। শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[৫৫] ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে **অধিকারী**। **'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা অনুসারী**॥ শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥ শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥ শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। 'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান॥ যঃ শাস্ত্রাদিষনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ॥ যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥ যো ভবেৎ কোমল-

---

৫৩ ভক্তিসন্দর্ভ ১৮৭ অনুচ্ছেদ ; ৫৪ ভ র সি ১।২।১৪-১৯ ; ৫৫ চৈ চ ২।২২।৬৪-৭১।

শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥ * * **রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্ত-তরতম।**
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ॥”[৫৬]

মহারাজ শ্রীনিমি শ্রীমদ্‌নবযোগেন্দ্রের নিকট শ্রীভাগবতধর্ম্মের শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীকবিযোগেন্দ্রপাদ শ্রীনামগ্রহণাদি-ভাগবতধর্ম্ম-যাজীর সিদ্ধিতে যে মহাপ্রেম উদিত হয়, তাহা ‘এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ’।[৫৭] ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত করেন। সেই ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিরূপ ভাগবতধর্ম্মে সিদ্ধ, মহাপ্রেমিক, মহাভাগবতের এইরূপ প্রেমবৈবশ্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনিমি মহারাজ সেইরূপ মহাভাগবতের স্বভাব (‘যদ্ধর্ম্মঃ’), সেই স্বভাবের তারতম্য (‘যাদৃশঃ’), যেরূপ আচরণ করেন (‘যথা চরতি’), যাহা বলেন (“যদ্ ব্রূতে”)—এই মানসিক, কায়িক ও বাচিক ত্রিবিধ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারই উত্তর নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীহবিঃপাদ প্রদান করিতেছেন,—

> সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
> ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥[৫৮]

যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতেষু (চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতে) আত্মনঃ ভগবদ্ভাবম্ (নিজের উপাস্য যে ভগবান তাঁহার ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা অথবা নিজের ভগবানে যে ভাব অর্থাৎ প্রেম) পশ্যেৎ (অনুভব করেন [অতএব] আত্মনি (আত্মীয়ে—আত্মোপাস্যে অথবা স্বচিত্তে) ভগবতি ([সেই রূপভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত] ভগবানে) ভূতানি (সেই সর্ব্বভূতকে) [তদাশ্রিতরূপে যিনি অনুভব করেন] এষ ভাগবতোত্তমঃ (ইনি ভাগবতোত্তম হয়েন)।

মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ নিজের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেবকে সর্ব্বত্র অনুভব করিতেন। ‘ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে॥’[৫৯] যদি তিনি সর্ব্বত্রই থাকিবেন, তবে এই স্তম্ভে কেন তাঁহাকে দেখা যায় না? হিরণ্যকশিপু এইরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ তর্ক উত্থাপন করিলে শ্রীপ্রহ্লাদের অনুভূতির সত্যতা প্রদর্শনের জন্য শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভে

---

৫৬ চৈ চ ২।২২।৬৪-৬৮; ৫৭ ভা ১১।২।৪০; ৫৮ ঐ ১১।২।৪৫; ৫৯ ঐ ৭।৮।১২।

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা মহাভাগবতবর শ্রীপ্রহ্লাদের সর্ব্বত্র স্বীয় উপাস্যদেবের বিদ্যমানতারূপ অনুভূতির উদাহরণ।

শ্রীব্রজদেবীগণ বনের তরুলতা প্রভৃতিতে নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অনুভব করিয়া নিজসখীগণকে বলিয়াছিলেন, 'এই সকল তরুলতা নিজেদের মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে সূচনা করিয়াই প্রেমে পুলকিতগাত্রে অশ্রুতুল্য মধুধারা বর্ষণ করে।[৬০]

ব্রজদেবীগণ অন্য সময় নিজ অন্তরঙ্গ সখীদিগকে বলিতেছেন, 'দেখ দেখ! নদীগুলিও মুকুন্দের বংশীসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা কমলদল উপহারসহ কৃষ্ণপাদযুগল আলিঙ্গন করিতেছে। তরঙ্গের আবর্ত্তসমূহের দ্বারা উহাদের কামবেগ লক্ষিত হইতেছে ইত্যাদি'।[৬১] এই স্থানে মহাপ্রেমিক মহাভাগবতশিরোমণি ব্রজগোপীগণের ভগবানের প্রতি নিজেদের যে ভাব অর্থাৎ প্রেম তাহারই অনুভূতির পরিচয় চেতনাচেতন সর্ব্বভূতে পাওয়া যায়। দ্বারকার পট্টমহিষীগণও কুররী পক্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের স্বচিত্তের ভাব অর্থাৎ প্রেম সেই সকল প্রাণীতে অনুভব করিয়াছিলেন।

শ্রীযশোদা আত্মীয় অর্থাৎ স্বপুত্রের জঠরে সর্ব্বভূতের দর্শন করিয়া পুত্রের প্রতি অনিষ্টাশঙ্কারূপ নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমে আপ্লুত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে **'খং বায়ুমগ্নিং'**[৬২] ইত্যাদি শ্লোকে চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতকে **কর্ম্ম-রূপে** নির্দ্দেশ করিয়া সকল ভূতকেই অভীষ্ট ভগবদ্রূপে দর্শনকারী প্রেমিকের আদর্শ উক্ত হইয়াছে। অতি ধনলোভী ব্যক্তি যেরূপ জগৎকে ধনময়, অতি কামুক যেরূপ জগৎকে কামিনীময় দর্শন করে, মহাপ্রেমিকও সেইরূপ জগৎকে কৃষ্ণময় দর্শন করেন। ইহা শাস্ত্র-বাক্য হইতেও জানা যায়। মহাপ্রেমিক স্থাবর-জঙ্গমের কোন মূর্ত্তি দেখেন না, সর্ব্বত্রই নিজের অভীষ্টদেবের দর্শন করেন—ইহাই উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা উত্তম ভাগবতের চিত্তের একটি অবস্থা। আর **'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ'** শ্লোকে চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতকেই **আধার বা অধিকরণরূপে**

৬০ ভা ১০।৩৫।৯; ৬১ ঐ ১০।২১।১৫; ৬২ ঐ ১১।২।৪১।

উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থানে মহাভাগবত স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন করেন, কিন্তু সকলের মধ্যেই নিজের অভীষ্ট শ্রীভগবানের সত্তা অনুভব করেন। ইহা হইতেছে, উত্তম ভাগবতের চিত্তের দ্বিতীয়াবস্থা। **তৃতীয়** অবস্থা হইতেছে নিজ-চিত্তে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত শ্রীভগবানের আশ্রিতরূপে সর্ব্বভূতকে দর্শন। সকলেই ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছে, জগতে কেহই অভক্ত নাই। আর **চতুর্থ** অবস্থা হইতেছে ভগবানের প্রতি নিজের যে জাতীয় ভাব (প্রেম) আছে, সর্ব্বভূতে সেই ভাবের সত্তার উপলব্ধি।

এইরূপ প্রেমতন্ময়তার মধ্যে অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান বা একত্বরূপ মুক্তির গন্ধও নাই। ফলরূপা ভক্তিই ভগবৎ-প্রেম। সেই প্রেমই পঞ্চমপুরুষার্থ। কিন্তু 'ভক্তি' ও 'প্রেম' এই শব্দদ্বয়ের সাধারণ ও বিশেষ প্রয়োগ আছে। কর্ম্মার্পণরূপা আরোপসিদ্ধা, কর্ম্ম-জ্ঞানাদিমিশ্রা সঙ্গসিদ্ধা ও কেবলা অহেতুকী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকে অবিশেষভাবে 'ভক্তি' শব্দে উল্লেখ করা হয়। আবার সাধন-ভক্তি ও সাধ্য-ভক্তিকেও নির্ব্বিশেষভাবে 'ভক্তি' বলা হয়। '**ভক্ত্যা** সঞ্জাতয়া **ভক্ত্যা** বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্'[৬৩] —সাধনভক্তির দ্বারা সঞ্জাত প্রেম-ভক্তিতে হরিকে স্বয়ং স্মরণ ও অপরকে স্মরণ করাইয়া পুলকিতাঙ্গ হয়েন। এই স্থানে সাধন-ভক্তি ও সাধ্য ভক্তি অর্থাৎ প্রেম (যাহার চিহ্ন পুলকাদি) উভয়ই 'ভক্তি' শব্দে উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ 'প্রেম' শব্দটি অবিশেষভাবে প্রযুক্ত হইলেও তাহার বহু প্রকার স্তর ও তারতম্য আছে। প্রেমতারতম্যের দ্বারা ভক্ত-মহতের তারতম্য হয়। যদিও ভগবানের সাক্ষাৎকার-মাত্রই পুরুষার্থ, তথাপি সেই সাক্ষাৎকারে যে যে পরিমাণ শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্মের অনুভব হয়, সেই সেই পরিমাণেই উৎকর্ষ। রসগোল্লাকে কেবল চক্ষে দর্শন বা হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিলে তাহার সাক্ষাৎকার বা তৎসঙ্গে মিলন হয়, হাতার সহিত মিষ্টান্নের ও উহার পরিবেশনকারীর সংস্পর্শ ও মিলন হয় বটে, কিন্তু রসনায় তাহার আস্বাদন ব্যতীত ঐরূপ সাক্ষাৎকার বা মিলন যেরূপ অসাক্ষাৎকারেরই ন্যায়, তদ্রূপ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার—যাহাই হউক না কেন, যদি নিরুপাধিক প্রীতির আশ্রয়ের প্রিয়ত্বধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া না যায়, প্রেমের দ্বারা তাঁহার

৬৩ ভা ১১।৩।৩১।

রসাস্বাদন না হয়, তবে সেই সাক্ষাৎকার'অসাক্ষাৎকারই' জানিতে হইবে। শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন,—'যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা'[৬৪]—মহদ্‌গণ একমাত্র আমি যে ভগবান্‌ তাহাতে প্রেমকেই পুরুষার্থবুদ্ধি করেন। মৎপ্রীতি ব্যতীত অন্যত্র পুরুষার্থবুদ্ধি করেন না। 'প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে',[৬৫]—যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবান বাসুদেব আমাতে প্রীতি না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। অতএব ভগবানে প্রেমই যে পুরুষার্থ-সীমা এবং প্রেমের মধ্যে যে স্বাভাবিক নিত্যসেবাময় মিলন, তাহাই যথার্থ ভগবৎসাক্ষাৎকার, জানা যাইতেছে। মিলন হইতেও বিরহে, সম্ভোগ হইতেও বিপ্রলম্ভে অধিক তন্ময়তা ও ভগবৎপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদ-কালেই "সর্ব্বভূতেষু" শ্লোকের চরম আদর্শ মহাপ্রেম প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীরাধার বাক্য—

সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে, বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।
একঃ স এব সঙ্গে, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥[৬৬]

—মিলন ও বিরহ এই—দুইয়ের মধ্যে যদি পরস্পর বিকল্প হয়, তবে প্রিয়-বিরহই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার সহিত মিলনে প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার সহিত সঙ্গমে কেবল তাঁহাকেই দেখিতে পাই আর তাঁহার বিরহে ত্রিভুবনকে তন্ময় (কৃষ্ণময়) দর্শন করি। তাই বিরহিণী রাধা—

'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যার ভিতরে-বাহিরে।
যাহাঁ-যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফূরে ॥[৬৭]

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" শ্লোকে সেই মহাপ্রেমিকের স্বভাবের কথাই উক্ত হইয়াছে। ইহা প্রগাঢ় প্রেমের অবস্থা—'প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥ মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি'॥[৬৮]

---

৬৪ ভা ৫।৫।৩; ৬৫ ঐ ৫।৫।৬; ৬৬ শ্রীরূপপাদের পদ্যাবলী ২৩৯ সংখ্যাধৃত প্রাচীন মহদ্‌বাক্য; ৬৭ চৈ চ ১।৩।৮৫; ৬৮ ঐ ২।৮।২৭১—২৭৩।

শ্রীহবিঃযোগীন্দ্র এখন উত্তম ভাগবতের মধ্যে যিনি স্বভাবের তারতম্যহেতু 'মধ্যম', তাঁহার মানস-চিহ্নবিশেষের দ্বারা তাহা নিরূপণ করিতেছেন,—

'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥'[৬৯]

যঃ (যিনি) ঈশ্বরে (পরমেশ্বরে) প্রেম করোতি (ভক্তিযুক্ত হয়েন) [তথা] তদধীনেষু (ভগবদ্ভক্তগণে) মৈত্রীং (বন্ধুভাব) বালিশেষু (ভক্তি-বিষয়ে অজ্ঞ ও তজ্জন্য ভক্তি-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তিগণে) কৃপাং (দয়া) দ্বিষৎসু চ (এবং ভগবান ও ভক্ত-বিদ্বেষিগণে) উপেক্ষাং (উপেক্ষা) করোতি (করেন) সঃ (তিনি) মধ্যমঃ (মধ্যমভাগবত হয়েন)।

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—প্রেম চ, মৈত্রী চ, কৃপা চ, উপেক্ষা চ, তা ঈশ্বরাদিষু চতুর্ষু যঃ করোতি, স মধ্যমো ভাগবতঃ, এবম্ভূতস্য ভেদস্য দর্শনাৎ ॥[৭০]
—মধ্যমত্বের হেতু হইতেছে, মৈত্রী-কৃপা-উপেক্ষারূপ ভেদ-দর্শন ; পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় সর্ব্বত্র ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি নহে—ইহাই মধ্যমত্ব। 'মধ্যমত্বে হেতুমাহ এবংভূতস্যেতি। মৈত্রীকৃপোপেক্ষারূপস্য ভেদস্য দর্শনাৎ ন তু পূর্ব্ববৎ তৎস্ফূর্ত্তিরিতি মধ্যমত্বম্'।[৭১]

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—"নিজে পরমপ্রেমরসে অভিষিক্ত বলিয়া 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' ন্যায়ে নিজের অনুমানে অন্যভূতসমূহেও সেইরূপ প্রেম আছে দৃষ্টিবশতঃই ইনি ভাগবতোত্তম। এইরূপ মহতের অপেক্ষায় অন্য মহতের 'মধ্যমত্ব' উচিতই বটে, কারণ ইঁহার 'কাহারও প্রতি ভক্ত, কাহারও প্রতি অভক্ত' এইরূপ দৃষ্টি আছে।" 'স্বয়ং পরমপ্রেমরসপ্লুততয়া স্বানুমানেনান্যেষ্বপি তথা দৃষ্ট্যাসৌ ভাগবতোত্তম এব ইত্যর্থঃ ইতি। **তদপেক্ষয়া চাস্য মধ্যমত্ব**মুচিতমেব।'[৭২] অতএব জানা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত উত্তম মহাভাগবতের অপেক্ষায় ইনি 'মধ্যম'। কিন্তু, ইনিও মহাভাগবত।

---

৬৯ ভা ১১।২।৪৬ ; ৭০ ভাবার্থ-দীপিকা ১১।২।৪৬ ; ৭১ দীপিকাদীপন ঐ ;
৭২ হ ভ বি দিগ্দর্শিনী টীকা—শ্রীসনাতন ১০।২৫।

যেমন সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তপ্রেম তিনটিই উত্তম ও সর্ব্বসাধ্যসার ; তথাপি কান্তপ্রেমের তুলনায় বাৎসল্যপ্রেম মধ্যম।

'পরমেশ্বরে যিনি প্রেম করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত'—ইহা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। যদি পরমেশ্বরে প্রেমযুক্ত ব্যক্তিকেই 'মধ্যমভাগবত' বলা হয়, তাহা হইলে শ্রীশিব, শ্রীচতুঃসন, শ্রীনারদ, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুকাদি কাহাকেও আর 'উত্তম ভাগবত' বলা যায় না। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বরে প্রেম ও তৎসঙ্গে ভক্তের সহিত বন্ধুতা, অজ্ঞজনে কৃপাদি করিবার আদর্শ দেখা যায়। মহাপ্রেমিক শ্রীশিবের ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণে প্রেম, প্রচেতোগণের প্রতি মৈত্রী, দক্ষাদি অজ্ঞজনে কৃপা ও উপেক্ষা দৃষ্ট হয়। মহাপ্রেমিক শ্রীনারদও প্রহ্লাদাদিকে ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রহ্লাদের অজ্ঞের প্রতি কৃপারই স্ফুরণ এবং বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, কিন্তু 'সর্ব্বভূতেষু' শ্লোকে যেরূপ সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের ও তৎপ্রেমের স্ফুরণ, তাহা দৃষ্ট হয় না বলিয়া (কারণ—বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীতে উপেক্ষার ভাব আছে) অর্থাৎ উত্তম ভাগবতের ন্যায় সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের ও ভগবদ্বিষয়কপ্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়াই তাঁহার মধ্যম ভাগবতত্ব। তাৎপর্য্য এই যে, **ভগবানের প্রেমের পরম গাঢ়তার তারতম্যবিচারেই মধ্যমত্ব,** কিন্তু **পরমেশ্বরে প্রেম আছে বলিয়াই মধ্যমত্ব নহে। পরমেশ্বরে প্রেমের অভাবে ভাগবতত্বই সিদ্ধ হয় না।** 'অস্য বালিশেষু কৃপায়া এব স্ফুরণং ; দ্বিষৎস্বুপেক্ষায়া এব ; **ন তু প্রাগ্বৎ সর্ব্বত্র তস্য তৎপ্রেম্ণো বা স্ফুরণং, ততো মধ্যমত্বম্**।[৭৩]

প্রেমিক শ্রীপ্রহ্লাদ সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের দর্শন করিতেন। ইষ্টদেবে তাঁহার পরম প্রেম ছিল। শ্রীপ্রহ্লাদ কেবলা ভক্তি ব্যতীত (স্বয় ইষ্টদেব প্রদান করিতে চাহিলেও) মুক্তি প্রভৃতি প্রার্থনা করেন নাই। শ্রীহনুমানের সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। ইনি পরম প্রেমিক শ্রীরামভক্ত। কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীহনুমান ভক্তগণের

৭৩ ভক্তিসন্দর্ভ ১৮৯ অনু।

প্রতি মৈত্রী, যথাক্রমে অসুর ও বানরগণকে অজ্ঞ-জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি কৃপা এবং নিজ ইষ্টদেবের বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা, কখনও বা অজ্ঞ-জ্ঞানে কৃপা বা ক্রোধাদি প্রদর্শন করিয়াও ব্যতিরেকভাবে কৃপা করিয়াছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, 'শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥'[৭৪] হে নৃসিংহ! তোমার গুণগানে বিমুখচিত্ত ইন্দ্রিয়ার্থ মায়াসুখহেতু কুটুম্বাদির ভারবাহী মূর্খদিগের জন্য আমি শোক করিতেছি। শ্রীপ্রহ্লাদের এই উক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপার পরিচায়ক।

(মধ্যম ভাগবতের) আপনাদিগের দ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ দ্বেষিগণের কৃত বিদ্বেষে নিজ চিত্তে কোন ক্ষোভের উদয় না করাইয়া ঔদাসীন্যই প্রকাশিত হয়। তাঁহারা কখনও কখনও দ্বেষকারীকে অজ্ঞবুদ্ধিতে কৃপাও করেন। যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহের নিকট নিজ বিদ্বেষী পিতার অপরাধের নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[৭৫]

শ্রীশুকাদি মহাভাগবতগণের ভক্তবিদ্বেষিগণের প্রতি দ্বেষপ্রতিম উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন শ্রীশুকদেব 'ভোজানাং কুলপাংসনঃ'[৭৬] (ভোজকুলকলঙ্ক) বলিয়া কংসকে গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যম মহাভাগবতগণের এইরূপ উক্তি সত্ত্বেও তাহাতে অনভিনিবেশই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের কিন্তু সেইরূপ ভগবদ্বিদ্বেষিগণকে শাসনের মধ্যেও নিজের অভীষ্টদেবের কথাই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীউদ্ধবাদি মহাভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবিরোধী দুর্য্যোধনাদির প্রতি নমস্কারাদি-ব্যবহারও দেখা যায়।[৭৭] মহাভাগবতবর শ্রীশিব যেরূপ শ্রীসতী দেবীকে বলিয়াছিলেন, 'বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ বসুদেবে প্রকাশমান অতীন্দ্রিয় বাসুদেবকে আমি অন্তরে নমস্কারের দ্বারা সর্ব্বদা বিশেষভাবে সেবা করিয়া থাকি।[৭৮] এইরূপ মহাভাগবতগণ দেহদৃষ্টিতে কাহাকেও অভিবাদনাদি না করিলেও কিন্তু অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান বাসুদেবকে

৭৪ ভা ৭।৯।৪৩; ৭৫ ঐ ৭।১০।১৫—১৭; ৭৬ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮৯ অনুধৃত ভা ১০।১।৩৫ বাক্য; ৭৭ ভা ১০।৬৮।১৭; ৭৮ ঐ ৪।৩।২৩।

সর্ব্বদা নমস্কার করেন।[৭৯] এইরূপ দৃষ্টিতেই শ্রীউদ্ধবাদি উত্তম ভাগবতগণের বিদ্বেষী দুর্য্যোধনাদির প্রতিও নমস্কারাদি ব্যবহার দেখা যায়। তাঁহারা নিজের ভাবানুসারে মনে করেন, অহো! এই বিশ্বের মধ্যে এমন কোন্ চেতন আছে যে ব্যক্তি সর্ব্বানন্দকদম্ব, নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদ শ্রীপুরুষোত্তমে অথবা তাঁহার প্রিয়জনে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারেন? অতএব আব্রহ্মস্তম্ব, অদুষ্ট ও দুষ্ট সকলেই আমার প্রভুতে অনুরক্ত আছেন।[৮০]

আর একটি বিষয় বিচার্য্য এই যে, "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ" এই শ্লোকে '**পশ্যেৎ**' শব্দের দ্বারা দর্শনের যোগ্যতাই উক্ত হইয়াছে; দর্শনের সার্ব্বকালিকতা কিন্তু কথিত হয় নাই। অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণই উত্তম ভাগবত স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন করেন না, বা নিজ অভীষ্টদেবকে সর্ব্বক্ষণই দর্শন করেন, তাহা নহে। শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুকাদিরও সর্ব্বকালে সেইরূপ দর্শনের আদর্শ দৃষ্ট হয় না। কারণ তাঁহারা অজ্ঞ জনের প্রতি কৃপা, বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষাও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বদা ভগবদ্দর্শনের উৎকণ্ঠা যখন বর্দ্ধিত হয়, তখনই তাঁহারা 'কামুকগণের কামিনীময় জগৎ-দর্শনের' ন্যায় সর্ব্ব জগৎকেই ভগবন্ময় এবং 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এই ন্যায়ে সর্ব্বভূতকে প্রেমোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল বলিয়া দর্শন করেন। 'সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব-দর্শন' অর্থে এই স্থানে **সর্ব্বভূতে ভগবান** এবং **ভগবানে সর্ব্বভূত** বিরাজমান—**এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি**কেই '**ভাগবতোত্তম**' বলা হইয়াছে, ইহা **নহে**। তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ-মাত্রই ভাগবতোত্তম হইতেন[৮১]।

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' লক্ষণে জ্ঞানীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। যেহেতু উত্তমা ভক্তির লক্ষণে শ্রীকপিলদেব 'অহৈতুকী', 'অব্যবহিতা' শব্দের দ্বারা যথাক্রমে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-কামনাশূন্য এবং জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃতা ভক্তির কথাই বলিয়াছেন। সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্য ও একত্বাদি মুক্তি ভগবান প্রদান করিতে চাহিলেও উত্তমভক্তিযাজী তাহা গ্রহণ করেন না। উত্তম ভাগবতে

৭৯ ভা ৪।৩।২৩; ৮০ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৯০ অনুচ্ছেদ; ৮১ সারার্থদর্শিনী ১১।২।৪৫।

সর্ব্বকষায়নির্ম্মুক্ত নির্হৈতুক প্রেম বিরাজমান। শ্রীকবিঃ ও শ্রীহবিঃপাদ ভাগবতগণের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, সেই সমস্ত লক্ষণের সার নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥[৮২]

মহাভাগবতোত্তম কি বলেন? ইহার উত্তরেই বলিতেছেন,—তিনি সর্ব্বক্ষণ হরিনাম বলেন। ('যদ্ ব্রূতে' ইতি অস্য চ হরিনামানি ইতি জ্ঞাতব্যম্—স্বামিপাদ) অবশেও উক্তমাত্র হইয়াও যিনি পাপ ও অপরাধরাশি বিনাশ করেন, যে ভগবান এই প্রকার প্রণয়বান, তিনি মহাভাগবতের দ্বারা সর্ব্বদা পরমাবেশের সহিতই কীর্ত্তিত হয়েন। সেইরূপ শ্রীহরিভক্তের প্রণয়-শৃঙ্খল (রশনা) দ্বারা অথবা ভক্তের প্রণয়যুক্ত নামকীর্ত্তনপর জিহ্বা (রসনা) দ্বারা আবদ্ধ স্বয়ং শ্রীহরিও যাঁহার হৃদয়কন্দর পরিত্যাগ করেন না, সেই ভক্তই উত্তম মহাভাগবত।

এই শ্লোকে 'ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ' শব্দটির উল্লেখ থাকায় এই শ্লোকের নিরাকার-ঈশ্বর-পর ব্যাখ্যা সমীচীন হইতে পারে না। 'প্রণয়রশনয়া' শব্দের দ্বারা একমাত্র প্রেমের দ্বারাই ভগবান হৃদয়ে বশীভূত ও আবদ্ধ হয়েন, তাহা জানা যায়। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' শ্লোকে আর একটি বিষয় বিবেচ্য। যাঁহার সর্ব্বভূতে ভগবদ্‌দর্শনের যোগ্যতা কখনও দেখা যায় না, তাঁহার সম্বন্ধেই কেবল নিজোপাস্য ভগবানে আসক্তি, ভক্তজনে বন্ধুভাব, অজ্ঞজনে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা—এই চারিটি স্বভাব দৃষ্ট হইলে তাঁহার মধ্যমত্ব। কিন্তু যাঁহাতে সর্ব্বভূতে ভগবানের দর্শন-যোগ্যতা থাকা-সত্ত্বেও ঐ চারিটি ভাব আছে. তাঁহারা 'উত্তম ভাগবত' বলিয়াই গণিত। শ্রীনারদাদি ভাগবতোত্তমগণেও প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা দেখা যায়,—

'অত্র **সর্ব্বভূতেষু ভগবদ্দর্শনযোগ্যতা যস্য কদাচিদপি ন দৃষ্টা, তস্যৈবৈতল্লক্ষণচতুষ্টয়বত্ত্বে মধ্যমত্বম্। যস্য তু সা দৃষ্টা তস্য তূত্তমত্বমেবেতি** বিবেচনীয়ম্ অতএব ভাগবতোত্তমেষু নারদাদিষ্বপি প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা দৃশ্যন্ত এব'।[৮৩]

৮২ ভা ১১।২।৫৫ ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮৯ অনু; ৮৩ সারার্থদর্শিনী ১১।২।৪৬।

মহাভাগবত শ্রীনারদ-ব্যাস-শুকাদির যে অজ্ঞজনে কৃপা, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় না; তাহার কারণ হইতেছে, সেই কৃপার মধ্যেও তাঁহারা অধিকার বিচার করেন। যেরূপ পর্ব্বতসমূহ কোন স্থানে নির্ম্মল জল মোচন করে, কোথাও তাহা করে না। 'গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্' (ভা ১০।২০।৩৬)। একমাত্র মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবাঢ্য শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই কোনও অধিকারের বিচার থাকে না।

উত্তম ভাগবতের সর্ব্বত্র ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া যে ভগবদ্ভক্তের প্রতি বন্ধুভাব নাই, তাহাও নহে। পরমোত্তমোত্তম ভাগবত শ্রীমহাদেবে ভগবৎসঙ্গিগণের প্রতি মৈত্রীর আদর্শ দৃষ্ট হয়। শ্রীরুদ্রগীতে উক্ত হইয়াছে, ভগবৎ-সহচর কোন ব্যক্তির যদি ক্ষণার্দ্ধকালও সঙ্গলাভ হয়, তাহা হইলে ভূলোক ও দেবলোকের সুখ দূরে থাকুক, মোক্ষও তুচ্ছজ্ঞান হয়।[৮৪] দশপ্রচেতোগণের নিকট শ্রীরুদ্র বলিয়াছিলেন, ভগবান আমার যেরূপ প্রিয়, ভক্তিরসিক তোমরাও আমার সেরূপ প্রিয়পাত্র।[৮৫] এই সকল প্রমাণে উত্তম ভাগবতগণেরও যে ভক্তে বন্ধুভাব প্রকাশিত আছে, তাহা জানা যায়। শ্রীসূতগোস্বামী 'নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ'[৮৬] ইত্যাদি বাক্যে মহাভাগবতোত্তম শ্রীশুকদেব যে বৈষ্ণবগণের সহিত মৈত্রীযুক্ত ছিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ

'শ্রীনারদভক্তিসূত্রে' ভক্তিকে পরমেশ্বরে পরমপ্রেমরূপা বলা হইয়াছে,—

'ওঁ সা কস্মৈ **পরম-প্রেমরূপা**'[৮৭]

শ্রীশাণ্ডিল্যসূত্রে পরমেশ্বরে পরানুরক্তিকে 'ভক্তি' বলা হইয়াছে,—

'সা **পরানুরক্তিরীশ্বরে**॥'[৮৮]

শ্রীগরুড়পুরাণে শ্রীসূতগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

'ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥'[৮৯]

৮৪ ভা ৪।২৪।৫৭-৫৮; ৮৫ ঐ ৪।২৪।৩০; ৮৬ ঐ ১।৭।১১
৮৭ নারদীয়ভক্তিসূত্র ১।২; ৮৮ শাণ্ডিল্যসূত্র ১।২; ৮৯ গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ২৩১।৩, বঙ্গবাসী-সং, বঙ্গাব্দ ১৩৩৮।

'ভজ্' ধাতুর অর্থ সেবা করা। অতএব পণ্ডিতগণ নিখিল সাধনসমূহের মধ্যে ভগবৎসেবাকেই শ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' বলিয়াছেন। এই ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণও গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

'বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥'[৯০]

বিষ্ণুভক্তির তটস্থ লক্ষণ (কার্য্যগত অসাধারণ লক্ষণ) হইতেছে 'যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে' যাহার দ্বারা সব পাওয়া যায়। যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০) 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা' শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভক্তির দ্বারা সমস্ত কামনা—মোক্ষ-কামনা এবং ভজনীয় পরমপুরুষের সুখৈকতাৎপর্য্যপর যে অকাম বা একান্ত ভক্তিলাভ, এই সকলই ভক্তির দ্বারা পূর্ণ হয়। 'সর্ব্বকাম' শব্দের প্রয়োগ করিয়াও শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক 'মোক্ষকাম' শব্দটির প্রয়োগের তাৎপর্য্য হইতেছে মোক্ষকামিগণের (একত্বাদি-মুক্তিকামী) যে 'আমরা নিষ্কাম' এই অভিমান, তাহা খণ্ডনার্থ কিম্বা অন্যান্য **সকল কামী অপেক্ষাও মোক্ষকামী যে সর্ব্বাতিশায়ী সকামী**, তাহা জ্ঞাপনার্থ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)। 'সেবা' শব্দের দ্বারা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণটি উক্ত হইয়াছে। কায়িক, বাচিক ও মানসাত্মিকা ত্রিবিধা ভগবদনুগতিকে 'সেবা' বলে।

'শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে' ভক্তির সংজ্ঞা এই,—

'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥'[৯১]

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি যে হৃষীকেশ, তাঁহার সেবনই অর্থাৎ (অনুশীলনই) 'ভক্তি'। তাহা হইবে সর্ব্ব প্রকার উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত, অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য। আর তাহা হইবে নির্ম্মল, অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাচ্ছাদিত। আর সেই অনুশীলনটি হইবে 'তৎপর' অর্থাৎ অনুকূল, তদ্বিমুখ বা প্রতিকূল নহে। কংসাদি কর্ত্তৃক অনুশীলন অর্থাৎ কৃষ্ণের চিন্তাদি কৃষ্ণপর নহে, তাহা প্রতিকূল অনুশীলন। অতএব

---

৯০ গরুড় পুরাণ ২৩১।১ ;

৯১ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।১২ ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য।

এইরূপ ভক্তির স্বতঃই উত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকপিলদেব ভক্তির এইরূপই লক্ষণ বলিয়াছেন,—'অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।'[৯২]

শ্রীপুরুষোত্তমে যে ভক্তি তাহা অহৈতুকী অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্যা। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান স্বয়ং অযাচিতভাবে প্রদান করিতে চাহিলেও তাহা ভগবদ্ভক্ত গ্রহণ করেন না, এইজন্য অহৈতুকী। আর অব্যবহিতা হইতেছে, জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত। তাঁহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বা পরম পুরুষার্থ বলা যায়। অতএব ভক্তির লক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র, শ্রীশাণ্ডিল্য-শ্রীনারদাদি মহাজন সকলেই একবাক্যে পরমেশ্বরে প্রেম, পরম অনুরাগকেই 'ভক্তি' বলিয়াছেন। ভক্তির অর্থ 'আকর্ষণ' এবং তাহার ফল 'একত্ব'—এরূপ কোন লক্ষণ আত্যন্তিক ভক্তিতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' (একত্বাদি অভিসন্ধি হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত) ধর্ম্মকে 'ভাগবতধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শিবমৌনি বলিয়াছেন,—

ভক্তিঃ সেবা ভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনম্।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রভাবং পদমিচ্ছতি?॥[৯৩]

ভক্তি হইতেছে ভগবানের সেবা; আর মুক্তি হইতেছে, সেই সেবার স্বরূপের পরিত্যাগ বা ভগবানের পদলঙ্ঘন। এমন কোন্ মূঢ় আছে যে তাঁহার সেবকের পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর পদ অর্থাৎ একত্ব ইচ্ছা করে?

নিত্যসিদ্ধ শ্রীরামদাস্যপ্রেমিক শ্রীহনূমান বলিয়াছেন,—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥[৯৪]

ভববন্ধছেদনের নিমিত্ত যে মুক্তি, তাহার আমি আকাঙ্ক্ষা করি না; কারণ

৯২ ভা ৩।২৯।১২—১৪; ৯৩ শ্রীপদ্যাবলী—১১০; ৯৪ ঐ—১১১।

হে রামচন্দ্র! তুমি আমার নিত্য প্রভু, আমি তোমার নিত্য সেবক—এই নিত্য সম্বন্ধ যে মুক্তিতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীউদ্ধব, শ্রীপাণ্ডবগণ, শ্রীহনূমৎপ্রমুখ একান্তসেবানিষ্ঠ মহদ্‌গণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিতেও গৌণভাবে স্বসুখতাৎপর্য্যের গন্ধ থাকে বলিয়া কখনও পঞ্চবিধা মুক্তিকেও গ্রহণ করেন না।[৯৫] তাই কোন এক মহাত্মা বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন, সারাসার-বিচারপরায়ণ বিবেকিগণও যে আত্যন্তিক লয়ের প্রতি স্পৃহা করেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমার মন অতিশয় বিস্মিত হইতেছে!

হন্ত চিত্রীয়তে মিত্র! স্মৃত্বা তান্ মম মানসম্।
বিবেকিনোঽপি যে কুর্য্যুস্তৃষ্ণামাত্যন্তিকে লয়ে॥[৯৬]

এক প্রেমিক মহাভাগবতের নিকট কোন সময় মনোরমা মুক্তি অকস্মাৎ আসিয়া সেই ভক্তকে বলিলেন, আপনি যে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করেন, তাহারই প্রভাবে আমি আপনার দাসীপদ লাভ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। তখন সেই মহাভাগবতোত্তম সেই মুক্তিকে বলিলেন,—'দূরে থাক, তুমি এই নিরপরাধ জনের প্রতি কেন এইরূপ কপট আচরণ করিতেছ! তোমার নামগন্ধেও আমার নিত্যপ্রভু শ্রীহরির শ্রীচরণে যে আমার নিত্যদাস্য-রূপ চন্দনরসের দ্বারা 'ভৃত্য' নামটি লিখিত ছিল তাহার লোপ হইবে।

অতএব ভক্তির মুখ্য ফল প্রেম; অন্যকিছু নহে। ভক্তি সাধনরূপা ও ফলরূপা-ভেদে দ্বিবিধা। ফলরূপা ভক্তিই পরমেশ্বরে প্রেম। 'ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে' (ভা ৩।২৯।১৪) এবং 'প্রীতির্ন যাবৎ ময়ি বাসুদেবে' (ঐ ৫।৫।৬) ইত্যাদি ভগবদ্-উক্তির দ্বারা পরমেশ্বরে প্রেমই পুরুষার্থসীমা বলিয়া জানা যায়। মিলন বা একত্ব প্রভৃতির বাঞ্ছা ভাগবতধর্ম্মে 'কৈতব' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'ঈশ্বরে প্রেম' (১১।২।৪৬) 'বাসুদেবে প্রীতি' (ভা ৫।৫।৬), 'পুরুষোত্তমে ভক্তি' (ভা ৩।২৯।১৪), 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' (গীতা ৪।৩৪) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অতি

---

৯৫ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৫৭; ৯৬ শ্রীপদ্যাবলী—১১২।

আধুনিক যে সকল অশাস্ত্রীয় মত ও স্ববুদ্ধিকল্পিত শব্দ যথা 'জীবে প্রেম', 'জীবসেবা' ইত্যাদি তাহাও নিরস্ত হইয়াছে।

গীতায় যে অনন্যা ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানে প্রবেশের (গীতা ১১।৫৪, ১৮।৫৫) কথা উক্ত হইয়াছে, সেই 'প্রবেশ' শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে ভগবানে আবিষ্টতা "একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ। তস্মাদৈকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবত-চেতসঃ'।[৯৭] যেহেতু বিষ্ণুতে একান্তভাবে পরায়ণ, সেই জন্যই ভগবদ্‌গতচিত্ত ব্যক্তিগণকে 'একান্তী' বলা হয়। 'ভগবানে প্রবেশ' অর্থে ঐকান্তিক ভক্তিময়তা অথবা 'সেবায় প্রবেশ' ও 'লীলায় প্রবেশ'বুঝায়। ব্রজলোকানুসারিণী সুতীব্রা রাগানুগা ভক্তির প্রভাবে সেবায় প্রবেশ ও লীলায় প্রবেশ হয়। ইহা পরম প্রেমেরই নিদর্শন।

এই প্রেমভক্তির বিভিন্ন স্তরের সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ স্বয়ং ভগবান ও তাঁহার লীলা-পরিকরগণ ব্যতীত আর কেহই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সেই ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণই যখন মহাভাবস্বরূপিণীর ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণসহ জগতে অবতীর্ণ হয়েন, সেই মাদনাখ্য-মহা-ভাববতী শ্রীরাধার যে সকল ভাববিলাস, তাহা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ সাক্ষাদ্-ভাবে দর্শন, অনুভব করিয়া যে বর্ণন করেন তাহা কোন ঋষি, মুনি, শক্ত্যাবিষ্ট লোকোত্তর মহাপুরুষ বা আচার্য্যাদির দ্বারা সম্ভব হয় না। তাই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবাদি স্বয়ংভগবৎপরিকরগণ যেভাবে ভক্তি ও প্রেমের পুঙ্খানুপুঙ্খ অভ্রান্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহা পরতত্ত্বসীমার নিঃসীম করুণার নিদর্শন। ইহা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী নহে—নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য, ধীরভাবে বিচার করিলে প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীরূপ-পাদের শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতের ন্যায় সম্বন্ধি-পরতত্ত্ব-বিষয়ক বিজ্ঞান-গ্রন্থ, শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ন্যায় অভিধেয়-বিষয়ক শ্রীভক্তিরসবিজ্ঞান-গ্রন্থ

---

৯৭ গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ২৩১।১৪।

এবং শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণির ন্যায় প্রয়োজন বিষয়ক প্রেমরস-বিজ্ঞান গ্রন্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।*

প্রেমের রাজ্যের মতভেদাদি অবিদ্যাকল্পিত নহে

নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎপরিকরগণের মধ্যে যে পরস্পর মতভেদ, দ্বন্দ্ব, কলহাদি তাহা কৃষ্ণপ্রেমেরই বিচিত্র বিলাস। তথায় ভগবৎ-প্রীতি-তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য তাৎপর্য্য নাই। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের বা শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যে যে পরস্পর বিবাদ-প্রতিম ভাব দেখা যায়, তাহা সবই শ্রীগৌর-প্রীতিময়। যেমন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দুই বালক-বন্ধুকে ক্রীড়া করিবার কালে কলহ করিতে দেখা যায়, কিন্তু আবার পরমুহূর্ত্তেই তাহারা প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধ হয়, অথবা যেরূপ ব্যবহারজীবী বা কৌসিলীর মধ্যে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু দুই প্রতিপক্ষকে বিচারালয়ে সমর্থনকালে একবন্ধু আর এক বন্ধুর মতে দোষারোপ ও কদর্থ করেন, বাহিরের অনভিজ্ঞ লোক উহা দেখিয়া দুইজনকে পরস্পর শত্রু বলিয়াই ধারণা করেন ; কিন্তু তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি পরম বন্ধুরূপেই অবস্থিত থাকেন, সেইরূপ ভগবৎপরিকরগণের দ্বন্দ্ব, কলহ বা মতভেদাদির মর্ম্ম বহির্ম্মুখ চিত্ত ধারণা করিতে না পারিলেও তাঁহাদের কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যময়ী প্রীতি নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। লৌকিক বন্ধুপ্রীতি বিনষ্ট হয়, কিন্তু যে প্রীতি সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, সেই অপ্রাকৃতপ্রীতি ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও কোন দিনই ধ্বংস হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥[৯৮]
প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুইজন।
প্রীতি বই অপ্রীতি নাহিক কোন ক্ষণ ॥

---

* এই গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দপুরীর 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থের (২য় সং ৮৯৩-৯০৩ পৃষ্ঠার) উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য এবং এই দীন গ্রন্থকারের সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা' গ্রন্থের ১১৬-১১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-প্রণীত 'উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থের (২৫৫-২৬৩ পৃষ্ঠা, ২য় সং ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৯৮ চৈ ভা ১।৯।২২৭।

তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা[৯৯]

নিত্যশুদ্ধ পরিকরগণের কলহ 'কুতূহল' বা ভক্তিপ্রমোদ-বিশেষ। ভক্তের সহিত ভগবানের দ্বন্দ্ব, ভক্তের মধ্যে পরস্পর কলহ বালকের খেলার কলহের ন্যায়।

শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও শ্রীরাধার স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা ও তটস্থাপক্ষা ব্রজ-গোপীগণের কথা জানা যায়। যাঁহারা বিপক্ষা গোপী তাঁহারাও শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহ ও নিত্যসিদ্ধা। ইহা লীলাশক্তির দ্বারাই লীলারসচমৎকারিতা বর্দ্ধনের জন্য সম্পাদিত হয়। শ্রীগৌরলীলায়ও তাহাই। তাই শ্রীকবিকর্ণপূরপাদ বলিয়াছেন,—মহাসিন্ধুতে যেরূপ বিচিত্র বস্তুরাজি বিরাজমান থাকে, সেইরূপ শ্রীচৈতন্য-পরিকর-পারাবারের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—নিধিস্বরূপ, শ্রীশ্রীবাস—ভক্তি-পর্ব্বতস্বরূপ, শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন – অমৃতস্বরূপ, শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস—মহামণিকৌস্তুভ-স্বরূপ, সেই **পরিকর-গণের পরস্পর সম্প্রীতি—উত্তমা লক্ষ্মীস্বরূপিণী**, জয়ধ্বনি—কল্লোলস্বরূপ ও বিশ্বব্যাপিনী প্রেমবন্যা – তরঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।[১০০]

শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীশচীনন্দনকে একপ্রাণ গৌড়-উৎকল, ব্রজ-ভক্তগণের সহিত লীলাময়রূপে বর্ণন করিয়াছেন। 'গদাধর-রসোল্লাসী নিত্যানন্দসুখপ্রদঃ॥ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রেষ্ঠশ্চ স্বরূপাদ্যৈঃ সমন্বিতঃ। ক্রীড়তি পরমানন্দং যমুনায়াং যথা পুরা॥ স সনাতনরূপ-শ্রীরঘুনাথেশ্বরো হরিঃ। মুরারি-রাম-শ্রীবাস-গৌরীদাসপ্রিয়োঽপি যঃ॥ পরমানন্দপুরী-বংশী-রামানন্দ সহায়বান্। কাশীশ্বর-মানদাতা হরিদাসপ্রিয়ঙ্করঃ॥ স্বপ্রকাশতয়া সর্ব্বভক্তৈশ্চ বিপিনেশ্বরঃ। সহৈব ক্রীড়তি গৌরগোবিন্দঃ শচীনন্দনঃ'॥[১০১]

শ্রীগৌরপ্রকটকালেই শ্রীগৌরের মূল সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শ্রীগৌর-পরিকরগণের ভজন-বৈচিত্র্য হইতে শ্রীগৌরের সহস্র সম্প্রদায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিরোধ, মাৎসর্য্য বা লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা

৯৯ চৈ ভা ২।১৯।২৫৫-২৫৬; ১০০ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ১৪।৩৮-৪০;
১০১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।১৮।১২-১৬।

বা বৈষ্ণবাপরাধের লেশও নাই। সকল গৌরপরিকরই শ্রীশ্রীরূপসনাতনকে শ্রীগৌরের মনোভীষ্টসংস্থাপক রসাচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্যচরণানুচর নিখিলবৈষ্ণব শ্রীশ্রীরূপসনাতনকে সেই বিশ্ববৈষ্ণবসভার পাত্ররাজ বলিয়া বরণ করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে '**স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব**' এবং শ্রীশ্রীরূপসনাতনকে '**শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-সভাজন-ভাজন**'-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।[১০২]

অষ্টাদশ প্রকাশ

বিশ্বব্যাপী নামপ্রেম-সঞ্চারে পরতত্ত্বসীমা

'প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর'-নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি' ॥*

বিশ্বম্ভরের বিশ্বে প্রেমদান

যাহা দ্বারা ভগবান নবনবায়মান পরমানন্দবৈচিত্রীতে বিমুগ্ধ হয়েন এবং অন্যকেও পরমানন্দবৈচিত্রী অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই 'প্রেম' কি বস্তু? পরতত্ত্বের স্বরূপানুভব হইতে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। ব্রহ্মানন্দ বা স্বরূপানন্দ সর্ব্বদাই স্বরূপে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত আছে, কোন অবস্থায়ই তাহার আধিক্য বা বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় না। অতএব ব্রহ্মানন্দই যখন প্রেমের ন্যায় স্বরূপানন্দ হইতে অধিক নহে, তখন ভগবৎপ্রেম যে জীব-স্বরূপগত আনন্দ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য একজীব আর এক জীবে প্রেম করিতে পারে না। জীবে প্রেমসম্পত্তি নাই, তাহা পরমেশ্বরের

---

১০২ সর্ব্বসম্বাদিনী উপক্রম ও ষট্ সন্দর্ভের প্রতি সন্দর্ভের উপসংহারের পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য।

* চৈ চ ১।৯।৭।

নিজস্ব সম্পত্তি। প্রেমের বিজ্ঞান-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে 'ঈশ্বরে প্রেম', 'বাসুদেবে প্রীতি' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।[১] 'পত্নীপ্রেম', 'দেশপ্রেম' প্রভৃতি শব্দ ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র, তাহা শাস্ত্রীয় পরিভাষা নহে।

'রসিকশেখর' ও 'পরমকরুণ' পরতত্ত্বসীমার যে স্বরূপসিদ্ধা হ্লাদিনীশক্তি, তদ্ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাকে আনন্দ দান করিতে পারে না। এই হ্লাদিনীরই কোন সর্ব্বাতিশায়িনী বৃত্তি ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া 'ভগবৎপ্রেম' নাম ধারণ করেন।

প্রেমের স্বরূপলক্ষণ (প্রকৃতি ও আকৃতিগত অসাধারণ লক্ষণ) এবং তটস্থ লক্ষণ (কার্য্যগত অসাধারণ লক্ষণ) হইতেছে এই—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥[২]

প্রেমের প্রকৃতি বা উপাদান হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ—সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর সাররূপা।[৩] কারণ ইহাই ভাবরূপা ভাগবতী প্রীতির প্রকৃতি বা উপাদান, আর প্রেমের আকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ হইতেছে,—তাহা 'সান্দ্রাত্মা' অর্থাৎ নিবিড়স্বরূপ। প্রেমের তটস্থ লক্ষণ হইতেছে—চিত্তের সম্যগ্‌রূপে মসৃণতা এবং শ্রীভগবানে মমত্বাতিশয্য। পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥[৪]

যে ভাবভক্তিতে দেহ-গেহাদিনিষ্ঠ মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুতে মমতা প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ভক্তিকে শ্রীভীষ্ম, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীউদ্ধব ও শ্রীনারদাদি মহাজনগণ 'প্রেম' বলিয়াছেন। অন্যত্র মমতা-বর্জ্জিত, কিন্তু বিষ্ণুতে মমতাযুক্ত ভাবভক্তিই প্রগাঢ় অবস্থায় প্রেম। মমতাতিশয্যের আবির্ভাবহেতু সমৃদ্ধা যে প্রীতি তাহাকেই 'প্রেম' বলে। সেই 'প্রেম' আবির্ভূত হইলে প্রীতি-ভঙ্গের হেতু সকলও প্রেমের উদ্গম বা

---

১ ভা ১১।২।৪৬, ৫।৫।৬; ২ ভ র সি ১।৪।১; ৩ 'হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তিস্তদীয়সারবৃত্তিসমবেত-তৎসারাংশত্বমেবেত্যবগন্তব্যং, তয়োঃ সমবেতয়োঃ সারত্বঞ্চ'—দুর্গমসঙ্গমনী ১।৩।১; ৪ ভ র সি (১।৪।২) ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য।

স্বরূপের ক্ষীণতা জন্মাইতে পারে না।[৫] ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও সেই প্রেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।[৬]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেব বলেন,—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥[৭]

গুণলিঙ্গ—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের উপাধিযুক্ত ; **আনুশ্রবিককর্ম্ম**—শ্রুতি, পুরাণাদির দ্বারা যাহাদের কর্ম্ম বা চরিত্র জ্ঞেয়, সেই দেবগণের মধ্যে **'সত্ত্বে'**—শুদ্ধসত্ত্বাত্মক শ্রীবিষ্ণুতে। 'শ্রীবিষ্ণু' এই স্থানে উপলক্ষণ। সমস্ত ভগবদাবির্ভাবের কোন এক স্বরূপে। **'এব'** (**ই**) এই অব্যয়ের দ্বারা অন্য স্বরূপে নহে, কিম্বা সেই স্বরূপ বা অন্য স্বরূপ উভয়ত্র নহে, একমাত্র শ্রীবিষ্ণুতে একাগ্রচিত্ত পুরুষের যে বৃত্তি অর্থাৎ আনুকূল্যাদিময় জ্ঞানবিশেষ এবং যাহা **'অনিমিত্তা'** অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিশূন্যা ও **'স্বাভাবিকী'** কেবল ভগবদ্‌রস বা ভগবদ্‌বিষয়সৌন্দর্য্য হইতে স্বয়ংই প্রকটিতা—বলপূর্ব্বক নিষ্পন্না নহে যে ভক্তি, তাহাই 'ভাগবতী ভক্তি' বা 'প্রীতি'। এই প্রেমভক্তি 'সিদ্ধি' অর্থাৎ মোক্ষ হইতেও গরীয়সী।[৮]

শতপথশ্রুতিতেও শ্রীহরিতেই প্রীতির কথা উক্ত হইয়াছে—অন্যত্র নহে। 'স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় **প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ**'।[৯]

এই ভগবৎপ্রীতি ভগবানকে আনন্দ-বৈচিত্রী-পরাকাষ্ঠা দান করেন এবং অন্যকেও সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। যেরূপ বেণুবাদক বেণুরন্ধ্রে ফূৎকার-সংযোগে বিচিত্র স্বরতরঙ্গ প্রকট করিয়া স্বয়ং মুগ্ধ হয় এবং অপরকেও মুগ্ধ করে।[১০]

শ্রীভগবানের কেবল মাধুর্য্য আস্বাদনেই প্রীতির তাৎপর্য্য। যেস্থানে অন্য

৫ প্রীতি-সন্দর্ভ ৮৪ অনু; ৬ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ১৪।৬৩; ৭ ভা ৩।২৫।৩২;
৮ প্রীতিসন্দর্ভ ৬১ অনু; ৯ ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৪ অনু-ধৃত শতপথশ্রুতিমন্ত্র; ১০ ভা ১০।৩৫।১।

তাৎপর্য্য থাকে, তথায় প্রীতির সম্যক্ আবির্ভাব নাই। এজন্য রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যানুভবেই প্রীতির সম্যক্ আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন রসিকশেখর, তেমনি পরম করুণ। প্রীতির মধ্যে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অদ্বিতীয় পরম করুণের প্রতি প্রীতি জাগতিক বস্তুর ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এই জগতে দয়ালুর ঔদাসীন্যে দয়ার পাত্রের প্রীতি বিনষ্ট হয়। আর পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যে ভক্তের প্রেম আরও বৃদ্ধি পায়।

রসিকশেখর ও পরম করুণ শ্রীগৌরহরি সেই মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ ভগবৎপ্রীতির বীজ ভক্ত ও অভক্ত সর্ব্বজীব-হৃদয়ে সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাই শ্রীবিশ্বম্ভরের বিশ্বে স্বীয় প্রেম-সম্পত্তি-বিতরণ-লীলা—ভগবৎপ্রেমের দ্বারা বিশ্বকে ভরণ ও পোষণ।

সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, **জীবের হইল বীজনাশ**।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥[১১]

ভগবৎপ্রীতির দ্বারা আনুসঙ্গিকভাবেই জীবের সংসারবীজের বিনাশ হয়। 'জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা',[১২] 'পঞ্চতত্ত্বাত্মক' শ্রীগৌরহরির জগদ্ব্যাপী প্রেমবন্যায় তাহাই হইয়াছিল।

বৈশ্য বিশ্ব

এই বিশ্বটি হইতেছে—বৈশ্যভাবাপন্ন। একের সহিত অন্যের যে সম্বন্ধ ও ব্যবহার, তাহা ব্যষ্টিগতই হউক, আর সমষ্টিগতই হউক, বিনিময়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিনিময়ে কিছু না পাইলে কেহ কাহারও জন্য তৃণভঙ্গও করেন না। যদি কেহ তথাকথিত নিঃস্বার্থভাবে কাহারও কোন উপকার করেন, তাহারও অন্তরালে থাকে—কোনও না কোনও আকারে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অভিসন্ধি।

---

১১ চৈ চ ১।৭।২৬-২৭ ; ১২ ভা ৩।২৫।৩৩।

ধর্ম্মরাজ্যে দেবতাকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহার বিনিময়ে ইহলোক বা পরলোকের কোন স্বার্থ-গন্ধ থাকে। যাঁহারা সর্ব্বকামনা ত্যাগ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরালে থাকে বিনিময়ে সংসারদুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির পিপাসা। ইহাকে 'নিষ্কাম' বা 'অকাম' আখ্যা প্রদান করিলেও ইহা আরও বড় রকমের কামনা। যেরূপ কেহ যদি একটি নরহত্যা করে, তবে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। আর লক্ষ লক্ষ নরঘাতক রাজ্যজয়ী রাজা জয়মাল্যে ভূষিত হয়েন।

যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে জনসেবা করিতেছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারাও তদ্‌বিনিময়ে চাহেন চিত্তশুদ্ধি; সুতরাং সেখানে 'চিত্তশুদ্ধিই' হয় বেতন। এইরূপে কোন না কোনরূপ অন্যাভিলাষ অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তিকামনারূপ মুদ্রার বিনিময়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিশ্বচক্র চলিতেছে। রাজনীতিসারজ্ঞ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন,—

'যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥'[১৩]

যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট 'আশিস্' অর্থাৎ কিছু অভিলাষ ('আশিস্' শব্দের আর একটি অর্থ—সর্পের বিষদন্ত) করে, সে ব্যক্তি ভৃত্য নহে, নিশ্চয়ই বণিক। সুতরাং ভুক্তির আকারেই হউক, আর মুক্তির আকারেই হউক, যে ব্যক্তি পরতত্ত্বের নিকট কিছু অভিলাষ করেন, তিনি নয়কোবিদবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভাষায় 'বণিক', 'সেবক' নহেন। ভক্তিতে অনুরাগী ব্যক্তিগণ প্রাকৃত বণিকের ন্যায় বিনিময়পদ্ধতিতে উপাস্যবস্তুর নিকট হইতে কোনরূপ ফলকামনা না করিলেও তাঁহাদের মহাধনলোভী বণিকের ন্যায় স্বভাব হয়। কোটিশ্বর হইয়াও বণিক যেরূপ নিজেকে সামান্য ধনবান মনে করিয়া আরও অধিক ধন উপার্জ্জন করিবার জন্য সমুদ্রের শেষ প্রান্তেও গমন করেন, সেইরূপ ভক্তও নিজেকে ভক্তিহীনজ্ঞানেই অতিশয় লৌল্যযুক্ত হইয়া অধিকতর ভক্তিধন উপার্জ্জনে অখিলচেষ্টাযুক্ত হয়েন। 'ভক্তাবনুরাগিণঃ খলু মহাধনগৃধ্নোর্বণিজ ইব স্বভাবো ভবেৎ। কোটীশ্বরোঽপি বণিগাত্মানমল্পধনং মন্যমানো ধনমুপার্জ্জয়িতুং যথা সমুদ্রান্তমপিগচ্ছতি তথৈব ভক্তোঽপি ভক্তিমুপার্জ্জয়িতু-মিতি॥' (সারার্থদর্শিনী ৯।৫।২৭)। যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ অপস্বার্থ

১৩ ভা ৭।১০।৪।

পূর্ত্তির জন্য মরীচিকা-লুব্ধ মৃগের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে, যেখানে সকলের গতি পরতত্ত্বের স্বার্থের দিকে একমুখী নহে, সেইরূপ অনন্ত বহির্ম্মুখী ভিত্তির উপর কি করিয়া বিশ্বশান্তি ও বিশ্বপ্রেমের সুস্থির সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে? বিশ্বজীবের এই অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং পরতত্ত্ব একজন বিশ্বের জীবরূপে অভিনয় করিয়া সর্ব্ব জীবজগৎকে একমাত্র পরতত্ত্বের স্বার্থপর হইবার জন্য—একগতিবিশিষ্ট হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বপ্রেমের নিদান যাহা, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥[১৪]

ভুক্তি-মুক্তি-মুদ্রার বিনিময়ে কেহ পরা শান্তি লাভ করিতে পারেন না। তাহা সর্পের বিষদন্তসদৃশ, সর্ব্বশরীরে অসহনীয় জ্বালা উৎপাদন অথবা চিরতরে প্রাণনাশ করে। যেখানে বহু লোকের বহুপ্রকার স্বার্থ এবং তাহা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য পরস্পরের বিভিন্নমুখী চেষ্টা, সেখানে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। সাযুজ্যাদি মুক্তিমুদ্রার অনুসন্ধানের মধ্যে পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান নাই, বিশ্বজীবকে উপেক্ষা করিয়া স্বদুঃখানুভূতি হইতে পরিত্রাণের স্বার্থপর চেষ্টা আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন,—অখিলরসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের 'দাস' হও। ভুক্তি-মুক্তি বেতন গ্রহণ করিতে যাইও না—প্রেমধন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই যাহা স্বার্থ—সেইরূপ বেতন গ্রহণ কর। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ' অচ্যুতের প্রীতিতে আনুষঙ্গিকভাবেই বিশ্বের প্রীতি লাভ হয়। এক বহির্ম্মুখ জীবের প্রীতিতে অপর জীবের প্রীতি হয় না, এমন কি এক অণুচৈতন্যের প্রীতিতে অন্য অণুচৈতন্যের প্রীতি হয় না। একমাত্র অদ্বিতীয় বিভুচৈতন্যের প্রীতিতেই বিশ্বের সকল জীবের প্রীতি হয়। অতএব ভুক্তি ও মুক্তিকামী বিশ্বপ্রেমিক নহেন। কৃষ্ণপ্রেমিকই প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক।

---

১৪ চৈ চ ৩।২০।৩০, ৩৭।

'বিশ্বপ্রেম' সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণা

এই 'বিশ্বপ্রেম' সম্বন্ধে অতিসঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। যেমন যে দেশের লোকসমষ্টি 'জলাশয়' বলিতে 'ডোবা', 'পাতকূয়া' বা 'পুকুর' অথবা 'নলকূপ' পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন এবং সেই সকল জলাশয়ে যে সকল জন্তু বাস করে বা দ্রব্য পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে মাত্র অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট রত্নাকর-মহাসমুদ্রের কথা, তিমিঙ্গিলগিলাদি বা জলহস্তী প্রভৃতি জলজন্তু ও কুমুদপদ্মাদি মহাসাগর-সম্ভূত মহারত্নের কথা বলিলে তাঁহারা তাহাদের দৃষ্ট বস্তুর অনুপাতেই উহাদিগের সম্বন্ধেও ধারণা করেন, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যের বিতরিত নামপ্রেমের কথাও বৈশ্য-বিশ্বের লোক ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার বিতরিত নাম-প্রেমের দ্বারাই যে বিশ্বে পরমা শান্তির আবির্ভাব হইবে, বিশ্ব পরম লাভবান হইবে, তাহাই যে বিশ্বের সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মে আব্রহ্মস্তম্ব—মনুষ্য হইতে পশুপক্ষী-তৃণ-গুল্মলতা কাহারও প্রতি উপেক্ষা নাই, সকলকেই সেই প্রেমের রাজ্যে বাস্তব অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা অনেকে ধারণা করিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যকে তথাকথিত সাম্যবাদের প্রচারকরূপে 'বিশ্বপ্রেমিক' ইত্যাদি মনে করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর বিতরিত যে প্রেম তাহা ঐরূপ সঙ্কীর্ণ ও ধ্বংসশীল বস্তু নহে।

বিশ্বম্ভরের বিশ্বব্যাপী করুণার আদর্শ

কোনও এক মহানুভব বলিতেছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এক 'প্রেমধর্ম্মের' বিরাট প্লাবনে পরিপ্লাবিত করিবে। ভবিষ্যতের কোটি জগাই-মাধাই যাহা হইতে সেই প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে,—এক জগাই-মাধাই উদ্ধারের ভিতর তাহার সূচনা করা রহিয়াছে। যে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমে অদূর ভবিষ্যতে—তাহার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখার ছায়ায় কোটি কোটি সন্তপ্ত জগাই-মাধাইকে সুশীতল করিবে,—এক জগাই-মাধাই উদ্ধারলীলায় ভবিষ্যতের সেই বিরাট কার্য্যেরই কারণ বা বীজ সঞ্চারিত রহিয়াছে; নচেৎ তৎকালীন সমষ্টির মহা অভিযানে ব্যষ্টিগতভাবে জীবোদ্ধার-প্রয়াস নিষ্প্রয়োজনীয়;

অদূর ভবিষ্যতে মহদপরাধী কোটি গোপাল-চাপাল যে প্রণালীতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ণ আত্মাকে পূর্ণ করিয়া লইবে,—এক গোপাল-চাপাল উদ্ধার-লীলায় তাহার কারণ বা বীজ সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের কোটীশ্বরগণ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম রমণীর মোহজাল ছিন্ন করিয়া শ্রীভগবানের মহা-মাধুর্য্যের আকর্ষণে যে ভাবে ছুটিয়া চলিবে,—প্রকট লীলায় সে কার্য্যের কারণ বা বীজ, এক রঘুনাথের বিষয়ে ত্যাগের মধ্যে সঞ্চার করা রহিয়াছে ; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীদাসগোস্বামীর পক্ষে বিষয়-ত্যাগের গৌরব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভবিষ্যতের উচ্চপদগর্ব্বিত—প্রতিষ্ঠামদ-দর্পিত কোটি কোটি জন, যে বিবেক ও বৈরাগ্যের অমোঘ স্পর্শে, প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাদিকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় বোধ করিয়া, ভগবচ্চরণ-সেবাকেই 'পরম পুরুষার্থ' মনে করিবে,—প্রকট-লীলায় এক রূপ-সনাতনের গৌড়রাজ-মন্ত্রিত্ব ত্যাগের মধ্যে সেই কার্য্যের কারণ বা বীজ বপন করা রহিয়াছে ; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজমঞ্জরী তাঁহারা,—এ ত্যাগ তাঁহাদের জন্য নহে। অদূর ভবিষ্যতের শত শত রাজ্যেশ্বর,—রাজলক্ষ্মী কর্ত্তৃক নিয়ত সেবিত হইয়াও তৎপরিবর্ত্তে যেরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবকগণের চরণসেবাকেই অধিকতর সুখকর বলিয়া মনে করিবেন, তাহার বীজ বা কারণ এক প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-লীলায় সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের কোটি জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব্ব খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়া যেভাবে ভক্তিদেবীর চরণতলে লুটাইয়া দিবে,—প্রকট-লীলায় এক প্রকাশানন্দ ও সার্ব্বভৌমের পরিবর্ত্তনে তাহার কারণ বা বীজ সঞ্চার করা রহিয়াছে ; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাঁহারা, তাঁহাদের জ্ঞানের অহঙ্কার কোন দিনই নাই। অদূর ভবিষ্যতের কোটি কোটি অবনত, অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছাদি জাতি যে নাম-যজ্ঞের বিশাল প্রাঙ্গণে একত্রিত ও মিলিত হইয়া, পরম শুদ্ধ ও ব্রহ্মাদি দেবতারও বন্দনীয় হইবে,—শ্রীগৌরলীলায় এক হরিদাসের হরিনাম-সাধনে সেই বিরাট কার্য্যের কারণ বা বীজ সুরক্ষিত হইয়াছে ; নচেৎ ব্রহ্ম-হরিদাসের যবনত্বপ্রাপ্তি,—ইহা সুবর্ণের লৌহত্ব-প্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব। এইরূপ শ্রীগৌরলীলার অনেক কার্য্যই সেই সময়ের জন্য আবশ্যকীয় হইলেও তাহা গৌণ প্রয়োজন মাত্র ; কিন্তু ঐসকল লীলার প্রয়োজনীয়তা

—যথার্থ সার্থকতা,—শ্রীগৌর-আবির্ভাব-গৌরবে গৌরবান্বিত এই কলির ভাবী জীবগণের মহা-ভাগ্যোদয়ের জন্য'।*

বঞ্চিত কাহারা ?

বিশ্বম্ভরের বিশ্বব্যাপী এই প্রেমের বন্যার স্পর্শ হইতে যাহারা বঞ্চিত হইবে, তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন—

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হবে এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥[১৫]

ভক্তের স্থানে বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপোমদমত্ততা-জনিত অপরাধে অপরাধী ব্যতীত সকলকেই মহাপ্রভু প্রেম দান করিবেন। জগাই-মাধাই প্রভৃতির বিদ্যা-ধন-কুলাদি-মদ-জাত 'ভক্তাপরাধ' ছিল না। ভগবদ্ভক্তই ভগবৎকৃপার বাহন, ভক্তই ভক্তির ধারক, ভক্তই প্রেমের প্রকাশক, ভক্ত হইতেই ভগবানের নাম জগতে বিস্তারিত হয়। সুতরাং সেই ভক্তের দ্রোহাচরণকারীকে 'ভক্ত-ভক্তিমান' ভগবান ক্ষমা করিতে পারেন না।

যদি কেহ বলেন, এস্থানে ত' ভগবানের অহৈতুকী করুণা এবং আপামরে তাহা বিতরণের প্রতিজ্ঞাটি ভঙ্গ হইয়া গেল। বস্তুতঃ ইহা তাহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ নহে, তাহার সান্দ্রকরুণারই নিদর্শন। ইহা তিনি তাঁহার প্রেমের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার জন্যই স্বেচ্ছায় করিয়া থাকেন। তিনি নিজের প্রতি অপরাধীকে ক্ষমা করেন, তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার প্রতি ও তাঁহার শ্রীনামের প্রতি অপরাধীকেও প্রেম দান করিয়াছেন, তিনি মৎসর অমোঘকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া নামপ্রেমদানে কৃতার্থ করিয়াছেন, কিন্তু শচীমাতার দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধাভাসের অভিনয় করাইয়া

*শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু-প্রণীত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' (তৃতীয় সংস্করণ) ১৯১—১৯২ পৃষ্ঠা। ১৫ চৈ ভা ৩।৪।১২৪-১২৫।

জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষাটি হইতেছে, ভক্তকে লঙ্ঘন করিয়া ভক্তি হয় না—ভক্তিরসপাত্রকে লঙ্ঘন করিয়া 'ভক্তিরস' লাভ করা যায় না, প্রেমিককে লঙ্ঘন করিয়া 'প্রেম' পাওয়া যায় না। বিশ্বন্তর বিরাড্‌রূপ বিশ্বের ভর্ত্তা নহেন, তিনি চেতন বিশ্বের ভর্ত্তা। ভক্তি ও প্রীতি মনের বৃত্তি নহে, তাহা স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি, করুণাটিও হ্লাদিনীর বৃত্তি ('করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে')। সুতরাং বিরাট বা প্রাকৃত অচেতনের মধ্যে সেই চিদানন্দময়ী বৃত্তি সঞ্চারিত হয় না। তাঁহার অভিন্নতনু পরিকরগণকে বাহন করিয়া তাঁহার করুণা ও ভক্তি জগতে অবতীর্ণ ও জীবে সঞ্চারিত হয়েন। প্রেমিকই প্রেমের পরিচয় ও প্রেমরসেশ্বরের পরিচয় প্রদান করেন। এজন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'[১৬]—আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু প্রেমবিরোধী বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তিতে ভগবৎপরিকরগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে অনুসন্ধানের অধিক আগ্রহ দেখা যায়। এইজন্যই তাহারা প্রেমরত্ন হইতে বঞ্চিত হয়। প্রেমরসেশ্বর জীবের অশেষ দোষ উপেক্ষা করিয়াও প্রেম দান করেন। কিন্তু তাঁহার পরিকরগণের শ্রীচরণে অপরাধীকে কিছুতেই তিনি প্রেম দিবেন না—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তবে ইহার মধ্যেও তাঁহার করুণার বিরাম নাই। তিনি স্বয়ং বা অন্তর্যামিরূপে বা সাধু ও শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা তাহাদের ঐরূপ অপরাধের পরম গুরুত্ব জানাইয়া—তাঁহার ভক্তের চরণে প্রণত করাইয়া তাহাদিগকে প্রেম দান করেন। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির দ্বারা এই শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

কলি অশেষদোষাকর হইলেও, তাহার একটি মাত্র গুণের যাঁহারা আদর করিয়াছেন, সেইরূপ সারগ্রাহী আর্য্যগণ এই কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ এই কলিযুগে একমাত্র ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত স্বার্থ ও সাধ্য লাভ হয়। এই সংসারে ভ্রমণকারী দেহধারিগণের এই নামসঙ্কীর্ত্তন হইতে অন্য কোন

১৬ ভা ১১।১৯।২১।

পরমলাভ ('ন হ্যতঃ **পরমো লাভঃ**') নিশ্চয়ই নাই। এই সঙ্কীর্ত্তন হইতেই পরমা শান্তি এবং আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন হয়।[১৭]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই **পরম লাভ, পরম স্বার্থ, পরম শান্তির** অধিকারী করিবার জন্য বিশ্বজীবের হৃদয়ে কৃপাসিদ্ধের রীতিতে তাঁহার প্রকটকালে নামসঙ্কীর্ত্তনরসবীজ সঞ্চার এবং তাঁহার অপ্রকটলীলাকালেও সেই নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই বিশ্ববাসীকে পরম লাভ, পরম শান্তি ও পরমানন্দের অব্যর্থ উত্তরাধিকারী করিয়াছেন।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য হইতে জানা যায়, ভগবান ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। টীকাচার্য্যগণের কেহ কেহ বলেন,—এই 'ধর্ম্ম' হইতেছে ভগবদারাধনারূপ ধর্ম্ম (শ্রীরামানুজ); কেহ বলেন, সাধু রক্ষণ ও দুষ্টবধের দ্বারা ধর্ম্মস্থাপন (শ্রীধর); কেহ বলেন, বেদ-মার্গ-পরিরক্ষণ (শ্রীমধুসূদন); কেহ বলেন, ভগবদ্ধ্যান, যজন, পরিচর্য্যা ও সঙ্কীর্ত্তনলক্ষণ পরম ধর্ম্মের স্থাপন (শ্রীবিশ্বনাথ)।

শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে চরমোপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ-বর্ণ ও আশ্রমাদি যাবতীয় ধর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া তাঁহাতে একান্ত শরণাগতিরই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং যে ধর্ম্ম তিনি পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপের আবির্ভাব হইতে পারে না। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের স্থাপন—তাঁহার যে কোন অংশাবতার বা যুগাবতারের দ্বারাই সাধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কলিযুগে যে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ ভগবদাবির্ভাবের কথা জানা যায়, সেই কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষকে সুমেধোগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারাই উপাসনা করেন—ইহাই জানা যায় (ভা ১১।৫।৩২)। সুতরাং কলিযুগে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তাহা সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম। প্রমাণ—শ্রীমদ্ভাগবত 'যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে'॥ (ভা ১১।৫।৩৬), 'ন হ্যতঃ পরমো লাভো' (ভা ১১।৫।৩৭), 'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ'॥ (ভা ১১।৫।৩৮)—এই সঙ্কীর্ত্তন-

১৭ ভা ১১।৫।৩৬-৩৭।

ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্যই সত্যযুগের প্রজাগণ এবং নারায়ণপরায়ণ মহাভাগবত-গণও কলিতে জন্মলাভ ইচ্ছা করেন। ইহার অব্যবহিত পরে 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্'। (ভা ১১।৫।৪১), 'স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য···ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'॥ (ঐ ১১।৫।৪২), ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীহরিভক্তিকেই কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও কলিকালে স্বভাবতঃই কলুষিত বর্ণাশ্রমীর আয়ুর ব্যর্থতা ও বর্ণাশ্রমের অবশ্যম্ভাবী ব্যভিচারের কথা বলিয়া ভগবানে শরণাগতিই প্রতিপাদিত হইয়াছে (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৮৯ অনু-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বাক্য)। শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণেও (৩৮।২৫-২৬) কলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপরিহার্য্য ব্যভিচারের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীনারদ সর্ব্বকলিবাধাপহারক একমুখ্যধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন—'হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্'। অতএব কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং সেই সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীত সার্ব্বভৌম ভাগবতধর্ম্মের সংস্থাপন এবং তদ্দ্বারে বিশ্ববাসীকে স্বপ্রেমবিতরণার্থই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ অবতীর্ণ হয়েন। ব্যষ্টি গুরুদেব বা মহদ্গণ যে নাম প্রদান করেন, তদ্দ্বারা আব্রহ্ম-স্তম্ব, আপামর সকলের হৃদয়ে নামরসের সঞ্চার বা ব্রজপ্রেম লাভ হয় না। অতএব ব্যষ্টি শ্রীগুরুদেব কিংবা যোগশক্তিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিবিশেষ কলিযুগপাবনাবতার হইতে পারেন না। একমাত্র শ্রীশচীনন্দনই কলিযুগের সার্ব্বভৌম ও ব্রজপ্রেমদ পরমধর্ম্ম-সংস্থাপক অবতারী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ।

'সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ' ও 'সর্ব্বধর্ম্মকৃৎ' স্বয়ং ভগবান

কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব ত' সকল পথের সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া সকল পথের বার্ত্তা ঘোষণা করেন নাই; তিনি যে ভক্তিপথের আচরণ করিয়াছেন, সেই ভক্তিপথের কথা এবং তাঁহার প্রাপ্য প্রয়োজন ব্রজপ্রেমের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সমস্ত পথের সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকল পথেই এক গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

উত্তর—স্বয়ং ভগবানকে সাধন করিয়া ধর্ম্ম পথের খবর জানিতে বা বলিতে হয় না। কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ' (ভা ১১।১৭।৭)। ধর্ম্ম সাক্ষাদ্ ভগবানের প্রণীত। তাহা দেবতা, ঋষি, মানব কেহই জানেন না। যাঁহার কৃত ধর্ম্ম, যিনি ধর্ম্মের মূল বিষয় তাহা তিনিই নিঃশেষে জানেন। 'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং, ন বৈ বিদুঋর্ষয়ো নাপি দেবাঃ'।[১৮] সেই গুহ্য, বিশুদ্ধ, দুর্ব্বোধ ও অমৃতপ্রদ সার্ব্বভৌম পরম ধর্ম্ম যাহা সাক্ষাদ্ ভগবানের প্রণীত, তৎসম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥[১৯]

ভগবন্নাম-গ্রহণাদি-রূপ তাঁহাতে যে ভক্তিযোগ—বিশ্বজীবের এই পরম ধর্ম্মটিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই যুগে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনিই যে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, কলিপাবনাবতারী, মহাবদান্য ও পরতত্ত্বসীমা ইহা নিঃসংশয়ে জানা যায়। এই নামসঙ্কীর্ত্তনই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম—ইহাতেই সর্ব্বধর্ম্মের যথার্থ সমন্বয় হইয়াছে। কারণ ইহা বিশাল সমষ্টিধর্ম্মতরুর বীজ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্ব-ধর্ম্মের মূল বীজ বিশ্বজীবে ধান্যরাশির ন্যায় বিতরণ করিয়াছেন।

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর-বচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥[২০]

যে শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত মঙ্গলের আদি কারণ, কলিকলুষনাশক, সমস্ত পবিত্রতার পবিত্রস্বরূপ অর্থাৎ পরম পবিত্রকারক, উচ্চারণমাত্র মুমুক্ষুগণের তৎক্ষণাৎ পরমপদ অর্থাৎ পরমা সিদ্ধি প্রাপ্তির পাথেয়স্বরূপ, শ্রীনারদ-ব্যাস-শুকাদি কবিগণের বাক্যাবলীর একমাত্র বিরতিস্থান অর্থাৎ শেষসীমা, সাধুগণের জীবনসর্ব্বস্ব ও ধর্ম্ম-তরুর বীজস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম, হে হরিজনাভিলাষিগণ! আপনাদের সমৃদ্ধির জন্য প্রভাব বিস্তার করুন।

---

১৮ ভা ৬।৩।১৯; ১৯ ঐ ৬।৩।২২; ২০ পদ্যাবলী ১৯।

শ্রীকৃষ্ণ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সুতরাং যিনি স্বয়ং সর্ব্বরসময়বিগ্রহ, তাঁহাকে সাধনশ্রম স্বীকার করিয়া সাধ্যের কথা বা সাধনপথের কথা জানিতে হয়, এইরূপ মত বালপ্রজল্পের ন্যায়। সর্ব্বরসের বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপ্রেমকেই সাধ্যসীমা,সাধনভূয়সী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকেই সাধনসীমা এবং সর্ব্বরসকদম্ব স্ব-স্বরূপকেই সম্বন্ধ-তত্ত্বসীমা বলিয়া শ্রীগীতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রদ্বারে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীরায়-রামানন্দ-গীতা প্রকট-করিয়া পরমার্থরাজ্যের সর্ব্বপ্রথম সোপান বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন সাধনস্তর ও পরমপ্রয়োজনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপশিক্ষার দ্বারা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিভিন্ন স্তর সর্ব্ব-মীমাংসা-সার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উপরে আর কোন সনাতন সিদ্ধান্ত বা সাধন-সাধ্য থাকিতে পারে না।

সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাহ্য সহজপথ

শ্রীগৌরাঙ্গের সার্ব্বভৌম ভজনশৈলী প্রত্যেক জীবের পক্ষে স্বাভাবিক, সহজ, রসময় এবং জীবের নিত্যস্বরূপের আকাঙ্ক্ষার চরম অবধির সার্থকতা-সাধক। শিশুকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইলে তাহার স্বভাবসুলভ খেলাধূলার প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া কেবল নিয়ম বা শাসনরজ্জুতে আবদ্ধ রাখিলে শিশুর পক্ষে ঐরূপ অস্বাভাবিকভাবে বিদ্যার্জ্জন করা অসম্ভব কিংবা তাহা যেরূপ অত্যন্ত অরুচিকর ও বিরক্তিকরই হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন-চেষ্টায়—নিরন্তর শাসনবিধির তাড়নায় পরমার্থ-রাজ্যের শিশুও রসানুভবের অভাবে রুচিযুক্ত হইতে পারে না; তাহার পারমার্থিক শিশু-জীবনটি ব্যর্থ হইয়া যায়। বালককে মোহমুদ্গরের বাণী বা ধ্যান শিক্ষা দিতে গেলে তাহা ব্যর্থ হয়। নরশিশু, প্রাণীমাত্রও বলা যায়, শৈশবকাল হইতেই প্রীতির পাত্র মাতাপিতাকে ডাকিতে আরম্ভ করে, তাহা প্রত্যেক জীবের পরমেশ্বর-প্রদত্ত প্রবৃত্তি, এজন্য তাহাতে স্বাভাবিক আকর্ষণ, আনন্দ ও রস আছে। খেলাধূলার মাধ্যমে, কথাকাহিনীর মাধ্যমে—নানা-আমোদ-আহ্লাদের মাধ্যমে—রসানুভব করাইয়া যদি শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তবেই শিশু সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে

—সহজে আয়ত্ত করিতে পারে ও ক্রমে ক্রমে উচ্চ শিক্ষায় স্বাভাবিক রুচিযুক্ত ও প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ভাগবতধর্ম্মে পারমার্থিক শিশুরও এইরূপ স্বাভাবিক সহজ পথেই সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথমেই প্রীতির পরম বিষয় যিনি—মূল মাতাপিতা যিনি, তাঁহাকে ডাক—নামের আশ্রয় কর। মধুর নামশ্রবণে, কীর্ত্তনে, মাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে, লীলা-কথা-শ্রবণে, মহাপ্রসাদ-সেবনে, ভগবৎপ্রসাদী মাল্যচন্দন-ধূপদীপ-ফুল-তুলসীর ঘ্রাণ-গ্রহণে, ভগবদ্ধামের বিচিত্র শোভা-দর্শনে, পরিক্রমায়, উৎসবে, গানে-নর্ত্তনে-বাদ্যে সর্ব্বত্রই চিন্ময় আনন্দরস ও তাহাতে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াকর্ষণ। এই আনন্দ-প্রবাহের মধ্যে সন্তরণ করিয়াই পরমার্থশিশু পরা বিদ্যার অনুশীলন করিতে করিতে বর্দ্ধিত হয়—কোনওরূপ নীরসতা, কৃত্রিমতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগপথের সাধন—শ্রমবিশেষ

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-পথে সাধন ব্যাপারটি শ্রমবিশেষ। কারণ তাহা বিরস ও নীরস। স্থায়ী রস না পাইলে স্থায়ী প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না—মমতার উদয় না হইলেও রসাস্বাদন ও পরমানন্দ লাভ হয় না। কর্ম্মিগণ ধর্ম্মার্থকাম বা জড় প্রতিষ্ঠাদি বিরসে উদ্বুদ্ধ হইয়া কর্ম্মে প্রয়াস করেন। নির্ব্বেদজ্ঞানিগণ নীরসজ্ঞানের বিচারে শ্রম করেন। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

যদা পরানন্দ গুরো ভবৎপদে পদং মনো মে ভগবল্লভেত।
তদা নিরস্তাখিল**সাধনশ্রমঃ** শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥[২১]

হে ভগবন্ পরানন্দগুরো! আপনার শ্রীচরণে আমার মন যখন স্থান লাভ করিবে, তখনই আমার সমস্ত সাধন-পরিশ্রম বিদূরিত হইবে এবং আপনার কৃপায় সুখের অনুভূতি হইবে।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বয়ং পরম বৈষ্ণব। তিনি শঙ্করসম্প্রদায়ের বিশুদ্ধির জন্য *

২১ ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।৩৩ ; * সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং স্বীয়নির্ব্বন্ধযন্ত্রিতঃ। শ্রুতিস্তুতি-মিতব্যাখ্যাং কর্ত্তুমিচ্ছামি যথামতি ॥ (ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭ অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণ)।

জ্ঞানি-সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তির কথা জানাইয়াছেন। কর্ম্মিজ্ঞানি-যোগিগণের সাধন একটি মহা শ্রম ও মহাভারবিশেষ। সাধ্যরূপ সুখানুভূতি লাভ হইলে তাঁহারা সাধনরূপ শ্রমকে বর্জ্জন করেন এবং সেই শ্রমের অবাঞ্ছিত ভার হইতে কবে নিষ্কৃতি পাইবেন, তজ্জন্য সর্ব্বদা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকেন। কিন্তু ভক্তিপথে—বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজনপথে—সাধন 'অবাঞ্ছিত ভার' নহে, নরকযন্ত্রণা বা ত্রিতাপক্লেশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য কতকগুলি নিয়মকানুনের সমষ্টি ও বিভীষিকা নহে। মহাপ্রভুর পথে—

সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন খ্যাতি, ভকতি-লক্ষণ অনুসার ॥[২২]

সাধনকালে যে নামসঙ্কীর্ত্তন, তাহাও পরম রসময়—উৎসবময়—

করি হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন[২৩]

সাধনকালে কামক্রোধাদির উদয় হইলেও প্রেমভক্তির সাধক কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি পন্থার সাধকগণের ন্যায় অসহায় বা কোনও কৃত্রিম অধ্যবসায়ের দ্বারা সাধনশ্রমে ব্যস্ত হইয়া পড়েন না। তাঁহার সাধন সর্বক্ষণই রসময়—উৎসবময়।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মাৎসর্য্য-দম্ভসহ, স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে,লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া **গোবিন্দরব**, সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ-সুখ-পাবে, যার হয় একান্ত ভজন ॥[২৪]

উচ্চ 'গোবিন্দ' রব শুনিয়া হৃদয়-গুহায় লুক্কায়িত কামক্রোধাদি হস্তিগণ অনায়াসেই পলায়ন করে। তাঁহার সকল বিপত্তি চলিয়া যায়। তিনি মহানন্দ-সুখে ভাসেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'জয়তি জয়তি **নামানন্দ**রূপং মুরারে বিরমিত-নিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি**দুঃখম্**।'[২৫] মুরারির নামের অনুশীলনে যে আনন্দ

২২ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা; ২৩ ঐ; ২৪ ঐ; ২৫ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৯।

পাওয়া যায়, তাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন, ধ্যান, পূজাদি অনুষ্ঠানের দুঃখ নাই। বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্মসমূহ ভগবানে অর্পিত হইলেও শুদ্ধভক্তি (জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত) হয় না, তাহা ভগবদর্পিত হইলে নির্ব্বাণমোক্ষপ্রদমাত্র হয়, কিন্তু ভগবানকে বশীভূত করিতে পারে না। (শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী ১।২।১৮৬) একমাত্র ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই ভগবানকে তুষ্ট করিতে পারে না—'তস্মাদ্ যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি। ভক্তিরেব পরং তস্য নিদানং তোষণে মতম্।' (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ১০২ ধৃত পাদ্মোত্তর ৭৪ অঃ বাক্য)। অতএব যজ্ঞসমূহ ও দানসমূহের দ্বারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুর প্রসন্নতা হয় না। ভক্তিই তাঁহার তোষণে পরম নিদান।

কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি পথের সাধক অনর্থগ্রস্ত হইয়া অনর্থসমূহকে বর্জ্জন করিবার জন্য নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়াদির উপর নির্ভর করেন, এজন্য তাঁহার নিজের চেষ্টা ব্যতীত আর কোনও সহায়ক বা বান্ধব নাই। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ নিজের চেষ্টায় নিজের ভূত ছাড়াইতে পারে না, সেইরূপ অনর্থগ্রস্ত সাধকও নিজের চেষ্টায় অনর্থ হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। মায়াগ্রস্ত ব্যক্তি মায়ার শরণাগত হইয়াও মায়াকে দূর করিতে পারে না, যেরূপ ভেল্কীর বা ইন্দ্রজালের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে কেহ ইন্দ্রজাল বিদ্যার মায়া ভেদ করিতে পারে না। বরং ভেল্কী বা মায়া আরও পাইয়া বসে। একমাত্র মায়ীর—ইন্দ্রজালিকের শরণাগত হইলেই মায়া ভেদ করা যায়। শুদ্ধভক্তির পথে অনর্থ দূর করিবার জন্য নিজ পৌরুষযুক্ত কোনও সাধন গ্রহণ করা হয় না, একমাত্র 'গোবিন্দ'-নামের আশ্রয় হইতেই সাধকের সকল অনর্থ অনায়াসে আনুষঙ্গিকভাবে বিদূরিত হয় এবং চরম সাধ্য পর্য্যন্ত লাভ হয়। সুতরাং গোবিন্দনামাশ্রয়ীর সাধনও সর্ব্বকালে সুখময়।

ভক্তগণের অযোগ্যতানুভূতি—ভক্তিপোষক

শ্রীভগবানের নিকট ভক্তগণের দৈন্যার্ত্তিজ্ঞাপন বা তাঁহাদের হৃদয়ে যে অযোগ্যতার অনুভূতি তাহাও হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ ভক্তির পোষক বলিয়া আনন্দস্বরূপ। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীকবিরাজ-শ্রীনরোত্তম-প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ মহদ্গণের

প্রেমোত্থ দৈন্যবিজ্ঞপ্তির কথা দূরে থাকুক, সাধক ভক্তগণও যখন শ্রীভগবানের নিকট আর্ত্তির সহিত তদনুসরণে বলেন,—"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন"[২৬] ইত্যাদি কিংবা "পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ, জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।"[২৭] ইত্যাদি অথবা,—"অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি"[২৮] ইত্যাদি, তখন সাধকভক্তহৃদয় এক অপূর্ব করুণরসে আপ্লুত হয়, সঙ্গে সঙ্গেই পরম-করুণের কৃপারসকণিকার সঞ্চার হয়। সমস্ত পাপ, তাপ, অনর্থ হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়, সেই স্থান ভগবানের করুণারসবিধৌত, সুমার্জ্জিত ও শুদ্ধসত্ত্বো-জ্জ্বল হইয়া উঠে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—ভক্তির বিঘ্নে ভক্তগণের নিশ্চয়ই অনুতাপ উপস্থিত হয়। তাহা দ্বারাও শ্রীভগবানের মহতী কৃপার উদ্রেক হয়,—"তেষাং ভক্তিবিঘ্নে হ্যনুতাপঃ স্যাৎ, তেন চ শ্রীভগবতো মহতী কৃপা স্যাদিতি।"[২৯] কিন্তু স্বসাধন-নির্ভরশীল কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী, যোগীর নিজের দুরাত্মতার অনুভবটিই হইতেছে তাঁহাদের দুর্ব্বলতা বা পাতিত্যের নিদর্শন। তাঁহারা মনে করেন, সেই দুর্ব্বলতা বা পাতিত্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার কর্ত্তা, তাঁহাদের স্ব-সাধন-বল। ভগবানের নামের শরণ বা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে গেলে তাঁহাদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর স্তর হইতে ভক্তের স্তরে আসিয়া দৈন্যময়ী শরণাগতিময়ী প্রার্থনা করিতে হইবে। এজন্য বাধ্য হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীকেও ভক্তির সাধনের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা স্ব-কার্য্যসিদ্ধির জন্যই ভক্তির ঐরূপ সাময়িক সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহাদের ঐরূপ হৈতুকী ভক্তির দ্বারা ভগবানের পরম সন্তোষ হয় না বলিয়া তাঁহারা প্রেমলাভে বঞ্চিতই থাকেন।

ভক্তের সমস্ত কৃত্যই ভগবৎসেবানুকূল

সাধক ভক্তেরও সমস্ত কৃত্য—প্রাত্যহিক জীবনে মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনরূপ দেহনির্ব্বাহক ব্যবহারিক কার্য্য হইতে ভগবৎসেবা পর্য্যন্ত সমস্ত কৃত্যই ভগবৎসেবার

---

২৬ ভ র সি ১।২।১৫৪ ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য; ২৭ চৈ চ ১।৫।২০৫; ২৮ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ৩০ পৃষ্ঠা (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সং); ২৯ সং বৈষ্ণবতোষণী ১০।২।৩৩।

আনুকূল্যময় ;এজন্য ঐ সকল দৈহিক কার্য্যের মধ্যেও ভগবৎ-স্মৃতির ও ভগবৎসন্তোষ-মূলক চেষ্টার অভাব হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ দেহের স্বাভাবিক যে সকল ক্রিয়াদির আচরণ করেন, তাহাও ভগবানকে সেবা করিবার জন্যই করেন। এজন্য সেই সকল দৈহিক ক্রিয়াও ভক্তিরই—হরিতোষণেরই অঙ্গবিশেষ।গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—'উৎসর্গান্মলমূত্রাদেশ্চিত্তস্বাস্থ্যং যতো ভবেৎ। অতঃ পায়ুরুপস্থশ্চ তদারাধনসাধনমিতি বিষ্ণুরহস্যোক্তেঃ পায়ূপস্থয়োরপি বৃত্তির্ভক্তিসম্বন্ধেন ভক্তিরিতি বৈধী সাধনভক্তির্লক্ষিতা'।[৩০] শ্রীবিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে, মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনে চিত্তের স্বাস্থ্যলাভ হয় বলিয়া পায়ু ও উপস্থও ভগবদারাধনার সাধন। অতএব পায়ু এবং উপস্থেরও বৃত্তি ভক্তির সম্বন্ধহেতু বৈধী সাধনভক্তি।

অন্যত্র বলিয়াছেন,—'যথা বিষয়িণঃ প্রাতরারভ্য মূত্রপুরীষোৎসর্গ-মুখক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-শ্রবণ-কথনাদি-ব্যাপারাঃ বিষয়সুখভোগার্থমেব। কর্ম্মিভিস্তু দেব-পিত্রাদিপূজার্থমেব ক্রিয়ন্তে, তথৈব ভগবদ্ভক্তেন তে তে ভগবৎসেবার্থমেব কর্ত্তব্যা ইতি তে তেহপি তেষাং ভক্ত্যঙ্গানি ভবেয়ুরিতি'।[৩১]

তাৎপর্য্য, ভাগবতধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান শ্রীনামব্রত সুধী জনগণের দেহাদির স্বাভাবিক ব্যাপারগুলিও অন্যান্য ভগবদ্ধর্ম্মের ন্যায় প্রশংসনীয়। যেরূপ বিষয়ভোগী ব্যক্তিগণ প্রাতঃকাল হইতে মলমূত্রাদি-ত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, লোকজনের সহিত সাক্ষাৎকার, আলাপ-ব্যবহারাদি সমস্ত ব্যাপার বিষয়সুখভোগের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকেন ; কর্ম্মিগণ ঐ সকল কার্য্য দেবপিত্রাদির পূজার জন্যই করেন ; সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ সেই সকল কার্য্য ভগবানের সেবার্থে অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ভক্তগণের ঐ সকল ব্যাপার ভক্তিরই অঙ্গ হয়।

জ্ঞানী, যোগী সমস্ত বিষয়-ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া যখন বেদান্ত অনুশীলন বা নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণাদি করেন, তখনই তাঁহাদের ঐ সকল কৃত্য 'সাধন'-পদবাচ্য হয়, কিন্তু শ্রীহরিনামাশ্রিত ব্যক্তি ভগবানের সুখের জন্য যাহা কিছু করেন, তাঁহাদের

৩০ সারার্থদর্শিনী ৩।২৫।৩৩ ; ৩১ ঐ ১১।২।৩৬।

স্নান, আহার, নিদ্রা, মলমূত্রত্যাগ, পুত্রোৎপাদন, লোকব্যবহার, কথাবার্ত্তা, গমন, ভ্রমণ, বিশ্রাম সমস্তই ভক্তির অঙ্গ হয়। সাধকভক্তগণের সম্বন্ধেই এইরূপ প্রশংসা। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরগণের কথা স্বতন্ত্র। পরিকরগণের সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্য কৃষ্ণপ্রেমের—কৃষ্ণাহ্লাদক-বৃত্তিরই অভিব্যক্তি ও উপকরণ বলিয়া তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণপ্রেমবিলাস বা কৃষ্ণপ্রীতির বৈচিত্রীবিশেষ।

একমাত্র ভক্তের নিকটই ভগবানের ঋণ-স্বীকার

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্ম-তনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥৩২

হে দেব! যাঁহাদের গৃহ, বিত্ত, বন্ধু, প্রিয়া, আত্মা, সন্তান-সন্ততি, প্রাণ, আশয়—'আমার' ও 'আমি' বলিতে যাহা কিছু সমস্তই আপনার সুখের জন্য চির-সমর্পিত, সেই ব্রজবাসিগণকে আপনি কি দান করিবেন, এই ভাবিয়া আমার এবং শিব, চতুঃসন, নারদ, ব্যাসাদি সকলেরই চিত্ত মোহগ্রস্ত হইতেছে। কারণ সর্ব্বফল-রূপ আপনি ব্যতীত তাঁহাদিগকে অন্য কোনও শ্রেষ্ঠতর দেয় বস্তু কোনও দেশে, কালে বা এই বুদ্ধিতে বহু প্রকারে অন্বেষণ করিয়াও আর পাওয়া যাইতেছে না। ("যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি"৩৩)। ব্রজবাসিনী ধাত্রীগণের বেশের অনুকরণ করিয়াই পূতনা পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান বন্ধু-বান্ধবের সহিত আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অতি নিকৃষ্টা পাপিষ্ঠা পূতনাকে যাহা দিয়াছেন, অতি প্রকৃষ্ট পুণ্যাত্ম-শিরোমণিগণকে তাহা হইতে উত্তম কিছু নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। তাহা কোথাও নাই, সুতরাং ব্রজবাসীর ঋণ স্বীকার ব্যতীত আপনার নিষ্কৃতি নাই।

৩২ ভা ১০।১৪।৩৫। ৩৩ পদকর্ত্তা শ্রীজ্ঞানদাস।

রাগের পথ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজনপথ হইতেছে রুচির পথ, অনুরাগের পথ—স্বাভাবিক মমতা ও রসবোধের পথ, ভালবাসার পথ, পরমানন্দের পথ; ভয়-সম্ভ্রম বা বাধ্যতামূলক কৃত্রিম পথ নহে। ভয়ে ভক্তি, সম্ভ্রমে ভক্তি, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব বা মহত্ত্বদর্শনে ভক্তি, কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধিতে যে ভক্তি তাহা হৈতুক, তাহাতে স্বাভাবিকী ও অহৈতুকী প্রীতি অবস্থান করিতে পারে না। দুইটি ছাত্রই বিদ্যালয়ে যায়, একজন মাতা-পিতার শাসন ভয়ে বা বিদ্যা অর্জন না করিলে ভবিষ্যতে জীবিকানির্ব্বাহ বা সম্মানপ্রাপ্তি বা জগতের ভোগসুখ লাভ হইবে না ইত্যাদি হেতুর অনুরোধে, আর একজনের হৃদয়ে বিদ্যার প্রতি এমন একটা স্বাভাবিক নির্হেতুক অদম্য প্রবল অনুরাগ আছে যে তাহার অন্য কোনও হেতুর চিন্তা করিবার অবসর বা অপর কর্ত্তৃক প্ররোচনা দূরে থাকুক, তাহার প্রগতির পথে বাধাবিঘ্নগুলিও অনুরাগের স্বাভাবিক প্রবলতাকে আরও দুর্দ্দমনীয়া বেগবতী করিয়া তোলে। ইহাই হইল প্রাকৃত দৃষ্টান্তে রুচি, অনুরাগ বা প্রীতি। রসানুভব ও মমত্ববোধ ব্যতীত জাগতিক কার্য্যেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, আসক্তি, অনুরাগ ও ভালবাসার উদয় হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত ভজনে এই স্বাভাবিক রসানুভূতির সঞ্চার হয়। মাধুর্য্যানুভবে যে অনুরাগ তাহার বিরোধী ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপস্থিত হইলে 'এই বুঝি পরম-মধুর বস্তু হারাইলাম,' এইরূপ উৎকণ্ঠার উদয় হয় এবং তাহাতে মাধুর্য্যানুভবস্পৃহা আরও প্রবলা বেগবতী হয়। অনুরাগের পথে অতি সত্বর গন্তব্যস্থানে উপনীত হওয়া যায়। যেরূপ বর্ষাকালীন জলপ্লাবনে কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ না থাকিলেও নৌকারোহিগণ অতি শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারেন। কিন্তু স্বভাবতঃ কুটিল নদীর প্রবাহে পতিত হইলে নির্দ্দিষ্ট পথেও বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।[৩৪]

মাধুর্য্যানুভবের চরম অবস্থা ব্রজকান্তাগণের প্রীতিতে অভিব্যক্ত। এমন কি তথায় কোনরূপ সম্বন্ধের প্রসঙ্গও নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুত্র-সখা-ধর্ম্মপত্নী ইত্যাদি সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে প্রীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নহে।

৩৪ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩।১৯।

কেবলমাত্র কৃষ্ণকামেই শ্রীরাধার কাম—সমস্ত অভিলাষ পর্য্যবসিত। শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপা ব্রজসুন্দরীগণের প্রীতি—কামাত্মিকা। কামাত্মিকা প্রীতিতে পতি-পত্নীর সম্বন্ধভাব নাই। রমণ-রমণী-বোধ পর্য্যন্ত নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুখবাঞ্ছারূপ প্রেমবিশেষই এখানে 'কাম' বলিয়া কথিত। এই কামাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী যে ভক্তি তাহা কামানুগা। তাহাতে কামাত্মিকা নিত্যপ্রেষ্ঠা সখীমঞ্জরীগণের আনুগত্যে সেবা-সুখাভিলাষ ব্যতীত নায়িকাত্বাদিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কোনরূপ স্বসুখাভিলাষের গন্ধ বা কষায় নাই। শ্রীগৌরপ্রদত্ত ভজনশৈলীতে পরতত্ত্বের সর্ব্বপ্রকার ভাবের ও রসের একাধারে পূর্ণতম সমাবেশ আছে।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের সাধনা কেবল রসময় ও পরমানন্দময়। জগতে দেখা যায়, যদি কেহ কোন গুণীর রূপ-গুণ-ক্রিয়াদির প্রশংসা বা আলোচনা করেন, তবে সেই গুণী ব্যক্তি প্রসন্ন বা সন্তুষ্ট হয়েন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন না। আর গুণীকে নাম ধরিয়া ডাকিলে, তিনি দূরে থাকিলেও তাঁহার নিন্দা বা প্রশংসা কি করিতেছে বা করিবে তাহা না জানিলেও তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন। স্তবস্তুতির মধ্যে সম্ভ্রমবুদ্ধি ও সেব্যবস্তুতে পরমাত্মীয়-জ্ঞানের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নাম ধরিয়া ডাকটি পরম স্বাভাবিক ও মধুর, তাহাতে কোনওপ্রকার সম্ভ্রম বা সঙ্কোচ-বুদ্ধি নাই। জগতে ধর্ম্মপতিকে ধর্ম্মপত্নীর নাম ধরিয়া ডাকায় নিষেধ আছে, কারণ পতি পূজনীয়। কিন্তু পরকীয়া কান্তা স্বীয় কান্তকে নাম ধরিয়া ডাকে, তাহাতে কোনরূপ সম্ভ্রমবুদ্ধি নাই, এজন্য বিধিনিষেধও নাই, তাহা অনুরাগের ডাক, প্রেমের ডাক। লোকের কথায় পড়িয়া বা কাহারও প্ররোচনায় নহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের তথায় অবসর নাই। গোপীগণ 'কৃষ্ণ' বলিয়াই প্রাণকান্তকে ডাকিয়াছেন। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বল স্বাভাবিক মধুরভজনই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদত্ত সাধ্যপ্রাপ্তির পরম উপায়—

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ **পরম** উপায়॥[৩৫]

---

৩৫ চৈ চ ৩।২০।৮।

মাধুর্য্যপরাকাষ্ঠাবশতঃ সর্ব্বাতিশায়িনী দয়া

দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যের অদ্ভুত দয়ার স্বরূপ শ্রীমৎ স্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি স্তবাত্মক শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥৩৬

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য ! মাধুর্য্যের চরম সীমাবশতঃ সর্ব্বাতিশায়িনী যে তোমার দয়া, তাহা আমাতে বর্ষিত হউক। তোমার দয়া অমন্দোদয়া। 'অমন্দ'—'অত্যন্ত' 'উদয়'—প্রকাশ যাঁহার। 'অত্যন্ত' শব্দের অর্থ সর্ব্বাতিশায়ী। (অতি+অন্ত, সীমা অতিক্রমকারী)। অথবা 'অমন্দ' শব্দের অর্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম বেগবান্, যাহা মন্দ বা ধীরগতিযুক্ত নহে, বিদ্যুদ্গতি বা মনোগতি হইতেও বেগবান), সুপ্রচুর, সুতীব্র ইত্যাদি। 'অমন্দ' শব্দের দ্বারা অনুক্ষণ নিরবচ্ছিন্না তীব্রতমা গতি-শালিনী রাগময়ী ভক্তি ধ্বনিত হইয়াছে। তাহা কিরূপে সীমা অতিক্রমকারিণী বা অনুক্ষণবেগবতী হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া' (এই স্থানে হেত্বর্থে তৃতীয়া বিভক্তি) মাধুর্য্যের মর্য্যাদা (চরমসীমা) রূপ হেতুবশতঃ। তাৎপর্য্য—শ্রীচৈতন্যের দয়া যাবতীয় দয়ার সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, যে-হেতু তাহা মাধুর্য্যের চরমসীমায় অবস্থিত।

পরতত্ত্বের মাধুর্য্যের অন্তর্গতই ঐশ্বর্য্য ও ঔদার্য্য (কারুণ্য)। এই কারুণ্য জীবের দুঃখানুভব-জনিত নহে; তাহা স্বরূপসিদ্ধ, অহৈতুক ও যোগ্যাযোগ্য-বিচাররহিত পরম স্বতন্ত্র—

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥৩৭

---

৩৬ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।১০ (শ্রীপুরীদাস সং) ও চৈ চ ২।১০।১১৯।
৩৭ চৈ চ ২।১৪।১৬।

সেই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা অষ্টপ্রকারে প্রকাশিত। (১) কর্ম্ম, জ্ঞান-যোগাদি সাধনের দ্বারা বহু জন্মে, বহু পরিশ্রমে দুঃখের সাময়িক বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, কিন্তু মাধুর্য্যের অনুভব হয় না। আর ভক্তি-মাত্রের (সাধারণ ভক্তির) দ্বারা যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, তাহাতে কখনও ঐশ্বর্য্যমিশ্র কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যানুভব হইলেও কেবল মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠানুভব হয় না। শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির দয়ার মাধুর্য্যকণস্পর্শমাত্রে হেলায় খেলায়—অতি আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মুলন হয়। শ্রীগৌরহরির কৃপার পথে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা কখনও দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তি-লাভের জন্য বিন্দুমাত্রও শ্রম স্বীকার বা যত্ন করেন না—তাঁহাদের হেলায় ভব-মহা-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখ-বিগলিত নাম-শ্রবণ ও তাঁহার দর্শন-মাত্রেই অনায়াসে ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপন ও ব্রজপ্রেম লাভ হইয়াছে—"বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়। করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥ শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন"।

(২) সেই মাধুর্য্য-সীমায় মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত কৈতব, এমন কি নায়িকাত্বপ্রাপ্তি-বাসনার কষায়াদি বা অভিসন্ধি পর্য্যন্ত নাই, তাহা কেবল প্রেমময়।

(৩) সেই মাধুর্য্য-স্পর্শে অপ্রাকৃত আমোদ, হর্ষ, আনন্দ ও প্রীতি প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যে স্বরূপানন্দলাভ হয়, তাহাতেও আনন্দের প্রকৃষ্ট প্রকাশ নাই, অর্থাৎ তাহা পরম চমৎকারিতা ও বৈচিত্রতাময় স্বরূপশক্ত্যানন্দ নহে। মাধুর্য্যসীমা-বিলসিত শ্রীচৈতন্য-দয়ায় আনন্দ বা প্রীতির প্রকৃষ্ট উন্মীলন হয়।

(৪) সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদায় সমস্ত শাস্ত্রের বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত রসানুভূতিতেই সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয়। কারণ শ্রুতি বলেন—জীব এই রস (আনন্দ) লাভ করিয়া আনন্দী (সুখী) হয়।[৩৮] মাধুর্য্যরসানন্দের চরম সীমা যে দয়ায় প্রকটিত, তথায় সমস্ত শাস্ত্রবিবাদ আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসেই প্রশমিত হয়। তাই প্রত্যক্ষ-দর্শী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

---

৩৮ তৈ ব্রাহ্মণ ২।৭।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥৩৯

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে জড়বিষয়রসে মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ক গ্রাম্যকথা ত্যাগ করিয়াছিলেন; দার্শনিক, নৈয়ায়িক, আলঙ্কারিক প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় চিরন্তনবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ুনিরোধার্থ প্রাণায়ামাদি-সাধন-ক্লেশ, তপস্বিগণ তপস্যা, নির্ভেদ-জ্ঞানানুশীলনকারী সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন প্রেমভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনও রসই ছিল না।

বিদ্যা—ভাগবতাবধি অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্যোপলব্ধিই সর্ব্ববিদ্যার শেষ সীমা। তাই শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—'শ্রীমদ্ভাগবতং নৌমি যস্যৈকস্য প্রসাদতঃ। অজ্ঞাতানপি জানাতি সর্ব্বঃ সর্ব্বাগমানপি'॥ —একমাত্র যাঁহার প্রসাদে অবিজ্ঞাত সমস্ত বেদাদি-শাস্ত্র সকলে জানিতে পাবেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে নমস্কার করি। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ব্ববেদৈকসৎফল।' সর্ব্ব-সিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্ব্বলোকৈকদৃকপ্রদ॥' শ্রীমদ্ভাগবত পরমরসময়—নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে শ্রীমদ্ভাগবত-রসশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়া যে পরমরস ও রসানন্দের মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত শাস্ত্রের বিবাদ প্রশমিত হইবার সংবাদ থাকিলেও মূর্ত্ত আদর্শের অভাব ছিল। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত-রসশাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে সেই ভাগবতরস বিতরণ করিলে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। রসিকগণ সংসার-বিষবৃক্ষের দুইটি মধুর ফলের (কাব্যামৃত-রসাস্বাদন ও সামাজিকের সহিত সঙ্গম) কথা বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগরুড়পুরাণের শ্রীসূতগোস্বামিপাদ-কথিত নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফল শ্রীমদ্ভাগবত-মহাকাব্যের সার্ব্বভৌমমূর্ত্তিরূপে স্বয়ং ও তৎসহচর

৩৯ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১১৩।

শতশত ভক্তিরসপাত্র এই জগতে প্রকটিত করিয়া প্রেমরস বিতরণ করিয়াছেন। 'সংসার-বিষ-বৃক্ষস্য দ্বে ফলেঽমৃতোপমে। কদাচিৎ কেশবে ভক্তিস্তদ্ভক্তৈর্বা সমাগমঃ।'[৪০] সেই কেশবভক্তিবিগ্রহ ও ভক্তিরসিকগণের সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়কারিণী সুমীমাংসার পর আর কোনও শাস্ত্র-বিবাদের অবকাশই থাকিতে পারে না। তবে যে লোকে এখনও বিবাদ করেন—তাহা তাঁহাদের আস্বাদন-শক্তির অযোগ্যতা বা সামর্থ্যাভাব-বশতঃই—বাস্তবিক বিবাদের কোনও হেতু-বশতঃ নহে। শ্রীচৈতন্যের করুণার কণিকামাত্র বরণ করিলে সেই অযোগ্যতা তৎক্ষণাৎ দূর হইতে পারে। বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ শ্রীগৌরবিতরিত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-রসের প্রবল প্লাবনে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাস্ত্র-বিবাদ এবং হৃদয়গুহায় লুক্কায়িত নানাপ্রকার সংশয় ও বিপরীত ভাবনাদি বিধৌত হইয়া যায়।

(৫) সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদা পরমপ্রীতিরসপ্রদায়িনী। শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ বলিয়াছেন,—

প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূর্ব্বং যদেষাং
খর্ব্বা সর্ব্বার্থসারেঽপ্যকৃত নহি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।
গম্ভীরোদারভাবোজ্জ্বলরসমধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ
কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে॥[৪১]

এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও প্রায়ই চৈতন্য ছিল না। যেহেতু ইঁহাদের খর্ব্ব ও কুণ্ঠিত বুদ্ধি-বৃত্তিতে সকল পুরুষার্থসার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেম পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র করুণাবশতঃ জগতে উদিত হওয়ায় গম্ভীর ও পরমরস-চমৎকার-চর্ব্বণাময় ভাবোজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই না প্রবেশ হইয়াছে?

(৬) শ্রীচৈতন্যের মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী দয়া চিত্তে 'উন্মাদ' নামক সঞ্চারী ভাব বিতরণ করে। সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদার প্লাবনে স্নাত আপামরের কি দশা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মহাজন বলিতেছেন,—

হসন্ত্যুচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধ্বোঽপি পরিতো
দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয়গ্রাবঘটিতাঃ

৪০ গরুড়পুরাণ পূর্ব্ব ২৩১।৩৪ (বঙ্গবাসী); ৪১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১২১।

তিরস্কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞা অপি সকলশাস্ত্রজ্ঞসমিতিং
ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুতমহিমসারেঽবতরতি ॥[৪২]

অতি চমৎকারিতাময় মহিমসার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে অহো! কুলবধূগণও (লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া) নামপ্রেমসেবারসে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন, কুবিষয়-পাষাণ-ঘটিত চিত্তও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইতেছে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণও সকলশাস্ত্রবিৎ সমাজকে তিরস্কৃত করিতেছেন।

দেবে চৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্যপাদাব্জসেবে
বিশ্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুরপ্রেমপীযূষবীচীঃ।
কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বধূঃ কো বরাকঃ
সর্ব্বেষামৈকরস্যং কিমপি **হরিপদে ভক্তিভাজাং বভূব** ॥[৪৩]

সুরগণ যাঁহার পাদপদ্মসেবা প্রার্থনা করেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপী সুমধুর প্রেমপীযূষলহরী প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে এই সংসারে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি জড়মতি, কি স্ত্রী, কি মূর্খ, কি নীচ সকলেরই—সকলপ্রকার ভক্তির পাত্রদিগের শ্রীহরিচরণে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় একরসতা লাভ হইয়াছিল।

কেচিদ্দাস্যমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ শ্লাঘ্যং পরে লেভিরে
শ্রীদামাদিপদং ব্রজাম্বুজদৃশাং ভাবঞ্চ ভেজুঃ পরে।
অন্যে ধন্যতমা ধয়ন্তি সুধিয়ো রাধাপদাম্ভোরুহং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া নো কস্য কাঃ সম্পদঃ ?[৪৪]

পূর্ব্বে (ব্রজলীলায়) শ্রীউদ্ধবপ্রমুখ কেহ কেহ দাস্য, অপরে তদপেক্ষা শ্লাঘ্য শ্রীদামাদির সখ্যপদ এবং অপরে কেহ কেহ ব্রজগোপীগণের মধুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা পরোক্ষের ব্যাপার ('অবাপুঃ', 'লেভিরে', 'ভেজুঃ'—এই তিনটি ক্রিয়ায় 'লিট্' লকারের প্রয়োগের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে)। আর

৪২ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১২০; ৪৩ ঐ ১১৭; ৪৪ ঐ ১২৩।

বর্ত্তমানে (শ্রীমৎসরস্বতীপাদের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান) শ্রীগৌরলীলায় ধন্যতম সুধীগণ (কারণ তাঁহারা নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরের ভজনকারী ভা ১১।৫।৩২) শ্রীরাধাপাদপদ্মরস পান করিতেছেন। অতএব কাহার কি সম্পদ্ লাভ না হইয়াছে? সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধার পাদপদ্ম-সেবারস লাভ হইলে আর অন্যসম্পৎসমূহ (দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিও) অবশিষ্ট থাকে না।*

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীবাস-অঙ্গনে গোপীভাবে নৃত্যের প্রসঙ্গে (চৈ ভা ২।২৩।৩২) শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের উপসংহারোক্ত পদ্য উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—'গোপীভাবে অদ্বৈতের মহানন্দ মনে। নীলাচলে এ-বর মাগিলা প্রভু-স্থানে' ॥[৪৫] শ্রীগৌরাবতারে প্রায়শঃ সকল পরিকরে শ্রীরাধার দাস্য বা মঞ্জরীভাব প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৭) এই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা অনুক্ষণ ভক্তিতেই বিনোদ অর্থাৎ প্রীতিপরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে। 'বিনোদ' শব্দে আলিঙ্গন-বিশেষ বুঝায়। এই মাধুর্য্যমর্য্যাদা নিরন্তর ভক্তির তোষণ করে—ভক্তিকে নানা বৈচিত্রীতে ভূষিত ও বিকসিত করে। রসরাজ-মহাভাবের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তও মাধুর্য্য-মর্য্যাদা শব্দে ব্যঞ্জিত হয়। সেই চরম মাধুর্য্যানুভবসীমা প্রেমভক্তির চরম বিলাসরূপে শ্রীচৈতন্যের দয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৮) সেই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা পরমোল্লাসের সহিত বর্ত্তমান অথবা **'মদ'** নামক সঞ্চারি-ভাবের সহিত বর্ত্তমান। 'মদ' সঞ্চারিভাবের উদয়ে গতির স্খলন, বাক্যের স্খলন, অঙ্গের স্খলনাদি প্রকাশিত হয়। প্রেমানন্দের আধিক্যে এই সকল ভাববিকারাদি প্রকাশিত হয়।

দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যের সেই প্রেমবন্যায় সন্তরণ করিবার আশায় ও অভিষিক্ত হইবার লোভে অপরের কি কথা, স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মাদি নিত্য ভগবৎসেবকগণ

---

* এই শ্লোকের পাঠান্তর ও তাৎপর্য্যাদি-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত—'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণিকিরণ-কণিকা' গ্রন্থে ৩৮৭—৩৮৮ পৃষ্ঠা (১ম সং) দ্রষ্টব্য।

৪৫ ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৪৩৯-৩৪৪৮।

এবং ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণ শ্রীগৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে অধিকতর পরম লাভে লাভবান হইয়াছিলেন।

সর্ব্বে শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি
প্রাপ্তা দেবহলায়ুধোঽপি মিলিতো জাতাশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ॥
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি॥৪৬

পূর্ণতম প্রেমরসেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে শ্রীশঙ্কর, শ্রীনারদাদি (**শ্রীঅদ্বৈত**, শ্রীবাসাদিরূপে) এই প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী-দেবীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীবলদেবও (শ্রীনিত্যানন্দরূপে) স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরির সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। যাদবগণও নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; অধিক কি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্রজবাসিগণ, গোপ-গোপীগণও নানারূপে শ্রীগৌরলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিসুমধুরপ্রোজ্জ্বলোদারভাজ-
স্তৎ পাদাব্জদ্বিতয়সবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ।
প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর-মহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীং
স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং হেমগৌরে॥৪৭

গলিতকাঞ্চনদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর পরমচমৎকারী স্বপ্রেমধন জগতে বিতরণ করিলে নিত্যসিদ্ধ ভৃত্যবর্গ, সখাবর্গ এবং অতি সুমধুর উন্নতোজ্জ্বল উদার রসের ভজনাকারী নিত্যসিদ্ধাপ্রেয়সীবর্গ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণকমলযুগলের সমীপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রেম হইতেও অধিকতর মহাপ্রেমপীযূষ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥৪৮

৪৬ চৈ চন্দ্রামৃত ১১৮; ৪৭ ঐ ১১৯; ৪৮ ঐ ১৮।

পূর্ব্বকালে মুনীন্দ্রগণও যে প্রেমভক্তিপথে ভ্রান্ত হইয়াছেন, ধরিত্রীমণ্ডলে কাহারও বুদ্ধি যে উন্নতোজ্জ্বল-রসাশ্রিত ভক্তিমার্গে নিশ্চয়ই প্রবেশ করে নাই, শ্রীশুক-দেবও যে রাগাত্মিক ভক্তিমার্গ সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করেন নাই, পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ কোন-কালেও নিজ ভক্তগণেও যাহা প্রকাশ করেন নাই, শ্রীগৌরভক্তগণ সেই উন্নতোজ্জ্বল রসাত্মক প্রেমভক্তিপথে পরমানন্দে খেলা করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের দয়ার সর্ব্বদেশকালপাত্রে ব্যাপ্তি

'প্রেমরসেশ্বর' দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যের মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী সর্ব্বাতিশায়িনী দয়া সমস্ত কর্ত্তায়, সমস্ত ক্রিয়ায়, সর্ব্ব-স্থান-কাল-পাত্রে, সমস্ত ভুবনে ও করণে, সমস্ত কার্য্যে ও কারণে, সমস্ত সাধনে ও ফলে মহাবন্যার ন্যায় উচ্ছলিত ও সঞ্চারিত হইয়াছে।[৪৯] **মাতৃগর্ভে** অবস্থানকালেও শ্রীশিবানন্দসেনাত্মজ শ্রীপুরীদাসে সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী দয়া সঞ্চারিত হইয়াছে[৫০]। **শিশুকালে** শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনামোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রজরসময় কাব্য-শ্লোকে তাহা তিনি স্ব-মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।[৫১] শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীরামদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীজীবপ্রমুখ শ্রীগৌরভক্তাত্মজগণ**বাল্যকালেই** শ্রীচৈতন্যের মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী দয়ার তরঙ্গে স্নাত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাস-ভ্রাতৃদুহিতা চারিবৎসরবয়স্কা বালিকা শ্রীনারায়ণীর শ্রীগৌরমুখনিঃসৃত কৃষ্ণনামের অনুকীর্ত্তনে প্রেমক্রন্দন ও অদ্ভুত প্রেমবিকার;[৫২] উৎকলের ব্রাহ্মণকুমারের[৫৩] (বিধবা ব্রাহ্মণীর বালক পুত্রের); মহারাজ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের কিশোরবয়স্ক পুত্রের শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নেহপ্রীতি ও আলিঙ্গনাদি-লাভে কৌমার ও **কিশোরকালেই** কৃষ্ণনামপ্রেমে পরম উল্লাস ও আবেশের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৪] **যৌবনে** শ্রীল রঘুনাথদাসাদির ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম ভার্য্যা ও জড়বিলাসপূর্ণ গৃহত্যাগের আদর্শ প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ নামপ্রেমসেবারসে এবং প্রেমরসপ্রাপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে নিজেশ্বরীর সেবামৃতরসে নিমজ্জন; **প্রৌঢ়ে** শ্রীশ্রীসনাতন-

---

৪৯ চৈ চ ১।৭।২৫—২৭; ৫০ ঐ ৩।১২।৪৫—৫০; ৫১ চৈ চ ৩।১৬।৬৭—৭৫, আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ উপসংহার; ৫২ চৈ ভা ২।২।৩২৪; ৫৩ চৈ চ ৩।৩।৭; ৫৪ ঐ ২।১২।৬৪।

রূপ-শ্রীস্বরূপ-শ্রীরামরায়ের গৌরনামপ্রেমরসে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়বৈভবত্যাগ-লীলা, শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গসেবা ও ব্রজরসের আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ; **বার্দ্ধক্যে** শ্রীভবানন্দ রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীকাশী-মিশ্র প্রভৃতির গৌরকৃষ্ণনামপ্রেমসাগরে নিমজ্জন; **নির্য্যাণকালে** নিরন্তর নামরসা-কৃষ্ট শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামোচ্চারণের সহিত নিত্যলীলায় প্রবেশ; **মুমূর্ষু অবস্থায়** বিসূচিকারোগগ্রস্ত মৎসর অমোঘের শ্রীগৌরকৃপায় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জন;[৫৫] **গলিত-কুষ্ঠ রোগী** বাসুদেবের শ্রীগৌর-কৃপায় 'নষ্টকুষ্ঠ-রূপপুষ্ট' ও 'প্রেমভক্তিরসতুষ্ট' হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনামরস আস্বাদন ও নামোপদেশক আচার্য্যত্ব-লাভ;[৫৬] চাপালগোপালের জগৎপাবনত্ব-প্রাপ্তি; **মৃত্যুর পরে** শ্রীবাস-পুত্রের শ্রীগৌরকৃপায় দিব্যজ্ঞানলাভ, সপরিবারে শ্রীবাসের শোকস্পর্শানুভব-রাহিত্য ও গৌরনাম-প্রেম-লীলারসসিন্ধুতে সন্তরণ,[৫৭] **কারাগৃহে** শ্রীহরিদাসের ও শ্রীসনাতনের নামপ্রেম-ভাগবত-রসাস্বাদন; শ্রীভবানন্দপুত্র শ্রীবাণীনাথের রাজদণ্ড-ভোগকালেও নামরসাকৃষ্ট হইয়া নামগ্রহণ-ব্রতপালন;[৫৮] **দুগ্ধপায়ী সদাচারী** ব্রহ্মচারীর, **মদ্যপায়ী** ললিতপুরবাসী **দারী-সন্ন্যাসীর** ও **দুরাচারী** দানীর[৫৯], **মদ্যপ-যবন** রাজার,[৬০] **মহাপাতকের শেষসীমায়** উপনীত জগাই-মাধাই প্রভৃতি পাপীর শ্রীগৌরকৃপায় শ্রীনামপ্রেম-রসাস্বাদন ও গৌরপরিকরত্ব লাভ; শ্রীশ্রীধরের ন্যায় থোড়-কলা-মূলা বিক্রেতা **অর্থহীনের**, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ন্যায় **ভিখারীর**, **খেয়ারি-মাঝির**,[৬১] নবদ্বীপবাসী ও নীলাচলবাসী **দুঃখী কাঙ্গালের** (চৈ ভা ১।১৪।১১, চৈ চ ২।১৪।৪৭-৪৬), অন্যদিকে নীলাচলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ন্যায় **স্বাধীন মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর**, শ্রীল ভবানন্দ রায়-প্রমুখ বিত্তশালীর পরমপ্রেমসম্পত্তি-প্রাপ্তি; শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের দাসী 'দুঃখীর' নামসঙ্কীর্ত্তনরাসনায়ক শ্রীগৌরের

---

৫৫ চৈ চ ২।১৫।২৭৭—২৭৯; ৫৬ ঐ ২।৭।১৪৮;
৫৭ চৈ ভা ২।২৫।২৪—৭৩; ৫৮ চৈ চ ৩।৯।৫৬; ৫৯ চৈ ভা ৩।২।১৮১;
৬০ চৈ চ ২।১৬।১৭৮—২০০; ৬১ ঐ ২।১৬।২০২।

সেবানিষ্ঠা-ফলে চিরসুখী হইয়া স্বরূপ-সিদ্ধসেবা-লাভ ; শ্রীনবদ্বীপের শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাসভবনের **দাসদাসী, কুকুর-বিড়ালের**[৬২] পর্য্যন্ত নামরসাস্বাদন ও প্রেমভক্তি-লাভ ; শ্রীশিবানন্দ সেনের কুকুরের সাক্ষাৎ শ্রীমহামন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীগৌরের শ্রীমুখে 'কৃষ্ণ রাম হরি' নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও প্রভুপ্রদত্ত মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া সিদ্ধদেহে গোলোক-প্রাপ্তি ;[৬৩] কুলীন-গ্রামীর ভক্তগণের সম্পর্কিত কুকুরাদি পশুর এবং সেই গ্রামে **শূকরচারণকারী ডোমের** পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণনামগানে রতি[৬৪] ; ঝারিখণ্ডের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য হস্তী প্রভৃতি **হিংস্রপশুগণের** শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ-হরিনাম-শ্রবণে হিংসা ভুলিয়া মৃগাদি পশুর সহিত মহাপ্রভুর অনুগমন,[৬৫] কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে নৃত্য ও পরস্পর আলিঙ্গন,[৬৬] ময়ূরাদি **পক্ষিগণের** কৃষ্ণনামপ্রেমে নৃত্য, **বনের বৃক্ষ-লতাদি** তথা **স্থাবর-জঙ্গমের** শ্রীগৌরমুখে উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনে প্রেমোদয়;[৬৭] বিধর্ম্মিগণের যথা—শ্রীশ্রীবাসের বস্ত্রসীবনকারী **যবন-দর্জ্জীর** বৈষ্ণবতালাভ ও কৃষ্ণপ্রেমবিকার,[৬৮] হোসেন শাহের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত **পাতসাহের**, চাঁদকাজীর ন্যায় **পরাক্রান্ত প্রদেশপালের**, বিজলী-খাঁর ন্যায় **পাঠানরাজকুমারের**,[৬৯] রামদাসের (শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত নাম) ন্যায় **পাঠান পীরের**, বেদবিরোধী **জিঘাংসু** সশিষ্য **বৌদ্ধাচার্য্যের**,[৭০] বিভিন্ন পাষণ্ডমতবাদিগণের, পুরীর সমুদ্রে মৎস্যধৃক্ 'নুলিয়া' **জালিয়ার**,[৭১] মল্লার দেশস্থ অসৎপ্রকৃতি **ভট্টথারিগণের** জাতি-ধর্ম্ম-দেশ-পাত্র-নির্বিশেষে সকলের শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির সর্ব্বাতিশায়িনী দয়ার প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছিল।

---

৬২ চৈ ভা ২।৮।২১ ;

৬৩ চৈ চ ৩।১।৩২ ; শ্রীশিবানন্দ সেনের কুকুরের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, নারায়ণের ঐশ্বর্য্যধাম-প্রাপ্তি নহে। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে এখানে গোলোক—শ্রীমদ্ভাগবত (২।৭।৩১ ; ১০।২৮।১৫-১৭) ; শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের শ্রীস্তবমালার অন্তর্গত 'নন্দাপহরণম্' স্তবের উপসংহার-শ্লোক ; উপদেশামৃত(৯) শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃত (২।৪।১১০—১১৩), শ্রীব্রজবিলাসস্তব (৫,১১৫) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৬৪ চৈ চ ১।১০।৮৩ ; ৬৫ ঐ ২।১৭।৩৭ ; ৬৬ ঐ ২।১৭।৪২ ; ৬৭ ঐ ৩।৩।৬৮-৭২ ; ৬৮ ঐ ১।১৭।২৩২ ; ৬৯ ঐ ২।১৮।২০৭—২১২ ; ৭০ চৈ চ ২।৯।৪৭—৬২ ; ৭১ ঐ ৩।১৮।৬৬।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর ও শ্রীকাশীশ্বরের ন্যায় **অচিন্ত্য বলবান,** রাজপুত শ্রীকৃষ্ণদাসের ন্যায় অসীম সাহসী **যোদ্ধা** গৌর-কৃষ্ণনাম-প্রেমে প্রেমিক হইয়া বল ও বীর্য্য ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করিয়া শ্রুতি-প্রতিপাদ্য[৭২] প্রকৃত বলের পরিচয় দিয়াছেন। অন্যদিকে শ্রীগৌরগোপালের অলঙ্কার-অপহরণকারী **চোর,**[৭৩] শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার-লুণ্ঠন-কামী **দস্যুসেনাপতি ও দস্যুদল,**[৭৪] শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর গৃহাগত **অতিথিঅভ্যাগত ভিক্ষু-সন্ন্যাসী**[৭৫] ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেমসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীসার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় **ষড়্দর্শনবেত্তা বেদান্তাচার্য্য ও স্মার্ত্তপণ্ডিত**শিরোমণি শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় বেদান্তবিশারদ ও কেবলাদ্বৈতবাদী-**সন্ন্যাসিকুলগুরু** শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বৈষ্ণবপণ্ডিতসার্ব্বভৌম ও **সঙ্গীতকলাচার্য্য,** শ্রীবল্লভ-ভট্টের ন্যায় কনকাভিষিক্ত **দিগ্বিজয়ী আচার্য্য,** শ্রীকেশব কাশ্মীরীর ন্যায় **দিগ্বিজয়ী-মহাপণ্ডিত,** শ্রীতিরুমলয়ভট্ট-শ্রীবেঙ্কটভট্টাদির ন্যায় **শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবকুলতিলক-গণ,** শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীঅনুপম-শ্রীভবানন্দ-শ্রীরামানন্দ-শ্রীসুবুদ্ধিরায়-শ্রীকেশবছত্রীর ন্যায় **রাজামাত্যবর্গ** এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামরায়, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ-গোপালভট্ট-শ্রীজীব, শ্রীসত্য-রাজ খান, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর; শ্রীপর-মানন্দদাস, কবিকর্ণপূর, শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিত, শ্রীমদনন্তাচার্য্য, শ্রীনয়নানন্দ, শ্রীশ্রীমাধব-বাসুদেব-গোবিন্দ ঘোষ, শ্রীরামানন্দ বসু, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যপ্রমুখ শত শত **রসিককবিকুলশিরোমণিগণ** অমরমুখর ভাষায় শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির সর্ব্বাতি-শায়িনী কৃপা ও অনর্পিতচর নাম-প্রেম-রস বিতরণের কীর্ত্তিগাথা গান করিয়াছেন। পরতত্ত্বসীমার জয়গান করিবার জন্য সেই সকল কবিগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অপ্রাকৃত রসকাব্য সমগ্র-সাহিত্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। শ্রীকাশীমিশ্র, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীগোপাল ভট্ট প্রমুখ শত শত **শ্রেষ্ঠ**

---

৭২ মুণ্ডকশ্রুতি ৩।২।৪ ; ৭৩ চৈ ভা ১।৪।১৩২ ; ৭৪ ঐ ৩।৫।৫২৬ ; ৭৫ ঐ ১।১৪।১৩-৩৬ ।

কুলীন ব্রাহ্মণগণ শ্রীগৌরনাম-প্রেমরসসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া 'তৃণাদপি-সুনীচতা'র আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। অপরদিকে **ভুঁইমালী কুলে** আবির্ভূত শ্রীঝড়ু ঠাকুর, **যবনকুলে** অবতীর্ণ শ্রীহরিদাস ঠাকুর, **করণকুলে** আবির্ভূত শ্রীরামানন্দ রায়, **বণিককুলে** প্রকটিত শ্রীউদ্ধারণদত্ত ঠাকুর, রঙ্গবাটী শ্রীচৈতন্যদাস[৭৬] প্রভৃতি মহা-পাত্রগণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী কৃপায় অভিষিক্ত হইয়া নিত্যসিদ্ধ প্রেমিক পার্ষদ-রূপে সম্পূজিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরনাম-প্রেমবন্যায় ভাসিয়া স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণকুলাগ্রণী শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন যবনকুলে অবতীর্ণ শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে, 'কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ'[৭৭] বলিয়া প্রণাম করিতেছেন, তখন দৈন্যমূর্ত্তি শ্রীহরিদাসও 'দূরেঽপসর্পন্ স-সাধ্বসং প্রণমতি'—পাছে ভট্টাচার্য্য পাদস্পর্শ করেন, এই আশঙ্কায় দূরে সরিয়া সভয়ে সার্ব্বভৌমকে প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপের তন্তুবায়, গোয়ালা, শঙ্খবণিক্, গন্ধবণিক্, মালাকার, তাম্বুলী, গণক[৭৮], মোদক, ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, চোর, দস্যু, অতিথি, পড়ূয়া, পাষণ্ডী প্রভৃতি সকলেই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় একমুখ্য-নামপ্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপায় রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিত **বেশ্যা** পর্য্যন্ত তাহার অসদ্‌বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নামরসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; অধিক কি **স্বয়ং মায়াদেবী** নামপ্রেম যাচ্ঞা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীনৎসদাশিব কবিরাজ মহাশয়, তৎপুত্র শ্রীমৎ পুরুষোত্তম ঠাকুর, তৎপুত্র শ্রীনৎকানু ঠাকুর একযোগে তিনপুরুষ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকর ও শ্রীগৌরপরিকর, শ্রীলমুকুন্দ. শ্রীলনরহরি, শ্রীলরঘুনন্দন, শ্রীলতপনমিশ্র, শ্রীলরঘুনাথ ভট্ট, পঞ্চপুত্রসহ শ্রীলরায় ভবানন্দ, তিনপুত্রসহ সেন শ্রীলশিবানন্দ, শ্রীলসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীঅনুপম-শ্রীজীব, শ্রীশ্রীবাসাদি ভ্রাতৃবৃন্দ, কুলীনগ্রামী পরিবার, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি-সহ শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সহিত শ্রীকর্ণপূর, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য-সহ শ্রীরঘুনাথ ইত্যাদি গুরুশিষ্য একযোগে গৌরপ্রেম-সিন্ধুতে সন্তরণ করিয়াছেন।

---

৭৬ চৈ চ ১।১২।৮৫ ; ৭৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ১০।৪ ; ৭৮ চৈ ভা ১।১২।১০৮-১৭৭।

স্বপার্ষদবৃন্দের দ্বারা স্বদয়াবিতরণ

যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর শ্রীহরিদাসের দ্বারা এবং ম্লেচ্ছ-রাজ-দরবারের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামের মহিমাবিস্তার, ভক্তি-সদাচার-প্রবর্ত্তন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসশাস্ত্রপ্রণয়ন এবং **'শূদ্র বিষয়ী গৃহস্থের'** লীলাভিনয়কারী শ্রীরামরায়ের নিকট হইতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিলীল স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমরসতত্ত্ব শ্রবণ করিবার এবং শ্রীমৎপ্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে তাহা শ্রবণ করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপার্ষদ শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের দ্বারা অনাদিবহির্ম্মুখ সমষ্টি-জীবের দুঃখে দুঃখানুভব ও তন্মূলোৎপাটনের চরম আদর্শ; শ্রীরাঘব পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিসেবায় প্রীতি ও নিষ্ঠা; শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দ্বারা সহিষ্ণুতা ও শ্রীনামভজনৈকনিষ্ঠা; শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি সর্ব্বোত্তম জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীবিমণ্ডিত পার্ষদগণের দ্বারা নামাকৃষ্ট-রসিকের স্বতঃসিদ্ধ দৈন্য ও অকিঞ্চনতা; শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশ্রীধর প্রমুখ শ্রীনাম-কীর্ত্তন-রসাবিষ্ট পরিকরের দ্বারা বহির্ম্মুখবাক্যের প্রতি বধিরতা; শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীভবানন্দ রায়, শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান, শ্রীকানাই খুঁটিয়া, শ্রীজগন্নাথ মহান্তি প্রমুখ ধনাঢ্য নিজ-জনের দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় ধনজন নিয়োগের আদর্শ-শিক্ষা প্রচার; নিজপ্রিয় কীর্ত্তনীয়া পার্ষদ ছোট শ্রীহরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলার দ্বারা বিরক্ত সাধকের[৭৯] আচার-শিক্ষাদান; শ্রীদামোদরপণ্ডিতের দ্বারা নিরপেক্ষতা; অব-ধূত-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ রায় প্রমুখ নিজজনের দ্বারা অপ্রাকৃত প্রেমোন্মাদী মহদ্‌গণের অননুকরণীয় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আচারের আদর্শ জ্ঞাপনপূর্ব্বক জীব-শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীরামদাস বিশ্বাস প্রভৃতি মুমুক্ষুর লীলাকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষেও নাম-প্রধান ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রমুখ মহদ্‌গণের দ্বারা অকৈতব ভাগবতধর্ম্মের পরম সৌন্দর্য্য প্রকট করিয়াছেন। শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের চরিতের দ্বারা শ্রীগৌরহরি কর্ম্মকাণ্ডের অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতা এবং একমুখ্য

---

৭৯ চৈ চ ৩।২।১১৭-১১৮ ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৭।

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা, পরম সার্থকতা ও সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্র, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখ নিজ পরিকরগণের দ্বারাও সাধকজীবনের বিবিধ অনর্থ হইতে জীবকে সতর্ক করিয়াছেন। স্বপার্ষদশ্রেষ্ঠ শ্রীসদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে যোগবাশিষ্ঠ-অনুশীলনকারিরূপে (শ্রীসদাশিবের পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ-বিচার কারণ তিনি স্বতন্ত্র মহা বিষ্ণুতত্ত্ব) এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট রুদ্রাংশের দ্বারা বিমুখমোহনলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভক্তি হইতে জ্ঞান বড়' এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে স্বহস্তে প্রহার-লীলা এবং শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর ও মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তরলীলার মধ্যে নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সম্পুটিত রহিয়াছে— 'যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর। বৈষ্ণবাপরাধী মুঞি না দেখোঁ গোচর॥ তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে। সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে'॥[৮০] ইত্যাদি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর উক্তির দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমভক্তির সিদ্ধান্ত-সার প্রচার করিয়াছেন। আবার স্বপার্ষদ শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের দ্বারা ভগবৎপ্রেমের বিরোধী যে সর্ব্বমতসামান্যতা-রূপ অর্ব্বাচীন নির্ব্বিশেষ মতবাদ তাহা কিরূপ ভগবৎসন্তোষ-ব্যাঘাতক, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রভু বলে,—ও বেটা যখন যথা যায়। সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়॥ অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ধায়। নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়'॥[৮১] সকল মতেই "হাঁ জী, হাঁ জী' করিলে লোকপ্রিয়তা ও তদ্‌বিনিময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে একমাত্র ভক্তি-গ্রাহ্য ভগবানকে '(ভক্ত্যা মামভিজানাতি' গীতা ১৮।৫৫, 'ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ' গীতা ১৮।৬৮) সর্ব্বদা যষ্টির দ্বারা প্রহার করা হয়! ভক্তিস্থানে অপরাধ (সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনীর বৃত্তিকে অন্যান্য সাধনের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা-জনিত) হওয়ায় কোন দিন ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ পার্ষদবৃন্দের দ্বারা পরমার্থরাজ্যের সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা-সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল সনাতনের গাত্রে কণ্ডূরসার প্রকাশ এবং

---

৮০ চৈ ভা ২।১৯।১৭৫-১৭৬; ৮১ ঐ ২।১০।১৮৮, ১৯০।

শ্রীসনাতনকে জ্যৈষ্ঠমাসে মধ্যাহ্নকালে অগ্নির ন্যায় তপ্ত সমুদ্র-বালুকাপথে যমেশ্বর-টোটায় স্বীয় ভিক্ষাবশেষ প্রদানার্থ আহ্বান করিয়া এক লীলায় প্রভু বহু শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। 'মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ'।[৮২] 'অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।'[৮৩] এবং 'সেই শুদ্ধভক্ত যে ভজে তোমা লাগি। আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী॥'[৮৪] ইত্যাদি মহতী শিক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের প্রাণদণ্ড হইতে বিনাচেষ্টায় মুক্তি ও মানপ্রাপ্তি, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীবাণীনাথের হরিনামানুশীলনের আদর্শ এবং শ্রীভবানন্দ রায়ের পঞ্চপুত্রসহ শ্রীগৌরপাদপদ্মে সর্ব্বথা শরণাগতি ইত্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যবহার-জগতে পারমার্থিকের আদর্শসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগত জনের ব্যবহারিক বা সাংসারিক জীবনও কৃপারসপ্লাবনে সর্ব্বক্ষণ মধুময় হইয়া থাকে। তাহাতে বহির্ম্মুখ সংসারের উগ্র তাপের লেশও স্পর্শ করিতেপারে না। শ্রীপাদ ভবানন্দ রায়ের গৃহে মহাপ্রভুর এই কৃপাবিবর্ত্ত সংসারসন্তপ্ত জীবের ধ্রুবতারা হউক।

স্বয়ং ভগবানের ভক্তিরসিক নরলীলার স্বরূপ

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পরিকরগণের চরিত্রের মধ্যে ভক্তিরস ব্যতীত মর্কট শুষ্ক বৈরাগ্য, কামিনী-কাঞ্চনে বিদ্বেষমূলক কৃত্রিম ত্যাগ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিসন্ধির উপর নিঃস্বার্থপরতার অবগুণ্ঠন ইত্যাদি কাপট্যের লেশও নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্রীয় সন্ন্যাসের নিয়মসমূহ প্রতিপালন-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের চন্দনাদি তৈল বা তৎপ্রদত্ত সামান্য শয্যাও স্বীকার করেন নাই, "পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোরে যেই পাইবে। 'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে"॥[৮৫] ইত্যাদি বাক্যচ্ছলে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছেন। গম্ভীরার যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভু শয়ন করিতেন, তাহাতে 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু'র প্রসারিতভাবে বিশ্রাম-স্থানেরও অভাব ছিল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে সর্ব্বদা উন্মাদী। তাঁহারই ভাবায় বলা যায়—'চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে। তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার, স্থানাস্থান না কর

৮২ চৈ চ ৩।৪।১৩০ ; ৮৩ ঐ ৩।৪।১৯১ ; ঐ ৮৪ ঐ ৩।৯।৭৫ ; ৮৫ ঐ ৩।১২।১১৪।

বিচারে ॥ দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার, তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার। বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে, গোপীগণে নেহ তার পার' ॥[৮৬] 'এইমাত মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে। উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে॥ প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে (শ্রীজগদানন্দে) পাঠান নদীয়াতে। বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥ * * গোপলীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে। মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে॥ জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে। মাতারে পৃথক্ পাঠান, আর ভক্তগণে॥ **মাতৃভক্তগণের** প্রভু হন **শিরোমণি**। সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥'[৮৭]

শুদ্ধভক্ত-গৃহস্থের সদাচার শিক্ষা-দান

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থলীলায় বৈষ্ণবসেবা, সন্ন্যাসী-ভিক্ষু, অতিথি-অভ্যাগত-সেবা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও গুরুবর্গের পূজাদি এবং পিতৃ-পুরুষগণের প্রতি সম্মান ও তদুচিত সদাচার প্রদর্শনলীলার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ বৎসল-রস-রসিক শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়ায় গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধলীলা করেন।

কেহ কেহ বলেন, পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ড, তাহা শুদ্ধভক্তগণের পরিত্যাজ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ হইতে জানা যায়, মহাভাগবতবর শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক শ্রীগৌরহরি ঐরূপ পিতৃশ্রাদ্ধলীলা করিয়াছিলেন। 'তবে প্রভু তান (শ্রীঈশ্বরপুরীর) স্থানে **অনুমতি** লৈয়া। তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥ ফল্গু-তীর্থে করি বালুকার পিণ্ডদান। তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেত-গয়া-স্থান॥ প্রেত-গয়া শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন। দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥'[৮৮] শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও গয়ায় শ্রাদ্ধলীলা করিয়াছিলেন বলিয়া তত্তৎস্থান 'যুধিষ্ঠির-গয়া', 'ভীম-গয়া' ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীক্রমসন্দর্ভে বৈষ্ণবের পক্ষে একাদশীতে শ্রাদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রাদ্ধমাত্রই নিষিদ্ধ, এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই। "সাত্রোপবাসানর্হা গ্রাহ্যা,—**বৈষ্ণবানাং** তত্র শ্রাদ্ধ-নিষেধাৎ; তথা হি ব্রহ্মযামলে—

---

৮৬ চৈ চ ২।১৩।১৪০, ১৪২; ৮৭ ঐ ৩।১৯।৩,৫, ১২-১৪; ৮৮ চৈ ভা ১।১২।১৩৩ পৃষ্ঠা (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং)।

'শ্রাদ্ধৈঞ্চকাদশী-দিনে' ইতি দীক্ষা-সঙ্কল্প-নিষেধঃ ; * * পাদ্মোত্তরখণ্ডে— 'একাদশ্যাং তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহিন। **দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং** নোপবাসদিনে ক্বচিৎ ॥"[৮৯] শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও শ্রীগোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামিপাদ '**বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি**'-প্রকরণে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে ভগবানে অন্ন প্রদানপূর্ব্বক সেই প্রসাদান্নের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবার বিধি ভগবদ্ভক্তকে প্রদান করিয়াছেন। 'প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ। **তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ**' ॥[৯০] টীকা—'তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনৈব, যতো **ভাগবতঃ ভগবদ্ভক্তঃ** ॥ * * * **ভগবদর্পিতান্নাদিনৈব শ্রাদ্ধবিধানং** সাধয়তি' ॥[৯১] পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিপাদ অনিবেদিত অন্নের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ভক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপাররূপে প্রতিপাদন করিয়া বিষ্ণু-নিবেদিত অন্নের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধের বিধান বৈষ্ণব সদাচার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৯২] শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্'[৯৩] শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,— 'তেন লোকসংগ্রহার্থমশ্রদ্ধয়াপি পিত্রাদিশ্রাদ্ধং কুর্ব্বতাং মহানুভবানাং শুদ্ধভক্তৌ নাব্যাপ্তিঃ।' লোককে সদাচারে প্রবর্ত্তিত রাখিবার জন্য অনাসক্তির সহিত পিত্রাদির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারী মহানুভবগণের শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত হয় না। "অতএবাম্বরীষাদীনাং শুদ্ধয়া ভগবদ্ভক্ত্যৈব যাপিতাষ্টযামানামপি পিতৃপৈতামহ-সদাচারপরম্পরা-প্রাপ্তযজ্ঞাদি-কর্ম্মাচরণং প্রতিনিধিদ্বারৈব শ্রূয়তে। অর্ব্বাচীনানামপি প্রাচ্যাদিদেশবর্ত্তিনাং সুপ্রতিষ্ঠানাংগৃহস্থ-মহাভাগবতানাং বিবাহোপনয়নাদাবপি প্রতিনিধিদ্বারৈব কর্ম্মকরণং দৃশ্যতে চ। অতএব * * * প্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্মকরণমপি শুদ্ধসত্ত্বভক্তানাং ন দূষণম্।"[৯৪]—অতএব অম্বরীষাদি মহদ্গণ যাঁহারা একমাত্র শুদ্ধভগবদ্ভক্তিতেই অষ্টকাল যাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত সদাচার-পরম্পরা-প্রাপ্ত যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রতিনিধির দ্বারাই করাইয়াছেন, শুনা যায়। আধুনিক কালের পূর্ব্বাদিদেশবর্ত্তী প্রতিষ্ঠাশালী গৃহস্থ মহাভাগবতগণ বিবাহ-

---

৮৯ শ্রীক্রমসন্দর্ভ ৭।১৪।২৩ ; ৯০ হ ভ বি ৯।২৯৪ ; ৯১ ঐ ৯।২৯৫ সহ টীকা ; ৯২ ভাবার্থ-দীপিকা ১১।১১।৩২,৪০ দ্রষ্টব্য ; ৯৩ ভ র সি ১।১।১১ ; ৯৪ সারার্থদর্শিনী ৫।৭।৬।

উপনয়নাদি কার্য্য প্রতিনিধির দ্বারাই করাইয়া থাকেন, দেখা যায়। অতএব প্রতিনিধির দ্বারা কর্ম্মকরণও শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণের পক্ষে দূষণীয় নহে। শ্রীগরুড়পুরাণে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্ববেদপারগ শ্রোত্রিয়বেদার্থবিৎ বিষ্ণুভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধ-দেবতারূপে বরণ করিবার কথা বলিয়াছেন। অবৈষ্ণব কখনও শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।[৯৫] এজন্যই আচার্য্য-শিরোমণি স্বয়ং সদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়াছিলেন। অতএব গৃহস্থলীলায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়েই বৈষ্ণব-গৃহস্থের পিতৃশ্রাদ্ধাদি সদাচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরিকরসহ হাস্যপরিহাস-লীলায় ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার

রসময়স্বরূপ স্বয়ং, শ্রীগৌরহরি কি বাল্যলীলাকালে, কি কিশোরকালে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে তাঁহার রসিকগোষ্ঠী পরিকরগণকে লইয়া ভক্তি-রসেরই প্রবাহ তাঁহার লীলাকদম্বের মধ্যে প্রবাহিত করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত প্রমুখ পরম গম্ভীর পরম প্রবীণ বৈষ্ণববৃন্দের সহিত শ্রীনবদ্বীপে শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-ভবনে মহাপ্রভু গৌড়ীয় রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন ও তাহাতে ভক্তবৃন্দের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। স্বয়ং বহু পড়ুয়ার অধ্যাপক হইয়াও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগের বাক্য ও উচ্চারণাদির অনুকরণ করিয়া হাস্যপরিহাস করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর সহিত সর্ব্বক্ষণ হাস্যপরিহাস, নীলাচলে ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে শ্রীঅদ্বৈতচার্য্য-শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি বৃদ্ধ ও পরমবিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের সহিত বালকের ন্যায় জলক্রীড়া, শ্রীঅদ্বৈতকে শেষশয্যারূপে পরিণত করিয়া তদুপরি স্বয়ং শয়ন ও শেষশায়ী-লীলা প্রকটন, নন্দমহোৎসবোপলক্ষে অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরাইয়া পূর্ব্বলীলার স্বীয় গোপত্বের প্রমাণ প্রকটন করিয়া সকলের চিত্তের চমৎকারিতা-বিধান, শ্রীরঙ্গমে শ্রীবৈষ্ণবগণের সহিত হাস্যপরিহাসছলে ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্যরসের উৎকর্ষ স্থাপন ইত্যাদি ভক্তিরসময় রহস্যের মাধ্যমে যেমন পরিকরগণের সহিত লীলা করিয়াছেন,

৯৫ শ্রীগরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৯৯।৩-৭, ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসী সং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

তেমনই সমগ্র জগতেও প্রেমভক্তিরহস্য সঞ্চার করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় ও ধর্ম্মে যেরূপ কেবল অপ্রাকৃত রসানন্দের সাগরে সর্ব্বক্ষণ নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করিতে করিতে পরমপুরুষার্থ-শিরোমণি-লাভের প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রকাশিত, এরূপ বিশ্বের কোনও ধর্ম্মে নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের সহিতও যথোচিত ভক্তিরসময় ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পতি-পত্নীর স্বাভাবিক ব্যবহার ও রসিকতার কোন অভাব বা কোনওরূপ লোকপ্রদর্শক পত্নীসঙ্গবিরতি ইত্যাদি মুমুক্ষু সাধকোচিত ক্রিয়াকলাপ ছিল না। স্বয়ং ভগবান দূরে থাকুন, তৎ সম নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণের পত্নী-সম্ভাষণাদিও প্রাকৃত ব্যাপার নহে, ইহা সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে শ্রীশিবানন্দসেনের প্রকৃতির দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশিবানন্দের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিন জন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদপুত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নীলাচলাগত শ্রীশিবানন্দ-সহধর্ম্মিণীর গর্ভস্থ শিশুর নাম—'পুরীদাস' রাখিয়াছিলেন।[৯৬] স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, শ্রীশচীদেবী-কর্ত্তৃক শ্রীবিশ্বম্ভরের নিকট শ্রীনিমাইর ও শ্রীনিতাইর তত্ত্বব্যঞ্জক একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত কথিত হইলে, তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু জননীর প্রতি গৃহের জাগ্রত শ্রীবিগ্রহের মহিমা বর্ণনচ্ছলে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্বন্ধে রসময় ও রহস্যময় উক্তি করেন। 'মুঞি দেখোঁ বারেবার নৈবেদ্যের সাজে। আধাআধি না থাকে, না কহি কারে লাজে॥ তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল। আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল'॥[৯৭] ইহাতে যেমন শ্রীবিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক সহধর্ম্মিণীর প্রতি পরম রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব্ব রসগাম্ভীর্য্যানুভূতিরূপ সহৃদয়তাও প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাম লইয়া ভক্তিরসময়ী ব্যাখ্যা ইত্যাদি যেরূপ ভক্তিরসময় পরিহাস, তদ্রূপ সমস্ত বেদবেদান্তের সার নির্য্যাস।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, দেব! যদিও শান্তিপুরে বাস শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে

৯৬ চৈ চ ৩।১২।৪৬-৪৯ ; ৯৭ চৈ ভা মধ্যখণ্ড ৮ম অধ্যায় ২০৬-২০৭ পৃষ্ঠা শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং।

উপযোগী, তথাপি নবধা ভক্তির দ্বীপ নবদ্বীপে আপনার আবির্ভাবাবধি নবদ্বীপে বাসের প্রতিই শ্রীআচার্য্য পক্ষপাতী। এজন্য সর্ব্বব্যাপক নিত্যানন্দও এখানে আছেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত বলেন, অতএব এই স্থানেই 'শ্রীবাস।' ইহা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন, 'শ্রী' (লক্ষ্মীদেবী) ত' অন্তর্হিতা হইয়াছেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, 'শ্রী' হইতেছেন বিষ্ণুভক্তি, সেই বিষ্ণুভক্তি তোমাদের ন্যায় সাধুগণে নিত্যই অবস্থান করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, ইদানীং তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া ('ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া')। তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, সত্যই বটে। জ্ঞানাদি অনেক পদ্ধতি থাকিলেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিয়া। ইহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, এজন্য ভগবানও তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন।[৯৮] এই হাস্যপরিহাসময় উক্তির মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপের স্বরূপ, শ্রীধাম-বাসের সার্থকতা, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর স্বরূপ, শ্রীমদ্ভক্তির বিজ্ঞান ইত্যাদি ভক্তিরহস্যসমূহ প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর ও তৎপরিকরগণকর্ত্তৃক শাস্ত্রগবেষণার স্বরূপ

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণ কেবলমাত্র ভগবান ও ভক্ততোষণের জন্যই লুপ্তশাস্ত্র উদ্ধার এবং বৃক্ষতলবাসী হইয়াও শাস্ত্রগবেষণার আদর্শ ও পরম উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে জানা যায় তিনি যখন মাথুরায় পদার্পণ করেন, তখন এক শ্রীরামোপাসক বিপ্র 'রাবণ-কর্ত্তৃক শ্রীরামপ্রেয়সী সীতা হৃত হইয়াছেন' এই ভাবনায় উপবাসী ও দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আশ্বাস দিয়া বলেন, রাবণ মায়া-সীতাকেই হরণ করিয়াছে, ঈশ্বরপ্রেয়সী চিদানন্দমূর্ত্তি সীতাকে দেখিবারও রাবণের শক্তি নাই। ইহার পর যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু রামেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন বিপ্রসভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠকালে নিজ-কথিত সিদ্ধান্তেরই সমর্থক শ্লোক শ্রবণ করিতে পাইয়া সেই প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পত্রটি চাহিয়া লইয়া আসিলেন—'নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল। প্রতীতি লাগি

৯৮ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ২।২৪।

পুরাতন পত্র মাগি নিল'॥[৯৯] এবং তাহা সেই রামদাসকে দেখাইয়া আনন্দিত করিলেন। এস্থানে নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীবিজয় আঁখরিয়ার সৌভাগ্য আলোচ্য। *

শ্রীমন্মহাপ্রভু পয়স্বিনী নদীতীরে আদিকেশবের মন্দির হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' পঞ্চম অধ্যায় পুঁথি আবিষ্কার করিয়া বহু যত্নে সেই পুঁথি লেখাইয়া লইলেন।[১০০] কৃষ্ণবেণ্বাতীরে আসিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাও মহাযত্নে লইয়া আসিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন। "প্রভু কহে,—তুমি যে 'প্রেম-সিদ্ধান্ত' কহিলে। এই দুই পুস্তকে সেই রসের সাক্ষী দিলে॥' রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাঞা। প্রভু-সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া" ॥[১০১] ক্রমে সকল ভক্ত এই দুই ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসসিদ্ধান্ত গ্রন্থ নকল করিয়া লইলেন। শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীগোপালভট্ট-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ এইরূপ ভগবান ও ভক্ত-বিনোদনের জন্যই লুপ্তশাস্ত্রোদ্ধার ও শাস্ত্রগবেষণার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সকল গ্রন্থরাজি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের একান্ত ভজনশীলগণের জন্যই রচিত, অন্যাভিলাষীর পক্ষে সেই গ্রন্থ দর্শন নিষিদ্ধ। এজন্য শ্রীজীবপাদ শপথ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা এই শপথ অমান্য করিয়া অন্যাভিলাষের বশে এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করেন, তাঁহারা জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা বঞ্চিত হয়েন, মুখ্যফল (শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেম) লাভ করিতে পারেন না। 'যঃ শ্রীকৃষ্ণ-পদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্। তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ' ॥[১০২]

সাক্ষাৎ বৃহস্পতির অবতার এবং ষড়্দর্শনের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'তত্তেঽনুকম্পাং' ইত্যাদি শ্লোকের 'মুক্তিপদ' স্থানে 'ভক্তিপদ' পাঠ গ্রহণ করিবার ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যাসের পাঠ পরিবর্ত্তন না করিয়াই ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের শব্দ পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিতেরও নাই। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন।

---

৯৯ চৈ চ ২।৯।২০৮ ; * চৈ ভা ২।২৬।৩৭-৫৫ ; ১০০ চৈ চ ২।৯।২৩৪-২৪১ ; ১০১ ঐ ২।৯।৩২৪-৩২৫ ; ১০২ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ উপক্রম।

শ্রীগৌরপরিকরগণের পরমদৈন্যময়ী কৃতজ্ঞতা

শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রত্যেকের লেখার মধ্যে স্ব-সম্প্রদায় ও অন্যসম্প্রদায়ের শাস্ত্রাচার্য্যগণের প্রতি অকপট দৈন্যময় সম্মান প্রদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তির সিদ্ধান্ত ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যরাজি সম্পূর্ণ মৌলিকতার সহিত অভিনব ভাবে প্রকাশ করিয়াও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ পুনঃ পুনঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উচ্ছিষ্টভোজী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদও শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে সম্পূর্ণ মৌলিক ভক্তিরসসিদ্ধান্তসমূহ আবিষ্কার করিয়াও আপনাকে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের উচ্ছিষ্টপ্রসাদে পুষ্ট ও আশ্রিত বলিয়া শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে গোপীগীত (১০।৩১), শ্রুতিস্তুতি-ব্যাখ্যা (১০।৮৭) ইত্যাদির মঙ্গলাচরণে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের সিদ্ধান্তের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও শ্রীলোচন দাস 'শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে। জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে' ॥—ইহা ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

প্রেমিক ভাগবতগণের ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি কটূক্তি

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি বা বৈষ্ণবাপরাধীর প্রতি গালিপ্রতিম উক্তি দেখিয়া কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসে বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের অভাব ইত্যাদি আরোপ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উত্তম ও মধ্যম মহাভাগবতের যে মানসচিহ্ন উক্ত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে[১০৩] বলিয়াছেন যে, মহাপ্রেমিক পরম ভাগবতগণও যখন পরমেশ্বরে, তাঁহার ভক্তে, অজ্ঞ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিতে যথাক্রমে প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষারূপ ভাব প্রকাশ করেন, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষপ্রতিম ভাব দেখা যায়। ইহা তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেমেরই একটি অনুভাব। তাই মহাভাগবতবর মহাপ্রেমিক শ্রীশুকদেব ভক্তাপরাধী (শ্রীদেবকীর প্রতি অপরাধী) কংসকে 'ভোজবংশের কলঙ্ক' বলিয়া গালি দিয়াছেন।[১০৪] মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় পরম ভাগবত সার্ব্বভৌম

১০৩ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮৯ অনু দ্রষ্টব্য; ১০৪ ভা ১০।১।৩৫।

সম্রাটকেও বিরাট ধর্ম্মসভার মধ্যে লোকশিক্ষার নিমিত্ত **'পশুবুদ্ধিমিমাং** জহি' (ভা ১২।৫।২)—মৃত্যুচিন্তারূপ পশুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। মহাভাগবত শ্রীশৌনক 'যাহাদের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণকথা প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহারা বিষ্ঠাভোজী কুকুর, গ্রাম্য শূকর, কণ্টকভোজী উষ্ট্র ও ভারবাহী গর্দ্দভতুল্য স্তাবকগণের দ্বারা স্তুত অর্থাৎ তাহাদেরই বহুমানিত মহাপশুবিশেষ' বলিয়া গালি দিয়াছেন—'শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ **পশুঃ**।' মহাপ্রেমিক শ্রীপ্রহ্লাদ বহির্ম্মুখ গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের প্রতি অতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।[১০৫]

স্বয়ং মহাপ্রভুর আচরণ

'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক যিনি, যাঁহাতে মহাপ্রেমিকের পরম আদর্শ সর্ব্বক্ষণ মূর্ত্ত হইয়া দেদীপ্যমান, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীবাসের চরণে অপরাধী, পরম তপস্বী, 'ভাগবতে মহা অধ্যাপক' বলিয়া বিখ্যাত শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, 'সে অধম কিছুই না জানে॥ নিরবধি ভক্তিহীন এ **বেটা** বাখানে। আজি **পুঁথি চিরিব,** দেখহ বিদ্যমানে॥'[১০৬]—এই বলিয়া মহাপ্রভু ভাগবত পুঁথি ছিঁড়িবার জন্য ক্রোধাবেশে ধাবিত হইলে ভক্তগণ কোনও প্রকারে ধরিয়া রাখেন।

অপরাধ করিয়াছেন দেবানন্দ পণ্ডিত, অথচ যে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপ্রভুর প্রাণসর্ব্বস্ব 'গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার', যে শ্রীমদ্ভাগবতকে তিনি বাল্যলীলায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, 'প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়' ইহা তাঁহারই বাণী, সেই ভাগবত ত' আর অপরাধী নহেন! মহাপ্রভু কেন সেই শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি ছিঁড়িতে যান? 'মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে। যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥'[১০৭] ইহা জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভুর ঐরূপ ক্রোধবিবর্ত্ত। বস্তুতঃ ইহা একাধারে ভক্তপ্রীতি, ভাগবতপ্রীতি ও জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরম আদর্শ। মহাপ্রেমিকগণের আপাতপ্রতিম ক্রোধ ভগবৎপ্রেমেরই বিলাসবিশেষ। মহাপ্রভু

---

১০৫ ভা ২।৩।১৯ ও ৭।৫।৩০; ১০৬ চৈ ভা ২।২১।২০-২১; ১০৭ ঐ ২।২১।১৮।

যখন 'কাশীতে পড়ায় **বেটা** প্রকাশ-আনন্দ'[১০৮] ইত্যাদি বলিয়া কাশীর অদ্বৈতবাদি-সন্ন্যাসিগণের বহু সম্মানিত গুরুকে গালি দিয়াছিলেন বা স্বহস্তে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে কিলাইয়াছিলেন, অথবা নীলাচলে বিজয়াদশমী তিথিতে লঙ্কা-বিজয়ের দিনে শ্রীহনুমদাবেশে লঙ্কা-ধ্বংস এবং 'কাহাঁ রে রাবণা ! প্রভু কহে ক্রোধাবেশে । জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥'[১০৯] ইত্যাদি রূপে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভুর প্রেমের পরিপাকোত্থ দৈন্যের অভাব হয় নাই, প্রেমের পরাকাষ্ঠাই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা 'হনুমান-আবেশে' পদের দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে। মহাপ্রেমিক শ্রীহনুমৎকর্ত্তৃক লঙ্কা দগ্ধকরণ বা রাবণের প্রতি ক্রোধ, যেরূপ প্রেমেরই বিচিত্র বিলাস, সেইরূপ ভাগবতোত্তমগণের বিদ্বেষিগণের প্রতি গালিবর্ষণাদিও ভগবৎপ্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ। শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম সর্ব্বজীবৈক-প্রভু শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশী। সেই পরমপ্রভুকে জীব না মানিলে তাহাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য। জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দৈকজীবন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে' কিম্বা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'সে (নিতাইর) সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই **পশু** বড় দুরাচার'। —ইত্যাদি উক্তি প্রগাঢ় ভগবৎপ্রেমেরই অনুভাব। যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ 'পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ' ইত্যাদিরূপে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আবার কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছেন, 'যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ', 'হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন। সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন' ॥ (চৈ চ ১।৬।৮৩, ১।৮।১২) মহাপ্রেমিক পরিকরগণের এই সকল উক্তি ভগবৎপ্রেমেরই পরিপাকোত্থ অনুভাব-বিশেষ। তাই নীলাচলে রাজপাত্র শ্রীহরিচন্দন শ্রীজগন্নাথ-শ্রীরথাগ্রে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনকারী শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে চাপড় খাইয়া ক্রোধে যখন কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীপ্রতাপরুদ্র নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভাগ্যবান তুমি— ইহার হস্তস্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্যে নাহি,—

১০৮ চৈ ভা ২।৩।৩৭ ; ১০৯ চৈ চ ২।১৫।৩৪।

তুমি কৃতার্থ হৈলা' ॥[১১০] শ্রীশিবানন্দ সেনের মত গোষ্ঠীপতি, ধনাঢ্য, শ্রীগৌরপরিকর, সর্ব্ববৈষ্ণবসেবক মহদ্ ব্যক্তিও প্রেমাবধূত শ্রীনিত্যানন্দের অভিশাপ '**তিন পুত্র মরুক শিবার**' এবং পদপ্রহার ('উঠি তাঁরে **লাথি** মাইল প্রভু নিত্যানন্দ') সানন্দে পরম-কৃপা বলিয়া মস্তকে বরণ করিয়াছিলেন। (চৈ চ ৩।১২।১৯-২৫)। 'মার খাইয়া প্রেমযাচক ঠাকুরের' এইরূপ আচরণ কেন ? পরিকর ও তচ্চরণানুচর প্রেমাবিষ্ট মহদ্‌গণের প্রত্যেক আচার, প্রত্যেক বিচার, প্রত্যেক ব্যবহারই প্রেমের অদ্ভুত বিলাস।

শ্রীষড়্‌গোস্বামী ও শ্রীমৎকবিকর্ণপূর

কেহ মনে করেন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় শ্রীকবিকর্ণপূর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সমস্ত বিভাগের গ্রন্থ রচনা করিলেও এবং তিনি সাক্ষাৎ শ্রীগৌর-পরিকর হইলেও ষড়্ গোস্বামীর ন্যায় আচার্য্যের স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, বা সপ্তম গোস্বামিরূপে গণিত হয়েন নাই—ইহার কারণ বৃন্দাবনীয় গোস্বামিগণের মত হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গকে উপায়রূপে এবং শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীনরহরি সরকার প্রমুখ গৌড়বাসিগণের মত হইতেছে উপেয়রূপে ভজন।

এই অনুমান কতটা প্রকৃত তথ্যসহ, তাহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার ছয় শিক্ষাগুরুরূপে শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি ষড়্-গোস্বামীকে নির্ণয় করিয়াছেন।[১১১] তদনুসরণেই শ্রীগোপাল ভট্টের মন্ত্রশিষ্য ও শ্রীজীবের শিক্ষাশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর স্তবে এবং শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের বান্ধব শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর[১১২] দীক্ষাশিষ্য ও শ্রীজীবের শিক্ষাশিষ্য শ্রীনরোত্তমের 'প্রার্থনা' প্রভৃতিতে ছয় গোস্বামীর নাম দৃষ্ট হয়। গোস্বামিপাদগণের অপ্রকটের পর তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্রীনিবাস শ্রীরূপানুগ-ধারায় ভজনপদ্ধতি প্রচার করেন। এজন্য ষড়্ গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ সর্ব্ববিভাগের গ্রন্থ রচনা না করিলেও এবং যতদূর জানা

১১০ চৈ চ ২।১৩।৯৭ ;
১১১ চৈ চ ১।১।৩৬-৩৭ ; ১১২ শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য।

যায়, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদ কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনা না করিলেও ব্রজভাবের ভজনপদ্ধতিতে তাঁহাদের বিশেষ দান আছে, শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে 'রঘুনাথভট্টবরজ' ইত্যাদি পদ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ ও শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের মহিমা ও মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (এই গ্রন্থের ৬৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভু ভক্তিরস বিতরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও লিখিয়াছেন—'অদ্যাপিহ দুই-ভাই—রূপ-সনাতন। চৈতন্য-কৃপায় হৈলা বিখ্যাত ভুবন'॥[১১৩] শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্যবর শ্রীলোচন দাস ঠাকুরও শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরূপ সনাতনে শক্তিসঞ্চার এবং তাঁহাদের গোস্বামিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—'রূপসনাতন-**গোসাঞি** প্রভুরে মিলিলা। অনুগ্রহ করি তাঁরে **শক্তি সঞ্চারিলা**'॥[১১৪]

'গো-স্বামী' শব্দটি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার কায়ব্যূহ তত্তুল্যশক্তিশালী ব্রজপরিকরগণে প্রযুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ—গোপাল, গো-গণের প্রভু। শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গৌরজন সমযূথের ব্রজ-পরিকর বলিয়া তাঁহারা একত্র 'ছয় গোস্বামী'নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেইরূপে গৌরলীলার অন্যান্য ব্রজপরিকরগণও 'গোস্বামী'।

'দবির খাস' ও 'সাকর মল্লিক'

কেহ কেহ 'দবিরখাস' ও 'সাকর মল্লিক' শব্দদ্বয়কে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের পূর্ব্ব নাম এবং তাপাদি পঞ্চসংস্কারের অন্তর্গত তৃতীয় সংস্কাররূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক উক্ত 'রূপসনাতন' নাম প্রদত্ত হইয়াছিল, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ 'দবির খাস' ও 'সাকর মল্লিক' রূপ-সনাতনের পূর্ব্ব যাবনিক নাম নহে। ইহা তদানীন্তন রাজদরবারী ভাষায় রাজপাত্রের নৈপুণ্যজ্ঞাপক বিশেষণ বা পদবী। [ফা০ দবীর (মুন্সী Secretary)-ই-(আ০) খাস (নিজস্ব Private)] বি, খাস-মুন্সী

১১৩ চৈ ভা ৩।৯।২৭৪ ; ১১৪ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শেষখণ্ড ১৬৯ পৃষ্ঠা (বঙ্গবাসী-সং)।

Private Secretary.[১১৫] শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—রাজ-ব্যবহার-কোষে উক্ত হইয়াছে—'যুক্ত্যভিজ্ঞো দবীরঃ স্যাৎ' ॥৩॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুক্তিতে নিপুণ, তাঁহারই নাম 'দবীর'। 'খাস' শব্দের অর্থ 'নিজস্ব'।[১১৬]

'সাকর মল্লিক' শব্দের তাৎপর্য্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শহিদুল্লা এম্-এ, ডি-লিট্, আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—'সাকরমল্লিক' শব্দে সাকর—গম্ভীরার্থবাক্যের রচয়িতা; মল্লিক—জ্ঞানবৃদ্ধ অথবা কূটনৈতিক-শ্রেষ্ঠ, চতুরশিরোমণি বুঝায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় 'গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম। **ব্রাহ্মণ-সমাজ,** তার রামকেলি নাম'॥[১১৭]'রামকেলি' শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ব্রাহ্মণ-সমাজের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণীর উপসংহারে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের যে পূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ইঁহারা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশীয় এবং তাঁহারা গৃহে অবস্থানকালেই পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বজন-পূজিত করিয়াছিলেন।[১১৮] ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের কৃপালাভের পূর্ব্বের কথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে তাঁহার 'পুরাতন দাস' বলিয়াছেন। রামকেলিতে অবস্থানকালেই তাঁহাদের প্রেমোত্থ স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যে মহাপ্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইত। সেই নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পরিকরদ্বয় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে[১১৯] উদ্ধৃত স্মৃতি-বাক্যানুসারে তৃতীয় সংস্কার-স্বরূপ 'রূপসনাতন'নাম লাভ করিয়াছিলেন—এইরূপ কল্পনা নিত্যসিদ্ধ গৌরপরিকরগণকে তটস্থাশক্তিস্থানীয় বদ্ধজীবসামান্যদর্শনরূপ ভীষণ অপরাধ। শ্রীসম্প্রদায়প্রভৃতিতে শ্রীমন্ত্রগুরুদেব মন্ত্র-দীক্ষাকালেই শিষ্যকে তৃতীয় সংস্কার দান করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীরূপসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন

---

১১৫ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত বাংলাভাষার অভিধান, ২য় সং; ১১৬ চৈ ভা (শ্রীঅতুল কৃষ্ণগোস্বামি-সং, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দাবলী ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১১৭ চৈ ভা ৩।৪।৫; ১১৮ সং তোষণী—'তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে যে স্বং গোত্রমমূত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্'; ১১৯ প্রমেয়রত্নাবলী ৮।৬ ধৃত স্মৃতি-বাক্য।

নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে—'সাকর মল্লিক' ঘুচাইয়া তান। সনাতন-অবধূত থুইলেন নাম। শ্রীচরিতামৃতে—'মহাপ্রভু কহে,—শুন দবির খাস। তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস। আজি হৈতে ইঁহার নাম রূপ-সনাতন'[১২০]। শ্রীসনাতন—শ্রীরূপের শ্রীমন্ত্রদীক্ষাগুরুদেব।[১২১] শ্রীমৎপুরীদাস বা পরমানন্দ দাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে বাল্যকালে 'কৃষ্ণনাম' প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীমদ্‌রঘুনাথদাস শ্রীলযদুনন্দন আচার্য্যের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। কেহ-ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন নাই। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পরিকরগণের মাতা-পিতার প্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করাইয়া তৃতীয় সংস্কারোচিত নাম-গ্রহণের কথাও জানা যায় না। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস, শ্রীমৎ শিবানন্দ সেন, শ্রীমদ্‌ভবানন্দ রায়, শ্রীমৎকালিদাস ইত্যাদি নাম তাহার প্রমাণ। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ দাসদ্বয়ের অন্য নাম দিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহাদিগকে বদ্ধজীবের ন্যায় তৃতীয় সংস্কারে সংস্কৃত করার উদ্দেশ্যে নহে। দবিরখাসাদি নাম তাঁহাদের মাতাপিতার প্রদত্ত নামও নহে। জাগতিক নৈপুণ্যব্যঞ্জক ভগবৎ-সম্বন্ধ-গন্ধহীন বিধর্ম্মী রাজপ্রদত্ত পদবী পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপগত নামে বিভূষিত করাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য। ইহার ইঙ্গিত শ্রীরূপের গ্রন্থে এবং শ্রীকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাওয়া যায়।

সমষ্টিগুরু-রূপে পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরহরি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে' শ্রীভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে '**গুরুর্গুরুতমঃ**'[১২২] শব্দে গুরুগণেরও মূলগুরু বা সমষ্টিগুরু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে '**জগদ্‌গুরু**' বলা হইয়াছে'।[১২৩] যিনি সম্বন্ধিপরতত্ত্ব, যিনি পরম পুরুষোত্তম[১২৪] যিনি পরমপ্রাপ্য তত্ত্ব তিনি কখনও

১২০ চৈ ভা ৩।৯।২৭৩, চৈ চ ২।১।২০৭-২০৮ ; ১২১ সংক্ষেপভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীপদ্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে ; ১২২ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ৩৬ সংখ্যা ; ১২৩ ভা ১০।২৩।৪১, ১০।৪৮।২৫, ১০।৮০।১১, ১০।৮৪।১৫, ১০।৮৬।২৪, ১০।৯০।২৭, ১০।১১।৫০ ইত্যাদি ; ১২৪ সং তোষণী ১০।৯০।২৭।

মন্ত্রদীক্ষাদি দানরূপ ব্যষ্টিগুরুর কার্য্য করেন না। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥'[১২৫] শ্রীকৃষ্ণের কৃপা তাঁহার কোন প্রিয় ভক্তকে বাহন করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। এই জন্য শ্রীভগবানের সাক্ষাদবতার-কালেও ভক্তরূপী মহান্তগুরু বা ব্যষ্টি গুরুর অত্যাবশ্যকতা ভক্তিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকটলীলাকালে শ্রীমন্ত্রদীক্ষা দানকরিলে সকলে তাঁহারই নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন—ব্যষ্টিগুরু আর কেহ থাকিতেন না। এমন কি, শ্রীরাধাস্বরূপ শ্রীগদাধর পণ্ডিতকেও তিনি স্বয়ং মন্ত্র-দীক্ষা দান করেন নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে কাশীতে এবং শ্রীগোপাল ভট্টকে দক্ষিণ দেশে মন্ত্রদীক্ষা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা শাস্ত্র ও তথ্য কোনটিরই দ্বারা সমর্থিত হয় না। যখন শ্রীশ্রীরূপসনাতন রামকেলি গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া বিষয়ত্যাগের জন্য উদ্গ্রীব হইলেন, তখন 'কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ। অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ॥'[১২৬] মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিরই মন্ত্রগুরুদেবের আদেশ গ্রহণ করিয়া পুরশ্চরণ করিবার বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন ক্রম-দীপিকার প্রমাণ উদ্ধারে টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্ত্রগুরুর নিকট হইতে পুরশ্চরণ-কার্য্যের জন্য পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রগুরুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া পুরশ্চরণ কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ করিতে হয়।[১২৭] সুতরাং শ্রীশ্রীরূপসনাতন স্ব-স্ব মন্ত্রগুরুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণপ্রাপ্তিরূপ উপেয় লাভের জন্য কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন স্বয়ংই শ্রীরূপের শ্রীমন্ত্রদীক্ষা-গুরু; সুতরাং শ্রীসনাতনের নিকট হইতে শ্রীরূপ পুরশ্চরণ কর্ম্মের জন্য দীক্ষা ও অনুমতি গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ প্রাপ্তির জন্য পুরশ্চরণ করেন। আর শ্রীসনাতনের মন্ত্রদীক্ষাগুরু শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি, যিনি গৌড়দেশেই অবস্থান করিতেন, তাঁহার নিকট

---

১২৫ চৈ চ ২।২২।৪৭ ; ১২৬ ঐ ২।১৯।৫।

১২৭ শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ পুরশ্চরণকর্ম্মণি নিমিত্তে পুনর্দীক্ষাং কৃত্বা তেন শ্রীগুরুণানুজ্ঞাতঃ সন্ তৎ পুরশ্চরণকর্ম্ম প্রকর্ষেণারভেত। হ ভ বি ১৭।৩—দিগ্দর্শিনী টীকা (শ্রীসনাতন)।

হইতে শ্রীসনাতনও পুরশ্চরণ-কার্য্যের জন্য দীক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির জন্য পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌর-প্রিয় বিদ্যাবাচস্পতি যে নিজ মন্ত্র-গুরুদেব, তাহা শ্রীমৎসনাতন শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণীর মঙ্গলাচরণে **'গুরূন্'** এই পদ প্রয়োগের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তথায় শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রতি **'ভগবন্তং'** পদ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি ব্যতীত আর কাহারও প্রতি তিনি 'গুরূন্' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং সেইস্থানে 'গুরূন্' শব্দটি বিশেষ ব্যঞ্জনাময়। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার মন্ত্রগুরুদেব নহেন—তাঁহার উপাস্যদেব। শ্রীচৈতন্য—'নন্দীশ্বরপতিসুত' আর শ্রীগুরুদেব—'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ'।

কেহ কেহ বিদ্যাবাচস্পতিকে শ্রীসনাতনের বিদ্যাশিক্ষাগুরু মনে করেন। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে শ্রীসনাতন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে 'নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় (পাঠান্তর—নমঃ শ্রীগুরুকৃষ্ণায়) নিরুপাধিকৃপাকৃতে। যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূৎ তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ' ॥[১২৮] এই শ্লোকের টীকায় 'স্বস্যেষ্টদৈবতরূপং শ্রীগুরুবরং প্রণমতি—নম ইতি' বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজের ইষ্টদেবতারূপ শ্রীগুরুবর বলিয়াছেন। এই যুক্তিতে শ্রীসনাতনের অন্যান্য উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। কারণ শ্রীসনাতন উক্ত শ্লোকে এবং বহু স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ও শ্রীগোপরাজতনয় শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষাদাতা, উদ্ধারক ও সমষ্টিগুরুরূপেই 'গুরুবর', 'পরমমহাগুরু' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিরাছেন, মন্ত্রদাতা গুরুরূপে নহে। শ্রীসনাতন 'শ্রী' অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই ইষ্টদেব বলিয়াছেন। সেই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনুই শ্রীচৈতন্য। 'শ্রীচৈতন্যদেবে' শব্দের টীকায় শ্রীসনাতন **'চিত্তাধিষ্ঠাতৃ শ্রীবাসুদেবে'** এই অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব যে তাঁহার মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেব নহেন, ইহা সুষ্ঠু ভাবেই প্রমাণিত হইতেছে। কারণ শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপ॥ জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে **গুরু**

১২৮ শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ১।১।১০।

চৈতন্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ—মহান্তস্বরূপে॥[১২৯] শ্রীচৈতন্যদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা এবং বাহিরে তৎকালে প্রকট শিক্ষাগুরু ; যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই শ্রীসনাতন জানাইয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যরূপ'শব্দে নিজ অনুজ শ্রীরূপ—ইহাও একতম অর্থে প্রকাশ করায় শ্রীরূপও শিক্ষাগুরুবিশেষ। যদিও শ্রীরূপ—শ্রীসনাতনের মন্ত্রশিষ্য তথাপি শ্রীগৌরপরিকরগণের মধ্যে পরস্পর শিক্ষাগুরু-বুদ্ধির করিবার আদর্শ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ দৈন্যমূর্ত্তি—শ্রীসনাতনে (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৩ এবং ১।১।১১ টীকা দ্রষ্টব্য)। অতএব এইস্থানে শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীশিক্ষাগুরুরূপেই 'শ্রীগুরুবর' এবং তাহার অভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালমিলিত-তনুরূপেই ইষ্টদেব বলিয়া শ্রীমৎসনাতন বন্দনা করিয়াছেন। এতৎপূর্ব্বে শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃতের (১।১।৩) শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন বলিয়াছেন—'নিখিলদীনহীনজনোদ্ধারকস্য নিজনামসঙ্কীর্ত্তনপ্রায়-ভক্তিরসবিস্তারকস্য শ্রীভগবৎপ্রিয়তমাবতারস্য **পরমমহাগুরোঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্য** প্রসাদপ্রাপ্তয়ে তস্য পরমোৎকর্ষমাহ। এইস্থানে শ্রীসনাতন শ্রীচৈতন্যদেবকে পর-তত্ত্বসীমা ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই 'পরম-মহাগুরু' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃতের উপসংহার-শ্লোকের সহিত একবাক্যতা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। 'তস্মৈ নমোহস্তু নিরুপাধিকৃপাকুলায় **শ্রীগোপরাজতনয়ায় গুরূত্তমায়**।'—এইস্থানে শ্রীগোপরাজতনয় শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীসনাতন 'গুরূত্তম' বলিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে 'তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্'। (হ ভ বি ২।১) শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন লিখিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরম্; **সাক্ষাত্তস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবেহপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুত্বাত্মনোহপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য** লিখতি—**জগদ্-গুরুমিতি**।' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যিনি প্রসিদ্ধ পরতত্ত্ব, তাঁহার সাক্ষাদ্ভাবে উপদেষ্টৃত্ব অসম্ভব হইলেও অর্থাৎ তিনি শ্রীমন্ত্রোপদেষ্টার কার্য্য না করিলেও সকল জীবেরই চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর বলিয়া পরমগুরু কৃষ্ণরূপেই নিজেরও (শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীরও) তিনি গুরু এই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'জগদ্গুরু' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেও

১২৯ চৈ চ ১।১।৪৭-৪৮।

'প্রভুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তং নতোঽস্মি গুরূত্তমম্'। (১।১৯৩) শ্লোকের টীকায়ও 'গুরূত্তমম্' শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কেহ মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু মনে না করেন, এই জন্য টীকায় বলিয়াছেন, 'ভগবন্মহামহিম্না যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ **পরমগুরুং শ্রীভগবন্তং** প্রণমতি—প্রভুমিতি'॥—ভগবানের মহামহিমাপ্রভাবেই যোগ্যতা সম্ভব হয় বলিয়া এইস্থানে 'পরমগুরু শ্রীভগবানকে' প্রণাম করিতেছেন। শ্রীসনাতনের এই সকল উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবকে ও শ্রীগোপরাজ-তনয়কে যে 'গুরূত্তমম্' বা 'জগদ্গুরু' বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীমন্ত্রদাতা-গুরুরূপে নহে ; তাহা সমষ্টিগুরু সাক্ষাদ্ ভগবানের বাচক। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব (৩।১।৯) এবং শ্রীশুকদেব (১০।৯০।২৭) শ্রীকৃষ্ণকে 'জগদ্গুরু' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৫।৬০) শ্রীসনাতন গুরু-পরমগুরুপ্রমুখ গুরুপরম্পরার প্রণামে মন্ত্রদীক্ষাদাতা গুরুকে 'শ্রীগুরু' বলিয়াছেন, 'পরমগুরু' শব্দে অভিহিত করেন নাই। তাহাও উক্ত শ্লোকে দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও মন্ত্রোপদেশ করেন নাই। ইহা শ্রীসনাতন স্পষ্টই (২।১) টীকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের সমসাময়িক পণ্ডিত শ্রীহরিদাস গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী তৎকৃত 'সাধন-দীপিকা'য় ইহা পরিষ্কার ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন। '**শ্রীমন্মহাপ্রভোর্ম্মন্ত্রসেবকঃ কোঽপি নাস্তি;** কিন্তু যে তন্মতানুসারিণস্তে তস্য সেবকাঃ। এবং **শ্রীরূপসনাতনাদীনাঞ্চ** তত্র **শক্তিসঞ্চারকৃতসেবকত্বে প্রমাণম্**' (সাধনদীপিকা ৯ম কক্ষা)। —শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য কেহই নাই ; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার মতের অনুসরণকারী তাঁহারাই তাঁহার শিষ্য। শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চারিত হইয়াই তাঁহার সেবক, মন্ত্রপ্রাপ্ত হইয়া নহে।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন সাক্ষাদ্ শ্রীগৌরকর্ত্তৃক স্বমনোভীষ্টপ্রচারে শক্তিসঞ্চারিত ও নিয়োজিত

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাদি রচনা করিলেও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বা শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে; শ্রীজীবপাদের শ্রীষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীক্রমসন্দর্ভ ও শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনীতে যেরূপ বিশ্লেষণের সহিত সুশৃঙ্খলভাবে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্বের বর্ণন এবং ভজনপদ্ধতির নিরূপণ দৃষ্ট হয় বা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবসদাচারের বিধানসমূহ দৃষ্ট হয়, শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় বা শ্রীকবিকর্ণপূরের গ্রন্থাদিতে সেইরূপ পাওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা শক্তিসঞ্চারিত ও সাক্ষাদ্‌ভাবে আদিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ ভক্তিশাস্ত্র, রসশাস্ত্রাদি রচনা ও সম্প্রদায়াচার্য্যের কার্য্য করেন। ইহা স্বয়ং শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামীই উল্লেখ করিয়াছেন—'কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য। **কৃপামৃতেনাভিষিষেচ** দেবস্তত্রৈব **রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ**॥ 'প্রিয়স্বরূপে **দয়িতস্বরূপে** প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে। নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে **ততান রূপে** স্ববিলাসরূপে॥'১৩০ শ্রীমুরারিগুপ্তপাদও রামকেলিগ্রামে শ্রীসনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তির উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—'লুপ্ততীর্থস্য প্রাকট্যং তথা বৃন্দাবনস্য চ। কর্ত্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং মৎকৃপাতো ভবিষ্যতি।' শ্রীসনাতনও বলিয়াছেন,—'শক্তিসঞ্চারণং কৃত্বা কুরু কৃষ্ণ যথাসুখম্॥'১৩১

শ্রীশ্রীরূপসনাতন, শ্রীশ্রীরঘুনাথদ্বয় ও শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টপাদ মহাপ্রভুর দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রকটলীলাকালে ভক্তিশাস্ত্র রচনা ও ভজনপদ্ধতির আদর্শ আচার প্রকাশ করেন। শ্রীজীবপাদ শ্রীশ্রীরূপসনাতনের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞাবাহকরূপে সেই সকল সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ ও বিস্তার করেন। এই কারণে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের শিক্ষাগুরু ষড়্‌গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

'সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন'

কোন এক গবেষক লিখিয়াছেন, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কোন প্রাচীন মত উদ্ধার না করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে শ্রীশালগ্রাম-শিলা-পূজায় সকলেরই অধিকার

---

১৩০ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ৯।৩৮ ও ঐ ৯।৩০ (শ্রীমৎপুরীদাস-সং); ১৩১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ৩।১৮।৫-৬, ১০।

আছে। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে হরিভক্তিবিলাসের এই উদার মত বৈষ্ণবসমাজের আচারে গৃহীত হয় নাই।

বস্তুতঃ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসে ৪৫০-৪৫৩ সংখ্যায় স্কন্দপুরাণের এবং অন্যান্য সাত্ত্বত শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া **বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত** স্ত্রী-শূদ্রাদি সকলেই শালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকারী ইহা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রিয়ব্রত উপাখ্যানের ধর্ম্মব্যাধের শ্রীশালগ্রামশিলা-পূজার প্রমাণ এবং মধ্যদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে মহত্তম শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে সেইরূপ সদাচার শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহাও শ্রীসনাতন টীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বপূজিত শ্রীগিরিধারী ও শ্রীরাধাত্মিকা শ্রীগুঞ্জামালা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা রাগানুগ-মার্গীয় শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শুদ্ধসাত্ত্বিক সেবার আদর্শ। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে রাগানুগীয় ভজন-পদ্ধতির অনুশীলন সমধিক প্রবর্ত্তিত থাকায় তাঁহারা ঐশ্বর্য্যপর শ্রীনারায়ণাত্মক শ্রীশালগ্রাম-শিলার অর্চ্চন অপেক্ষা শ্রীগিরিধারীর অর্চ্চনই ব্যক্তিগত সাত্ত্বিক সেবারূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে ঐশ্বর্য্যমিশ্র অর্চ্চনাদি প্রকাশিত আছে, কিম্বা যাঁহারা বৈধ অর্চ্চনের অনুশীলন করেন, সেইরূপ বহু বৈষ্ণবস্ত্রী-শূদ্রাদি এখনও বহু স্থানে শ্রীশালগ্রাম-শিলার অর্চ্চন করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈষ্ণব-গৃহে ও ভগবন্মন্দিরে শ্রীশালগ্রাম-শিলার ও শ্রীগিরিধারীর অর্চ্চন উভয়ই দেখা যায়। সুতরাং শ্রীল সনাতনের ব্যবস্থা পরবর্ত্তিকালে গৃহীত হয় নাই, ইহা প্রকৃত সত্য নহে।

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণভজন উভয়ই নিত্যসিদ্ধ উপেয়স্বরূপ

শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তী, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীকবিকর্ণপূর প্রমুখ গৌড়মণ্ডলবাসী পরিকরগণ এবং শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিপাদগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গকে সমভাবেই উপেয়রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন; অদ্বয়তত্ত্বে উপায়-উপেয় ইত্যাদি ভেদকল্পনা কখনও করেন নাই।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর পঙ্কযোগীর চরিত্র বলিতেছেন,—'পঙ্কযোগিনশ্চরিত্রম্ শ্রূয়তাম্; নিরন্তরং **কৃষ্ণচরিতং** গায়তি, শৃণোতি, ধ্যায়তি, নৃত্যতি'।[১৩২] পঙ্কভক্তিযোগী সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচরিত গান, শ্রবণ, ধ্যান ও প্রেমানন্দে নৃত্য করেন। **'জগদ্ধনং কৃষ্ণ এব** বৈষ্ণবাস্তদুপাধিকাঃ। প্রেমপ্রীতিস্ততোঽপ্যগ্র্যা পরং প্রীতের্ন কিঞ্চন॥'[১৩৩]—শ্রীকৃষ্ণই জগতের পরম ধন। বৈষ্ণবগণ সেই ধন অপেক্ষা অধিক। তাঁহাদের অপেক্ষাও প্রেম ও প্রীতি শ্রেষ্ঠ। প্রীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। 'রাধেতি কিমিদং নাম বিধিনা কেন নির্ম্মিতম্। সর্ব্বেশ্বরো হি যঃ কৃষ্ণো যস্যাঃ কিঙ্করদাসবৎ॥'[১৩৪]—'রাধা' এই নামটি কি? কোন্ বিধাতা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কেন না, যে কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর, তিনি সেই রাধার কিঙ্কর-দাসের ন্যায় হইয়াছেন। আবার বলিয়াছেন, 'যতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ প্রীতিপ্রেমবিগ্রহঃ; যদি প্রীতিপ্রেমা ইহার্পিতস্তর্হি অবতারেশভক্তিরপ্যস্তি।'[১৩৫]—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রীতি-প্রেমবিগ্রহ, যদি তাঁহাতে প্রীতি ও প্রেম অর্পিত হয়, তাহা হইলে অবতারী শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি (প্রেম) হয়। শ্রীসরকার ঠাকুরের এই সকল উক্তি হইতে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় লীলারই তিনি সমভাবে উপাসক এবং উভয়কেই উপেয়রূপেই স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায়ও শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ, ইহা বহু শ্লোকে দৃষ্ট হয়।[১৩৬] শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে 'শ্রীগোপীভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ',[১৩৭] রাধারস-বিলসী',[১৩৮]'শ্রীরাধারসাবিষ্ট',[১৩৯]রাধাভাবাপন্ন,[১৪০] 'শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্ত',[১৪১] 'রাধারসমাধুরীধুরিতনু,[১৪২] 'শ্রীরাধাভাবমাধুর্য্যপূর্ণ',[১৪৩] 'রাধাভাবভাবিতানন্দ,[১৪৪] ইত্যাদি পদের দ্বারা শ্রীরাধাভাববিভাবিত-তনু শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীগৌর এবং ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা উভয় লীলাই যে উপেয়স্বরূপ, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

---

১৩২ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ৪৫ পৃষ্ঠা, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সং,; ১৩৩ ঐ ৫৩ পৃষ্ঠা; ১৩৪ ঐ ৩৫ পৃষ্ঠা; ১৩৫ ঐ ৪৯ পৃষ্ঠা; ১৩৬ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ১।৭।২৫, ২।২।২৮, ৩।৪।১৬, ৩।১৬।২৩, ৪।১।৩, ৪।২।১১ ইত্যাদি; ১৩৭ ঐ ৩।৩।১৭, ৪।২৪।৬; ১৩৮ ঐ ৩।৫।১৪; ১৩৯ ঐ ৪।২।১৫; ১৪০ ঐ ৩।১৫।২৩; ১৪১ ঐ ৪।২০।১৪; ১৪২ ঐ ৪।২০।১৯; ১৪৩ ঐ ৪।২৪।১; ১৪৪ ঐ ৪।২৫।১১।

শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে মঙ্গলাচরণশ্লোকে শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে বৃন্দাবন-লীলায় গৌরাঙ্গী গোপসুন্দরীগণের সহিত নৃত্য ও তাঁহাদের দৃঢ়তর আলিঙ্গনের দ্বারা গৌরাঙ্গ হইয়া শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়ও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীশ্রীব্রজলীলা ও শ্রীনবদ্বীপলীলা যে একই রসিকশেখরের লীলামৃতরসপ্রবাহের দুইটি অবিচ্ছিন্ন ধারা, তাহাই গৌরগণগণের ব্রজলীলার স্বরূপ নির্ণয়ের দ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সাত বৎসর বয়স্ক শ্রীমৎ পরমানন্দদাসের মুখে স্ফুরিত সর্ব্ব প্রথম যে শ্লোকটি তাহাও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-বিষয়ক। শ্রীআর্য্যাশতকে শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিত নায়কোচিত লীলাবিলাসই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর ২২টি স্তবকে শ্রীকৃষ্ণলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীমৎকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ-হরিকে কুলদেবতা এবং উপসংহারে আপনাকে 'শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণকরুণোদিতবাগ্‌বিভূতি' বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' না বলিয়া 'শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ' শব্দ-প্রয়োগেও বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। এ স্থানে 'অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ'—'অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়' এই আলঙ্কারিক ন্যায়ের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং সমগ্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লীলাই বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভের মঙ্গলাচরণে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যই যে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যাবতীয় উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপদ্যাবলীতে[১৪৫] শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীকবিকর্ণপূরের যে শ্লোকটি আহরণ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে ব্রজপরকীয়রসজ্ঞাপক। এই সকল বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা উভয়কেই উপেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর উপসংহারে ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার উপসংহারভাগে স্বীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের পরিচয় দান করিয়া তাঁহার শ্রীগুরুদেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা (শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা)

১৪৫ পদ্যাবলী ৩০৫ (শ্রীমৎপুরীদাস-সং)।

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং কুমারহট্টে তাঁহার পূজিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজমান আছেন, তাঁহার দ্বারা স্বীয় মন্ত্রগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনকারী এবং সেই শ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষায় 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' ও 'বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্' ইত্যাদি শ্লোকে যে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ও উভয়স্বরূপই উপেয়স্বরূপ এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই লাভ করিয়াছিলেন—ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-শ্রীশ্রীসনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-শ্রীনরোত্তম-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু-প্রমুখ সকলেই শ্রীশচীনন্দন ও শ্রীযশোদানন্দনকে সমভাবে অদ্বয়-পরতত্ত্বসীমা এবং উপেয়রূপেই ভজন করিয়াছেন। যেমন শ্রীনবদ্বীপ-পরিকরগণের মধ্যে, তেমনই ব্রজবাসী ও উৎকলবাসী পরিকরগণের মধ্যে এই একই সিদ্ধান্ত ছিল। শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীমন্ত্র-গুরুদেব—**'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়**স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।'[১৪৬]—ইত্যাদি বাক্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ও ব্রজ-বধূগণের আনুগত্যময়ী উপাসনাকে যেরূপ সাধ্য বা উপেয়স্বরূপ বলিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরের ভজনও সমভাবে সাধ্য বা উপেয়,তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদের কৃপালব্ধ শ্রীমৎশিবানন্দ সেন-শ্রীকবিকর্ণপূরাদি সেই সিদ্ধান্তেরই অনুগমনকারী। শ্রীগৌরপরিকর শ্রীমুরারি-গুপ্তে প্রবিষ্ট নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাম-পরিকর শ্রীহনূমানের দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র হইলেও শ্রীমুরারি শ্রীগৌরকে যেরূপ পরতত্ত্বসীমা ও শ্রীগৌর-লীলার ভজনকে উপেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ 'শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণ', 'গোপীপ্রাণবল্লভ', 'শ্রীরাধারমণ', 'রাসরসোৎসুক' শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীগৌর—ইহাও সাক্ষাদ্ভাবে স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন। তিনি শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীরাঘব, শ্রীরাম, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীহরিদাস, শ্রীগৌরীদাস, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনাদি, কুলিনগ্রামনিবাসী

---

১৪৬ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—মঙ্গলাচরণ-শ্লোক।

ভক্তগণ সকলেই শ্রীগৌরহরিকে শ্রীনন্দনন্দনরূপে শ্রীনীলাচলে বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কড়চায় বর্ণন করিয়াছেন।[১৪৭]

শ্রীশচীনন্দন ও শ্রীযশোদানন্দনকে অভিন্নরূপে পরতত্ত্বসীমা এবং উভয় লীলার ভজনকেই সমভাবে সাধ্যরূপে শ্রীমৎসনাতন নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের উপক্রমের কয়েকটি শ্লোক হইতেই সুপ্রমাণিত হয়। শ্রীল রূপও শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনাকে উপেয় বা সাধ্যরূপে নির্ণয় করিয়া স্ব-প্রভুপাদ শ্রীসনাতনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমত্ব ও শ্রীভক্তামৃতে শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়িত্ব প্রদর্শন করিয়া উভয় লীলার ভজনই সমভাবে উপেয়রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীস্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই 'সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং, বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ'—এই চরণে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সদাশিব-শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীব্রহ্মহরিদাস ঠাকুরাদির সদোপাস্য, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদও শ্রীমুক্তাচরিতের মঙ্গলাচরণে শ্রীগুরুকৃপায় লব্ধ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র, 'শ্রীগোপাল মন্ত্র', 'শ্রীশচীনন্দন', 'শ্রীস্বরূপ', 'শ্রীরূপ', 'শ্রীসনাতন,' 'শ্রীবৃন্দাবন,' 'শ্রীগোবর্দ্ধন,' 'শ্রীরাধাকুণ্ড' ও 'শ্রীরাধিকা-মাধব-প্রাপ্তির আশাকে' সমপর্য্যায়ে সাধ্য বা উপেয়রূপেই বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমনঃশিক্ষায় 'শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ'[১৪৮] পদে এবং শ্রীচৈতন্যাষ্টকে 'স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ'ইত্যাদি পদে যেরূপ শ্রীচৈতন্যকে শ্রীস্বরূপাদির নিত্য উপাস্য সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন পরতত্ত্বসীমা এবং তাঁহার ভজনকে সাধ্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের ভজনকেও সাধ্যরূপেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং কি ব্রজবাসী গোস্বামিপাদগণ, কি গৌড়দেশবাসী গৌর-পরিকরগণ সকলেরই ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা উভয়ই সমভাবে উপেয় ও সাধ্যস্বরূপ ছিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত-সার-রূপে বলিয়াছেন,'কৃষ্ণ-লীলা অমৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিগে বহে যাহা হৈতে। সে **চৈতন্যলীলা**

১৪৭ শ্রীকৃষ্ণ চৈ চরিতামৃতম্ ৪র্থ প্রক্রম, প্রথম সর্গ এবং ২৪ সর্গ দ্রষ্টব্য ; ১৪৮ মনঃশিক্ষা ২।

হয়, সরোবর অক্ষয়, মন-হংস চরাহ তাহাতে ।॥ 'চৈতন্যলীলা অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধু-গুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥'[১৪৯] শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সেইরূপ বলিয়াছেন,—'এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।'[১৫০] 'অতিকৃপাপাত্র সে গোকুল ভাব পায়। কে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায়।'[১৫১] শ্রীমুরারিগুপ্তপাদও বলিয়াছেন, 'নন্দগোকুল-বাসিনাং ভক্তিরেব সুদুর্ল্লভা। ভাব্যতে শুদ্ধভাবৈশ্চ লভ্যতে বা নরৈঃ ক্বচিৎ ॥'[১৫২]

গৌড়বাসী ও ব্রজবাসী শ্রীগৌরপরিকরগণের সমচিত্তবৃত্তি

কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়বাসী ভক্তগণ নিখিল ভারতের অপেক্ষা না করিয়া কেবল **স্ব-স্ব** গোষ্ঠীর জন্য শ্রীচৈতন্যের উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আর বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের উদ্দেশ্য ছিল নিখিল ভারতে শ্রীচৈতন্যকে প্রচার।

এইরূপ মতবাদ প্রকৃত-তথ্যসহ নহে। কারণ শ্রীগৌড়বাসী শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবিশ্বম্ভরের নবদ্বীপলীলা-কাল হইতে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, 'সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। করাইমু **সর্ব্বদেশে** কীর্ত্তন প্রচার ॥'[১৫৩] 'যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে। এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥ **পৃথিবী পর্য্যন্ত** আছে যত দেশ গ্রাম। **সর্ব্বত্র** সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥'[১৫৪] শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারও নবদ্বীপেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক ফলোদ্যানকর্ম্ম আরম্ভ এবং সেই উদ্যানের ফলই বিশ্বে বিতরণের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১৫৫] শ্রীবিশ্বম্ভরের সেই লীলা হইতে শত শত ধারে যে সকল লীলামৃতসার প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অমৃতই সাধু মহান্ত-মেঘগণ বিশ্বোদ্যানে বর্ষণ করেন। তাহাতে যে অমৃত ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা ভক্তিরসপাত্রগণ নিরন্তর আস্বাদন করেন এবং জগতের জনও সেই প্রেমে জীবন ধারণ করেন।

---

১৪৯ চৈ চ ২।২৫।২৬৪, ২৭০ ; ১৫০ চৈ ভা ১।৭।১৪৭ ; ১৫১ ঐ ৩।৭।৮৭ ; ১৫২ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।২৪।২৫। ১৫৩ চৈ ভা ১।৫।১৫১ ; ১৫৪ ঐ ৩।৪।১২১, ১২৬ ; ১৫৫ চৈ চ আদি ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত-মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে জীয়ে জগজন॥[১৫৬]

শ্রীবিশ্বম্ভরের উপাসনা-প্রণালী ব্যক্তিগত বা স্বগোষ্ঠীগত হইলেও তাঁহার প্রদেয় শ্রীনাম-প্রেম বিশ্বের সকলের জন্য—ইহা যেমন শ্রীগৌড়বাসী ভক্তগণ, তেমনি শ্রীব্রজবাসী ভক্তগণও প্রচার করিয়াছেন।

একদিকে যেরূপ শ্রীচৈতন্যপরিকর-মহাজনগণগৌড়ীয় ভাষায় পদাবলী-সাহিত্যের মধ্য দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর রস-সিদ্ধান্ত-সম্পত্তি জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন, অপর দিকে তদানীন্তন সর্ব্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতকে বাহন করিয়া গোস্বামিপাদগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিরসসিদ্ধান্তরত্ন জগতে দান করিয়াছেন। গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত ঐসকল পদাবলী-সাহিত্য এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মূল পদের রসাস্বাদন করিবার জন্য, যে ভাষায় স্বয়ং ভগবান প্রেমের ঠাকুর বিশ্বম্ভর শ্রীশচীমাতার সহিত কথা বলিয়াছেন, 'হরিবোল,' 'হরিবোল' বলিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া কীর্ত্তন-নৃত্য করিয়াছেন, সেই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সমগ্র বিশ্ব অচিরেই ব্যাকুল হইবে।

বিশ্বের নবযুগান্তরকারী শ্রীবিশ্বম্ভর

শুধু ভারতে নহে, শ্রীবিশ্বম্ভরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বিশ্বের ইতিহাস—এক সঙ্ঘর্ষময় যুগের ইতিহাস। তখন 'Wars of the Roses' ও পাশ্চাত্ত্য মধ্যযুগের অবসান কাল উপস্থিত হইয়াছে। নানাপ্রকার পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সঙ্ঘর্ষে পাশ্চাত্ত্যদেশের প্রত্যেক জাতি ও সমাজ ন্যূনাধিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বর্ত্তমান যুগের সূচনা হয়। এই জন্যই পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দকে 'The Beginning of the Modern Age' বলিয়াছেন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরেই বিশ্বম্ভর আবির্ভূত হয়েন। এই সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সভ্যজগতেরও 'Renaissance' বা 'নূতন জন্মের' সূচনা

---

১৫৬ চৈ চ ২।২৫।২৬৯।

হইতেছিল।*শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ঠিক পরের বৎসরই(১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) সরাসরি জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য পাশ্চাত্ত্যজাতির প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বার্থোলোমিউ দিয়াজ্'-নামক জনৈক নাবিক 'উত্তমাশা' অন্তরীপে পৌঁছিয়াছিলেন। তখন হইতেই ভারতবর্ষে আগমনের জলপথ উন্মুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে আরও একজন নাবিক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ-নাবিক 'ভাস্কোদাগামা' কালিকট্ বন্দরে পৌঁছিলেন। এই জলপথ আবিষ্কারের বাহ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য নানাপ্রকার থাকিলেও শ্রীনবদ্বীপ সুধাকরের নাম-প্রেম-প্রচারের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সহিত পরাশান্তির যোগসূত্র রচনার প্রেরণাই অন্তর্নিহিত ভাবে ছিল। পাশ্চাত্ত্যের বণিক্ ভারতবর্ষের প্রাকৃত ধনরত্নে লাভবান্ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ প্রেম যার, সেই বড় ধনী'—সেই অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত ধন শ্রীচৈতন্যপ্রেমসম্পদের অধিকার তাঁহারাও কোনদিন বিশ্বম্ভরের অহৈতুকী কৃপায় লাভ করিতে পারিবেন ইহার মধ্যে সেই গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছিল। নতুবা ভারতের সহিত যোগসূত্রস্থাপনে শ্রীগৌরাবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে তাঁহারা অন্তর্যামি-পরমেশ্বরের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েন কেন?

নব জাগরণের যুগে ইংলণ্ডের 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাচর্চ্চার জন্য নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। এদিকে ঠিক সেই সময়ে শ্রীবিশ্বম্ভরের আবির্ভাবেও ভারতের প্রধানতম সারস্বত তীর্থ শ্রীনবদ্বীপে পরা বিদ্যা, প্রেম-ভক্তি-রস-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাধনার এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য দেশে যখন 'Utopia' (No-where) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আদর্শ পার্থিব-সমাজের কাল্পনিক চিত্র প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময় ও তৎপূর্ব্বেই

---

* While Henry VII. was struggling with his difficulties, a series of explorations had suddenly multiplied the area of the world, and opened new horizons. * * * Even more important than the discoveries as a sign of the coming of a new era was the Renaissance which first began seriously to affect the life and thought of England in the time of Henry VII.

—Ramsay Muir.

শ্রীবিশ্বম্ভর ঐকান্তিক পরমার্থের অনুগমনকারী আদর্শ-সমাজের বাস্তব-চিত্র বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন লুথার † পোপের যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উড্ডীন করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগতে খ্রীষ্টধর্ম্মের এক সংস্কারযুগের উদ্বোধন করিলেন। এই সময়ে তদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্রের নূতন আবিষ্কার হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব মার্টিন্ লুথার্ বা জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম-সংস্কারকের ন্যায় ঈশ-শক্তিসম্পন্ন মানব-বিশেষ নহেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'ভক্তিধর্ম্ম-সংস্কারক' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মের প্রণেতা পুনঃ সংস্থাপক, বিকাশক ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকের আচরণ করিয়াও স্বয়ং পূর্ণ-বিকসিত সার্ব্বভৌম ভাগবত ধর্ম্মের অধিদেবতা। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশে নবযুগ ও সভ্য-সুশাসন-পদ্ধতির সূচনা, ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সন্ধান, ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্দ্ধ আমেরিকার আবিষ্কার, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় ও তৎসঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নবজাগরণ অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর সহিত পারমার্থিক যোগসূত্র-সংস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়া বঙ্গের ভাগ্যাকাশে যে বিশ্বস্নিগ্ধকারী অতিমর্ত্ত্য চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র।

অদ্বিতীয় শিক্ষকের অদ্বিতীয়া শিক্ষা

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ'[১৫৭] ইত্যাদি শ্লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক আচরণমূলক আদর্শের দ্বারা জীব-শিক্ষা-দানের কথা বলিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদও 'আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে'[১৫৮] ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণোক্তি

† * * Thus a great part of Europe, including England, was full of explosives only waiting for a spark; the spark came from Martin Luther, a friar professor of Wittenberg in Saxony, who in 1517 nailed to the door of the church there a number of *Theses*, challenging the right of the Pope to sell indulgences, or exemptions from penance. A fierce controversy arose which was swiftly spread by the new invention of the printing-press.

—**Ramsay Muir.**

১৫৭ গীতা ৩।২১; ১৫৮ চৈ চ ১।৩।২০।

শ্রীগৌরাবতার-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি কেবল নিজে আচরণ করিয়াই ভক্তি শিক্ষা দেন নাই, স্বয়ং ভগবান সমষ্টিগুরু হইয়াও সাধক-শিষ্যের ন্যায় শাসিত হইবার আচরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র হইয়াও যখন শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা-ছলে রামকেলিতে আগমন করিলেন, তখন শ্রীসনাতনের দ্বারা 'তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥'[১৫৯]—ইত্যাদি বাক্যে শাসিত হইবার লীলার অভিনয় করিয়া সাধক জগৎকে বৃন্দাবনযাত্রার পরিপাটি (রীতি) শিক্ষা দিলেন। আবার যিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বর, তিনি তাঁহার ভৃত্য শ্রীদামোদর পণ্ডিতের দ্বারা 'রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর? লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ অবসর'?[১৬০] ইত্যাদি বাক্যে শাসিত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিয়া আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তিগণকেও শিক্ষা দিয়াছেন। এরূপ পরমকরুণাময়ী শিক্ষার আদর্শ একমাত্র শ্রীগৌরহরিতেই দৃষ্ট হয়।

শ্রীরামচন্দ্রপুরী, রামচন্দ্র খাঁ, অমোঘ প্রভৃতির আদর্শের দ্বারা শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধির পরিণাম শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরাম রায়ের প্রতি শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণের প্রতি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সংশয়-লীলাদি এবং তাহা যথাযোগ্যভাবে সমাধানাদির দ্বারা শুদ্ধভক্তি-পথের বহু প্রকার আদর্শ-শিক্ষা দান করিয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে শ্রীমন্ত্রগুরুরূপে বরণ এবং জগদ্গুরু-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, তথা সমস্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের শ্রীমন্ত্রগুরুপদাশ্রয়লীলা প্রকট করিয়া সম্প্রদায়বিহীন অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ধারায় শ্রীমন্ত্রগুরুগ্রহণ ব্যতীত সিদ্ধ-গোপালমন্ত্রও নিষ্ফল হয়—এই শাস্ত্রীয় (গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত) শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। শ্রীমদ্রঘুনাথ পুরীর দ্বারা অবৈষ্ণব-সন্ন্যাস পরিত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণব সদাচার প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমৎসনাতনের দ্বারা (শ্রীকান্ত-প্রদত্ত ভোটকম্বল ত্যাগাদির আদর্শ ও অকিঞ্চন বেশ স্বীকার) এবং শ্রীমদ্রঘুনাথদাসের দ্বারা বিরক্তের আচরণ,স্বয়ং শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট হইতে একটি ক্ষুদ্র ভজনস্থান যাচ্ঞা

১৫৯ চৈ চ ২।১।২২৩—২২৪; ১৬০ ঐ ৩।৩।১৫,১৭।

এবং ঠাকুর শ্রীহরিদাসের জন্য সেইরূপ নির্জ্জন স্থান ভিক্ষা করিয়া এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি পরিকরের দ্বারা মঠমন্দিরাদির বা বহু শিষ্য করিবার প্রয়াস পরিত্যাগের আদর্শ শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। একাধারে পরতত্ত্বসীমার ও মহাভাগবতত্ত্ব-মর্য্যাদার যুগপৎ আদর্শ, একাধারে বর্ণাশ্রমী ও বর্ণাশ্রমাতীত ভাগবত-পরমহংস-জীবনের শিক্ষণীয় আদর্শ, সর্ব্ববিধ ভগবৎস্বরূপের লীলার ও সর্ব্বাবতার-সমষ্টির একত্র সমাবেশ, একাধারে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও সর্ব্বাংশিনী শ্রীরাধার সর্ব্বগুণ-গ্রাম ও প্রেমপরাকাষ্ঠার মূর্ত্ত আদর্শ, সর্ব্বাঙ্গীন, সম্পূর্ণ সর্ব্বাদর্শ একমাত্র কলি-পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির চরিতবৈশিষ্ট্যমধ্যেই পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবী শক্তিগণের দ্বারাও স্বীয় মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী দয়া প্রকাশ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যগৃহিণী শ্রীসীতাঠাকুরাণী, শ্রীনিত্যানন্দ-জননী শ্রীপদ্মাবতী, শ্রীশচীমাতা, শ্রীশ্রীবাস-পত্নী শ্রীমালিনীদেবী, শ্রীরাঘব-ভগ্নী শ্রীদময়ন্তী, শ্রীষাঠীর মাতা শ্রীসার্ব্বভৌমগৃহিণী, আচার্য্যরত্ন-শ্রীচন্দ্রশেখর-পত্নী, শ্রীশিবানন্দ-সেন-পত্নী, শ্রীশিখি-মাহিতির ভগ্নী মহাভাগবতী শ্রীমাধবী দেবী, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণী শ্রীশ্রীজাহ্নবা-বসুধাঠাকুরাণী, শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-জননী শ্রীনারায়ণী ; অপরদিকে শ্রীপরমেশ্বরমোদকপত্নী 'মুকুন্দার মাতা',[১৬১] শ্রীঝড়ু ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী, 'আদিবস্যা' উড়িয়া স্ত্রী,[১৬২] শ্রীবাস-পরিচারিকা দুঃখী বা সুখী ; এমন কি, রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিতা বারবনিতা, পরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপালব্ধা পরমা বৈষ্ণবী মহান্তী, দেবদাসী প্রভৃতি শক্তিগণও শ্রীগৌর-লীলার সর্ব্বাতিশায়িনী কৃপা ও নাম-প্রেম-রসের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাস-শাশুড়ীর[১৬৩] দৃষ্টান্তেও শ্রীগৌরহরির নিরপেক্ষতা ও শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষসাপেক্ষতার আদর্শ-শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেক মহাপুরুষের ও ভগবদবতারসমূহের শিক্ষা ও উপদেশ জগতে প্রচারিত আছে। শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের শ্রীগীতার শিক্ষা লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন মতের পুষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটি মাত্র শ্লোকে যে শিক্ষাসার

১৬১ চৈ চ ৩।১২।৫৯ ; ১৬২ ঐ ৩।১৪।২৬ ; ১৬৩ চৈ ভা ২।১৬।১৭।

প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত বেদবেদান্তের, শ্রীগীতার, শ্রীমদ্ভাগবতের ও নিখিল শাস্ত্রের সার-সমন্বয়কারী পরম রসের নিদান নিহিত রহিয়াছে। এই শ্রীশিক্ষাষ্টক শ্রীবিশ্বম্ভরের ন্যায়ই প্রেমরসবিতরক প্রেমকল্পতরু।

গৌরপারম্যবাদ

কেহ কেহ কোন কোন শ্রীগৌরপরিকরকে যথা শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদকে 'গৌরপারম্যবাদী' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীগৌরের শ্রেষ্ঠতা বা তাঁহার ভজনের শ্রেষ্ঠতারূপ মতবিশেষ-স্থাপনকারী মনে করেন। শ্রীসরস্বতীপাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত এবং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে জানা যায়, এইরূপ অনুমান তথ্যসহ নহে। কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে 'কো বেত্তা কস্য **বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশম্**,'[১৬৪] 'গৌরঃ কোঽপি **ব্রজবিরহিণীভাবমগ্ন**শ্চকাস্তি।',[১৬৫] 'যথা যথা গৌরপদারবিন্দে......... **রাধাপদাম্ভোজ**-সুধাম্বুরাশিঃ।'[১৬৬] —ইত্যাদি পদে এবং শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে 'তদ্ বৃন্দাবনমুন্মদেন **রসিক-দ্বন্দ্বেন** কেনাপ্যহো নিত্য-ক্রীড়তয়া গৃহীতমিহ কে বিত্তুর্ন গৌরাশ্রয়াঃ॥ প্রসাদাদ্ যস্যৈবাবিদমহোহ **রাধাং ব্রজপতেঃ কুমারং শ্রীবৃন্দাবনমপি স গৌরো** মম গতিঃ॥'[১৬৭] 'অহো কোনও রসোন্মদ যুগলকিশোর এই বৃন্দাবনকে নিত্য ক্রীড়াভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—এই সব নিগূঢ়তত্ত্ব শ্রীগৌরাশ্রয় ব্যতীত কে জানিতে পারেন? অহো! যাঁহার প্রসাদে শ্রীরাধা, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ও শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিয়াছি, সেই গৌরই আমার গতি।'—ইত্যাদি পদে শ্রীরাধা, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীধাম বৃন্দাবন সাধ্যতত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরের কৃপারই উৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের অন্যান্য শতকে, শ্রীসঙ্গীতমাধব-গীতকাব্যের মঙ্গলাচরণে ও সমস্ত সর্গে শ্রীরাসপ্রবন্ধে, শ্রীশ্রুতিস্তুতি-ব্যাখ্যায় শ্রীপ্রবোধানন্দ

---

১৬৪ চৈ চন্দ্রামৃত ১৩০; ১৬৫ ঐ ১০৮; ১৬৬ ঐ ৮৮; ১৬৭ বৃন্দাবনমহিমামৃত ১৭।২—৩।

সরস্বতীপাদ যে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীরাধানাথকে অভিন্ন-পরতত্ত্বসীমা-রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-সমূহ পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরপরিকরগণ সকলেই শ্রীগৌরের কৃপা ও লীলাচমৎকারিতার কথাই বর্ণন করিয়াছেন। কেহই 'কৃষ্ণ হইতে গৌর বড়' বা 'গৌর হইতে কৃষ্ণ বড়' কিম্বা 'গৌরভজন—উপায়', 'কৃষ্ণভজন—উপেয়'; অথবা 'কৃষ্ণভজন—উপায় ও গৌর-ভজন—উপেয়'—এইরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহারই শ্রীগৌরাবির্ভাব-বিশেষের কৃপাতিশয্য সকলেই প্রত্যক্ষানুভব করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ, শ্রীশ্রীরূপসনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি, শ্রীকবিরাজগোস্বামি-প্রমুখ ব্রজবাসী পরিকরগণ এবং শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও পদকর্ত্তা গৌড়দেশবাসী মহাজনগণ সকলেই এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। *

শ্রীষড়্ভুজমূর্ত্তি-প্রকটকারী পরতত্ত্বসীমা

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে ভক্তগণের নিকট ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় আবির্ভাবই যে পরতত্ত্বসীমা তাহার পরিচায়ক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার দুইহস্তে মনোহর মুরলী এবং অপর চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম সুশোভিত ছিল। কিরীট, হার, কেয়ূর, কৌস্তভমণি ও বৈজয়ন্তীমালা প্রভৃতির দ্বারা প্রভু বিভূষিত ছিলেন।[১৬৮] মহাপ্রভুর এই ষড়্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্তব করিতে করিতে মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—হে প্রভো! তুমি এই ষড়্ভুজের দ্বারা স্বাভাবিক উগ্র কাম-ক্রোধাদি ষড়্রিপুকে বিনাশ করিয়া থাক, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু হে মহতীচ্ছাময় পুরুষ! আমরা বলি, তোমার এই চারিটি ভুজ চতুর্ব্বর্গদ, পঞ্চমটি ভক্তিদ ও ষষ্ঠটি প্রেমদ।[১৬৯]

---

* এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৭ম প্রকাশ ১৬২—১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৬৮ চৈ চন্দ্রোদয় নাটক ২।২০; ১৬৯ ঐ ২।২৩।

নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট যে শৃঙ্গার-রসপোষক নিজবৈভব-বিশিষ্ট মহা অদ্ভুত ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ বলিয়াছেন,—ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ব্বাণযুক্তং চ মধ্যং বংশীবক্ষঃস্থলবিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ। শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং **নৃত্যবেশং** স বিভ্রৎ এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ ॥[১৭০] গৌরচন্দ্র ঊর্দ্ধহস্তদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছেন, মধ্যহস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে বংশীস্থাপন করিয়া মহাসুন্দর হইয়াছেন। আর অধঃস্থিত হস্তযুগলে তিনি পরম সুমধুর নৃত্যবেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইভাবে রাজা গৌরাঙ্গের সকল অঙ্গটি প্রেমময়ই দেখিলেন।[১৭১]

শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় প্রক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাও বর্ণন করিয়াছেন। এই বর্ণন হইতে ইহা মাত্র জানা যায় যে, মহাপ্রভু প্রথমে ষড়্ভুজরূপ, ক্ষণকাল পরে চতুর্ভুজরূপ ও তৎপরে দ্বিভুজরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন।[১৭২] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে এই ষড়্ভুজরূপ প্রদর্শনের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে, ‘প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গবেণুধর ॥ পাছে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র। দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ॥ তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন’ ॥[১৭৩]

এই ষড়্ভুজমূর্ত্তির চারিহস্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম; এই শ্রীদ্বারকানাথের অস্ত্রচতুষ্টয়, অপর হস্তে শ্রীমথুরানাথের অস্ত্র শার্ঙ্গ-ধনু এবং আর একটি হস্তে শ্রীব্রজনাথের বেণু। শ্রীগৌরহরি যে একাধারে শ্রীদ্বারকানাথ, শ্রীমথুরানাথ ও শ্রীব্রজনাথ, তাহা এই ষড়্ভুজ রূপে প্রদর্শন করিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল দ্বিভুজ বংশীবদন শ্যাম-সুন্দর যশোদানন্দনের মূর্ত্তি প্রকট করিয়া দ্বিভুজরূপই যে স্বয়ংরূপ অর্থাৎ সমস্ত রূপের আকর এবং তিনি যে স্বয়ং পরতত্ত্বসীমা নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, ইহা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট প্রকটছলে সকলকে জানাইলেন।[১৭৪]

---

১৭০ শ্রীকৃষ্ণ চৈ চরিতামৃত ৪।১৬।১৫; ১৭১ ঐ অনুবাদ (শ্রীমৎ হরিদাসদাস): ১৭২ শ্রীকৃষ্ণ চৈ চরিতামৃত ২।৮।২৭; ১৭৩ চৈ চ ১।১৭।১৩-১৫; ১৭৪ সং ভাগবতামৃত ১।২৩।

শ্রীব্যাসপূজার প্রাক্কালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট যে মহাপ্রভু ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনানুসারে এইরূপ—'ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মূষল। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল'॥[১৭৫] 'শ্রীহল-মুষলে'র দ্বারা শ্রীবলদেবেরও তদন্তর্ভুক্তত্ব বুঝায়। একই পরতত্ত্বসীমা ভক্তের অভীষ্টানুযায়ী নিত্যসিদ্ধরূপ প্রকাশ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'আত্মারাম শ্লোকে'র ব্যাখ্যার পর শ্রীসার্ব্বভৌমের নিকট ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়।[১৭৬] শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও[১৭৭] তৎকালে শ্রীসার্ব্বভৌমের নিকট ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শনের কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুসারে পূর্ব্বে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন করিয়া পরে 'শ্যাম বংশীমুখ **স্বকীয় স্বরূপ**' প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, তাহা শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যেও শ্রীগৌরহরি শ্রীশ্রীবাসভবনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রথমে ষড়্ভুজমূর্ত্তি, তৎপরে চতুর্ভুজ ও সর্ব্বশেষে দ্বিভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন—এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়।[১৭৮] এই উক্তির সহিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তির মিল হয়। কিন্তু কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে কোন্ হস্তে কি ছিল, তাহার কোন বর্ণন নাই। মহাকাব্যের শ্লোকের অনুরূপ পদ শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়—'ষড়্ভুজ শরীর প্রভু দেখাল আগে। তবে চতুর্ভুজ-রূপ, দুইভুজ তবে' ॥[১৭৯]

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমুরারিগুপ্তপাদ যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে উর্দ্ধহস্তদ্বয় ধনুর্ব্বাণযুক্ত, মধ্যহস্তদ্বয় বংশীবাদনপর ও অধঃস্থিত হস্তযুগল নৃত্যভাবদ্যোতক ছিল, জানা

---

১৭৫ চৈ ভা ২।৫।৯২-৯৩ ; ১৭৬ চৈ ভা ৩।৩।১০৩ ; ১৭৭ চৈ চ ২।৬।২০৩ ; ১৭৮ চৈ চ মহাকাব্য ৬।১২২ ; ১৭৯ শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (২য় সং বঙ্গবাসী ১৩২০ বঙ্গাব্দ), মধ্যখণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা।

যায় ; দণ্ডকমণ্ডলু ধারণের কথা পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সন্দেহযুক্ত পাঠান্তরে (যাহা বঙ্গবাসী-সংস্করণে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠরূপে পাদ-টীকায় উক্ত হইয়াছে)[১৮০] তাহাতে অধঃহস্তদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণের কথা আছে। শ্রীমুরারিগুপ্তে শ্রীহনূমানের প্রবেশ থাকায় তাঁহার অনুভবে ও বর্ণনায় শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণযুক্ত দুই ভুজের কথা আছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন লীলা-ব্যাসগণের বর্ণনায় তাহা নাই ; নিম্ন হস্তদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণের কথাও প্রাচীন কোন লীলাব্যাসের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। শ্রীবৈষ্ণবদাসের শ্রীপদকল্পতরুতে ‘শ্রীনবদ্বীপস্থষড়্‌ভুজপ্রকাশকরূপম্’-প্রকরণে ‘অনন্ত দাস ভণিতায়’[১৮১] এক পদে শ্রীরামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদলবর্ণ উর্দ্ধ ভুজদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ, শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর শ্যামবর্ণ মধ্যহস্তদ্বয়ে মোহন মুরলী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পীতবর্ণ অধঃহস্তদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণের বর্ণন পাওয়া যায়। এই পদকর্ত্তা শ্রীঅনন্তদাস শ্রীঅদ্বৈতশাখার শ্রীঅনন্ত দাস কিনা, তাহা সন্দেহ স্থল।

পুরীর শ্রীজগন্নাথমন্দিরের উর্দ্ধগাত্রে ঐরূপ একটি ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি খোদিত আছে এবং দক্ষিণ দরজার প্রাঙ্গণে একটি প্রকোষ্ঠে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল পূর্ব্বে তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তী মহাশয় এইরূপ ষড়্‌ভুজমূর্ত্তির একটি প্রাচীন সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন, জানা যায়।[১৮২]

বিশ্বে শ্রীবিশ্বম্ভরের নাম-প্রেম-সঞ্চার

শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রেমবিতরণ-সেবাটি সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবেরই কার্য্য। প্রেমকল্পতরু স্বয়ং ও তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ পরিকরগণের দ্বারা সেই মনোভীষ্ট সাধন করিয়াছেন। ‘একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব। একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম। কেহো পায়, কেহো না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥ অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে। যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥’[১৮৩] একাধারে প্রেমকল্পবৃক্ষ ও মালাকার শ্রীবিশ্বম্ভর ‘বৃক্ষপরিবার মূলশাখা, উপশাখা যতেকপ্রকার’ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিয়াছেন।

১৮০ চৈতন্যমঙ্গল ১০২ পৃ, বঙ্গবাসী ; ১৮১ পদকল্পতরু ২১৬৭ ও গৌরপদতরঙ্গিণী ৮৭ পৃষ্ঠা; ১৮২ শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত ‘শ্রীক্ষেত্র’ তৃতীয় সংস্করণ ৬২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;
১৮৩ চৈ চ ১।৯।৩৪-৩৬।

বিশ্বসুলভ বাণিজ্যপ্রথায় এই প্রেমফল পাওয়া যায় না—'পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী, **নাহি লয় মূল ॥ ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্ন-মণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥**'[১৮৪] অতএব শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণের **প্রেমফলবিতরণ** কার্য্যটি তথাকথিত 'প্রচার' (Propaganda) জাতীয় ব্যাপার নহে। স্বয়ং শ্রীবিশ্বম্ভর ও তাঁহার সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ কায়ব্যূহ পরিকর ব্যতীত আর কেহই বিশ্বজীবে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করিতে পারেন না। 'গোবিন্দপ্রেমশিক্ষার্থ-নটীকৃতনিজাংশকা' শ্রীরূপপাদ-কৃত (শ্রীপ্রেমসুধাসত্র ১১) শ্রীরাধা-নামটির তাৎপর্য্য আলোচ্য। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিলেন,—মহাপ্রভুর ও তৎ-পরিকরগণের প্রেমবন্যায় 'জগৎ ডুবিল, জীবের হইল **বীজ-নাশ**।'[১৮৫]

প্রীতির উদয়াভাসে অকপট দৈন্যের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ইহাই মহাপ্রভুর প্রেমের প্রচারক শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের শিক্ষা। 'ইতস্ততো নামকীর্ত্তনঞ্চ মৎপ্রবর্ত্তিতমেব' —চতুর্দ্দিকে যে মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন হইতেছে, তাহা আমারই প্রবর্ত্তিত—এইরূপ অভিমানকারী ব্যক্তি নামাপরাধী। ইহা স্বয়ং ভগবানের 'তৃণাদপি' শ্লোকের বিরুদ্ধাচরণ (শ্রীসনাতন)।[১৮৬]

শ্রীবিশ্বম্ভরের অন্তরঙ্গ পরিকরের এই শিক্ষা ও আদর্শের যেস্থানে ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, সেইস্থানে কেবল আত্মপ্রচারের বিজ্ঞাপন ও প্রেমের বিরোধী অপরাধের অভ্যুদয় অনিবার্য্য। মহাপ্রভুর কথাপ্রচারের অন্তরালে যদি নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার বিন্দুমাত্রও অভিসন্ধি বা স্তাবকসম্প্রদায়ের দ্বারা অবতার-বিশেষ বা অবতারের পরিকর বা বিশ্বাচার্য্য ইত্যাদি রূপে প্রচারিত হইবার দুস্পৃহা থাকে এবং তজ্জন্য জনমতসংগ্রহ বা বহির্ম্মুখজন-সংস্তুত বিষয়ী ব্যক্তিগণের কুর্পর হইতে হয়, তবে তদ্দ্বারা আত্মমঙ্গলও সুদূরপরাহত হইবে, বিশ্বের মঙ্গল বা প্রেমধর্ম্ম প্রচার ত' দূরের কথা। এই স্থানে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের শিক্ষাটী আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়—

দণ্ডন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং
সংমুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচি**তোদ্যোগক্লমৈরাকুলম্**।

---

১৮৪ চৈ চ ১।৯।২৭-২৮ ; ১৮৫ ঐ ১।৭।২৭ ; ১৮৬ হ ভ বি দিগ্দর্শিনী-টীকা ১১।৫২৪।

আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতাসম্মাননাসন্মদং
দীনানাথদয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥[১৮৭]

দণ্ড, সন্ন্যাসাদির ছলে আত্মবঞ্চিত ও লোকবঞ্চনাকারী, অন্তরে একমাত্র ভোগ-চিন্তাতুর ফল্গুত্যাগী, দিবারাত্র মোহগ্রস্ত, স্বরচিত উদ্যমের বহু শ্রমে আকুল, আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী, মূর্খ এবং অজ্ঞজনতার প্রদত্ত সম্মানে অত্যন্ত মদগ্রস্ত আমাকে দীন ও অনাথজনের দয়ার আধার হে পরমানন্দ প্রভো ! রক্ষা করুন।

মহাপ্রভুর ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ?

বর্ত্তমান কালে 'সাম্প্রদায়িকতা', 'সমন্বয়' ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য্য সাধারণ প্রচলিত ধারণানুযায়ীই লোকে গ্রহণ করিয়া থাকেন ; সত্য সিদ্ধান্তের অনুসন্ধান খুবই বিরল। আধুনিক কালে কেহ কেহ ভগবানকে 'শ্রী' হীন করিয়া বর্ণন করাকে 'অসাম্প্রদায়িকতা' মনে করেন ! **শ্রী**রাম, **শ্রী**কৃষ্ণ, **শ্রী**চৈতন্য—এই সকল স্থানে 'শ্রী' না দেওয়াই অর্থাৎ তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যমানবরূপে গণ্য করাই আধুনিক অসাম্প্র-দায়িকতার চিহ্ন ! 'কৃষ্ণভক্তি', 'কৃষ্ণপ্রেম' 'বৈষ্ণবসেবা' বলিলেই সাম্প্রদায়িকতা হয়, কিন্তু যেখানে কখনও 'ভক্তি' বা 'প্রেম' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, যেরূপ 'দেশভক্তি', 'জীবপ্রেম', 'জীবসেবা' ইত্যাদি, সেই সকল স্থানে যুগমানবের বিচারে সাম্প্রদায়িকতা হয় না, উহা হয় পরমোদারতা ! 'জয়ন্তী' বলিতে শাস্ত্র ও বিদ্বদ্‌গণের সিদ্ধান্তে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিকেই বুঝায়। কিন্তু যুগমানবের মতে ইহা সাম্প্রদায়িকতা। এখন স্বাধীনতা-জয়ন্তী হাসপাতালের জয়ন্তী, 'মীনু-টুনু'র জয়ন্তী ইত্যাদি ঔপচারিক শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাই 'অসাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের নিজস্ববস্তু থাকিবে কেন, এই মৎসর মনোভাবের উপরই ঐরূপ অবৈধ অনুকরণ হইতেছে। স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীবৎসচিহ্ন, পদদেশ হইতে গঙ্গার আবির্ভাব, ত্রিতাপ হইতে মুক্তিদান এক পরতত্ত্ব ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় না।

---

১৮৭ ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।৩০।

শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে মঙ্গলাচরণশ্লোকে শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে বৃন্দাবন-লীলায় গৌরাঙ্গী গোপসুন্দরীগণের সহিত নৃত্য ও তাঁহাদের দৃঢ়তর আলিঙ্গনের দ্বারা গৌরাঙ্গ হইয়া শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়ও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীশ্রীব্রজলীলা ও শ্রীনবদ্বীপলীলা যে একই রসিকশেখরের লীলামৃতরসপ্রবাহের দুইটি অবিচ্ছিন্ন ধারা, তাহাই গৌরগণগণের ব্রজলীলার স্বরূপ নির্ণয়ের দ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সাত বৎসর বয়স্ক শ্রীমৎ পরমানন্দদাসের মুখে স্ফুরিত সর্ব্ব প্রথম যে শ্লোকটি তাহাও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-বিষয়ক। শ্রীআর্য্যাশতকে শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিত নায়কোচিত লীলাবিলাসই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর ২২টি স্তবকে শ্রীকৃষ্ণলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীমৎকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ-হরিকে কুলদেবতা এবং উপসংহারে আপনাকে 'শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণকরুণোদিতবাগ্‌বিভূতি' বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' না বলিয়া 'শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ' শব্দ-প্রয়োগেও বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। এ স্থানে 'অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ'—'অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়' এই আলঙ্কারিক ন্যায়ের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং সমগ্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লীলাই বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তভের মঙ্গলাচরণে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যই যে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যাবতীয় উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপদ্যাবলীতে[১৪৫] শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীকবিকর্ণপূরের যে শ্লোকটি আহরণ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে ব্রজপরকীয়রসজ্ঞাপক। এই সকল বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা উভয়কেই উপেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর উপসংহারে ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার উপসংহারভাগে স্বীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের পরিচয় দান করিয়া তাঁহার শ্রীগুরুদেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা (শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা)

১৪৫ পদ্যাবলী ৩০৫ (শ্রীমৎপুরীদাস-সং)।

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং কুমারহট্টে তাঁহার পূজিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজমান আছেন, তাঁহার দ্বারা স্বীয় মন্ত্রগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনকারী এবং সেই শ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষায় 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' ও 'বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্' ইত্যাদি শ্লোকে যে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ও উভয়স্বরূপই উপেয়স্বরূপ এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই লাভ করিয়াছিলেন—ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-শ্রীশ্রীসনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-শ্রীনরোত্তম-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু-প্রমুখ সকলেই শ্রীশচীনন্দন ও শ্রীযশোদানন্দনকে সমভাবে অদ্বয়-পরতত্ত্বসীমা এবং উপেয়রূপেই ভজন করিয়াছেন। যেমন শ্রীনবদ্বীপ-পরিকরগণের মধ্যে, তেমনই ব্রজবাসী ও উৎকলবাসী পরিকরগণের মধ্যে এই একই সিদ্ধান্ত ছিল। শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীমন্ত্র-গুরুদেব—**'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়**স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।'[১৪৬]—ইত্যাদি বাক্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ও ব্রজ-বধূগণের আনুগত্যময়ী উপাসনাকে যেরূপ সাধ্য বা উপেয়স্বরূপ বলিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরের ভজনও সমভাবে সাধ্য বা উপেয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদের কৃপালব্ধ শ্রীমৎশিবানন্দ সেন-শ্রীকবিকর্ণপূরাদি সেই সিদ্ধান্তেরই অনুগমনকারী। শ্রীগৌরপরিকর শ্রীমুরারি-গুপ্তে প্রবিষ্ট নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাম-পরিকর শ্রীহনূমানের দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র হইলেও শ্রীমুরারি শ্রীগৌরকে যেরূপ পরতত্ত্বসীমা ও শ্রীগৌর-লীলার ভজনকে উপেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ 'শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণ', 'গোপীপ্রাণবল্লভ', 'শ্রীরাধারমণ', 'রাসরসোৎসুক' শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীগৌর—ইহাও সাক্ষাদ্ভাবে স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন। তিনি শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীরাঘব, শ্রীরাম, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীহরিদাস, শ্রীগৌরীদাস, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনাদি, কুলিনগ্রামনিবাসী

১৪৬ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—মঙ্গলাচরণ-শ্লোক।

ভক্তগণ সকলেই শ্রীগৌরহরিকে শ্রীনন্দনন্দনরূপে শ্রীনীলাচলে বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কড়চায় বর্ণন করিয়াছেন।[১৪৭]

শ্রীশচীনন্দন ও শ্রীযশোদানন্দনকে অভিন্নরূপে পরতত্ত্বসীমা এবং উভয় লীলার ভজনকেই সমভাবে সাধ্যরূপে শ্রীমৎসনাতন নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের উপক্রমের কয়েকটি শ্লোক হইতেই সুপ্রমাণিত হয়। শ্রীল রূপও শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনাকে উপেয় বা সাধ্যরূপে নির্ণয় করিয়া স্ব-প্রভুপাদ শ্রীসনাতনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমত্ব ও শ্রীভক্তামৃতে শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়িত্ব প্রদর্শন করিয়া উভয় লীলার ভজনই সমভাবে উপেয়রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীস্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই 'সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং, বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ'—এই চরণে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সদাশিব-শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীব্রহ্মহরিদাস ঠাকুরাদির সদোপাস্য, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদও শ্রীমুক্তাচরিতের মঙ্গলাচরণে শ্রীগুরুকৃপায় লব্ধ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র, 'শ্রীগোপাল মন্ত্র', 'শ্রীশচীনন্দন', 'শ্রীস্বরূপ', 'শ্রীরূপ', 'শ্রীসনাতন,' 'শ্রীবৃন্দাবন,' 'শ্রীগোবর্দ্ধন,' 'শ্রীরাধাকুণ্ড' ও 'শ্রীরাধিকা-মাধব-প্রাপ্তির আশাকে' সমপর্য্যায়ে সাধ্য বা উপেয়রূপেই বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমনঃশিক্ষায় 'শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ'[১৪৮] পদে এবং শ্রীচৈতন্যাষ্টকে 'স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ'ইত্যাদি পদে যেরূপ শ্রীচৈতন্যকে শ্রীস্বরূপাদির নিত্য উপাস্য সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন পরতত্ত্বসীমা এবং তাঁহার ভজনকে সাধ্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের ভজনকেও সাধ্যরূপেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং কি ব্রজবাসী গোস্বামিপাদগণ, কি গৌড়দেশবাসী গৌর-পরিকরগণ সকলেরই ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা উভয়ই সমভাবে উপেয় ও সাধ্যস্বরূপ ছিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত-সার-রূপে বলিয়াছেন,'কৃষ্ণ-লীলা অমৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিগে বহে যাহা হৈতে। সে **চৈতন্যলীলা**

---

১৪৭ শ্রীকৃষ্ণ চৈ চরিতামৃতম্ ৪র্থ প্রক্রম, প্রথম সর্গ এবং ২৪ সর্গ দ্রষ্টব্য; ১৪৮ মনঃশিক্ষা ২।

হয়, সরোবর অক্ষয়, মন-হংস চরাহ তাহাতে ॥ 'চৈতন্যলীলা অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধু-গুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥'[১৪৯] শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সেইরূপ বলিয়াছেন,—'এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।'[১৫০] 'অতিকৃপাপাত্র সে গোকুল ভাব পায়। যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায়।'[১৫১] শ্রীমুরারিগুপ্তপাদও বলিয়াছেন, 'নন্দগোকুল-বাসিনাং ভক্তিরেব সুদুর্লভা। ভাব্যতে শুদ্ধভাবৈশ্চ লভ্যতে বা নরৈঃ ক্বচিৎ ॥'[১৫২]

গৌড়বাসী ও ব্রজবাসী শ্রীগৌরপরিকরগণের সমচিত্তবৃত্তি

কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়বাসী ভক্তগণ নিখিল ভারতের অপেক্ষা না করিয়া কেবল **স্ব-স্ব** গোষ্ঠীর জন্য শ্রীচৈতন্যের উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আর বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের উদ্দেশ্য ছিল নিখিল ভারতে শ্রীচৈতন্যকে প্রচার।

এইরূপ মতবাদ প্রকৃত-তথ্যসহ নহে। কারণ শ্রীগৌড়বাসী শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবিশ্বম্ভরের নবদ্বীপলীলা-কাল হইতে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, 'সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। করাইমু **সর্ব্বদেশে** কীর্ত্তন প্রচার॥'[১৫৩] 'যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে। এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥ **পৃথিবী পর্য্যন্ত** আছে যত দেশ গ্রাম। **সর্ব্বত্র** সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥'[১৫৪] শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারও নবদ্বীপেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক ফলোদ্যানকর্ম্ম আরম্ভ এবং সেই উদ্যানের ফলই বিশ্বে বিতরণের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১৫৫] শ্রীবিশ্বম্ভরের সেই লীলা হইতে শত শত ধারে যে সকল লীলামৃতসার প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অমৃতই সাধু মহান্ত-মেঘগণ বিশ্বোদ্যানে বর্ষণ করেন। তাহাতে যে অমৃত ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা ভক্তিরসপাত্রগণ নিরন্তর আস্বাদন করেন এবং জগতের জনও সেই প্রেমে জীবন ধারণ করেন।

---

১৪৯ চৈ চ ২।২৫।২৬৪, ২৭০; ১৫০ চৈ ভা ১।৭।১৪৭; ১৫১ ঐ ৩।৭।৮৭; ১৫২ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪।২৪।২৫। ১৫৩ চৈ ভা ১।৫।১৫১; ১৫৪ ঐ ৩।৪।১২১, ১২৬; ১৫৫ চৈ চ আদি ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত-মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে জীয়ে জগজন ॥[১৫৬]

শ্রীবিশ্বম্ভরের উপাসনা-প্রণালী ব্যক্তিগত বা স্বগোষ্ঠীগত হইলেও তাঁহার প্রদেয় শ্রীনাম-প্রেম বিশ্বের সকলের জন্য—ইহা যেমন শ্রীগৌড়বাসী ভক্তগণ, তেমনি শ্রীব্রজ-বাসী ভক্তগণও প্রচার করিয়াছেন।

একদিকে যেরূপ শ্রীচৈতন্যপরিকর-মহাজনগণগৌড়ীয় ভাষায় পদাবলী-সাহিত্যের মধ্য দিয়াশ্রীমন্মহাপ্রভুর রস-সিদ্ধান্ত-সম্পত্তি জগতেবিতরণ করিয়াছিলেন,অপর দিকে তদানীন্তন সর্ব্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতকে বাহন করিয়া গোস্বামিপাদগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিরসসিদ্ধান্তরত্ন জগতে দান করিয়াছেন। গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত ঐসকল পদাবলী-সাহিত্য এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ওশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মূল পদের রসাস্বাদন করিবার জন্য, যে ভাষায় স্বয়ং ভগবান প্রেমের ঠাকুর বিশ্বম্ভর শ্রীশচীমাতার সহিত কথা বলিয়াছেন, 'হরিবোল,' 'হরিবোল' বলিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কীর্ত্তন-নৃত্য করিয়াছেন, সেই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সমগ্র বিশ্ব অচিরেই ব্যাকুল হইবে।

বিশ্বের নবযুগান্তরকারী শ্রীবিশ্বম্ভর

শুধু ভারতে নহে, শ্রীবিশ্বম্ভরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বিশ্বের ইতিহাস—এক সঙ্ঘর্ষময় যুগের ইতিহাস। তখন 'Wars of the Roses' ও পাশ্চাত্ত্য মধ্যযুগের অবসান কাল উপস্থিত হইয়াছে। নানাপ্রকার পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সঙ্ঘর্ষে পাশ্চাত্ত্যদেশের প্রত্যেক জাতি ও সমাজ ন্যূনাধিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বর্ত্তমান যুগের সূচনা হয়। এই জন্যই পাশ্চাত্ত্য ঐতি-হাসিকগণ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দকে 'The Beginning of the Modern Age' বলিয়াছেন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরেই বিশ্বম্ভর আবির্ভূত হয়েন। এই সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সভ্যজগতেরও 'Renaissance' বা 'নূতন জন্মের' সূচনা

১৫৬ চৈ চ ২।২৫।২৬৯।

হইতেছিল।*শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ঠিক পরের বৎসরই(১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) সরাসর জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য পাশ্চাত্ত্যজাতির প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বার্থোলোমিউ দিয়াজ্'-নামক জনৈক নাবিক 'উত্তমাশা' অন্তরীপে পৌঁছিয়াছিলেন। তখন হইতেই ভারতবর্ষে আগমনের জলপথ উন্মুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে আরও একজন নাবিক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ-নাবিক 'ভাস্কোদাগামা' কালিকট্ বন্দরে পৌঁছিলেন। এই জলপথ আবিষ্কারের বাহ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য নানাপ্রকার থাকিলেও শ্রীনবদ্বীপ সুধাকরের নাম-প্রেম-প্রচারের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সহিত পরাশান্তির যোগসূত্র রচনার প্রেরণাই অন্তর্নিহিত ভাবে ছিল। পাশ্চাত্ত্যের বণিক্ ভারতবর্ষের প্রাকৃত ধনরত্নে লাভবান্ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ প্রেম যার, সেই বড় ধনী'—সেই অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত ধন শ্রীচৈতন্যপ্রেমসম্পদের অধিকার তাঁহারাও কোনদিন বিশ্বম্ভরের অহৈতুকী কৃপায় লাভ করিতে পারিবেন ইহার মধ্যে সেই গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছিল। নতুবা ভারতের সহিত যোগসূত্রস্থাপনে শ্রীগৌরাবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে তাঁহারা অন্তর্যামি-পরমেশ্বরের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েন কেন?

নব জাগরণের যুগে ইংলণ্ডের 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাচর্চ্চার জন্য নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। এদিকে ঠিক সেই সময়ে শ্রীবিশ্বম্ভরের আবির্ভাবেও ভারতের প্রধানতম সারস্বত তীর্থ শ্রীনবদ্বীপে পরা বিদ্যা, প্রেম-ভক্তি-রস-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাধনার এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য দেশে যখন 'Utopia' (No-where) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আদর্শ পার্থিব-সমাজের কাল্পনিক চিত্র প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময় ও তৎপূর্ব্বেই

---

* While Henry VII. was struggling with his difficulties, a series of explorations had suddenly multiplied the area of the world, and opened new horizons. * * * Even more important than the discoveries as a sign of the coming of a new era was the Renaissance which first began seriously to affect the life and thought of England in the time of Henry VII.

—Ramsay Muir.

শ্রীবিশ্বম্ভর ঐকান্তিক পরমার্থের অনুগমনকারী আদর্শ-সমাজের বাস্তব-চিত্র বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন লুথার † পোপের যথেচ্ছা-চারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উড্ডীন করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগতে খ্রীষ্টধর্ম্মের এক সংস্কারযুগের উদ্বোধন করিলেন। এই সময়ে তদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্রের নূতন আবিষ্কার হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব মার্টিন্ লুথার্ বা জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম-সংস্কারকের ন্যায় ঈশ-শক্তিসম্পন্ন মানব-বিশেষ নহেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'ভক্তিধর্ম্ম-সংস্কারক' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মের প্রণেতা পুনঃ সংস্থাপক, বিকাশক ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকের আচরণ করিয়াও স্বয়ং পূর্ণ-বিকসিত সার্ব্বভৌম ভাগবত ধর্ম্মের অধিদেবতা। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশে নবযুগ ও সভ্য-সুশাসন-পদ্ধতির সূচনা, ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সন্ধান, ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্দ্ধ আমেরিকার আবিষ্কার, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় ও তৎসঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নবজাগরণ অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর সহিত পারমার্থিক যোগসূত্র-সংস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়া বঙ্গের ভাগ্যাকাশে যে বিশ্বস্নিগ্ধকারী অতিমর্ত্ত্য চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র।

অদ্বিতীয় শিক্ষকের অদ্বিতীয়া শিক্ষা

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ'[১৫৭] ইত্যাদি শ্লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক আচরণমূলক আদর্শের দ্বারা জীব-শিক্ষা-দানের কথা বলিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদও 'আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে'[১৫৮] ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণোক্তি

† * * Thus a great part of Europe, including England, was full of explosives only waiting for a spark; the spark came from Martin Luther, a friar professor of Wittenberg in Saxony, who in 1517 nailed to the door of the church there a number of *Theses*, challenging the right of the Pope to sell indulgences, or exemptions from penance. A fierce controversy arose which was swiftly spread by the new invention of the printing-press.

—**Ramsay Muir.**

১৫৭ গীতা ৩।২১; ১৫৮ চৈ চ ১।৩।২০।

শ্রীগৌরাবতার-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি কেবল নিজে আচরণ করিয়াই ভক্তি শিক্ষা দেন নাই, স্বয়ং ভগবান সমষ্টিগুরু হইয়াও সাধক-শিষ্যের ন্যায় শাসিত হইবার আচরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র হইয়াও যখন শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা-ছলে রামকেলিতে আগমন করিলেন, তখন শ্রীসনাতনের দ্বারা 'তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥'[১৫৯]—ইত্যাদি বাক্যে শাসিত হইবার লীলার অভিনয় করিয়া সাধক জগৎকে বৃন্দাবনযাত্রার পরিপাটি (রীতি) শিক্ষা দিলেন। আবার যিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বর, তিনি তাঁহার ভৃত্য শ্রীদামোদর পণ্ডিতের দ্বারা 'রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর? লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ অবসর'?[১৬০] ইত্যাদি বাক্যে শাসিত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিয়া আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তিগণকেও শিক্ষা দিয়াছেন। এরূপ পরমকরুণাময়ী শিক্ষার আদর্শ একমাত্র শ্রীগৌরহরিতেই দৃষ্ট হয়।

শ্রীরামচন্দ্রপুরী, রামচন্দ্র খাঁ, অমোঘ প্রভৃতির আদর্শের দ্বারা শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধির পরিণাম শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরাম রায়ের প্রতি শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণের প্রতি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সংশয়-লীলাদি এবং তাহা যথাযোগ্যভাবে সমাধানাদির দ্বারা শুদ্ধভক্তি-পথের বহু প্রকার আদর্শ-শিক্ষা দান করিয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে শ্রীমন্ত্রগুরুরূপে বরণ এবং জগদ্‌গুরু-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, তথা সমস্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের শ্রীমন্ত্রগুরুপদাশ্রয়লীলা প্রকট করিয়া সম্প্রদায়বিহীন অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ধারায় শ্রীমন্ত্রগুরুগ্রহণ ব্যতীত সিদ্ধ-গোপালমন্ত্রও নিষ্ফল হয়—এই শাস্ত্রীয় (গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত) শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। শ্রীমদ্‌রঘুনাথ পুরীর দ্বারা অবৈষ্ণব-সন্ন্যাস পরিত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণব সদাচার প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমৎসনাতনের দ্বারা (শ্রীকান্ত-প্রদত্ত ভোটকম্বল ত্যাগাদির আদর্শ ও অকিঞ্চন বেশ স্বীকার) এবং শ্রীমদ্‌রঘুনাথদাসের দ্বারা বিরক্তের আচরণ, স্বয়ং শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট হইতে একটি ক্ষুদ্র ভজনস্থান যাচ্ঞা

১৫৯ চৈ চ ২।১।২২৩—২২৪; ১৬০ ঐ ৩।৩।১৫,১৭।

যদি বলা যায়, সূর্য্য পূর্ব্ব দিকেই উঠে এবং পূর্ব্বদিক একটিই, উহা দুই বা বহু নহে ; পশ্চিম দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে সূর্য্য দর্শন হইবে না, তখনই তর্ক উঠে ; —উহা 'সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া গণিত হয়।

সাম্প্রদায়িকতা বহির্ম্মুখ জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। প্রত্যেক বহির্ম্মুখ প্রাণী এক একটি দেহরূপ প্রাচীরের দ্বারা এক একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক জীবে জীবে ভেদ, মানুষে মানুষে ভেদ, পরিবারে পরিবারে ভেদ, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে ভেদ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভেদ, সমাজে সমাজে ভেদ, জাতিতে জাতিতে ভেদ, দেশে দেশে ভেদ, প্রদেশে প্রদেশে ভেদ, রাজ্যে রাজ্যে ভেদ, বর্ষে বর্ষে ভেদরূপ সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ সাম্প্রদায়িক বলিয়াই মানব জাতির সর্ব্ব প্রকার উপকারক, নিরীহ, নিরপরাধ, মূক গোজাতির হত্যায় দণ্ডের বিধান নাই; কিন্তু মানবের নিধনে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ অসংখ্য প্রকার সাম্প্রদায়িকতা কি নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহারা 'বেদ-মানা' ব্যক্তিকে 'সাম্প্রদায়িক' বলেন। আবার যাঁহারা বেদ মানিয়াও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা 'কেবল-বেদ-মানা'-সম্প্রদায়ের নিকট 'সাম্প্রদায়িক' বা 'পৌরাণিক' বলিয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েন। অহিন্দু-সম্প্রদায় বেদ মানেন না, 'হিন্দু'-নামধারীর মধ্যেও কেহ মুখে বেদ মানেন, হৃদয়ে বা কার্য্যে মানেন না—অহিন্দুর নিকট 'বেদ-মানা' হিন্দু 'সাম্প্রদায়িক,' কোনও কোনও হিন্দুর নিকটও 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া গণ্য। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি ও অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায় বেদ মানেন না। সুতরাং জনমতের সংখ্যাধিক্যের দ্বারাও সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। কেহ বলেন, সাম্প্রদায়িক হওয়া দোষ নহে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাই দোষদুষ্ট। এইরূপ মনোভাবের বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায়, যে মত যত নির্ব্বিশেষ ভাবের দিকে গতিবিশিষ্ট, তাহাই তত সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য। 'পরমেশ্বর' বলা সাম্প্রদায়িকতা নহে, কারণ তাহা একটি বিশেষণ মাত্র। কিন্তু যখনই বিশেষ্য ধরা যায়, যেমন 'কৃষ্ণ' 'রাম' ইত্যাদি,

তখনই তাহা হয় সাম্প্রদায়িকতা! এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র উপাস্য বস্তুকে 'তত্ত্ব'সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া একই পরতত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' এই ত্রিবিধ আবির্ভাব-রূপে প্রকাশিত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখনই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—ভগবানে পরতত্ত্বের পূর্ণ আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাবের স্বয়ংরূপ বা অংশিতত্ত্ব হইতেছেন—কৃষ্ণ, তখনই তাহা হইয়া যায় প্রচলিতধারণানুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা! শাস্ত্র বা শব্দপ্রমাণ স্বীকার করাই সাম্প্রদায়িকতা, আর মনোধর্ম্মের যথেচ্ছ মতই অসাম্প্রদায়িকতা—শেষে ইহাই প্রমাণিত হয়।

বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ জনতার গতানুগতিক ধারণাই যে অপসাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট ও সর্ব্বানর্থকর এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই যে পরম সত্য, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে সূক্ষ্ম বিচার-শৈলীর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে[১৮৮]। সর্ব্বসনাতনশাস্ত্রসার শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে বলেন, শ্রীকৃষ্ণই এক পরতত্ত্ব। একই পরতত্ত্বের বিভূতিগণকে স্বতন্ত্ররূপে গণনা করাই সাম্প্রদায়িকতা। 'মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেব-পরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥'[১৮৯] শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিতে শ্রীবাসুদেবেই সর্ব্ব শাস্ত্রের, সর্ব্ব সাধনের, সর্ব্ব ধর্ম্মের ও সর্ব্ব পুরুষার্থের সমন্বয় জানা যায়। সেই বাসুদেবের অনন্ত বিভূতি, তাঁহাদিগের কাহারও স্বতন্ত্র বন্দনা বা নিন্দা না করিয়া শ্রীবাসুদেবের ভজনই প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা ও পরম উদারতা। 'যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ'[১৯০] ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীগীতায়ও শ্রীবাসুদেবেই সর্ব্বদেবতার ও সর্ব্বারাধনার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অবৈদিক বিভূতিগণ দূরে থাকুক, বৈদিক বিভূতিগণেরও স্বতন্ত্র পূজা অপসাম্প্রদায়িকতা।[১৯১]

কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত দেব-মন্দিরে গমনের দৃষ্টান্তকে 'অসাম্প্রদায়িক ভাব' বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মহাকালপুরে গমনের[১৯২] ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও

---

১৮৮ ভা ১।২।২২-২৯ ; ১৮৯ ভা ১।২।২৬, ২৮-২৯ ; ১৯০ গীতা ৯।২৩ ; ১৯১ ভা ১১।২৭।২৮-২৯ ; ১৯২ ভা ১০।৮৯।৫৮ ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৯ অনু।

তাঁহার বিভূতিগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ এবং 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' লোকে শিক্ষা দান করিবার জন্য বিবিধ দেব-মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ বিরজাদেবীকে প্রণাম করিয়া অহৈতুকী প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন—'সমযাচৎ প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ'*। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুকে 'শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ-বাসুদেব-ইত্যাদি-নামামৃত-পানমত্ত-ভৃঙ্গাধিপায়' 'হরের্ভক্তিসুখপ্রদায় শিবায় সর্ব্বগুরবে নমো নমঃ' বলিয়া স্তব এবং 'প্রেমানমেবাস্ত হরৌ বিধেহি' বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম যাচ্ঞা শিক্ষা দিয়াছেন। যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র-পূজা স্ববিভূতির পূজা এবং লোকশিক্ষাপর আচরণ। মহাপ্রভু কোন অবৈষ্ণবের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। বেদবিরোধী বৌদ্ধ, বৈদিক, অবৈদিক, শ্রীরামোপাসক, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণোপাসক সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তির মুখেই তাঁহাদের উপাস্যতত্ত্বের নাম গ্রহণ করাইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্ব নাম যাঁহাতে সমন্বিত সেই কৃষ্ণনামই গ্রহণ করাইয়াছিলেন। পরম বস্তু (পরম সম্বন্ধ-তত্ত্ব কৃষ্ণ, পরম অভিধেয়-তত্ত্ব রাগভক্তি ও পরমপ্রয়োজন-তত্ত্ব ব্রজপ্রেম) দানে শ্রীবিশ্বম্ভর বিশ্বের কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ পরমোদারতা।

তথাকথিত পরমতসহিষ্ণুতার অন্তরালে অনেক সময় কাপট্য, কূটনীতি ও লোকবঞ্চনার অভিসন্ধি থাকে। অসদ্ব্যক্তিগণ সৎসমাজের পাঙ্‌ক্তেয় হইবার জন্য সাধুকে 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া গঞ্জনা করেন। সমস্ত অসৎ মত নির্ব্বিশেষভাবে চালাইবার জন্য অপরকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়া কেহ নূতন নূতন অবতারের কল্পনা, কেহ বা স্ববুদ্ধিজাত নানামত ও যথেচ্ছচারিতার প্রশ্রয় দেন।

এইরূপ কূটনীতি ধর্ম্মনীতিতে ভুবনমোহিনীরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রকৃত সত্য হইতে জীবকে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে এইরূপ পরোৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা বা মাৎসর্য্য এবং কূটনৈতিক অপস্বার্থ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সহিত অন্য কোন সম্বন্ধাভিধেয়-

*কৃষ্ণ চৈ ৩।৬।১৭, ৩।৮।১৭-১৯।

প্রয়োজন-তত্ত্বের সমতা বা নির্ব্বিশেষ গতানুগতিক জনপ্রিয় মত প্রচার করিয়া জীবকে পরম প্রয়োজন লাভ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। প্রেমরসিকগণ বলেন,—'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী পরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ' ॥[১৯৩] প্রভু কহে,— 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?' রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥' 'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?' 'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥' 'মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?' 'কৃষ্ণপ্রেম—যাঁর সে-ই মুক্ত-শিরোমণি ॥' 'সম্পত্তি-মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?' 'রাধাকৃষ্ণপ্রেম যাঁর—সে-ই বড় ধনী ॥'[১৯৪]

প্রেমকল্পবৃক্ষ শ্রীবিশ্বম্ভর কৃষ্ণভক্তিকেই একমাত্র পরা বিদ্যা, যুগলশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামকেই শ্রেষ্ঠ উপাস্য, কৃষ্ণপ্রেমিককেই মুক্তশিরোমণি এবং রাধাকৃষ্ণে প্রেমসম্পত্তি-শালী ব্যক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া জানাইয়াছেন। এই প্রেমই তিনি বিশ্বে সঞ্চার করিয়াছেন।

"পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন"

প্রেমামরতরু শ্রীবিশ্বম্ভর স্বয়ং এবং তাঁহার পরিকরমেঘগণ বিশ্বোদ্যানে সর্ব্বক্ষণ যে কারুণ্যামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে যথার্থ সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সর্ব্বসাধনসমন্বয়, সর্ব্বরসসমন্বয়; সার্ব্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার পরম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। মেঘ যেরূপ ভূমি হইতে অতি ঊর্দ্ধে থাকিয়া অবিচারে সকলক্ষেত্রস্থ শস্যেই সুনির্ম্মল বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ শ্রীগৌরপরিকরগণ বহির্ম্মুখ জনতার ধারণা ও চিন্তাস্রোতের বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া সেই শ্রীগৌরকারুণ্যামৃতরস আস্বাদন করিয়া সমগ্র জগতে অবিচারে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। সেই রসে যেরূপ ভক্তমণ্ডলীর ভক্তিলতা পুষ্পিত ও ফলিত হয়, অপরেও ফলফুলরসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে, তদ্রূপ তাঁহাদের কৃপাবরণকারী বিশ্বের নিখিল জীব শ্রীবিশ্বম্ভরের

১৯৩ পদ্যাবলী ৮২; ১৯৪ চৈ চ ২।৮।২৪৪, ২৫৫, ২৪৮, ২৪৬।

করুণামাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারে। বিশ্বোদ্যানে বিচিত্র বৃক্ষলতাদি আছে। বাগানে নিম্ব বৃক্ষও থাকে, আম্রবৃক্ষও থাকে। যে স্থানে সমস্ত বৃক্ষকে একাকার বা সমপর্য্যায়ে গণনা করার চেষ্টা করা হয়, সেই স্থানে উদ্যানের সৌন্দর্য্য ও ফলফুলের রসমাধুর্য্যবৈচিত্র্যের বিনাশ, বলিতে কি সমগ্র উদ্যানেরই উচ্ছেদ হয় অথবা অগ্নিদেবের জিহ্বার ইন্ধনরূপে পরিণত করা হয়। চরমে নির্ব্বিশেষ মতবাদ স্থাপনে সমন্বয় হয় না। উহা হয় ধ্বংস। কিন্তু প্রেমামরতরু শ্রীবিশ্বম্ভর অচিন্ত্য করুণাশক্তিতে বিশ্বোদ্যানের সমস্ত বৃক্ষে মধুর-রস সঞ্চার অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ব্রতী, নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, যবন, বৌদ্ধ, বৈদিক, অবৈদিক, পাষণ্ডী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সর্ব্বদেবপূজক, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী সকলের হৃদয়ে সর্ব্বরস শ্রীকৃষ্ণের নাম-প্রেমরস সঞ্চার করিয়া সকলের হৃদয়ই মধুময়—প্রেমময় করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় এবং সর্ব্বরস-সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ অনাত্ম ও আত্মভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার। দৈহিক বা মানসিক তাৎকালিক ধর্ম্ম অনাত্মধর্ম্ম এবং পরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াযে ধর্ম্ম তাহাই হইতছে আত্মধর্ম্ম। এই আত্মধর্ম্মের মধ্যেও বহু স্তর ও ভেদ আছে। যেরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জ্ঞান, রাজযোগ ইত্যাদি। এই সকল ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যজাতির জন্য ; মানবেতর জাতির জন্য নহে। তাহাও সর্ব্বশ্রেণীর মানবের জন্য নহে। আর যাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাঁহাদের জন্যও সার্ব্বকালিক নহে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ সার্ব্বভৌম ভাগবতধর্ম্ম স্থাবর-জঙ্গম সকলের সার্ব্বকালিক নিত্য ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ত বিশ্বের অনেকে বলেন,—'ধর্ম্ম' করিবার সময় কোথায়?' কিন্তু শ্রীনামকীর্ত্তন কর্ম্মব্যস্ত থাকিবার সময়ও অনুশীলন করা যায়। পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, পর্ব্বত মুখে নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও উহার ধ্বনি শ্রবণ ও স্পর্শে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে। এজন্যই শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রচারিত ধর্ম্মটি সার্ব্বজনিক, সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম।

শ্রীবিশ্বম্ভরের এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মে অনাদিবহির্ম্মুখ বিশ্ব জীবের ব্যাধির নিদান-

চিকিৎসা এবং পরম চিদ্‌বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-প্রণালী পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানমতে 'Broad-Spectrum antibiotic' একই দেহে বহু প্রকারের জীবাণু-দ্বারা আক্রমণহেতু যে রোগ তাহা দূর করিতে সমর্থ অথবা অসংখ্য প্রকার জীবাণু বহু দেহে আক্রমণ করিয়া বহু প্রকার বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করিলেও Broad-Spectrum antibiotic কার্য্যকরী; পরন্তু সাধারণ antibiotic-এর (যেমন penicillin, streptomycin ইত্যাদির) সে ক্ষমতা নাই। তুলনায় বলা যাইতে পারে, সাধারণ antibiotic-এর কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু Broad-Spectrum antibiotic-এর ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ। Broad-Spectrum antibiotic-এর উদাহরণ—achromycin, terramycin প্রভৃতি।*

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্র, তন্মধ্যে আবার শ্রীগৌরপ্রদত্ত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ স্বরূপ-সিদ্ধ অঙ্গী ভক্তির ক্ষেত্র সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বব্যাপক। তাহার ফলও অব্যর্থ ও সর্ব্বাতিশায়ী।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিযুক্ত হইলেই মোক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্বর্গ প্রদানে কখনও সমর্থ হয়। কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনাখ্যা কেবলা ভক্তির ফল পুরুষার্থসীমা এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে সবই লাভ হয়—'যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।'

'ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম'

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়,—পঞ্চভূত এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার হইতেছে বহিরঙ্গা প্রকৃতি। তাহা ভগবানের শক্তি হইলেও জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা। জীব-প্রকৃতি চেতন বলিয়া উৎকৃষ্টা। এই উৎকর্ষের কারণ হইতেছে, জীবরূপা চেতনপ্রকৃতি জড়া প্রকৃতিকে নিজের ভোগে লাগাইতে পারে।[১৯৫]

---

*প্রাকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই উদাহরণটী অসম্পুর্ণ; কেবল একটু দিগ্‌দর্শন করাইবার জন্ত উল্লিখিত হইল। Broad-Spectrum antibiotic-এর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ হইলেও সর্ব্বব্যাপকও সর্ব্বরোগনির্ম্মূলকারী নহে; কিন্তু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্ব-ভবরোগের নির্ম্মূল করিয়া পুরুষার্থ-সীমা প্রদানকারী, সুতরাং ইহা অতুলনীয় ও অপ্রাকৃত মহামহৌষধ।

১৯৫ গীতা৭।৫।

জীব জড়-জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া বদ্ধ হইয়া পড়ে—ইচ্ছামত ভোগ বা প্রভুত্ব করিতে পারে না, এই জন্য মায়াধীশ পরতত্ত্বই একমাত্র পরাৎপর প্রভু। ইহা শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বহুবার বলিয়াছেন।

জীব সেই পরতত্ত্বের উপাসনা দ্বারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন এবং মুক্ত হইয়া রসানন্দ অনুভব করেন। রসানন্দ-বৈচিত্রীর অনুভব ব্যতীত মুক্তির সার্থকতা হয় না। যেরূপ কঠিনরোগমুক্তির পর আত্মীয়-স্বজনের সহিত স্বচ্ছন্দ আহার-বিহার ও রসানুভবেই রোগমুক্তির সার্থকতা। অপ্রাকৃত রসানন্দের পরাকাষ্ঠা যে ব্রজগোপীর আনুগত্যময় প্রেমনির্য্যাস, তাহাই শ্রীবিশ্বম্ভর প্রেমকল্প-বৃক্ষরূপে বিতরণ করিয়াছেন। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরতত্ত্বের বিভিন্ন ভাবের উপাসনার কথা আছে। কেহ পরতত্ত্বকে পিতৃরূপে, কেহ মাতৃরূপে, কেহ প্রভুরূপে, কেহ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন ভাবেই জীব-প্রকৃতি পরতত্ত্বের সহিত নিকটতম নিরুপাধিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ও সর্ব্বরসানন্দ-বৈচিত্রী লাভ করিয়া 'আনন্দী' (সুখী) হইতে পারে না। পিতৃভাবের উপাসনায় মাতৃ-ভাবের সমস্ত রস নাই, মাতৃভাবের উপাসনায় পরতত্ত্বে কান্তভাবের রস নাই, পরতত্ত্বকে সন্তানরূপে ভজনের রসও নাই, আবার তত্তৎ নিত্যসিদ্ধ রসিকগণের আনুগত্য না থাকায় তাহাও নানা দোষদুষ্ট ও কষায়যুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দেহাদি সর্ব্বহৈতুক-সম্বন্ধরহিত ও ঐশ্বর্য্যাদি উপাধিরহিত ব্রজের নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক জনের আনুগত্যময় ভক্তিরসে কষায়নির্ম্মুক্ত সমস্ত রসের সমাবেশ ও সমন্বয় আছে। শ্রীবিশ্বম্ভর সেই সর্ব্বরসময় প্রেমফল বিশ্বে বিতরণ করিয়াছেন। অতএব এই প্রেমের, এই রসের, এই করুণার তুলনা; পরতত্ত্বের সহিত এইরূপ নিকটতম—সান্দ্রতম নিরুপাধিক প্রীতি-সম্বন্ধ, এইরূপ মাধুর্য্যমর্য্যাদা এবং সেই পরম প্রয়োজন লাভের এরূপ অমোঘ-অব্যর্থ, সহজ ও সরল সার্ব্বজনীন উপায়—যাহা একাধারে উপায় ও উপেয় উভয়ই, তাহা বিশ্বের আর কোনও ধর্ম্মমতে কোথাও নাই। কারণ এই ধর্ম্ম সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীত—ঋষি বা মহাজনকল্পিত বা পরিবেষিত নহে। বৈদিক ধর্ম্মও ভগবৎ-প্রণীত বটে, কিন্তু ঋষিগণ তাঁহার বিতরণকারী; এজন্য নানা মুনির নানা মতে

লোকে বিভ্রান্ত হয়। শ্রীব্যাসমুনির বেদান্ত সূত্রের দ্বারাও নানা মুনির নানা মত নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু যাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম, তিনি স্বয়ংই সেই ধর্ম্মের অনুশীলনকারী হইয়া হাতে কলমে সেই ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ায় তাহা যেমন পরমশক্তিসম্পন্ন অব্যর্থ, সুপ্রণালীবদ্ধ ও পরমপ্রয়োজনপ্রদ হইয়াছে, তেমনি সার্ব্বভৌম, সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বসমন্বয়কারী সর্ব্বরসময় রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পরম ধর্ম্মের অনুশীলন ও তাহার অবশেষ-রস আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্য বিশ্বম্ভরের প্রদত্ত প্রেম যেরূপ অতুলনীয়, সেই প্রেমের সান্দ্রঘনঠাকুরটিও সেইরূপ রসমাধুর্য্যে ও প্রেমমাধুর্য্যে অতুলনীয় পরতত্ত্বসীমা, ইঁহার অনুকরণ বা দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পারে না। গ্রহরাজ সূর্য্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যেরই প্রভাবে ন্যূনাধিক শক্তিশালী। নূতন নূতন অবতার কল্পনার নিরর্থকতা এই স্থানেই প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও দেখা যায়, কোন জনতা-কল্পিত কোন অবতারই আপামরে ব্রজপ্রেম সঞ্চার করিতে পারে না। জগতের জনতা-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাসমূহের দ্বারা কৃত্রিম উদ্যান রচনা করিলে অপ্রাকৃত প্রেমফল পাওয়া যায় না।

সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়েন বলিয়া পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দেশের লোক যদি 'পূর্ব্ব দিকের সূর্য্য আমাদের সেব্য নহেন,' বিচার করিয়া তৎপ্রতি বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে যেমন তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ গৌড়-দেশের পূর্ব্ব শৈলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-সূর্য্যচন্দ্রদ্বয় স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন দেখিয়া যদি কেহ 'বাঙ্গালার ভগবান'কে আমরা অন্য দেশের লোক ভজনা করিব কেন?' অথবা শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্য স্বেচ্ছায় অন্যপ্রদেশে উদিত হইয়াছেন বলিয়া ভিন্নপ্রদেশীয় ব্যক্তি তদ্ভজনে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ বিচার আনয়ন করেন, তবে তাহা হইবে আত্মবঞ্চনা ও আত্মহত্যা। শ্রীবিশ্বম্ভর কেবল বঙ্গদেশের বা ভারতের সেব্যতত্ত্ব নহেন, কেবলমাত্র এই ব্রহ্মাণ্ডের বা পৃথিবীর সেব্যতত্ত্ব নহেন,

অনন্ত বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর নিত্য-সেব্য পরমেশ্বর। শ্রীচৈতন্য অনন্তবিশ্বে অনন্তকাল স্বনাম-প্রেমসূর্য্যের কিরণ বিতরণ করিতেছেন।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত ভজনশৈলী সার্ব্বকালিক। শ্রীবিশ্বম্ভর তাঁহার পরিকরগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমা সভাকার।' মহাপ্রভু স্বয়ং ও তাঁহার পরিকরগণের দ্বারা আচরণ করিয়া ও করাইয়া শিক্ষা দিলেন, রাত্রিকালে নিদ্রিত না থাকিয়া নামকীর্ত্তনমঙ্গলরস পান কর। অহো! যিনি শ্রীবৃন্দাবনে রাসরসিকরূপে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত সম্ভোগরসে রজনী যাপন করিতেন, তিনি শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীনীলাচলে পরিকরগণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডভেদী নামসঙ্কীর্ত্তন-নিনাদ আবিষ্কার করিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়াছেন। নিশায় এই কীর্ত্তনমঙ্গল আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল—

'জগৎ উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম'[১৯৬]

শ্রীবিশ্বম্ভর সঙ্কীর্ত্তনরাসে রাত্রিযাপন করিয়া সার্ব্বকালিক ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। রাগানুগীয় ভজনপদ্ধতিতেও তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণের সহিত অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাস্মরণের আদর্শ স্বয়ং এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি পরিকরের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। 'দেহরক্ষা করিলে ত' ভজন হইবে' এইরূপ উক্তি অনুরাগীর চিত্তের কথা নহে। জাগতিক মাতাপিতাও সন্তানের ব্যাধিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যান; ধনলোভী, কামিনীলোভী বিষয়িগণেরও দিন-রাত্রি আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না। ইহা তাঁহারা চেষ্টা করিয়া করেন না, বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি বা মমত্ববোধ এবং তাহাতে রসানুভবই অন্য বিষয়কে ভুলাইয়া দেয়।

কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভু কেবল 'হা হুতাশ' করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। নবদ্বীপে সারারাত্রি শ্রীবাস-ভবনে ও চন্দ্রশেখরাচার্য্য-মন্দিরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

১৯৬ চৈ ভা, ২।৮।১০৯।

নীলাচলেও গম্ভীরায় কেবল সর্ব্বদা 'হা হুতাশ'-ভাব, কখনও প্রাচীর-ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ, কখনও বা সমুদ্র-পুলিনে সারারাত্রি বিচরণ করিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান—এইরূপ অবস্থাতেই জীবন কাটাইয়াছেন।[১৯৭]

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরও এই অবস্থা লীলা-রসিকগণ বর্ণন করিয়াছেন। এক সময় শ্রীপার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেমরীতির কথা শ্রীমহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকোটীতে অবস্থিত এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে সমুদ্ভূত যাবতীয় সুখ ও দুঃখের যদি পৃথক্ পৃথক্ স্ফুটতর রাশি করা যায়, তথাপি সেই রাশিদ্বয় শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ-দুঃখ-রূপ সিন্ধুদ্বয়ের দুইটি লবের যৎসামান্য একাংশের সহিতও তুলিত হইতে পারিবে না।[১৯৮]

এইরূপ 'হা হুতাশ'-ময় জীবনে রসানুভবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। নিশ্চিন্ত পশু জীবনে বা গ্রাম্যসুখভোগাদি তমোধর্ম্মে অভিভূত থাকা কালে এই রসানুভূতির ছায়ার কণিকাও উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেখা যায়, জড়বিষয়িগণও নিশ্চিন্ত নহে। এ জগতেও যিনি যত বড় বিষয়ী, তিনি তত চিন্তা ও উদ্বেগগ্রস্ত। কিন্তু জড় বিষয়ে উদ্বেগ কেবল ত্রিতাপ-বর্দ্ধনই করিতে থাকে, আর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানকারিগণের যে 'হা হুতাশ'-ময় অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ইষ্টচিন্তাবিভোর রসানুভাববৈচিত্রী-বিভূষিত জীবন, তাহা নবনবায়মান প্রেমামৃতরসসাগরে সর্ব্বক্ষণ নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করায়। তাই এইরূপ 'হা হুতাশময়' জীবন-যাপনকারী ব্রজরমণীগণের শ্রীচরণ-রেণু শ্রীউদ্ধবাদি বাঞ্ছা করেন। অধিক কি, স্বয়ং 'নন্দের বেটা কানু'ও সেই রেণুতে লুণ্ঠিত হয়েন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ তাঁহার অন্তর্দ্ধান-কালে 'অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ' বলিয়া এইরূপ 'হা-হুতাশ' করিতে করিতেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রপুরীর দ্বারা ব্রহ্ম-ধ্যানকারিগণের নিশ্চিন্ত জীবনে যে রসানন্দবৈচিত্রীচমৎকারিতা নাই, তাহা প্রচার করিয়াছেন।

---

১৯৭ 'নামসঙ্কীর্ত্তন করি করেন জাগরণ॥ সর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখসজ্ঘর্ষণ। উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন। যেই করে, যেই বোলে উন্মাদলক্ষণ॥''—চৈ চ ৩।১৯।৫৭, ৬০, ৬৫।

১৯৮ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ১৪।১৭১।

পূর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানকারী যতিরাজ শ্রীসরস্বতীপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের প্রেমবন্যার স্পর্শ লাভ করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥[১৯৯]

শ্রীগৌর-শশধরের উদয়ের পূর্ব্বে 'প্রেম' নামক পরমচমৎকারী পুরুষার্থের কথা কাহারই বা কর্ণগোচর হইয়াছিল? 'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমার কথাই বা কে জানিতেন? শ্রীবৃন্দাবনের মহামাধুরীসমূহের অনুভবেই বা কাহার প্রবেশ ছিল? পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা (মাদনমহাভাবরূপা পরমাদ্ভুতরসপরাকাষ্ঠার মূর্ত্তি) শ্রীরাধাকেই বা কে পরমোপাস্যরূপে জানিতেন? একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম করুণাবশতঃ এই সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। সরস্বতীপাদের এই উক্তির সহিত একতানে শ্রীগৌরপার্ষদ এক গৌড়ীয় মহাকবিও গাহিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গ নহিত, কেমনে হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা-বিপিন, মাধুরী-প্রবেশ, চাতুরি-সার।
বরজ-যুবতি, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥
গাও পুন পুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে একজন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমনে ধরিল দে।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥[২০০]

---

১৯৯ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০;
২০০ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২৩৪৫, শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে (৮ পৃষ্ঠা) বাসু স্থানে নরহরি ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ঊনবিংশ প্রকাশ

শ্রীরাধার মহিমসার-প্রকাশক পরতত্ত্বসীমা

'রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা, জগতে জানাত কে ?'

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে শ্রীরাধা

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কোথাও পরোক্ষভাবে, কোথাও স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ গীত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদীয় পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে[১]—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে···দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ,···যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে গোকুল-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের দুই পার্শ্বে শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধিকার অংশস্বরূপা লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতিতে[২] সেই মূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্বরূপশক্তি 'গান্ধর্ব্বা' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ঋক্‌পরিশিষ্টে—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা'[৩] ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার নিত্য অবস্থিতির কথা উক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপদ্মপুরাণ,[৪] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,[৫] মৎস্যপুরাণ,[৬] আদিপুরাণ,[৭] বায়ুপুরাণ,[৮] বরাহপুরাণ,[৯] শ্রীনারদীয়পুরাণ,[১০] শ্রীদেবীভাগবত,[১১] শ্রীবৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র,[১২]

১। প্রমেয়রত্নাবলী ১।২৪ ; ২ 'তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বা' গোপালতাপনী উত্তর ৯ (৬৬ পৃষ্ঠা বহরমপুর) ; ৩ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮৯ অনুচ্ছেদ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা-ধৃত ;

৪ ব্রহ্মখণ্ডে ৩৭,৪০,৪৬ অধ্যায় ; পাতালখণ্ড ৪০.৪৩ ৪৬, ৫০ অধ্যায় ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ তৎকলাকোটি-কোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা'॥—পাতালখণ্ড ৫০ অধ্যায় ; ৫ ব্রহ্ম বৈ প্রকৃতি খণ্ড—২৭।৯০,৯১, বঙ্গবাসী সং, ঐ প্রকৃতিখণ্ড ৫৪-৫৬ অধ্যায় ; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২-৩,১৫, ১৭, ৫২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ; ৬ 'রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে'। মৎস্যপুরাণ ১৩।৩৮, আনন্দাশ্রম ও বঙ্গবাসী-সং ১৩১৬ বং ; ৭ আদিপুরাণ ৯,১১-১৫ অঃ—মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং ; ৮ 'রাধাবিলাসরসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্'—বায়ু পুরাণ ১০৪ ৫২ আনন্দাশ্রম-সং ; ৯ 'তত্র রাধা-সমাশ্লিষ্টং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-কারিণম্। স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ॥ রাধাকুণ্ডমিতিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভম্'—বরাহপুরাণ ১৬৪।৩৩-৩৪ বঙ্গবাসী-সং ; ১০ শ্রীনারদীয়পুরাণ ১।৪৩,৪৪ ; ১১ দেবী-ভাগবত ৯।৫০।২ ; ১২ শ্রীরাধাং বামভাগে তু পূজয়েৎ ভক্তিতৎপরৈঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা॥ —ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি 254A।

শ্রীসম্মোহনতন্ত্র,[১৩] শ্রীসনৎকুমারসংহিতা,[১৪] শ্রীনারদপঞ্চরাত্র[১৫] ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীরাধার নাম এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ,[১৬] শ্রীমদ্ভাগবত[১৭] ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি প্রিয়তমা গোপীশিরোমণির কথা গীত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শ্রীযমুনাষ্টকে 'বিধেহি তস্য **রাধিকা**ধবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে রতিম্'[১৮] 'হে যমুনে! রাধিকাবল্লভের পাদপদ্মে রতি দান কর' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত,[১৯] শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা,[২০] শ্রীস্তবমালা, শ্রীপদ্যাবলী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীরাধার স্বরূপ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্‌গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্‌পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা।
অতস্তদীয়মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতম্॥
তথা হি—যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥[২১]

গোপালোত্তরতাপিনীশ্রুতিতে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া বিশেষরূপে স্তুত হন, ঋক্-পরিশিষ্টে তিনিই 'মাধবের সহিত রাধা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রীপদ্মপুরাণে দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারে প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতিদায়ক। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে একমাত্র

১৩ 'চিন্তয়েদ্ রাধিকাং দেবীং গোপগোকুল-সঙ্কুলাম্'; ১৪ শ্রীসনৎকুমারসংহিতায় শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকাল-লীলা-পদ্ধতি; ১৫ শ্রীনারদপঞ্চরাত্র জ্ঞানামৃতসার ২য় রাত্র ৬ষ্ঠ অধ্যায়-দ্রষ্টব্য; ১৬ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।৩৫; ১৭ ভা ২।৪।১৪, ১০।৩০।২৮; ১৮ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শ্রীযমুনাস্তব-বাক্য; ১৯ সং ভা উ ৪৪-৪৬; ২০ রাধাকৃষ্ণগণ-পরি ১৪২-১৪৯; ২১ উজ্জ্বলনীলমণি ৪।৪,৬।

শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। বিষ্ণুপুরাণে ও সর্ব্বজ্ঞসূক্তে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী যে হ্লাদিনীরূপা মহাশক্তির কথা উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারই সারস্বরূপা যে মাদনাখ্যা মহাভাব-পরাকাষ্ঠা, তাঁহারই সহিত শ্রীরাধা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তত্ত্বই শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় প্রভৃতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মেশ্বরাদি-সুদুরূহ-পদারবিন্দ-শ্রীমৎপরাগ-পরমাদ্ভূত-বৈভবায়াঃ।
সর্ব্বার্থসার-রসবর্ষি-কৃপার্দ্রদৃষ্টেস্তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো মহিম্নে॥[২২]

যিনি শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবাদিরও সুদুর্লভ শ্রীচরণকমলপরাগের 'পরমাদ্ভুত বৈভবে মহাবৈভবশালিনী এবং সমস্ত পুরুষার্থের সার কৃষ্ণপ্রেমরসবর্ষিণী কৃপাদৃষ্টিতে মহা-মাধুর্য্যময়ী, সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার মহিমাকে নমস্কার করি।

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্মমুখ্যৈরালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যোবশীকরণ-চূর্ণমনন্তশক্তিং তং রাধিকা-চরণরেণুমনুস্মরামি॥[২৩]

শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব, শ্রীভীষ্ম, শ্রীনারদ, শ্রীশুকাদি মহদ্গণও সহসা যাঁহার সম্যগ্‌ দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের সদ্য বশীকরণকারী, অনন্ত-শক্তিশালী চূর্ণমহৌষধি-স্বরূপ শ্রীরাধিকা-চরণরেণুকে আমি অনুক্ষণ স্মরণ করি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ বলেন,—

গান্ধর্ব্বাদ্ভুতগান্ধর্ব্বা রাধা বাধাপহারিণী।
চন্দ্রকান্তিশ্চলাপাঙ্গী রাধিকা বন্ধু-রাধিকা॥
গান্ধর্ব্বিকা স্বগন্ধাতি-সুগন্ধীকৃত-গোকুলা।
ইতি পঞ্চভিরাহূতা নামভির্গোকুলে জনৈঃ॥

অদ্ভুতগানকারিণী বলিয়া **'গান্ধর্ব্বা'**, সর্ব্ববাধাপহারিণী বলিয়া **'রাধা'**, যাঁহার মুখচন্দ্রজ্যোৎস্না পানার্থ চঞ্চল চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ সর্ব্বদা চঞ্চল এই অর্থে যিনি **'চন্দ্রকান্তি'**, প্রাণবন্ধু কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তির 'আরাধিকা' বলিয়া **'রাধিকা'** এবং গন্ধর্ব্ব-কুলোৎপন্নহেতু স্ব-গন্ধে সমস্ত গোকুলকে সুগন্ধযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া

২২ রাধারসসুধানিধি ৩; ২৩ ঐ ৪।

'**গান্ধর্ব্বিকা**' নামে যিনি প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীরাধাকে উক্ত পঞ্চনামে গোকুলবাসিগণ আহ্বান করেন।

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥[২৪]

বীণাবাদক শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ-বীণাযন্ত্রে যাঁহার উচ্চ গান করেন, বেদেও যিনি উদ্গীত হইয়াছেন, সেই সর্ব্ববরীয়সী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা গান্ধর্ব্বাকে অনাদর করিয়া যে কপটী কেবল গোবিন্দের ভজনা করেন, সেই পতিতসমীপে ক্ষণকালের জন্যও গমন করি না, ইহাই আমার ব্রত।

বাসনাভাষ্যধৃত অগ্নিপুরাণ-বাক্য—একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য গোপীগণ উষঃকালে শ্রীকৃষ্ণানুচর শ্রীউদ্ধবকে শ্রীহরির লীলাবিহারাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু —এই দশ দশা বিরহকালে উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে 'মোহ' এই নবমীদশা-প্রাপ্তা শ্রীরাধা প্রশ্নাদির বাসনা হইতে স্বভাবতঃই বিরত ছিলেন অর্থাৎ তিনি শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নাদির অভিলাষেও অসমর্থা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তির বাসনায়ই সম্যক্ লীনা ছিলেন। ইহা দ্বারা সমস্ত ব্রজগোপী অপেক্ষা শ্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্ষ জানা যায়। ব্রজগোপীগণ স্বয়ংই শ্রীরাসবিহারে ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাদেবীর শ্রেষ্ঠত্বাদির চিহ্নদ্বারা 'এই সকল কাহার পদচিহ্ন?' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-ধৃত বাক্যে যাঁহার পরমসৌভাগ্য খ্যাপন করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কেহ নহেন।[২৫]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা

শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত মহাকাব্যমুকুটমৌলি ও রসশাস্ত্র-চূড়ামণি। আলঙ্কারিক-গণের মতে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। রস—ব্যঞ্জনা দ্বারাই লভ্য হয়।

---

২৪ স্তবাবলী, বিশাখানন্দস্তোত্র ২৯, ৩০ এবং স্বনিয়মদশকম্ ৬ শ্লোক ; ২৫ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১০৯ অনুচ্ছেদ বঙ্গানুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, শারদীয় রাসরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাসস্থলী হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে বনের একটি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মৃত্তিকার উপরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক সমস্ত গোপললনার নিকটই সুপরিচিত ছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পদাঙ্কের সহিত কোনও রমণীর লঘু পদচিহ্নসকল দেখিয়া অনেকেই উহা কোন্ রমণীর পদচিহ্ন, তাহা চিনিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ তাঁহাদের ঈশ্বরীর পদচিহ্ন দেখিয়াই চিনিলেন; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণসখী শ্রীরাধাও আছেন।

শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন—ইহা একমাত্র শ্রীরাধার সখীগণই বুঝিতে পারিয়া এবং তাহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া মনে মনে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য গোপীগণ শ্রীরাধার পদচিহ্নের সহিত পরিচিত নহেন বলিয়া কেবল মাত্র কোনও ভাগ্যবতী ললনা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন,—ইহা মাত্র বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সেই ভাগ্যবতীর অন্য কোন পরিচয় জানিতে পারিলেন না, শ্রীরাধার নিত্য-সখীগণও তাঁহাদের প্রাণেশ্বরীর বিষয় বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট গোপীগণের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা 'রাধা' নামটি গোপন রাখিয়াই (কিন্তু আনন্দাতিশয্যে নামটি কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িল) শ্রীরাধার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন,—

> অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
> যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥[২৬] *

---

২৬ ভা ১০।৩০।২৮; * শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (৫।১৩।৩৪) শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি উক্ত শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা গোপীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—'অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা। অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া॥ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বসিয়া কুসুমসমূহের দ্বারা সেই কামিনীকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন। এই ললনা পূর্ব্বজন্মে বা অন্য জন্মে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন।

যদি বলা যায়, সূর্য্য পূর্ব্ব দিকেই উঠে এবং পূর্ব্বদিক একটিই, উহা দুই বা বহু নহে; পশ্চিম দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে সূর্য্য দর্শন হইবে না, তখনই তর্ক উঠে; —উহা 'সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া গণিত হয়।

সাম্প্রদায়িকতা বহির্ম্মুখ জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। প্রত্যেক বহির্ম্মুখ প্রাণী এক একটি দেহরূপ প্রাচীরের দ্বারা এক একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক জীবে জীবে ভেদ, মানুষে মানুষে ভেদ, পরিবারে পরিবারে ভেদ, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে ভেদ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভেদ, সমাজে সমাজে ভেদ, জাতিতে জাতিতে ভেদ, দেশে দেশে ভেদ, প্রদেশে প্রদেশে ভেদ, রাজ্যে রাজ্যে ভেদ, বর্ষে বর্ষে ভেদরূপ সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ সাম্প্রদায়িক বলিয়াই মানব জাতির সর্ব্ব প্রকার উপকারক, নিরীহ, নিরপরাধ, মূক গোজাতির হত্যায় দণ্ডের বিধান নাই; কিন্তু মানবের নিধনে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ অসংখ্য প্রকার সাম্প্রদায়িকতা কি নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহারা 'বেদ-মানা' ব্যক্তিকে 'সাম্প্রদায়িক' বলেন। আবার যাঁহারা বেদ মানিয়াও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা 'কেবল-বেদ-মানা'-সম্প্রদায়ের নিকট 'সাম্প্রদায়িক' বা 'পৌরাণিক' বলিয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েন। অহিন্দু-সম্প্রদায় বেদ মানেন না, 'হিন্দু'-নামধারীর মধ্যেও কেহ মুখে বেদ মানেন, হৃদয়ে বা কার্য্যে মানেন না—অহিন্দুর নিকট 'বেদ-মানা' হিন্দু 'সাম্প্রদায়িক,' কোনও কোনও হিন্দুর নিকটও 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া গণ্য। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি ও অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায় বেদ মানেন না। সুতরাং জনমতের সংখ্যাধিক্যের দ্বারাও সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। কেহ বলেন, সাম্প্রদায়িক হওয়া দোষ নহে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাই দোষদুষ্ট। এইরূপ মনোভাবের বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায়, যে মত যত নির্ব্বিশেষ ভাবের দিকে গতিবিশিষ্ট, তাহাই তত সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য। 'পরমেশ্বর' বলা সাম্প্রদায়িকতা নহে, কারণ তাহা একটি বিশেষণ মাত্র। কিন্তু যখনই বিশেষ্য ধরা যায়, যেমন 'কৃষ্ণ' 'রাম' ইত্যাদি,

তখনই তাহা হয় সাম্প্রদায়িকতা! এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র উপাস্য বস্তুকে 'তত্ত্ব'সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া একই পরতত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' এই ত্রিবিধ আবির্ভাব-রূপে প্রকাশিত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখনই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—ভগবানে পরতত্ত্বের পূর্ণ আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাবের স্বয়ংরূপ বা অংশিতত্ত্ব হইতেছেন—কৃষ্ণ, তখনই তাহা হইয়া যায় প্রচলিতধারণানুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা! শাস্ত্র বা শব্দপ্রমাণ স্বীকার করাই সাম্প্রদায়িকতা, আর মনোধর্ম্মের যথেচ্ছ মতই অসাম্প্রদায়িকতা—শেষে ইহাই প্রমাণিত হয়।

বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ জনতার গতানুগতিক ধারণাই যে অপসাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট ও সর্ব্বানর্থকর এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই যে পরম সত্য, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে সূক্ষ্ম বিচার-শৈলীর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে[১৮৮]। সর্ব্বসনাতনশাস্ত্রসার শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে বলেন, শ্রীকৃষ্ণই এক পরতত্ত্ব। একই পরতত্ত্বের বিভূতিগণকে স্বতন্ত্ররূপে গণনা করাই সাম্প্রদায়িকতা। 'মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেব-পরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥'[১৮৯] শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিতে শ্রীবাসুদেবেই সর্ব্ব শাস্ত্রের, সর্ব্ব সাধনের, সর্ব্ব ধর্ম্মের ও সর্ব্ব পুরুষার্থের সমন্বয় জানা যায়। সেই বাসুদেবের অনন্ত বিভূতি, তাঁহাদিগের কাহারও স্বতন্ত্র বন্দনা বা নিন্দা না করিয়া শ্রীবাসুদেবের ভজনই প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা ও পরম উদারতা। 'যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ'[১৯০] ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীগীতায়ও শ্রীবাসুদেবেই সর্ব্বদেবতার ও সর্ব্বারাধনার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অবৈদিক বিভূতিগণ দূরে থাকুক, বৈদিক বিভূতিগণেরও স্বতন্ত্র পূজা অপসাম্প্রদায়িকতা।[১৯১]

কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত দেব-মন্দিরে গমনের দৃষ্টান্তকে 'অসাম্প্রদায়িক ভাব' বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মহাকালপুরে গমনের[১৯২] ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও

---

১৮৮ ভা ১।২।২২-২৯ ; ১৮৯ ভা ১।২।২৬, ২৮-২৯ ; ১৯০ গীতা ৯।২৩ ; ১৯১ ভা ১১।২১।২৮-২৯ ;
১৯২ ভা ১০।৮৯।৫৮ ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৯ অনু।

তাঁহার বিভূতিগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ এবং 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' লোকে শিক্ষা দান করিবার জন্য বিবিধ দেব-মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ বিরজাদেবীকে প্রণাম করিয়া অহৈতুকী প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন—'সময়াচৎ প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ'*। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুকে 'শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ-বাসুদেব-ইত্যাদি-নামামৃত-পানমত্ত-ভৃঙ্গাধিপায়' 'হরের্ভক্তিসুখপ্রদায় শিবায় সর্ব্বগুরবে নমো নমঃ' বলিয়া স্তব এবং 'প্রেমানমেবাস্ত হরৌ বিধেহি' বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম যাচ্ঞা শিক্ষা দিয়াছেন। যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র-পূজা স্ববিভূতির পূজা এবং লোকশিক্ষাপর আচরণ। মহাপ্রভু কোন অবৈষ্ণবের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। বেদবিরোধী বৌদ্ধ, বৈদিক, অবৈদিক, শ্রীরামোপাসক, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণোপাসক সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তির মুখেই তাঁহাদের উপাস্যতত্ত্বের নাম গ্রহণ করাইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্ব নাম যাঁহাতে সমন্বিত সেই কৃষ্ণনামই গ্রহণ করাইয়াছিলেন। পরম বস্তু (পরম সম্বন্ধ-তত্ত্ব কৃষ্ণ, পরম অভিধেয়-তত্ত্ব রাগভক্তি ও পরমপ্রয়োজন-তত্ত্ব ব্রজপ্রেম) দানে শ্রীবিশ্বম্ভর বিশ্বের কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ পরমোদারতা।

তথাকথিত পরমতসহিষ্ণুতার অন্তরালে অনেক সময় কাপট্য, কূটনীতি ও লোকবঞ্চনার অভিসন্ধি থাকে। অসদ্ব্যক্তিগণ সৎসমাজের পাঙ্‌ক্তেয় হইবার জন্য সাধুকে 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া গঞ্জনা করেন। সমস্ত অসৎ মত নির্ব্বিশেষভাবে চালাইবার জন্য অপরকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়া কেহ নূতন নূতন অবতারের কল্পনা, কেহ বা স্ববুদ্ধিজাত নানামত ও যথেচ্ছচারিতার প্রশ্রয় দেন।

এইরূপ কূটনীতি ধর্ম্মনীতিতে ভুবনমোহিনীরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রকৃত সত্য হইতে জীবকে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে এইরূপ পরোৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা বা মাৎসর্য্য এবং কূটনৈতিক অপস্বার্থ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সহিত অন্য কোন সম্বন্ধাভিধেয়-

*কৃষ্ণ চৈ ৩৬।১৭, ৩৮।১৭-১৯।

প্রয়োজন-তত্ত্বের সমতা বা নির্ব্বিশেষ গতানুগতিক জনপ্রিয় মত প্রচার করিয়া জীবকে পরম প্রয়োজন লাভ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। প্রেমরসিকগণ বলেন,—'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী পরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ'॥[১৯৩] প্রভু কহে,— 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?' রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥' 'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?' 'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥' 'মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?' 'কৃষ্ণপ্রেম—যাঁর সে-ই মুক্ত-শিরোমণি॥' 'সম্পত্তি-মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?' 'রাধাকৃষ্ণপ্রেম যাঁর—সে-ই বড় ধনী॥'[১৯৪]

প্রেমকল্পবৃক্ষ শ্রীবিশ্বম্ভর কৃষ্ণভক্তিকেই একমাত্র পরা বিদ্যা, যুগলশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামকেই শ্রেষ্ঠ উপাস্য, কৃষ্ণপ্রেমিককেই মুক্তশিরোমণি এবং রাধাকৃষ্ণে প্রেমসম্পত্তি-শালী ব্যক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া জানাইয়াছেন। এই প্রেমই তিনি বিশ্বে সঞ্চার করিয়াছেন।

"পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন"

প্রেমামরতরু শ্রীবিশ্বম্ভর স্বয়ং এবং তাঁহার পরিকরমেঘগণ বিশ্বোদ্যানে সর্ব্বক্ষণ যে কারুণ্যামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে যথার্থ সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সর্ব্বসাধনসমন্বয়, সর্ব্বরসসমন্বয়; সার্ব্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার পরম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। মেঘ যেরূপ ভূমি হইতে অতি ঊর্দ্ধে থাকিয়া অবিচারে সকলক্ষেত্রস্থ শস্যেই সুনির্ম্মল বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ শ্রীগৌরপরিকরগণ বহির্ম্মুখ জনতার ধারণা ও চিন্তাস্রোতের বহু উর্দ্ধে থাকিয়া সেই শ্রীগৌরকারুণ্যামৃতরস আস্বাদন করিয়া সমগ্র জগতে অবিচারে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। সেই রসে যেরূপ ভক্তমণ্ডলীর ভক্তিলতা পুষ্পিত ও ফলিত হয়, অপরেও ফলফুলরসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে, তদ্রূপ তাঁহাদের কৃপাবরণকারী বিশ্বের নিখিল জীব শ্রীবিশ্বম্ভরের

১৯৩ পদ্যাবলী ৮২; ১৯৪ চৈ চ ২।৮।২৪৪, ২৫৫, ২৪৮, ২৪৬।

করুণামাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারে। বিশ্বোদ্যানে বিচিত্র বৃক্ষলতাদি আছে। বাগানে নিম্ব বৃক্ষও থাকে, আম্রবৃক্ষও থাকে। যে স্থানে সমস্ত বৃক্ষকে একাকার বা সমপর্য্যায়ে গণনা করার চেষ্টা করা হয়, সেই স্থানে উদ্যানের সৌন্দর্য্য ও ফলফুলের রসমাধুর্য্যবৈচিত্র্যের বিনাশ, বলিতে কি সমগ্র উদ্যানেরই উচ্ছেদ হয় অথবা অগ্নিদেবের জিহ্বার ইন্ধনরূপে পরিণত করা হয়। চরমে নির্ব্বিশেষ মতবাদ স্থাপনে সমন্বয় হয় না। উহা হয় ধ্বংস। কিন্তু প্রেমামরতরু শ্রীবিশ্বম্ভর অচিন্ত্য করুণাশক্তিতে বিশ্বোদ্যানের সমস্ত বৃক্ষে মধুর-রস সঞ্চার অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ব্রতী, নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, যবন, বৌদ্ধ, বৈদিক, অবৈদিক, পাষণ্ডী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সর্ব্বদেবপূজক, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী সকলের হৃদয়ে সর্ব্বরস শ্রীকৃষ্ণের নাম-প্রেমরস সঞ্চার করিয়া সকলের হৃদয়ই মধুময়—প্রেমময় করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় এবং সর্ব্বরস-সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ অনাত্ম ও আত্মভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার। দৈহিক বা মানসিক তাৎকালিক ধর্ম্ম অনাত্মধর্ম্ম এবং পরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম তাহাই হইতছে আত্মধর্ম্ম। এই আত্মধর্ম্মের মধ্যেও বহু স্তর ও ভেদ আছে। যেরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জ্ঞান, রাজযোগ ইত্যাদি। এই সকল ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যজাতির জন্য; মানবেতর জাতির জন্য নহে। তাহাও সর্ব্বশ্রেণীর মানবের জন্য নহে। আর যাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাঁহাদের জন্যও সার্ব্বকালিক নহে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ সার্ব্বভৌম ভাগবতধর্ম্ম স্থাবর-জঙ্গম সকলের সার্ব্বকালিক নিত্য ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ত বিশ্বের অনেকে বলেন,—'ধর্ম্ম' করিবার সময় কোথায়?' কিন্তু শ্রীনামকীর্ত্তন কর্ম্মব্যস্ত থাকিবার সময়ও অনুশীলন করা যায়। পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, পর্ব্বত মুখে নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও উহার ধ্বনি শ্রবণ ও স্পর্শে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে। এজন্যই শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রচারিত ধর্ম্মটি সার্ব্বজনিক, সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম।

শ্রীবিশ্বম্ভরের এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মে অনাদিবহির্ম্মুখ বিশ্ব জীবের ব্যাধির নিদান-

চিকিৎসা এবং পরম চিদ্‌বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-প্রণালী পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানমতে 'Broad-Spectrum antibiotic' একই দেহে বহু প্রকারের জীবাণু-দ্বারা আক্রমণহেতু যে রোগ তাহা দূর করিতে সমর্থ অথবা অসংখ্য প্রকার জীবাণু বহু দেহে আক্রমণ করিয়া বহু প্রকার বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করিলেও Broad-Spectrum antibiotic কার্য্যকরী ; পরন্তু সাধারণ antibiotic-এর (যেমন penicillin, streptomycin ইত্যাদির) সে ক্ষমতা নাই। তুলনায় বলা যাইতে পারে, সাধারণ antibiotic-এর কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু Broad-Spectrum antibiotic-এর ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ। Broad-Spectrum antibiotic-এর উদাহরণ—achromycin, terramycin প্রভৃতি।*

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্র, তন্মধ্যে আবার শ্রীগৌরপ্রদত্ত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ স্বরূপ-সিদ্ধ অঙ্গী ভক্তির ক্ষেত্র সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বব্যাপক। তাহার ফলও অব্যর্থ ও সর্ব্বাতিশায়ী।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিযুক্ত হইলেই মোক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্বর্গ প্রদানে কখনও সমর্থ হয়। কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনাখ্যা কেবলা ভক্তির ফল পুরুষার্থসীমা এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে সবই লাভ হয়—'যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।'

'ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম'

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়,—পঞ্চভূত এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার হইতেছে বহিরঙ্গা প্রকৃতি। তাহা ভগবানের শক্তি হইলেও জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা। জীব-প্রকৃতি চেতন বলিয়া উৎকৃষ্টা। এই উৎকর্ষের কারণ হইতেছে, জীবরূপা চেতনপ্রকৃতি জড়া প্রকৃতিকে নিজের ভোগে লাগাইতে পারে।[১৯৫]

---

*প্রাকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই উদাহরণটী অসম্পূর্ণ; কেবল একটু দিগ্‌দর্শন করাইবার জন্য উল্লিখিত হইল। Broad-Spectrum antibiotic-এর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ হইলেও সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বরোগনির্ম্মূলকারী নহে; কিন্তু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্ব-ভবরোগের নির্ম্মূল করিয়া পুরুষার্থ-সীমা প্রদানকারী, সুতরাং ইহা অতুলনীয় ও অপ্রাকৃত মহামহৌষধ।

১৯৫ গীতা ৭।৫।

জীব জড়-জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া বদ্ধ হইয়া পড়ে—ইচ্ছামত ভোগ বা প্রভুত্ব করিতে পারে না, এই জন্য মায়াধীশ পরতত্ত্বই একমাত্র পরাৎপর প্রভু। ইহা শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বহুবার বলিয়াছেন।

জীব সেই পরতত্ত্বের উপাসনা দ্বারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন এবং মুক্ত হইয়া রসানন্দ অনুভব করেন। রসানন্দ-বৈচিত্রীর অনুভব ব্যতীত মুক্তির সার্থকতা হয় না। যেরূপ কঠিনরোগমুক্তির পর আত্মীয়-স্বজনের সহিত স্বচ্ছন্দ আহার-বিহার ও রসানুভবেই রোগমুক্তির সার্থকতা। অপ্রাকৃত রসানন্দের পরাকাষ্ঠা যে ব্রজগোপীর আনুগত্যময় প্রেমনির্য্যাস, তাহাই শ্রীবিশ্বম্ভর প্রেমকল্প-বৃক্ষরূপে বিতরণ করিয়াছেন। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরতত্ত্বের বিভিন্ন ভাবের উপাসনার কথা আছে। কেহ পরতত্ত্বকে পিতৃরূপে, কেহ মাতৃরূপে, কেহ প্রভুরূপে, কেহ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন ভাবেই জীব-প্রকৃতি পরতত্ত্বের সহিত নিকটতম নিরুপাধিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ও সর্ব্বরসানন্দ-বৈচিত্রী লাভ করিয়া 'আনন্দী' (সুখী) হইতে পারে না। পিতৃভাবের উপাসনায় মাতৃ-ভাবের সমস্ত রস নাই, মাতৃভাবের উপাসনায় পরতত্ত্বে কান্তভাবের রস নাই, পরতত্ত্বকে সন্তানরূপে ভজনের রসও নাই, আবার তত্তৎ নিত্যসিদ্ধ রসিকগণের আনুগত্য না থাকায় তাহাও নানা দোষদুষ্ট ও কষায়যুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দেহাদি সর্ব্বহৈতুক-সম্বন্ধরহিত ও ঐশ্বর্য্যাদি উপাধিরহিত ব্রজের নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক জনের আনুগত্যময় ভক্তিরসে কষায়নির্ম্মুক্ত সমস্ত রসের সমাবেশ ও সমন্বয় আছে। শ্রীবিশ্বম্ভর সেই সর্ব্বরসময় প্রেমফল বিশ্বে বিতরণ করিয়াছেন। অতএব এই প্রেমের, এই রসের, এই করুণার তুলনা; পরতত্ত্বের সহিত এইরূপ নিকটতম—সান্দ্রতম নিরুপাধিক প্রীতি-সম্বন্ধ, এইরূপ মাধুর্য্যমর্য্যাদা এবং সেই পরম প্রয়োজন লাভের এরূপ অমোঘ-অব্যর্থ, সহজ ও সরল সার্ব্বজনীন উপায়—যাহা একাধারে উপায় ও উপেয় উভয়ই, তাহা বিশ্বের আর কোনও ধর্ম্মমতে কোথাও নাই। কারণ এই ধর্ম্ম সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীত—ঋষি বা মহাজনকল্পিত বা পরিবেষিত নহে। বৈদিক ধর্ম্মও ভগবৎ-প্রণীত বটে, কিন্তু ঋষিগণ তাঁহার বিতরণকারী; এজন্য নানা মুনির নানা মতে

লোকে বিভ্রান্ত হয়। শ্রীব্যাসমুনির বেদান্ত সূত্রের দ্বারাও নানা মুনির নানা মত নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু যাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম, তিনি স্বয়ংই সেই ধর্ম্মের অনুশীলনকারী হইয়া হাতে কলমে সেই ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ায় তাহা যেমন পরমশক্তিসম্পন্ন অব্যর্থ, সুপ্রণালীবদ্ধ ও পরমপ্রয়োজনপ্রদ হইয়াছে, তেমনি সার্ব্বভৌম, সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বসমন্বয়কারী সর্ব্বরসময় রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পরম ধর্ম্মের অনুশীলন ও তাহার অবশেষ-রস আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্য বিশ্বম্ভরের প্রদত্ত প্রেম যেরূপ অতুলনীয়, সেই প্রেমের সান্দ্রঘনঠাকুরটিও সেইরূপ রসমাধুর্য্যে ও প্রেমমাধুর্য্যে অতুলনীয় পরতত্ত্বসীমা, ইঁহার অনুকরণ বা দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পারে না। গ্রহরাজ সূর্য্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যেরই প্রভাবে ন্যূনাধিক শক্তিশালী। নূতন নূতন অবতার কল্পনার নিরর্থকতা এই স্থানেই প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও দেখা যায়, কোন জনতা-কল্পিত কোন অবতারই আপামরে ব্রজপ্রেম সঞ্চার করিতে পারে না। জগতের জনতা-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাসমূহের দ্বারা কৃত্রিম উদ্যান রচনা করিলে অপ্রাকৃত প্রেমফল পাওয়া যায় না।

সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়েন বলিয়া পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দেশের লোক যদি 'পূর্ব্ব দিকের সূর্য্য আমাদের সেব্য নহেন,' বিচার করিয়া তৎপ্রতি বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে যেমন তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ গৌড়-দেশের পূর্ব্ব শৈলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-সূর্য্যচন্দ্রদ্বয় স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন দেখিয়া যদি কেহ 'বাঙ্গালার ভগবান'কে আমরা অন্য দেশের লোক ভজনা করিব কেন ?' অথবা শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্য স্বেচ্ছায় অন্যপ্রদেশে উদিত হইয়াছেন বলিয়া ভিন্নপ্রদেশীয় ব্যক্তি তদ্ভজনে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ বিচার আনয়ন করেন, তবে তাহা হইবে আত্মবঞ্চনা ও আত্মহত্যা। শ্রীবিশ্বম্ভর কেবল বঙ্গদেশের বা ভারতের সেব্যতত্ত্ব নহেন, কেবলমাত্র এই ব্রহ্মাণ্ডের বা পৃথিবীর সেব্যতত্ত্ব নহেন,

অনন্ত বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর নিত্য-সেব্য পরমেশ্বর। শ্রীচৈতন্য অনন্তবিশ্বে অনন্তকাল স্বনাম-প্রেমসূর্য্যের কিরণ বিতরণ করিতেছেন।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত ভজনশৈলী সার্ব্বকালিক। শ্রীবিশ্বম্ভর তাঁহার পরিকর-গণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমা সভাকার।' মহাপ্রভু স্বয়ং ও তাঁহার পরিকরগণের দ্বারা আচরণ করিয়া ও করাইয়া শিক্ষা দিলেন, রাত্রি-কালে নিদ্রিত না থাকিয়া নামকীর্ত্তনমঙ্গলরস পান কর। অহো! যিনি শ্রীবৃন্দাবনে রাসরসিকরূপে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত সম্ভোগরসে রজনী যাপন করিতেন, তিনি শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীনীলাচলে পরিকরগণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডভেদী নামসঙ্কীর্ত্তন-নিনাদ আবিষ্কার করিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়াছেন। নিশায় এই কীর্ত্তনমঙ্গল আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল—

'জগৎ উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম'[১৯৬]

শ্রীবিশ্বম্ভর সঙ্কীর্ত্তনরাসে রাত্রিযাপন করিয়া সার্ব্বকালিক ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। রাগানুগীয় ভজনপদ্ধতিতেও তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণের সহিত অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাস্মরণের আদর্শ স্বয়ং এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি পরিকরের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। 'দেহরক্ষা করিলে ত' ভজন হইবে' এইরূপ উক্তি অনুরাগীর চিত্তের কথা নহে। জাগতিক মাতাপিতাও সন্তানের ব্যাধিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যান; ধনলোভী, কামিনীলোভী বিষয়িগণেরও দিন-রাত্রি আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না। ইহা তাঁহারা চেষ্টা করিয়া করেন না, বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি বা মমত্ববোধ এবং তাহাতে রসানুভবই অন্য বিষয়কে ভুলাইয়া দেয়।

কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভু কেবল 'হা হুতাশ' করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। নবদ্বীপে সারারাত্রি শ্রীবাস-ভবনে ও চন্দ্রশেখরাচার্য্য-মন্দিরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

১৯৬ চৈ ভা, ২।৮।১০৯।

নীলাচলেও গম্ভীরায় কেবল সর্ব্বদা 'হা হুতাশ'-ভাব, কখনও প্রাচীর-ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ, কখনও বা সমুদ্র-পুলিনে সারারাত্রি বিচরণ করিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান—এইরূপ অবস্থাতেই জীবন কাটাইয়াছেন।[১৯৭]

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরও এই অবস্থা লীলা-রসিকগণ বর্ণন করিয়াছেন। এক সময় শ্রীপার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেমরীতির কথা শ্রীমহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকোটীতে অবস্থিত এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে সমুদ্ভূত যাবতীয় সুখ ও দুঃখের যদি পৃথক্ পৃথক্ স্ফুটতর রাশি করা যায়, তথাপি সেই রাশিদ্বয় শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ-দুঃখ-রূপ সিন্ধুদ্বয়ের দুইটি লবের যৎসামান্য একাংশের সহিতও তুলিত হইতে পারিবে না।[১৯৮]

এইরূপ 'হা হুতাশ'-ময় জীবনে রসানুভবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। নিশ্চিন্ত পশু জীবনে বা গ্রাম্যসুখভোগাদি তমোধর্ম্মে অভিভূত থাকা কালে এই রসানুভূতির ছায়ার কণিকাও উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেখা যায়, জড়বিষয়িগণও নিশ্চিন্ত নহে। এ জগতেও যিনি যত বড় বিষয়ী, তিনি তত চিন্তা ও উদ্বেগগ্রস্ত। কিন্তু জড় বিষয়ে উদ্বেগ কেবল ত্রিতাপ-বর্দ্ধনই করিতে থাকে, আর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানকারিগণের যে 'হা হুতাশ'-ময় অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ইষ্টচিন্তাবিভোর রসানুভাববৈচিত্রী-বিভূষিত জীবন, তাহা নবনবায়মান প্রেমামৃতরসসাগরে সর্ব্বক্ষণ নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করায়। তাই এইরূপ 'হা হুতাশময়' জীবন-যাপনকারী ব্রজরমণীগণের শ্রীচরণ-রেণু শ্রীউদ্ধবাদি বাঞ্ছা করেন। অধিক কি, স্বয়ং 'নন্দের বেটা কানু'ও সেই রেণুতে লুণ্ঠিত হয়েন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ তাঁহার অন্তর্দ্ধান-কালে 'অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ' বলিয়া এইরূপ 'হা-হুতাশ' করিতে করিতেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রপুরীর দ্বারা ব্রহ্ম-ধ্যানকারিগণের নিশ্চিন্ত জীবনে যে রসানন্দবৈচিত্রীচমৎকারিতা নাই, তাহা প্রচার করিয়াছেন।

---

১৯৭ 'নামসঙ্কীর্ত্তন করি করেন জাগরণ॥ সর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখসজ্জর্ষণ। উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন। যেই করে, যেই বোলে উন্মাদলক্ষণ॥''—চৈ চ ৩।১৯।৫৭, ৬০, ৬৫।

১৯৮ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ১৪।১৭১।

পূর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানকারী যতিরাজ শ্রীসরস্বতীপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের প্রেমবন্যার স্পর্শ লাভ করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥[১৯৯]

শ্রীগৌর-শশধরের উদয়ের পূর্ব্বে 'প্রেম' নামক পরমচমৎকারী পুরুষার্থের কথা কাহারই বা কর্ণগোচর হইয়াছিল? 'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমার কথাই বা কে জানিতেন? শ্রীবৃন্দাবনের মহামাধুরীসমূহের অনুভবেই বা কাহার প্রবেশ ছিল? পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা (মাদনমহাভাবরূপা পরমাদ্ভুতরসপরাকাষ্ঠার মূর্ত্তি) শ্রীরাধাকেই বা কে পরমোপাস্যরূপে জানিতেন? একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম করুণাবশতঃ এই সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। সরস্বতীপাদের এই উক্তির সহিত একতানে শ্রীগৌরপার্ষদ এক গৌড়ীয় মহাকবিও গাহিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গ নহিত, কেমনে হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে ॥
মধুর বৃন্দা-বিপিন, মাধুরী-প্রবেশ, চাতুরি-সার।
বরজ-যুবতি, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার ॥
গাও পুন পুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে একজন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমনে ধরিল দে।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥[২০০]

---

১৯৯ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০ ;
২০০ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২৩৪৫, শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে (৮ পৃষ্ঠা) বাসু স্থানে নরহরি ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ঊনবিংশ প্রকাশ

শ্রীরাধার মহিমসার-প্রকাশক পরতত্ত্বসীমা

'রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা, জগতে জানাত কে ?'

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে শ্রীরাধা

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কোথাও পরোক্ষভাবে, কোথাও স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ গীত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদীয় পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে[১]—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে···দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ,···যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে গোকুল-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের দুই পার্শ্বে শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধিকার অংশস্বরূপা লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতিতে[২] সেই মূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্বরূপশক্তি 'গান্ধর্ব্বা' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ঋক্‌পরিশিষ্টে—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা'[৩] ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার নিত্য অবস্থিতির কথা উক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপদ্মপুরাণ,[৪] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,[৫] মৎস্যপুরাণ,[৬] আদিপুরাণ,[৭] বায়ুপুরাণ,[৮] বরাহপুরাণ,[৯] শ্রীনারদীয়পুরাণ,[১০] শ্রীদেবীভাগবত,[১১] শ্রীবৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র,[১২]

১। প্রমেয়রত্নাবলী ১।২৪ ; ২ 'তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বা' গোপালতাপনী উত্তর ৯ (৬৬ পৃষ্ঠা বহরমপুর) ; ৩ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮৯ অনুচ্ছেদ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা-ধৃত ;

৪ ব্রহ্মখণ্ডে ৩৭,৪০,৪৬ অধ্যায় ; পাতালখণ্ড ৪০.৪৩ ৪৬, ৫০ অধ্যায় ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ তৎকলাকোটি-কোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা' ॥—পাতালখণ্ড ৫০ অধ্যায় ; ৫ ব্রহ্ম বৈ প্রকৃতি খণ্ড—২৭।৯০,৯১, বঙ্গবাসী সং, ঐ প্রকৃতিখণ্ড ৫৪-৫৬ অধ্যায় ; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২-৩,১৫, ১৭, ৫২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ; ৬ 'রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে'। মৎস্যপুরাণ ১৩।৩৮, আনন্দাশ্রম ও বঙ্গবাসী-সং ১৩১৬ বং ; ৭ আদিপুরাণ ৯,১১-১৫ অঃ—মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং ; ৮ 'রাধাবিলাসরসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্'—বায়ু পুরাণ ১০৪ ৫২ আনন্দাশ্রম-সং ; ৯ 'তত্র রাধা-সমাশ্লিষ্টং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-কারিণম্। স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ॥ রাধাকুণ্ডমিতিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভম্'—বরাহপুরাণ ১৬৪।৩৩-৩৪ বঙ্গবাসী-সং ; ১০ শ্রীনারদীয়পুরাণ ১।৪৩,৪৪ ; ১১ দেবী-ভাগবত ৯।৫০।২ ; ১২ শ্রীরাধাং বামভাগে তু পূজয়েৎ ভক্তিতৎপরৈঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা॥ —ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি 254A।

শ্রীসম্মোহনতন্ত্র,[১৩] শ্রীসনৎকুমারসংহিতা,[১৪] শ্রীনারদপঞ্চরাত্র[১৫] ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীরাধার নাম এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ,[১৬] শ্রীমদ্ভাগবত[১৭] ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি প্রিয়তমা গোপীশিরোমণির কথা গীত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শ্রীযমুনাষ্টকে 'বিধেহি তস্য **রাধিকা**ধবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে রতিম্'[১৮] 'হে যমুনে! রাধিকাবল্লভের পাদপদ্মে রতি দান কর' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত,[১৯] শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা,[২০] শ্রীস্তবমালা, শ্রীপদ্যাবলী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীরাধার স্বরূপ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা।
অতস্তদীয়মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতম্ ॥
তথা হি—যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥[২১]

গোপালোত্তরতাপিনীশ্রুতিতে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া বিশেষরূপে স্তুত হন, ঋক্-পরিশিষ্টে তিনিই 'মাধবের সহিত রাধা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রীপদ্মপুরাণে দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারে প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতিদায়ক। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে একমাত্র

---

১৩ 'চিন্তয়েদ্ রাধিকাং দেবীং গোপগোকুল-সঙ্কুলাম্'; ১৪ শ্রীসনৎকুমারসংহিতায় শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকাল-লীলা-পদ্ধতি; ১৫ শ্রীনারদপঞ্চরাত্র জ্ঞানামৃতসার ২য় রাত্র ৬ষ্ঠ অধ্যায়-দ্রষ্টব্য; ১৬ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।৩৫; ১৭ ভা ২।৪।১৪, ১০।৩০।২৮; ১৮ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শ্রীযমুনাস্তব-বাক্য; ১৯ সং ভা উ ৪৪-৪৬; ২০ রাধাকৃষ্ণগণ-পরি ১৪২-১৪৯; ২১ উজ্জ্বলনীলমণি ৪।৪,৬।

শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। বিষ্ণুপুরাণে ও সর্ব্বজ্ঞসূক্তে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী যে হ্লাদিনীরূপা মহাশক্তির কথা উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারই সারস্বরূপা যে মাদনাখ্যা মহাভাব-পরাকাষ্ঠা, তাঁহারই সহিত শ্রীরাধা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তত্ত্বই শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় প্রভৃতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মেশ্বরাদি-সুদুরূহ-পদারবিন্দ-শ্রীমৎপরাগ-পরমাদ্ভুত-বৈভবায়াঃ।
সর্ব্বার্থসার-রসবর্ষি-কৃপার্দ্র দৃষ্টেস্তস্যা নমোঽস্ত বৃষভানুভুবো মহিম্নে ॥[22]

যিনি শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবাদিরও সুদুর্লভ শ্রীচরণকমলপরাগের ‘পরমাদ্ভুত বৈভবে মহাবৈভবশালিনী এবং সমস্ত পুরুষার্থের সার কৃষ্ণপ্রেমরসবর্ষিণী কৃপাদৃষ্টিতে মহা-মাধুর্য্যময়ী, সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার মহিমাকে নমস্কার করি।

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্মমুখ্যৈরালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যোবশীকরণ-চূর্ণমনন্তশক্তিং তং রাধিকা-চরণরেণুমনুস্মরামি ॥[23]

শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব, শ্রীভীষ্ম, শ্রীনারদ, শ্রীশুকাদি মহদ্গণও সহসা যাঁহার সম্যগ্‌-দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের সদ্য বশীকরণকারী, অনন্ত-শক্তিশালী চূর্ণমহৌষধি-স্বরূপ শ্রীরাধিকা-চরণরেণুকে আমি অনুক্ষণ স্মরণ করি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ বলেন,—

গান্ধর্ব্বাদ্ভুতগান্ধর্ব্বা রাধা বাধাপহারিণী।
চন্দ্রকান্তিশ্চলাপাঙ্গী রাধিকা বন্ধু-রাধিকা ॥
গান্ধর্ব্বিকা স্বগন্ধাতি-সুগন্ধীকৃত-গোকুলা।
ইতি পঞ্চভিরাহূতা নামভির্গোকুলে জনৈঃ ॥

অদ্ভুতগানকারিণী বলিয়া **‘গান্ধর্ব্বা’**, সর্ব্ববাধাপহারিণী বলিয়া **‘রাধা’**, যাঁহার মুখচন্দ্রজ্যোৎস্না পানার্থ চঞ্চল চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ সর্ব্বদা চঞ্চল এই অর্থে যিনি **‘চন্দ্রকান্তি’**, প্রাণবন্ধু কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তির ‘আরাধিকা’ বলিয়া **‘রাধিকা’** এবং গন্ধর্ব্ব-কুলোৎপন্নহেতু স্ব-গন্ধে সমস্ত গোকুলকে সুগন্ধযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া

---

২২ রাধারসসুধানিধি ৩; ২৩ ঐ ৪।

'গান্ধর্ব্বিকা' নামে যিনি প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীরাধাকে উক্ত পঞ্চনামে গোকুলবাসিগণ আহ্বান করেন।

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥[২৪]

বীণাবাদক শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ-বীণাযন্ত্রে যাঁহার উচ্চ গান করেন, বেদেও যিনি উদ্গীত হইয়াছেন, সেই সর্ব্ববরীয়সী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা গান্ধর্ব্বাকে অনাদর করিয়া যে কপটী কেবল গোবিন্দের ভজনা করেন, সেই পতিতসমীপে ক্ষণকালের জন্যও গমন করি না, ইহাই আমার ব্রত।

বাসনাভাষ্যধৃত অগ্নিপুরাণ-বাক্য—একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য গোপীগণ উষঃকালে শ্রীকৃষ্ণানুচর শ্রীউদ্ধবকে শ্রীহরির লীলাবিহারাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু —এই দশ দশা বিরহকালে উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে 'মোহ' এই নবমীদশা-প্রাপ্তা শ্রীরাধা প্রশ্নাদির বাসনা হইতে স্বভাবতঃই বিরত ছিলেন অর্থাৎ তিনি শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নাদির অভিলাষেও অসমর্থা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তির বাসনায়ই সম্যক্ লীনা ছিলেন। ইহা দ্বারা সমস্ত ব্রজগোপী অপেক্ষা শ্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্ষ জানা যায়। ব্রজগোপীগণ স্বয়ংই শ্রীরাসবিহারে ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাদেবীর শ্রেষ্ঠত্বাদির চিহ্নদ্বারা 'এই সকল কাহার পদচিহ্ন?' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-ধৃত বাক্যে যাঁহার পরমসৌভাগ্য খ্যাপন করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কেহ নহেন।[২৫]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা

শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত মহাকাব্যমুকুটমৌলি ও রসশাস্ত্র-চূড়ামণি। আলঙ্কারিক-গণের মতে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। রস—ব্যঞ্জনা দ্বারাই লভ্য হয়।

২৪ স্তবাবলী, বিশাখানন্দস্তোত্র ২৯, ৩০ এবং স্বনিয়মদশকম্ ৬ শ্লোক ; ২৫ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১০৯ অনুচ্ছেদ বঙ্গানুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, শারদীয় রাসরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাসস্থলী হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে বনের একটি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মৃত্তিকার উপরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক সমস্ত গোপললনার নিকটই সুপরিচিত ছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পদাঙ্কের সহিত কোনও রমণীর লঘু পদচিহ্নসকল দেখিয়া অনেকেই উহা কোন্ রমণীর পদচিহ্ন, তাহা চিনিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ তাঁহাদের ঈশ্বরীর পদচিহ্ন দেখিয়াই চিনিলেন; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণসখী শ্রীরাধাও আছেন।

শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন—ইহা একমাত্র শ্রীরাধার সখীগণই বুঝিতে পারিয়া এবং তাহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া মনে মনে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য গোপীগণ শ্রীরাধার পদচিহ্নের সহিত পরিচিত নহেন বলিয়া কেবল মাত্র কোনও ভাগ্যবতী ললনা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন,—ইহা মাত্র বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সেই ভাগ্যবতীর অন্য কোন পরিচয় জানিতে পারিলেন না, শ্রীরাধার নিত্য-সখীগণও তাঁহাদের প্রাণেশ্বরীর বিষয় বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট গোপীগণের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা 'রাধা' নামটি গোপন রাখিয়াই (কিন্তু আনন্দাতিশয্যে নামটি কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িল) শ্রীরাধার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন,—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥[২৬] *

---

২৬ ভা ১০।৩০।২৮; * শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (৫।১৩।৩৪) শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি উক্ত শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা গোপীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—'অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা। অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া॥ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বসিয়া কুসুমসমূহের দ্বারা সেই কামিনীকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন। এই ললনা পূর্ব্বজন্মে বা অন্য জন্মে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন।

যদি বলা যায়, সূর্য্য পূর্ব্ব দিকেই উঠে এবং পূর্ব্বদিক একটিই, উহা দুই বা বহু নহে ; পশ্চিম দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে সূর্য্য দর্শন হইবে না, তখনই তর্ক উঠে ; —উহা 'সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া গণিত হয়।

সাম্প্রদায়িকতা বহির্ম্মুখ জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। প্রত্যেক বহির্ম্মুখ প্রাণী এক একটি দেহরূপ প্রাচীরের দ্বারা এক একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক জীবে জীবে ভেদ, মানুষে মানুষে ভেদ, পরিবারে পরিবারে ভেদ, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে ভেদ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভেদ, সমাজে সমাজে ভেদ, জাতিতে জাতিতে ভেদ, দেশে দেশে ভেদ, প্রদেশে প্রদেশে ভেদ, রাজ্যে রাজ্যে ভেদ, বর্ষে বর্ষে ভেদরূপ সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ সাম্প্রদায়িক বলিয়াই মানব জাতির সর্ব্ব প্রকার উপকারক, নিরীহ, নিরপরাধ, মূক গোজাতির হত্যায় দণ্ডের বিধান নাই; কিন্তু মানবের নিধনে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ অসংখ্য প্রকার সাম্প্রদায়িকতা কি নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহারা 'বেদ-মানা' ব্যক্তিকে 'সাম্প্রদায়িক' বলেন। আবার যাঁহারা বেদ মানিয়াও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা 'কেবল-বেদ-মানা'-সম্প্রদায়ের নিকট 'সাম্প্রদায়িক' বা 'পৌরাণিক' বলিয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েন। অহিন্দু-সম্প্রদায় বেদ মানেন না, 'হিন্দু'-নামধারীর মধ্যেও কেহ মুখে বেদ মানেন, হৃদয়ে বা কার্য্যে মানেন না—অহিন্দুর নিকট 'বেদ-মানা' হিন্দু 'সাম্প্রদায়িক,' কোনও কোনও হিন্দুর নিকটও 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া গণ্য। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি ও অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায় বেদ মানেন না। সুতরাং জনমতের সংখ্যাধিক্যের দ্বারাও সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। কেহ বলেন, সাম্প্রদায়িক হওয়া দোষ নহে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাই দোষদুষ্ট। এইরূপ মনোভাবের বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায়, যে মত যত নির্ব্বিশেষ ভাবের দিকে গতিবিশিষ্ট, তাহাই তত সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য। 'পরমেশ্বর' বলা সাম্প্রদায়িকতা নহে, কারণ তাহা একটি বিশেষণ মাত্র। কিন্তু যখনই বিশেষ্য ধরা যায়, যেমন 'কৃষ্ণ' 'রাম' ইত্যাদি,

তখনই তাহা হয় সাম্প্রদায়িকতা! এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র উপাস্য বস্তুকে 'তত্ত্ব'সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া একই পরতত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' এই ত্রিবিধ আবির্ভাব-রূপে প্রকাশিত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখনই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—ভগবানে পরতত্ত্বের পূর্ণ আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাবের স্বয়ংরূপ বা অংশিতত্ত্ব হইতেছেন—কৃষ্ণ, তখনই তাহা হইয়া যায় প্রচলিতধারণানুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা! শাস্ত্র বা শব্দপ্রমাণ স্বীকার করাই সাম্প্রদায়িকতা, আর মনোধর্ম্মের যথেচ্ছ মতই অসাম্প্রদায়িকতা—শেষে ইহাই প্রমাণিত হয়।

বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ জনতার গতানুগতিক ধারণাই যে অপসাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট ও সর্ব্বানর্থকর এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই যে পরম সত্য, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে সূক্ষ্ম বিচার-শৈলীর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে[১৮৮]। সর্ব্বসনাতনশাস্ত্রসার শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে বলেন, শ্রীকৃষ্ণই এক পরতত্ত্ব। একই পরতত্ত্বের বিভূতিগণকে স্বতন্ত্ররূপে গণনা করাই সাম্প্রদায়িকতা। 'মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেব-পরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥'[১৮৯] শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিতে শ্রীবাসুদেবেই সর্ব্ব শাস্ত্রের, সর্ব্ব সাধনের, সর্ব্ব ধর্ম্মের ও সর্ব্ব পুরুষার্থের সমন্বয় জানা যায়। সেই বাসুদেবের অনন্ত বিভূতি, তাঁহাদিগের কাহারও স্বতন্ত্র বন্দনা বা নিন্দা না করিয়া শ্রীবাসুদেবের ভজনই প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা ও পরম উদারতা। 'যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ'[১৯০] ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীগীতায়ও শ্রীবাসুদেবেই সর্ব্বদেবতার ও সর্ব্বারাধনার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অবৈদিক বিভূতিগণ দূরে থাকুক, বৈদিক বিভূতিগণেরও স্বতন্ত্র পূজা অপসাম্প্রদায়িকতা।[১৯১]

কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত দেব-মন্দিরে গমনের দৃষ্টান্তকে 'অসাম্প্রদায়িক ভাব' বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মহাকালপুরে গমনের[১৯২] ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও

---

১৮৮ ভা ১।২।২২-২৯ ; ১৮৯ ভা ১।২।২৬, ২৮-২৯ ; ১৯০ গীতা ৯।২৩ ; ১৯১ ভা ১১।২৭।২৮-২৯ ;
১৯২ ভা ১০।৮৯।৫৮ ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৯ অনু।

তাঁহার বিভূতিগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ এবং 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' লোকে শিক্ষা দান করিবার জন্য বিবিধ দেব-মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ বিরজাদেবীকে প্রণাম করিয়া অহৈতুকী প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন—'সময়াচৎ প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ'*। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুকে 'শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ-বাসুদেব-ইত্যাদি-নামামৃত-পানমত্ত-ভৃঙ্গাধিপায়' 'হরের্ভক্তিসুখপ্রদায় শিবায় সর্ব্বগুরবে নমো নমঃ' বলিয়া স্তব এবং 'প্রেমানমেবাস্তু হরৌ বিধেহি' বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম যাচ্ঞা শিক্ষা দিয়াছেন। যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র-পূজা স্ববিভূতির পূজা এবং লোকশিক্ষাপর আচরণ। মহাপ্রভু কোন অবৈষ্ণবের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। বেদবিরোধী বৌদ্ধ, বৈদিক, অবৈদিক, শ্রীরামোপাসক, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণোপাসক সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তির মুখেই তাঁহাদের উপাস্যতত্ত্বের নাম গ্রহণ করাইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্ব নাম যাঁহাতে সমন্বিত সেই কৃষ্ণনামই গ্রহণ করাইয়াছিলেন। পরম বস্তু (পরম সম্বন্ধ-তত্ত্ব কৃষ্ণ, পরম অভিধেয়-তত্ত্ব রাগভক্তি ও পরমপ্রয়োজন-তত্ত্ব ব্রজপ্রেম) দানে শ্রীবিশ্বম্ভর বিশ্বের কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ পরমোদারতা।

তথাকথিত পরমতসহিষ্ণুতার অন্তরালে অনেক সময় কাপট্য, কূটনীতি ও লোকবঞ্চনার অভিসন্ধি থাকে। অসদ্ব্যক্তিগণ সৎসমাজের পাঙ্‌ক্তেয় হইবার জন্য সাধুকে 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া গঞ্জনা করেন। সমস্ত অসৎ মত নির্ব্বিশেষভাবে চালাইবার জন্য অপরকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়া কেহ নূতন নূতন অবতারের কল্পনা, কেহ বা স্ববুদ্ধিজাত নানামত ও যথেচ্ছচারিতার প্রশ্রয় দেন।

এইরূপ কূটনীতি ধর্ম্মনীতিতে ভুবনমোহিনীরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রকৃত সত্য হইতে জীবকে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে এইরূপ পরোৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা বা মাৎসর্য্য এবং কূটনৈতিক অপস্বার্থ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সহিত অন্য কোন সম্বন্ধাভিধেয়-

*কৃষ্ণ চৈ ৩।৬।১৭, ৩।৮।১৭-১৯।

প্রয়োজন-তত্ত্বের সমতা বা নির্ব্বিশেষ গতানুগতিক জনপ্রিয় মত প্রচার করিয়া জীবকে পরম প্রয়োজন লাভ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। প্রেমরসিকগণ বলেন,—'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী পরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ' ॥[১৯৩] প্রভু কহে,— 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?' রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥' 'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?' 'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥' 'মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?' 'কৃষ্ণপ্রেম—যাঁর সে-ই মুক্ত-শিরোমণি ॥' 'সম্পত্তি-মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?' 'রাধাকৃষ্ণপ্রেম যাঁর—সে-ই বড় ধনী ॥'[১৯৪]

প্রেমকল্পবৃক্ষ শ্রীবিশ্বম্ভর কৃষ্ণভক্তিকেই একমাত্র পরা বিদ্যা, যুগলশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামকেই শ্রেষ্ঠ উপাস্য, কৃষ্ণপ্রেমিককেই মুক্তশিরোমণি এবং রাধাকৃষ্ণে প্রেমসম্পত্তি-শালী ব্যক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া জানাইয়াছেন। এই প্রেমই তিনি বিশ্বে সঞ্চার করিয়াছেন।

"পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন"

প্রেমামরতরু শ্রীবিশ্বম্ভর স্বয়ং এবং তাঁহার পরিকরমেঘগণ বিশ্বোদ্যানে সর্ব্বক্ষণ যে কারুণ্যামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে যথার্থ সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সর্ব্বসাধনসমন্বয়, সর্ব্বরসসমন্বয়; সার্ব্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার পরম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। মেঘ যেরূপ ভূমি হইতে অতি ঊর্দ্ধে থাকিয়া অবিচারে সকলক্ষেত্রস্থ শস্যেই সুনির্ম্মল বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ শ্রীগৌরপরিকরগণ বহির্ম্মুখ জনতার ধারণা ও চিন্তাস্রোতের বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া সেই শ্রীগৌরকারুণ্যামৃতরস আস্বাদন করিয়া সমগ্র জগতে অবিচারে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। সেই রসে যেরূপ ভক্তমণ্ডলীর ভক্তিলতা পুষ্পিত ও ফলিত হয়, অপরেও ফলফুলরসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে, তদ্রূপ তাঁহাদের কৃপাবরণকারী বিশ্বের নিখিল জীব শ্রীবিশ্বম্ভরের

---

১৯৩ পদ্যাবলী ৮২; ১৯৪ চৈ চ ২।৮।২৪৪, ২৫৫, ২৪৮, ২৪৬।

করুণামাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারে। বিশ্বোদ্যানে বিচিত্র বৃক্ষলতাদি আছে। বাগানে নিম্ব বৃক্ষও থাকে, আম্রবৃক্ষও থাকে। যে স্থানে সমস্ত বৃক্ষকে একাকার বা সমপর্য্যায়ে গণনা করার চেষ্টা করা হয়, সেই স্থানে উদ্যানের সৌন্দর্য্য ও ফলফুলের রসমাধুর্য্যবৈচিত্র্যের বিনাশ, বলিতে কি সমগ্র উদ্যানেরই উচ্ছেদ হয় অথবা অগ্নিদেবের জিহ্বার ইন্ধনরূপে পরিণত করা হয়। চরমে নির্ব্বিশেষ মতবাদ স্থাপনে সমন্বয় হয় না। উহা হয় ধ্বংস। কিন্তু প্রেমামরতরু শ্রীবিশ্বম্ভর অচিন্ত্য করুণাশক্তিতে বিশ্বোদ্যানের সমস্ত বৃক্ষে মধুর-রস সঞ্চার অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ব্রতী, নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, যবন, বৌদ্ধ, বৈদিক, অবৈদিক, পাষণ্ডী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সর্ব্বদেবপূজক, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী সকলের হৃদয়ে সর্ব্বরস শ্রীকৃষ্ণের নাম-প্রেমরস সঞ্চার করিয়া সকলের হৃদয়ই মধুময়—প্রেমময় করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় এবং সর্ব্বরস-সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ অনাত্ম ও আত্মভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার। দৈহিক বা মানসিক তাৎকালিক ধর্ম্ম অনাত্মধর্ম্ম এবং পরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম তাহাই হইতছে আত্মধর্ম্ম। এই আত্মধর্ম্মের মধ্যেও বহু স্তর ও ভেদ আছে। যেরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জ্ঞান, রাজযোগ ইত্যাদি। এই সকল ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যজাতির জন্য ; মানবেতর জাতির জন্য নহে। তাহাও সর্ব্বশ্রেণীর মানবের জন্য নহে। আর যাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাঁহাদের জন্যও সার্ব্বকালিক নহে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ সার্ব্বভৌম ভাগবতধর্ম্ম স্থাবর-জঙ্গম সকলের সার্ব্বকালিক নিত্য ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ত বিশ্বের অনেকে বলেন,—'ধর্ম্ম' করিবার সময় কোথায়?' কিন্তু শ্রীনামকীর্ত্তন কর্ম্মব্যস্ত থাকিবার সময়ও অনুশীলন করা যায়। পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, পর্ব্বত মুখে নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও উহার ধ্বনি শ্রবণ ও স্পর্শে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে। এজন্যই শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রচারিত ধর্ম্মটি সার্ব্বজনিক, সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌম।

শ্রীবিশ্বম্ভরের এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মে অনাদিবহির্ম্মুখ বিশ্ব জীবের ব্যাধির নিদান-

চিকিৎসা এবং পরম চিদ্‌বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-প্রণালী পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানমতে 'Broad-Spectrum antibiotic' একই দেহে বহু প্রকারের জীবাণু-দ্বারা আক্রমণহেতু যে রোগ তাহা দূর করিতে সমর্থ অথবা অসংখ্য প্রকার জীবাণু বহু দেহে আক্রমণ করিয়া বহু প্রকার বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করিলেও Broad-Spectrum antibiotic কার্য্যকরী ; পরন্তু সাধারণ antibiotic-এর (যেমন penicillin, streptomycin ইত্যাদির) সে ক্ষমতা নাই। তুলনায় বলা যাইতে পারে, সাধারণ antibiotic-এর কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু Broad-Spectrum antibiotic-এর ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ। Broad-Spectrum antibiotic-এর উদাহরণ—achromycin, terramycin প্রভৃতি।*

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্র, তন্মধ্যে আবার শ্রীগৌরপ্রদত্ত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ স্বরূপ-সিদ্ধ অঙ্গী ভক্তির ক্ষেত্র সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বব্যাপক। তাহার ফলও অব্যর্থ ও সর্ব্বাতিশায়ী।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিযুক্ত হইলেই মোক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্বর্গ প্রদানে কখনও সমর্থ হয়। কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনাখ্যা কেবলা ভক্তির ফল পুরুষার্থসীমা এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে সবই লাভ হয়—'যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।'

'ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম'

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়,—পঞ্চভূত এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার হইতেছে বহিরঙ্গা প্রকৃতি। তাহা ভগবানের শক্তি হইলেও জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা। জীব-প্রকৃতি চেতন বলিয়া উৎকৃষ্টা। এই উৎকর্ষের কারণ হইতেছে, জীবরূপা চেতনপ্রকৃতি জড়া প্রকৃতিকে নিজের ভোগে লাগাইতে পারে।[১৯৫]

---

*প্রাকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই উদাহরণটী অসম্পূর্ণ ; কেবল একটু দিগ্‌দর্শন করাইবার জন্ত উল্লিখিত হইল। Broad-Spectrum antibiotic-এর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ হইলেও সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বরোগনির্ম্মূলকারী নহে; কিন্তু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্ব-ভবরোগের নির্ম্মূল করিয়া পুরুষার্থ-সীমা প্রদানকারী, সুতরাং ইহা অতুলনীয় ও অপ্রাকৃত মহামহৌষধ।

১৯৫ গীতা ৭।৫।

জীব জড়-জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া বদ্ধ হইয়া পড়ে—ইচ্ছামত ভোগ বা প্রভুত্ব করিতে পারে না, এই জন্য মায়াধীশ পরতত্ত্বই একমাত্র পরাৎপর প্রভু। ইহা শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বহুবার বলিয়াছেন।

জীব সেই পরতত্ত্বের উপাসনা দ্বারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন এবং মুক্ত হইয়া রসানন্দ অনুভব করেন। রসানন্দ-বৈচিত্রীর অনুভব ব্যতীত মুক্তির সার্থকতা হয় না। যেরূপ কঠিনরোগমুক্তির পর আত্মীয়-স্বজনের সহিত স্বচ্ছন্দ আহার-বিহার ও রসানুভবেই রোগমুক্তির সার্থকতা। অপ্রাকৃত রসানন্দের পরাকাষ্ঠা যে ব্রজগোপীর আনুগত্যময় প্রেমনির্য্যাস, তাহাই শ্রীবিশ্বম্ভর প্রেমকল্প-বৃক্ষরূপে বিতরণ করিয়াছেন। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরতত্ত্বের বিভিন্ন ভাবের উপাসনার কথা আছে। কেহ পরতত্ত্বকে পিতৃরূপে, কেহ মাতৃরূপে, কেহ প্রভুরূপে, কেহ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন ভাবেই জীব-প্রকৃতি পরতত্ত্বের সহিত নিকটতম নিরুপাধিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ও সর্ব্বরসানন্দ-বৈচিত্রী লাভ করিয়া 'আনন্দী' (সুখী) হইতে পারে না। পিতৃভাবের উপাসনায় মাতৃ-ভাবের সমস্ত রস নাই,মাতৃভাবের উপাসনায় পরতত্ত্বে কান্তভাবের রস নাই,পরতত্ত্বকে সন্তানরূপে ভজনের রসও নাই, আবার তত্তৎ নিত্যসিদ্ধ রসিকগণের আনুগত্য না থাকায় তাহাও নানা দোষদুষ্ট ও কষায়যুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দেহাদি সর্ব্বহৈতুক-সম্বন্ধরহিত ও ঐশ্বর্য্যাদি উপাধিরহিত ব্রজের নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক জনের আনুগত্যময় ভক্তিরসে কষায়নির্ম্মুক্ত সমস্ত রসের সমাবেশ ও সমন্বয় আছে। শ্রীবিশ্বম্ভর সেই সর্ব্বরসময় প্রেমফল বিশ্বে বিতরণ করিয়াছেন। অতএব এই প্রেমের, এই রসের, এই করুণার তুলনা ; পরতত্ত্বের সহিত এইরূপ নিকটতম—সান্দ্রতম নিরুপাধিক প্রীতি-সম্বন্ধ, এইরূপ মাধুর্য্যমর্য্যাদা এবং সেই পরম প্রয়োজন লাভের এরূপ অমোঘ-অব্যর্থ, সহজ ও সরল সার্ব্বজনীন উপায়—যাহা একাধারে উপায় ও উপেয় উভয়ই, তাহা বিশ্বের আর কোনও ধর্ম্মমতে কোথাও নাই। কারণ এই ধর্ম্ম সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীত—ঋষি বা মহাজনকল্পিত বা পরিবেষিত নহে। বৈদিক ধর্ম্মও ভগবৎ-প্রণীত বটে, কিন্তু ঋষিগণ তাঁহার বিতরণকারী; এজন্য নানা মুনির নানা মতে

লোকে বিভ্রান্ত হয়। শ্রীব্যাসমুনির বেদান্ত সূত্রের দ্বারাও নানা মুনির নানা মত নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু যাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম, তিনি স্বয়ংই সেই ধর্ম্মের অনুশীলনকারী হইয়া হাতে কলমে সেই ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ায় তাহা যেমন পরমশক্তিসম্পন্ন অব্যর্থ, সুপ্রণালীবদ্ধ ও পরমপ্রয়োজনপ্রদ হইয়াছে, তেমনি সার্ব্বভৌম, সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বসমন্বয়কারী সর্ব্বরসময় রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পরম ধর্ম্মের অনুশীলন ও তাহার অবশেষ-রস আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্য বিশ্বম্ভরের প্রদত্ত প্রেম যেরূপ অতুলনীয়, সেই প্রেমের সান্দ্রঘনঠাকুরটিও সেইরূপ রসমাধুর্য্যে ও প্রেমমাধুর্য্যে অতুলনীয় পরতত্ত্বসীমা, ইঁহার অনুকরণ বা দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পারে না। গ্রহরাজ সূর্য্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যেরই প্রভাবে ন্যূনাধিক শক্তিশালী। নূতন নূতন অবতার কল্পনার নিরর্থকতা এই স্থানেই প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও দেখা যায়, কোন জনতা-কল্পিত কোন অবতারই আপামরে ব্রজপ্রেম সঞ্চার করিতে পারে না। জগতের জনতা-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাসমূহের দ্বারা কৃত্রিম উদ্যান রচনা করিলে অপ্রাকৃত প্রেমফল পাওয়া যায় না।

সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়েন বলিয়া পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দেশের লোক যদি 'পূর্ব্ব দিকের সূর্য্য আমাদের সেব্য নহেন,' বিচার করিয়া তৎপ্রতি বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে যেমন তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ গৌড়-দেশের পূর্ব্ব শৈলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-সূর্য্যচন্দ্রদ্বয় স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন দেখিয়া যদি কেহ 'বাঙ্গালার ভগবান'কে আমরা অন্য দেশের লোক ভজনা করিব কেন?' অথবা শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্য স্বেচ্ছায় অন্যপ্রদেশে উদিত হইয়াছেন বলিয়া ভিন্নপ্রদেশীয় ব্যক্তি তদ্ভজনে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ বিচার আনয়ন করেন, তবে তাহা হইবে আত্মবঞ্চনা ও আত্মহত্যা। শ্রীবিশ্বম্ভর কেবল বঙ্গদেশের বা ভারতের সেব্যতত্ত্ব নহেন, কেবলমাত্র এই ব্রহ্মাণ্ডের বা পৃথিবীর সেব্যতত্ত্ব নহেন,

অনন্ত বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর নিত্য-সেব্য পরমেশ্বর। শ্রীচৈতন্য অনন্তবিশ্বে অনন্তকাল স্বনাম-প্রেমসূর্য্যের কিরণ বিতরণ করিতেছেন।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত ভজনশৈলী সার্ব্বকালিক। শ্রীবিশ্বম্ভর তাঁহার পরিকর-গণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমা সভাকার।' মহাপ্রভু স্বয়ং ও তাঁহার পরিকরগণের দ্বারা আচরণ করিয়া ও করাইয়া শিক্ষা দিলেন, রাত্রি-কালে নিদ্রিত না থাকিয়া নামকীর্ত্তনমঙ্গলরস পান কর। অহো! যিনি শ্রীবৃন্দাবনে রাসরসিকরূপে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত সম্ভোগরসে রজনী যাপন করিতেন, তিনি শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীনীলাচলে পরিকরগণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডভেদী নামসঙ্কীর্ত্তন-নিনাদ আবিষ্কার করিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়াছেন। নিশায় এই কীর্ত্তনমঙ্গল আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল—

'জগৎ উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম'[১৯৬]

শ্রীবিশ্বম্ভর সঙ্কীর্ত্তনরাসে রাত্রিযাপন করিয়া সার্ব্বকালিক ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। রাগানুগীয় ভজনপদ্ধতিতেও তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণের সহিত অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাস্মরণের আদর্শ স্বয়ং এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি পরিকরের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। 'দেহরক্ষা করিলে ত' ভজন হইবে' এইরূপ উক্তি অনুরাগীর চিত্তের কথা নহে। জাগতিক মাতাপিতাও সন্তানের ব্যাধিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যান; ধনলোভী, কামিনীলোভী বিষয়িগণেরও দিন-রাত্রি আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না। ইহা তাঁহারা চেষ্টা করিয়া করেন না, বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি বা মমত্ববোধ এবং তাহাতে রসানুভবই অন্য বিষয়কে ভুলাইয়া দেয়।

কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভু কেবল 'হা হুতাশ' করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। নবদ্বীপে সারারাত্রি শ্রীবাস-ভবনে ও চন্দ্রশেখরাচার্য্য-মন্দিরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

১৯৬ চৈ ভা, ২।৮।১০৯।

নীলাচলেও গম্ভীরায় কেবল সর্ব্বদা 'হা হুতাশ'-ভাব, কখনও প্রাচীর-ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ, কখনও বা সমুদ্র-পুলিনে সারারাত্রি বিচরণ করিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান—এইরূপ অবস্থাতেই জীবন কাটাইয়াছেন।[১৯৭]

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরও এই অবস্থা লীলা-রসিকগণ বর্ণন করিয়াছেন। এক সময় শ্রীপার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেমরীতির কথা শ্রীমহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকোটীতে অবস্থিত এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে সমুদ্ভূত যাবতীয় সুখ ও দুঃখের যদি পৃথক্ পৃথক্ স্ফুটতর রাশি করা যায়, তথাপি সেই রাশিদ্বয় শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ-দুঃখ-রূপ সিন্ধুদ্বয়ের দুইটি লবের যৎসামান্য একাংশের সহিতও তুলিত হইতে পারিবে না।[১৯৮]

এইরূপ 'হা হুতাশ'-ময় জীবনে রসানুভবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। নিশ্চিন্ত পশু জীবনে বা গ্রাম্যসুখভোগাদি তমোধর্ম্মে অভিভূত থাকা কালে এই রসানুভূতির ছায়ার কণিকাও উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেখা যায়, জড়বিষয়িগণও নিশ্চিন্ত নহে। এ জগতেও যিনি যত বড় বিষয়ী, তিনি তত চিন্তা ও উদ্বেগগ্রস্ত। কিন্তু জড় বিষয়ে উদ্বেগ কেবল ত্রিতাপ-বর্দ্ধনই করিতে থাকে, আর কৃষ্ণসুখানু-সন্ধানকারিগণের যে 'হা হুতাশ'-ময় অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ইষ্টচিন্তাবিভোর রসানুভাববৈচিত্রী-বিভূষিত জীবন, তাহা নবনবায়মান প্রেমামৃতরসসাগরে সর্ব্বক্ষণ নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করায়। তাই এইরূপ 'হা হুতাশময়' জীবন-যাপনকারী ব্রজরমণীগণের শ্রীচরণ-রেণু শ্রীউদ্ধবাদি বাঞ্ছা করেন। অধিক কি, স্বয়ং 'নন্দের বেটা কানু'ও সেই রেণুতে লুণ্ঠিত হয়েন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ তাঁহার অন্তর্দ্ধান-কালে 'অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ' বলিয়া এইরূপ 'হা-হুতাশ' করিতে করিতেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রপুরীর দ্বারা ব্রহ্ম-ধ্যানকারিগণের নিশ্চিন্ত জীবনে যে রসানন্দবৈচিত্রীচমৎকারিতা নাই, তাহা প্রচার করিয়াছেন।

---

১৯৭ 'নামসঙ্কীর্ত্তন করি করেন জাগরণ॥ সৃর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখসজ্ঘর্ষণ। উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন। যেই করে, যেই বোলে উন্মাদলক্ষণ॥''—চৈ চ ৩।১৯।৫৭, ৬০, ৬৫।

১৯৮ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ১৪।১৭১।

পূর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানকারী যতিরাজ শ্রীসরস্বতীপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের প্রেমবন্যার স্পর্শ লাভ করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥[১৯৯]

শ্রীগৌর-শশধরের উদয়ের পূর্ব্বে 'প্রেম' নামক পরমচমৎকারী পুরুষার্থের কথা কাহারই বা কর্ণগোচর হইয়াছিল? 'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমার কথাই বা কে জানিতেন? শ্রীবৃন্দাবনের মহামাধুরীসমূহের অনুভবেই বা কাহার প্রবেশ ছিল? পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা (মাদনমহাভাবরূপা পরমাদ্ভুতরসপরাকাষ্ঠার মূর্ত্তি) শ্রীরাধাকেই বা কে পরমোপাস্যরূপে জানিতেন? একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম করুণাবশতঃ এই সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। সরস্বতীপাদের এই উক্তির সহিত একতানে শ্রীগৌরপার্ষদ এক গৌড়ীয় মহাকবিও গাহিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গ নহিত, কেমনে হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা-বিপিন, মাধুরী-প্রবেশ, চাতুরি-সার।
বরজ-যুবতি, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥
গাও পুন পুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে একজন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমনে ধরিল দে।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥[২০০]

---

১৯৯ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০;
২০০ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২৩৪৫, শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে (৮ পৃষ্ঠা) বাসু স্থানে নরহরি ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ঊনবিংশ প্রকাশ

শ্রীরাধার মহিমসার-প্রকাশক পরতত্ত্বসীমা

'রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা, জগতে জানাত কে ?'

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে শ্রীরাধা

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কোথাও পরোক্ষভাবে, কোথাও স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ গীত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদীয় পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে[১]—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে···দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ,···যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে গোকুল-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের দুই পার্শ্বে শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধিকার অংশস্বরূপা লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতিতে[২] সেই মূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্বরূপশক্তি 'গান্ধর্ব্বা' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ঋক্‌পরিশিষ্টে—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা'[৩] ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার নিত্য অবস্থিতির কথা উক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপদ্মপুরাণ,[৪] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,[৫] মৎস্যপুরাণ,[৬] আদিপুরাণ,[৭] বায়ুপুরাণ,[৮] বরাহপুরাণ,[৯] শ্রীনারদীয়পুরাণ,[১০] শ্রীদেবীভাগবত,[১১] শ্রীবৃহদ্‌গোতমীয় তন্ত্র,[১২]

১। প্রমেয়রত্নাবলী ১।২৪ ; ২ 'তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বা' গোপালতাপনী উত্তর ৯ (৬৬ পৃষ্ঠা বহরমপুর) ; ৩ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮৯ অনুচ্ছেদ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা-ধৃত ;

৪ ব্রহ্মখণ্ডে ৩৭,৪০,৪৬ অধ্যায় ; পাতালখণ্ড ৪০,৪৩ ৪৬, ৫০ অধ্যায় ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ তৎকলাকোটি-কোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা' ॥—পাতালখণ্ড ৫০ অধ্যায় ; ৫ ব্রহ্ম বৈ প্রকৃতি খণ্ড—২৭।৯০,৯১, বঙ্গবাসী সং, ঐ প্রকৃতিখণ্ড ৫৪-৫৬ অধ্যায় ; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২-৩,১৫, ১৭, ৫২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ; ৬ 'রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে'। মৎস্যপুরাণ ১৩।৩৮, আনন্দাশ্রম ও বঙ্গবাসী-সং ১৩১৬ বং ; ৭ আদিপুরাণ ৯,১১-১৫ অঃ—মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং ; ৮ 'রাধাবিলাসরসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্'—বায়ু পুরাণ ১০৪ ৫২ আনন্দাশ্রম-সং ; ৯ 'তত্র রাধা-সমাশ্লিষ্টং কৃষ্ণমক্লিষ্ট - কারিণম্। স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ॥ রাধাকুণ্ডমিতিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভম্'—বরাহপুরাণ ১৬৪।৩৩-৩৪ বঙ্গবাসী-সং ; ১০ শ্রীনারদীয়পুরাণ ১।৪৩,৪৪ ; ১১ দেবী-ভাগবত ৯।৫০।২ ; ১২ শ্রীরাধাং বামভাগে তু পূজয়েৎ ভক্তিতৎপরৈঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ॥ —ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি 254A।

শ্রীসম্মোহনতন্ত্র,[১৩] শ্রীসনৎকুমারসংহিতা,[১৪] শ্রীনারদপঞ্চরাত্র[১৫] ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীরাধার নাম এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ,[১৬] শ্রীমদ্ভাগবত[১৭] ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি প্রিয়তমা গোপীশিরোমণির কথা গীত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শ্রীযমুনাষ্টকে 'বিধেহি তস্য **রাধিকা**ধবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে রতিম্'[১৮] 'হে যমুনে! রাধিকাবল্লভের পাদপদ্মে রতি দান কর' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত,[১৯] শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা,[২০] শ্রীস্তবমালা, শ্রীপদ্যাবলী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীরাধার স্বরূপ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা।
অতস্তদীয়মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতম্॥
তথা হি—যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥[২১]

গোপালোত্তরতাপিনীশ্রুতিতে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া বিশেষরূপে স্তুত হন, ঋক্-পরিশিষ্টে তিনিই 'মাধবের সহিত রাধা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রীপদ্মপুরাণে দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারে প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতিদায়ক। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে একমাত্র

---

১৩ 'চিন্তয়েদ্ রাধিকাং দেবীং গোপগোকুল-সঙ্কুলাম্'; ১৪ শ্রীসনৎকুমারসংহিতায় শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকাল-লীলা-পদ্ধতি; ১৫ শ্রীনারদপঞ্চরাত্র জ্ঞানামৃতসার ২য় রাত্র ৬ষ্ঠ অধ্যায়-দ্রষ্টব্য; ১৬ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।৩৫; ১৭ ভা ২।৪।১৪, ১০।৩০।২৮; ১৮ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শ্রীযমুনাস্তব-বাক্য; ১৯ সং ভা উ ৪৪-৪৬; ২০ রাধাকৃষ্ণগণ-পরি ১৪২-১৪৯; ২১ উজ্জ্বলনীলমণি ৪।৪,৬।

শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। বিষ্ণুপুরাণে ও সর্ব্বজ্ঞসূক্তে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী যে হ্লাদিনীরূপা মহাশক্তির কথা উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারই সারস্বরূপা যে মাদনাখ্যা মহাভাব-পরাকাষ্ঠা, তাঁহারই সহিত শ্রীরাধা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তত্ত্বই শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় প্রভৃতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মেশ্বরাদি-সুদুরূহ-পদারবিন্দ-শ্রীমৎপরাগ-পরমাদ্ভূত-বৈভবায়াঃ।
সর্ব্বার্থসার-রসবর্ষি-কৃপার্দ্রদৃষ্টেস্তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো মহিম্নে॥[২২]

যিনি শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবাদিরও সুদুর্লভ শ্রীচরণকমলপরাগের 'পরমাদ্ভুত বৈভবে মহাবৈভবশালিনী এবং সমস্ত পুরুষার্থের সার কৃষ্ণপ্রেমরসবর্ষিণী কৃপাদৃষ্টিতে মহা-মাধুর্য্যময়ী, সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার মহিমাকে নমস্কার করি।

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্মমুখ্যৈরালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যোবশীকরণ-চূর্ণমনন্তশক্তিং তং রাধিকা-চরণরেণুমনুস্মরামি॥[২৩]

শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব, শ্রীভীষ্ম, শ্রীনারদ, শ্রীশুকাদি মহদ্গণও সহসা যাঁহার সম্যগ্ দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের সদ্য বশীকরণকারী, অনন্ত-শক্তিশালী চূর্ণমহৌষধি-স্বরূপ শ্রীরাধিকা-চরণরেণুকে আমি অনুক্ষণ স্মরণ করি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ বলেন,—

গান্ধর্ব্বাদ্ভুতগান্ধর্ব্বা রাধা বাধাপহারিণী।
চন্দ্রকান্তিশ্চলাপাঙ্গী রাধিকা বন্ধু-রাধিকা॥
গান্ধর্ব্বিকা স্বগন্ধাতি-সুগন্ধীকৃত-গোকুলা।
ইতি পঞ্চভিরাহূতা নামভির্গোকুলে জনৈঃ॥

অদ্ভুতগানকারিণী বলিয়া **'গান্ধর্ব্বা'**, সর্ব্ববাধাপহারিণী বলিয়া **'রাধা'**, যাঁহার মুখচন্দ্রজ্যোৎস্না পানার্থ চঞ্চল চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ সর্ব্বদা চঞ্চল এই অর্থে যিনি **'চন্দ্রকান্তি'**, প্রাণবন্ধু কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তির 'আরাধিকা' বলিয়া **'রাধিকা'** এবং গন্ধর্ব্ব-কুলোৎপন্নহেতু স্ব-গন্ধে সমস্ত গোকুলকে সুগন্ধযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া

২২ রাধারসসুধানিধি ৩; ২৩ ঐ ৪।

'গান্ধর্ব্বিকা' নামে যিনি প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীরাধাকে উক্ত পঞ্চনামে গোকুলবাসিগণ আহ্বান করেন।

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥[২৪]

বীণাবাদক শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ-বীণাযন্ত্রে যাঁহার উচ্চ গান করেন, বেদেও যিনি উদ্গীত হইয়াছেন, সেই সর্ব্ববরীয়সী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা গান্ধর্ব্বাকে অনাদর করিয়া যে কপটী কেবল গোবিন্দের ভজনা করেন, সেই পতিতসমীপে ক্ষণকালের জন্যও গমন করি না, ইহাই আমার ব্রত।

বাসনাভাষ্যধৃত অগ্নিপুরাণ-বাক্য—একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য গোপীগণ উষঃকালে শ্রীকৃষ্ণানুচর শ্রীউদ্ধবকে শ্রীহরির লীলাবিহারাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু —এই দশ দশা বিরহকালে উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে 'মোহ' এই নবমীদশা-প্রাপ্তা শ্রীরাধা প্রশ্নাদির বাসনা হইতে স্বভাবতঃই বিরত ছিলেন অর্থাৎ তিনি শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নাদির অভিলাষেও অসমর্থা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তির বাসনায়ই সম্যক্ লীনা ছিলেন। ইহা দ্বারা সমস্ত ব্রজগোপী অপেক্ষা শ্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্ষ জানা যায়। ব্রজগোপীগণ স্বয়ংই শ্রীরাসবিহারে ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাদেবীর শ্রেষ্ঠত্বাদির চিহ্নদ্বারা 'এই সকল কাহার পদচিহ্ন?' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-ধৃত বাক্যে যাঁহার পরমসৌভাগ্য খ্যাপন করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কেহ নহেন।[২৫]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা

শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত মহাকাব্যমুকুটমৌলি ও রসশাস্ত্র-চূড়ামণি। আলঙ্কারিক-গণের মতে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। রস—ব্যঞ্জনা দ্বারাই লভ্য হয়।

২৪ স্তবাবলী, বিশাখানন্দস্তোত্র ২৯, ৩০ এবং স্বনিয়মদশকম্ ৬ শ্লোক ; ২৫ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১০৯ অনুচ্ছেদ বঙ্গানুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, শারদীয় রাসরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাসস্থলী হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে বনের একটি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মৃত্তিকার উপরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক সমস্ত গোপললনার নিকটই সুপরিচিত ছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পদাঙ্কের সহিত কোনও রমণীর লঘু পদচিহ্নসকল দেখিয়া অনেকেই উহা কোন্ রমণীর পদচিহ্ন, তাহা চিনিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ তাঁহাদের ঈশ্বরীর পদচিহ্ন দেখিয়াই চিনিলেন; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণসখী শ্রীরাধাও আছেন।

শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন—ইহা একমাত্র শ্রীরাধার সখীগণই বুঝিতে পারিয়া এবং তাহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া মনে মনে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য গোপীগণ শ্রীরাধার পদচিহ্নের সহিত পরিচিত নহেন বলিয়া কেবল মাত্র কোনও ভাগ্যবতী ললনা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন,—ইহা মাত্র বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সেই ভাগ্যবতীর অন্য কোন পরিচয় জানিতে পারিলেন না, শ্রীরাধার নিত্য-সখীগণও তাঁহাদের প্রাণেশ্বরীর বিষয় বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট গোপীগণের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা 'রাধা' নামটি গোপন রাখিয়াই (কিন্তু আনন্দাতিশয্যে নামটি কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িল) শ্রীরাধার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন,—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥[২৬] *

---

২৬ ভা ১০।৩০।২৮; * শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (৫।১৩।৩৪) শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি উক্ত শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা গোপীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—'অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা। অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া॥ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বসিয়া কুসুমসমূহের দ্বারা সেই কামিনীকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন। এই ললনা পূর্ব্বজন্মে বা অন্য জন্মে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন।

এই ললনা ভক্তজন-দুঃখহরণকারী (হরি) ও ভক্তগণের মনোবাঞ্ছাপূরণে সমর্থ (ঈশ্বর) ভগবানকে (শ্রীনারায়ণকে) নিশ্চয়ই আরাধনা করিয়াছেন। যেহেতু, গোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই ললনাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীরাধার সখীগণ এই স্থানে ইঙ্গিতে শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ও সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী তাহা বলিলেন এবং কৌশলক্রমে শ্রীরাধার নামও কীর্ত্তন করিলেন। তথায় বিরুদ্ধপক্ষীয়া ও তটস্থা পক্ষীয়া নানাচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা গোপীগণ উপস্থিত ছিলেন। এজন্য শ্রীরাধার সখীগণ স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার নাম বলিলেন না। অথবা শ্রীরাধার পক্ষীয় কোন সখী অন্যান্য গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—তোমরা প্রীতির নীতি জান না ('অনয়া') তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ ('ঈশ্বরঃ') এবং সুন্দর ও প্রেমিক ('ভগবান') এই হরি নিশ্চিতই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ (ইন্দ্রিয়সমূহের রমণকারী সেই ললনার [রাধার] ইন্দ্রিয়সমূহের রমণার্থ) প্রীতি-সহকারে সেই ললনাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।*

শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে—এই গোপী-কর্ত্তৃকই আরাধিত অর্থাৎ আরাধনা (সেবা) দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণ) বশীভূত হইয়াছেন। আমাদিগের দ্বারা বশীকৃত হয়েন নাই। তাহা না হইলে আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। 'সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হয়েন'—এই অর্থে ইঁহার 'রাধা' নামের কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে।[২৭]

---

* শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনী টীকার মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত। অনয়া—নয়=নীতি, প্রেমনীতি তদ্বিষয়ে জ্ঞানরহিতা। রাধিতঃ—রাধা+ইতঃ (প্রাপ্ত)। ভগবান্=সুন্দর, প্রেমিক (অমরকোষে 'ভগ' শব্দ দ্রষ্টব্য)। ['শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্' বার্ত্তিকসূত্র ৩৬০২, অর্থাৎ শক+অন্ধু=শকন্ধু, ইহাতে 'শক' শব্দের 'ক' এর অকার লোপ হইয়া 'অন্ধু'র আদি অকার যুক্ত হইলে 'শকন্ধু' পদ সিদ্ধ হয়, এখানেও সেইরূপ রাধা+ইত=রাধিত—আকার লোপে ইকারযোগে সিদ্ধ হইল।]

২৭ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ১০।৩০।২৮, 'অনয়ৈবারাধিত আরাধ্য বশীকৃতঃ, নত্বস্মাভিঃ; অন্যথা-স্মাকমেতদ্বিরহার্ত্ত্যাত্যসম্ভবঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি শ্রীরাধেতি নামকারণং চ দর্শিতম্'।

শ্রীমৎ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায় উক্ত হইয়াছে,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীকে তাঁহার সহিত লইয়া গিয়া উক্ত গোপীর স্বরূপ প্রখ্যাপন করিলেন যে সর্ব্বগোপী হইতে এই গোপীতেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রীতি। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী গোপী নিশ্চিতই রাধা।[২৮]

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে,—এই ললনার দ্বারা ভগবান আরাধিত—সাধিত—বশীকৃত হইয়াছেন। যিনি আরাধনা করেন—এই নিরুক্তির দ্বারা তাঁহার 'রাধা' নামটিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার দ্বারা বশীভূত, ইহা বলিবার হেতু, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকেই লইয়া গিয়াছেন।[২৯]

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে,— (ক) শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীরাধাপদচিহ্ন দেখিয়াই তাঁহাকে শ্রীবৃষভানু-কুমারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা চিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা গোপীগণের সংঘট্টের মধ্যে তাঁহারা সেই কথা বাহে প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার নামের নিরুক্তির দ্বারা সহর্ষে তাঁহার সৌভাগ্য বর্ণন করিলেন। মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব শ্রীরাধার নাম অতিশয় যত্নসহকারে গুপ্তভাবে রক্ষা করিলেও তাঁহার মুখচন্দ্র হইতে স্বয়ং 'রাধা' নামামৃত নির্গত হইয়া পড়িল।

(খ) কোনও গোপী অন্য গোপীগণকে বলিলেন,— হে নীতিজ্ঞানহীনা ললনাগণ! অতি মহীয়সী শ্রীরাধার সহিত বৃথাই তোমরা তুল্যতার অভিমানে মত্ত হইয়াছ, ইহাই তোমাদের অনীতি বা অন্যায়। নিশ্চিতই এই হরি রাধিত অর্থাৎ রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

২৮ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ১০।৩০।২৮, অনয়া সহনীতয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো রাধিতঃ। রাধামাখ্যাতবান্ রাধামাচষ্টে রাধয়তীতি রাধি-ধাতোঃ ক্তে নিচেটীন ইতি ন্ লোপে সিদ্ধন্। সর্ব্বাভ্যো হ্যস্যামেব গরীয়সী প্রীতিরিতি রাধৈবেয়ং তৎসঙ্গে।

২৯ প্রীতিসন্দর্ভ—১০৯ সংখ্যা, ভগবান্ রাধিতঃ সাধিতো বশীকৃত ইত্যর্থঃ। যতশ্চ রাধয়তীতি নিরুক্ত্যা তস্যা রাধেতি সংজ্ঞাপি জাতেতি ভাবঃ। রাধিতত্বে হেতুঃ যন্ন ইতি।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত শ্রীবৈষ্ণবানন্দিনীর তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবৃন্দ নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীশুকদেব গোপীগণের নাম উচ্চারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াও শ্রীমতীর নাম ভঙ্গিক্রমে উদ্দেশ করিলেন। তাহা দ্বারা তিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীরাধার নামে অঙ্কিত করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেও 'নিরস্তসাম্যাতিশয়েন **রাধসা**'[৩০] ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই ভাবেই শ্রীরাধার নাম শ্রীশুকদেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব শ্রীশুকদেব নিজে আনন্দিত হইয়া তাঁহার উপাসকগণেরও আনন্দ সম্পাদন করিলেন। শ্রীপরীক্ষিত-সভায় নানামতবাদগ্রস্ত মুনিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এজন্য শ্রীশুকদেব এইরূপ ইঙ্গিতে শ্রীরাধার নাম নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু অন্যস্থানে (শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে) দুন্দুভিনাদের ন্যায় শ্রীরাধার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমৎকবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে' ॥[৩১] এস্থানে 'পুরাণে' শব্দের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও[৩২] পরোক্ষভাবে রাধার মহিমা উক্ত হইয়াছে। যে সকল পুরাণে পরোক্ষভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে রাধার নাম না বলিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিশেষ শ্রদ্ধালু, জিজ্ঞাসু ও রসিক শ্রোতা বা শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বর্ণন উপলক্ষেই প্রায়শঃ তাহা দৃষ্ট হয়—কোন সাধারণ সভাদিতে নহে বা গোপীবিশেষগণের উক্তির মধ্যেও নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে পরম-রহস্য গোপন করিবার উপদেশই দৃষ্ট হয়।[৩৩] রসজ্ঞগণের ইহাই রীতি "অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥'[৩৪]

শ্রীগৌরপরিকরগণের ও তদনুগ আচার্য্যগণের ব্যাখ্যানুসারে জানা যাইতেছে যে, কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ কারণে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-কালে স্পষ্টাক্ষরে

---

৩০ ভা ২।৪।১৪ শ্রীশুকদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে—অসমোর্দ্ধা অচিন্ত্যৈশ্বর্যাময়ী শ্রীরাধার সহিত যিনি নিজধামে (গোলোক-বৃন্দাবনে) পরব্রহ্মস্বরূপে নিত্যক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ; ৩১ চৈ চ ১।৪।৮৭ ; ৩২ বি পু ৫।১৩।৩৪ : ৩৩ ভা ৮।১৭।২০ ও ভক্তি স ৩৩৭ অনু ; ৩৪ চৈ চ ১।৪।২৩২।

শ্রীরাধার নাম করেন নাই (১) প্রথমতঃ তিনি অতিশয় প্রেমবিহ্বলতা-হেতু রাধার নাম মুখেই আনিতে পারিতেন না ; (২) দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধাপক্ষীয়া গোপীগণ যাহা পরমরহস্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন, এমন কি তাঁহারা বিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের নিকটও যাহা প্রকাশ করেন নাই, তাহা শ্রীশুকদেব গোস্বামী সেই গোপীগণের উক্তির মধ্যে বর্ণন এবং স্বয়ংও নানা জাতীয় বহিরঙ্গ-শ্রোতৃমণ্ডলী-সমবেত সাধারণ রাজ-সভার মধ্যে ব্যক্ত করেন নাই ; (৩) রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়ই রসশাস্ত্রের ও রসজ্ঞগণের রসানন্দ-বর্দ্ধিনী রীতিতে অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে যাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রাণ, সেইভাবে প্রেমরসসার পরিবেশন করা হইয়াছে। রসজ্ঞগণ উক্ত শ্লোকে রাধার নাম ও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। পরোক্ষভাবে রহস্যবস্তু বর্ণনেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়।

শ্রীনারদ-শ্রীব্যাসাদি মহদ্গণের বা শ্রীজয়দেব-শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি মহাজনগণের তাহা অনুভব করা দুরূহ হয় নাই। সুপ্রাচীনকাল হইতে শ্রীপাদ সত্যব্রতমুনি-প্রোক্ত শ্রীদামোদরাষ্টকে "নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীদামোদরের নিত্যপ্রিয়ারূপে শ্রীরাধা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উক্ত ভাগবত-শ্লোকে রাধার নাম, এমন কি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতই যে সাক্ষাৎ রাধাস্বরূপ তাহা আপ্তবর্গকে স্বীয় সমগ্র লীলায় জানাইয়াছেন। শৈশবেও রুচিপরীক্ষালীলার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন।[৩৫] 'তস্যেদম্'[৩৬] পাণিনি-সূত্রানুসারে 'তস্য' (শ্রীমতো ভগবতঃ) অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'ইদম্' (কলত্ররূপম্) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকলত্ররূপ শ্রীমতীই শ্রীমদ্ভাগবত ইহা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে যুগলিতস্বরূপ (যেস্থানে শ্রীরাধা, সেই স্থানেই মাধব, যে স্থানে মাধব, সেই স্থানেই শ্রীরাধা—শ্রুতি) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণএকীভূত তনু।

শ্রীরাধার নামরূপগুণলীলা-স্বরূপতত্ত্ব-প্রকাশার্থ শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ

তাই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।

৩৫ চৈ ভা ১।৪।৫৫ ; ৩৬ পাণিনি ৪।৩।১২০, শ্রীহরিনামামৃত ৭।৫৬৬।

যদ্রাধা-রতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥৩৭

শ্রীব্যাসনন্দন শ্রীমদ্ শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যে পরম তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ়লীলারসাস্বাদক প্রেমরহস্য তাহার উদ্দেশমাত্র (ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে আভাসমাত্র) করিয়াছেন, কিন্তু সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসময়ী লীলামাধুরীর তত্ত্বানুভব বা আস্বাদনে যোগ্যতা সকলের না থাকায় স্ফুটভাবে তাহা বর্ণনা করেন নাই। যাহা শ্রীরাধার রতিকেলিনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও রসাস্বাদের অসাধারণ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্রস্বরূপ, সেই পরকীয় ব্রজপ্রেমরস (শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলারস) বিস্তার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায়ই সেই শ্রীশ্রীরাধা-স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥'৩৮—শ্রী(রাধার সহিত)কৃষ্ণকে জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার্থক করিয়াছেন এবং জগৎকে ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপরিকরগণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাতত্ত্ব-নিরূপণ

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বলিতেছেন,—'রাধা চ নির্গুণময়ী কৃষ্ণোঽপি নির্গুণঃ স্মৃতঃ ॥ * * * পরম-প্রেমময়ং সকলরসসম্পূর্ণং পরমানন্দস্বরূপমুত্তমভাগবত পরমহংসানাং জীবনম্। নাতঃ পরঃ শ্রেয়ঃপ্রকাশঃ কদাচিদপি লভ্যতে।'

রুক্মিণ্যাদি-সকলমহিষী-সকলসৌভাগ্যবিদপি রাধাভাবং গোপীভাবঞ্চ বিলোক্য শ্রীমদুদ্ধবো যথাভূৎ, তৎ সর্ব্বং শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ্যম্।৩৯

শ্রীরাধাও নির্গুণময়ী, শ্রীকৃষ্ণও নির্গুণ বলিয়া কথিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবরণ

---

৩৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১২২; ৩৮ চৈ চ ১।৩।৩৪;
৩৯ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ৩০-৩২ পৃষ্ঠা, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত সংস্করণ।

পরমপ্রেমময়, সকলরসে সম্পূর্ণ, পরমানন্দস্বরূপ ও উত্তমভাগবত-পরমহংসগণের জীবন। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমমঙ্গলের প্রকাশ কোনও কালে পাওয়া যায় না।

শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি সকল কৃষ্ণমহিষীর সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বিদিত হইয়াও শ্রীল উদ্ধব শ্রীরাধার ও ব্রজগোপীগণের ভাব দর্শন করিয়া যেরূপ হইয়াছিলেন, সেই সকল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী **শ্রীমদ্ রাঘব গোস্বামিপাদ** বলিয়াছেন,—বরাহ-সংহিতায় সপ্তাবরণবিবরণে উক্ত হইয়াছে, শ্রীগোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের বল্লভ, তাঁহার স্পর্শ-গন্ধলেশ পাইয়া পুষ্পাদির বিচিত্র সৌরভ প্রস্তুত হয়। তাঁহার প্রেয়সী ও বল্লভা শ্রীরাধাই আদ্যা প্রকৃতি, দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিগণ তাঁহারই কলার কোটি কোটি অংশস্বরূপা। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি শ্রীরাধাতে আরোপণ করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন। সম্মোহনতন্ত্রের প্রথম পটলে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের বাক্য,—প্রেমানন্দময়ী শ্রীরাধা ও প্রেমানন্দময় শ্রীহরি আনন্দস্বরূপ। এই যুগলের ভৌতিক দেহবন্ধন নাই।[৪০]

শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—গোপকন্যাগণের মধ্যে একটি কন্যা শ্রীরাধিকা-নামে পরিচিতা। তিনি নিখিল রমণীগণের শিরোভূষণরত্নমালাসদৃশী। কাব্যে বৈদর্ভী রীতি যেরূপ মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ প্রভৃতি সকলগুণসম্পন্না সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারযুক্তা এবং রস ও ভাবযোগে সমৃদ্ধা হয়, ইনিও সেইরূপ মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদাদিগুণযুক্তা, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা এবং রসভাবসমৃদ্ধা। আর, ইনি প্রেমোদ্যানের স্বর্ণকেতকী, মাধুর্য্য-জলধরের বিদ্যুন্মঞ্জরী, সৌন্দর্য্য-নিকষ-প্রস্তরের স্বর্ণরেখা, আনন্দরূপ শশধরের জ্যোৎস্না, কন্দর্পের বাহুযুগলের দর্পরাজি, লাবণ্য-সমুদ্রের সার-শ্রী, বসন্তের গর্ব্বের হাস্যশোভা, কলাসমূহের আকরভূমি এবং সর্ব্বপ্রকার গুণরূপ মণিরাশির খনির ন্যায় বিরাজ করেন।

তিনি গৌরী (গৌরবর্ণা) হইয়াও সহস্র গৌরী (পার্ব্বতী) অপেক্ষা উৎকর্ষসম্পন্না, অথচ শ্যামা (উত্তম রমণীবিশেষ)। তিনি অনাদি হইয়াও কিশোরী,

৪০ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ৫।৪, ২।৪ (১২০ ও ২৬ পৃষ্ঠা, শ্রীহরিদাস দাস সংস্করণ)।

স্বরূপা হইয়াও সখীগণের অস্বরূপা (প্রাণস্বরূপা)। ইনি সৌকুমার্য্যশালিনী কুমারী-রূপে সকল সৌভাগ্য পোষণ করেন।

এই শ্রীরাধাকে কেহ কেহ মহালক্ষ্মী, তান্ত্রিকগণ লীলা এবং কেহ কেহ হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া থাকেন। বিশাখা ও ললিতা প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়সখী। তাঁহারা তাঁহারই তুল্য গুণ ও রূপ ধারণ করিয়া তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে বিরাজ করেন।[৪১]

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ সর্ব্বশাস্ত্রসার সমাহরণ করিয়া বলিয়াছেন,—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥ রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন। হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ' ॥[৪২] "সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ॥ আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'। চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি মানি॥ কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম—আহ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম। আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥ প্রেমের পরমসার 'মহাভাব' জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ প্রেমের 'স্বরূপ' 'দেহ'—প্রেমের ভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥ সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥ মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী—তার কায়ব্যূহ-রূপ॥"[৪৩]

শক্তিমান ও শক্তির স্থিতি

শক্তিমানের শক্তির স্থিতি দুইপ্রকারে হয়—এক অমূর্ত্তরূপে, আর এক মূর্ত্তরূপে। কেবলমাত্র শক্তিস্বরূপে যে সত্ত্বা, তাহা অমূর্ত্তা ও স্বরূপ হইতে সর্ব্ব-প্রকারে অভিন্না আর শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্তা, আবরণরূপে প্রকাশিতা ও লীলার

৪১ শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ১।৬০—৬২ ; ৪২ চৈ চ ১।৪।৫৬, ৫৯-৬০ ; ৪৩ ঐ ২।৮।১৫৩, ১৫৪, ১৫৬—১৬৪।

সহকারিণী—তিনি স্বরূপ হইতে ভিন্না। শ্রীভগবানের অনন্তস্বরূপসমূহের মধ্যে যেমন আনন্দস্বরূপই প্রধান, সেইরূপ অনন্তশক্তির মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই প্রধান। শ্রীরসরাজ শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি দ্বারা স্বরূপানন্দী হয়েন এবং ভক্তগণকে স্বরূপানন্দ আস্বাদন করান, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। তাহা কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্তা—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে অভিন্না; আর অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্তা শ্রীমতী রাধিকা। শক্তিরূপে ভক্তকোটিতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত অবস্থায় রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব নামে কথিত হয়েন; আর মূর্ত্তবিগ্রহ-রূপে শ্রীরাধা মহাভাবাখ্য প্রীতিরসে বিভাবিত।

শ্রীরূপপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই গাঢ়তম অবস্থা মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপা। মাদনাখ্য মহাভাবটি হ্লাদিনী-শক্তিরই চরম পরিণতি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের এই ঘনীভূত অবস্থাকে অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবকে শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি বলিয়াছেন। দুগ্ধের ঘনীভুত অবস্থা (পরিণতি) ক্ষীর যেরূপ দুগ্ধের বিকার, মাদনাখ্য মহাভাবও সেইরূপ কৃষ্ণপ্রণয়ের পরমঘন বিকার (চরম পরিণতি)।

'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'

দিব্যসূরিগণও যখন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য প্রেমরসসীমা শ্রীরাধার বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হয়েন, তখন তটস্থাশক্তিস্থানীয় আধ্যক্ষিক গবেষকাদির কথা আর কি? তাই শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের স্বরূপশক্তি নিত্য অচ্ছেদ্যভাবে বিরাজমান বলিয়া নিখিল শ্রুতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র এবং মহদ্‌গণ বর্ণন করা সত্ত্বেও কেহ কেহ অপ্রাকৃত তত্ত্বের অভিজ্ঞান-বিষয়ে অব্যর্থ ও অকাট্য শব্দ প্রমাণকে অবহেলা করিয়া অনুমান ও অক্ষম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন। তাহারা বিবদমান মতবাদের আবর্ত্তে পতিত হইয়া 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' এই ন্যায়ে বাস্তব সত্য হইতে ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হয়েন। জড় বিজ্ঞানের বিভিন্ন

শক্তিতত্ত্ব কোন কোন মনীষীর দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত * হইবার পূর্ব্বেও যদি তাহা 'নিত্য সত্য' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তবে সর্ব্বকারণ-কারণ—ত্রিকালসত্যস্বরূপ পরতত্ত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তির সহিত নিত্যকাল বিরাজমান—সেই 'অনাদি' বাস্তবসত্যের 'আদি' অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা, ঐতিহাসিক সত্যের অতীত বস্তুকে ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার ব্যর্থ পিপাসার উদয় কেন হয়? লীলাকৈবল্যবারিধির অচিন্ত্যলীলাশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া রূপক কল্পনা করিবার স্পৃহা কেনই বা জাগরূক হয়? অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলমণ্ডিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অংশাংশের ঈক্ষণাভাসে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অচিন্ত্য-লীলাশক্তির আশ্রয় শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যপরিকর ও নিত্যলীলাকে অবাস্তব-রূপকমাত্র কল্পনা করিয়া বিরাটের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কাদিকে কেন বাস্তব বলিয়া মনে হয়? ইহা বলীয়সী মহামায়ারই একটি বিমুখবিমোহিনী লীলা। যোগমায়া যেরূপ উন্মুখকে অপ্রাকৃত লীলারসে মুগ্ধ করেন, অচিন্ত্যশক্তিবলে অঘটন-ঘটন করিয়া থাকেন, সেরূপ বিমুখ-বিমোহিনী মহামায়াও বিরাটে আসক্ত মনীষাকে আচ্ছন্ন করিয়া বিষ্ণুর—অসমোর্দ্ধ ব্যাপকের—ত্রিবিক্রমের—উরুক্রমের অপ্রাকৃত লীলাশক্তির কার্য্যকে ব্যাপ্যের ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্রের দ্বারা পরিমাপ করাইবার স্পৃহা জাগাইয়া দেয়। পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপ এখনও নিঃশেষে খনিত হয় নাই, এখনও প্রত্নতত্ত্বের গর্ভকোষে বিবদমান কল্পনা-ভ্রূণের আয়ু স্থিরীকৃত হয় নাই, এরূপ অবস্থায় প্রত্নতত্ত্বের প্রেক্ষাগারে কিরূপে অনাদি স্বরূপশক্তির আদি নির্ণীত হইতে পারে? †

---

* ভাস্করাচার্য্য কর্ত্তৃক গোলাধ্যায়ে কথিত 'আকৃষ্ট-শক্তিশ্চ মহীতয়া' অথবা বহু পরে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আণবিক বা পাদার্থিক আকর্ষণ-শক্তি অথবা আকাশস্থ প্রত্যেক গ্রহের সূর্য্যকেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইবার উদাহরণ অলোচ্য।

† ধ্বংসাবশেষ দ্রব্যাদি হইতে যে প্রাচীন কাহিনী উদ্ধার করা হয়, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। অনুমান কখনও বা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য কখনও বা তাহার ভিত্তি অতি শিথিল। এজন্য বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন। * * * প্রমাণবিচারে

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম একবারও নাই মনে করিয়া কেহ কেহ অন্যান্য পুরাণে শ্রীরাধার নামের অনুসন্ধান করেন, আবার সেই সকল পুরাণে (শ্রীপদ্মপুরাণাদিতে) রাধার নামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া ঐ সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আবার শ্রীমৎস্যপুরাণাদিতে শ্রীরাধার নামের স্বল্প উল্লেখ দেখিয়া তাহাতেও সংশয়াপন্ন হয়েন। বেদে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদিগকে ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেখাইয়া দিলে উহার অন্য অর্থ করেন। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেখিয়া তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না, তাঁহাকেও তাঁহারা মানববিশেষের রচিত গ্রন্থ মনে করেন। আবার বেদের প্রমাণ দেখাইলে বেদকে 'চাষীর গান', শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকথাকে 'রাখালিয়া গান' ইত্যাদি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বেদ মানেন না। অতএব জনমতাধিক্যেও কোনও বাস্তব পরম সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীব স্বরূপশক্তিতত্ত্বনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ

কেহ কেহ কল্পনা করেন, প্রাকৃত বস্তুতে যে শক্তি দৃষ্ট হয়, সেই শক্তিবাদই ক্রমশঃ বৈদিক শক্তিবাদে পরিণত হইয়া ক্রমপরিণতির প্রবাহের মধ্য দিয়া রাধাবাদে (?) অভিব্যক্ত হইয়াছে। জোনাকী পোকা কখনও ক্রমপরিণতিতে সূর্য্য হইতে

শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির গৌরব অত্যন্ত অধিক। কেহ কেহ এরূপ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই মানিতে চাহেন না। এই মনোভাব অযৌক্তিক। রামের মুদ্রা বা স্তম্ভ না পাইলে রামের অস্তিত্ব মানিব না বলা ভুল। ইংরেজী ইতিবৃত্তে বহু রাজার কোন বস্তুগত নিদর্শন নাই, কিন্তু তজ্জন্য হ্যারল্ড (Harold) প্রভৃতির অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। লিখিত বিবরণ প্রমাণসহ হইলে তাহা গ্রাহ্য। শিলালিপি হইতে যে কাহিনী গঠিত হয়, তাহার অধিকাংশই আনুমানিক; এজন্য মুদ্রা, স্তম্ভলেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত ইতিবৃত্ত সব সময়ে নির্ভুল হয় না। আধুনিক ইতিবৃত্তকারগণ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত অন্ধ্ররাজগণের কাহিনী ইহার উদাহরণ। (পুরাণপ্রবেশ ২য় সং, গিরীন্দ্রশেখর বসু-কৃত, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৮—১৯৯ পৃঃ)।

পারে না। বানরের পক্ষে ক্রমপরিণতিতে নর হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে; কারণ উভয়ই কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব। পরব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়া। সাধন বা উপাসনা-ভেদে নিত্যসিদ্ধ বস্তুর ও তাঁহার স্বরূপশক্তির যে বিভিন্ন প্রকাশবৈচিত্রী অনুভূত হয় তাহাকেও ক্রমপরিণতি বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা সাধকেরই প্রতীতি বা অনুভব-ভেদমাত্র। তাহা বস্তু বা বস্তু-শক্তির কোন পরিবর্ত্তিত বা ক্রমবিকশিত অবস্থা নহে, তাহা স্ব-স্বরূপেই নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং প্রাকৃত শক্তিবাদে রাধাবাদের (?) বীজ বা 'রাখালিয়া গানের' শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাগানে পরিণতি ইত্যাদি কল্পনা শাস্ত্ররহস্যে অপ্রবেশ হইতেই উদ্ভূত হয়।

আবহমান কাল হইতে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড—এই যুগলকুণ্ডের সংস্থিতি শ্রীব্রজমণ্ডলে বর্ত্তমান আছে। অনাদিকাল হইতে শ্রীরাধাদামোদরের অর্চ্চনপদ্ধতি এবং কার্ত্তিকব্রতের যুগ্মদেবতারূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রচারিত হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্ম্মায়াদিশক্তিভিঃ।
অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূতৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ।
গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র ! হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ[৪৪]॥

---

৪৪ বরাহ-সংহিতায় এবং গৌতমীয় তন্ত্রেও এই শ্লোকটি আছে। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরাঘবগোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশে ৫।৪ এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকায় এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধৃতিতে যে অনুবাদাংশ আছে, তাহা মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত সংস্করণের বঙ্গানুবাদ।

সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
নৈতয়োর্ব্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥[৪৫]

শ্রীরাধিকার নিজাংশ-স্বরূপা প্রপঞ্চগত মায়াদিশক্তিসমূহের দ্বারা এবং শ্রীরাধার বিভূতিরূপা অন্তরঙ্গা চিদাদিশক্তির দ্বারা 'নিত্য গুপ্ত' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রাধা 'গোপী' নামে কথিত হয়েন। তিনি দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী বা কৃষ্ণপূজাক্রীড়ার বসতি নগরীরূপা, কৃষ্ণময়ী—যাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি অথবা প্রেমরসময় কৃষ্ণস্বরূপের স্বরূপশক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্না অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অংশিনী অথবা শ্রীকৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিশ্রেষ্ঠা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপিণী। হে বিপ্র! এইজন্য মনীষিগণ শ্রীরাধাকে হ্লাদিনী শক্তি বলেন। ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ তাঁহারই কোটি কলার কোটি অংশের এক অংশ। তিনি (শ্রীরাধা) কিন্তু—সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী, আর কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। হে মুনিসত্তম! ইঁহাদের অণুমাত্র প্রভেদ নাই।

তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীব কখনও স্বরূপশক্তির নির্ণয় করিতে পারে না। যাঁহার স্বরূপশক্তি,একমাত্র সেই স্বয়ং ভগবানই তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। স্বরূপ-শক্তির কথা দূরে থাকুক, জীব সাধুকৃপা ব্যতীত বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকেও জানিতে পারে না। কারণ জীব স্বয়ংই মায়া-কবলিত। ইহা শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ একাধিকবার বলিয়াছেন। অধিক কি, 'হরিরপি নির্ব্বক্তুং ন শক্তঃ'[৪৬]—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন না। এইজন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি বিমণ্ডিত হইয়া স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমদ্ভাগবতরসসিন্ধু হইতে শ্রীরাধার নাম, স্বরূপ ও প্রেম-মহিমা আবিষ্কার করিয়া তাহা শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন স্বমূর্ত্তিতে, ভাবে ও লীলার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করাইলেন; ব্রজমণ্ডলে লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড

৪৫ শ্রীপদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫০।৫১-৫৫ (বঙ্গবাসী সং ১৩১০ বঙ্গাব্দ);
৪৬ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।২ টীকা।

আবিষ্কার করিলেন ; শ্রীরাধার মহিমা-বিষয়ক শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-শ্রীগীতগোবিন্দাদি ও মহাজনের পদসমূহ—'চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি'ইত্যাদি স্বয়ং আস্বাদন করিয়া তাহারও অবশেষ দান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায় যাঁহারা পূর্ব্বলীলায় ললিতা-বিশাখা, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ যাঁহারা ব্রজলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতি বা শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, তাঁহাদের দ্বারাও শ্রীরাধার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করাইলেন। ইঁহাদের কৃপা ও পূর্ণ আনুগত্যময় ভজন ব্যতীত কেহই শ্রীরাধার স্বরূপ-তত্ত্ব অনুভব ও আস্বাদন করিতে পারিবেন না। ইহা গোঁড়ামী নহে, বাস্তব সত্য।

শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনুই শ্রীরাধাতত্ত্ব-নির্ণয়কারী

কেহ বলিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর দাক্ষিণাত্যপ্রবাসী শ্রীরাম-রায়ের নিকট হইতে শ্রীরাধার ভাব আহরণ করেন। এইরূপ অনুমান তথ্য ও তত্ত্ব কোনটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতে লোকশিক্ষার্থ সাধন ও সাধ্যস্তরের সমস্ত প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরাম রায়ের মুখে সাধন ও সাধ্যতত্ত্বের যে সকল স্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লীলাচরিত দ্বারাও শিক্ষা দিয়াছেন। অবিচ্ছিন্ন আম্নায়াগত শ্রীমন্ত্রগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রীনামমন্ত্রের আশ্রয়ে চরমসাধ্য লাভ হয়, এই শিক্ষাদর্শ স্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরি গয়া হইতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট শ্রীনামমন্ত্র গ্রহণ-লীলার পরই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে 'কানাঞির নাটশালা'য় মহাপ্রভু কৃষ্ণসাক্ষাৎকার-লীলা এবং কৃষ্ণবিরহার্ত্ত গোপীভাববিভাবিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেমক্রন্দন করিয়াছেন[৪৭]। সুতরাং দাক্ষিণাত্যভ্রমণের বহুপূর্ব্বেই শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধার ভাব-বিভাবিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

---

৪৭ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২য় অধ্যায় ১৬৪—১৬৫ পৃষ্ঠা (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং) এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ (শ্রীমুরারিগুপ্ত) ১।১৬।১২।

স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপসিদ্ধ রসাকরতা

নীলাচলে শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীগৌরহরিকে কলিকালে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রশংসা করিলে 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের আদর্শ শিক্ষক ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব লোকশিক্ষাকল্পে দৈন্যভরে বলিয়াছিলেন,—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি'—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে, প্রেম-সাগর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ হইতে প্রেম পাইয়াছি, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কৃপায় কৃষ্ণভক্তিযোগকেই সার বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, শ্রীরামানন্দ হইতে ব্রজের শুদ্ধ-ভাব জানিতে পারিয়াছি, শ্রীদামোদরস্বরূপ হইতে ব্রজের মধুর রসের জ্ঞান হইয়াছে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর হইতে নামের মহিমা জানিতে পারিয়াছি, ইত্যাদি। বস্তুতঃ '* * বিনয়ের খনি। আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি'॥[৪৮] শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদরপাদ নীলাচলে আগমন করিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—'ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুইনেত্র পাইল।' মহাপ্রভুর এই সকল প্রেমোত্থ দৈন্যের তাৎপর্য্যলেশ তাঁহার কৃপায়ই বোধগম্য হয়।

সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান, যিনি নিজ ভক্তিযোগ বিতরণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ—তিনিই স্বয়ং মূলদাতা; ইহা শ্রীরামানন্দ রায়ও শতমুখে বলিয়াছেন—'তোমার শিক্ষায় পড়ি—যেন শুকের পাঠ। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট॥ হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী। কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥ মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা'।[৪৯] শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব, নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। * * কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।[৫০]—দক্ষিণদেশে অতি অল্পসংখ্যকই বৈষ্ণব দেখিলাম। কিন্তু তাঁহারাও নারায়ণের উপাসক। অপর তত্ত্ববাদি-বৈষ্ণবগণ ('কৃষ্ণোপাসক' হইলেও 'শ্রীকৃষ্ণোপাসক' নহেন) সেইরূপ নারায়ণস্বরূপেরই উপাসক—তাঁহাদের মত নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দের মত আমার রুচিকর।

৪৮ চৈ চ ৩।৫।৭৭; ৪৯ ঐ ২।৮।১২০-১২২, ১৯৯; ৫০ শ্রীচৈ চন্দ্রোদয় অষ্টম অঙ্ক উপক্রম।

ইহা শুনিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম বলিলেন,—'ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য স্বতো মতকর্ত্তৃতা'। শ্রীরামানন্দ আপনার মতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্রমতকর্ত্তা নহেন। তাৎপর্য্য এই—স্বয়ং ভগবানই স্বমতকর্ত্তা। শ্রীরামানন্দাদি সকলেই তাঁহার স্বরূপশক্তি, সুতরাং ভগবৎসিদ্ধান্তেরই অনুবর্ত্তনকারী।

শ্রীরামানন্দ রায় দক্ষিণদেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে অবস্থানকালাবধি যে তামিল আলোয়ারগণের অনুগসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরাধাস্বরূপের পারম্য বিচার বা **পরকীয় মধুররসে** শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার কোন কথাই ছিল না, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি এবং শ্রীরামরায়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গোপীপ্রেমের ঋণ-স্বীকৃতির কথা শুনিয়াও তদপেক্ষা আরও বৈশিষ্ট্যের কথা বলিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীরামরায়কে অনুরোধ করিলেন, তখন—'রায় কহে,—**ইহার আগে পুছে** হেন জনে। **এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥** ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি'॥[৫১] যিনি প্রশ্নকর্ত্তা হইয়া উত্তরদাতার সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য স্থান ও স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন এবং তদপেক্ষা অধিক উচ্চস্তরের বা বিশেষ বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তিনি শিক্ষার্থী নহেন, নিশ্চয়ই শিক্ষক ও পরীক্ষক-স্থানীয়—ইহা সাধারণ জ্ঞানেও বুঝা যায়।

শ্রীরাধার ভাব লইয়া শ্রীচৈতন্যাবতার। শ্রীরাম রায় ব্রজলীলায় বিশাখাস্বরূপে শ্রীরাধারই নিত্য প্রিয়সখী। যে মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধাতে বিদ্যমান, তাহা বিশাখায়ও নাই। শ্রীরাধাই অংশিনী, সখীগণ সেই অংশিনীরই কায়ব্যূহ-স্বরূপা।

শ্রীরামরায়-কৃত গীতের আকর

অনুমিত হইতে পারে, শ্রীরামানন্দ রায় যে তাঁহার 'আপনকৃত গীত' গান করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন, সেই গীতটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ বা দর্শনলাভের পূর্ব্বেই শ্রীরাম রায় রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই গীত হইতেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা অবগত হয়েন।

৫১ চৈ চ ২।৮।৯৬-৯৭।

শ্রীমন্মহাপ্রভুরই লীলায় দৃষ্ট হয় যে শ্রীশিবানন্দসেনাত্মজ সপ্তম বর্ষীয় বালক শ্রীপুরীদাসের মহাপ্রভুর ইচ্ছামাত্রই অদ্ভুত কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীরূপকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাদ্‌ভাবে 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকের তাৎপর্য্য না বলিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গজন শ্রীরূপপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব জানিয়া তদনুরূপ শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

দশরাত্রি যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্ দর্শন ও কৃপাশক্তি-সঞ্চারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলার নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীরাম রায়ের যে স্বাভাবিক প্রেমসিন্ধুর উদ্বেলন হইয়াছিল, তন্মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্টস্বরূপ সাধ্য-পরাকাষ্ঠার স্বরূপনির্ণায়ক গীতরত্নটির আবির্ভাব হয়। উক্ত গীত রাম রায় পূর্ব্বেই রচনা করিয়া থাকুন অথবা স্বয়ং রসরাজ-মহাভাব-একীভূতমূর্ত্তি ভগবানের দর্শনমাত্রে তখনই তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকুক, রাম রায়েরই ভাষায় বলা যায়—

কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার। **রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব** বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥[৫২]

শ্রীরামরায়ের মুখে সাধ্যনির্ণয় করাইবার কারণ

শ্রীগৌরলীলাটি ভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকারলীলা। সুতরাং এই লীলায় তিনি সর্ব্বত্রই ভক্তভাবেরই প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং ভগবান হইয়াও স্বীয় ভক্তের ভক্তভাব (মঞ্জরীভাব—শ্রীরামরায় শ্রীললিতা বা শ্রীবিশাখা সখী, তাঁহার নিকট হইতে কুঞ্জসেবাদি শিক্ষারূপ মঞ্জরী-ভাব) শিক্ষাদান-কল্পে শ্রীরাম রায়ের হৃদয়ে স্বীয়তত্ত্ব স্ফূর্তি করাইয়া তাঁহার শ্রীমুখে স্বয়ং শ্রবণলীলা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধ্যশিরোমণি নিগূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবার রহস্য প্রকাশকল্পেই শ্রীরাম রায়ের সহিত সংলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে

৫২ চৈ চ ২।৮।২৬২-২৬৪।

এই ললনা ভক্তজন-দুঃখহরণকারী (হরি) ও ভক্তগণের মনোবাঞ্ছাপূরণে সমর্থ (ঈশ্বর) ভগবানকে (শ্রীনারায়ণকে) নিশ্চয়ই আরাধনা করিয়াছেন। যেহেতু, গোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই ললনাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীরাধার সখীগণ এই স্থানে ইঙ্গিতে শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ও সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী তাহা বলিলেন এবং কৌশলক্রমে শ্রীরাধার নামও কীর্ত্তন করিলেন। তথায় বিরুদ্ধপক্ষীয়া ও তটস্থা পক্ষীয়া নানাচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা গোপীগণ উপস্থিত ছিলেন। এজন্য শ্রীরাধার সখীগণ স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার নাম বলিলেন না। অথবা শ্রীরাধার পক্ষীয় কোন সখী অন্যান্য গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—তোমরা প্রীতির নীতি জান না ('অনয়া') তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ ('ঈশ্বরঃ') এবং সুন্দর ও প্রেমিক ('ভগবান') এই হরি নিশ্চিতই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ (ইন্দ্রিয়সমূহের রমণকারী সেই ললনার [রাধার] ইন্দ্রিয়সমূহের রমণার্থ) প্রীতি-সহকারে সেই ললনাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।*

শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে—এই গোপী-কর্ত্তৃকই আরাধিত অর্থাৎ আরাধনা (সেবা) দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণ) বশীভূত হইয়াছেন। আমাদিগের দ্বারা বশীকৃত হয়েন নাই। তাহা না হইলে আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। 'সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হয়েন'—এই অর্থে ইঁহার 'রাধা' নামের কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে।[২৭]

* শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনী টীকার মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত। অনয়া—নয়=নীতি, প্রেমনীতি তদ্বিষয়ে জ্ঞানরহিতা। রাধিতঃ—রাধা+ইতঃ (প্রাপ্ত)। ভগবান্=সুন্দর, প্রেমিক (অমরকোষে 'ভগ' শব্দ দ্রষ্টব্য)। ['শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্' বার্ত্তিকসূত্র ৩৬৩২, অর্থাৎ শক+অন্ধু=শকন্ধু, ইহাতে 'শক' শব্দের 'ক' এর অকার লোপ হইয়া 'অন্ধু'র আদি অকার যুক্ত হইলে 'শকন্ধু' পদ সিদ্ধ হয়, এখানেও সেইরূপ রাধা+ইত=রাধিত—আকার লোপে ইকারযোগে সিদ্ধ হইল।]

২৭ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ১০।৩০।২৮, 'অনয়ৈবারাধিত আরাধ্য বশীকৃতঃ, নত্বস্মাভিঃ ; অন্যথা-স্মাকমেতদ্বিরহার্ত্ত্যাদ্যসম্ভবঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি শ্রীরাধেতি নামকারণং চ দর্শিতম্'।

শ্রীমৎ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায় উক্ত হইয়াছে,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীকে তাঁহার সহিত লইয়া গিয়া উক্ত গোপীর স্বরূপ প্রখ্যাপন করিলেন যে সর্ব্বগোপী হইতে এই গোপীতেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রীতি। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী গোপী নিশ্চিতই রাধা।[২৮]

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে,—এই ললনার দ্বারা ভগবান আরাধিত—সাধিত—বশীকৃত হইয়াছেন। যিনি আরাধনা করেন—এই নিরুক্তির দ্বারা তাঁহার 'রাধা' নামটিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার দ্বারা বশীভূত, ইহা বলিবার হেতু, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকেই লইয়া গিয়াছেন।[২৯]

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে,— (ক) শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীরাধাপদচিহ্ন দেখিয়াই তাঁহাকে শ্রীবৃষভানু-কুমারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা চিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা গোপীগণের সংঘট্টের মধ্যে তাঁহারা সেই কথা বাহ্যে প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার নামের নিরুক্তির দ্বারা সহর্ষে তাঁহার সৌভাগ্য বর্ণন করিলেন। মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব শ্রীরাধার নাম অতিশয় যত্নসহকারে গুপ্তভাবে রক্ষা করিলেও তাঁহার মুখচন্দ্র হইতে স্বয়ং 'রাধা' নামামৃত নির্গত হইয়া পড়িল।

(খ) কোনও গোপী অন্য গোপীগণকে বলিলেন,— হে নীতিজ্ঞানহীনা ললনাগণ! অতি মহীয়সী শ্রীরাধার সহিত বৃথাই তোমরা তুল্যতার অভিমানে মত্ত হইয়াছ, ইহাই তোমাদের অনীতি বা অন্যায়। নিশ্চিতই এই হরি রাধিত অর্থাৎ রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

২৮ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ১০।৩০।২৮, অনয়া সহনীতয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো রাধিতঃ। রাধামাখ্যাতবান্ রাধামাচষ্টে রাধয়তীতি রাধি-ধাতোঃ ক্তে নিচ্চেটান ইতি ন্ লোপে সিদ্ধম্। সর্ব্বাভ্যো হ্যস্যামেব গরীয়সী প্রীতিরিতি রাধৈবেয়ং তৎসঙ্গে।

২৯ প্রীতিসন্দর্ভ—১০৯ সংখ্যা, ভগবান্ রাধিতঃ সাধিতো বশীকৃত ইত্যর্থঃ। যতশ্চ রাধয়তীতি নিরুক্ত্যা তস্যা রাধেতি সংজ্ঞাপি জাতেতি ভাবঃ। রাধিতেত্ব হেতুঃ যন্ন ইতি।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত শ্রীবৈষ্ণবানন্দিনীর তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবৃন্দ নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীশুকদেব গোপীগণের নাম উচ্চারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াও শ্রীমতীর নাম ভঙ্গিক্রমে উদ্দেশ করিলেন। তাহা দ্বারা তিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীরাধার নামে অঙ্কিত করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেও 'নিরস্তসাম্যাতিশয়েন **রাধসা**'[৩০] ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই ভাবেই শ্রীরাধার নাম শ্রীশুকদেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব শ্রীশুকদেব নিজে আনন্দিত হইয়া তাঁহার উপাসকগণেরও আনন্দ সম্পাদন করিলেন। শ্রীপরীক্ষিত-সভায় নানামতবাদগ্রস্ত মুনিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এজন্য শ্রীশুকদেব এইরূপ ইঙ্গিতে শ্রীরাধার নাম নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু অন্যস্থানে (শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে) দুন্দুভিনাদের ন্যায় শ্রীরাধার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমৎকবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে' ॥[৩১] এস্থানে 'পুরাণে' শব্দের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও[৩২] পরোক্ষভাবে রাধার মহিমা উক্ত হইয়াছে। যে সকল পুরাণে পরোক্ষভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে রাধার নাম না বলিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিশেষ শ্রদ্ধালু, জিজ্ঞাসু ও রসিক শ্রোতা বা শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বর্ণন উপলক্ষেই প্রায়শঃ তাহা দৃষ্ট হয়—কোন সাধারণ সভাদিতে নহে বা গোপীবিশেষগণের উক্তির মধ্যেও নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে পরম-রহস্য গোপন করিবার উপদেশই দৃষ্ট হয়।[৩৩] রসজ্ঞগণের ইহাই রীতি 'অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥'[৩৪]

শ্রীগৌরপরিকরগণের ও তদনুগ আচার্য্যগণের ব্যাখ্যানুসারে জানা যাইতেছে যে, কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ কারণে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-কালে স্পষ্টাক্ষরে

---

৩০ ভা ২।৪।১৪ শ্রীশুকদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে—অসমোর্দ্ধ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীরাধার সহিত যিনি নিজধামে (গোলোক-বৃন্দাবনে) পরব্রহ্মস্বরূপে নিত্যক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার; ৩১ চৈ চ ১।৪।৮৭; ৩২ বি পু ৫।১৩।৩৪: ৩৩ ভা ৮।১৭।২০ ও ভক্তি স ৩৩৭ অনু; ৩৪ চৈ চ ১।৪।২৩২।

শ্রীরাধার নাম করেন নাই (১) প্রথমতঃ তিনি অতিশয় প্রেমবিহ্বলতা-হেতু রাধার নাম মুখেই আনিতে পারিতেন না ; (২) দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধাপক্ষীয়া গোপীগণ যাহা পরমরহস্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন, এমন কি তাঁহারা বিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের নিকটও যাহা প্রকাশ করেন নাই, তাহা শ্রীশুকদেব গোস্বামী সেই গোপীগণের উক্তির মধ্যে বর্ণন এবং স্বয়ংও নানা জাতীয় বহিরঙ্গ-শ্রোতৃমণ্ডলী-সমবেত সাধারণ রাজ-সভার মধ্যে ব্যক্ত করেন নাই ; (৩) রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়ই রসশাস্ত্রের ও রসজ্ঞগণের রসানন্দ-বর্দ্ধিনী রীতিতে অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে যাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রাণ, সেইভাবে প্রেমরসসার পরিবেশন করা হইয়াছে। রসজ্ঞগণ উক্ত শ্লোকে রাধার নাম ও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। পরোক্ষভাবে রহস্যবস্তু বর্ণনেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়।

শ্রীনারদ-শ্রীব্যাসাদি মহদ্‌গণের বা শ্রীজয়দেব-শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি মহাজনগণের তাহা অনুভব করা দুরূহ হয় নাই। সুপ্রাচীনকাল হইতে শ্রীপাদ সত্যব্রতমুনি-প্রোক্ত শ্রীদামোদরাষ্টকে "নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীদামোদরের নিত্যপ্রিয়ারূপে শ্রীরাধা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উক্ত ভাগবত-শ্লোকে রাধার নাম, এমন কি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতই যে সাক্ষাৎ রাধাস্বরূপ তাহা আপ্তবর্গকে স্বীয় সমগ্র লীলায় জানাইয়াছেন। শৈশবেও রুচিপরীক্ষালীলার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন।[৩৫] 'তস্যেদম্'[৩৬] পাণিনি-সূত্রানুসারে 'তস্য' (শ্রীমতো ভগবতঃ) অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'ইদম্' (কলত্ররূপম্) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকলত্ররূপ শ্রীমতীই শ্রীমদ্ভাগবত ইহা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে যুগলিতস্বরূপ (যেস্থানে শ্রীরাধা, সেই স্থানেই মাধব, যে স্থানে মাধব, সেই স্থানেই শ্রীরাধা—শ্রুতি) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণএকীভূত তনু।

শ্রীরাধার নামরূপগুণলীলা-স্বরূপতত্ত্ব-প্রকাশার্থ শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ

তাই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।

৩৫ চৈ ভা ১।৪।৫৫ ; ৩৬ পাণিনি ৪।৩।১২০, শ্রীহরিনামামৃত ৭।৫৬৬।

যদ্রাধা-রতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥[৩৭]

শ্রীব্যাসনন্দন শ্রীমদ্ শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যে পরম তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ়লীলারসাস্বাদক প্রেমরহস্য তাহার উদ্দেশমাত্র (ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে আভাসমাত্র) করিয়াছেন, কিন্তু সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসময়ী লীলামাধুরীর তত্ত্বানুভব বা আস্বাদনে যোগ্যতা সকলের না থাকায় স্ফুটভাবে তাহা বর্ণনা করেন নাই। যাহা শ্রীরাধার রতিকেলিনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও রসাস্বাদের অসাধারণ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্রস্বরূপ, সেই পরকীয় ব্রজপ্রেমরস (শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলারস) বিস্তার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায়ই সেই শ্রীশ্রীরাধা-স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥'[৩৮]—শ্রী(রাধার সহিত)কৃষ্ণকে জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার্থক করিয়াছেন এবং জগৎকে ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপরিকরগণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাতত্ত্ব-নিরূপণ

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বলিতেছেন,—'রাধা চ নির্গুণময়ী কৃষ্ণোঽপি নির্গুণঃ স্মৃতঃ ॥ * * * পরম-প্রেমময়ং সকলরসসম্পূর্ণং পরমানন্দস্বরূপমুত্তমভাগবত পরমহংসানাং জীবনম্। নাতঃ পরঃ শ্রেয়ঃপ্রকাশঃ কদাচিদপি লভ্যতে।'

রুক্মিণ্যাদি-সকলমহিষী-সকলসৌভাগ্যবিদপি রাধাভাবং গোপীভাবঞ্চ বিলোক্য শ্রীমদুদ্ধবো যথাভূৎ, তৎ সর্ব্বং শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ্যম্।[৩৯]

শ্রীরাধাও নির্গুণময়ী, শ্রীকৃষ্ণও নির্গুণ বলিয়া কথিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবরণ

---

৩৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১২২; ৩৮ চৈ চ ১।৩।৩৪;

৩৯ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ৩০-৩২ পৃষ্ঠা, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত সংস্করণ।

পরমপ্রেমময়, সকলরসে সম্পূর্ণ, পরমানন্দস্বরূপ ও উত্তমভাগবত-পরমহংসগণের জীবন। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমমঙ্গলের প্রকাশ কোনও কালে পাওয়া যায় না।

শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি সকল কৃষ্ণমহিষীর সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বিদিত হইয়াও শ্রীল উদ্ধব শ্রীরাধার ও ব্রজগোপীগণের ভাব দর্শন করিয়া যেরূপ হইয়াছিলেন, সেই সকল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী **শ্রীমদ্ রাঘব গোস্বামিপাদ** বলিয়াছেন,—বরাহ-সংহিতায় সপ্তাবরণবিবরণে উক্ত হইয়াছে, শ্রীগোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের বল্লভ, তাঁহার স্পর্শ-গন্ধলেশ পাইয়া পুষ্পাদির বিচিত্র সৌরভ প্রসৃত হয়। তাঁহার প্রেয়সী ও বল্লভা শ্রীরাধাই আদ্যা প্রকৃতি, দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিগণ তাঁহারই কলার কোটি কোটি অংশস্বরূপা। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি শ্রীরাধাতে আরোপণ করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন। সম্মোহনতন্ত্রের প্রথম পটলে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের বাক্য,—প্রেমানন্দময়ী শ্রীরাধা ও প্রেমানন্দময় শ্রীহরি আনন্দস্বরূপ। এই যুগলের ভৌতিক দেহবন্ধন নাই।[৪০]

শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—গোপকন্যাগণের মধ্যে একটি কন্যা শ্রীরাধিকা-নামে পরিচিতা। তিনি নিখিল রমণীগণের শিরোভূষণরত্নমালাসদৃশী। কাব্যে বৈদর্ভী রীতি যেরূপ মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ প্রভৃতি সকলগুণসম্পন্না সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারযুক্তা এবং রস ও ভাবযোগে সমৃদ্ধা হয়, ইনিও সেইরূপ মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদাদিগুণযুক্তা, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা এবং রসভাবসমৃদ্ধা। আর, ইনি প্রেমোদ্যানের স্বর্ণকেতকী, মাধুর্য্য-জলধরের বিদ্যুন্মঞ্জরী, সৌন্দর্য্য-নিকষ-প্রস্তরের স্বর্ণরেখা, আনন্দরূপ শশধরের জ্যোৎস্না, কন্দর্পের বাহুযুগলের দর্পরাজি, লাবণ্য-সমুদ্রের সার-শ্রী, বসন্তের গর্ব্বের হাস্যশোভা, কলাসমূহের আকরভূমি এবং সর্ব্বপ্রকার গুণরূপ মণিরাশির খনির ন্যায় বিরাজ করেন।

তিনি গৌরী (গৌরবর্ণা) হইয়াও সহস্র গৌরী (পার্ব্বতী) অপেক্ষা উৎকর্ষসম্পন্না, অথচ শ্যামা (উত্তম রমণীবিশেষ)। তিনি অনাদি হইয়াও কিশোরী,

৪০ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ৫।৪, ২।৪ (১২০ ও ২৬ পৃষ্ঠা, শ্রীহরিদাস দাস সংস্করণ)।

স্বরূপা হইয়াও সখীগণের অসুরূপা (প্রাণস্বরূপা)। ইনি সৌকুমার্য্যশালিনী কুমারী-রূপে সকল সৌভাগ্য পোষণ করেন।

এই শ্রীরাধাকে কেহ কেহ মহালক্ষ্মী, তান্ত্রিকগণ লীলা এবং কেহ কেহ হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া থাকেন। বিশাখা ও ললিতা প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়সখী। তাঁহারা তাঁহারই তুল্য গুণ ও রূপ ধারণ করিয়া তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে বিরাজ করেন।[৪১]

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ সর্ব্বশাস্ত্রসার সমাহরণ করিয়া বলিয়াছেন,—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥ রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন। হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ' ॥[৪২] "সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ॥ আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'। চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি মানি॥ কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম—আহ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ হ্লাদিনীর সার অংশ. তার 'প্রেম' নাম। আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥ প্রেমের পরমসার 'মহাভাব' জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ প্রেমের 'স্বরূপ' 'দেহ'—প্রেমের ভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥ সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥ মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী—তার কায়ব্যূহ-রূপ॥"[৪৩]

শক্তিমান ও শক্তির স্থিতি

শক্তিমানের শক্তির স্থিতি দুইপ্রকারে হয়—এক অমূর্ত্তরূপে, আর এক মূর্ত্তরূপে। কেবলমাত্র শক্তিস্বরূপে যে সত্বা, তাহা অমূর্ত্তা ও স্বরূপ হইতে সর্ব্ব-প্রকারে অভিন্না আর শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্তা, আবরণরূপে প্রকাশিতা ও লীলার

৪১ শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ১।৬০—৬২ ; ৪২ চৈ চ ১।৪।৫৬, ৫৯-৬০ ; ৪৩ ঐ ২।৮।১৫৩, ১৫৪, ১৫৬—১৬৪।

সহকারিণী—তিনি স্বরূপ হইতে ভিন্না। শ্রীভগবানের অনন্তস্বরূপসমূহের মধ্যে যেমন আনন্দস্বরূপই প্রধান, সেইরূপ অনন্তশক্তির মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই প্রধান। শ্রীরসরাজ শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি দ্বারা স্বরূপানন্দী হয়েন এবং ভক্তগণকে স্বরূপানন্দ আস্বাদন করান, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। তাহা কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্তা—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে অভিন্না ; আর অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্তা শ্রীমতী রাধিকা। শক্তিরূপে ভক্তকোটিতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত অবস্থায় রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব নামে কথিত হয়েন ; আর মূর্ত্তবিগ্রহ-রূপে শ্রীরাধা মহাভাবাখ্য প্রীতিরসে বিভাবিত।

শ্রীরূপপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই গাঢ়তম অবস্থা মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপা। মাদনাখ্য মহাভাবটি হ্লাদিনী-শক্তিরই চরম পরিণতি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের এই ঘনীভূত অবস্থাকে অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবকে শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি বলিয়াছেন। দুগ্ধের ঘনীভুত অবস্থা (পরিণতি) ক্ষীর যেরূপ দুগ্ধের বিকার, মাদনাখ্য মহাভাবও সেইরূপ কৃষ্ণপ্রণয়ের পরমঘন বিকার (চরম পরিণতি)।

'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'

দিব্যসূরিগণও যখন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য প্রেমরসসীমা শ্রীরাধার বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হয়েন, তখন তটস্থাশক্তিস্থানীয় আধ্যক্ষিক গবেষকাদির কথা আর কি ? তাই শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের স্বরূপশক্তি নিত্য অচ্ছেদ্যভাবে বিরাজমান বলিয়া নিখিল শ্রুতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র এবং মহদ্‌গণ বর্ণন করা সত্ত্বেও কেহ কেহ অপ্রাকৃত তত্ত্বের অভিজ্ঞান-বিষয়ে অব্যর্থ ও অকাট্য শব্দ প্রমাণকে অবহেলা করিয়া অনুমান ও অক্ষম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন। তাহারা বিবদমান মতবাদের আবর্ত্তে পতিত হইয়া 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' এই ন্যায়ে বাস্তব সত্য হইতে ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হয়েন। জড় বিজ্ঞানের বিভিন্ন

শক্তিতত্ত্ব কোন কোন মনীষীর দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত* হইবার পূর্ব্বেও যদি তাহা 'নিত্য সত্য' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তবে সর্ব্বকারণ-কারণ—ত্রিকালসত্যস্বরূপ পরতত্ত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তির সহিত নিত্যকাল বিরাজমান—সেই 'অনাদি' বাস্তবসত্যের 'আদি' অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা, ঐতিহাসিক সত্যের অতীত বস্তুকে ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার ব্যর্থ পিপাসার উদয় কেন হয়? লীলাকৈবল্যবারিধির অচিন্ত্যলীলাশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া রূপক কল্পনা করিবার স্পৃহা কেনই বা জাগরূক হয়? অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলমণ্ডিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অংশাংশের ঈক্ষণাভাসে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অচিন্ত্য-লীলাশক্তির আশ্রয় শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যপরিকর ও নিত্যলীলাকে অবাস্তব-রূপকমাত্র কল্পনা করিয়া বিরাটের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কাদিকে কেন বাস্তব বলিয়া মনে হয়? ইহা বলীয়সী মহামায়ারই একটি বিমুখবিমোহিনী লীলা। যোগমায়া যেরূপ উন্মুখকে অপ্রাকৃত লীলারসে মুগ্ধ করেন, অচিন্ত্যশক্তিবলে অঘটন-ঘটন করিয়া থাকেন, সেরূপ বিমুখ-বিমোহিনী মহামায়াও বিরাটে আসক্ত মনীষাকে আচ্ছন্ন করিয়া বিষ্ণুর—অসমোর্দ্ধ ব্যাপকের—ত্রিবিক্রমের—উরুক্রমের অপ্রাকৃত লীলাশক্তির কার্য্যকে ব্যাপ্যের ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্রের দ্বারা পরিমাপ করাইবার স্পৃহা জাগাইয়া দেয়। পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপ এখনও নিঃশেষে খনিত হয় নাই, এখনও প্রত্নতত্ত্বের গর্ভকোষে বিবদমান কল্পনা-ভ্রূণের আয়ু স্থিরীকৃত হয় নাই, এরূপ অবস্থায় প্রত্নতত্ত্বের প্রেক্ষাগারে কিরূপে অনাদি স্বরূপশক্তির আদি নির্ণীত হইতে পারে? †

---

* ভাস্করাচার্য্য কর্ত্তৃক গোলাধ্যায়ে কথিত 'আকৃষ্ট-শক্তিশ্চ মহীতয়া' অথবা বহু পরে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আণবিক বা পাদার্থিক আকর্ষণ-শক্তি অথবা আকাশস্থ প্রত্যেক গ্রহের সূর্য্যকেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইবার উদাহরণ আলোচ্য।

† ধ্বংসাবশেষ দ্রব্যাদি হইতে যে প্রাচীন কাহিনী উদ্ধার করা হয়, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। অনুমান কখনও বা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য কখনও বা তাহার ভিত্তি অতি শিথিল। এজন্য বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন। * * * প্রমাণবিচারে

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম একবারও নাই মনে করিয়া কেহ কেহ অন্যান্য পুরাণে শ্রীরাধার নামের অনুসন্ধান করেন, আবার সেই সকল পুরাণে (শ্রীপদ্মপুরাণাদিতে) রাধার নামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া ঐ সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আবার শ্রীমৎস্যপুরাণাদিতে শ্রীরাধার নামের স্বল্প উল্লেখ দেখিয়া তাহাতেও সংশয়াপন্ন হয়েন। বেদে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদিগকে ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেখাইয়া দিলে উহার অন্য অর্থ করেন। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেখিয়া তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না, তাঁহাকেও তাঁহারা মানববিশেষের রচিত গ্রন্থ মনে করেন। আবার বেদের প্রমাণ দেখাইলে বেদকে 'চাষীর গান', শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকথাকে 'রাখালিয়া গান' ইত্যাদি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বেদ মানেন না। অতএব জনমতাধিক্যেও কোনও বাস্তব পরম সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীব স্বরূপশক্তিতত্ত্বনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ

কেহ কেহ কল্পনা করেন, প্রাকৃত বস্তুতে যে শক্তি দৃষ্ট হয়, সেই শক্তিবাদই ক্রমশঃ বৈদিক শক্তিবাদে পরিণত হইয়া ক্রমপরিণতির প্রবাহের মধ্য দিয়া রাধাবাদে (?) অভিব্যক্ত হইয়াছে। জোনাকী পোকা কখনও ক্রমপরিণতিতে সূর্য্য হইতে

শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির গৌরব অত্যন্ত অধিক। কেহ কেহ এরূপ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই মানিতে চাহেন না। এই মনোভাব অযৌক্তিক। রামের মুদ্রা বা স্তম্ভ না পাইলে রামের অস্তিত্ব মানিব না বলা ভুল। ইংরেজী ইতিবৃত্তে বহু রাজার কোন বস্তুগত নিদর্শন নাই, কিন্তু তজ্জন্য হ্যারল্ড (Harold) প্রভৃতির অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। লিখিত বিবরণ প্রমাণসহ হইলে তাহা গ্রাহ্য। শিলালিপি হইতে যে কাহিনী গঠিত হয়, তাহার অধিকাংশই আনুমানিক; এজন্য মুদ্রা, স্তম্ভলেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত ইতিবৃত্ত সব সময়ে নির্ভুল হয় না। আধুনিক ইতিবৃত্তকারগণ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত অন্ধ্ররাজগণের কাহিনী ইহার উদাহরণ। (পুরাণপ্রবেশ ২য় সং, গিরীন্দ্রশেখর বসু-কৃত, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৮—১৯৯ পৃঃ)।

পারে না। বানরের পক্ষে ক্রমপরিণতিতে নর হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে; কারণ উভয়ই কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব। পরব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়া। সাধন বা উপাসনা-ভেদে নিত্যসিদ্ধ বস্তুর ও তাঁহার স্বরূপশক্তির যে বিভিন্ন প্রকাশবৈচিত্রী অনুভূত হয় তাহাকেও ক্রমপরিণতি বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা সাধকেরই প্রতীতি বা অনুভব-ভেদমাত্র। তাহা বস্তু বা বস্তু-শক্তির কোন পরিবর্ত্তিত বা ক্রমবিকশিত অবস্থা নহে, তাহা স্ব-স্বরূপেই নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং প্রাকৃত শক্তিবাদে রাধাবাদের (?) বীজ বা 'রাখালিয়া গানের' শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাগানে পরিণতি ইত্যাদি কল্পনা শাস্ত্ররহস্যে অপ্রবেশ হইতেই উদ্ভূত হয়।

আবহমান কাল হইতে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড—এই যুগলকুণ্ডের সংস্থিতি শ্রীব্রজমণ্ডলে বর্ত্তমান আছে। অনাদিকাল হইতে শ্রীরাধাদামোদরের অর্চ্চনপদ্ধতি এবং কার্ত্তিকব্রতের যুগ্মদেবতারূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রচারিত হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্ম্মায়াদিশক্তিভিঃ।
অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূতৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ।
গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র ! হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ[৪৪]॥

---

৪৪ বরাহ-সংহিতায় এবং গৌতমীয় তন্ত্রেও এই শ্লোকটি আছে। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরাঘবগোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশে ৫।৪ এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকায় এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধৃতিতে যে অনুবাদাংশ আছে, তাহা মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত সংস্করণের বঙ্গানুবাদ।

সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
নৈতয়োর্ব্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥[৪৫]

শ্রীরাধিকার নিজাংশ-স্বরূপা প্রপঞ্চগত মায়াদিশক্তিসমূহের দ্বারা এবং শ্রীরাধার বিভূতিরূপা অন্তরঙ্গা চিদাদিশক্তির দ্বারা 'নিত্য গুপ্ত' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রাধা 'গোপী' নামে কথিত হয়েন। তিনি দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী বা কৃষ্ণপূজাক্রীড়ার বসতি নগরীরূপা, কৃষ্ণময়ী—যাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি অথবা প্রেমরসময় কৃষ্ণস্বরূপের স্বরূপশক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্না অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অংশিনী অথবা শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিশ্রেষ্ঠা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপিণী। হে বিপ্র! এইজন্য মনীষিগণ শ্রীরাধাকে হ্লাদিনী শক্তি বলেন। ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ তাঁহারই কোটি কলার কোটি অংশের এক অংশ। তিনি (শ্রীরাধা) কিন্তু—সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী, আর কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। হে মুনিসত্তম! ইঁহাদের অণুমাত্র প্রভেদ নাই।

তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীব কখনও স্বরূপশক্তির নির্ণয় করিতে পারে না। যাঁহার স্বরূপশক্তি,একমাত্র সেই স্বয়ং ভগবানই তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। স্বরূপ-শক্তির কথা দূরে থাকুক, জীব সাধুকৃপা ব্যতীত বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকেও জানিতে পারে না। কারণ জীব স্বয়ংই মায়া-কবলিত। ইহা শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ একাধিকবার বলিয়াছেন। অধিক কি, 'হরিরপি নির্ব্বক্তুং ন শক্তঃ'[৪৬]—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন না। এইজন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি বিমণ্ডিত হইয়া স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমদ্ভাগবতরসসিন্ধু হইতে শ্রীরাধার নাম, স্বরূপ ও প্রেম-মহিমা আবিষ্কার করিয়া তাহা শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন স্বমূর্ত্তিতে, ভাবে ও লীলার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করাইলেন; ব্রজমণ্ডলে লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড

৪৫ শ্রীপদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫০।৫১-৫৫ (বঙ্গবাসী সং ১৩১০ বঙ্গাব্দ);
৪৬ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।২ টীকা।

আবিষ্কার করিলেন ; শ্রীরাধার মহিমা-বিষয়ক শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-শ্রীগীতগোবিন্দাদি ও মহাজনের পদসমূহ—'চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি'ইত্যাদি স্বয়ং আস্বাদন করিয়া তাহারও অবশেষ দান করিলেন। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায় যাঁহারা পূর্ব্বলীলায় ললিতা-বিশাখা, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ যাঁহারা ব্রজলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতি বা শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, তাঁহাদের দ্বারাও শ্রীরাধার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করাইলেন। ইঁহাদের কৃপা ও পূর্ণ আনুগত্যময় ভজন ব্যতীত কেহই শ্রীরাধার স্বরূপ-তত্ত্ব অনুভব ও আস্বাদন করিতে পারিবেন না। ইহা গোঁড়ামী নহে, বাস্তব সত্য।

শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনুই শ্রীরাধাতত্ত্ব-নির্ণয়কারী

কেহ বলিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর দাক্ষিণাত্যপ্রবাসী শ্রীরাম-রায়ের নিকট হইতে শ্রীরাধার ভাব আহরণ করেন। এইরূপ অনুমান তথ্য ও তত্ত্ব কোনটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতে লোকশিক্ষার্থ সাধন ও সাধ্যস্তরের সমস্ত প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরাম রায়ের মুখে সাধন ও সাধ্যতত্ত্বের যে সকল স্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লীলাচরিত দ্বারাও শিক্ষা দিয়াছেন। অবিচ্ছিন্ন আম্নায়াগত শ্রীমন্ত্রগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রীনামমন্ত্রের আশ্রয়ে চরমসাধ্য লাভ হয়, এই শিক্ষাদর্শ স্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরি গয়া হইতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট শ্রীনামমন্ত্র গ্রহণ-লীলার পরই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে 'কানাঞির নাটশালা'য় মহাপ্রভু কৃষ্ণসাক্ষাৎকার-লীলা এবং কৃষ্ণবিরহার্ত্ত গোপীভাববিভাবিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেমক্রন্দন করিয়াছেন[৪৭]। সুতরাং দাক্ষিণাত্যভ্রমণের বহুপূর্ব্বেই শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধার ভাব-বিভাবিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

---

৪৭ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২য় অধ্যায় ১৬৪—১৬৫ পৃষ্ঠা। (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং) এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ (শ্রীমুরারিগুপ্ত) ১।১৬।১২।

স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপসিদ্ধ রসাকরতা

নীলাচলে শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীগৌরহরিকে কলিকালে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রশংসা করিলে 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের আদর্শ শিক্ষক ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব লোকশিক্ষাকল্পে দৈন্যভরে বলিয়াছিলেন,—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি'—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে, প্রেম-সাগর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ হইতে প্রেম পাইয়াছি, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কৃপায় কৃষ্ণভক্তিযোগকেই সার বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, শ্রীরামানন্দ হইতে ব্রজের শুদ্ধ-ভাব জানিতে পারিয়াছি, শ্রীদামোদরস্বরূপ হইতে ব্রজের মধুর রসের জ্ঞান হইয়াছে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর হইতে নামের মহিমা জানিতে পারিয়াছি, ইত্যাদি। বস্তুতঃ '* * বিনয়ের খনি। আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি' ॥[৪৮] শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদরপাদ নীলাচলে আগমন করিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—'ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুইনেত্র পাইল।' মহাপ্রভুর এই সকল প্রেমোত্থ দৈন্যের তাৎপর্য্যলেশ তাঁহার কৃপায়ই বোধগম্য হয়।

সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান, যিনি নিজ ভক্তিযোগ বিতরণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ—তিনিই স্বয়ং মূলদাতা; ইহা শ্রীরামানন্দ রায়ও শতমুখে বলিয়াছেন—'তোমার শিক্ষায় পড়ি—যেন শুকের পাঠ। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট॥ হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী। কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥ মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা'।[৪৯]শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব, নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। * * কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।[৫০]—দক্ষিণদেশে অতি অল্পসংখ্যকই বৈষ্ণব দেখিলাম। কিন্তু তাঁহারাও নারায়ণের উপাসক। অপর তত্ত্ববাদি-বৈষ্ণবগণ ('কৃষ্ণোপাসক' হইলেও 'শ্রীকৃষ্ণোপাসক' নহেন) সেইরূপ নারায়ণস্বরূপেরই উপাসক—তাঁহাদের মত নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দের মত আমার রুচিকর।

---

৪৮ চৈ চ ৩।৫।৭৭; ৪৯ ঐ ২।৮।১২০-১২২, ১৯৯; ৫০ শ্রীচৈ চন্দ্রোদয় অষ্টম অঙ্ক উপক্রম।

ইহা শুনিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম বলিলেন,—'ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য স্বতো মতকর্ত্তৃতা'। শ্রীরামানন্দ আপনার মতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্রমতকর্ত্তা নহেন। তাৎপর্য্য এই—স্বয়ং ভগবানই স্বমতকর্ত্তা। শ্রীরামানন্দাদি সকলেই তাঁহার স্বরূপশক্তি, সুতরাং ভগবৎসিদ্ধান্তেরই অনুবর্ত্তনকারী।

শ্রীরামানন্দ রায় দক্ষিণদেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে অবস্থানকালাবধি যে তামিল আলোয়ারগণের অনুগসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরাধাস্বরূপের পারম্য বিচার বা **পরকীয় মধুররসে** শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার কোন কথাই ছিল না, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি এবং শ্রীরামরায়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গোপীপ্রেমের ঋণ-স্বীকৃতির কথা শুনিয়াও তদপেক্ষা আরও বৈশিষ্ট্যের কথা বলিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীরামরায়কে অনুরোধ করিলেন, তখন—'রায় কহে,—**ইহার আগে পুছে** হেন জনে। **এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥** ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি'॥[৫১] যিনি প্রশ্নকর্ত্তা হইয়া উত্তরদাতার সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য স্থান ও স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন এবং তদপেক্ষা অধিক উচ্চস্তরের বা বিশেষ বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তিনি শিক্ষার্থী নহেন, নিশ্চয়ই শিক্ষক ও পরীক্ষক-স্থানীয়—ইহা সাধারণ জ্ঞানেও বুঝা যায়।

শ্রীরাধার ভাব লইয়া শ্রীচৈতন্যাবতার। শ্রীরাম রায় ব্রজলীলায় বিশাখাস্বরূপে শ্রীরাধারই নিত্য প্রিয়সখী। যে মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধাতে বিদ্যমান, তাহা বিশাখায়ও নাই। শ্রীরাধাই অংশিনী, সখীগণ সেই অংশিনীরই কায়ব্যূহ-স্বরূপা।

শ্রীরামরায়-কৃত গীতের আকর

অনুমিত হইতে পারে, শ্রীরামানন্দ রায় যে তাঁহার 'আপনকৃত গীত' গান করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন, সেই গীতটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ বা দর্শনলাভের পূর্ব্বেই শ্রীরাম রায় রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই গীত হইতেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা অবগত হয়েন।

৫১ চৈ চ ২।৮।৯৬-৯৭।

শ্রীমন্মহাপ্রভুরই লীলায় দৃষ্ট হয় যে শ্রীশিবানন্দসেনাত্মজ সপ্তম বর্ষীয় বালক শ্রীপুরীদাসের মহাপ্রভুর ইচ্ছামাত্রই অদ্ভুত কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীরূপকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাদ্ভাবে 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকের তাৎপর্য্য না বলিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গজন শ্রীরূপপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব জানিয়া তদনুরূপ শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

দশরাত্রি যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্ দর্শন ও কৃপাশক্তি-সঞ্চারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলার নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীরাম রায়ের যে স্বাভাবিক প্রেমসিন্ধুর উদ্বেলন হইয়াছিল, তন্মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্টস্বরূপ সাধ্য-পরাকাষ্ঠার স্বরূপনির্ণায়ক গীতরত্নটির আবির্ভাব হয়। উক্ত গীত রাম রায় পূর্ব্বেই রচনা করিয়া থাকুন অথবা স্বয়ং রসরাজ-মহাভাব-একীভূতমূর্ত্তি ভগবানের দর্শনমাত্রে তখনই তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকুক, রাম রায়েরই ভাষায় বলা যায়—

> **কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব** সার। **রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব** বিবিধ প্রকার॥
> এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ॥
> অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥[৫২]

শ্রীরামরায়ের মুখে সাধ্যনির্ণয় করাইবার কারণ

শ্রীগৌরলীলাটি ভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকারলীলা। সুতরাং এই লীলায় তিনি সর্ব্বত্রই ভক্তভাবেরই প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং ভগবান হইয়াও স্বীয় ভক্তের ভক্তভাব (মঞ্জরীভাব—শ্রীরামরায় শ্রীললিতা বা শ্রীবিশাখা সখী, তাঁহার নিকট হইতে কুঞ্জসেবাদি শিক্ষারূপ মঞ্জরী-ভাব) শিক্ষাদান-কল্পে শ্রীরাম রায়ের হৃদয়ে স্বীয়তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করাইয়া তাঁহার শ্রীমুখে স্বয়ং শ্রবণলীলা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধ্যশিরোমণি নিগূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবার রহস্য প্রকাশকল্পেই শ্রীরাম রায়ের সহিত সংলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে

৫২ চৈ চ ২।৮।২৬২-২৬৪।

বা শ্রীরাধাস্বরূপে সেই কুঞ্জসেবার কথা প্রকাশ করিলে রসের চমৎকারিতা অনুভূত হয় না এবং সাধ্যপ্রাপ্তি, সাধনরীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিরও ব্যতিক্রম হইতে পারে। যাঁহারা সেই কুঞ্জসেবা-রসের বিষয় ও আশ্রয় তাঁহারাই সেই কথা প্রকাশ না করিয়া অন্তরঙ্গা সখীর দ্বারাই তাহা প্রকাশিত হইলে রসমাধুর্য্য ও সাধনশৈলীর শিক্ষা-পরিপাটি প্রকটিত হয়। 'সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥'[৫৩] এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বক্তা না হইয়া শ্রীরামরায়কে বক্তা করিয়া সেই সাধ্যশিরোমণির রহস্য প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ সেই রহস্যের মূলনিধি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

বেদাদি-শাস্ত্রে ও পূর্ব্বমহাজনপদে সাধ্য-নির্ণায়ক প্রমাণাভাব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদ্গতপরম-সাধ্যনির্ণায়ক প্রমাণ-শ্লোক শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, শ্রীব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি মহামুনিকৃত শাস্ত্রে; শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দাদি মহাজনকৃত মহাকাব্যে; শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি প্রভৃতি রসিকগণের পদাবলীর মধ্যে কোথায়ও না পাইয়া এবং পূর্ব্বেই বিভিন্ন সাধন-সাধ্যের স্তরের প্রমাণ-মধ্যে তত্তৎশাস্ত্রের ও মহাজনের শ্লোক-রত্নভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া দিয়া অবশেষে মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্ বহির্দর্শনে এবং হৃদয়ে কৃপাশক্তি-সঞ্চারে যে গীতিটি ও শ্লোকটি শ্রীরাম রায়ের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি কীর্ত্তন করিলেন।

প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত

শ্রীরাম রায় প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥'[৫৪] ইত্যাদি পদ গান করিয়া নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বলিলেন,—

রাধায়া ভবতশ্চ **চিত্তজতুনী** স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে **নির্ধূতভেদভ্রমম্**।

---

৫৩ চৈ চ ২।৮।২০২-২০৪; ৫৪ চৈ চ ২।৮।১৯৩।

চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ **শৃঙ্গারকারুঃ** কৃতী ॥[৫৫]

কোনও নিভৃত নিকুঞ্জে পরস্পর মাধুর্য্যাস্বাদে একান্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মহাভাবমাধুরীর মহত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর্ণনকারিণী শ্রীবৃন্দাদেবীর কথিত এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য হইতেছে এই,—ওগো গোবর্দ্ধনকন্দরকুঞ্জের কুঞ্জররাজ কৃষ্ণ! শৃঙ্গার নামক নিপুণ শিল্পী (স্থায়ীভাব) শ্রীরাধা ও তোমার চিত্তরূপ জতুকে (গালাকে) প্রেমের উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়াছে (স্নেহ) এবং উভয়ের একত্র মিলনে প্রণয়ভাব প্রাপ্ত করাইয়া ক্রমে ক্রমে (মান) নির্ধূতভেদভ্রম যাহাতে হয়, সেইরূপভাবে অর্থাৎ সু-সখ্যের দ্বারা উভয়ের রমণ-রমণীরূপ পার্থক্যাভিমান যাহাতে নিঃসন্দেহে অপগত হইয়াছে, এইরূপ ভ্রম ঘটাইয়া (চিত্তপক্ষে) বা নিঃশেষে অপগত হয় ভেদ যাহা দ্বারা, সেইরূপ আলোড়ন বা ঘোটনের অনুষ্ঠান করিয়া (জতুপক্ষে) ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থিত ধনিগণের (প্রেমিক-সহৃদয়গণের) অট্টালিকাসমূহকে (অন্তঃকরণসমূহকে) চিত্রিত (চমৎকৃত) করিবার জন্য ঐ চিত্তরূপ জতুকে নবরাগ-হিঙ্গুলের দ্বারা ও তাহা বহু পরিমাণে পুনঃ পুনঃ মিশ্রণের দ্বারা উত্তরোত্তর উৎকর্ষযুক্ত ও উন্নতোজ্জ্বল (অনুরাগ ও মহাভাব-দশাপন্ন) করিয়াছে।

মধুর রতি অন্তরায়-সমূহের দ্বারাও অভেদ্য বা অবিচলিত হইলে তাহাকে বলে 'প্রেম'।[৫৬] এই প্রেমেরই অবস্থা-ভেদানুসারে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থাসমূহ—স্নেহ, মান, প্রণয়াদি প্রেমবিলাস। 'অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু'[৫৭] প্রেমসূর্য্য উদিত হইয়া চিত্তনবনীতকে স্বীয় আতপের দ্বারা দ্রবীভূত করিলে তাহা স্নেহ, স্নেহ বৃদ্ধিক্রমে মান, মান বৃদ্ধিক্রমে প্রণয়, তাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব হয়। ইহাই প্রেমবিলাস। প্রেমই বৈচিত্রীবশতঃ লীলায়িত হইয়া প্রকাশিত হইলে অপ্রাকৃত নায়ক-নয়িকার যে সকল মানসিক অবস্থার আবির্ভাব হয়, সেই সকলই প্রেমবিলাস।

---

৫৫ চৈ চ ২।৮ম পরিচ্ছেদ-ধৃত উজ্জ্বল স্থায়ী ভাব ১৪।১৫৫ শ্লোক ;
৫৬ উজ্জ্বল নী ১৪।৬৩ ; ৫৭ ঐ স্থায়ী ভাব ১৪।৬১।

'বিবর্ত্ত' শব্দের সাধারণ অর্থ ভ্রম। এই স্থানের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্তের শব্দ অর্থ করিয়াছেন,—"বিপরীতম্"—বিপরীত। 'বিবর্ত্ত' শব্দটি দার্শনিক পরিভাষা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে পাওয়া যায়—'দেহে আত্ম-বুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥'[৫৮] দেহীকে দেহের সহিত একবুদ্ধি অথবা দুইটি পৃথক্ বস্তুতে একাকার জ্ঞানরূপ ভ্রম বা বিপরীতবুদ্ধি।

শক্তির মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাবস্থাদ্বয় নিত্যসিদ্ধ। অমূর্ত্তাবস্থায় শক্তি শক্তিমানের সহিত আলিঙ্গিত থাকেন। আবার সেই শক্তি লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য মূর্ত্তরূপেও নিত্যকাল প্রকটিত থাকেন, তখন তাহা শক্তিমান হইতে ভিন্ন। এইরূপে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ একই স্বরূপ হইয়াও অনাদি কাল হইতেই আবার দুইরূপে লীলারস আস্বাদন করিতেছেন,—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥'[৫৯]

শক্তি ও শক্তিমানের—রাধা ও কৃষ্ণের উভয়ের মধ্যে 'তিনি রমণ ও আমি রমণী' এইরূপ ভেদবুদ্ধি লোপ হইয়া **মনে** উভয়ের একত্ব উপলব্ধি হওয়াই বিবর্ত্ত, যেরূপ দেহে ও আত্মায় ভেদবুদ্ধির লোপে উভয়কেই এক বলিয়া ভ্রম হয়। দেহকে দেহীর সহিত এক করিয়া অনুভব, রজ্জুকে সর্পের সহিত এক করিয়া অনুভব—বিবর্ত্ত, ভ্রম বা বিপরীত অনুভব; তদ্রূপ রমণকে রমণীর সহিত এক করিয়া অনুভব, রমণীকে রমণের সহিত এক করিয়া অনুভবও বিবর্ত্তবিশেষ। বস্তুতঃ ঐরূপ **বিবর্ত্তজ্ঞানকালে** দেহ ও দেহী, রজ্জু ও সর্প, রমণ ও রমণী—**দুইটির পৃথক সত্তা থাকে, মনে ঐরূপ ভ্রম,** বিপরীত জ্ঞান বা বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। উহা কেবল **ভ্রমানুভবীর অন্তঃকরণে উপলব্ধি** এবং চেষ্টাদির দ্বারা (যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করায় ভয়ে চীৎকার-প্রদানাদি বহিঃক্রিয়া) বাহিরেও প্রকাশ পায়। সেইরূপ রমণের সহিত রমণীর যে **ভেদজ্ঞান,** তাহা প্রীতিতে পেষিত হইয়া **এক হইয়া গিয়াছে—রমণ-রমণী এক হয় নাই।** ইহাই বিবর্ত্ত, ভ্রম বা বিপরীত জ্ঞান। এই বিবর্ত্ত বা বিপরীতজ্ঞান বা ভ্রম মনেতে হয় এবং যাঁহার ঐরূপ

---

৫৮ চৈ চ ১।৭।১২৩; ৫৯ চৈ চ ১।৪।৫৫-৫৬।

ভ্রম হয়, কেবল তিনিই এক বস্তুকে অন্যের সহিত এক করিয়া দেখেন, অন্য ব্যক্তি তাহা দেখেন না। কেবল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেরই মনে ঐরূপ পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান চলিয়া গিয়াছে, সখীগণ কিন্তু দুইজনই (রমণ ও রমণী) দর্শন করিতেছেন।

এই প্রেমবিলাসের তত্ত্বটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। শৃঙ্গার নামক নিপুণ শিল্পী (**স্থায়িভাব রতি**)—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের জতুরূপ চিত্তকে প্রেমের সাত্ত্বিক বিকারের উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া **স্নেহরসে** পরিণত করে এবং উভয়ের একত্র মিলনে **প্রণয়** ভাব প্রাপ্ত করাইয়া সুসখ্যের দ্বারা উভয়ের রমণ-রমণীরূপ পার্থক্যাভিমান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করিয়া নিত্য নবায়মান **রাগ**রূপ হিঙ্গুলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরঞ্জিত করায় উহার অন্তর-বাহির একরূপ হইয়া **মহাভাবে** পরিণত হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে **'নির্ধূতভেদভ্রমং যুঞ্জন্'**—এইরূপ উক্তি আছে, (১) **নির্ধূত-ভেদ**—নিঃশেষে অপগত হইয়াছে ভেদ (রমণ-রমণী-অভিমান) যাহাতে (যে চিত্তে), সেইরূপ যে ভ্রম, তাহাকে যুঞ্জন্—ঘাটাইয়া—(চিত্তপক্ষে); (২) নিঃশেষে অপগত হয় ভেদ যাহা দ্বারা সেইরূপ 'ভ্রম' (এস্থানে 'ভ্রম' শব্দের অর্থ 'ভ্রমণ', ঘূর্ণিত করণ, আলোড়ন, ঘোটন, ফেটানো ইত্যাদি অর্থাৎ আলোড়নরূপ কর্ম্মের) **যুঞ্জন্**—অনুষ্ঠান করিয়া (জতুপক্ষে); **ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যোদরে**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহে যে সকল হর্ম্ম্য বা ধনিগণের (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রেমধনে ধনিগণের) অট্টালিকাসমূহ (অন্তঃকরণসমূহ) আছে, তাহাতে; **চিত্রায়**—(১) হিঙ্গুল ও জতুকে ঘুটিয়া বা ফেটিয়া একাকার করিয়া যে একটি বর্ণবিশেষ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই বর্ণের দ্বারা চিত্রিত করিবার জন্য (২) সহৃদয় (সমবাসন) প্রেমধনে ধনীর (প্রেমিকের) চিত্তকে চিত্রিত অর্থাৎ চমৎকৃত করিবার জন্য।

১। এস্থানে লাক্ষার অন্তর-বাহির হিঙ্গুলের রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ায় লাক্ষা বলিয়া আর জানা যায় না, হিঙ্গুলের আকারই ধারণ করিয়াছে। সেইরূপ চিত্তদ্বয়ের মহাভাবাকারতা।

২। বহুল পরিমাণে হিঙ্গুলের পুনঃ পুনঃ মিশ্রণের দ্বারা যেরূপ উত্তরোত্তর বর্ণের উৎকর্ষ বা ঔজ্জ্বল্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উভয়ের চিত্তে অনুরাগের উৎকর্ষে উত্তরোত্তর যে উন্নতোজ্জ্বল-রসের আবির্ভাব হয়, তাহা একমাত্র নায়ক-নায়িকাই জানিতে পারেন, অন্যে নহে।

৩। তথাপি শৃঙ্গার-রূপ নিপুণ শিল্পী উহার (উক্ত রঙের) দ্বারা সহৃদয় ধনবানের (সমবাসন প্রেমিকের) হৃদয়কে চিত্রিত (বিস্মিত বা চমৎকৃত) করিবার জন্য ভাবের বহিঃক্রিয়াদিরূপ ক্ষোভ জন্মাইয়া দেয়, তদ্দ্বারাই অন্য সহৃদয় ব্যক্তিও (মধুর রসের সমবাসন প্রেমিক ভক্ত) জানিতে পারেন।

উপরি উক্ত তিনটি কারণে বিবর্ত্তের সহিত সাম্য ১। রমণ-রমণীতে একাকার-বুদ্ধি,—যেমন রজ্জু ও সর্পে একবুদ্ধি (বিবর্ত্ত) ২। অনুরাগের উৎকর্ষে উত্তরোত্তর নবনবায়মান স্বসংবেদ্য (যাহা একমাত্র তাঁহাদেরই অনুভবগম্য, অপরের নহে) আস্বাদন। উক্ত দৃষ্টান্তে অন্ধকারাদির সহযোগে উত্তরোত্তর ভয়াদির উৎকর্ষ স্বয়ং অনুভাব্য—মনোভ্রম, দৃষ্টিভ্রম, বুদ্ধিভ্রম।

৩। তজ্জাত ক্রিয়াদির দর্শনে ও অনুভবে অন্যের বিস্ময় হয়।

মহাভাবের দুইটি বৈশিষ্ট্য—**স্বসম্বেদ্যদশাত্মক** এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব। স্বসম্বেদ্যত্বের কথা উপরে উক্ত হইল।

যাবদাশ্রয়বৃত্তিতার তাৎপর্য্য হইতেছে—ঘটের যে বৃত্তি—রূপ, তাহা ঘটেই থাকে, সেই রূপটি মঠে, পটে বা অন্যত্র থাকে না; তদ্রূপ মহাভাবের যে সকল বৃত্তি, তাহা মহাভাবস্বরূপেই থাকে, অন্যত্র নহে। যেখানে যেখানে রজ্জুতে সর্পভ্রম বা বিবর্ত্ত অথবা দেহে দেহিরূপ বিপরীতবুদ্ধি, সেখানে সেখানেই (রজ্জুপক্ষে) সর্পবুদ্ধি বা (দেহপক্ষে) আত্মবুদ্ধিজনিত ভয়, হর্ষাদির স্বয়ং অনুভবগম্যতা এবং তজ্জনিত চীৎকার, পলায়নাদি, তদ্দর্শনে অন্যেরও বিস্ময়।

প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত ও কেবলাদ্বৈতীর বিবর্ত্তবাদ

শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—'ততঃ স গীতং সরসালিপ্সীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্নোঽতিকাষ্ঠা-প্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্য-

বাদীৎ'।[৬০]—শ্রীরামানন্দপাদ অনুরাগিণী সখীর আস্বাদিত এবং বিদগ্ধ নাগর-নাগরী যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া উভয়ের চিত্তের পরম একত্বসূচক একটি গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উভয়ের বিলাসমাত্রৈকতন্ময়তা-বশতঃই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের এইরূপ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছিল।

পরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমোৎকণ্ঠাহেতু শ্রীরাধার যে প্রেমোন্মাদের উদয় হয়, তৎফলে শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের সংযোগকালেও বিয়োগ, বিয়োগেও সংযোগ অনুভব করেন। গৃহ, সময়, সুখ, স্বপ্ন, শীত-গ্রীষ্মাদি সর্ব্ববিষয়েই বিপরীত অনুভব হয়—গৃহকে বন, বনকে গৃহ, ক্ষণকালকে মহাকাল, মহাকালকে ক্ষণ, নিদ্রাকে জাগরণ, জাগ্রতাবস্থাকে নিদ্রা, সুখকে দুঃখ, দুঃখকে সুখ, শীতকে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মকে শীত বলিয়া অনুভব করেন। যখন শ্রীরাধার এইরূপ বৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন অন্য এক মহান্ আশ্চর্য্য ঘটিয়াছিল। অহো! শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং কান্ত স্বভাবেরও বৈপরীত্য হইয়াছিল।[৬১]

শ্রীরাম রায়ের গীতিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিলাসের এইরূপ ভ্রম, বিপরীত-বুদ্ধি বা বিবর্ত্তের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীমতী তাঁহার সখীকে তাহা বলিতেছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ বিলাসকালের অবস্থায় সমস্ত ভেদভ্রম দূরীভূত হইয়া থাকিলে শ্রীরাধা তাহা পরে সখীর নিকট প্রকাশ করেন কিরূপে?

উত্তর—ইহা যেন অনেকটা সুষুপ্তিদশার মত, যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় 'সামান্যাধিকরণ্য' বলা হয়। আনন্দ বা সুখের অনুভব ও সুখানুভবস্মরণ একই অধিকরণের—একই ব্যক্তির ধর্ম্ম।

কিন্তু প্রেমবিলাসের এই অবস্থাটি হয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোমধ্যে। মনোভব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দুইটি সমবাসন মনকে পিষিয়া এক করিয়া দেয়—'দুঁহু মনোভব পেষল জানি' অথবা কৃতী শৃঙ্গার-কারু চিত্তজতুর সহিত অনুরাগ-হিঙ্গুলকে ঘুটিয়া ফেটিয়া একাকার করিয়া দেয়। অতএব এইরূপ প্রেমবিলাস-মাত্রৈকতন্ময়তাবশতঃ স্বরূপশক্তি ও স্বরূপশক্তিমানের—শৃঙ্গার-রসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভাবঘন-বিগ্রহা

৬০ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ১৩।৪৫; ৬১ শ্রীগোপাল চম্পূ পূর্ব্ব ৩৩ পূরণ ৮ম অনু।

শ্রীরাধার চিত্তের যে সম্পূর্ণ একাকারতা তাহা মায়াবাদীর বা বিবর্ত্তবাদীর জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের সহিত এক নহে। একমাত্র শ্রীব্রজলীলায়ই শৃঙ্গাররস বা প্রেমরস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোরাজ্যে এইরূপ নির্ধূতভেদভ্রম ঘটাইয়া থাকে বা উভয় চিত্তেরই একাকারতা সম্পাদন করে—তাঁহারা এক আত্মা বটে, কিন্তু দুই দেহ—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি' পরস্পর বিলাস করেন, রস আস্বাদন করেন। প্রীতিতে—সমবাসনা থাকে বলিয়া সমবাসন ব্যক্তিগণের চিত্তকেও এক বলা হয়—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সর্ব্বাতিশায়ী বলিয়া তথায় উভয়ের বাসনার মধ্যে—চিত্তের মধ্যে কণামাত্রও পার্থক্য থাকে না।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত ও প্রেমবিলাস-বিকৃতি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সমবাসন চিত্ত কেবল এক হয় না, উহার রেণু-পরমাণু পর্য্যন্ত মনোভবের (শৃঙ্গারের) দ্বারা পিষিয়া এক হইয়া যায় এবং উহার অন্তরে বাহিরে প্রচুর রাগ-হিঙ্গুলের দ্বারা মথিত হইয়া মহাভাবের নানা বৈচিত্রী প্রকাশিত হয়। তাহা হইলেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দেহ দুইটি লীলাবিলাসের জন্য পৃথকই থাকে—শ্রীব্রজলীলায় 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ লাগি, শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গ ঝুরে,' কিন্তু যে স্থানে অঙ্গ দুইটিও আর পৃথক থাকে না, শ্যামের (রমণের) চিত্ত ও অঙ্গ দুইই গৌরাঙ্গীর (রমণীর) চিত্ত ও অঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়—যাহা **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের চরম পরিণাম, তাহাই হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,**—

> সেই দুই এক এবে—চৈতন্য-গোসাঞি।
> রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥[৬২]
> একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্॥[৬৩]

ইহা প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত বা ভ্রম মাত্র নহে, ইহা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিকৃতি

---

৬২ চৈ চ ১।৪।৫৭ ; ৬৩ ঐ ১।১।৫ ধৃত শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ কড়চা-বাক্য।

বা পরিণাম। ভ্রম কিছুক্ষণ থাকে, আবার সময় সময় চলিয়াও যায়, যেমন শ্রীরাধা-রাণী যখন সখীর নিকট স্বীয় মানসিক ভ্রমের বিষয় বর্ণন করিতেছেন, তখন তাঁহার ভ্রম বা বিপরীত জ্ঞান নাই—কিন্তু প্রেমের পরিণামে যে ভাব ও কান্তির নিত্যসিদ্ধ রূপায়ণ হয়, তাহা কখনও তিরোহিত হয় না। এই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিণতিই সর্ব্বসাধ্যের শেষসীমাপ্রাপ্ত পরমাবস্থা শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

রাই-অঙ্গ-ছটায়, উদিত ভেল দশ দিশ, শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন, রাই রূপে চৌদিগে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী, গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন, গৌর তরু গৌর ফল-ফুলে॥
গৌর যমুনা-জল, গৌর ভেল জলচর, গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি, গৌর চান্দ তার সাথী, গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল, রাইরূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপ নয়, দুহুঁ তনু একই মিলিত॥[৬৪]

---

৬৪ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৬৫১

বিংশ প্রকাশ

কল্পকাল অপ্রদত্ত স্বভজন-সম্পত্তির দাতা পরতত্ত্বসীমা

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ * * *'

'চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান'

স্বয়ং ভগবান রসরাজ শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী (ব্রজগোপীভাবের দ্বারা পরমোৎকর্ষসীমাপ্রাপ্ত) স্বভক্তি-সম্পত্তি তাঁহার লীলা-পরিকরগণের সহিত আস্বাদন ও ভক্তসম্প্রদায়কে লীলার দ্বারে দান করেন। একমাত্র শ্রীযশোদানন্দন ব্যতীত এই উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি অন্য কোন ভগবৎস্বরূপ দান করিতে পারেন না। শ্রীদেবহূতি-নন্দন লীলাবতার ভগবান শ্রীকপিলদেব এই কল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীদেবহূতিকে সকল রসের রাগভক্তির কথা বলিলেও[১] শ্রীযশোদানন্দনের নিজস্ব উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা মাতার নিকট প্রকাশ করেন নাই। আর শ্রীমুকুন্দ তাঁহার ভজনকারিগণকে প্রায়শঃ মুক্তিই দান করেন; ক্বচিৎ প্রেমদান করেন।[২] তাহাও অযাচকে বা কোন প্রকার নিজ-সম্বন্ধগন্ধরহিত ব্যক্তিকে নহে। মহারাজ অন্তঃপুরে কল্পতরুরূপে সর্ব্বস্ব দান করিলে তাহাতে তাঁহার মহাদাতৃত্ব ও দানের অদ্ভুতত্ব প্রকাশিত হয় না। কিন্তু পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট কল্পতরু হইয়া নিজস্ব সুদুর্ল্লভ সম্পত্তি বিতরণেই মহাবদান্যতা-পরাকাষ্ঠা ও পরম চমৎকারিতা প্রকাশিত হয়।

যে বিশেষ দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীযশোদানন্দন অবতীর্ণ হয়েন, তাহারই সন্নিহিত কলিতে তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ শ্রীশচীনন্দনরূপে প্রকটিত হয়েন। 'কুপুত্রো

---

১ ভা ৩।২৫।৩৮ ও ভক্তিসন্দর্ভ ৩১০ অনু; ২ ভা ৫।৬।১৮।

জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি' * এই উক্তির পরম সার্থক-কারিরূপে বাৎসল্যে মাতৃকোটিশিরোমণি শ্রীশচীনন্দন 'চিরকাল' অর্থাৎ এক কল্পকাল যাবৎ যাহা প্রদত্ত হয় নাই, তৎপূর্ব্বকল্পেও একমাত্র তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই স্বভজন-সম্পত্তি অযাচকে—পতিত পাষণ্ডী সকলকে অবিচারে অকাতরে ধান্যরাশির ন্যায় বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীশচীনন্দনকে বলিতেছেন,—

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥৩

হে রসরত্নাকর! বেদে, বেদের শিরোভাগ উপনিষদাবলীতে যাহা ভক্তি-স্বরূপপ্রকাশক ভাবে অর্পিত হয় নাই, অতি অস্ফুট ইঙ্গিতে মাত্র উক্ত হইয়াছে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাহা শ্রীব্যাসাদি অবতারের মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, সেই ভক্তিরত্ন তুমি এই পৃথিবীতে (ধান্যরাশির ন্যায়) সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ নিঃক্ষেপ (বিতরণ) করিতেছ! হে শচীনন্দন! হে মুকুন্দ! হে প্রভো! এই অধমজনে কৃপা কর।

বারি-ব্রহ্মস্বরূপা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা বিগলিতকরুণার মহাপ্লাবনমূর্ত্তিরূপে ধূর্জটির জটাজালকে বাহন করিয়া বিভিন্ন ধারায় জগতে প্রকাশিত হইলে মুনি, ঋষি, মহৎ, সাধু-ভক্ত, পাপী-তাপী জনসাধারণ, কীটপতঙ্গ, তরুগুল্মলতা, প্রস্তর-পঙ্ক সকলেই গঙ্গার স্পর্শলাভ করিয়া সঞ্জীবিত, পবিত্রীকৃত, পরিতৃপ্ত, জগৎপূজিত ও উল্লসিত হইতে পারেন। এইরূপ সর্ব্বতিশায়ী করুণা স্বয়ং বিগলিত-ব্রহ্মস্বরূপা গঙ্গা ব্যতীত আর কাহারও বিতরণ করিবার শক্তি নাই। মহাদেব সেই বিগলিত করুণার বাহনমাত্র, কিন্তু স্বয়ং মূলদাতা নহেন। মুনি, ঋষি, সাধু, মহদ্‌গণও

* দেব্যপরাধক্ষমাপন স্তোত্র। মহাপ্রভুকে এই বলিয়া স্তব করিতে হয় নাই; তিনি স্বয়ংই পতিত পাষণ্ডীকে যাচিয়া প্রেম বিতরণ করিয়াছেন।

৩ শ্রীরূপকৃত তৃতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টকে ৩য় শ্লোক।

যাঁহার যতটা আধার বা পাত্র আছে, তিনি ততটা আহরণ এবং ততটুকু পর্য্যন্ত বিতরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের পাত্রস্থ বারিব্রহ্ম প্লাবন আনিতে পারেন না—সকলকে ডুবাইতে পারেন না—সেরূপ বিচিত্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস মূলগঙ্গা ব্যতীত অন্যত্র হয় না। সেই প্রেমমহাপ্লাবনমূর্ত্তি মাদনমহাভাবমহোৎসবমূর্ত্তি শ্রীরাধার ভাবকান্তি-মণ্ডিত রসরাজশ্রীকৃষ্ণস্বরূপ জগতে যে প্রেমবন্যা—যে ভক্ত্যানন্দ—যে আনন্দ-চিন্ময়রস বিতরণ করিয়া সকলকে ডুবাইতে পারিয়াছেন, তাহা শ্রীশিবতুল্য ভগবৎ-প্রিয়তম মহদ্‌গণ বা কোনও ভগবৎস্বরূপও দান করিতে পারেন না।

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥[৪]

শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া যে কৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, সেই পরম করুণ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম, যাহা বহুকাল যাবৎ প্রদত্ত হয় নাই (অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বকল্পে শ্রীগৌরই বিতরণ করিয়াছিলেন) এইরূপ নিজ গুপ্ত সম্পত্তি যে স্বপ্রেম-নামামৃত অতিশয় ঔদার্য্যবশতঃ আপামর জনতাকে বিতরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম।

তামিল আলোয়ারগণ ও উন্নতোজ্জ্বলরস

কেহ কেহ মনে করেন, তামিল আলোয়ারগণ হইতে ব্রজগোপীর উজ্জ্বলরসোপাসনার কথা সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ আলোয়ারগণের নায়ক বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণ, শ্রীবরাহ, শ্রীবামন, শ্রীপয়োব্ধিশায়ী, শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণু, দাশরথী শ্রীরাম, শ্রীবাসুদেবকৃষ্ণ ও বিষ্ণুর অর্চ্চাবতারগণ। আলোয়ারগণের মতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণের বিভবাবতার এবং শ্রীরাধা শ্রীনারায়ণ-মহিষী শ্রীনীলাদেবীর অবতার মধ্যে গণিত। শ্রীকৃষ্ণ নীলাদেবীকে লাভ করিবার জন্য সপ্ত বৃষভকে দমন করেন, ইহা শ্রীনম্মা আলোয়ারের গাথায়[৫] দৃষ্ট হয়। উক্ত বৃষভ-দমনলীলাটি

৪ চৈ চ ২।২৩।১; ৫ শ্রীসহস্রগীতি ৩।৫।৪।

শ্রীমদ্ভাগবতে[৬] দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নাগ্নজিতী শ্রীসত্যার পাণিগ্রহণের বীর্য্যশুল্ক-রূপেই বর্ণিত আছে। শ্রীপাদ নম্মা আলোয়ার বৈকুণ্ঠ-সেনা-নায়ক বিষ্বক্সেনের অবতার এবং তিনি বলিয়াছেন,—নিত্যস্থরিগণের প্রাপ্যভূমি শ্রীশৈলই তাঁহার প্রাপ্যভূমি[৭]। তিনি সারূপ্য-সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন[৮] এবং বলিয়াছেন,—আমার স্বামী দীর্ঘচতুর্ভুজধারী[৯]। "অহং অক্রমেণ সংশ্লিষ্টা"—আমি ক্রমলঙ্ঘন করিয়া নায়কের সহিত মিলিত, শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠস্থরির এই উক্তিতেও পরকীয়ভাবের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। 'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।'[১০] শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে জানা যায়, শ্রীব্রজগোপীর আনুগত্য ব্যতীত স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীরও রাসে অধিকার লাভ হয় নাই।[১১] ক্রমমুক্তির বিপরীত অক্রম-সংশ্লেষ বা সদ্যোমুক্তি। আলোয়ারগণের নায়িকাভাবও বহুমুখী, একান্ত ব্রজেন্দ্রনন্দননিষ্ঠ অব্যভিচারী গোপী-ভাবের অনুরূপ নহে।

শ্রীঅণ্ডাল আলোয়ার (শ্রীগোদাদেবী) কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'শ্রীব্রত', যাহা তাঁহার 'তিরুপ্পাবৈ' গাথার বিষয়, তাহাতেও দেখা যায়—তিনি স্বগ্রামস্থ কুমারীগণকে একত্রিত করিয়া বটপত্রশায়ী শ্রীঅর্চ্চাবতারের নিকট সদলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত অর্চ্চার শ্রীমন্দিরকে 'নন্দালয়' এবং নিজদিগকে 'ব্রজকুমারী' ভাবনা করিয়া দ্বারপাল, নন্দমহারাজ, যশোমতী, শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধাকে জাগাইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছেন (পরস্পরং ভোগ্যভূতা ভবামঃ কিল)। তাঁহারা নন্দালয়ে গমনকালে অন্তঃপুরস্থা সখীকে বলিতেছেন,—"শঙ্খেন চক্রং ধরদ্ বিশালভুজং পঙ্কজনেত্রং গাতুং শয্যাতঃ উত্থাপনায় গাতুং" ইত্যাদি, আমরা শঙ্খের সহিত চক্রধারী বিশাল-ভুজ কমললোচনের গান করিতে—তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইবার গাথা কীর্ত্তন করিতে যাইতেছি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে,[১২] শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকরে,[১৩] শ্রীরূপের শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে[১৪] কথিত নিঃশব্দে, অতি সংগোপনে,

৬ ভা ১০।৫৮।৪৩-৪৭ ; ৭ শ্রীসহস্রগাতি ২।১০।৭-১০ : ৮ ঐ ২।৩।১০ ;
৯ ঐ ২।৫।৮ ; ১০ চৈ চ ১।৪।৪৭ ; ১১ ভা ১০।৪৭।৬০ ;
১২ নাট্যশাস্ত্র ২২।২১৮ ; ১৩ রসার্ণবসুধাকর ১।১৩৮ ; ১৪ উজ্জ্বল নী নায়িকা ৭১ ।

একাকিনী অথবা একটিমাত্র স্নেহশীলা সখীর সহিত কান্তের সঙ্কেতস্থানে কান্তার গমনরূপ 'অভিসারের' লক্ষণ, অথবা শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদি রসশাস্ত্রোক্ত কুঞ্জভঙ্গের লক্ষণ কিংবা কন্যকাপরকীয়ার কোন ভাবের কোন লক্ষণই শ্রীগোদাদেবীর উক্ত আদর্শে নাই। এই স্থানে শঙ্খচক্রধারী ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দেবলীল ভগবানই নায়ক। কিন্তু ব্রজকুমারীগণের কাম্য একমাত্র নন্দগোপসুত 'দেবতা বা ভগবান' নহেন। তাঁহারা শ্রীনন্দসুতকে কান্তরূপে পাইবার জন্যই সৈকতী প্রতিমায় অতি গোপনে বনের অভ্যন্তরে দেবতান্তরের পূজা করিয়াছেন। স্যূথ শ্রীগোদাদেবীর ব্রতানুষ্ঠানের বিষয় এবং ব্রত সমাপনান্তে শাস্ত্রবিধিসম্মত বিবাহাদির বিষয় সকলেই জানিতেন, কিন্তু ব্রজকুমারীগণের আদর্শ সম্পূর্ণ তদ্‌বিপরীত।

বিশেষতঃ—"গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। গোপী-রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন॥ শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥ ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥"[১৫] শ্রীরঙ্গমবাসী আলোয়ার-সম্প্রদায়ের শ্রীবেঙ্কট ভট্টের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই উক্তি এই স্থানে স্মরণীয়। অতএব শ্রীগোদাদেবীর ভাব শ্রীবৈকুণ্ঠেরই ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভাব-বিশেষ। তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী নীলাদেবীর অবতার বলিয়াই তৎসম্প্রদায়ে পূজিত।

শ্রীপাদ পরকালসূরির নায়িকাভাবে যে 'মড়ল-গ্রহণ' ব্যাপার (প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে বিবাহিত পত্নীকে স্বামী ত্যাগ করিলে তুদ্ধর্ষা স্ত্রী মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিচিত্র বসন-ভূষণাদিতে ভূষিত হইয়া রাজপথে দণ্ডায়মানা হইয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক স্বামীকে লজ্জা দিয়া পুনর্গ্রহণে বাধ্য করিত) তাহাও সম্ভোগ-কামিনী স্বকীয়া-পত্নীবিষয়ক এবং সমর্থা-রতিবিশিষ্টা নায়িকার সম্পূর্ণ ভাববিরুদ্ধ।

শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গধনুর অংশাবতার শ্রীমৎপরকালস্বামীর গাথার নায়ক কৃষ্ণের

১৫ চৈ চ ২।৯।১৩৩-১৩৬।

আবাস-স্থান—বদরিকা,[১৬] ব্রজভূমি নহে। শ্রীরূপপাদ বলেন,—

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ-হৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥[১৭]

শ্রীজীব—"উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকা-নাথোঽপি"।

নানাবতারের একান্তী (দাস্যাদিপ্রেমৈকমাধুর্য্যাস্বাদক) ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দ্বারা অপহৃতচিত্ত প্রেমিকগণই শ্রেষ্ঠ। কারণ পরব্যোমাধীশ শ্রীনারায়ণ, এমন কি শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মন হরণ করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসের (মাধুর্য্যের) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। রসের স্বভাববশতঃই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নয়ত্রিপদী-শ্রীরঙ্গমাদি আলোয়ারগণের পীঠস্থানে ভ্রমণ এবং দীর্ঘকাল (চাতুর্ম্মাস্যব্যাপী) অবস্থানকালে দিব্যগাথাসমূহে ব্রজগোপীভাবের আনুগত্য বা আদর্শ দেখিতে পাইলে শ্রীরঙ্গমে শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিকট আলোয়ার-সম্প্রদায়ের রসসিদ্ধান্তের অসম্পূর্ণতা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণ[১৮]-দ্বারা প্রদর্শন করিতেন না। যদি শ্রীচৈতন্য ব্রজগোপীর ভাবের অনুকূল কোন গাথাদি আলোয়ারগণের লীলাভূমিতে প্রাপ্ত হইতেন, তবে দক্ষিণ দেশ হইতে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি পুঁথি বা অন্যান্য কবিকৃত ব্রজভাবোদ্দীপক শ্লোকাদি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তদ্রূপ আলোয়ারগণেরও দিব্যগাথা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তামিল দিব্য-গীতিসমূহের তাৎপর্য্যাদি শ্রীমদ্‌বেদান্তদেশিক-(১২৬৮-১৩৬৯ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্যরত্নাবলী' (সংস্কৃত পদ্যাবলী), দ্বিতীয় সৌম্যজামাতৃমুনি বা শ্রীবরবর-মুনি-(১৩৭০-১৪৪৩ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎসঙ্গতি' (সংস্কৃতপদ্যাবলী) প্রভৃতিতে

---

১৬ পেরিয় তিরুমড়ল ১।৩।১-৯; ১৭ ভ র সি ১।২।৫৮-৫৯; ১৮ ভা ১০।১৬।৩৬, ১০।৪৭।৬০।

সংস্কৃত ভাষায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত ছিল। উক্ত আচার্য্যগণের বিভিন্ন ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাক্যাবলী গোস্বামিগণ স্ব-স্ব-গ্রন্থে আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু রসপ্রস্থানের মধ্যে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

শ্রীপাদ কুলশেখর আলোয়ারের "জয়তি জয়তি দেব দেবকীনন্দনোঽসৌ"[১৯] ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভু রথাগ্রে দ্বারকালীল শ্রীজগন্নাথের স্তব করিয়াছেন, উন্নতোজ্জ্বল রসের কোন কথা আলোয়ারগণের কোন পদে নাই বলিয়াই মহাপ্রভু লৌকিক কবির "যঃ কৌমারহরঃ"[২০] শ্লোকটি ব্রজভাবের উদ্দীপনালম্বনরূপে গান করিতেন। শ্রীকুলশেখরের "দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো"[২১] শ্লোকটিকে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে দাস্যভাবের স্থায়িভাব প্রীতির উদাহরণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে উজ্জ্বলরসের বিষয় বর্ণনকালে শ্রীকুলশেখরাদি আলোয়ারের একটি শ্লোকও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ হালসাত-বাহন, শিঙ্গভূপাল, বিষ্ণুগুপ্ত, উমাপতিধরাদি তথা শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেবাদি বহু লৌকিক ও অলৌকিক রসবিদ্‌গণের বহু শ্লোক উজ্জ্বল রসের বিভিন্ন প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীরূপপাদ তাঁহার পদ্যাবলীতে শ্রীকুলশেখর আলোয়ারের একাধিক পদ্য এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের (?) একটি শ্লোক যথাক্রমে শ্রীভগবন্নাম-সামান্য-সঙ্কীর্ত্তনে (শ্রীগোপীজনবল্লভের নহে) ও দাস্য-ভক্তি-প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীযামুনাচার্য্যপাদের স্তোত্ররত্নের শ্লোকাবলীও গোস্বামিপাদগণ সাধারণ ভক্তিপ্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন, রসসিদ্ধান্ত-মধ্যে নহে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে,[২২] শ্রীজীবগোস্বামমিপাদ শ্রীসংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণীতে[২৩] সহস্রগীতির তাৎপর্য্যরচয়িতা (দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্য-রত্নাবলীর রচয়িতা) শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্যের নাম বহু মর্য্যাদার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। সহস্রগীতিতে ব্রজগোপীর পরকীয় মধুরভাবের কথা থাকিলে

১৯ মুকুন্দমালা ২য় শ্লোক; ২০ কাব্যপ্রকাশ ১।৪, সাহিত্যদর্পণ ১।১০, পদ্যাবলী ৩৮৬;
২১ মুকুন্দমালা ৬ষ্ঠ শ্লোক; ২২ হ ভ বি ১৫।৬৮ ও টীকা; ২৩ সং বৈ তো ১০।৮৭।২।

শ্রীগোস্বামিপাদগণ নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ করিতেন। দাক্ষিণাত্যবিপ্রবর শ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামিপাদ, যিনি ষট্‌সন্দর্ভের আদি সংক্ষেপ-সূত্রকর্ত্তা, তিনিও দিব্যসূরি আলোয়ারগণের কেবলা মাধুর্য্যময়ী উপাসনার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই, অথচ ষট্‌সন্দর্ভে আলোয়ার-সম্প্রদায়ের মহদ্‌গণের (শ্রীজামাতৃ মুনি প্রভৃতির) ভক্তিসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীযামুনাচার্য্যপাদের স্তোত্ররত্নের সিদ্ধান্ত এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের বহু বেদান্তসিদ্ধান্ত ও বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদের পিতৃব্যদেব ও গুরুদেব শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, যিনি পূর্ব্বে আলোয়ার-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার যাবতীয় রসগ্রন্থেই আলোয়ার-সম্প্রদায়ের রসবিচারের ন্যূনতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে, শ্রীবৃন্দাবন-শতকাদি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক গোপীপ্রেমের বিচার

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলো-পাসনার কথা তাঁহার দশশ্লোকীতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় অধস্তন শ্রীপুরু-ষোত্তমাচার্য্য তৎকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষায়[২৪] শ্রীরাধিকাকে দ্বারকার কৃষ্ণমহিষী শ্রীরুক্মিণী-শ্রীসত্যভামার সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজের মধ্যে তারতম্য নাই। তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীগিরিধর প্রপন্নজীও লঘুমঞ্জুষা[২৫] ভাষ্যে উক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজীর শ্রীগীতা-তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকায়ও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় নররূপের অধীনই যে বিশ্বরূপ এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই সিদ্ধান্তে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন মাধুর্য্যের কথা নাই।

---

২৪ রুক্মিণীসত্যভামাব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমো বাসুদেবঃ সাম্প্রদায়িভির্বৈষ্ণবৈঃ সদোপাসনীয়ঃ। দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ স্বপ্রীত্যনুরূপেণোভয়বিধত্বাৎ তস্য নাত্র তারতম্যভাবঃ। * * * ইত্যুভয়বিধস্যাপি ধ্যানস্য মোক্ষহেতুশ্রবণাদুভয়স্য তুল্যফলত্বাদ্ ধ্যেয়ত্বাংবিশেষ ইতি সাম্প্রদায়রাদ্ধান্তঃ (শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ১।৫; ২৫ লঘুমঞ্জুষা ১ম কোষ্ঠ ৫ম শ্লোক ব্যাখ্যা।

শ্রীমৎকেশবকাশ্মীরী-শিষ্য শ্রীভট্টজীতে শ্রীরূপপাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব ও অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভট্টজী-লিখিত হিন্দী 'যুগলশতকে' সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোল-লীলাদির পদ দ্রষ্টব্য। শ্রীভট্টের শিষ্য শ্রীহরিব্যাস আরও অগ্রসর হইয়া শ্রীরূপের কেবল ভাব নহে, ভাষা-কারিকা প্রভৃতি (সং ভা শ্রীকৃষ্ণামৃত ১২ সংখ্যার সহিত তুলনীয়) অনুকরণে তৎকৃত সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলিতে দশ-শ্লোকীর ৪র্থ শ্লোকাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীহরিব্যাসের "মহাবাণী অষ্টকাল-সেবাসুখে" অষ্টকাল-সেবা-পদ্ধতি শ্রীরূপের সম্পূর্ণ অনুকরণে রচিত হইয়াছে। শ্রীহরিব্যাস সিদ্ধান্তরত্নাবলীর টীকায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে তৎসম্প্রদায়ে চিরপ্রসিদ্ধ শ্রীসুদর্শনচক্রের অবতারের পরিবর্ত্তে শ্রীরঙ্গদেবী সখীর অবতার এবং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সখীভাবের উপাসক—এই অভিনব মত প্রথম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদ স্বয়ং বেদান্তপারিজাত-সৌরভে[২৬] রমাকান্ত পুরুষোত্তমকেই কিন্তু পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ—দেবলীল।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা শ্রীরাধা—যাহা শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে সমুজ্জ্বলিত, তাহা শ্রীনিম্বার্ক বা তৎসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের টীকাচার্য্য শ্রীশুকদেবের সিদ্ধান্তপ্রদীপে[২৭] শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রেম-ব্যবহারে সাধারণ ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্য-গর্ব্ব এবং শ্রীরাধার মানকে শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্বাদি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তেরই ন্যায় এক কক্ষায় স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা শ্রীজয়দেবের[২৮] মূল সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। "অনয়ারাধিতো নূনং"[২৯] শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ সকলেই অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে শ্রীরাধার নাম, চরমোৎকর্ষ এবং স্বাধীনভর্ত্তৃকা শ্রীরাধার সেবারস-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপমতে শ্রীরাধার দাসীর প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ ব্যবহার এবং কার্য্যতঃ স্বেশ্বরীকে বঞ্চিত করিয়া দাসীরই তাহা সম্ভোগ বা আত্মসাৎ করিবার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় তাহা

২৬ শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ব্রহ্মসূত্র ১।১।১ ; ২৭ ভা ১০।২৯।৪৮ সিদ্ধান্ত-প্রদীপ-টীকা ;
২৮ শ্রীগীতগোবিন্দ ৩।১-২ ; ২৯ ভা ১০।৩০।২৮।

শ্রীরূপপাদ প্রদর্শিত মঞ্জরীর ভাব ও আদর্শ হইতে বহু নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে। 'একা ভ্রূকুটিমাবধ্য'[৩০] ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতে 'মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থ-মান-কৌটিল্যবতী'র কথা বলা হইয়াছে, শ্রীগীতগোবিন্দে সেই শ্রীরাধারই বর্ণন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপে বা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে প্রকাশিত শ্রীরাধা শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত[৩১]।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের রসসিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবৃন্দের কৃপালাভ করিবার পূর্ব্বে বালগোপাল-মন্ত্রোপাসক শ্রীবল্লভাচার্য্যের সুবোধিনী টীকা ও যে যে ভক্তিরস-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীরাধার পারম্য বিচার নাই। "অনয়ারাধিতো নূনং" শ্লোকের টীকায়ও শ্রীরাধার নামগন্ধের উল্লেখ নাই। এমন কি, পূর্ব্বোক্ত (১০।৩২।৬) শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ যে স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষব্যঞ্জক প্রণয়রস আস্বাদন করিয়াছেন, সুবোধিনী টীকায় সেই গোপীকে তামসী ও তাঁহার প্রণয়-ব্যবহারকে তমোভাবোত্থ বলা হইয়াছে—"তামসী তমসা ভ্রূকুটিমাবধ্য কটাক্ষৈঃ ঘ্নন্তীব ঐক্ষত" (সুবোধিনী)। শ্রীবল্লভাচার্য্য সুবোধিনীর দশম তামস-ফল-প্রকরণে[৩২] কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখ ও সংযোগজাত সুখের দ্বারা প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্যের বিনাশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে খণ্ডন করিয়াছেন[৩৩]।

সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপালাভ করিবার পর শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে 'শ্রীরাধিকারমণ' (শ্রীকৃষ্ণাষ্টক ২য় শ্লোক), 'রাধাবরপ্রিয়' (ঐ ৬ষ্ঠ শ্লোক), 'শ্রীরাধিকাবল্লভ' (ঐ ৯ম শ্লোক) ইত্যাদি নামে বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পরমভাগবত শ্রীপাদ বিট্‌ঠলাচার্য্যও শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের সঙ্গ-প্রভাবে শ্রীস্বামিন্যষ্টকম্, শ্রীরাধাপ্রার্থনা-চতুঃশ্লোকী প্রভৃতি স্তবে শ্রীরাধিকাকে নিজেশ্বরী ও

৩০ ভা ১০।৩২।৬; ৩১ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ১।৫ দ্রষ্টব্য; ৩২ ভা ১০।২৯ অধ্যায়; ৩৩ ভা ১০।২৯।১০-১১ সারার্থদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাবশীভূত নায়করূপে বর্ণন এবং শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের টীকা, শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা ও শৃঙ্গার-রসমণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। *

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীজয়দেব

লৌকিক বিচারকগণ অনুমান করেন, শ্রীজয়দেব হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজরসোপাসনার সন্ধান পাইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং প্রেমকল্পতরু হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বয়ংই একাধারে প্রেমফলের মালাকার, দাতা ও ভোক্তা আর শ্রীজয়দেবাদি সেই আকর প্রেমামরতরুর রসপিপাসু বা কৃপাকণাপ্রার্থী কিংবা কৃপাসিদ্ধ একতম মহাজন। শ্রীজয়দেবকে কবিগুরু বলিলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই গুরুকুলের স্রষ্টা—কবিসমষ্টিগুরু। শ্রীগৌরাঙ্গ এক অদ্বিতীয় লীলাপুরুষোত্তম, আর শ্রীজয়দেবাদির ন্যায় মহাকবি দুর্লভ হইলেও তাঁহাদের সমকক্ষ আরও

---

* শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের কয়েকজন বিখ্যাত গবেষক লিখিয়াছেন,—

There is no stotra or writing of Vallabhacharya to our knowledge where Radha is extolled in the strain in which Vittalesvara has done * * His commentary on Krishnapremamrita (কৃষ্ণপ্রেমামৃত) and Sringararasa-mandana (শৃঙ্গাররসমণ্ডন) may be due to Chaitanya mould of thought (—Introduction of Sri Brahmasutra Anubhasya of Sri Vallabhacharya by M. Tulsidas Teliwala p 4)

Vallabha and his followers concentrate their Bhakti on Krishna as the Divine Child (বালগোপাল). This makes their Bhakti one of the Vatsalya kind, which is the love of the parent for the Child. (—Sri Vallabhacharya, Life, Teachings and Movement by Bhai Manilal C. Parekh, Rajkot 1943 p 154).

"Although Radha is worshipped in the company of Krishna in this (Vallabhacharya) school, she does not enjoy as much prominence as she does in the Vaishnavism of Sri Chaitanya" (The System of Vallabhacharya by G. H. Bhatt M. A. p 607 published in the Cultural Heritage of India. Vol-I (first edition) Belur Math, Cal.

হইতে পারেন। অক্ষয় শ্রীচৈতন্য-লীলা-সরোবর হইতে শত শত ধারে প্রবাহিত কৃষ্ণলীলাসার গান করিবার জন্য শত শত জয়দেব-বিল্বমঙ্গল-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাসাদি রসজ্ঞগণের অনুভূত শ্রীরাধাস্বরূপ তাঁহাদের স্ব-স্ব-কৃপাসিদ্ধি অনুযায়ী প্রকাশিত স্বরূপে বা আদর্শরূপে বর্ত্তমান আর শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই একীভূত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ-স্বরূপ।

ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধাপ্রাণপ্রেষ্ঠা শ্রীললিতা-বিশাখা-তুঙ্গবিদ্যা-রূপমঞ্জরী-রসমঞ্জরী (শ্রীস্বরূপ-রামরায়-প্রবোধানন্দ-রূপ-রঘুনাথ) প্রমুখ ভক্তিরসিক শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের যে রহঃলীলাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকারিণী, শ্রীজয়দেব-শ্রীবিল্বমঙ্গল-শ্রীবিদ্যাপতি-শ্রীচণ্ডীদাসাদি কৃপাসিদ্ধ রসিকগণ সিদ্ধস্বরূপেও তাহাতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েন না। শ্রীজয়দেবাদির পদাবলীতে একান্ত স্বসুখবাসনা-গন্ধরহিতা মঞ্জরীর ভাবের কথা সুব্যক্ত হয় নাই, যেরূপ শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের গাথায় দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই শ্রীজয়দেবাদির আনুগত্যে ভজন করেন না, তাঁহারা শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের আনুগত্যেই সাধক ও সিদ্ধ উভয় দেহেই ভজন করেন। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কাব্যে মাদনমহাভাববতী শ্রীরাধার যে সকল ভাববৈচিত্রীব মৌলিক বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়, শ্রীজয়দেবাদির কাব্যে সেই পর্য্যাপ্তি ও বৈচিত্রী দৃষ্ট হয় না। নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনুকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্তরে বাহিরে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় লীলায় দর্শন এবং তাঁহার ভাববৈচিত্রীসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষাৎশক্তিসঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদের কাব্যে রসসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, আর শ্রীজয়দেবাদি কৃপাসিদ্ধ মহাজন মানস-মুকুরে প্রতিফলিত রসমূর্ত্তিকে কৃপাশক্তি-প্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির রসসিদ্ধান্ত ও শ্রীরূপ-পাদ

শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে পরকীয়াভাবের রসোল্লাসের কথা পাওয়া গেলেও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে[৩৪] ও শ্রীনাটকচন্দ্রিকায়[৩৫] শ্রীরূপ যে ভাবে একান্ত

৩৪ উজ্জ্বল নায়িকা প্র ৩; ৩৫ নাটকচন্দ্রিকা ১০।

অপ্রাকৃত গোকুল-ললনা-নিষ্ঠ পরকীয়া-ভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন, বিদ্যাপতি-প্রভৃতির পদে তাহা দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরূপপাদের লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রে বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে পরকীয়া-নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে সূর্য্যপূজাদি মধ্যাহ্নলীলার অবতারণা আছে, তাহা প্রকৃত বিদ্যাপতির কোনও পদে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ শ্রীরূপের প্রদর্শিত মণিমঞ্জরীর আদর্শ শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে দুর্লভ। চতুর্থতঃ শ্রীরূপানুগ মহাজনগণ যেরূপ তাঁহাদের রাগানুগ ভজনের অঙ্গস্বরূপ করিয়া রাগমার্গীয় গুরুপাদপদ্ম-প্রদর্শিত সিদ্ধদেহানুসারী সর্ব্ব-স্বসুখ-বাসনাগন্ধবিবর্জ্জিতা মঞ্জরীরূপে সখীর অনুগা হইয়া পরমসাধ্য কুঞ্জসেবাপর গীতিকাব্যের অব্যভিচারিণী সেবা করিয়াছেন, তাহাও অন্যত্র সুদুর্লভ। যূথেশ্বরীর উপভোগের অনুমোদনাত্মক ভাবও (যাহা উপভোগ-বাসনাহীন সখীমঞ্জরীগণের ভাব) যে কান্তাভাব, ইহা শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ[৩৬] এবং তদনুগ-সম্প্রদায়[৩৭] ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের রসবিদ্ই প্রতিপাদন করেন নাই। শ্রীরূপের সদোপাস্য শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরহরি পর্য্যন্ত স্বলীলায় মঞ্জরীভাব প্রকট করিয়া রাগানুগ ভজনের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব রসিকসম্প্রদায়ের সার্থকতা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীলীলাশুক, কবিভূপতি শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনগণ যিনি যে পরিমাণ ব্রজরসের মধুরিমা আস্বাদন ও জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা সমস্তই শ্রীগৌরহরিরই ইচ্ছাশক্তি ও লীলাশক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়াই করিয়াছেন। যেরূপ কোনও সার্ব্বভৌম সম্রাটের সাম্রাজ্যাভিষেক বা দিগ্‌বিজয়োৎসবের বহু পূর্ব্ব হইতেই খণ্ডমণ্ডলেশ্বরগণ, বিভিন্ন রাজপুরুষগণ, কবি-চারণ-নর্ত্তক-বাদক-ভাট এবং নানা কলাবিদ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ সার্ব্বভৌম সম্রাটের সম্বর্দ্ধনার উপযোগী তাঁহার ভাবানুকূল ও সুখোৎপাদক পরিবেশ সৃষ্টি করিবার

---

৩৬ ভ র সি ১।২।২৯৮; ৩৭ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ৩৬৫-৩৬৯ অনু দ্রষ্টব্য।

জন্য নানাভাবে বিচিত্র কলাকৌশলাদি প্রকাশ করেন, তদ্রূপ কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান গৌরহরির অবতরণের পূর্ব্ব হইতেই লীলাশক্তির কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবানুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মহাজনের, রসিক কবি-ভূপতিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলেই বিভিন্নভাবে সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবেরই বিভিন্নভাবের পুষ্টিকারক, সেবক ও অভীষ্টপূরক মহাজন।

শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রমুখ শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব-মহাজন এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ শ্রীচৈতন্যোত্তর-মহাজন হইয়াও অখণ্ড শ্রীগৌরলীলাসূত্রেই গ্রথিত। কারণ নিত্য গৌরলীলায় শ্রীবিল্বমঙ্গলাদির গাথা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরলীলা-স্মরণকালে শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক শ্রীবিল্বমঙ্গলাদির পদাস্বাদন-লীলাটি লীলোপাসকগণের নিত্যই স্মরণীয় বস্তু। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধেও তাহাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যলীলা স্মরণ করিতে হইলে এই সকল মহাজনের পদোক্ত লীলার অনুস্মরণেই তাহা স্মরণ করিতে হয়।

শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি শ্রীগৌরলীলাশক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শ্রীগৌরলীলার সেবা করিয়াছেন। নতুবা "কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি"—"কৃষ্ণ বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে"[৩৮] – শ্রীবিল্বমঙ্গলের এই বাক্য নিরর্থক হয়। এই বিশ্বের যেস্থানেই ব্রজপ্রেমের সম্বন্ধগন্ধ দৃষ্ট হইবে, তথায়ই কলিযুগাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাশক্তির সম্বন্ধ নিশ্চয়ই রহিয়াছে জানিতে হইবে। এই নিয়মের ব্যভিচার কোথায়ও হইতে পারে না। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎপদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।

---

৩৮ সং ভা ১।৩০৩ ও চৈ চ ১।৩।২৬।

তৎসর্ব্বং নিজভক্তিরূপ-পরমৈশ্বর্য্যেণ বিক্রীড়িতো
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিত-তয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥[৩৯]

এই ভূমণ্ডলে শ্রীভগবৎপাদপদ্মরসের সহিত যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ পূর্ব্বে কাহারও হইয়াছে, পরে হইবে বা বর্ত্তমানে হইতেছে, তৎসমস্তই নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের (ঔদার্য্যের) সহিত ক্রীড়াশীল এই শ্রীগৌরের কারুণ্য-প্রকটিত, তৎ-কৃপোদ্ভাসিত বলিয়া নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণ অনুভব করিতেছেন। ভগবৎকৃপা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে ও স্থানে ব্যাপ্তিধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং ঔদার্য্য-রসবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরির কৃপা ভগবৎরসপিপাসু শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনে এবং তৎসমসাময়িক আচার্য্য ও মহাজনে এবং অনন্তকালের রসপিপাসু ব্যক্তিগণে যে অচিন্ত্য-লীলাশক্তির দ্বারা সঞ্চারিত হইয়াছিল, হইতেছে ও হইবে, ইহা নির্ম্মৎসর সজ্জন মাত্রই তাঁহার কৃপায় অনুভব করিতে পারেন।

---

৩৯ শ্রীচৈ চন্দ্রামৃত ২৮।

একবিংশ প্রকাশ

স্বভক্তি-রস-সম্পত্তি-বিতরণকারী পরতত্ত্বসীমা

'.. সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্' *

ভক্তিরস

শ্রীভগবৎপ্রীতি লৌকিক কাব্যবিদ্‌গণের রতি প্রভৃতির ন্যায় [রসানুভূতির] কারণ (আলম্বন ও উদ্দীপনবিভাব), কার্য্য (অনুভাব—পরভাবিতা) ও সহায়ের (ব্যাভিচারী প্রভৃতির) সহিত মিলিত হইয়া যখন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা স্বয়ং স্থায়িভাব নামে উক্ত হয়। স্থায়িভাবে স্থায়িত্ব ও ভাবত্ব উভয়ই প্রয়োজন। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ দ্বারা যাহা বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং অন্য বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহকে আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, তাহাই স্থায়ী। যেমন লবণ-সমুদ্রে যাহা নিমজ্জিত হয়, তাহাই লবণময় হইয়া যায়, তদ্রূপ। প্রীতিমাত্রেই ভাববিশেষ। ভগবৎপ্রীতির বিভাবনা দ্বারা আলম্বন ও উদ্দীপনবস্তুর বিভাবত্ব, অনুভাবনা দ্বারা নৃত্যাদির অনুভাবত্ব এবং উহার সঞ্চারণ দ্বারা নির্ব্বেদাদির ব্যভিচারিত্ব জানা যায়। বিভাবকারণাদির স্ফূর্ত্তিবিশেষের দ্বারা স্ফূর্ত্তিবিশেষ-প্রাপ্ত (রসরূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা-প্রাপ্ত) ভগবৎপ্রীতি উক্ত কারণাদির সহিতমিলিতহইয়া ভগবৎসম্বন্ধী প্রীতি-রসময় বলিয়া উক্ত হয়। ইহা **ভক্তিময়রস**, এজন্য ইহাকে 'ভক্তিরস'ও বলে'।[১]

লৌকিক আলঙ্কারিক ও ভক্তিরস

প্রাচীন লৌকিক আলঙ্কারিকগণের অনেকেই ভক্তিকে 'রস' বলিয়া গণ্য করেন নাই। ভরতমুনির নাট্যসূত্রে (৬।১৬) শৃঙ্গার, হাস্য, করুণাদি আটটি নাট্যরসের মধ্যে ভক্তিরসের কোনও উল্লেখ নাই। হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে

* বিদগ্ধমাধব নাটক ১।২ ; ১ প্রীতিসন্দর্ভ ১১০ অনু।

(২য় অধ্যায়ে), মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশে (৪র্থ উল্লাসে) দেবাদি-বিষয়া রতি 'স্থায়িভাব'-শব্দবাচ্য হয় না, বলা হইয়াছে। ভোজের সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থেও ভক্তি 'রস' নহে, ভাব-মাত্র —এইরূপ মতেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলঙ্কারিকের মুখ্য যুক্তি এই যে, ভক্তির স্থায়িভাব হইতেছে দেবাদিবিষয়া রতি, তাহা ভাবের অন্তর্ভুক্ত। সেই ভাব এতটা অভিসম্পন্ন হইতে পারে না, যাহাতে রসতা লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য শ্রীবোপদেব এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীব-শ্রীকর্ণপূরাদি গোস্বামিপাদগণ উক্ত লৌকিক আলঙ্কারিকগণের মন্তব্যের নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়া ভগবদ্রতির প্রচুর অভিসম্পন্নতা ও রসতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৌণ ও মুখ্য ভক্তিরস

শ্রীরূপ-পাদ ভরতাদি লৌকিক রস-বিদ্‌গণের স্বীকৃত প্রসিদ্ধ আটটি রসের শৃঙ্গার রস ব্যতীত বাকী সাতটি রসকে **গৌণ ভক্তিরস** বলিয়াছেন এবং শান্ত, প্রীত (দাস্য), প্রেয়ান্ (সখ্য), বৎসল ও মধুর (শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল) ভেদে পাঁচটি **মুখ্য ভক্তিরস** এবং ইহাদের প্রত্যেকটির উত্তরোত্তর উৎকর্ষের কথাও জানাইয়াছেন[২]। শ্রীরূপপাদ বলেন, পুরাণাদিতে ভক্তিরস মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকারই দৃষ্ট হয়। যেহেতু হাস্যাদি সাতটি ব্যভিচারিভাব-মধ্যে পরিগণিত হয়[৩]।

হাস্যাদিকে গৌণ ভক্তিরস বলিবার কারণ-নির্ণয়ে শ্রীরূপপাদ বলেন,—দাস্যাদি মুখ্য ভক্তিরস-সকল যেমন দাস-সখাদি ভক্তে নিয়ত অর্থাৎ অব্যভিচারিরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাতেই উদিত হয়, হাস্য প্রভৃতি সেইরূপ নিয়তাশ্রিত নহে; কিন্তু কোন সময়ে কোন ভক্তে উদয়শীল হয়[৪]। শমাদি পঞ্চরতির আশ্রয়রূপে উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তের মধ্য হইতেই কোন ভক্তে একটি, কোন ভক্তে

---

২ ভ র সি ২।৫।১১৫-১১৭; ৩ ঐ ২।৫।১১৭; ৪ ঐ ৪।১।৩-৫।

অনেক গৌণ রসের উদয় হয়। অতএব উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তই গৌণরসের আশ্রয়ালম্বন, অন্যে নহে। তাৎপর্য্য এই, শমাদি রতির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়রূপে শান্তাদি ভক্ত সর্ব্বত্র স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া শান্তাদিমুখ্যরসের আলম্বন নিশ্চিত আছে। কিন্তু হাস প্রভৃতি শান্তাদিরতির সম্বন্ধবশতঃ উপচারে রতি সংজ্ঞা লাভ করে, এজন্য প্রাকৃত রসশাস্ত্রানুসারেই হাসাদিকে উপচারে স্থায়িভাব বলা হয়।

তাহা হইলে দেখা যায় ভরতমুনিপ্রমুখ লৌকিক-রসাচার্য্যগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌণরসকেই 'রস' বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের কথিত শৃঙ্গার রসও অপ্রাকৃত উজ্জ্বল ভক্তিরস না হওয়ায় উহাও শ্রীমদ্ভাগবতীয় সিদ্ধান্তানুসারে 'রস' পদবাচ্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৫।৩৮) পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরসকেই 'রস' বলিয়াছেন।

অগ্নিপুরাণে (৩৩৯ অ ৮ম শ্লোকে) সাতটি গৌণ রস এবং শান্ত ও শৃঙ্গারকে 'রস' বলা হইয়াছে। ভরতমুনি শান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি-পুরাণের আটটী রস স্বীকার করিয়াছেন।

শান্তরস

লৌকিক আলঙ্কারিকগণের মতে শান্তরসই সর্ব্বপ্রধান রস। আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার ধ্বন্যালোকে মহাভারত হইতে দেখাইয়াছেন,—এই পৃথিবীর কামসুখ ও পরলোকে স্বর্গীয় মহাসুখ কিছুই বাসনাক্ষয়রূপ সুখের পরিপূর্ণ-ষোলকলা সুখের এক কলারও তুল্য নহে[৫]। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে শান্তরস-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—যে স্থানে দুঃখ নাই, সুখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই, সর্ব্বভূতে যাহা সমভাবাপন্ন, তাহা শান্তরস বলিয়া প্রসিদ্ধ[৬]।

অভিনবগুপ্ত উক্ত-নাট্যশাস্ত্রের টীকায় (অভিনবভারতীতে) বলিয়াছেন,—'সর্ব্বরসানাং শান্তপ্রায় এবাস্বাদঃ বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা'—বিষয় হইতে চিত্ত প্রত্যাহৃত (রসাস্বাদনকালে অন্য বাহ্য অনুভূতি থাকে না) হয় বলিয়া সকল রসের

৫ ধ্বন্যালোক ৩য় উল্লাস; ৬ নাট্যশাস্ত্র ৬।১০৬।

আস্বাদ প্রায় শান্তরসেরই ন্যায়। শিঙ্গভূপালাদি আলঙ্কারিকগণও এই ভাবেই শান্তকে প্রধান রস বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীকবিকর্ণপূর বলেন,—শান্ত যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তির উপযোগী হয়, তখন তাহা প্রাকৃত নহে; অর্থাৎ লৌকিক রসবিদ্‌গণের শান্ত যেরূপ প্রাকৃত সেইরূপ নহে, তাহা অপ্রাকৃতই। যেরূপ এই নির্ব্বেদ (তেত্রিশটি বা ততোধিক ব্যভিচারী ভাবের অন্যতম) ব্যভিচারী ভাব হইয়াও শান্তরসে স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শান্তরসে পরিণত হয়, (যথা কাব্যপ্রকাশে ৪।৩৫,—নির্ব্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ) সেইরূপ দেবাদিবিষয়া রতি, যাহা লৌকিক রসবিদ্‌গণের পরিভাষায় 'ভাব', সেই ভাবও স্থায়িভাব রতি হইয়া সেই সেই বিভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিরস হয় এবং পূর্ব্বকথিত একাদশ রস ব্যতীত আরও একটি রসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ রসরূপে গণ্য হয়[৭]।

'কৃষ্ণ'-রূপ বিষয়ালম্বনে যদি নিষ্ঠা অর্থাৎ নৈরন্তর্য্য থাকে, তবেই সর্ব্বাকর্ষক-শিরোমণি কৃষ্ণেরই স্বরূপগত স্বভাব-বশতঃ সেই নিষ্ঠাতে তদুপযুক্ত রসানন্দ উৎসারিত হইবে। যেমন শ্রীচতুঃসনাদি, শ্রীশুকাদির দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। 'সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, **মহারসায়ন**। আপনার বলে করে সর্ব্ববিস্মারণ। ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে। অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণকৃপা বান্ধে' ॥[৮]

শান্তভক্তিরস

শ্রীজীবপাদ বলেন,—শান্তভক্তিরসের অপর নাম 'জ্ঞানভক্তিময় রস'। তাহাতে বিষয়ালম্বন পরব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিমান, জ্ঞানভক্তির বিষয় চতুর্ভুজাদিরূপ শ্রীভগবান এবং আশ্রয়ালম্বন ভগবানের লীলাগত মহাজ্ঞানী ভক্তগণ—যথা চতুঃসনাদি। 'তত্র শান্তাপরনামা জ্ঞানভক্তিময়ো রসঃ'[৯]।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে[১০] ॥ শ্রীধর—নিরাহারস্য উপবাসপরস্য

৭ অলঙ্কারকৌস্তুভ ৫।৩৩; ৮ চৈ চ ২।২৪।৩৮-৩৯; ৯ প্রীতিসন্দর্ভ ২০৩; ১০ গীতা ২।৫৯।

বিষয়া প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে, কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। নিরাহার দেহীর (যিনি বিষয় হইতে নিবৃত্ত, তাঁহার) নিকট বিষয়সমূহ প্রায়ই নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু রসাপেক্ষা নিবৃত্ত হয় না। একমাত্র সচ্চিদানন্দরসময়বিগ্রহ পরতত্ত্বকে লাভ করিতে পারিলেই স্বভাবতঃই বিষয়-রাগ চলিয়া যায়।

ভগবদ্ভক্তিরসিকের বৈশিষ্ট্য

যাহা হেয়, ঘৃণ্য, অনাবশ্যক, অরুচিকর, বিরস, কুরস তাহাই ত্যাজ্য। ভগবদ্ভক্তি-রসের রসিকগণ স্বসুখার্থ যখন কোনও বিষয়ই স্বীকার করেন না, সমস্ত বিষয় ভগবৎ-সুখানুকূল্যে নিয়োগ করেন, তখন তাঁহারা কোন্ বিষয় ত্যাগ করিবেন? ভক্তি-রসকল্পতরুর মূল বিষয়বিরাগ নহে, তাহা হইতেছে অদ্বিতীয় বিষয়ালম্বন কৃষ্ণে অনুরাগ। ভক্তিরসিকের যে ত্যাগ দেখা যায়, তাহা স্বসুখার্থ—নিজ শান্তিকামনার জন্য ত্যাগ নহে—'কৃষ্ণপ্রীতে বিষয়-ত্যাগ'। পিঙ্গলা পরপুরুষের 'আশা পরম দুঃখকর এবং নৈরাশ্যই পরম সুখ' ইহা বিচার করিয়া কান্তের আশা সম্যগ্‌রূপে ছিন্ন করিয়া নিবৃত্তিসুখ (শান্তি) লাভ করিয়াছিলেন।[১১] কিন্তু পরকীয়া ব্রজসুন্দরী-গণ কৃষ্ণবিষয়িণী আশা দুঃখবহুলা জানিয়াও তাহা ছেদন করিয়া নিবৃত্তি বা শান্তি কামনা করেন নাই। তাহা তাঁহাদের স্বভাবেই—স্বরূপেই নাই।[১২] কৃষ্ণরতি স্বভাবতঃই পরমানন্দস্বরূপ। সর্ব্বানন্দকন্দ শ্রীনন্দনন্দন এই রতির আলম্বন। বিচ্ছেদেও পরমপ্রভাবান্বিতা এই কৃষ্ণরতি অদ্ভুত-পরমানন্দের পরিপাকাবস্থা লাভ করিয়া প্রগাঢ় আর্ত্তির আতিশয্যাভাস বিস্তার করে।[১৩]

শ্রীসনকাদির পরমাত্মবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধবর্জ্জিতা অলৌকিকী শুদ্ধা রতি যে শান্তি, তাহাও দেবর্ষি শ্রীনারদের বীণাযোগে হরিলীলা-গান-শ্রবণে বিদূরিত হইয়া-ছিল, ব্রহ্মানন্দানুভবী শ্রীসনকের শ্রীহরিলীলারস আস্বাদনে দেহে পুলক হইয়াছিল।[১৪] অলৌকিক শান্তিও হরিলীলাকীর্ত্তনরসের নিকট তিরস্কৃত।

---

১১ ভা ১১।৮।৪৪; ১২ ১০।৪৭।৪৭; ১৩ ভ র সি ২।৫।১০৮-১০৯; ১৪ ঐ ২।৫।১৮-২০।

সকল ভাবের ভক্তের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা আছে—শ্রীকৃষ্ণবাসনা ব্যতীত অন্য অভিলাষ নাই। আকাশের শব্দগুণ যেমন পঞ্চভূতের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, শান্তের গুণও (কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ) পঞ্চরসের সকল ভক্তের মধ্যেই আছে। শান্তরসে কেবল স্বরূপজ্ঞানের অনুভূতি। বস্তুতঃ যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ যে প্রগাঢ়তাপ্রাপ্তভাব, তাহাই 'প্রেম'। জাগতিক ব্যাপারেও মমতাতিশয্যের দ্বারা প্রীতির সমৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে গৃহপালিত মোরগকে বিড়াল ভক্ষণ করিলে যে পরিমাণ দুঃখ হয়, মমতাশূন্য মূষিককে চটকপক্ষী গ্রাস করিলে সেরূপ দুঃখ হয় না।[১৫] এজন্য প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে মমতার আতিশয্য আছে বলিয়া মমতাকেই ভক্তিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রজে শান্তরসাভাব

ব্রজে শান্তরসের অবস্থান নাই। তথায় পশু-পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতা-গিরি-সরিৎ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে মমতাযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ 'পরমেশ্বর'—এই স্বরূপজ্ঞান ব্রজবাসীর নাই। শ্রীকৃষ্ণের রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদি দাসগণের শ্রীকৃষ্ণে 'পরমেশ্বর' বা প্রভু-জ্ঞান (ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি) নাই। তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা নন্দমহারাজের ভৃত্য, আর কৃষ্ণ—নন্দমহারাজের পুত্র; সুতরাং সখ্য ও বাৎসল্য ভাবেই ব্রজের দাসগণের ভাব পর্য্যবসিত হয়।[১৬]

লৌকিক কাব্যে দাস্যভাব 'রস' হয় না

লৌকিক কাব্যসাহিত্যাদির শান্তভাব যেরূপ রস নহে, তদ্রূপ দাস্যভাবও রস হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা লৌকিক প্রভু-দাস-সম্বন্ধে সত্য বটে। কারণ লৌকিক প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক পরস্পরের স্বার্থদুষ্ট। ভৃত্য সেখানে অর্থের বা কোনও প্রকার কামনার দাস, প্রভুও সেখানে নিজের সৌখ্যকামনারই প্রার্থী, সুতরাং স্বসুখপর কামেরই দাস। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট হইতে নিজের ভোগ্যবিষয়সমূহ কামনা করে, সে নিশ্চয়ই ভৃত্য নহে এবং যে ব্যক্তি ভৃত্য

---

১৫ প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪ অনু; ১৬ ভ র সি ৩।২।৯১, ১৫৫।

হইতে স্বীয় প্রভুত্ব অভিলাষ করিয়া তাহাকে ভোগ্যবস্তু দান করেন, তিনিও প্রভু নহেন।[১৭] লৌকিক জগতে উভয়েই কামের দাস। বস্তুতঃ 'দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন' * * পরস্য দাসভূতস্য স্বাতন্ত্র্যং ন হি বিদ্যতে॥[১৮] জীব হরিরই দাস, কখনও অন্যের দাস নহে। পরতত্ত্বের দাসস্বরূপ জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। আনুগত্যই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ – 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।'[১৯]

লৌকিক কাব্যাদির 'অলৌকিক' পরিভাষা

তবে যে লৌকিক কাব্যনাটকাদির রসকেও 'অলৌকিক' বলা হয়, সেই স্থানে 'অলৌকিক' শব্দটি লৌকিক রসশাস্ত্রোক্ত পরিভাষা-বিশেষ অর্থাৎ লৌকিক রসবিদ্‌গণের কল্পিতার্থবোধক। কবিসৃষ্ট মায়াময় কাব্যজগতকে বলা হয় অলৌকিক জগৎ।[২০] অতএব লৌকিক রসবিদ্‌গণের 'অলৌকিক' পরিভাষাটি ভক্তিশাস্ত্রের 'অপ্রাকৃত' পরিভাষার পর্য্যায়ভুক্ত নহে। কবিত্বের শক্তিবিশেষকেই তাঁহারা 'অলৌকিক' আখ্যা প্রদান করেন।

প্রাকৃতে রস নাই

প্রাকৃত বস্তুতে রস নাই, ইহাই ভক্তিরসিকগণের প্রথম প্রতিজ্ঞা। 'প্রাকৃতে রস এব নাস্তি। * * * প্রাকৃতে যে রসং মন্যন্তে, তে ভ্রান্তাঃ প্রাকৃতা এব, যতোঽত্র কৃমিবিড়্‌ভস্মান্তনিষ্ঠেষু প্রাকৃতনায়কেষ্বতিনশ্বরেষু রসো ন ভবতি, বিচারতো বিভাব-বৈরূপ্যাৎ তদ্বিপরীতং ঘৃণাময়ং বৈরস্যমেবোৎপদ্যতে, ন তত্রৈব রসং বর্ণয়ন্তী-ত্যর্থঃ।[২১] প্রাকৃতে নিশ্চয়ই রস নাই। প্রাকৃত-বস্তুতে যাহারা 'রস' ভাবনা করে, তাহারা ভ্রান্ত, তাহারাও প্রাকৃতই। কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মই যে প্রাকৃত দেহের পরিণাম, সেই প্রাকৃত দেহধারী নায়কসমূহ অতি নশ্বর। বিচারে দেখা যায়, বিভাবের বিরূপতা-বশতঃ রসের বিপরীত ঘৃণাবহ বৈরস্যই উদিত হয়। তথায় রসোদয় অসম্ভব।

---

১৭ ভা ৭।১০।৫ ; ১৮ শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৯০ অধ্যায় ১৮০৫ ও ১৮০৬ পৃষ্ঠা শ্রীভক্তিবিনোদ সং ; ১৯ চৈ চ ২।২০।১০৮ ; ২০ সাহিত্যদর্পণ ৩। ৯ দ্রষ্টব্য ;

২১ অঃ কৌস্তুভ সুবোধিনী টীকা ৫।১৬।

'বিবর্ত্ত' শব্দের সাধারণ অর্থ ভ্রম। এই স্থানের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্তের শব্দ অর্থ করিয়াছেন,—"বিপরীতম্"—বিপরীত। 'বিবর্ত্ত' শব্দটি দার্শনিক পরিভাষা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে পাওয়া যায়—'দেহে আত্ম-বুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥'[৫৮] দেহীকে দেহের সহিত একবুদ্ধি অথবা দুইটি পৃথক্ বস্তুতে একাকার জ্ঞানরূপ ভ্রম বা বিপরীতবুদ্ধি।

শক্তির মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাবস্থাদ্বয় নিত্যসিদ্ধ। অমূর্ত্তাবস্থায় শক্তি শক্তিমানের সহিত আলিঙ্গিত থাকেন। আবার সেই শক্তি লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য মূর্ত্তরূপেও নিত্যকাল প্রকটিত থাকেন, তখন তাহা শক্তিমান হইতে ভিন্ন। এইরূপে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ একই স্বরূপ হইয়াও অনাদি কাল হইতেই আবার দুইরূপে লীলারস আস্বাদন করিতেছেন,—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥'[৫৯]

শক্তি ও শক্তিমানের—রাধা ও কৃষ্ণের উভয়ের মধ্যে 'তিনি রমণ ও আমি রমণী' এইরূপ ভেদবুদ্ধি লোপ হইয়া **মনে** উভয়ের একত্ব উপলব্ধি হওয়াই বিবর্ত্ত, যেরূপ দেহে ও আত্মায় ভেদবুদ্ধির লোপে উভয়কেই এক বলিয়া ভ্রম হয়। দেহকে দেহীর সহিত এক করিয়া অনুভব, রজ্জুকে সর্পের সহিত এক করিয়া অনুভব—বিবর্ত্ত, ভ্রম বা বিপরীত অনুভব; তদ্রূপ রমণকে রমণীর সহিত এক করিয়া অনুভব, রমণীকে রমণের সহিত এক করিয়া অনুভবও বিবর্ত্তবিশেষ। বস্তুতঃ ঐরূপ **বিবর্ত্তজ্ঞানকালে** দেহ ও দেহী, রজ্জু ও সর্প, রমণ ও রমণী—**দুইটির পৃথক সত্তা থাকে, মনে ঐরূপ ভ্রম**, বিপরীত জ্ঞান বা বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। উহা কেবল **ভ্রমানুভবীর অন্তঃকরণে উপলব্ধি** এবং চেষ্টাদির দ্বারা (যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করায় ভয়ে চীৎকার-প্রদানাদি বহিঃক্রিয়া) বাহিরেও প্রকাশ পায়। সেইরূপ রমণের সহিত রমণীর যে **ভেদজ্ঞান**, তাহা প্রীতিতে পেষিত হইয়া **এক হইয়া গিয়াছে—রমণ-রমণী এক হয় নাই**। ইহাই বিবর্ত্ত, ভ্রম বা বিপরীত জ্ঞান। এই বিবর্ত্ত বা বিপরীতজ্ঞান বা ভ্রম মনেতে হয় এবং যাঁহার ঐরূপ

---

৫৮ চৈ চ ১।৭।১২৩; ৫৯ চৈ চ ১।৪।৫৫-৫৬।

ভ্রম হয়, কেবল তিনিই এক বস্তুকে অন্যের সহিত এক করিয়া দেখেন, অন্য ব্যক্তি তাহা দেখেন না। কেবল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেরই মনে ঐরূপ পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান চলিয়া গিয়াছে, সখীগণ কিন্তু দুইজনই (রমণ ও রমণী) দর্শন করিতেছেন।

এই প্রেমবিলাসের তত্ত্বটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। শৃঙ্গার নামক নিপুণ শিল্পী (**স্থায়িভাব রতি**)—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের জতুরূপ চিত্তকে প্রেমের সাত্ত্বিক বিকারের উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া **স্নেহরসে** পরিণত করে এবং উভয়ের একত্র মিলনে **প্রণয়** ভাব প্রাপ্ত করাইয়া সুসখ্যের দ্বারা উভয়ের রমণ-রমণীরূপ পার্থক্যাভিমান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করিয়া নিত্য নবায়মান **রাগ**রূপ হিঙ্গুলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরঞ্জিত করায় উহার অন্তর-বাহির একরূপ হইয়া **মহাভাবে** পরিণত হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে **'নির্ধূতভেদভ্রমং যুঞ্জন্'**—এইরূপ উক্তি আছে, (১) **নির্ধূত-ভেদ**—নিঃশেষে অপগত হইয়াছে ভেদ (রমণ-রমণী-অভিমান) যাহাতে (যে চিত্তে), সেইরূপ যে ভ্রম, তাহাকে যুঞ্জন্—ঘটাইয়া—(চিত্তপক্ষে); (২) নিঃশেষে অপগত হয় ভেদ যাহা দ্বারা সেইরূপ 'ভ্রম' (এস্থানে 'ভ্রম' শব্দের অর্থ 'ভ্রমণ', ঘূর্ণিত করণ, আলোড়ন, ঘোটন, ফেটানো ইত্যাদি অর্থাৎ আলোড়নরূপ কর্ম্মের) **যুঞ্জন্**—অনুষ্ঠান করিয়া (জতুপক্ষে); **ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যোদরে**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহে যে সকল হর্ম্ম্য বা ধনিগণের (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রেমধনে ধনিগণের) অট্টালিকাসমূহ (অন্তঃকরণসমূহ) আছে, তাহাতে; **চিত্রায়**—(১) হিঙ্গুল ও জতুকে ঘুটিয়া বা ফেটিয়া একাকার করিয়া যে একটি বর্ণবিশেষ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই বর্ণের দ্বারা চিত্রিত করিবার জন্য (২) সহৃদয় (সমবাসন) প্রেমধনে ধনীর (প্রেমিকের) চিত্তকে চিত্রিত অর্থাৎ চমৎকৃত করিবার জন্য।

১। এস্থানে লাক্ষার অন্তর-বাহির হিঙ্গুলের রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ায় লাক্ষা বলিয়া আর জানা যায় না, হিঙ্গুলের আকারই ধারণ করিয়াছে। সেইরূপ চিত্তদ্বয়ের মহাভাবাকারতা।

২। বহুল পরিমাণে হিঙ্গুলের পুনঃ পুনঃ মিশ্রণের দ্বারা যেরূপ উত্তরোত্তর বর্ণের উৎকর্ষ বা ঔজ্জ্বল্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উভয়ের চিত্তে অনুরাগের উৎকর্ষে উত্তরোত্তর যে উন্নতোজ্জ্বল-রসের আবির্ভাব হয়, তাহা একমাত্র নায়ক-নায়িকাই জানিতে পারেন, অন্যে নহে।

৩। তথাপি শৃঙ্গার-রূপ নিপুণ শিল্পী উহার (উক্ত রঙের) দ্বারা সহৃদয় ধনবানের (সমবাসন প্রেমিকের) হৃদয়কে চিত্রিত (বিস্মিত বা চমৎকৃত) করিবার জন্য ভাবের বহিঃক্রিয়াদিরূপ ক্ষোভ জন্মাইয়া দেয়, তদ্দ্বারাই অন্য সহৃদয় ব্যক্তিও (মধুর রসের সমবাসন প্রেমিক ভক্ত) জানিতে পারেন।

উপরি উক্ত তিনটি কারণে বিবর্ত্তের সহিত সাম্য ১। রমণ-রমণীতে একাকার-বুদ্ধি,—যেমন রজ্জু ও সর্পে একবুদ্ধি (বিবর্ত্ত) ২। অনুরাগের উৎকর্ষে উত্তরোত্তর নবনবায়মান স্বসংবেদ্য (যাহা একমাত্র তাঁহাদেরই অনুভবগম্য, অপরের নহে) আস্বাদন। উক্ত দৃষ্টান্তে অন্ধকারাদির সহযোগে উত্তরোত্তর ভয়াদির উৎকর্ষ স্বয়ং অনুভাব্য—মনোভ্রম, দৃষ্টিভ্রম, বুদ্ধিভ্রম।

৩। তজ্জাত ক্রিয়াদির দর্শনে ও অনুভবে অন্যের বিস্ময় হয়।

মহাভাবের দুইটি বৈশিষ্ট্য—স্বসম্বেদ্যদশাত্মক এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব। স্বসম্বেদ্যত্বের কথা উপরে উক্ত হইল।

যাবদাশ্রয়বৃত্তিতার তাৎপর্য্য হইতেছে—ঘটের যে বৃত্তি—রূপ, তাহা ঘটেই থাকে, সেই রূপটি মঠে, পটে বা অন্যত্র থাকে না; তদ্রূপ মহাভাবের যে সকল বৃত্তি, তাহা মহাভাবস্বরূপেই থাকে, অন্যত্র নহে। যেখানে যেখানে রজ্জুতে সর্পভ্রম বা বিবর্ত্ত অথবা দেহে দেহিরূপ বিপরীতবুদ্ধি, সেখানে সেখানেই (রজ্জুপক্ষে) সর্পবুদ্ধি বা (দেহপক্ষে) আত্মবুদ্ধিজনিত ভয়, হর্ষাদির স্বয়ং অনুভবগম্যতা এবং তজ্জনিত চীৎকার, পলায়নাদি, তদ্দর্শনে অন্যেরও বিস্ময়।

প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত ও কেবলাদ্বৈতীর বিবর্ত্তবাদ

শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—'ততঃ স গীতং সরসালিপ্সীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্নোঽহতিকাষ্ঠা-প্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্য-

বাদীৎ'।[৬০]—শ্রীরামানন্দপাদ অনুরাগিণী সখীর আস্বাদিত এবং বিদগ্ধ নাগর-নাগরী যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া উভয়ের চিত্তের পরম একত্বসূচক একটি গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উভয়ের বিলাসমাত্রৈকতন্ময়তা-বশতঃই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের এইরূপ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছিল।

পরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমোৎকণ্ঠাহেতু শ্রীরাধার যে প্রেমোন্মাদের উদয় হয়, তৎফলে শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের সংযোগকালেও বিয়োগ, বিয়োগেও সংযোগ অনুভব করেন। গৃহ, সময়, সুখ, স্বপ্ন, শীত-গ্রীষ্মাদি সর্ব্ববিষয়েই বিপরীত অনুভব হয়—গৃহকে বন, বনকে গৃহ, ক্ষণকালকে মহাকাল, মহাকালকে ক্ষণ, নিদ্রাকে জাগরণ, জাগ্রতাবস্থাকে নিদ্রা, সুখকে দুঃখ, দুঃখকে সুখ, শীতকে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মকে শীত বলিয়া অনুভব করেন। যখন শ্রীরাধার এইরূপ বৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন অন্য এক মহান্ আশ্চর্য্য ঘটিয়াছিল। অহো! শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং কান্ত স্বভাবেরও বৈপরীত্য হইয়াছিল।[৬১]

শ্রীরাম রায়ের গীতিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিলাসের এইরূপ ভ্রম, বিপরীত-বুদ্ধি বা বিবর্ত্তের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীমতী তাঁহার সখীকে তাহা বলিতেছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ বিলাসকালের অবস্থায় সমস্ত ভেদভ্রম দূরীভূত হইয়া থাকিলে শ্রীরাধা তাহা পরে সখীর নিকট প্রকাশ করেন কিরূপে?

উত্তর—ইহা যেন অনেকটা সুষুপ্তিদশার মত, যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় 'সামানাধিকরণ্য' বলা হয়। আনন্দ বা সুখের অনুভব ও সুখানুভবস্মরণ একই অধিকরণের—একই ব্যক্তির ধর্ম্ম।

কিন্তু প্রেমবিলাসের এই অবস্থাটি হয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোমধ্যে। মনোভব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দুইটি সমবাসন মনকে পিষিয়া এক করিয়া দেয়—'দুঁহু মনোভব পেষল জানি' অথবা কৃতী শৃঙ্গার-কারু চিত্তজতুর সহিত অনুরাগ-হিঙ্গুলকে ঘুটিয়া ফেটিয়া একাকার করিয়া দেয়। অতএব এইরূপ প্রেমবিলাস-মাত্রৈকতন্ময়তাবশতঃ স্বরূপশক্তি ও স্বরূপশক্তিমানের—শৃঙ্গার-রসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভাবঘন-বিগ্রহা

৬০ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ১৩।৪৫; ৬১ শ্রীগোপাল চম্পূ পূর্ব্ব ৩৩ পূরণ ৮ম অনু।

শ্রীরাধার চিত্তের যে সম্পূর্ণ একাকারতা তাহা মায়াবাদীর বা বিবর্ত্তবাদীর জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের সহিত এক নহে। একমাত্র শ্রীব্রজলীলায়ই শৃঙ্গাররস বা প্রেমরস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোরাজ্যে এইরূপ নির্ধূতভেদভ্রম ঘটাইয়া থাকে বা উভয় চিত্তেরই একাকারতা সম্পাদন করে—তাঁহারা এক আত্মা বটে, কিন্তু দুই দেহ—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি' পরস্পর বিলাস করেন, রস আস্বাদন করেন। প্রীতিতে—সমবাসনা থাকে বলিয়া সমবাসন ব্যক্তিগণের চিত্তকেও এক বলা হয়—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সর্ব্বাতিশায়ী বলিয়া তথায় উভয়ের বাসনার মধ্যে—চিত্তের মধ্যে কণামাত্রও পার্থক্য থাকে না।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত ও প্রেমবিলাস-বিকৃতি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সমবাসন চিত্ত কেবল এক হয় না, উহার রেণু-পরমাণু পর্য্যন্ত মনোভবের (শৃঙ্গারের) দ্বারা পিষিয়া এক হইয়া যায় এবং উহার অন্তরে বাহিরে প্রচুর রাগ-হিঙ্গুলের দ্বারা মথিত হইয়া মহাভাবের নানা বৈচিত্রী প্রকাশিত হয়। তাহা হইলেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দেহ দুইটি লীলাবিলাসের জন্য পৃথকই থাকে—শ্রীব্রজলীলায় 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ লাগি, শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গ ঝুরে,' কিন্তু যে স্থানে অঙ্গ দুইটিও আর পৃথক থাকে না, শ্যামের (রমণের) চিত্ত ও অঙ্গ দুইই গৌরাঙ্গীর (রমণীর) চিত্ত ও অঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়—যাহা **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের চরম পরিণাম, তাহাই হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—**

সেই দুই এক এবে—চৈতন্য-গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥[৬২]
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্॥[৬৩]

ইহা প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত বা ভ্রম মাত্র নহে, ইহা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিকৃতি

---

৬২ চৈ চ ১।৪।৫৭ ; ৬৩ ঐ ১।১।৫ ধৃত শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ কড়চা-বাক্য।

বা পরিণাম। ভ্রম কিছুক্ষণ থাকে, আবার সময় সময় চলিয়াও যায়, যেমন শ্রীরাধা-রাণী যখন সখীর নিকট স্বীয় মানসিক ভ্রমের বিষয় বর্ণন করিতেছেন, তখন তাঁহার ভ্রম বা বিপরীত জ্ঞান নাই—কিন্তু প্রেমের পরিণামে যে ভাব ও কান্তির নিত্যসিদ্ধ রূপায়ণ হয়, তাহা কখনও তিরোহিত হয় না। এই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিণতিই সর্ব্বসাধ্যের শেষসীমাপ্রাপ্ত পরমাবস্থা শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

রাই-অঙ্গ-ছটায়, উদিত ভেল দশ দিশ, শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন, রাই রূপে চৌদিগে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী, গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন, গৌর তরু গৌর ফল-ফুলে॥
গৌর যমুনা-জল, গৌর ভেল জলচর, গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি, গৌর চান্দ তার সাথী, গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল, রাইরূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপ নয়, দুহুঁ তনু একই মিলিত॥[৬৪]

---

৬৪ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৬৫১

বিংশ প্রকাশ

কল্পকাল অপ্রদত্ত স্বভজন-সম্পত্তির দাতা পরতত্ত্বসীমা

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ * * *'

'চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান'

স্বয়ং ভগবান রসরাজ শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী (ব্রজগোপীভাবের দ্বারা পরমোৎকর্ষসীমাপ্রাপ্ত) স্বভক্তি-সম্পত্তি তাঁহার লীলা-পরিকরগণের সহিত আস্বাদন ও ভক্তসম্প্রদায়কে লীলার দ্বারে দান করেন। একমাত্র শ্রীযশোদানন্দন ব্যতীত এই উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি অন্য কোন ভগবৎস্বরূপ দান করিতে পারেন না। শ্রীদেবহূতি-নন্দন লীলাবতার ভগবান শ্রীকপিলদেব এই কল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীদেবহূতিকে সকল রসের রাগভক্তির কথা বলিলেও[১] শ্রীযশোদানন্দনের নিজস্ব উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা মাতার নিকট প্রকাশ করেন নাই। আর শ্রীমুকুন্দ তাঁহার ভজনকারিগণকে প্রায়শঃ মুক্তিই দান করেন; ক্বচিৎ প্রেমদান করেন।[২] তাহাও অযাচকে বা কোন প্রকার নিজ-সম্বন্ধগন্ধরহিত ব্যক্তিকে নহে। মহারাজ অন্তঃপুরে কল্পতরুরূপে সর্ব্বস্ব দান করিলে তাহাতে তাঁহার মহাদাতৃত্ব ও দানের অদ্ভুতত্ব প্রকাশিত হয় না। কিন্তু পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট কল্পতরু হইয়া নিজস্ব সুদুর্ল্লভ সম্পত্তি বিতরণেই মহাবদান্যতা-পরাকাষ্ঠা ও পরম চমৎকারিতা প্রকাশিত হয়।

যে বিশেষ দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীযশোদানন্দন অবতীর্ণ হয়েন, তাহারই সন্নিহিত কলিতে তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ শ্রীশচীনন্দনরূপে প্রকটিত হয়েন। 'কুপুত্রো

১ ভা ৩।২৫।৩৮ ও ভক্তিসন্দর্ভ ৩১০ অনু; ২ ভা ৫।৬।১৮।

জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি' * এই উক্তির পরম সার্থক-কারিরূপে বাৎসল্যে মাতৃকোটিশিরোমণি শ্রীশচীনন্দন 'চিরকাল' অর্থাৎ এক কল্পকাল যাবৎ যাহা প্রদত্ত হয় নাই, তৎপূর্ব্বকল্পেও একমাত্র তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই স্বভজন-সম্পত্তি অযাচকে—পতিত পাষণ্ডী সকলকে অবিচারে অকাতরে ধান্যরাশির ন্যায় বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীশচীনন্দনকে বলিতেছেন,—

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥৩

হে রসরত্নাকর! বেদে, বেদের শিরোভাগ উপনিষদাবলীতে যাহা ভক্তি-স্বরূপপ্রকাশক ভাবে অর্পিত হয় নাই, অতি অস্ফুট ইঙ্গিতে মাত্র উক্ত হইয়াছে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাহা শ্রীব্যাসাদি অবতারের মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, সেই ভক্তিরত্ন তুমি এই পৃথিবীতে (ধান্যরাশির ন্যায়) সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ নিঃক্ষেপ (বিতরণ) করিতেছ! হে শচীনন্দন! হে মুকুন্দ! হে প্রভো! এই অধমজনে কৃপা কর।

বারি-ব্রহ্মস্বরূপা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা বিগলিতকরুণার মহাপ্লাবনমূর্ত্তিরূপে ধূর্জটির জটাজালকে বাহন করিয়া বিভিন্ন ধারায় জগতে প্রকাশিত হইলে মুনি, ঋষি, মহৎ, সাধু-ভক্ত, পাপী-তাপী জনসাধারণ, কীটপতঙ্গ, তরুগুল্মলতা, প্রস্তর-পঙ্ক সকলেই গঙ্গার স্পর্শলাভ করিয়া সঞ্জীবিত, পবিত্রীকৃত, পরিতৃপ্ত, জগৎপূজিত ও উল্লসিত হইতে পারেন। এইরূপ সর্ব্বতিশায়ী করুণা স্বয়ং বিগলিত-ব্রহ্মস্বরূপা গঙ্গা ব্যতীত আর কাহারও বিতরণ করিবার শক্তি নাই। মহাদেব সেই বিগলিত করুণার বাহনমাত্র, কিন্তু স্বয়ং মূলদাতা নহেন। মুনি, ঋষি, সাধু, মহদ্গণও

* দেব্যপরাধক্ষমাপন স্তোত্র। মহাপ্রভুকে এই বলিয়া স্তব করিতে হয় নাই; তিনি স্বয়ংই পতিত পাষণ্ডীকে যাচিয়া প্রেম বিতরণ করিয়াছেন।

৩ শ্রীরূপকৃত তৃতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টকে ৩য় শ্লোক।

যাঁহার যতটা আধার বা পাত্র আছে, তিনি ততটা আহরণ এবং ততটুকু পর্য্যন্ত বিতরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের পাত্রস্থ বারিব্রহ্ম প্লাবন আনিতে পারেন না—সকলকে ডুবাইতে পারেন না—সেরূপ বিচিত্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস মূলগঙ্গা ব্যতীত অন্যত্র হয় না। সেই প্রেমমহাপ্লাবনমূর্ত্তি মাদনমহাভাবমহোৎসবমূর্ত্তি শ্রীরাধার ভাবকান্তি-মণ্ডিত রসরাজশ্রীকৃষ্ণস্বরূপ জগতে যে প্রেমবন্যা—যে ভক্ত্যানন্দ—যে আনন্দ-চিন্ময়রস বিতরণ করিয়া সকলকে ডুবাইতে পারিয়াছেন, তাহা শ্রীশিবতুল্য ভগবৎ-প্রিয়তম মহদ্গণ বা কোনও ভগবৎস্বরূপও দান করিতে পারেন না।

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥[৪]

শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া যে কৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, সেই পরম করুণ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম, যাহা বহুকাল যাবৎ প্রদত্ত হয় নাই (অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বকল্পে শ্রীগৌরই বিতরণ করিয়াছিলেন)এইরূপ নিজ গুপ্ত সম্পত্তি যে স্বপ্রেম-নামামৃত অতিশয় ঔদার্য্যবশতঃ আপামর জনতাকে বিতরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম।

তামিল আলোয়ারগণ ও উন্নতোজ্জ্বলরস

কেহ কেহ মনে করেন, তামিল আলোয়ারগণ হইতে ব্রজগোপীর উজ্জ্বলরসোপাসনার কথা সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ আলোয়ারগণের নায়ক বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণ, শ্রীবরাহ, শ্রীবামন, শ্রীপয়োব্ধিশায়ী, শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণু, দাশরথী শ্রীরাম, শ্রীবাসুদেবকৃষ্ণ ও বিষ্ণুর অর্চ্চাবতারগণ। আলোয়ারগণের মতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণের বিভবাবতার এবং শ্রীরাধা শ্রীনারায়ণ-মহিষী শ্রীনীলাদেবীর অবতার মধ্যে গণিত। শ্রীকৃষ্ণ নীলাদেবীকে লাভ করিবার জন্য সপ্ত বৃষভকে দমন করেন, ইহা শ্রীনম্মা আলোয়ারের গাথায়[৫] দৃষ্ট হয়। উক্ত বৃষভ-দমনলীলাটি

৪ চৈ চ ২।২৩।১ ; ৫ শ্রীসহস্রগীতি ৩।৫।৪।

শ্রীমদ্ভাগবতে[৬] দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নাগ্নজিতী শ্রীসত্যার পাণিগ্রহণের বীর্য্যশুল্ক-রূপেই বর্ণিত আছে। শ্রীপাদ নম্মা আলোয়ার বৈকুণ্ঠ-সেনা-নায়ক বিষ্বক্সেনের অবতার এবং তিনি বলিয়াছেন,—নিত্যস্থরিগণের প্রাপ্যভূমি শ্রীশৈলই তাঁহার প্রাপ্যভূমি[৭]। তিনি সারূপ্য-সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন[৮] এবং বলিয়াছেন,—আমার স্বামী দীর্ঘচতুর্ভুজধারী[৯]। "অহং অক্রমেণ সংশ্লিষ্টা"—আমি ক্রমলঙ্ঘন করিয়া নায়কের সহিত মিলিত, শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠস্থরির এই উক্তিতেও পরকীয়ভাবের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। 'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।'[১০] শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে জানা যায়, শ্রীব্রজগোপীর আনুগত্য ব্যতীত স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীরও রাসে অধিকার লাভ হয় নাই।[১১] ক্রমমুক্তির বিপরীত অক্রম-সংশ্লেষ বা সদ্যোমুক্তি। আলোয়ারগণের নায়িকাভাবও বহুমুখী, একান্ত ব্রজেন্দ্রনন্দননিষ্ঠ অব্যভিচারী গোপী-ভাবের অনুরূপ নহে।

শ্রীঅণ্ডাল আলোয়ার (শ্রীগোদাদেবী) কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'শ্রীব্রত', যাহা তাঁহার 'তিরুপ্পাবৈ' গাথার বিষয়, তাহাতেও দেখা যায়—তিনি স্বগ্রামস্থ কুমারীগণকে একত্রিত করিয়া বটপত্রশায়ী শ্রীঅর্চ্চাবতারের নিকট সদলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত অর্চ্চার শ্রীমন্দিরকে 'নন্দালয়' এবং নিজদিগকে 'ব্রজকুমারী' ভাবনা করিয়া দ্বারপাল, নন্দমহারাজ, যশোমতী, শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধাকে জাগাইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছেন (পরস্পরং ভোগ্যভূতা ভবামঃ কিল)। তাঁহারা নন্দালয়ে গমনকালে অন্তঃপুরস্থা সখীকে বলিতেছেন,—"শঙ্খেন চক্রং ধরদ্ বিশালভুজং পঙ্কজনেত্রং গাতুং শয্যাতঃ উত্থাপনায় গাতুং" ইত্যাদি, আমরা শঙ্খের সহিত চক্রধারী বিশাল-ভুজ কমললোচনের গান করিতে—তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইবার গাথা কীর্ত্তন করিতে যাইতেছি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে,[১২] শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকরে,[১৩] শ্রীরূপের শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে[১৪] কথিত নিঃশব্দে, অতি সংগোপনে,

৬ ভা ১০।৫৮।৪৩-৪৭ ; ৭ শ্রীসহস্রগাতি ২।১০।৭-১০ ; ৮ ঐ ২।৩।১০ ;
৯ ঐ ২।৫।৮ ; ১০ চৈ চ ১।৪।৪৭ ; ১১ ভা ১০।৪৭।৬০ ;
১২ নাট্যশাস্ত্র ২২।২১৮ ; ১৩ রসার্ণবসুধাকর ১।১৩৮ ; ১৪ উজ্জ্বল নী নায়িকা ৭১।

একাকিনী অথবা একটিমাত্র স্নেহশীলা সখীর সহিত কান্তের সঙ্কেতস্থানে কান্তার গমনরূপ 'অভিসারের' লক্ষণ, অথবা শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদি রসশাস্ত্রোক্ত কুঞ্জভঙ্গের লক্ষণ কিংবা কন্যকাপরকীয়ার কোন ভাবের কোন লক্ষণই শ্রীগোদাদেবীর উক্ত আদর্শে নাই। এই স্থানে শঙ্খচক্রধারী ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দেবলীল ভগবানই নায়ক। কিন্তু ব্রজকুমারীগণের কাম্য একমাত্র নন্দগোপসুত 'দেবতা বা ভগবান' নহেন। তাঁহারা শ্রীনন্দসুতকে কান্তরূপে পাইবার জন্যই সৈকতী প্রতিমায় অতি গোপনে বনের অভ্যন্তরে দেবতান্তরের পূজা করিয়াছেন। সযূথ শ্রীগোদাদেবীর ব্রতানুষ্ঠানের বিষয় এবং ব্রত সমাপনান্তে শাস্ত্রবিধিসম্মত বিবাহাদির বিষয় সকলেই জানিতেন, কিন্তু ব্রজকুমারীগণের আদর্শ সম্পূর্ণ তদ্‌বিপরীত।

বিশেষতঃ—"গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। গোপী-রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন॥ শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥ ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥"[১৫] শ্রীরঙ্গমবাসী আলোয়ার-সম্প্রদায়ের শ্রীবেঙ্কট ভট্টের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই উক্তি এই স্থানে স্মরণীয়। অতএব শ্রীগোদাদেবীর ভাব শ্রীবৈকুণ্ঠেরই ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভাব-বিশেষ। তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী নীলাদেবীর অবতার বলিয়াই তৎসম্প্রদায়ে পূজিত।

শ্রীপাদ পরকালসূরির নায়িকাভাবে যে 'মড়ল-গ্রহণ' ব্যাপার (প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে বিবাহিত পত্নীকে স্বামী ত্যাগ করিলে তুদ্ধর্ষা স্ত্রী মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিচিত্র বসন-ভুষণাদিতে ভূষিত হইয়া রাজপথে দণ্ডায়মানা হইয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক স্বামীকে লজ্জা দিয়া পুনর্গ্রহণে বাধ্য করিত) তাহাও সম্ভোগ-কামিনী স্বকীয়া-পত্নীবিষয়ক এবং সমর্থা-রতিবিশিষ্টা নায়িকার সম্পূর্ণ ভাববিরুদ্ধ।

শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গধনুর অংশাবতার শ্রীমৎপরকালস্বামীর গাথার নায়ক কৃষ্ণের

১৫ চৈ চ ২।৯।১৩৩-১৩৬।

আবাস-স্থান—বদরিকা,[১৬] ব্রজভূমি নহে। শ্রীরূপপাদ বলেন,—

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ-হৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥[১৭]

শ্রীজীব—"উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকা-নাথোঽপি"।

নানাবতারের একান্তী (দাস্যাদিপ্রেমৈকমাধুর্য্যাস্বাদক) ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দ্বারা অপহৃতচিত্ত প্রেমিকগণই শ্রেষ্ঠ। কারণ পরব্যোমাধীশ শ্রীনারায়ণ, এমন কি শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মন হরণ করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসের (মাধুর্য্যের) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। রসের স্বভাববশতঃই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নয়ত্রিপদী-শ্রীরঙ্গমাদি আলোয়ারগণের পীঠস্থানে ভ্রমণ এবং দীর্ঘকাল (চাতুর্ম্মাস্যব্যাপী) অবস্থানকালে দিব্যগাথাসমূহে ব্রজগোপীভাবের আনুগত্য বা আদর্শ দেখিতে পাইলে শ্রীরঙ্গমে শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিকট আলোয়ার-সম্প্রদায়ের রসসিদ্ধান্তের অসম্পূর্ণতা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণ[১৮]-দ্বারা প্রদর্শন করিতেন না। যদি শ্রীচৈতন্য ব্রজগোপীর ভাবের অনুকূল কোন গাথাদি আলোয়ারগণের লীলাভূমিতে প্রাপ্ত হইতেন, তবে দক্ষিণ দেশ হইতে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি পুঁথি বা অন্যান্য কবিকৃত ব্রজভাবোদ্দীপক শ্লোকাদি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তদ্রূপ আলোয়ারগণেরও দিব্যগাথা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তামিল দিব্য-গীতিসমূহের তাৎপর্য্যাদি শ্রীমদ্‌বেদান্তদেশিক-(১২৬৮-১৩৬৯ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্যরত্নাবলী' (সংস্কৃত পদ্যাবলী), দ্বিতীয় সৌম্যজামাতৃমুনি বা শ্রীবরবর-মুনি-(১৩৭০-১৪৪৩ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎসঙ্গতি' (সংস্কৃতপদ্যাবলী) প্রভৃতিতে

---

১৬ পেরিয় তিরুমড়ল ১।৩।১-৯; ১৭ ভ র সি ১।২।৫৮-৫৯; ১৮ ভা ১০।১৬।৩৬, ১০।৪৭।৬০।

সংস্কৃত ভাষায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত ছিল। উক্ত আচার্য্যগণের বিভিন্ন ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাক্যাবলী গোস্বামিগণ স্ব-স্ব-গ্রন্থে আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু রসপ্রস্থানের মধ্যে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

শ্রীপাদ কুলশেখর আলোয়ারের "জয়তি জয়তি দেব দেবকীনন্দনোঽসৌ"[১৯] ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভু রথাগ্রে দ্বারকালীল শ্রীজগন্নাথের স্তব করিয়াছেন, উন্নতোজ্জ্বল রসের কোন কথা আলোয়ারগণের কোন পদে নাই বলিয়াই মহাপ্রভু লৌকিক কবির "যঃ কৌমারহরঃ"[২০]শ্লোকটি ব্রজভাবের উদ্দীপনালম্বনরূপে গান করিতেন। শ্রীকুলশেখরের "দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো"[২১] শ্লোকটিকে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে দাস্যভাবের স্থায়িভাব প্রীতির উদাহরণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে উজ্জ্বলরসের বিষয় বর্ণনকালে শ্রীকুলশেখরাদি আলোয়ারের একটি শ্লোকও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ হালসাত-বাহন, শিঙ্গভূপাল, বিষ্ণুগুপ্ত, উমাপতিধরাদি তথা শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেবাদি বহু লৌকিক ও অলৌকিক রসবিদ্‌গণের বহু শ্লোক উজ্জ্বল রসের বিভিন্ন প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীরূপপাদ তাঁহার পদ্যাবলীতে শ্রীকুলশেখর আলোয়ারের একাধিক পদ্য এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের (?) একটি শ্লোক যথাক্রমে শ্রীভগবন্নাম-সামান্য-সঙ্কীর্ত্তনে (শ্রীগোপীজনবল্লভের নহে) ও দাস্য-ভক্তি-প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীযামুনাচার্য্যপাদের স্তোত্ররত্নের শ্লোকাবলীও গোস্বামিপাদগণ সাধারণ ভক্তিপ্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন, রসসিদ্ধান্ত-মধ্যে নহে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে,[২২] শ্রীজীবগোস্বামমিপাদ শ্রীসংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণীতে[২৩] সহস্রগীতির তাৎপর্য্যরচয়িতা (দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্য-রত্নাবলীর রচয়িতা) শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্যের নাম বহু মর্য্যাদার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। সহস্রগীতিতে ব্রজগোপীর পরকীয় মধুরভাবের কথা থাকিলে

---

১৯ মুকুন্দমালা ২য় শ্লোক; ২০ কাব্যপ্রকাশ ১।৪, সাহিত্যদর্পণ ১।১০, পদ্যাবলী ৩৮৬;
২১ মুকুন্দমালা ৬ষ্ঠ শ্লোক; ২২ হ ভ বি ১৫।৬৮ ও টীকা; ২৩ সং বৈ তো ১০।৮৭।২।

শ্রীগোস্বামিপাদগণ নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ করিতেন। দাক্ষিণাত্যবিপ্রবর শ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামিপাদ, যিনি ষট্‌সন্দর্ভের আদি সংক্ষেপ-সূত্রকর্ত্তা, তিনিও দিব্যসূরি আলোয়ারগণের কেবলা মাধুর্য্যময়ী উপাসনার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই, অথচ ষট্‌সন্দর্ভে আলোয়ার-সম্প্রদায়ের মহদ্‌গণের (শ্রীজামাতৃ মুনি প্রভৃতির) ভক্তিসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীযামুনাচার্য্যপাদের স্তোত্ররত্নের সিদ্ধান্ত এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের বহু বেদান্তসিদ্ধান্ত ও বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদের পিতৃব্যদেব ও গুরুদেব শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, যিনি পূর্ব্বে আলোয়ার-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার যাবতীয় রসগ্রন্থেই আলোয়ার-সম্প্রদায়ের রসবিচারের ন্যূনতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে, শ্রীবৃন্দাবন-শতকাদি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক গোপীপ্রেমের বিচার

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলোপাসনার কথা তাঁহার দশশ্লোকীতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তৎকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষায়[২৪] শ্রীরাধিকাকে দ্বারকার কৃষ্ণমহিষী শ্রীরুক্মিণী-শ্রীসত্যভামার সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজের মধ্যে তারতম্য নাই। তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীগিরিধর প্রপন্নজীও লঘুমঞ্জুষা[২৫] ভাষ্যে উক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজীর শ্রীগীতা-তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকায়ও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় নররূপের অধীনই যে বিশ্বরূপ এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই সিদ্ধান্তে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন মাধুর্য্যের কথা নাই।

---

২৪ রুক্মিণীসত্যভামাব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমো বাসুদেবঃ সাম্প্রদায়িভির্বৈষ্ণবৈঃ সদোপাসনীয়ঃ। দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ স্বপ্রীত্যনুরূপেণোভয়বিধত্বাৎ তস্য নাত্র তারতম্যভাবঃ। * * * ইত্যুভয়বিধস্যাপি ধ্যানস্য মোক্ষহেতুশ্রবণাদুভয়স্য তুল্যফলত্বাদ্ ধ্যেয়ত্বাঽবিশেষ ইতি সাম্প্রদায়রাদ্ধান্তঃ (শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ১।৫; ২৫ লঘুমঞ্জুষা ১ম কোষ্ঠ ৫ম শ্লোক ব্যাখ্যা।

শ্রীমৎকেশবকাশ্মীরী-শিষ্য শ্রীভট্টজীতে শ্রীরূপপাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব ও অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভট্টজী-লিখিত হিন্দী 'যুগলশতকে' সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোল-লীলাদির পদ দ্রষ্টব্য। শ্রীভট্টের শিষ্য শ্রীহরিব্যাস আরও অগ্রসর হইয়া শ্রীরূপের কেবল ভাব নহে, ভাষা-কারিকা প্রভৃতি (সং ভা শ্রীকৃষ্ণামৃত ১২ সংখ্যার সহিত তুলনীয়) অনুকরণে তৎকৃত সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলিতে দশ-শ্লোকীর ৪র্থ শ্লোকাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীহরিব্যাসের "মহাবাণী অষ্টকাল-সেবাসুখে" অষ্টকাল-সেবা-পদ্ধতি শ্রীরূপের সম্পূর্ণ অনুকরণে রচিত হইয়াছে। শ্রীহরিব্যাস সিদ্ধান্তরত্নাবলীর টীকায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে তৎসম্প্রদায়ে চিরপ্রসিদ্ধ শ্রীসুদর্শনচক্রের অবতারের পরিবর্ত্তে শ্রীরঙ্গদেবী সখীর অবতার এবং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সখীভাবের উপাসক—এই অভিনব মত প্রথম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদ স্বয়ং বেদান্তপারিজাত-সৌরভে[২৬] রমাকান্ত পুরুষোত্তমকেই কিন্তু পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ—দেবলীল।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা শ্রীরাধা—যাহা শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে সমুজ্জলিত, তাহা শ্রীনিম্বার্ক বা তৎসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের টীকাচার্য্য শ্রীশুকদেবের সিদ্ধান্তপ্রদীপে[২৭] শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রেম-ব্যবহারে সাধারণ ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্য-গর্ব্ব এবং শ্রীরাধার মানকে শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্বাদি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তেরই ন্যায় এক কক্ষায় স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা শ্রীজয়দেবের[২৮] মূল সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। "অনয়ারাধিতো নূনং"[২৯] শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ সকলেই অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে শ্রীরাধার নাম, চরমোৎকর্ষ এবং স্বাধীনভর্ত্তৃকা শ্রীরাধার সেবারস-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপমতে শ্রীরাধার দাসীর প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ ব্যবহার এবং কার্য্যতঃ স্বেশ্বরীকে বঞ্চিত করিয়া দাসীরই তাহা সম্ভোগ বা আত্মসাৎ করিবার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় তাহা

---

২৬ শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ব্রহ্মসূত্র ১।১।১ ; ২৭ ভা ১০।২৯।৪৮ সিদ্ধান্ত-প্রদীপ-টীকা ;
২৮ শ্রীগীতগোবিন্দ ৩।১-২ ; ২৯ ভা ১০।৩০।২৮।

শ্রীরূপপাদ প্রদর্শিত মঞ্জরীর ভাব ও আদর্শ হইতে বহু নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে। 'একা ভ্রূকুটিমাবধ্য'[৩০] ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতে 'মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থ-মান-কৌটিল্যবতী'র কথা বলা হইয়াছে, শ্রীগীতগোবিন্দে সেই শ্রীরাধারই বর্ণন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপে বা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে প্রকাশিত শ্রীরাধা শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত[৩১]।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের রসসিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবৃন্দের কৃপালাভ করিবার পূর্ব্বে বালগোপাল-মন্ত্রোপাসক শ্রীবল্লভাচার্য্যের সুবোধিনী টীকা ও যে যে ভক্তিরস-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীরাধার পারম্য বিচার নাই। "অনয়ারাধিতো নূনং" শ্লোকের টীকায়ও শ্রীরাধার নামগন্ধের উল্লেখ নাই। এমন কি, পূর্ব্বোক্ত (১০।৩২।৬) শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ যে স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষব্যঞ্জক প্রণয়রস আস্বাদন করিয়াছেন, সুবোধিনী টীকায় সেই গোপীকে তামসী ও তাঁহার প্রণয়-ব্যবহারকে তমোভাবোত্থ বলা হইয়াছে—"তামসী তমসা ভ্রূকুটিমাবধ্য কটাক্ষৈপৈঃ ঘ্নন্তীব ঐক্ষত" (সুবোধিনী)। শ্রীবল্লভাচার্য্য সুবোধিনীর দশম তামস-ফল-প্রকরণে[৩২] কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখ ও সংযোগজাত সুখের দ্বারা প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্যের বিনাশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে খণ্ডন করিয়াছেন[৩৩]।

সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপালাভ করিবার পর শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে 'শ্রীরাধিকারমণ' (শ্রীকৃষ্ণাষ্টক ২য় শ্লোক), 'রাধাবরপ্রিয়' (ঐ ৬ষ্ঠ শ্লোক), 'শ্রীরাধিকাবল্লভ' (ঐ ৯ম শ্লোক) ইত্যাদি নামে বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পরমভাগবত শ্রীপাদ বিট্ঠলাচার্য্যও শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের সঙ্গ-প্রভাবে শ্রীস্বামিন্যষ্টকম্, শ্রীরাধাপ্রার্থনা-চতুঃশ্লোকী প্রভৃতি স্তবে শ্রীরাধিকাকে নিজেশ্বরী ও

---

৩০ ভা ১০।৩২।৬; ৩১ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ১।৫ দ্রষ্টব্য; ৩২ ভা ১০।২৯ অধ্যায়; ৩৩ ভা ১০।২৯।১০-১১ সারার্থদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাবশীভূত নায়করূপে বর্ণন এবং শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের টীকা, শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা ও শৃঙ্গার-রসমণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। *

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীজয়দেব

লৌকিক বিচারকগণ অনুমান করেন, শ্রীজয়দেব হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজরসোপাসনার সন্ধান পাইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং প্রেমকল্পতরু হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বয়ংই একাধারে প্রেমফলের মালাকার, দাতা ও ভোক্তা আর শ্রীজয়দেবাদি সেই আকর প্রেমামরতরুর রসপিপাসু বা কৃপাকণাপ্রার্থী কিংবা কৃপাসিদ্ধ একতম মহাজন। শ্রীজয়দেবকে কবিগুরু বলিলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই গুরুকুলের স্রষ্টা—কবিসমষ্টিগুরু। শ্রীগৌরাঙ্গ এক অদ্বিতীয় লীলাপুরুষোত্তম, আর শ্রীজয়দেবাদির ন্যায় মহাকবি দুর্লভ হইলেও তাঁহাদের সমকক্ষ আরও

* শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের কয়েকজন বিখ্যাত গবেষক লিখিয়াছেন,—

There is no stotra or writing of Vallabhacharya to our knowledge where Radha is extolled in the strain in which Vittalesvara has done * * His commentary on Krishnapremamrita (কৃষ্ণপ্রেমামৃত) and Sringararasamandana (শৃঙ্গাররসমণ্ডন) may be due to Chaitanya mould of thought (—Introduction of Sri Brahmasutra Anubhasya of Sri Vallabhacharya by M. Tulsidas Teliwala p 4)

Vallabha and his followers concentrate their Bhakti on Krishna as the Divine Child (বালগোপাল). This makes their Bhakti one of the Vatsalya kind, which is the love of the parent for the Child. (—Sri Vallabhacharya, Life, Teachings and Movement by Bhai Manilal C. Parekh, Rajkot 1943 p 154).

"Although Radha is worshipped in the company of Krishna in this (Vallabhacharya) school, she does not enjoy as much prominence as she does in the Vaishnavism of Sri Chaitanya" (The System of Vallabhacharya by G. H. Bhatt M. A. p 607 published in the Cultural Heritage of India. Vol-I (first edition) Belur Math, Cal.

হইতে পারেন। অক্ষয় শ্রীচৈতন্য-লীলা-সরোবর হইতে শত শত ধারে প্রবাহিত কৃষ্ণলীলাসার গান করিবার জন্য শত শত জয়দেব-বিল্বমঙ্গল-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাসাদি রসজ্ঞগণের অনুভূত শ্রীরাধাস্বরূপ তাঁহাদের স্ব-স্ব-কৃপাসিদ্ধি অনুযায়ী প্রকাশিত স্বরূপে বা আদর্শরূপে বর্ত্তমান আর শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই একীভূত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ-স্বরূপ।

ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধাপ্রাণপ্রেষ্ঠা শ্রীললিতা-বিশাখা-তুঙ্গবিদ্যা-রূপমঞ্জরী-রসমঞ্জরী (শ্রীস্বরূপ-রামরায়-প্রবোধানন্দ-রূপ-রঘুনাথ) প্রমুখ ভক্তিরসিক শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের যে রহঃলীলাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকারিণী, শ্রীজয়দেব-শ্রীবিল্বমঙ্গল-শ্রীবিদ্যাপতি-শ্রীচণ্ডীদাসাদি কৃপাসিদ্ধ রসিকগণ সিদ্ধস্বরূপেও তাহাতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েন না। শ্রীজয়দেবাদির পদাবলীতে একান্ত স্বসুখবাসনা-গন্ধরহিতা মঞ্জরীর ভাবের কথা সুব্যক্ত হয় নাই, যেরূপ শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের গাথায় দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই শ্রীজয়দেবাদির আনুগত্যে ভজন করেন না, তাঁহারা শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের আনুগত্যেই সাধক ও সিদ্ধ উভয় দেহেই ভজন করেন। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কাব্যে মাদনমহাভাববতী শ্রীরাধার যে সকল ভাববৈচিত্রীব মৌলিক বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়, শ্রীজয়দেবাদির কাব্যে সেই পর্য্যাপ্তি ও বৈচিত্রী দৃষ্ট হয় না। নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনুকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্তরে বাহিরে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় লীলায় দর্শন এবং তাঁহার ভাববৈচিত্রীসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষাৎশক্তিসঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদের কাব্যে রসসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, আর শ্রীজয়দেবাদি কৃপাসিদ্ধ মহাজন মানস-মুকুরে প্রতিফলিত রসমূর্ত্তিকে কৃপাশক্তি-প্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির রসসিদ্ধান্ত ও শ্রীরূপ-পাদ

শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে পরকীয়াভাবের রসোল্লাসের কথা পাওয়া গেলেও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে[৩৪] ও শ্রীনাটকচন্দ্রিকায়[৩৫] শ্রীরূপ যে ভাবে একান্ত

৩৪ উজ্জ্বল নায়িকা প্র ৩; ৩৫ নাটকচন্দ্রিকা ১০।

অপ্রাকৃত গোকুল-ললনা-নিষ্ঠ পরকীয়া-ভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন, বিদ্যাপতি-প্রভৃতির পদে তাহা দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরূপপাদের লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রে বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে পরকীয়া-নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে সূর্য্যপূজাদি মধ্যাহ্নলীলার অবতারণা আছে, তাহা প্রকৃত বিদ্যাপতির কোনও পদে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ শ্রীরূপের প্রদর্শিত মণিমঞ্জরীর আদর্শ শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে দুর্লভ। চতুর্থতঃ শ্রীরূপানুগ মহাজনগণ যেরূপ তাঁহাদের রাগানুগ ভজনের অঙ্গস্বরূপ করিয়া রাগমার্গীয় গুরুপাদপদ্ম-প্রদর্শিত সিদ্ধদেহানুসারী সর্ব্ব-স্বসুখ-বাসনাগন্ধবিবর্জ্জিতা মঞ্জরীরূপে সখীর অনুগা হইয়া পরমসাধ্য কুঞ্জসেবাপর গীতিকাব্যের অব্যভিচারিণী সেবা করিয়াছেন, তাহাও অন্যত্র সুদুর্লভ। যূথেশ্বরীর উপভোগের অনুমোদনাত্মক ভাবও (যাহা উপভোগ-বাসনাহীন সখীমঞ্জরীগণের ভাব) যে কান্তাভাব, ইহা শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ[৩৬] এবং তদনুগ-সম্প্রদায়[৩৭] ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের রসবিদ্ই প্রতিপাদন করেন নাই। শ্রীরূপের সদোপাস্য শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরহরি পর্য্যন্ত স্বলীলায় মঞ্জরীভাব প্রকট করিয়া রাগানুগ ভজনের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব রসিকসম্প্রদায়ের সার্থকতা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীলীলাশুক, কবিভূপতি শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনগণ যিনি যে পরিমাণ ব্রজরসের মধুরিমা আস্বাদন ও জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা সমস্তই শ্রীগৌরহরিরই ইচ্ছাশক্তি ও লীলাশক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়াই করিয়াছেন। যেরূপ কোনও সার্ব্বভৌম সম্রাটের সাম্রাজ্যাভিষেক বা দিগ্‌বিজয়োৎসবের বহু পূর্ব্ব হইতেই খণ্ডমণ্ডলেশ্বরগণ, বিভিন্ন রাজপুরুষগণ, কবি-চারণ-নর্ত্তক-বাদক-ভাট এবং নানা কলাবিদ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ সার্ব্বভৌম সম্রাটের সম্বর্দ্ধনার উপযোগী তাঁহার ভাবানুকূল ও সুখোৎপাদক পরিবেশ সৃষ্টি করিবার

৩৬ ভ র সি ১।২।২৯৮; ৩৭ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ৩৬৫-৩৬৯ অনু দ্রষ্টব্য।

জন্য নানাভাবে বিচিত্র কলাকৌশলাদি প্রকাশ করেন, তদ্রূপ কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান গৌরহরির অবতরণের পূর্ব্ব হইতেই লীলাশক্তির কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবানুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মহাজনের, রসিক কবি-ভূপতিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলেই বিভিন্নভাবে সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবেরই বিভিন্নভাবের পুষ্টিকারক, সেবক ও অভীষ্টপূরক মহাজন।

শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রমুখ শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব-মহাজন এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ শ্রীচৈতন্যোত্তর-মহাজন হইয়াও অখণ্ড শ্রীগৌরলীলাসূত্রেই গ্রথিত। কারণ নিত্য গৌরলীলায় শ্রীবিল্বমঙ্গলাদির গাথা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরলীলা-স্মরণকালে শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক শ্রীবিল্বমঙ্গলাদির পদাস্বাদন-লীলাটি লীলোপাসকগণের নিত্যই স্মরণীয় বস্তু। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধেও তাহাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যলীলা স্মরণ করিতে হইলে এই সকল মহাজনের পদোক্ত লীলার অনুস্মরণেই তাহা স্মরণ করিতে হয়।

শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি শ্রীগৌরলীলাশক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শ্রীগৌরলীলার সেবা করিয়াছেন। নতুবা "কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি"—"কৃষ্ণ বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে"[৩৮] – শ্রীবিল্বমঙ্গলের এই বাক্য নিরর্থক হয়। এই বিশ্বের যেস্থানেই ব্রজপ্রেমের সম্বন্ধগন্ধ দৃষ্ট হইবে, তথায়ই কলিযুগাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাশক্তির সম্বন্ধ নিশ্চয়ই রহিয়াছে জানিতে হইবে। এই নিয়মের ব্যভিচার কোথায়ও হইতে পারে না। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎপদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।

---

৩৮ সং ভা ১।৩০৩ ও চৈ চ ১।৩।২৬।

তৎসর্ব্বং নিজভক্তিরূপ-পরমৈশ্বর্য্যেণ বিক্রীড়িতো
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিত-তয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥[৩৯]

এই ভূমণ্ডলে শ্রীভগবৎপাদপদ্মরসের সহিত যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ পূর্ব্বে কাহারও হইয়াছে, পরে হইবে বা বর্ত্তমানে হইতেছে, তৎসমস্তই নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের (ঔদার্য্যের) সহিত ক্রীড়াশীল এই শ্রীগৌরের কারুণ্য-প্রকটিত, তৎ-কৃপোদ্ভাসিত বলিয়া নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণ অনুভব করিতেছেন। ভগবৎকৃপা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে ও স্থানে ব্যাপ্তিধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং ঔদার্য্য-রসবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরির কৃপা ভগবৎরসপিপাসু শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনে এবং তৎসমসাময়িক আচার্য্য ও মহাজনে এবং অনন্তকালের রসপিপাসু ব্যক্তিগণে যে অচিন্ত্য-লীলাশক্তির দ্বারা সঞ্চারিত হইয়াছিল, হইতেছে ও হইবে, ইহা নির্ম্মৎসর সজ্জন মাত্রই তাঁহার কৃপায় অনুভব করিতে পারেন।

---

৩৯ শ্রীচৈ চন্দ্রামৃত ২৮।

একবিংশ প্রকাশ

স্বভক্তি-রস-সম্পত্তি-বিতরণকারী পরতত্ত্বসীমা

'.. সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্' *

ভক্তিরস

শ্রীভগবৎপ্রীতি লৌকিক কাব্যবিদ্‌গণের রতি প্রভৃতির ন্যায় [রসানুভূতির] কারণ (আলম্বন ও উদ্দীপনবিভাব), কার্য্য (অনুভাব—পরভাবিতা) ও সহায়ের (ব্যাভিচারী প্রভৃতির) সহিত মিলিত হইয়া যখন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা স্বয়ং স্থায়িভাব নামে উক্ত হয়। স্থায়িভাবে স্থায়িত্ব ও ভাবত্ব উভয়ই প্রয়োজন। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ দ্বারা যাহা বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং অন্য বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহকে আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, তাহাই স্থায়ী। যেমন লবণ-সমুদ্রে যাহা নিমজ্জিত হয়, তাহাই লবণময় হইয়া যায়, তদ্রূপ। প্রীতিমাত্রেই ভাববিশেষ। ভগবৎপ্রীতির বিভাবনা দ্বারা আলম্বন ও উদ্দীপনবস্তুর বিভাবত্ব, অনুভাবনা দ্বারা নৃত্যাদির অনুভাবত্ব এবং উহার সঞ্চারণ দ্বারা নির্ব্বেদাদির ব্যভিচারিত্ব জানা যায়। বিভাবকারণাদির স্ফূর্ত্তিবিশেষের দ্বারা স্ফূর্ত্তিবিশেষ-প্রাপ্ত (রসরূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা-প্রাপ্ত) ভগবৎপ্রীতি উক্ত কারণাদির সহিতমিলিতহইয়া ভগবৎসম্বন্ধী প্রীতি-রসময় বলিয়া উক্ত হয়। ইহা **ভক্তিময়রস**, এজন্য ইহাকে 'ভক্তিরস'ও বলে'।[১]

লৌকিক আলঙ্কারিক ও ভক্তিরস

প্রাচীন লৌকিক আলঙ্কারিকগণের অনেকেই ভক্তিকে 'রস' বলিয়া গণ্য করেন নাই। ভরতমুনির নাট্যসূত্রে (৬।১৬) শৃঙ্গার, হাস্য, করুণাদি আটটি নাট্যরসের মধ্যে ভক্তিরসের কোনও উল্লেখ নাই। হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে

* বিদগ্ধমাধব নাটক ১।২ ;

১ প্রীতিসন্দর্ভ ১১০ অনু।

(২য় অধ্যায়ে), মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশে (৪র্থ উল্লাসে) দেবাদি-বিষয়া রতি 'স্থায়িভাব'-শব্দবাচ্য হয় না, বলা হইয়াছে। ভোজের সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থেও ভক্তি 'রস' নহে, ভাব-মাত্র —এইরূপ মতেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলঙ্কারিকের মুখ্য যুক্তি এই যে, ভক্তির স্থায়িভাব হইতেছে দেবাদিবিষয়া রতি, তাহা ভাবের অন্তর্ভুক্ত। সেই ভাব এতটা অভিসম্পন্ন হইতে পারে না, যাহাতে রসতা লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য শ্রীবোপদেব এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীব-শ্রীকর্ণপূরাদি গোস্বামিপাদগণ উক্ত লৌকিক আলঙ্কারিকগণের মন্তব্যের নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়া ভগবদ্রতির প্রচুর অভিসম্পন্নতা ও রসতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৌণ ও মুখ্য ভক্তিরস

শ্রীরূপ-পাদ ভরতাদি লৌকিক রস-বিদ্গণের স্বীকৃত প্রসিদ্ধ আটটি রসের শৃঙ্গার রস ব্যতীত বাকী সাতটি রসকে **গৌণ ভক্তিরস** বলিয়াছেন এবং শান্ত, প্রীত (দাস্য), প্রেয়ান্ (সখ্য), বৎসল ও মধুর (শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল) ভেদে পাঁচটি **মুখ্য ভক্তিরস** এবং ইহাদের প্রত্যেকটির উত্তরোত্তর উৎকর্ষের কথাও জানাইয়াছেন[২]। শ্রীরূপপাদ বলেন, পুরাণাদিতে ভক্তিরস মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকারই দৃষ্ট হয়। যেহেতু হাস্যাদি সাতটি ব্যভিচারিভাব-মধ্যে পরিগণিত হয়[৩]।

হাস্যাদিকে গৌণ ভক্তিরস বলিবার কারণ-নির্ণয়ে শ্রীরূপপাদ বলেন,—দাস্যাদি মুখ্য ভক্তিরস-সকল যেমন দাস-সখাদি ভক্তে নিয়ত অর্থাৎ অব্যভিচারিরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাতেই উদিত হয়, হাস্য প্রভৃতি সেইরূপ নিয়তাশ্রিত নহে ; কিন্তু কোন সময়ে কোন ভক্তে উদয়শীল হয়[৪]। শমাদি পঞ্চরতির আশ্রয়রূপে উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তের মধ্য হইতেই কোন ভক্তে একটি, কোন ভক্তে

---

২ ভ র সি ২।৫।১১৫-১১৭ ; ৩ ঐ ২।৫।১১৭ ; ৪ ঐ ৪।১।৩-৫।

অনেক গৌণ রসের উদয় হয়। অতএব উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তই গৌণরসের আশ্রয়ালম্বন, অন্যে নহে। তাৎপর্য্য এই, শমাদি রতির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়রূপে শান্তাদি ভক্ত সর্ব্বত্র স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া শান্তাদিমুখ্যরসের আলম্বন নিশ্চিত আছে। কিন্তু হাস প্রভৃতি শান্তাদিরতির সম্বন্ধবশতঃ উপচারে রতি সংজ্ঞা লাভ করে, এজন্য প্রাকৃত রসশাস্ত্রানুসারেই হাসাদিকে উপচারে স্থায়িভাব বলা হয়।

তাহা হইলে দেখা যায় ভরতমুনিপ্রমুখ লৌকিক-রসাচার্য্যগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌণরসকেই 'রস' বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের কথিত শৃঙ্গার রসও অপ্রাকৃত উজ্জ্বল ভক্তিরস না হওয়ায় উহাও শ্রীমদ্ভাগবতীয় সিদ্ধান্তানুসারে 'রস' পদবাচ্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৫।৩৮) পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরসকেই 'রস' বলিয়াছেন।

অগ্নিপুরাণে (৩৩৯ অ ৮ম শ্লোকে) সাতটি গৌণ রস এবং শান্ত ও শৃঙ্গারকে 'রস' বলা হইয়াছে। ভরতমুনি শান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি-পুরাণের আটটী রস স্বীকার করিয়াছেন।

শান্তরস

লৌকিক আলঙ্কারিকগণের মতে শান্তরসই সর্ব্বপ্রধান রস। আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার ধ্বন্যালোকে মহাভারত হইতে দেখাইয়াছেন,—এই পৃথিবীর কামসুখ ও পরলোকে স্বর্গীয় মহাসুখ কিছুই বাসনাক্ষয়রূপ সুখের পরিপূর্ণ-ষোলকলা সুখের এক কলারও তুল্য নহে[৫]। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে শান্তরস-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—যে স্থানে দুঃখ নাই, সুখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই, সর্ব্বভূতে যাহা সমভাবাপন্ন, তাহা শান্তরস বলিয়া প্রসিদ্ধ[৬]।

অভিনবগুপ্ত উক্ত-নাট্যশাস্ত্রের টীকায় (অভিনবভারতীতে) বলিয়াছেন,—'সর্ব্বরসানাং শান্তপ্রায় এবাস্বাদঃ বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা'—বিষয় হইতে চিত্ত প্রত্যাহৃত (রসাস্বাদনকালে অন্য বাহ্য অনুভূতি থাকে না) হয় বলিয়া সকল রসের

৫ ধ্বন্যালোক ৩য় উল্লাস ; ৬ নাট্যশাস্ত্র ৬।১০৬।

আস্বাদ প্রায় শান্তরসেরই ন্যায়। শিঙ্গভূপালাদি আলঙ্কারিকগণও এই ভাবেই শান্তকে প্রধান রস বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীকবিকর্ণপূর বলেন,—শান্ত যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তির উপযোগী হয়, তখন তাহা প্রাকৃত নহে; অর্থাৎ লৌকিক রসবিদ্‌গণের শান্ত যেরূপ প্রাকৃত সেইরূপ নহে, তাহা অপ্রাকৃতই। যেরূপ এই নির্ব্বেদ (তেত্রিশটি বা ততোধিক ব্যভিচারী ভাবের অন্যতম) ব্যভিচারী ভাব হইয়াও শান্তরসে স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শান্তরসে পরিণত হয়, (যথা কাব্যপ্রকাশে ৪।৩৫,—নির্ব্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ) সেইরূপ দেবাদিবিষয়া রতি, যাহা লৌকিক রসবিদ্‌গণের পরিভাষায় 'ভাব', সেই ভাবও স্থায়িভাব রতি হইয়া সেই সেই বিভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিরস হয় এবং পূর্ব্বকথিত একাদশ রস ব্যতীত আরও একটি রসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ রসরূপে গণ্য হয়[৭]।

'কৃষ্ণ'-রূপ বিষয়ালম্বনে যদি নিষ্ঠা অর্থাৎ নৈরন্তর্য্য থাকে, তবেই সর্ব্বাকর্ষক-শিরোমণি কৃষ্ণেরই স্বরূপগত স্বভাব-বশতঃ সেই নিষ্ঠাতে তদুপযুক্ত রসানন্দ উৎসারিত হইবে। যেমন শ্রীচতুঃসনাদি, শ্রীশুকাদির দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। 'সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, **মহারসায়ন**। আপনার বলে করে সর্ব্ববিস্মারণ। ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে। অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণকৃপা বান্ধে' ॥[৮]

শান্তভক্তিরস

শ্রীজীবপাদ বলেন,—শান্তভক্তিরসের অপর নাম 'জ্ঞানভক্তিময় রস'। তাহাতে বিষয়ালম্বন পরব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিমান, জ্ঞানভক্তির বিষয় চতুর্ভুজাদিরূপ শ্রীভগবান এবং আশ্রয়ালম্বন ভগবানের লীলাগত মহাজ্ঞানী ভক্তগণ—যথা চতুঃসনাদি। 'তত্র শান্তাপরনামা জ্ঞানভক্তিময়ো রসঃ'[৯]।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে[১০] ॥ শ্রীধর—নিরাহারস্য উপবাসপরস্য

---

৭ অলঙ্কারকৌস্তুভ ৫।৩৩; ৮ চৈ চ ২।২৪।৩৮-৩৯; ৯ প্রীতিসন্দর্ভ ২০৩; ১০ গীতা ২।৫৯।

বিষয়া প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে, কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। নিরাহার দেহীর (যিনি বিষয় হইতে নিবৃত্ত, তাঁহার) নিকট বিষয়সমূহ প্রায়ই নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু রসাপেক্ষা নিবৃত্ত হয় না। একমাত্র সচ্চিদানন্দরসময়বিগ্রহ পরতত্ত্বকে লাভ করিতে পারিলেই স্বভাবতঃই বিষয়-রাগ চলিয়া যায়।

ভগবদ্ভক্তিরসিকের বৈশিষ্ট্য

যাহা হেয়, ঘৃণ্য, অনাবশ্যক, অরুচিকর, বিরস, কুরস তাহাই ত্যাজ্য। ভগবদ্ভক্তি-রসের রসিকগণ স্বসুখার্থ যখন কোনও বিষয়ই স্বীকার করেন না, সমস্ত বিষয় ভগবৎ-সুখানুকূল্যে নিয়োগ করেন, তখন তাঁহারা কোন্ বিষয় ত্যাগ করিবেন? ভক্তি-রসকল্পতরুর মূল বিষয়বিরাগ নহে, তাহা হইতেছে অদ্বিতীয় বিষয়ালম্বন কৃষ্ণে অনুরাগ। ভক্তিরসিকের যে ত্যাগ দেখা যায়, তাহা স্বসুখার্থ—নিজ শান্তিকামনার জন্য ত্যাগ নহে—'কৃষ্ণপ্রীতে বিষয়-ত্যাগ'। পিঙ্গলা পরপুরুষের 'আশা পরম দুঃখকর এবং নৈরাশ্যই পরম সুখ' ইহা বিচার করিয়া কান্তের আশা সম্যগ্রূপে ছিন্ন করিয়া নিবৃত্তিসুখ (শান্তি) লাভ করিয়াছিলেন।[১১] কিন্তু পরকীয়া ব্রজসুন্দরী-গণ কৃষ্ণবিষয়িণী আশা দুঃখবহুলা জানিয়াও তাহা ছেদন করিয়া নিবৃত্তি বা শান্তি কামনা করেন নাই। তাহা তাঁহাদের স্বভাবেই—স্বরূপেই নাই।[১২] কৃষ্ণরতি স্বভাবতঃই পরমানন্দস্বরূপ। সর্ব্বানন্দকন্দ শ্রীনন্দনন্দন এই রতির আলম্বন। বিচ্ছেদেও পরমপ্রভাবান্বিতা এই কৃষ্ণরতি অদ্ভুত-পরমানন্দের পরিপাকাবস্থা লাভ করিয়া প্রগাঢ় আর্ত্তির আতিশয্যাভাস বিস্তার করে।[১৩]

শ্রীসনকাদির পরমাত্মবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধবর্জ্জিতা অলৌকিকী শুদ্ধা রতি যে শান্তি, তাহাও দেবর্ষি শ্রীনারদের বীণাযোগে হরিলীলা-গান-শ্রবণে বিদূরিত হইয়া-ছিল,ব্রহ্মানন্দানুভবী শ্রীসনকের শ্রীহরিলীলারস আস্বাদনে দেহে পুলক হইয়াছিল।[১৪] অলৌকিক শান্তিও হরিলীলাকীর্ত্তনরসের নিকট তিরস্কৃত।

---

১১ ভা ১১।৮।৪৪; ১২ ১০।৪৭।৪৭; ১৩ ভ র সি ২।৫।১০৮-১০৯; ১৪ ঐ ২।৫।১৮-২০।

সকল ভাবের ভক্তের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা আছে—শ্রীকৃষ্ণবাসনা ব্যতীত অন্য অভিলাষ নাই। আকাশের শব্দগুণ যেমন পঞ্চভূতের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, শান্তের গুণও (কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ) পঞ্চরসের সকল ভক্তের মধ্যেই আছে। শান্তরসে কেবল স্বরূপজ্ঞানের অনুভূতি। বস্তুতঃ যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ যে প্রগাঢ়তাপ্রাপ্তভাব, তাহাই 'প্রেম'। জাগতিক ব্যাপারেও মমতাতিশয্যের দ্বারা প্রীতির সমৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে গৃহপালিত মোরগকে বিড়াল ভক্ষণ করিলে যে পরিমাণ দুঃখ হয়, মমতাশূন্য মূষিককে চটকপক্ষী গ্রাস করিলে সেরূপ দুঃখ হয় না।[১৫] এজন্য প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে মমতার আতিশয্য আছে বলিয়া মমতাকেই ভক্তিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রজে শান্তরসাভাব

ব্রজে শান্তরসের অবস্থান নাই। তথায় পশু-পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতা-গিরি-সরিৎ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে মমতাযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ 'পরমেশ্বর'—এই স্বরূপজ্ঞান ব্রজবাসীর নাই। শ্রীকৃষ্ণের রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদি দাসগণের শ্রীকৃষ্ণে 'পরমেশ্বর' বা প্রভু-জ্ঞান (ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি) নাই। তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা নন্দমহারাজের ভৃত্য, আর কৃষ্ণ—নন্দমহারাজের পুত্র; সুতরাং সখ্য ও বাৎসল্য ভাবেই ব্রজের দাসগণের ভাব পর্য্যবসিত হয়।[১৬]

লৌকিক কাব্যে দাস্যভাব 'রস' হয় না

লৌকিক কাব্যসাহিত্যাদির শান্তভাব যেরূপ রস নহে, তদ্রূপ দাস্যভাবও রস হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা লৌকিক প্রভু-দাস-সম্বন্ধে সত্য বটে। কারণ লৌকিক প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক পরস্পরের স্বার্থদুষ্ট। ভৃত্য সেখানে অর্থের বা কোনও প্রকার কামনার দাস, প্রভুও সেখানে নিজের সৌখ্যকামনারই প্রার্থী, সুতরাং স্বসুখপর কামেরই দাস। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট হইতে নিজের ভোগ্যবিষয়সমূহ কামনা করে, সে নিশ্চয়ই ভৃত্য নহে এবং যে ব্যক্তি ভৃত্য

---

১৫ প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪ অনু ; ১৬ ভ র সি ৩।২।৯১, ১৫৫।

হইতে স্বীয় প্রভুত্ব অভিলাষ করিয়া তাহাকে ভোগ্যবস্তু দান করেন, তিনিও প্রভু নহেন।[১৭] লৌকিক জগতে উভয়েই কামের দাস। বস্তুতঃ 'দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন' * * পরস্য দাসভূতস্য স্বাতন্ত্র্যং ন হি বিদ্যতে॥[১৮] জীব হরিরই দাস, কখনও অন্যের দাস নহে। পরতত্ত্বের দাসস্বরূপ জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। আনুগত্যই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ – 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।'[১৯]

লৌকিক কাব্যাদির 'অলৌকিক' পরিভাষা

তবে যে লৌকিক কাব্যনাটকাদির রসকেও 'অলৌকিক' বলা হয়, সেই স্থানে 'অলৌকিক' শব্দটি লৌকিক রসশাস্ত্রোক্ত পরিভাষা-বিশেষ অর্থাৎ লৌকিক রসবিদ্‌গণের কল্পিতার্থবোধক। কবিসৃষ্ট মায়াময় কাব্যজগতকে বলা হয় অলৌকিক জগৎ।[২০] অতএব লৌকিক রসবিদ্‌গণের 'অলৌকিক' পরিভাষাটি ভক্তিশাস্ত্রের 'অপ্রাকৃত' পরিভাষার পর্য্যায়ভুক্ত নহে। কবিত্বের শক্তিবিশেষকেই তাঁহারা 'অলৌকিক' আখ্যা প্রদান করেন।

প্রাকৃতে রস নাই

প্রাকৃত বস্তুতে রস নাই, ইহাই ভক্তিরসিকগণের প্রথম প্রতিজ্ঞা। 'প্রাকৃতে রস এব নাস্তি। * * * প্রাকৃতে যে রসং মন্যন্তে, তে ভ্রান্তাঃ প্রাকৃতা এব, যতোঽত্র কৃমিবিড়্ভস্মান্তনিষ্ঠেষু প্রাকৃতনায়কেষ্বতিনশ্বরেষু রসো ন ভবতি, বিচারতো বিভাব-বৈরূপ্যাৎ তদ্বিপরীতং ঘৃণাময়ং বৈরস্যমেবোৎপদ্যতে, ন তত্রৈব রসং বর্ণয়ন্তী-ত্যর্থঃ।[২১] প্রাকৃতে নিশ্চয়ই রস নাই। প্রাকৃত-বস্তুতে যাহারা 'রস' ভাবনা করে, তাহারা ভ্রান্ত, তাহারাও প্রাকৃতই। কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মই যে প্রাকৃত দেহের পরিণাম, সেই প্রাকৃত দেহধারী নায়কসমূহ অতি নশ্বর। বিচারে দেখা যায়, বিভাবের বিরূপতা-বশতঃ রসের বিপরীত ঘৃণাবহ বৈরস্যই উদিত হয়। তথায় রসোদয় অসম্ভব।

---

১৭ ভা ৭।১০।৫ ; ১৮ শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৯০ অধ্যায় ১৮০৫ ও ১৮০৬ পৃষ্ঠা শ্রীভক্তিবিনোদ সং ; ১৯ চৈ চ ২।২০।১০৮ ; ২০ সাহিত্যদর্পণ ৩।৯ দ্রষ্টব্য ;
২১ অঃ কৌস্তুভ সুবোধিনী টীকা ৫।১৬।

ভক্তিরসে স্থায়িভাব যে কৃষ্ণরতি তাহা যেমন ভগবৎস্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া সচ্চিদানন্দময়ী অপ্রাকৃতা, তদ্রূপ রসের কারণরূপ বিভাব, কার্য্যরূপ অনুভাব, রসের সহায়ক ব্যভিচারীসমূহ অর্থাৎ যাবতীয় সামগ্রীই অপ্রাকৃত। সুতরাং তৎ-সংযোগে যে রসের উৎপত্তি হয়, তাহাও অপ্রাকৃত।

ব্রহ্মাস্বাদাতিশায়ী ভক্তিরস

লৌকিক রসজ্ঞগণের অলৌকিক পরিভাষাটি যে অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজভাবের পর্য্যায়ভুক্ত নহে, একথা লৌকিক রসবিদ্‌গণও ন্যূনাধিক স্বীকার করেন। অভিনব-গুপ্ত 'পরব্রহ্মস্বাদ-সচিবঃ' (ধ্বন্যালোক ২।৪, টীকা), সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ' ইত্যাদি (সাহিত্য দ ৩।৩৫) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাব্যরস ব্রহ্মানন্দের প্রতিনিধি বা সহোদর-সদৃশ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ নহে। 'ভক্তিরস' কিন্তু সাক্ষাদ্ ব্রহ্মাস্বাদ অপেক্ষাও অনন্তগুণে আস্বাদন-চমৎকারিতাময়।[২২] 'কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥'[২৩] প্রাকৃত সত্ত্ব যাহার হেতু সেই লৌকিক রসই যখন ব্রহ্মাস্বাদ তুল্য, তখন অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব যাঁহার হেতু, সেই ভক্তিরস যে ব্রহ্মাস্বাদাতিশায়ী, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের 'যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাম্' (ভা ৪।৯।১০) এবং 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি'(ভা ৩।১৫।৪৮) ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। সগুণত্ব ও নির্গুণত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহ মহার্ণবস্বরূপ শ্রীভগবানেই সুসঙ্গত হয়। সেই ভগবানের মহবিভূতিরূপেই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি। শ্রীমদ্‌ভগবচ্চরণকমলযুগলই ঘনসুখস্বরূপ। ভক্তির দ্বারা ভগবন্মাধুর্য্য অনুভবীর নিবিড় সুখপ্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল শর্করাপিণ্ডের ন্যায় সুখস্বরূপ ও সুখের আধার (আশ্রয়)। কিন্তু ব্রহ্ম কেবল সুখমাত্র, সুখের আধারনহে।[২৪]মাতা-পিতৃ-দেবতা-ভক্তি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র, বস্তুতঃ ভক্তি একমাত্র ভগবানের অহৈতুক-সেবা-

২২ শ্রীনারদীয় পুরাণান্তর্গত শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬ ; ২৩ চৈ চ ১।৭।৯৭ ;

২৪ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭৯-১৮১ দিগ্‌দর্শিনী টীকাসহ আলোচ্য।

বাচক। এজন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের প্রারম্ভেই শ্রীভক্তিরসাচার্য্য শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শাস্ত্রপ্রমাণাদির দ্বারা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদনুগ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদও শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে তাহা বিশেষ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যম্,'[২৫] 'ঈশ্বরে তদধীনেষু * * * প্রেমমৈত্রী'[২৬] ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীভগবানেই একমাত্র ভক্তি, রতি, প্রীতি বা প্রেম এবং তৎপুরুষ ও তদধীন ভক্তবৃন্দে ও ব্রহ্মাদি আধি-কারিক দেবতায় সখ্য বা মৈত্রীই প্রযোজ্য। 'ভগবত্যনন্তে রতিঃ মৈত্রস্তু সর্ব্বত্র'[২৭] ইহাতেও শ্রীভগবানেই রতি-প্রীতি এবং অন্যত্র সর্ব্বত্র মিত্রতার কথাই আছে।

শ্রীরূপ-পাদের সিদ্ধান্ত

এই ভগবদ্রত্যাখ্য ভাব হ্লাদিনী মহাশক্তির বিলাস-স্বরূপ এবং অবিচিন্ত্যস্বরূপ-বিশিষ্ট। অতএব উহা তর্কের গোচর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে অনুভবের দ্বারাই এই ভাব বোধগম্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে "এবংব্রতঃ"ও 'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া'[২৮] ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণরতির রসে পরিণতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মনোহরা কৃষ্ণরতি ভগবৎস্বরূপকে বিভাবাদিরূপে প্রকট করাইয়া ঐরূপ বিভাবাদি দ্বারা নিজেকেই সমৃদ্ধি করে। যেরূপ সমুদ্র নিজের জলের দ্বারা মেঘসমূহকে পরিপূর্ণ করিয়া আবার সেই মেঘসমূহের বৃষ্টিজাত জলরাশির দ্বারা জলসমূহের আশ্রয় হয়।[২৯]

শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত

প্রাকৃত রসিকগণ যে বলেন, রস-সামগ্রীর অভাব-হেতুই ভক্তি কখনও রস হইতে পারে না, তাহা প্রাকৃত দেবতাদির সম্বন্ধেই সম্ভব। ভগবৎস্বরূপের ভক্তি-সম্বন্ধে ইহা হইতে পারে না, কারণ ভাগবতী প্রীতিতে রস-সামগ্রী পরিপূর্ণভাবেই বিরাজমান।[৩০]

---

২৫ ভা ১০।৭।২ ; ২৬ ঐ ১১।২।৪৬ ; ২৭ ঐ ১।১৯।১৬ ; ২৮ ভা ১১।২।৪০ ও ১১।৩।৩২।
২৯ ভ র সি ২।৫।৯২ ও দুর্গমসঙ্গমনী। ৩০ প্রীতিসন্দর্ভ ১১০।

শ্রীলক্ষ্মীধরের সিদ্ধান্ত

শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদীকার শ্রীপাদ লক্ষ্মীধর শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২৫।৩২) শ্লোক-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন,—দেবতান্তরে যদি কেহ অহৈতুকভাবেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাহা ভাগবতী ভক্তি হইবে না। 'অনিমিত্তাপি কদাচিদন্য-দেবতালম্বিনী বৃত্তিঃ স্যান্ন চ সা ভাগবতী ভক্তিঃ'[৩১]। ফলান্তরাভিলাষশূন্যা হইয়াও বৃত্তি কোন সময় দেবতান্তরে প্রযুক্তা হইলে উহা ভাগবতী ভক্তি হইবে না। ভাগবতী ভক্তি না হওয়ায় স্থায়ী ভাব না হইয়া 'লৌকিকী ভক্তি' বলিয়াই পরিগণিত হইবে। ভাগবতী ভক্তি স্থায়ী ভাব বলিয়া উহা বিভাবাদির মিশ্রণে রস হয়।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বাৎসল্য

'ইনি (ভগবান) আমার পুত্র'-ইত্যাদি ভাবে (নরলীল ভগবানের প্রতি) 'আমি অনুগ্রহ-প্রকাশ-কারী'—এইরূপ অভিমানময়ী প্রীতির নাম 'বাৎসল্য'। নরলীল বিষয়ালম্বন ভগবৎস্বরূপ শ্রীদশরথ-নন্দন ও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনাদি ব্যতীত অন্যত্র বাৎসল্য রতি 'রস' হইতেই পারে না। দশরথনন্দনেও ঐশ্বর্য্যভাব-প্রাচুর্য্য থাকায় তাহা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের ন্যায় একান্ত মাধুর্য্যমণ্ডিত নহে। 'বৎস'শব্দের অর্থ—বক্ষঃ, 'লা' ধাতুর অর্থ—দান করা। স্তন্যপায়ী সন্তানের প্রতি নিজবক্ষঃস্থিত স্তন্যদান-কারিণী জননীর ভাবকে 'বাৎসল্য' বলে। শ্রীদশরথ বা শ্রীনন্দের নিত্যসিদ্ধ প্রীতিও বক্ষোদাত্রী নিত্যসিদ্ধ-ভগবৎমাতৃবর্গের প্রীতিরই উপলক্ষণ। নরলীল ভগবৎ-স্বরূপের পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গ স্বরূপশক্তি-সন্ধিনী-প্রকটিত বিগ্রহ ও নিত্যসিদ্ধ অনুগ্রাহকাভিমানী। জীবাত্মা সেই নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রীতিমান নিত্যসিদ্ধ মাতাপিতৃবর্গের ভাবের সেবার্থ লুব্ধ হইলে তদনুগ অপ্রাকৃত রাগাত্মিক বাৎসল্য-

---

৩১ শ্রীভগবন্নামকৌমুদী ৩য় পরিচ্ছেদ ১৩৩ পৃষ্ঠা গোরক্ষপুর সং।

রসিকগণের আনুগত্যে নরলীল শ্রীভগবৎস্বরূপে যে বাৎসল্য রতির উদয় হয়, তাহাই বিভাবাদি-সংযোগে বাৎসল্যরস পদবাচ্য হয়। কোনও সাধক যদি স্বতন্ত্রভাবে শ্রীরামে বা শ্রীকৃষ্ণে (শ্রীকৌশল্যা-দশরথ বা শ্রীযশোদা-নন্দের আনুগত্য না করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণে) কৌশল্যা-যশোদা বা দশরথ-নন্দের ন্যায় বাহ্য আচরণ প্রদর্শন করিতে যান, তাহা হইলে সেইরূপ ঔদ্ধত্য হইবে অহংগ্রহোপাসনা-মূলক অপরাধ। তাহাতে ভক্তিরসের আবির্ভাব হইবে না[৩২]।

শ্রীভগবৎবাৎসল্যপ্রীতিতে নিত্যসিদ্ধ মাতা ও পিতা আশ্রয়ালম্বন এবং নরশিশুলীল শ্রীভগবান বিষয়ালম্বন। ভগবান স্তন্যপায়ী বৎস—দুগ্ধচোষণকারী অর্থাৎ মাতা-পিতার বিশ্রস্ত-সেবা-গ্রহণকারী। কিন্তু দেবতা-ভক্তিতে বা ব্যবহারিক মাতাপিতৃভক্তিতে ইহার বিপরীত ভাব। সাধক বা ভক্তই পুত্র, আর দেবতা বা লৌকিক গুরুজনই হয়েন মাতা পিতা। বস্তুতঃ মাতা পিতা পুত্রের আজন্ম বা তৎপূর্ব্ব হইতেও (গর্ভস্থ সন্তানের) অতি নীচ স্বভাবসিদ্ধ সেবক। সাধক সন্তানস্থানীয় হইলে তিনি সেবক না হইয়া বস্তুতঃ সেব্যস্থানীয়ই হইয়া পড়েন, আর সন্তানরূপী সাধক হইয়া মাতাপিতৃরূপী উপাস্যের নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-স্তন্য চোষণ ও শোষণ করিতে প্রস্তুত হয়েন।

লৌকিক আলঙ্কারিকের বাৎসল্যরস-বিচার

লৌকিক রসজ্ঞগণ কেহ কেহ লৌকিক সন্তান-ভাবেই (অর্থাৎ লৌকিক মাতার ও পিতার সন্তানের প্রতি যে স্নেহভাব সেইভাবে) বাৎসল্য-রসের নিষ্পত্তি স্বীকার করেন। মুনিবর ভরতও বৎসল রস স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন। 'অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ'[৩৩]। লৌকিক আলঙ্কারিকগণের কেহ কেহ (রুদ্রট প্রভৃতি) মাতাপিতার বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান বা ভ্রাতৃবাৎসল্যকে 'বাৎসল্য' বলিয়াছেন। দেবতাভক্তিতে যে বাৎসল্যভাব—যেমন উমার প্রতি মেনকার ভাবের অনুকরণে শক্তিসাধকের মিলন-বাৎসল্য ও বিরহ-

৩২ দুর্গমসঙ্গমনী ১।২।৩০৬; ৩৩ সাহিত্যদর্পণ ৩।২৩৯।

বাৎসল্য তাহারও চরম পরিণতি শান্তভাব। বাৎসল্য ভাব চরমে যেন কয়েক ধাপ নামিয়া 'শান্ত' হইয়া গিয়াছে। মাতার কি আবার বাৎসল্যে বিরাগ আসে? সুতরাং উক্ত বাৎসল্য কবির উচ্ছ্বাসবিশেষ—অপ্রাকৃত স্থায়ী ভাব নহে। অতএব উহাতে অপ্রাকৃত রসোদয় হয় না।

জন্মান্তরের দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল লৌকিক মাতাপিতায় রসোৎপত্তির কারণ যে স্থায়ী ভাব, তাহা প্রকাশিত হয় না। ইহা ভক্তিরসায়নকার শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও বলেন। যদি সন্তানস্থানীয় বিষয়ালম্বন চরমে নামরূপ-বিহীন হইয়াই পড়েন, তবে বাৎসল্যভাব অলৌকিক স্থায়ী ভাবই বা হয় কিরূপে? আর তাহা রসতাই বা লাভ করে কি প্রকারে? অবশ্য কাব্যগত লৌকিক রস হইতে পারে—তাহা ত' লৌকিক কবির সৃষ্ট মায়াজগৎ, উহা পারমার্থিক রস নহে। শ্রীভগবদ্ভক্তিরস—নিত্যসিদ্ধ বস্তু, চতুর্ব্বিধ প্রলয়েও তাহার বিনাশ বা ক্ষয় হয় না[৩৪]।

ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ॥[৩৫]

শ্রীব্রজেশ্বরাদির বাৎসল্যপ্রীতি

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে[৩৬] বলিয়াছেন যে, লৌকিক রসবিদ্‌গণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই শ্রীকপিলদেবের বিয়োগে শ্রীদেবহূতির শোক-বর্ণনে বৎসহারা গাভীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। লৌকিক ব্যক্তিগণ নিজ সন্তানের প্রতি গাভীর বাৎসল্যকে উপমান-স্বরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ ভগবদ্‌বাৎসল্য-প্রীতির সহিত উহার তুলনাই হইতে পারে না। শ্রীব্রজেশ্বরাদিই বাৎসল্য-প্রীতির চরম আদর্শ।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সখ্যরসের ঊর্দ্ধে বাৎসল্যরসের স্থান প্রদান করিয়াছেন, কারণ 'অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন'—তাড়ন-ভর্ৎসনাদি ব্যাপার যাহা বিশ্রম্ভসখ্যরসেও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রেমলক্ষণ বাৎসল্য-

৩৪ ভা ১২।৪।২৫, ৩।৭।৩৭ ; ৩৫ হ ভ বি ১০।১০৪ ধৃত স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড ২০।১০ বাক্য ; ৩৬ প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪ অনু।

রসে অধিক আছে। শ্রীল সনাতন ও শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।১৭) ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে (২৪৮ অনু), অন্যবিচারে বাৎসল্য রসের ঊর্দ্ধে মৈত্রীময়রস-বিশেষের (সখ্যরস-বিশেষের) স্থান দিয়াছেন। কারণ শ্রীসুবলাদির সখ্যরসবিশেষ মধুর-রসের অধিকতর সহায়ক। সখাবিশেষের সহিত অসঙ্কুচিত প্রীতিময় ব্যবহার এবং প্রেয়সীগণ-বিষয়ক যে সকল নর্ম্মপরিহাসাদি বা দৌত্যাদি কার্য্য ও তদ্দ্বারা রহঃলীলার পোষকতাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা মাতাপিতাদির সহিত সম্ভব নহে। প্রিয়নর্ম্মসখা শ্রীসুবলাদি আত্যন্তিক রহস্যবেত্তা সখীভাবাশ্রিত এবং প্রণয়িগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশিবভক্তির রসতা

শিবের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে অভিনবগুপ্ত শান্তভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন [৩৭]; কারণ শিবভক্তির মোক্ষ পর্য্যন্ত গতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে শিবভক্তি-ভাবের কথা আছে, তাহা রসরূপে পরিণত হয়। শ্রীশিবের শুদ্ধভক্ত প্রচেতোগণের যে শিবভক্তি তাহাতে তাঁহারা শ্রীশিবকে শ্রীজনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়সখারূপে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; স্বতন্ত্র পরমেশ্বরবুদ্ধি করেন নাই[৩৮]। স্বয়ং শ্রীশিবই বলেন,—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে'[৩৯]। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীসতীর শিবভক্তি রসতা লাভ করিয়াছে। তথায় রসের সামগ্রীর নিত্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে[৪০] দৃষ্ট হয়, ইলাবৃত বর্ষে শ্রীশিবই একমাত্র পুরুষ। তথায় অন্য কোনও পুরুষ পার্ব্বতীর অভিশাপবশতঃ প্রবেশ করিতে পারেন না। পার্ব্বতী অর্ব্বুদসহস্র অনুচরীর সহিত শ্রীসঙ্কর্ষণ-পূজারত শিবের সেবা করেন। তথায় শ্রীভবানী ও তাঁহার অর্ব্বুদ সহস্র অনুচরীর শ্রীশিবের প্রতি যে ভক্তি তাহা দাস্যরসবিশেষ, তাহা শৃঙ্গাররস নহে; কারণ শ্রীশিব তথায়

---

৩৭ অভিনব ভারতী নাট্যশাস্ত্রটীকা ৬।১০৯;

৩৮ ভা ৪।৩০।৩৮; ৩৯ ঐ ৪।৩।২৩; ৪০ ঐ ৫।১৭।১৫-১৭।

শ্রীসঙ্কর্ষণের সর্ব্বক্ষণ সেবায় নিমগ্ন—পার্ব্বতীপ্রমুখা স্ত্রীগণ সেই সেবার সহায়-কারিণী। শিবের আত্মসম্ভোগ-রস নাই, তিনি সেবারসে মগ্ন[৪১]।

দেবতার প্রতি ভক্তিতে দাস্যরতিরও আরোপ করা যায় না, কারণ নিত্য প্রভু ও নিত্য দাসের মধ্যবর্ত্তিস্থানে যদি আর একজন প্রভু (কামনারূপী) আসিয়া সেবা গ্রহণ করে, তবে আর নিত্য দাস্য থাকিল না আর সাযুজ্য মোক্ষে ত 'সেব্য সেবক'-সম্বন্ধ চিরবিলুপ্তই হয়।[৪২] সখ্যভাবে বিষয়ালম্বন মিত্ররূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া মৈত্রীর বিষয় হয় না। আশ্রয়ালম্বন বিষয়ালম্বনের সজাতীয় ভাববিশিষ্ট হয়েন। দেবতাকে মাতৃজ্ঞানে বা পিতৃজ্ঞানে আরাধনায় কি তাহা হয়? 'সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম'॥[৪৩] মাতা পিতা-জ্ঞানে বা কন্যাজ্ঞানে দেবতা-ভক্তিতে শৃঙ্গাররসের কথা উঠিতেই পারে না। দেবতা-ভক্তি ঐশ্বর্য্যগন্ধহীনা ও নিষ্কামা হইতে পারে না। কারণ দেবতা মাত্রই কামনা-পূরণের প্রতীক। ইহা শ্রীগীতায় (৭।২০-২৩) শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

লৌকিক মহাকবির কবিত্বে রসাভাস-দোষ

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে জগতের (সুতরাং নিজেরও) মাতা-পিতা-রূপে বন্দনা করিয়াছেন, আবার কুমারসম্ভবে মাতাপিতার শৃঙ্গার রসের বর্ণনা করায় তাহা রসাভাসই হইয়াছে।[৪৪] শ্রীউমার গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলাদি বর্ণনায় বৈষ্ণবভাবের যে অনুকরণ দেখা যায়, তাহা রসাভাসদোষযুক্ত।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন,—পার্ব্বতী-শিবপ্রভৃতি উত্তম দেবতাগণের শৃঙ্গার বর্ণনা উচিত নহে। কালিদাসাদির সেই বর্ণনা নিজ মাতাপিতার শৃঙ্গার বর্ণনাদিরই মত হইয়াছে। শ্রীরাধামাধব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; তাঁহারা দেবতাস্থানীয় নহেন। বিশেষতঃ তাঁহারা নরলীল, দেবলীলও নহেন। যে সকল কবি বা শ্রোতা তাঁহাদের বিষয় বর্ণন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও শ্রীরাধামাধবকে মাতাপিতা রূপে দর্শন করেন না।

---

৪১ চৈ ভা ১।১।২০; ৪২ ভা ৭।১০।৪; ৪৩ চৈ চ ১।৪।২৫; ৪৪ ধ্বন্যালোক ৩।১০৫।

নায়কশিরোমণি ও নায়িকাশিরোমণি-রূপেই তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলাবলী শ্রবণকীর্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এবিষয়ে বিধিবাক্যও দৃষ্ট হয়।[৪৫]

শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের মৌলিকতা

অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যে রসতত্ত্ব-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ সতামত্র ন দূষিতানি মতানি তান্যেব তু শোধিতানি।
পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠাপিত-যোজনাসু মূলপ্রতিষ্ঠাফলম্ আমনন্তি॥[৪৬]

অতএব সজ্জনবর্গের মতসমূহ (নিজের মতানুকূল না হইলে) দূষিত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না! সেইগুলিরই সংশোধন করিতে হইবে। পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ নানা যোজনা-সংযোগে মূলের প্রতিষ্ঠাফলই সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যায়।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র হইতে এবং অন্যান্য লৌকিক আলঙ্কারিকগণের (যথা শিঙ্গভূপালের 'রসার্ণবসুধাকর' প্রভৃতি) রচনা হইতে বিভিন্ন কারিকা, শ্লোক, পরিভাষাদি গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ-কর্ত্তৃক পাণিন্যাদি শাব্দিক আচার্য্যগণের অনুশাসন স্বীকার করিয়া বস্তুতঃ স্বীয় পূর্ব্বদত্ত বেদাঙ্গ বৈভবের গৌরব-বৃদ্ধি ও লোক সাধারণের বোধসৌকর্য্যের উদ্দেশ্যে কৃত লীলাবিশেষের ন্যায়ই জানিতে হইবে। শ্রীরূপ-শ্রীজীব-শ্রীকবিকর্ণপূরাদি সর্ব্বত্র দৈন্যভরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রজরস ও ভরতমুনি

ভরতমুনির অনেক মত শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গ পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'দোঁহার যে সমরস, ভরতমুনি মানে। আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে'॥[৪৭] সম্ভোগরসে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের আনন্দই সমান। ইহা লৌকিক সম্ভোগরসের কথা। ভরতমুনি এই লৌকিক

---

৪৫ অলঙ্কারকৌস্তুভ ১০।১৩৫ অনু ও ভা ১০।৩৩।৩৯; ৪৬ নাট্যশাস্ত্র-ভাষ্য ৬।৩৪;
৪৭ চৈ চ ১।৪।২৫৭।

অনুভবের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু গোপীশিরোমণি শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জ-বিহারকালে স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার যে আনন্দ এবং তদ্দর্শনে শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখী-মঞ্জরীগণের যে আনন্দ, সেই অপ্রাকৃত আনন্দরহস্যের আভাস শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ এইরূপ প্রদান করিয়াছেন,—'গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥'[৪৮] ইত্যাদি। অন্যত্র নায়ক-নায়িকার পরস্পর প্রীতি সমান থাকে বলিয়া পরস্পর সম্ভোগজনিত সুখও সমান হয়। কিন্তু ব্রজে নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ হইতেও নায়িকা-মুকুট-মণি শ্রীরাধার প্রেমাধিক্য স্বরূপসিদ্ধ বলিয়াই সম্ভোগজনিত আনন্দও অধিক হয়।

শ্রীরাধা যে মাদনাখ্য মহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই মাদনের কথা ভরতমুনি নির্দ্দেশ করেন নাই; এমন কি, শ্রীশুকমুনিও তাহা সম্পূর্ণভাবে বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইহা শ্রীরূপপাদ শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে 'ন নির্ব্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলম্।[৪৯] ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বোপদেব হরি-ভক্তির রসত্ব স্বীকার করিলেও ব্রজগোপীগণের এই ভাব 'মুক্তাফলে' প্রপঞ্চিত তৎকথিত গোপীগণের 'কামজা ভক্তি'র মধ্যে দর্শন করেন নাই।[৫০] কিন্তু যখন মাদন-মহাভাব ও রসরাজসম্মিলিতবিগ্রহরূপে স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার স্ববিগ্রহে সেই মহারাগ প্রকট করেন, তখন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তির-গণ শ্রীরূপাদি অন্তরঙ্গ নিজ-জন তাহা সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করেন। অতএব শ্রীভরতাদি লৌকিক আলঙ্কারিক আচার্য্য অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলার অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধ পরিকর অপ্রাকৃতরসাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদের অসমোর্দ্ধ মৌলিকত্ব নির্ম্মৎসর সুধীগণের অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভোজরাজ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-রস সিদ্ধান্ত

লৌকিক রসবিদ্‌গণ, বিশেষতঃ ভোজরাজ তাঁহার সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে (সংক্ষেপে)

---

৪৮ চৈ চ ১।৪।১৮৭-১৯০;

৪৯ উজ্জ্বল স্থায়িভাব ২২৬; ৫০ মুক্তাফল ৫।১৪ কৈবল্যদীপিকা-টীকাসহ আলোচ্য।

ও শৃঙ্গার-প্রকাশে [৫১] প্রাকৃত নায়কনায়িকার ব্যবহারাদির সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। ভোজরাজের মতে রসের মূল কারণ হইতেছে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারেরই নাম-করণ করিয়াছেন ভোজরাজ—'শৃঙ্গার'।[৫২] শৃঙ্গারী ব্যক্তিই রমণ করেন, হাস্য করেন, উৎসাহিত হয়েন, স্নেহবিশিষ্ট হয়েন।

ভোজরাজ রসের অসংখ্যেয়তার কথা বলিয়া চরমে শৃঙ্গারকে মুখ্যরস বা অঙ্গী রস বলিয়াছেন। এই সকলই অগ্নিপুরাণ হইতে গৃহীত।[৫৩]

অহঙ্কারের চরম পরিণতিই ভোজরাজের মতে আত্মপ্রেম। এই 'প্রেম' কিন্তু আত্মা হইতে প্রকাশিত প্রীতি বা ভগবৎপ্রীতির কোনটিই নহে।

'প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানম্' ইত্যুপলক্ষণেন যথা রতেঃ প্রেমরূপেণ পরিণতিঃ, তথা ভাবান্তরাণামপি পরমপরিপাকে প্রেমরূপেণ পরিণতৌ রসৈকায়নমিতি রসস্য পরমা-কাষ্ঠা ইতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতি'।[৫৪]

শৃঙ্গারপ্রকাশের অন্যত্র ভোজরাজ বলিয়াছেন—'এবংবিধোঽভিমানাত্মা **প্রকৃতিবিকারঃ**'। এইরূপ অভিমানাত্মা প্রকৃতির বিকার (সাংখ্যের মতানুযায়ী তৃতীয় বিকার অর্থাৎ প্রাকৃত মহৎতত্ত্বজাত অহঙ্কার । ভোজরাজ আরও বলেন যতদিন অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও মোক্ষলাভ করিতে পারেন না।[৫৫] অতএব দেখা যাইতেছে ভোজরাজের মতে রস বদ্ধদশারই একটি অভিব্যক্তি বিশেষ। সুতরাং ইহা প্রাকৃত বা লৌকিক। এই রসাস্বাদন বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। ভোজের কথিত আনন্দ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার। "জাগর্ত্তি কোঽপি হৃদি মানময়ো বিকারঃ।" নিরীশ্বর সাংখ্যমতেও আনন্দ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। সুতরাং

---

৫১ শৃঙ্গারপ্রকাশ ১১শ, ১৩শ, ১৫শ—১৭শ, ২০শ, ২২শ—৩৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ;

৫২ শৃঙ্গারপ্রকাশে—'ন রত্যাদিভূমৌ রসঃ। কিং তর্হি? শৃঙ্গারঃ। শৃঙ্গারো হি নাম * * * ১৫শ—১৭শ আত্মনোঽহঙ্কারবিশেষঃ। রত্যাদীনাময়মেব প্রভব ইতি। শৃঙ্গারিণো হি রত্যাদয়ো জায়ন্তে, ন অশৃঙ্গারিণো। শৃঙ্গারী হি রমতে, স্মরতে, উৎসহতে স্নিহ্যতীতি ;

৫৩ অগ্নিপুরাণ ৩৩৯ অধ্যায় বঙ্গবাসী সং দ্রষ্টব্য ;

৫৪ শৃঙ্গার প্র ৮ম পরি ৫২৭ পৃষ্ঠা ; ৫৫ ঐ ২১ অধ্যায় ৫৩৫ পৃঃ (ডাঃ রাঘবন সং, বোম্বাই)।

তাহার রসানুভূতিও প্রাকৃত বা লৌকিক। এজন্য শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীলক্ষ্মীধরপাদকে অলৌকিক রসবিদ্ এবং ভোজরাজকে লৌকিক রসবিদ্ বলা হইয়াছে।

ভোজরাজ তাঁহার 'শৃঙ্গার-প্রকাশ' গ্রন্থে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষমূলক চারি প্রকার শৃঙ্গারের কথা বলিয়াছেন।[৫৬] ভোজদেব বলেন—'শৃঙ্গার এবৈকঃ চতুর্ব্বর্গৈককারণম্, স রস ইতি'[৫৭]—শৃঙ্গারই একা চতুর্ব্বগের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) একমাত্র কারণ। তাহাই রস। একাদশ পরিচ্ছেদে মোক্ষ-শৃঙ্গারের বর্ণনার প্রারম্ভে ভোজদেব গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের অনুসারে মোক্ষের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ প্রীতিসন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে নিরীশ্বর-সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ প্রকৃতিকেই পুরুষের আনন্দের হেতুভূতা মনে করেন। সাংখ্যমতাবলম্বীর আনন্দ প্রাকৃতসত্ত্বময়।[৫৮]

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন, প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের সহিত অপ্রাকৃত মধুর রসের সাম্যদর্শনে কতকগুলি ব্যক্তি অপ্রাকৃত মধুর রসকে প্রাকৃত কামরস মনে করিয়া তৎপ্রতি বিরক্ত হয়।[৫৯] ইহাদের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত মধুর রস আস্বাদনে মোটেই যোগ্যতা নাই। ঐ অপ্রাকৃত মধুর রস প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর ও রহস্যপূর্ণ। শ্রীউজ্জ্বলের উপসংহারে শ্রীরূপপাদ বলিতেছেন,—'অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্বিগাহতাম্। স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া॥' এই মধুর-রস-সাগর স্বরূপে অতল এবং প্রমাণে অপার; দাস্যাদিরস-সাগর হইতে জাতিতে ও পরিমাণে অধিক। শ্রীশুকদেবাদি প্রাচীন এবং শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেবাদি অর্ব্বাচীন রসিকগণও এই জন্যই ইঁহার সীমা জ্ঞাপন করেন নাই। আমি সেই রস-সাগরের তটে স্থিত হইয়া একটি মাত্র অঙ্গুলি দ্বারা সেই মধুর-রস-সাগর হইতে কণামাত্র উঠাইয়া জিহ্বায় স্পর্শ করিয়াছি।[৬০]

---

৫৬ শৃঙ্গারপ্রকাশ ১৩শ পরিচ্ছেদ; ৫৭ ঐ ১ম প; ৫৮ প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ অনু; ৫৯ ভ র সি ৩।৫।১; ৬০ শ্রীলোচনরোচনী ও শ্রীআনন্দচন্দ্রিকা ১৫।২৫৯।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূতে একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,—

যদমিতরস-শাস্ত্রে ব্যঞ্জি বৈদগ্ধ্যবৃন্দং তদণুমপি ন বেত্তুং কল্পতে কামিলোকঃ।
তদখিলমপি যস্য প্রেমসিন্ধৌ ন কিঞ্চিন্মিথুনমজিতগোপীরূপমেতদ্বিভাতি ॥৬১

অগণিত রসশাস্ত্রে যে বৈদগ্ধীসমূহ ব্যক্ত হইয়াছে, কামী ব্যক্তি বা কামী জগৎ তাহার ঈষদও অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সেই বৈদগ্ধীসমূহ যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের প্রেমসিন্ধুর নিকট অকিঞ্চিৎ-করই হইবে। সেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-যুগল-মূর্ত্তি শোভা পাইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় রসাচার্য্যের রসবিজ্ঞানের আকর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এবং তদনুগ অপ্রাকৃত রসাচার্য্যগণ যে শান্তাদি পঞ্চ মুখ্য রতিকে নিত্য স্থায়ী ভাবরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা **শ্রীমদ্ভাগবতের রসবিজ্ঞান হইতেই গৃহীত** হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন[৬২]—যে সকল অসাধারণ ভক্তিরসিক সাযুজ্য মোক্ষ এবং সাক্ষাদ্ ভগবৎসম্বন্ধিনী সালোক্য-সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তিও কামনা করেন না, তাঁহারাই আমার (ভগবানের) আশ্রিত যে পঞ্চরস—প্রিয় (শৃঙ্গার), আত্মা (শান্ত), সুত (বাৎসল্য), সখা (সখ্য) এবং গুরু-সুহৃদ্-দৈব-ইষ্ট (দাস্য) তদ্রসজ্ঞ ও ভাবজ্ঞ হইতে পারেন।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥৬৩

চক্ষুর যেরূপ সৌন্দর্য্যাদির প্রতি স্বাভাবিক রাগ, সেইরূপ ভক্তের ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহাই 'রাগ' বলিয়া কথিত। সেই রাগ শ্রীব্রজগোপী-দের 'আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী' ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত যে অপ্রাকৃত অভিমান, তদ্ভেদে বহুপ্রকার দেখা যায়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ—'প্রিয়', যেরূপ প্রেয়সী ব্রজসুন্দরী প্রভৃতি

---

৬১ শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব্ব ২৪।৬৭ ; ৬২ ভা ৩।২৫।৩৪ ; ৬৩ ভা ৩।২৫।৩৮।

মধুররসিকগণের ; 'আত্মা'—পরব্রহ্মরূপ, যেরূপ শ্রীসনকাদি শান্তভক্তগণের ; 'সুত'-—শ্রীযশোমতি-নন্দাদি বৎসলরসিকগণের ; 'সখা'—শ্রীশ্রীদামাদি-সখ্য-রসিকগণের ; 'গুরু' (পিতা)—শ্রীপ্রদ্যুম্নাদি দাস্যরসিকগণের—এইরূপ কাহারও ভ্রাতা, মাতুল, বৈবাহিক ইত্যাদি প্রকারে যাদবও পাণ্ডবগণের সুহৃদ্ এবং 'দেবতা' ও 'আরাধ্য'-রূপে শ্রীদারুকাদি নিজ-সেবকগণের (দাস্য-রস-রসিকগণের) বিষয়আলম্বন একই শ্রীকৃষ্ণ।[৬৪]

শ্রীশ্রীধরস্বামীর রসবিচার

শ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাবার্থদীপিকায়[৬৫] শ্রীরূপগোস্বামিপাদকথিত প্রীতভক্তি অর্থাৎ দাস্যরসকেই 'সপ্রেমভক্তিক' রস আখ্যা দিয়াছেন। মথুরার কংসরঙ্গমঞ্চে অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যে যে দর্শকের যে যে রসের উদয় হইয়াছিল, তাহা স্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের বর্ণন-ক্রমানুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, স্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণে রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও সপ্রেমভক্তিক—এই দশটি রস স্বীকার করেন। ইহাতে দেখা যায়, তিনি শ্রীরূপ-পাদের কথিত মুখ্য তিনটি রস—(১) শান্ত, (২) দাস্য ও (৩) শৃঙ্গার রস এবং গৌণ সাতটি রস (১) রৌদ্র, (২) অদ্ভুত, (৩) হাস্য, (৪) বীর, (৫) দয়া [করুণা], (৬) ভয়ানক ও (৭) বীভৎস রস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত তালিকায় সখ্য ও বাৎসল্যের স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

শ্রীজীবপাদ প্রীতিসন্দর্ভে বলেন যে স্বামিপাদ উক্ত শ্লোকে পাঁচটি মুখ্য রসই প্রদর্শন করিয়াছেন। সমবয়স্ক গোপগণের হাস্যশব্দসূচিত 'সখ্যরস' এবং পিতা-মাতার দয়ার পর্য্যায় শব্দ 'বৎসল রস' জানিতে হইবে।[৬৬]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ স্বামিপাদের কথিত গোপগণের 'হাস্যরস' স্থলে হাস্য ও সখ্য এই উভয়বিধ রসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীস্বামিপাদ-কথিত মাতা-পিতৃগণের দয়ারসের স্থানে বাৎসল্য ও করুণ রসের উল্লেখ করিয়া দ্বাদশ রসই শ্রীকৃষ্ণে প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামিপাদ 'করুণ' রস শব্দটি প্রয়োগ করেন নাই,

৬৪ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১০ (তাৎপর্য্যানুবাদ) ;

৬৫ ভাবার্থদীপিকা ১০।৪৩।১৭ ; ৬৬ প্রীতিসন্দর্ভ ১১০ অনু।

তিনি দয়ারসই বলিয়াছেন। আর 'দাস্য রস' শব্দটি প্রয়োগ না করিয়া 'সপ্রেমভক্তিক' রস বলিয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মীধরের রসবিচার

শ্রীপাদ লক্ষ্মীধর বলেন, কাহারও মতে ভক্তি উৎসাহের অন্তর্গত, উহা পৃথক স্থায়িভাব নহে ; তাঁহাদের এই উক্তি লৌকিক ভক্তিবিষয়েই কথিত হইয়াছে। কারণ ভৃত্যের ঐ প্রকার উৎসাহরূপ ভক্তি যুদ্ধাদির জন্য রাজগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। কিন্তু ভাগবতী ভক্তিতে ঐ রূপ পরস্পর স্বার্থানুসন্ধান নাই। ইহা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি[৬৭] হইতে জানা যায়।

শ্রীনামকৌমুদীকারের প্রদর্শিত আলম্বন-উদ্দীপনাদি বিভাব এবং শ্রীপ্রহ্লাদের উদাহরণাদি হইতে তাঁহার কথিত ভক্তিরস 'দাস্যরস' বলিয়াই জানা যায়। শ্রীরূপপাদ[৬৮] ও শ্রীজীবপাদ[৬৯] এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

শ্রীসুদেবাদির রসবিচার

সুদেবাদি আলঙ্কারিকগণ ভক্তিময় রস স্বীকার করিয়া প্রীতভক্তি-রসকে (দাস্য রসকে) শান্তরস রূপে বর্ণন করিয়াছেন।[৭০] শ্রীবোপদেব-প্রপঞ্চিত ভক্তিরস মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত বলিয়া শ্রীশ্রীরূপ-জীবাদির বিচারে 'রস'বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই[৭১]।

শ্রীবোপদেবের রসবিচার

শ্রীবোপদেব ভক্তিপর শৃঙ্গারকে মুক্তাফলে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করেন নাই। তাঁহার মতে রসের মধ্যে শান্তরসই শ্রেষ্ঠ। 'নিরতিশয়ানন্দহেতুত্বেন চাস্য (শান্তরসস্য) রসেষু শ্রৈষ্ঠ্যম্'[৭২]—নিরতিশয় আনন্দের হেতুস্বরূপ বলিয়া রসের মধ্যে শান্তরসের শ্রেষ্ঠতা।

কৈবল্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রে (মুক্তাফলে) 'ভক্তিপর শৃঙ্গার-রস প্রধান নহে, ইহা জানাইবার জন্যই আচার্য্য শ্রীবোপদেব প্রথমে শৃঙ্গার রসের উল্লেখ করেন নাই,

---

৬৭ ভা ৭।১০।৬ ;

৬৮ ভ র সি ৩।২।৫ ; ৬৯ প্রীতিসন্দর্ভ ১১০ অনু ; ৭০ ভ র সি ৩।২।২ ও প্রীতিসন্দর্ভ ১১০ অনু ;

৭১ ঐ ; ৭২ কৈবল্যদীপিকা ১৭ অ ২৭০ পৃষ্ঠা (দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য সং ১৯৪৪ খ্রী ;

(যেরূপ নাট্যাচার্য্য ভরত করিয়াছেন)।—'কিন্তু নাত্র কৈবল্যপরে শাস্ত্রে ভক্তিপরঃ শৃঙ্গারঃ প্রধানমিতি দ্যোতয়িতুমাচার্য্যেণ নৈষ প্রথমমুক্তঃ'[৭৩]

শ্রীবোপদেব ভক্তিরস স্বীকার করিয়া[৭৪] মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে শান্ত ও শৃঙ্গার (মধুর রস) এবং গৌণ সপ্তরসকে (হাস্য, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও বীর) 'ভক্তিরস' এবং উক্ত নয় প্রকার রসের নয় প্রকার ভক্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৭৫]

শ্রীবোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভা ৩।২৫।৩৮) অপ্রাকৃত পঞ্চ মুখ্য রতির কোনও আলোচনা করেন নাই। তাঁহার মতে নির্গুণ তত্ত্বই—ব্রহ্ম (নিরাকার-নির্ব্বিশেষ), পরমাত্মা—ত্রিগুণান্বিত, রমাপতি ভগবান—সত্ত্বগুণময়। 'নির্গুণং তত্ত্বং ব্রহ্ম,ত্রিগুণং পরমাত্মা, সত্ত্বগুণং রমাপতিঃ। সাকারয়োপ্যাকার-তিরোহিতত্বাৎ ন ভেদ ইত্যর্থঃ'[৭৬] পরমাত্মা ও ভগবান—এই দুই তত্ত্ব সাকার। ইঁহাদের সাকারত্বের তিরোধানে ব্রহ্মের সহিত কোন ভেদ থাকে না। শ্রীধরস্বামিপাদ বা কোনও বৈষ্ণবাচার্য্য পরমাত্মাকে ত্রিগুণান্বিত বা রমাপতিকে সত্ত্বগুণময় বলেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে কোথায়ও রমাপতি ভগবানকে সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বোপাধি বলা হয় নাই। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং" ইত্যাদি শ্রীশিবোক্তিই প্রমাণ।

শ্রীবোপদেবের প্রতিপাদ্য ভক্তি

শ্রীবোপদেব মুক্তাফলের (৫ম অধ্যায়ে) বিষ্ণুভক্তিপ্রকরণের প্রারম্ভে বিষ্ণু-ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন,—'তত্র বিষ্ণুভক্তের্লক্ষণম্। তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' (ভা ৭।১।৩১)। হেমাদ্রি বলিতেছেন—'যস্মাৎ কৃষ্ণ এব **কৈবল্যপ্রদঃ**। * * কেনাপি বিহিতেন অবিহিতেন বা উপায়েন * * **কৃষ্ণে সত্ত্বোপাধৌ ব্রহ্মণি** নিবেশয়েৎ। * * ভগবতি মনঃস্থিরীকরণং ভক্তিরিতি।'

কৈবল্যদীপিকা-কার বলেন,—'মদ্ভাবায় **ব্রহ্মসাযুজ্যায়** উপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি। অধমভক্তিযোগাদুত্তম-ভক্তিযোগ্যত্বমকাম্যমানমপি ভবতীতি সর্ব্বেষামেকমেব ফলম্। কালবিলম্বকৃতো বিশেষ ইত্যর্থঃ'[৭৭]—আত্যন্তিক নির্গুণ ভক্তিযোগ

---

৭৩ কৈবল্যদীপিকা ১১অ ১৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা ; ৭৪ মুক্তাফল ১১।১, ১৬৪, ৬৭ পৃঃ ;
৭৫ মুক্তাফল ১১।১ বৃত্তি ১৬৪ পৃঃ ; ৭৬ হরিলীলা ১২শ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ের বিবরণ ;
৭৭ কৈবল্যদীপিকা ৫ অ ৮৯ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের যোগ্যতা দান করে। উত্তমা ও অধমা ভক্তির ফল একই—চরমে মোক্ষ। কেবল সময়ের ব্যবধান-মাত্র বিশেষ, অর্থাৎ উত্তমা ভক্তিতে শীঘ্র মোক্ষ লাভ হয়, অধমা ভক্তির দ্বারা বিলম্বে লাভ হয়, এই মাত্র পার্থক্য ; উভয়ের ফলে কিছু পার্থক্য নাই।

শ্রীবোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি'র 'অনিমিত্তা' শব্দের অর্থ 'খ্যাতি-লাভ-পূজাদি-হীনা'[৭৮] এইরূপ করিয়াছেন। মোক্ষফলাভিসন্ধান-পর্য্যন্ত-রহিতা প্রোজ্ঝিতকৈতবা ভক্তি নহে। বোপদেব বা হেমাদ্রি শ্রীকৃষ্ণকে 'কৈবল্য-(সাযুজ্য-মোক্ষ) প্রদ' মনে করেন, 'প্রেমপ্রদ' নহেন। আর 'কৃষ্ণ' অর্থে সত্ত্বোপাধি-ব্রহ্মই, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ নহেন।

ভগবানে মনঃস্থিরীকরণকেই হেমাদ্রি 'ভক্তি' মনে করেন, ইহা পরমাত্মোপাসনা-পর যোগাদি ভক্তিবিশেষের লক্ষণ মাত্র। শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ নহে।

শ্রীবোপদেবের মতে আত্যন্তিক নির্গুণ ভক্তিযোগ ব্রহ্মসাযুজ্যের যোগ্য ('ব্রহ্ম-সাযুজ্যায় যোগ্যো ভবতি') করিয়া দেয়। সেই ব্রহ্মসাযুজ্য সালোক্যাদি মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং চরম প্রয়োজন। হেমাদ্রি শ্রীভগবানের দেহ-দেহী-ভেদ কল্পনা করেন। 'একত্বং চতুর্ভুজাদিমূর্ত্ত্যধিষ্ঠাত্রা পুরুষেণ সহ ঐক্যম্' ইত্যাদি উক্তিতে শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠাতার ভেদ কথিত হইয়াছে।[৭৯]

শ্রীমদ্ বোপদেবের মতে ভক্তি—'বিহিতা' ও 'অবিহিতা' ভেদে দ্বিবিধা। অবিহিতা ভক্তি—'কামজা', 'দ্বেষজা', 'ভয়জা' ও 'স্নেহজা' ভেদে চারিপ্রকার।[৮০] শ্রীরূপগোস্বামি-পাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপক্রমে "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্" ইত্যাদি উক্তিতে এবং তদনুগবর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে দ্বেষজা ও ভয়জায় ভক্তিত্বই স্বীকার করেন না, আনুকূল্যেই ভক্তি স্বীকার করেন। শ্রীজীব শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বিশদভাবে শ্রীবোপদেবের উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন।[৮১]

অবিহিতা ভক্তি বোপদেবের মতে নিকৃষ্টা। শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তে 'কামজা'

৭৮ কৈবল্যদীপিকা ৫।৩, ৮৪ পৃঃ; ৭৯ ঐ ৮৮ পৃঃ: ৮০ ঐ ৫।১৪, ৮৫-৯০ পৃঃ; ৮১ ভক্তিসন্দর্ভ ৩২৪ অনু।

ও 'স্নেহজা' রাগাত্মিকা বলিয়া উৎকৃষ্টা। হেমাদ্রি শ্রীবোপদেবের মুক্তাফলের টীকায় লিখিয়াছেন,—'**কামোহত্র** পরপরিগৃহীতায়া অনূঢ়ায়া বা স্ত্রিয়াঃ **পরপুরুষে দুরভিসন্ধিঃ**। * * * ন হি **গোপীনামী**শ্বরত্ব-বোধেন ভজনং কিন্তু **জারত্বেন ভজমানানাং তাসাং দৈবাৎ তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ঈশ্বরত্বাৎ মুক্তিলাভঃ**'।[৮২] —এ স্থানে 'কাম'শব্দের অর্থ অন্যের পরিণীতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীর পরপুরুষে যে দুষ্টাভিসন্ধি। * * গোপীগণের ভজন ঈশ্বর-বোধে ভজন নহে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি-রূপেই স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ উপপতি না হইয়া ঈশ্বর হওয়ায়, ঈশ্বরে মনঃসংযোগবশতঃ তাঁহাদের মুক্তিলাভ হইয়াছিল।

শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উক্ত মতবাদসমূহের যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।*

ভক্তিরস-বিচারে শ্রীবোপদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত

মুক্তাফলে শ্রীপাদ বোপদেব বলিয়াছেন, অভিসম্পন্ন অর্থাৎ রসরূপতা প্রাপ্তির যোগ্যতাপ্রাপ্ত ভাবসমূহই 'রস' হয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ দেখাইয়াছেন, রসত্ব প্রাপ্তির সামগ্রী তিনপ্রকার—স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা ও পুরুষযোগ্যতা। ভগবৎপ্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং অশেষ সুখতরঙ্গের সিন্ধুস্বরূপ ব্রহ্মসুখাধিক্যতমত্ব থাকায় পরিপূর্ণ স্বরূপযোগ্যতা আছে। শ্রীভগবৎপ্রীতির কারণাদি-পরিকর সকলই স্বভাবতঃই অলৌকিক অদ্ভুত রূপ। পুরুষযোগ্যতা—শ্রীপ্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণের প্রবল প্রীতিবাসনা। ইহা না হইলে লৌকিক কাব্যেও রসনিষ্পত্তি হয় না বলিয়া আলঙ্কারিকগণ বলেন। সাহিত্যদর্পণে (৩।২) উক্ত হইয়াছে যোগিগণের ন্যায় পুণ্যবান পুরুষগণই রসাস্বাদন করিতে পারেন। রত্যাদি বাসনা ব্যতীত রসাস্বাদন হয় না।[৮৩]

শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ বলেন, লৌকিক রসে প্রাকৃত সত্ত্বই 'হেতু' আর ভক্তি

---

৮২ কৈবল্যদীপিকা ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা; * এই গ্রন্থের ৪৫৪ পৃষ্ঠা হইতে ৪৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮৩ প্রীতিসন্দর্ভ ১১০।

রসে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব—যাহা 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং' (ভা ৪।৩।২০) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বই 'হেতু'।

মুক্তাফলের টীকাকারের সিদ্ধান্ত হইতেছে—"যত্তু 'সত্ত্বং বিশুদ্ধ'মিত্যাদিনা শুদ্ধসত্ত্বতা-সঙ্কীর্ত্তনং, তৎ সত্ত্বভূয়স্ত্ববিষয়ম্। ন তু যথাশ্রুতমেব, **গুণান্তর-কার্য্যস্যাপ্যুপলম্ভাৎ**। তত্র তদসত্যমন্যত্র তু বাস্তবমিতি তু ভক্তিমাত্রম্"।[৮৪]

বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব, তাহাতে যে পুরুষের আবির্ভাব হয়, তিনিই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বাসুদেব—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্রীশিবোক্তিতে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বগুণেরই আধিক্যব্যঞ্জক। কিন্তু যথাশ্রুত অর্থব্যঞ্জক নহে, অর্থাৎ 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণে রজস্তমোগুণের কার্য্যও দৃষ্ট হয়। যদি কেহ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণে উহা রজস্তমোগুণের কার্য্য নহে, অন্যত্রই রজস্তমো-গুণের কার্য্য বাস্তব, তাহা হইলে ঐ রূপ কথা হইবে ভক্তিমাত্র—বস্তুতঃ সত্য নহে। ভক্তির উচ্ছ্বাসেই শ্রীকৃষ্ণে রজস্তমোগুণের কার্য্য অস্বীকার করা হয়।

অপর দিকে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ ও স্বামিপাদের টীকানুযায়ী শুদ্ধসত্ত্বের অর্থ করিয়াছেন—"**শুদ্ধসত্ত্বং নাম ভগবতঃ স্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিত্যাখ্যা বৃত্তিঃ।** ন তু মায়াবৃত্তিবিশেষঃ। * * 'হ্লাদিনী সন্ধিনী-সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ * * * ইতি **বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ** (১।১২।৬৯) হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তিস্তদীয়সারবৃত্তিসমবেত-তৎসারাংশত্বমেবেত্য-বগন্তব্যং, তয়োঃ সমবেতয়োঃ সারত্বঞ্চ"।[৮৫] তাৎপর্য্য এই শুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে ভগবানের স্বরূপশক্তির স্বপ্রকাশিকা সম্বিদাখ্যা বৃত্তি; উহা মায়ার বৃত্তি নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উক্তি অনুসারে হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তি, তাঁহার সারবৃত্তির সহিত যুক্ত তাহার সারাংশত্বকেই জানিতে হইবে। হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই দুইটি ভগবৎ-স্বরূপশক্তির সমবায় ও সারস্বরূপ।

---

৮৪ কৈবল্যদীপিকা ১।৭, ১০ পৃ; ৮৫ দুর্গমসঙ্গমনী ১।৩।১।

সুধী পাঠকগণের নিকট ভোজরাজের শৃঙ্গার-রস-বিষয়ে মতবিশেষ, মুক্তাফলকার আচার্য্য শ্রীবোপদেবের শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণোল্লেখে রসসম্বন্ধে স্বমনীষাজাত মতবাদ এবং তৎপার্শ্বে শ্রীচৈতন্যানুচর শ্রীসনাতন-শ্রীরূপপাদ, শ্রীজীবপাদ, শ্রীমৎকবিকর্ণপূরাদি রসাচার্য্যগণের শ্রীমদ্ভাগবতরসসিন্ধু-মথিত ভক্তিরসসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। যে সকল অর্ব্বাচীন ব্যক্তি বলেন, শ্রীরূপপাদ ও শ্রীকবিকর্ণপূর পরকীয়া নায়িকার ব্যাপার ও শৃঙ্গার-রসের বিবিধ ভেদ ও বিলাস বর্ণনাদি ভোজরাজের মতের অনুগত হইয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং আচার্য্য শ্রীবোপদেব হইতে আলঙ্কারিক রসতত্ত্বের ভক্তীকরণ বা ভক্তীভাবতা আপাদন করিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ মন্তব্য কতটা তথ্যসহ, তাহা এখন নিরপেক্ষ সুধীগণ বিচার করুন।

'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ও ভক্তিরস

শ্রীচৈতন্যোত্তরযুগে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদ তৎকৃত ভক্তি-রসায়নে ভগবদ্ভক্তির রসত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীগীতা-টীকার (গূঢ়ার্থদীপিকা) উপসংহারে 'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে পরাৎপরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কামাদিতাপকের দ্বারা দ্রবীভূত মনে প্রবিষ্টা যে স্থিরা গোবিন্দাকারতা তাহাকে 'ভক্তি' বলিয়াছেন।[৮৬] ভক্তি জীবের মনোবৃত্তিবিশেষ।[৮৭] রসের প্রতীতি—নির্ব্বিকল্পসুখাত্মিকা।[৮৮]

শ্রীমধুসূদনের মতবিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, তাঁহার মতে ব্রজগোপীর 'কামজা রতি' সোপাধি ও মিশ্রা।[৮৯] লৌকিক কান্তাদিবিষয়ক শৃঙ্গারাদি রসেরও পরমানন্দ-রূপতা আছে (ন লৌকিকরসস্যাপি পরমানন্দ-রূপতানুপপত্তিঃ)[৯০]। ভক্তি-রসের আনন্দের সহিত লৌকিক রসের আনন্দের কেবল পরিমাণগত পার্থক্য।[৯১]

একমাত্র ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের স্বতঃসিদ্ধ-সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবপাদাদি-আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাদির প্রমাণ হইতে

---

৮৬ ভক্তিরসায়ন ২।১ ; ৮৭ ঐ ১।৩ ; ৮৮ ঐ ৩।২২ ; ৮৯ ঐ ২।৬৬-৭৪ ; ৯০ ঐ ১।১০ টীকা ; ৯১ ঐ ২।৭৭-৭৮।

জানাইয়াছেন যে ভগবানের শক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা সাররূপা যে স্বরূপশক্তি, তাহারও সাররূপা হ্লাদিনী নাম্নী যে বৃত্তি, তাঁহারই সারস্বরূপ যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি। যাঁহাকে 'ভগবদ্‌রতি' শব্দে নির্দ্দেশ করা হয়।[৯২]

প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার-পরাকাষ্ঠাত্মা শ্রীভগবদ্ভক্তি-রস

শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন,—ভক্তিপ্রভাবে নিখিল দোষ নিঃশেষে নিরাকৃত হইয়া যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ববিশেষের আবির্ভাবযোগ্য এবং তদাবির্ভাবে সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে (শ্রীজীব), যাঁহারা শ্রীভাগবতের প্রতি অনুরক্ত, অপ্রাকৃত প্রেমরসিকগণের নিত্যসঙ্গেই যাঁহাদের নিরতিশয় উল্লাস,যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদকমলের ভক্তিসুখ-সম্পত্তিকেই জীবাতু বলিয়া জানেন এবং প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরেই (ইষ্টতম-দেবের নামসঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বল ব্রজসজাতীয় সাধন—শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে [২।৫।২১৮] —শ্রীসনাতন) সর্ব্বক্ষণ অনুশীলন করেন, সেই সকল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমানা অথচ প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনাদ্বয়ের দ্বারা উজ্জ্বলা (হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা) আনন্দস্বরূপা রতিই (লৌকিক রসের ন্যায় সৎকবির নিবদ্ধতার অপেক্ষাশূন্য হইয়াই) অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সহযোগে রসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দচমৎ-কারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে।[৯৩]

শ্রীচৈতন্যানুগ-গণের রসসিদ্ধান্তের মৌলিকতা

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, রসার্ণবসুধাকরাদি অলঙ্কারশাস্ত্রোদ্ধৃত এবং প্রাকৃত কবিরচিত "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোকাদি মহাপ্রভু উচ্চারণ করিতেন, তাহা **উদ্দীপন-বিভাব-রূপেই** মহাপ্রভুর স্বরূপসিদ্ধ অপ্রাকৃত ভাবের উদ্দীপক মাত্র হইত—যেমন প্রাকৃত বন, প্রাকৃত নদী দেখিয়াও মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-

---

৯২ পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ, সা চ রত্যপরপর্য্যায়াঃ ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠতি—শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৯৩ অনু ;

৯৩ ভ র সি ২।১।৭-১০।

যমুনাদির উদ্দীপন হইত, সেইরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাবের পরিজ্ঞাতা শ্রীরূপের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকে এই নিত্য সত্যটি প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি রসাচার্য্যগণও এইরূপ ভাবেই লৌকিক আলঙ্কারিক, কবি, মহাজন ও আচার্য্যগণের অনুকূল মতের অনুমোদন ও যথাযোগ্য আদর করিয়াছেন। শ্রীগৌরপরিকরগণ অনুকারক বা মৌলিকপ্রায় নহেন; তাঁহাদের মূল স্বয়ং রসরাজ-মহাভাব-মিলিতবিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের ভক্তিরস-সাহিত্য বিশ্বে বিতরিত এক অতুলনীয় সম্পৎ।

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ কর্তৃক আদিকবিতে শক্তিসঞ্চার-লীলা

'বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥[৯৪]

শ্রীগৌরহরি পূর্ব্বকল্পের লীলায় জগতে যে ব্রজরসকেলি-বার্ত্তার প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই সুদীর্ঘ-কাল-মধ্যে লুপ্ত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক সেই রসকেলিবার্ত্তা পুনরায় বিস্তার করেন, যেরূপ কল্পারম্ভে ব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত[৯৫] হইতে জানা যায়, কল্পারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ আদিকবি শ্রীব্রহ্মাতে (বা আদিরসের কবিতে) সঙ্কল্পমাত্রেই স্ব-তত্ত্ব (বা আদিরসতত্ত্ব) বিস্তার করিয়াছিলেন ('তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে')। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা[৯৬] হইতেও জানা যায়, আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সংস্কৃত ব্রহ্মা বেদসার স্তবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আদিষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। "ততান রূপে স্ববিলাসরূপে"[৯৭] এবং 'হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহম্'।[৯৮] এই উক্তি হইতেও তদ্রূপ জানা যায়, বর্ত্তমান কল্পের লীলায় আদ্যহরি শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদে সর্ব্বতত্ত্ব বিস্তার করেন এবং শ্রীগৌরশক্তিসঞ্চারিত শ্রীরূপ বেদসার "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা

৯৪ চৈ চ ২।১৯।১; ৯৫ ভা ১।১।১; ৯৬ ব্র সং ৫।২৩-২৪;
৯৭ শ্রীচৈ চন্দ্রোদয় না ৯।৩০; ৯৮ ভ র সি ১।১।২।

শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব করেন। পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ (পূর্ব্বকল্পে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রসাচার্য্যত্ব-হেতু) শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যাদিষ্ট মনোভীষ্ট ব্রজরসের স্থাপনা করেন। অতএব প্রতি কল্পেই শ্রীরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের রসপ্রস্থানেরশিল্প-প্রজাপতি বা আদিকবি (আদি বা উজ্জ্বল-রসের কবি)।

শ্রীস্বরূপ-শ্রীরামরায়-প্রমুখ আরও বহু অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারের কারণ কি? শ্রীরাধারাণী যেরূপ পৌর্ণমাসী-বৃন্দাদির প্রতি এবং জ্যেষ্ঠাকল্পা ললিতা-বিশাখাদির প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসহ নিজ রহঃলীলার সমস্ত কথা শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকটেই নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেন, সেইরূপ শ্রীরাধাভাবাঢ্য মহাপ্রভু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ স্থানে—শ্রীরূপহৃদয়েই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার রহস্যোদ্ঘাটন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-বর্ণনার্থ শক্তিসঞ্চার করেন।[৯৯]

অতএব শ্রীরূপপাদের শ্রীমুখচন্দ্র হইতে যে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোক-চিন্তামণিটি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটলীলাকালে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়-শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-শ্রীহরিদাস ঠাকুরাদি নিত্যসিদ্ধ পরম রসিকগণের সমাজে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহা যে বেদসার বাস্তব সত্য, ইহা ঐতিহাসিক তথ্যাদি দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। 'সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া। কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাঞা॥'[১০০] আত্মস্তুতিপর শ্লোক-শ্রবণে মহাপ্রভু বাহিরে লোকশিক্ষার্থ রোষাভাস প্রকাশ করিলে 'রায় কহে, রূপের কাব্য অমৃতের পূর। তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥ * * * প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন॥ তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী। তুমি শক্তি দিয়া কহাও,—হেন অনুমানি'॥[১০১]

তখন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের প্রশংসা শতমুখে করিয়া বলিলেন,—'এই দুই ভাইয়ে আমি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবনে। শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে'॥[১০২] সেই শ্রীরূপের রসকাব্য-প্রকটিত শ্লোকের সিদ্ধান্ত হইতে প্রমাণিত

---

৯৯ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ চৈ চ টীকা ২।১৯।১২১;

১০০ চৈ চ ৩।১।১৩৩; ১০১ ঐ ৩।১।১৮০, ১৯৪, ১৯৬; ১০২ ঐ ৩।১।২০২।

হইল যে এই কল্পে দেবহূতিনন্দন শ্রীকপিল লীলাবতার-রূপে সর্ব্বরসের রাগভক্তির কথা কীর্ত্তন করিলেও এবং বিভিন্ন ভগবদবতারের দ্বারা বিভিন্নসময়ে ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ভক্তির কথা প্রকাশিত হইলেও, স্বয়ং ভগবান যশোদানন্দন-কর্ত্তৃকও যাহা সর্ব্ব সাধারণে অপ্রকাশিত ও অপ্রদত্ত ছিল, সেই উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তিসম্পত্তি রসিকশেখর পরমকরুণ শ্রীযশোদানন্দনাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন এক কল্পকাল পরে পুনরায় সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এক কল্পকাল মধ্যে যে ব্রজপ্রেমদাতা ভগবদবতার বা অবতারী অবতীর্ণ হয়েন না, এই সত্যটিও প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ প্রকাশ

সর্ব্বতত্ত্ববস্তু-সীমা-প্রদাতা পরতত্ত্বসীমা

'তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দস্বরূপ ॥' *

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশ্বজীবকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা সকলই সর্ব্ব-শিরোমণি বস্তু—সকলই অংশিতত্ত্ব, কোনটিই আংশিক বস্তু নহে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহা-
নিত্থং গৌর-মহাপ্রভোর্ম্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥[১]

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপাস্য তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে পরতত্ত্বসীমা ব্রজেন্দ্রনন্দন 'প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ **পূর্ণতমো** বুধৈঃ। ইত্যেবং **বৃন্দাবনে**

---

* চৈ চ ১।১।৯৬। ১ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ১।১।১।

পূর্ণতমঃ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ'।[২] তাঁহার ধাম হইতেছে সমস্ত ভগবদ্ধামের শিরোমণি শ্রীবৃন্দাবন। 'নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যা ভূগোলচক্রে সপ্তপূর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী'।[৩*] 'সত্যাদুপরি বৈকুণ্ঠঃ কোটীরষ্টপ্রমাণতঃ। তস্যোপরিষ্টাৎ কৌমার উমালোকস্ততঃ পরঃ॥ শিবলোকস্তদুপরি গোলোকস্তদুপরি স্মৃতঃ। জ্যোতির্ম্ময়ং তত্র ব্রহ্ম তত্র বৃন্দাবনং মহৎ॥ তত্রৈব রাধিকা দেবী সর্ব্বশক্তি-নমস্কৃতা। তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বদেব-শিরোমণিঃ'॥[৪†] মহাপ্রভু যে মন্ত্র ও যে উপাসনা-প্রণালী প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেছে সমস্ত মন্ত্রের চূড়ামণি বা কারণ এবং সমস্ত উপাসনার শেষসীমা। 'শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রস্তু কারণম্॥ সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং কৈশোরমতিহৈতুকম্। কৈশোরং সর্ব্বমন্ত্রাণাং হেতুশ্চূড়ামণির্ম্মনুঃ'॥[৫‡] কিশোরগোপালমন্ত্রই সমস্ত মন্ত্রের কারণ ও শিখামণি। মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম হইতেছে মহামন্ত্র, সমস্তনামের কারণ। উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে ভগবৎ-প্রণীত-পদ্ধতি অপেক্ষাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা যিনি, আরাধনাই যাঁহার স্বরূপসিদ্ধা বৃত্তি, সেই শ্রীরাধার এবং তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপা ব্রজগোপীর দ্বারা প্রকাশিতা যে স্বভাব-সিদ্ধরাগময়ী কৃষ্ণভজন-পরিপাটী, তাঁহার আনুগত্যময়ী প্রণালীটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

---

২ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ (শ্রীরাঘব-গোস্বামী) ৫।১ ধৃত আদিযামলবাক্য; ৩ গোপালতাপনী, উ ২৯ (বহরমপুর সং); ৪ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ৩।৪ ধৃত গোলোকসংহিতা-বাক্য; ৫ ঐ ৪।৭ ধৃত বরাহসংহিতা-বাক্য।

* অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারকা—এই সপ্তপুরী মোক্ষদা ও সার্ষ্টি প্রভৃতি ভোগদা। ইঁহাদের মধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম পরমাশ্রয়স্বরূপ গোপালপুরী, তাহাই হইতেছে দ্বাদশবনাত্মক লীলাখ্যা মহাশক্তির প্রাদুর্ভাববিশেষরূপা বৃন্দাবন।

† সত্যলোক ৮ কোটি, তদুপরি বৈকুণ্ঠ ৮ কোটি, তদুপরি উমালোক, তদূর্দ্ধে শিবলোক, সর্ব্বোপরি গোলোক বিদ্যমান। তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ও মহামহিয়ান্ বৃন্দাবন বিরাজিত। তাহাতেই সর্ব্বশক্তিনিষেবিতা দেবী রাধিকা এবং সর্ব্বদেবশিরোমণি ভগবান কৃষ্ণ বিরাজমান।

‡ শ্রীকৃষ্ণনামেই নিখিল ভগবন্নামের প্রবৃত্তি। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীশ্রীনামচিন্তা-মণি-কিরণ-কণিকা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ সেই উপাসনা-প্রণালীটিই দান করিয়াছেন। এজন্য তাহা সকল উপাসনার অংশিনীস্বরূপা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'শাস্ত্র' প্রদান করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বশাস্ত্রের চূড়ামণিস্বরূপ। তাহা সর্ব্ববেদান্তসার, সর্ব্বশাস্ত্রসিন্ধুমথিত পরমামৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য, সর্ব্বদা-সর্ব্বজনসেব্য, সর্ব্বভাগবতপ্রাণ এবং কলিকালে নষ্টচক্ষু ব্যক্তিগণের নিকট উদিত শ্রীকৃষ্ণরূপী পুরাণসূর্য্য। অতএব সেই শাস্ত্র হইতেছে সর্ব্বশাস্ত্রের অংশী বা সর্ব্ব-শাস্ত্র-সীমা। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'—ইহা সকল বিদ্যার শেষসীমা।

পুরুষার্থ-বিচারে যে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি সর্ব্বপুরুষকাম্য, ভগবৎ-প্রীতিতে সেই উভয়ই আনুষঙ্গিক, আত্যন্তিক ও পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। প্রীতিই পরমানন্দ-লাভের একমাত্র উপায়। সেই প্রীতির মধ্যে আবার ব্রজগোপীর কৃষ্ণপ্রীতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীব্রজগোপীগণের প্রীতিতে কান্তাভাবের যে উপাধি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, ভাবোৎপাদনে রূপগুণাদির অপেক্ষা, স্বসুখানুসন্ধান, ধর্ম্মাধর্ম্মসম্বন্ধ তাহাও নাই, এমন কি কান্তাভাবের যাহা প্রাণ সেই রমণ-রমণী-বোধ পর্য্যন্ত নাই। প্রবল অনুরাগ-সিন্ধুতেই তাঁহারা নিমজ্জমান। সেই ব্রজগোপীর শ্রীচরণ-পরগাভিষেক ও আনুগত্য শ্রীউদ্ধব-শ্রীব্রহ্মাদি বাঞ্ছা করেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ষোড়শসহস্র মহিষী শ্রীরুক্মিণ্যাদি অষ্ট পট্ট মহিষী অপেক্ষাও ব্রজসুন্দরীগণের মহাত্ম্য-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত মাহাত্ম্যের কথা শ্রীদ্রৌপদীর নিকট বলিয়াছিলেন।[৬] শ্রীশচীনন্দন সেই ব্রজগোপীর অনুগত্যময়ী উপাসনা-প্রণালী, যাহা সর্ব্ব উপাসনার শেষসীমা এবং তদভিন্ন ও তৎপ্রাপ্য যে পরম প্রয়োজন, যাহা সর্ব্বপুরুষার্থের শেষসীমা, তাহা প্রদান করিয়াছেন।

সমস্ত ধার্ম্মিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়েরই মূল আকাঙ্খিত বস্তু—আনন্দ এবং নির্ব্বাণ বা মুক্তিতেই সেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ বা মুক্তিতে দাস্যাদি ঐশ্বর্য্যময় সেবানন্দকে আদর করেন এবং তাহাকেই সর্ব্ব

৬ ভা ১০।৪৩।৪২-৪৩।

শ্রেষ্ঠ বলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-রসমূর্ত্তিধর পরতত্ত্ব সীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আনন্দেরও যাহা আশ্রয়, সেই রসসাক্ষাৎকারকেই প্রয়োজন এবং পরতত্ত্বসীমার প্রীতি-সীমাতেই রসানুভবের পরাকাষ্ঠা বা সাধ্যসীমা বলিয়া প্রচার ও আপামরে সঞ্চার করিয়াছেন। অতএব ইষ্ট, মন্ত্র, নাম, শাস্ত্র, ধাম, সাধন, সাধ্য ও সম্প্রদায় যাহা যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু দান করিয়াছেন, তাহা সকলই অংশিতত্ত্ব ও সর্ব্বচূড়ামণি। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুই—শ্রীমন্মহাপ্রভু; সর্ব্বতত্ত্ববস্তু-সীমাপ্রদাতা পরতত্ত্বসীমা।

সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্'[৭] ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় এবং বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে 'মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্'[৮] ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যানুসারেও শ্রীকৃষ্ণেই যে সর্ব্ববেদসমন্বয়, এই নিরপেক্ষ সত্য শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ইহাই পরিভাষা-বাক্য অর্থাৎ এই সিদ্ধান্ত-বাক্যের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়মিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ হইতে 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'—এই ভাগবতসিদ্ধান্তকেই পরিস্ফুট করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও রসতত্ত্বের সমন্বয় করিয়াছেন। যে দক্ষিণদেশে শ্রীরামোপাসনা, শ্রীনারায়ণোপাসনা, শ্রীশিবোপাসনা ইত্যাদিরই সমধিক প্রচার এবং শ্রীবিষ্ণূপাসনার মধ্যেও ঐশ্বর্য্যভাবময়ী উপাসনার কথাই প্রকাশিত ছিল, যে দক্ষিণদেশে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রকাশিত নির্ব্বিশেষ মতবাদের অভ্যুদয়, যে দক্ষিণ দেশে আলোয়ারগণের ও বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্যবৃন্দের অবির্ভাব হইয়াছে, সেই দক্ষিণ দেশ হইতেই শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায় পুঁথি আবিষ্কার করিয়া 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব, সর্ব্বকারণকারণত্ব এবং শ্রীরামনৃসিংহাদি তদেকাত্মস্বরূপগণের অংশকলাত্ব, শিব-শক্তি প্রভৃতির তত্ত্ব, বিষ্ণুধাম, মহেশধাম, দেবীধাম এবং গোলোক-ধামের যথাযথ স্বরূপ ও সংস্থান, গোলোকধামে পরমলক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের

৭ গীতা ১৫।১৫; ৮ ভা ১১।২১।৪৩।

স্বরূপ, সেই ধামের স্বরূপ এবং পৃথিবীর মধ্যে অতি বিরল, পরম প্রসিদ্ধ পরম প্রেমাবিষ্ট সজ্জনগণের গম্য সেই ধামের কথা এবং পঞ্চোপাসনা, ঐশ্বর্য্যময়ী ভগবদুপাসনা এবং ব্রজবধূগণের নিরুপাধিকা প্রীতিময়ী উপাসনার স্তর ও তারতম্য-বিজ্ঞান শ্রীব্রহ্মার স্তবের মধ্যে প্রদর্শন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোপাস্যের সমন্বয়, তাঁহার উপাসনাতেই সর্ব্বোপাসনার সমন্বয় এবং তৎপ্রীতিতেই সর্ব্বপ্রয়োজনের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া যথার্থ শ্রৌত ও সার্ব্বভৌম সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। অংশীতেই সমস্ত অংশ-কলাদি অন্তর্ভুক্ত, সার্ব্বভৌম সম্রাটের আশ্রয় পাইলে শত-সহস্র-লক্ষ-কোটিমুদ্রা সবই পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং শ্রীনারায়ণ-শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপ, শিবশক্তি প্রভৃতি দেবতা ও বিভূতিবর্গ সকলই আছেন। শ্রীবৃন্দাবন ধামের মধ্যেই অযোধ্যাদি ভোগ-মোক্ষদা পুরী ও সমস্ত ভগবদ্ধাম অংশাদিরূপে অন্তর্ভুক্ত আছেন, ব্রজগোপীর রচিত উপাসনা রাগাত্মিকা মধুরভক্তির মধ্যেই সমস্ত উপাসনা-প্রণালী অংশাদিরূপে বিরাজমান, মাধুর্য্যে অন্তর্নিহিতভাবেই পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠান ইত্যাদি সার্ব্বভৌম-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তসমন্বয় করিয়াছেন। অংশীতে অংশ থাকে, কিন্তু অংশে অংশীর পূর্ণপ্রকাশ নাই; এজন্য অংশী তত্ত্বের সেবায় সমস্ত বস্তুই সুলভ হয়।

ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্র শ্রীব্রহ্মসংহিতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও লীলার অবধি রসিক-সমাজে প্রকাশ করিলেন।

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সমান।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতিসার॥[৯]
'কর্ণামৃত'-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে॥

৯ চৈ চ ২।৯।২৩৯—২৪০।

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি ॥[১০]

স্বকীয়া ও পরকীয়াভাব

শ্রীগৌরহরি শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রমাণের দ্বারা ব্রজবধূগণের পরকীয় ও স্বকীয় ভাবেরও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজগোপীগণের পরকীয়াভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯, ৫১, ৫৩, ৭৬, ৭৭, ৮৭, ৯০ ইত্যাদি) শ্লোকে পরকীয়াভাব এবং ব্রহ্মসংহিতায় 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ'।[১১] শ্লোকে শ্রীব্রজলক্ষ্মীগণের নিত্যকান্তাত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের বিশেষ কথাই পরকীয়ভাব। ব্রজের এই পরকীয়ভাবের উপাসনা-প্রণালী এক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্যতীত আর কোন ভগবদবতার, তামিল-আলোয়ারগণ বা অন্য কোন আচার্য্য প্রচার করেন নাই। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন, যাঁহারা ইহলোক ও পরলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষারহিত হইয়া একমাত্র অন্তরঙ্গরাগের দ্বারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু বহিরঙ্গ বিবাহ-প্রক্রিয়াত্মক ধর্ম্মের দ্বারা নহে এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁহাদিগকে সেই ভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই পরকীয়া।[১২]

শ্রীজীবপাদ এই পরকীয়া-ভাবের নিত্যত্ব ও সর্ব্বোত্তমত্ব খ্যাপন করিয়া বলিয়াছেন, —লক্ষ্মীপ্রভৃতি কৃষ্ণবল্লভাগণের পক্ষে স্বজন ও বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘন অসম্ভব। কারণ তাঁহারা ভগবানকে সর্ব্বলোক ও সর্ব্ব-মহাবেদ-পুরুষার্থের সারবুদ্ধিতেই ভজন করিতেছেন। অতএব লক্ষ্মীপ্রভৃতি হরিপ্রিয়াগণের অনুরাগের প্রাবল্যই তাঁহাদের ভগবদ্ভজনের কারণ নহে। ইহার দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণে অসমোর্দ্ধ রাগবতী ইহা প্রমাণিত হয়। শ্রীউদ্ধবের উক্তিতে (ভা ১০।৪৭।৬১) 'মুকুন্দপদবী' এবং তন্মধ্যেও 'শ্রুতিগণের অন্বেষণীয়া' এইরূপ উল্লেখ থাকায় সেই ব্রজগোপীভাবের নিত্যত্ব ও সর্ব্বোত্তমত্ব জানা যাইতেছে। 'তস্যা **নিত্যত্বং সর্ব্বোত্তমত্বঞ্চ** গম্যতে'।[১৩]

---

১০ চৈ চ ২।৯।৩০৭-৩০৮ ; ১১ ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬ ; ১২ উজ্জ্বলনীলমণি হরিপ্রিয়া ১৮ শ্লোক ও লোচনরোচনী ; ১৩ সং তোষণী ১০।৪৭।৬১।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, গোপীগণের কুচ-কুঙ্কুমের দ্বারা চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শন করিয়া তিনি ধন্য হইবেন।[১৪] শ্রীঅক্রূর—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। পিতৃব্যরূপেই হউক বা দাসরূপেই হউক ঔপপত্যের উল্লেখ উচিত হয় না। অপ্রাকৃত ও উপাদেয় বলিয়াই শ্রীঅক্রূর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্রে নানা জাতীয় মুনি ও নৃপতিগণের সভায় যে ঔপপত্য-প্রতিপাদিকা রাসলীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অপ্রাকৃত-নিবন্ধন অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়াই করা হইয়াছে, অন্যরূপ হইলে তাহা করা হইত না। কোনও প্রাকৃত নায়কের পরস্ত্রী-সহযোগে কামক্রীড়ার কথা ব্যক্ত করা লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ। তাহা পিতাপুত্র, ঋষি, মুনি, মহাভাগবত, পরমহংস, রাজা, প্রজা সকলের একত্রিত হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনের এবং সদোপাস্যরূপে বর্ণনের বিষয় হয় না—তাহাতে পরমানন্দও লাভ হয় না এবং তাহা শ্রীশুকদেবের ন্যায় মহদ্-ব্যক্তি কীর্ত্তন করেন না এবং অন্তিমকালেও প্রায়োপবেশন করিয়া গঙ্গাতীরে তাহা কোনও পরমভাগবত শ্রবণ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্রবিরোধের কোনও কথাই উঠিতে পারে না। শাস্ত্র জীবের শাসনের জন্য, স্বরাট্ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শাসনের জন্য নহে। শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্রবিরোধ না থাকায় পাপেরও সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধতাও নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণে ঔপপত্যভাব নিন্দাকর নহে বলিয়া তাহাতে তাঁহার লজ্জাদিরও প্রসঙ্গ নাই, সুতরাং তাঁহার সেই আচরণ লোকবিরুদ্ধ নহে। প্রত্যুত ইহা লোকে সুষ্ঠু উপাদেয় বলিয়াই গৃহীত। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিই যখন সর্ব্বশাস্ত্রের পরমফলস্বরূপ, তখন ব্রজসুন্দরীগণের পরকীয়াভাবে শাস্ত্রলঙ্ঘন হয় কিরূপে? তাহাতে শাস্ত্রের পরমফলই লাভ হয়। আর শ্রীমদ্ভাগবতে[১৫] শ্রীশুকদেবের বাক্যেও উক্ত হইয়াছে, অগ্নি যেরূপ সর্ব্বভূক্ হইয়াও অপবিত্র হয় না, সেইরূপ তেজস্বিগণের ধর্ম্মব্যতিক্রমও দোষাবহ নহে। সুতরাং তেজস্বিগণের পরম মূলপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ধর্ম্মবিরুদ্ধতার প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। সর্ব্বলীলামুকুট-মৌলি শ্রীরাসলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসনির্য্যাসস্বরূপ পরকীয়রসের

১৪ ভা ১০।৩৮।৮; ১৫ ভা ১০।৩৩।২৯।

আস্বাদন প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রকটলীলাতেও ব্রজদেবীগণের পরকীয়াভিমানের কথা শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীসদাশিব শ্রীনারদের নিকট বলিয়াছেন,—

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যাগুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে **নিত্যলীলায়াং** সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্॥
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥[১৬]

হে মুনিবর! শ্রীহরির দাসগণ, সখাসজ্য, মাতা ও পিতা, প্রেয়সীবর্গ সকলই ইহলোকে নিত্য ও তত্তুল্যগুণশালী। পুরাণসমূহে যেরূপ প্রকটলীলা-সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ ভৌমবৃন্দাবনের নিত্য লীলাতেও তাঁহারা সেই প্রকার। কেবল মাত্র নিত্য লীলায় অসুর-বধ ব্যাপার নাই। ইহা ব্যতীত ভৌম ব্রজের ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণ বন ও গোষ্ঠ হইতে নিত্যই গমনাগমন ও বয়স্যগণের সহিত গোচারণ করেন। তাঁহার নিত্যপ্রিয়াগণও পরকীয়াভিমানিনী; অতএব তাঁহারা প্রচ্ছন্ন-ভাবেই নিজ প্রিয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করেন।

এই উক্তির অব্যবহিত পরেই সাধক যেরূপ মঞ্জরীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা ভাবনা করিয়া সেই ভাবে সিদ্ধি লাভ করিবেন, তাহার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।[১৭] অতএব শ্রীরামানন্দ-সংবাদে যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-প্রাপ্তিরূপ পরম সাধ্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরূপের অসমোর্দ্ধ অবদান, তাহাতে সিদ্ধি-

---

১৬ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ৫২।৩—৬, বঙ্গবাসী সং ১৩১০ বঙ্গাব্দ; ১৭ ঐ পালাতখণ্ড ৫২।৭—১১।

কালে পরকীয়াভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীপ্রেমকল্পতরুর প্রথম মূল শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে এই নিত্য পরকীয়াভাবেরই উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।[১৮] শ্রুতি বলেন,—'যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥'[১৯]—পুরুষ ইহলোকে যেরূপ সঙ্কল্প করে, পরলোকে সেইরূপ হয়। ইহাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় রাগপথের সাধকগণকে জানাইয়াছেন,—'সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥ সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার'।[২০]

ব্রজের পরকীয়াভাবের অসমোর্দ্ধত্ব

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী সমর্থা বা পরকীয়া রতিই মহাভাবরূপ চরমদশা লাভ করিতে পারে —'ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ'॥[২১] এই সমর্থা রতিই প্রেম-স্নেহাদি পরিণামে প্রৌঢ়া হইয়া মহাভাবদশায় উপনীত হয়। সমঞ্জসা বা স্বকীয়া রতি অনুরাগের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না।[২২] পরকীয়ারতি-মতী শ্রীরাধাতেই হ্লাদিনীসার মাদনাখ্য মহাভাব নিত্যই বিরাজমান।[২৩]

শ্রীব্রজগোপীর পরকীয়াভাবটি শ্রীমদ্ভাগবতাদি-প্রমাণসম্মত এবং অদত্তপূর্ব্ব অভিনব মৌলিক দান—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের দ্বারা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা অন্য সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্রিত আচার্য্যস্থানীয় পণ্ডিতগণও ন্যূনাধিক ধারণা করিতে না পারায় শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরমূল আচার্য্যপাদগণকে কটাক্ষ করেন। ইহা শ্রীজীবপাদের নিকট তাঁহার বিদ্যাশিষ্য শ্রীগোপাল-দাস (যাঁহার নাম শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে উক্ত হইয়াছে) এবং (ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিষ্য) শ্রীকৃষ্ণদাসাদি কেহ কেহ জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদের প্রার্থনায় শ্রীজীবপাদ শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থের **অপ্রকট-প্রকাশময়বৈভববিশেষের** লীলা গোকুল-লীলা অবলম্বনে শ্রীব্রহ্মসংহিতার "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ"—শ্রীব্রজলক্ষ্মীগণ শ্রীগোবিন্দের নিত্য কান্তা এবং শ্রীগোবিন্দ নিত্যকান্ত—এই প্রমাণে বর্ণন করিয়াছেন।

---

১৮ চৈ চ ২।৪।১৯৬-১৯৭ ; ১৯ ছান্দোগ্য ৩।১৪।১ ; ২০ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ৩।৮.৯ ;
২১ উজ্জ্বলনীলমণি ১৪।৫৭ ; ২২ ঐ ১৪।২৩২ ; ২৩ ঐ ১৪।২১৯।

"তত্র চ প্রকটাপ্রকটপ্রকাশময়স্য বৃন্দাবনস্য বহুবিধসংস্থানতয়া বহুবিধশাস্ত্র-শ্রুতস্যাপ্রকটাপ্রকটপ্রকাশময়-বৈভববিশেষ এব সম্প্রতি বর্ণনীয়ঃ। স চ গোকুলপ্রধান এবেতি স্ববিবক্ষিতহিতা ব্রহ্মসংহিতানুসংহিতা ক্রিয়তে" ॥২৪

শ্রীচম্পূতে অপ্রকটপ্রকাশবিশেষের লীলাই পরেচ্ছায় বর্ণিত

শ্রীজীবপাদের এই বাক্য হইতেই জানা যায়, প্রকট ও অপ্রকট-প্রকাশময় বৃন্দাবনের বহুপ্রকার সংস্থানহেতু বহুবিধ শাস্ত্র হইতে শ্রুত অপ্রকট-প্রকাশময় বৈভব-বিশেষেরই লীলা শ্রীগোপালচম্পূতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে অপ্রকট-প্রকাশবিশেষে স্বকীয়ভাবে লীলা করেন, সেই প্রকাশটি অবলম্বন করিয়াই শ্রীগোপালচম্পূতে বিবাহাদিলীলার উল্লেখ করিয়া স্থানে স্থানে অপ্রকটপ্রকাশে স্বকীয়ার স্থিতির বর্ণন দৃষ্ট হয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ স্বয়ংই বলিয়াছেন—শাস্ত্রবিধি-রূপ বিবাহ-প্রক্রিয়াটি বহিরঙ্গা বিধি, রাগে আত্মসমর্পণই অন্তরঙ্গ মিলন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৩।১৪।৪) পরব্রহ্ম 'সর্ব্বরসঃ' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; সুতরাং অনন্ত প্রকাশের; কোন অপ্রকট-প্রকাশবিশেষে স্বকীয়ভাবেরও নিত্যস্থিতি সম্ভব। কিন্তু ইহা শ্রীজীবপাদের হার্দ্দ অভিপ্রায় নহে, কেবল অন্যসম্প্রদায়ের অধিকারোচিত ভাবানুরোধে লিখিত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। ইহাই তিনি শ্রীউজ্জ্বলের টীকায় (১ নায়কভেদ ২১) বলিয়াছেন,—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্ব্বমপরং পরম্ ॥

এই উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের টীকায় কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিজের ইচ্ছায় লিখিত, কিছুটা পরের (অন্যসম্প্রদায়ের অজ্ঞতাপূর্ণ নিন্দাবাদে ব্যথিত শ্রীগোপালদাসাদির) ইচ্ছায় লিখিত। শ্রীজীবপাদ পরকীয় ভাবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিত্য এবং তদবলম্বনে উপাসনাই পরম সুখাবহ বলিয়াছেন, অথচ যদি অন্যভাবে সিদ্ধ হয়, তবে আচার্য্যের কথার সঙ্গতি থাকে না। এজন্যই ঐ মত শ্রীজীবপাদের হার্দ্দ নহে।

---

২৪ গোপালচম্পূ ১।১।১৯।

কেহ বলিতে পারেন, শ্রীজীবপাদ পরের ইচ্ছায় বা অপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় হার্দ্দ সিদ্ধান্ত গোপন করিয়া স্বকীয়াভাবের কথা প্রচার করায় আচার্য্যের লঘুত্ব বা শিষ্যানুবন্ধিত্ব-দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কিন্তু দেখা যায় জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও সম্প্রদায়ানুরোধে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি পরম বৈষ্ণব হইয়াও বড়িশ-আমিশ-ন্যায়ে মায়াবাদি-গণকে আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে মায়াবাদপ্রতিম সিদ্ধান্ত স্থানে স্থানে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, ইহা শ্রীজীবপাদ তৎকৃত শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে (২৭ অনু) প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন, 'অপি চ রহস্যং নাম হ্যেতদেব যৎ পরমদুর্ল্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীনজনদৃষ্টি-নিবারণার্থং সাধারণবস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে যথা চিন্তামণিঃ সম্পুটাদিনা। অতএব (ভা ১১।২১।৩৫) 'পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মমপ্রিয়ম্' ইতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যম্‌, তদেব চ পরোক্ষং ক্রিয়তে, যদদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্বস্তু ভবতি; অস্যৈবাদেয়ত্বং বিরলপ্রচারত্বং মহত্ত্বঞ্চ' ॥[২৫]পরম দুর্ল্লভ বস্তুকে দুষ্ট ও উদাসীন জনের দৃষ্টি নিবারণার্থ কোন সাধারণ অন্য বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয়, যেরূপ সম্পুটাদির দ্বারা চিন্তামণিকে আবরণ করা হয়। ব্রজের পরকীয়া-রস বা উন্নতোজ্জ্বল রস সর্ব্বাপেক্ষা পরম দুর্ল্লভ বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার মনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপগোস্বামী যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উন্নতোজ্জ্বল (পরকীয় মধুর) রসের কথা, যাহা পূর্ব্বে কখনও জগতে আদর্শের দ্বারা সুব্যক্ত হয় নাই, তাহাতে আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তিগণও ভ্রান্ত না হয়েন, তজ্জন্যই শ্রীজীবপাদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বকীয়ত্ব সিদ্ধান্তে তাত্ত্বিক বিচারমাত্র ব্যক্ত করেন। শ্রীজীবপাদের ভজন-শিক্ষাশিষ্যত্রয় শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু সর্ব্বত্রই আচারে-প্রচারে, তাঁহাদের রচিত বিভিন্ন পদাবলীতে পরকীয়াভাবের কথাই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

---

২৫ ভগবৎসন্দর্ভ ৯৫ অনু।

‘স্বেচ্ছয়া লিখিতম্’ শ্লোকের প্রামাণিকতা

কেহ কেহ ‘স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ’ ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেন। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার ‘আনন্দচন্দ্রিকা’ টীকায় এই শ্লোকের উল্লেখ করিবার বহু পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-পাদের সমসাময়িক শ্রীগোবিন্দ-সেবাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীহরিদাস-গোস্বামিপাদের (যিনি শ্রীমৎকবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ-লীলা লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন—চৈ চ ১।৮।৬৫) সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য শ্রীসাধন-দীপিকাকার শ্রীল রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় “স্বেচ্ছয়া লিখিতং” শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া স্বকীয়ামত যে শ্রীজীবপাদের স্ব-সিদ্ধান্ত নহে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘শ্রীমন্মহাপ্রভুণা তু শ্রীমদ্ রূপসনাতনৌ প্রতি স্বকীয়াত্বমুপদিষ্টম্, অন্যেষু তু পরকীয়াত্বমুপদিষ্টমিতি গুরুতরং বিরুদ্ধং স্যাৎ। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদানাং শক্তিসঞ্চারোপদিষ্ট-শ্রীমজ্জীবপাদাদি-শিষ্যাণাং সর্ব্বেষাং পরকীয়ৈব। * * **যতোঽত্রাপি তেষু সন্তানেষু এবং শিষ্যেষু স্ব-স্ব-গ্রন্থেষু প্রকটেঽপ্রকটে চ পরকীয়াত্বং দৃশ্যতে,** তস্মাৎ **শ্রীমন্মহাপ্রভোস্তৎপার্ষদাদীনাঞ্চ পরকীয়াত্ব-মেব মতম্।** শ্রীমজ্জীবপাদেন তু যৎ স্বকীয়াত্বং লিখিতম্, তৎ পরেচ্ছয়ৈব।’ “শ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিরূপৈঃ শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণি-শ্রীবিদগ্ধমাধব-দানকেলিকৌমুদ্যাদি-গ্রন্থানাং সমর্থারতিবিলাসরূপাণাং সূত্ররূপে শ্রীস্মরণমঙ্গলে প্রতিজ্ঞাতম্—‘শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোঃ’ ইতি এবং শ্রীলঘুভাগবতামৃতে (১।৭১৭) তত্র প্রকটয়ত্যেব লীলা বাল্যাদিকাঃ ক্রমাৎ। করোতি যাঃ প্রকাশেষু কোটিশোঽ-প্রকটেষ্বপি॥ এবং স্তবমালা-স্তবাবলী-গণোদ্দেশদীপিকাসু প্রকটাপ্রকটে বর্ত্তমানাঃ পরকীয়ালীলাঃ প্রার্থনীয়া বর্ত্তন্তে”।[২৬]

শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীগিরিধর দাসও ‘পরকীয়া-রস-স্থাপন-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’নামক স্বীয় গ্রন্থে শ্রীজীবপাদের ‘স্বেচ্ছয়া লিখিতম্’ কারিকার মর্ম্ম-অবলম্বনে শ্রীজীবপাদের অন্তরের আশয় পরকীয়াভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

---

২৬ সাধনদীপিকা ৯ম কক্ষা ২৫৯ ও ২৫৬ পৃষ্ঠা (শ্রীমৎ হরিদাস দাস-সং)।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপুরের সিদ্ধান্ত

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর উপসংহারেও শ্রীকবিকর্ণপূরপাদ বলিয়াছেন,—'এবমহরহরহো রহোবিলাসা বিলাসাম্বুধেস্তস্য নিত্যভূতাঃ **প্রকটাপ্রকটতয়ৈব** সমুজ্জৃম্ভন্তে স্ম।' অহো! এইরূপ অহর্নিশ এই সকল গুপ্তবিলাস বিলাসসমুদ্র শ্রীবৃন্দাবন-নাথের স্বরূপভূত প্রকট ও অপ্রকটরূপে সম্যক্ প্রকাশমান আছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামীর পরে ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের পূর্ব্বে 'সারসংগ্রহ' নামকগ্রন্থে উক্ত শ্লোকটি শ্রীজীবপাদের রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথের প্রায় সমসাময়িক কালে গৌড়মণ্ডলে যে স্বকীয়-পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে বিচার-সভা আহুত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীপদামৃত-সমুদ্রকার শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর প্রধান হইয়া বিচার করেন এবং পরকীয়ার নিত্যত্ব পক্ষে জয়পত্র প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কেবল পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন নাই, তিনি শ্রীরূপানুগভজনে পরমসিদ্ধ এবং পরমরসিক মহাজন। তিনি শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শক্ত্যাবেশাবতার-রূপে পূজিত। এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রবাদের মত প্রচারিত রহিয়াছে,—'বিন্দু, কিরণ, কণা। এই এই তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা॥' যাঁহারা স্বকীয়বাদী, তাঁহারাও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করিয়া শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ-কথিত কামগায়ত্রী-মন্ত্রের 'সার্দ্ধচব্বিশ' অক্ষরের তাৎপর্য্য শ্রীরাধারাণী হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এই কথা প্রমাণরূপে উদ্ধার করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্তকে পরম প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। 'বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ। ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াঽভবৎ॥' শ্রীরূপপাদ ও শ্রীজীবপাদের পরম গম্ভীর আশয় আমাদের অপেক্ষা শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ কোটিগুণে অধিক জানিতে পারিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে অন্য কোনও সম্প্রদায়ভুক্তও ছিলেন না যে পূর্ব্বসম্প্রদায়ানুরোধে কোনও মতবাদ বিশেষ-স্থাপন করিবেন। সুতরাং

চক্রবর্ত্তিপাদের অন্যান্য সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া তাঁহার পরকীয়া-সিদ্ধান্তটিকে অমান্য করিলে স্ববুদ্ধিজাত মতকেই আদর করা হইবে।

সমন্বয়

শ্রীমৎকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ" শ্লোকের বৃত্তিতে এইরূপ সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—'পরকীয় রসই সর্ব্ব-রসের নির্য্যাস; 'তাহা গোলোকে নাই',—এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমানমাত্রেই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। গোলোকে নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্মব্যাপার নাই; জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃমাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান মাত্র; যথা 'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ' ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ পরোঢ়াত্ব ও ঔপপত্য অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে, দোষমাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয় না। (গোলোকে) বাৎসল্যরসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি অভিমান কিছু স্থূলাকারে (গোকুলে) কৃষ্ণজন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তাগত পতিত্ব—না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। সুতরাং গোলোকে পরকীয় ও স্বকীয় রসের অচিন্ত্যভেদাভেদ। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপ-পতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগ-মায়া দ্বারা প্রতীতিবৈচিত্র্য হইয়া থাকে।

রাগানুগা ভক্তি

শ্রীগৌরহরি তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ শ্রীরূপের দ্বারা শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীমঞ্জরীগণের আনুগত্য-ময়ীতদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা,[২৭] মুখ্যকামানুগা ভক্তিপরিপাটী আবিষ্কার করিয়াছেন,

২৭ ভ র সি ১।২।২৯৮।

ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক, অভিনব, অদ্ভুত ও অপ্রকাশিতপূর্ব্ব অবদান। এই সাধনপ্রণালীর সূত্র শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে বলিয়াছেন,—'পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ। প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥ আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্ ॥ নানাশিল্প-কলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্ ॥ রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্ ॥ প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্। তৎসেবনসুখাহ্লাদ-ভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্ ॥ ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ'।[২৮]

শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণ নিত্যসিদ্ধ পরকীয়াভিমানিনী, প্রচ্ছন্নভাবে নিজ প্রিয়ের সুখানুসন্ধান করিয়া থাকেন। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা লাভ করিতে হইলে নিজেকে ব্রজে ব্রজগোপীগণের মধ্যবর্ত্তিনী রূপযৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী প্রমদারূপে (অপ্রাকৃত মঞ্জরী-রূপে) চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুকূল্যের অনুরূপা, নানাশিল্প-কলাভিজ্ঞা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগপরাঙ্মুখিনী ললনারূপে (মঞ্জরীরূপে) নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধারাণীতে অধিক প্রীতিযুক্তা হইবে। প্রত্যহ (চিন্তাযোগেই) প্রীতিভরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মিলন সঙ্ঘটনে তৎপর হইবে এবং তাঁহাদের উভয়ের সেবাদ্বারা পরমানন্দে নিমগ্ন, এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপভাবে নিজেকে চিন্তা করিয়া ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় যে সখীর আনুগত্য, তাহাকেই বলে মঞ্জরীভাবে উপাসনা। আত্যন্তিকাধিকা যূথেশ্বরী শ্রীরাধার অনুগতা শ্রীললিতা-শ্রীবিশাখাদি নিত্যসিদ্ধা সখী। তাঁহাদের নিত্য অনুগতা শ্রীরূপাদি-নিত্যমঞ্জরী। শ্রীরূপাদি নিত্যমঞ্জরীর অনুগবরা শ্রীগুরুরূপা সখীমঞ্জরী। গুরুরূপা-সখী মঞ্জরীর পশ্চাতে সাধক-মঞ্জরীর স্থান। এইরূপ আনুগত্য-পরম্পরায়ই সাধকের মঞ্জরীভাব বা রূপানুগত্ব শ্রীরূপানু-

২৮ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ৫২।৬—১১, ৪৪৫ পৃষ্ঠা বঙ্গবাসী সং।

গুরুবর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বল ব্রজসজাতীয় সাধনের দ্বারা প্রকটিত হয়। শ্রীললিতাদি যূথেশ্বরীত্বে সর্ব্বথা যোগ্যা হইলেও যেরূপ তাঁহাদের স্বাভিলষিত শ্রীরাধার প্রীতিলোভে তাঁহারা সখ্যবিষয়েই রুচিশালিনী, তদ্রূপ শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীত্বে সর্ব্বথা যোগ্য হইলেও শ্রীরাধার দাসীত্ব বা মঞ্জরীত্বে রুচিবিশিষ্টা। মঞ্জরীস্বরূপের বিশেষ লক্ষণই নয়িকার ভাবে একান্ত নিরপেক্ষতা। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলকিশোরের সর্ব্বক্ষণ সেবা-সুখানুসন্ধান করিয়াই সুখী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনমহোৎসবে আনন্দানুভব ব্যতীত পৃথগ্ ভাবে নিজানন্দে অভিলাষ করেন না। এইরূপ যে সখীর কিঙ্করীত্ব বা দাসীত্বাভিমান, তাহা পরকীয় মধুর রতির দাস্য—সাধারণ দাস্যরতি নহে। অতএব ইহা মধুর রতিই। মঞ্জরীগণ সখীগণের সখী স্বরূপ—সমান আশয়যুক্তা—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুহৃৎপ্রাণা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখা নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরীগণের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গসেবায় অধিকার শ্রীললিতাদি সখীগণ অপেক্ষাও অধিক।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুষ্টিমার্গ

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মর্য্যাদা-মার্গ ও পুষ্টিমার্গের সহিত শ্রীরূপপাদ যথাক্রমে স্ব-কথিত বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির সামান্যভাবে সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।[২৯] বস্তুতঃ শ্রীবল্লভের মর্য্যাদা-ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা আবৃত ও মুমুক্ষার দ্বারা পরিচালিত[৩০]। কিন্তু শ্রীরূপের কথিত বৈধীভক্তি জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারাসম্পূর্ণ অনাবৃত এবং সর্ব্বপ্রকার মুক্তি-ধিক্কারী সেবাই তাহার প্রাপ্য ফল। "সাধনক্রমেণ **মোচনেচ্ছা** হি মর্য্যাদা-মার্গীয়া মর্য্যাদা, সাধনং বিনা স্ব-স্বরূপবলেনৈব কার্য্যকরণে হি পুষ্টিঃ"[৩১] শ্রীরূপের রাগানুগা ভক্তির প্রাণস্বরূপা ব্রজলোকানুসারিণী নায়িকাত্ব-নিরপেক্ষা যে আনুগত্যময়ী সেবা, তাহা শ্রীবল্লভের কেবলপ্রেম-প্রধানা শুদ্ধপুষ্টির আদর্শেও দৃষ্ট হয় না।[৩২]

২৯ ভ র সি ১।২।২৬৯, ৩০৯ ;

৩০ শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত অণুভাষ্য ৩।৩।২৯ ; ৩১ ঐ ৪।২।৭, ৪।১।১৩ ; ৩২ শ্রীসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ-কৃত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" (১৫৪-১৫৭ পৃঃ) পুষ্টিমার্গ দ্রষ্টব্য।

বিশেষতঃ শ্রীগৌরশক্তির কৃপালাভের পূর্ব্বে শ্রীবল্লভের প্রবর্ত্তিত পুষ্টিমার্গে কিশোর-গোপালের সেবারস পরিদৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীযুক্তা মীরাবাঈ ও রাগানুগা ভক্তি

শ্রীযুক্তা মীরা বাঈ স্বয়ংই ব্রজগোপী বা নায়িকা অভিমান করিয়াছেন। "পূরবে জনমে ম্যায় হুঁ গোপিকা।"—এই উক্তিতে ব্রজগোপীর কিঙ্করী বা শ্রীরাধার ও তাঁহার দাসীগণের অনুগাভিমান নাই। 'তুলসী পূজনে সে হরি মিলে তো ম্যায় পুঁজুঁ তুলসী-ঝাড়'—ইহা ব্রজলোকানুসারিণী চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তে তদনুকারিণী বা স্বতন্ত্রা চিত্তবৃত্তি। শ্রীজীবপাদ দুর্গমসঙ্গমনীতে[৩৩] ও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ ঐরূপ মত খণ্ডন করিয়াছেন।

মীরা বাঈ শ্রীরামানন্দ স্বামীর শিষ্য রয়িদাসের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার ধারা ব্রজজনানুসারিণী ধারা নহে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গানের "মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই। **শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম** কণ্ঠমাল হোই॥"—আমার পতি চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করেন—ইত্যাদি উক্তির মধ্যেও তাঁহার অভীষ্ট যে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মীরা তাঁহার অন্তিমকালে দ্বারকায় গমন করেন এবং দ্বারকাধীশে সাযুজ্য লাভ করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীরূপের 'ব্রজলোকানুসারতঃ'[৩৪] "কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ'[৩৫] এই উক্তির দ্বারা রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনগণের আনুগত্য নিশ্চিত এবং মহিমাজ্ঞানপ্রযুক্ত আবৃতস্নেহ, দ্বারকাদির নিত্যসিদ্ধপরিকরগণও নিবারিত হইয়াছেন। "ব্রজলোকানুসারতঃ" বাক্যের 'অনুসার' শব্দে আনুগত্যময় ভাবসাজাত্যই কথিত হইয়াছে—অনুকরণ নহে।

স্বরূপশক্তির অপ্রাকৃত ও অননুকরণীয় রমণ

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,— আত্মারাম শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের সহিত তাঁহার লীলাশক্তি যোগমায়ার প্রেরণায় শ্রীভগবানের সুখানুকূল্যে নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তি

৩৩ দুর্গমসঙ্গমনী ১।২।২৯৫ ও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা ঐ ; ৩৪ ভ র সি ১।২।২৯৫ ; ৩৫ ঐ দুর্গমসঙ্গমনী।

যে রমণ করেন, তাহা অপ্রাকৃত। তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকরণযোগ্য নহে। শ্রীদত্তাত্রেয়ের কৃপা-প্রভাবে পিঙ্গলা বেশ্যার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে[৩৬] তিনি বলিয়াছিলেন—যেমন অন্য কন্যা বিবাহমূলক আত্মসমর্পণের দ্বারা কোনও পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করে, সেইরূপ আমিও শ্রীনারায়ণের সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় রমণ করিব। ইহা দ্বারা পিঙ্গলার শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ন্যায় শ্রীভগবানের সঙ্গ-লাভার্থ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃত দেহের দ্বারা শ্রীনারায়ণের সহিত রমণ সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব। শ্রীনারায়ণ নিত্য, জ্ঞান ও সুখস্বরূপ ; জীবের দেহ অনিত্য, অজ্ঞানময় ও দুঃখাধার। অতএব এই রক্তমাংসের দেহের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত বিহার কোনও রূপেই সম্ভব নহে। কেবলমাত্র ব্রজসজাতীয় মহৎকৃপালব্ধ অপ্রাকৃত ভাবাত্মক হ্লাদিনীবৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ মনের দ্বারাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কুঞ্জসেবা মঞ্জরীস্বরূপে ভাবনা করা সম্ভব। অপ্রাকৃত মঞ্জরীভাবের উপাসনায় মনের দ্বারা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের চেষ্টা নাই।

সিদ্ধপ্রণালী ও অষ্টকাল-স্মরণ-পদ্ধতি

শ্রীরূপ-পাদের দ্বারা প্রকটিত সিদ্ধপ্রণালীও অষ্টকাল-লীলা-স্মরণ-পদ্ধতির মধ্যে পরম চিদ্‌বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। 'একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবর্জ্জিতে। দস্যুভির্মুষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্' ॥[৩৭] শ্রীহরির ধ্যানশূন্য হইয়া একটি মুহূর্ত্তও গত হইলে, দস্যুগণ-কর্ত্তৃক মহাধন অপহৃত হইলে লোকে যেরূপ ক্রন্দন করে, সেইরূপই ক্রন্দন করা উচিত। সেই উক্তি অনুসারে ভক্তিসাধকগণের দিবারাত্রির অষ্টকালের এক মুহূর্ত্তও যাহাতে বৃথা ব্যয় না হয়, সেই জন্য শাস্ত্র এবং শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপপাদ ও তদনুগ মহাজনগণ অষ্টকালীন কৃষ্ণলীলা-চিন্তনের বিধান করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দেশের অপেক্ষা না করিয়া কেবল লালসা বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের ভাবের অনুসরণে

৩৬ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৮।৩১ ; ৩৭ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৭৭ অনু ধৃত গারুড়-বাক্য।

(অনুকরণে নহে) তাঁহাদের নিত্য আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের মানস-সেবা-তৎপর হয়েন, তাঁহারা রাগানুগ রসিক ভক্ত।

'মনে নিজ-সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে-ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা' ॥[৩৮]

শ্রীগুরূপদিষ্ট অন্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্য দেহকে বলে 'সিদ্ধদেহ' এবং তৎসহযোগে যে মানসী সেবাপ্রণালী, তাহাই সিদ্ধপ্রণালী। শ্রীগুরুদেব গোপালমন্ত্রদীক্ষা-দান-কালেই সম্বন্ধবিশেষ-জ্ঞানপ্রতিপাদক সিদ্ধ-প্রণালী প্রদান করেন। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—'দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানম্। তেন **ভগবতা সম্বন্ধবিশেষ-জ্ঞানঞ্চ** যথা শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডাদাবষ্টাক্ষরাদিকমধিকৃত্য বিবৃতমস্তি'[৩৯] 'দিব্যজ্ঞান' শব্দে শক্তিযুক্ত মন্ত্রে শ্রীভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান এবং সেই মন্ত্রের দেবতা শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধবিশেষ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। এবিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র-সম্বন্ধে যেরূপ উল্লিখিত আছে, তাহাতে দিব্য জ্ঞান শব্দে ঐরূপ অর্থই প্রতিপাদিত হয়। এই সম্বন্ধবিশেষজ্ঞানই হইল গোপাল মন্ত্রেরদেবতা শ্রীগোপীজনবল্লভের সহিত মঞ্জরীরূপ সাধকের সম্বন্ধাদি একাদশটি ভাব। শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্বজ্ঞ সম্প্রদায়ী[৪০] শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়কারী কান্তাভাবের সাধকের মানসীসেবোপযোগী সিদ্ধদেহ-ভাবনার কথা দৃষ্ট হয়।[৪১]

পরমতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যাহা প্রবর্ত্তিত হয়, এমন কি তাঁহার সংস্পর্শাভাসও যাহাতে থাকে, তাহা ব্যর্থকল্পনায় পর্য্যবসিত হয় না। কল্পতরুর তলে বসিয়া কল্পনাও নিষ্ফল হয় না, সঙ্কল্প ত' দূরের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—'যথা সঙ্কল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্। ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎসমুপাশ্নুতে ॥[৪২] 'যথা' স্থানে 'যদা' পাঠান্তরও পাওয়া

---

৩৮ চৈ চ ২।২২।১৫৩, ১৫৫; ৩৯ ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩ অনু; ৪০ শ্রীপদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫১ অধ্যায়; ৪১ ঐ ৫২।৭—১১; ৪২ ভা ১১।১৫।২৬।

যায়। 'যদা বা অকালে কালেঽপি বেত্যর্থঃ' (শ্রীচক্রবর্ত্তী) কালেই হউক, আর অকালেই হউক অথবা যে প্রকারেই হউক, সত্যসঙ্কল্প আমার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া পুরুষ মনে যেই রূপ সঙ্কল্প করে, সেই রূপই স্বাভীষ্ট বস্তু লাভ করে অর্থাৎ তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিশাস্ত্র এক বাক্যে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদ্[৪৩] বলেন,—'যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত'।—এই জগতে জীব যে ভাব অবলম্বন করে, এই স্থান হইতে গমন করিয়াও (দেহত্যাগের পর) সেইরূপই ভাবান্বিত হয়েন, অতএব সাধক ভাবাবলম্বী হইবেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ও বলেন,—'স যথাকামো ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি, তৎকর্ম্ম কুরুতে, যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।' 'যদ্ যথা যথোপাসতে তদেব ভবন্তি ইত্যাদি'।[৪৪] শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন।[৪৫]

সাধকলীলাভিনয়কারী নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক অন্তরঙ্গ নিজ-জন প্রভু শ্রীরঘুনাথদাসকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে দৃষ্ট হয়—

অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥[৪৬]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনাশ্রয়েই ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসী সেবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এ জন্য পূর্ব্বেই **"কৃষ্ণনাম সদা লবে"** প্রভৃতি। "শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ॥" যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে নামকীর্ত্তন অপরিত্যাগে (অর্থাৎ নামকীর্ত্তনের সহিত) স্মরণ করিবে।[৪৭]

রাগমার্গীয় দুইজন মূল মহাজনকে লক্ষ্য করিয়া লোকশিক্ষাকল্পে—"হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রামরায়। নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥" নামসঙ্কীর্ত্তনই অঙ্গী, সেই নামসঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয়েই স্মরণাদি কলিতে সম্ভব। নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথমেই—"চেতোদর্পণমার্জ্জনম্"—নাম-সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসারনাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-

৪৩ ছান্দোগ্য ৩।১৪।১; ৪৪ বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫ ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ৫১ অনুধৃত; ৪৫ গীতা ৮।৬; ৪৬ চৈ চ ৩।৬।২৩৭। ৪৭ ক্রমসন্দর্ভ ৭।৫।২৫ ও ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৫ অনু।

সাধন উদ্গম ॥' নামসঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত অনর্থ নিবারণ, চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বপ্রকার সাধনভক্তির উদ্গম হয়। নবধা ভক্তির পূর্ণতা সাধিত হয়—'নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।' অজাতরুচি ব্যক্তিরও ভগবন্নাম-লীলাদিতে রুচির উদয় হয়। শ্রীরূপের উপদেশামৃতেও এই উপদেশ-সারই পাওয়া যায়।[৪৮]

মানসে ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসেবার আদর্শ

শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাদি শ্রীগৌরপরিকরগণ নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর হইয়াও জীবমঙ্গলার্থ সাধকের ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—'গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে' ॥[৪৯] ইহা হইতে জানা যায় রাগানুগমার্গীয় সাধকের সাধন কিরূপ। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামকীর্ত্তনের অনুশীলনমুখে বা সংযোগেই এই মানস-সেবা সাধনীয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যবার্ত্তা, ভাল খাওয়া ও ভাল পরার চিন্তা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, আত্মবড়াই ও মাৎসর্য্য (যে সকল বহির্ম্মুখজগতের অষ্টকালীয় ধর্ম্ম) ইত্যাদির অবসর হয় না এবং স্বতঃই হৃদয়ে হরিলীলার স্ফুর্ত্তি হয়। শুদ্ধভজনেচ্ছু সাধকগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবপাদের আর একটি বিশেষ উপদেশ এই, ভজন-রহস্য' পরম দুর্ল্লভ বস্তু বলিয়া তাহা দুষ্ট ও উদাসীন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি নিবারণের জন্য এবং তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য সযত্নে গোপন রাখা কর্ত্তব্য। 'গুপ্তে রাখিহ, কাঁহা না করিহ প্রকাশ'[৫০] 'যৎ পরমদুর্ল্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীনজনদৃষ্টিনিবারণার্থং সাধারণ-বস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে, যথা চিন্তামণিঃ সম্পুটাদিনা'।[৫১] 'মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট, গুণকে বিগুণ করি মানে। গোবিন্দ-বিমুখ জনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে, **লৌকিক** করিয়া সব জানে' ॥[৫২]

কৃষ্ণপ্রীতি অপ্রাকৃত বস্তু, কিন্তু গোবিন্দ-বিমুখ ব্যক্তিগণ তাহাকে লৌকিক বলিয়া মনে করেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত প্রীতি 'প্রাকৃত নায়ক-

৪৮ শ্রীউপদেশামৃত ৭ম ও ৮ম শ্লোক আলোচ্য ; ৪৯ চৈ চ ৩।৬।২৩৬—২৩৭ ; ৫০ ঐ ২।৮।৭৯ ও ভ র সি ২।৫।১২৯—১৩১ ; ৫১ ভগবৎসন্দর্ভ ৯৫ অনু ; ৫২ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

নায়িকার কামের আদর্শ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বা ইহাও তত্তুল্য'—এইরূপ চিন্তাস্রোত—প্রাকৃতসহজিয়াবাদ। শ্রীগৌরহরির অসমোর্দ্ধ অবদান জগতে বিতরিত হইলে তাহার পরমৌজ্জ্বল্য ব্যতিরেকভাবে প্রকাশ করিবার জন্য বিমুখমোহিনী মায়ার রচিত ঐরূপ স্ববুদ্ধিজাত মতের অভ্যুদয় হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—'যুগলকিশোর প্রেম, যেন লক্ষবান হেম'। বিশুদ্ধ স্বর্ণের যত মূল্যাধিক্য প্রকাশিত হয়, বাজারে মেকী সোণার রকমারী তত বাড়িয়া যাইতে থাকে। ইহা স্বর্ণের প্রকৃত বিশুদ্ধতা ও অসমোর্দ্ধতারই পরিচায়ক এবং যাঁহারা একান্তভাবে বিশুদ্ধ স্বর্ণের গ্রাহক, তাঁহাদের বিশুদ্ধ-বস্তু-লাভে সতর্কতা ও নিষ্ঠার বৃদ্ধিকারী। নানাপ্রকার মেকী মতের অভ্যুদয় দেখিয়া অপ্রাকৃত রসপিপাসু ভক্তগণ বিমোহিত বা ভগবদ্ভক্তিতে উদাসীন হয়েন না। তাঁহারা অধিকতর আর্ত্তি ও নিষ্ঠার সহিত বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রীতি লাভের জন্যই যত্নবান হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতিমতিভাবে সেব, প্রেমকল্পতরুদাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন, অপরূপ এই সব কথা॥
গোপতে সাধন-সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি, প্রার্থনা করিব দৈন্য সদা।
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন, ইষ্টলাভবিনু সব বাধা।
আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা তথা, ইহাতে হইব সাবধানে।
না করিহ কেহো রোষ, না লইহ মোর দোষ, প্রণমোহ ভক্তের চরণে॥[৫৩]

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু"

---

৫৩ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকার উপসংহার।

নির্ঘণ্ট

অগ্নিপুরাণ ১৫৮, ১৯৪, ৩৫৬ অচিন্ত্যভেদাভেদ ৪৯০, ৫০৪ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ (গ্রন্থ) ৪৯৯, ৮০৪ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য (প্রবন্ধ) ৫০২ অণুভাষ্যম্ (শ্রীমধ্ব) ৩৬৫, ঐ (বল্লভাচার্য্য) ৮০৪ অণ্ডাল আলোয়ার ২২৩ অতিবড়ি জগন্নাথ ৫১৯ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৭৫, ৭৬, ১০৮, ১৮৭, ২৪৭, ২৪৮, ২৫২, ৬৮০, অত্যন্তভেদ ৪৯৮ অত্রিসংহিতা ৬০৩ অথর্ব্ববেদ ১৯৮, ২০১, অদ্বৈতসিদ্ধি ৭৮৫ অনন্তসংহিতা ২৬৮ অনুব্যাখ্যান (শ্রীমধ্ব) ৪২৮ অনুভাষ্যম্ (শ্রীমধ্ব) ৩৬৫ অভিনবগুপ্ত ৭৭২ অভিনবভারতী ৬৩ অমরকোষ ৫৮ অর্থরত্নাল্প-দীপিকা ১০৮, ১৯১ অলঙ্কারকৌস্তুভ ৬১, ১৬৯, ৩৯৭, ৫৪৬, ৬৮৯, ৭৬৩।

আইহোল শিলালেখ১২৮ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ (গ্রন্থ) ৬৩০ আত্মপ্রকাশ টীকা (বিষ্ণুপুরাণ) ৫০২ আদিপুরাণ ৭১৬ আনন্দগিরি ৩১৩ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা ২৫ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ২১১ ২৬২, ৬৬১ ৬৮৯, ৭২৭ আনন্দভাষ্য ৩১৪ আনন্দী (টীকাকার) ১৮৫, ২৭৭, ৪০৫ আর, জি, ভাণ্ডারকর ৫৬ আলেকজাণ্ডার ১৩২।

ঈশ্বরদাস ৫১৯। **উ**পদেশামৃত (শ্রীরূপ) ৮০৯ Utopia ৬৯৪ উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব (গ্রন্থ)—৬৩০ উড়ুপী ৩৭১, ৩২৫। ঋগ্‌বেদ ৮১, ২০১, ২২১, ২২২, ৪৯২।

A History of Dvaita School of Vedanta and its literature. Vol. II ৫০২ A Volume of Studies in Indology ১২৭ এস্,এম্, কাট্রি ১২৭ এস এস ভট্টাচার্য্য ১২৭ ঐতরেয় ভাষ্য ৪২৮ Wars of the Roses ৬৯৩।

কঠ ৫, ৬, ৪৮৪, ৫৮৬। কনক দাস ২২৩ কবির ৫১৯ কণাদ ৩৬৬ কর্ম্মমীমাংসা ৪৬৩ কল্যাণীদেবী ৪৭৪ কহ্লন ১২৭ কাণূর মঠ ৪৭৪ কানুপ্রিয় গোস্বামী ২৭, ১৬২, ১৬৮, ১৮৩, ২১৩, ৬৪০, কালিকাপুরাণ ১১৯ কালিদাস (কবি) ৩২৯ ৭৭৩ কালীপ্রসন্ন সিংহ ১২৫ কালীবর বেদান্তবাগীশ ৫১০, ৫১১ কাব্যপ্রকাশ ৩৬০, ৩৬৭ ৭৫১ কাব্যানুশাসন (হেমচন্দ্রের) ৬৩ কাব্যালঙ্কার ৬৪ কীর্ত্তিপ্রাজ্ঞ ১৩১ কুমারিল ভট্ট ৩৭১ কুলশেখর আলোয়ার ২২৭, ২২৮, কূর্ম্মপুরাণ ১১৭, ৫৮৩, ৬৭৩; কৃমিকণ্ঠ ৩২৬ কৃষ্ণকর্ণামৃত ৩৬৮, ৩৭২, ৬৭৪ ৭৯২, ৭৯৩ কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ১২৫ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ২৭৬, ২৮৪ কৃষ্ণদেব ৩১৪ কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন ৭৭ কৃষ্ণপাদস্বামী (তিরুপ্পাবৈ-টীকাচার্য্য) ২৪ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ৫৫২ 'কৃষ্ণপ্রেমামৃত' (স্তোত্র) ৫১৮, ৭৫৫ কৃষ্ণভক্তি-রত্নপ্রকাশ ১২, ৭২, ৭৩, ২৪২, ৭২৬ কৃষ্ণভজনামৃত—১০৪, ১৮৬, ১৮৭, ২৫৯, ২৬৫, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ৬৮৮, ৭২৫ কৃষ্ণলীলাস্তব ৮৭, ১১১, ২২০, ২৫৫, ৩২৩, ৫৪২, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২২৮, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী ২৮৪ কেবলভেদবাদী ৪৯৮ কেশবকাশ্মীরীভট্টজী ৩১৪, ৫১৮; কোহল ২২২ কৈবল্যোপনিষৎ—৬, ক্রকচ

৩২৬ ক্রমদীপিকা ৬৮২ ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ৫৪৮, ৫৫২, ক্ষিতিমোহন সেন ৫১৯।

খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য ৩৬০ খেতুরী-মহোৎসব ৫৫৬।

গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ৪৯৬ গর্গসংহিতা ৪০৯ গীতগোবিন্দ ২৬৬, ২৭৪, ৩৬১, ৭৫৩, গুরুচরিত ৫১৯ গৃহ্যোপনিষদ্ ৭২ গোদাদেবী ৭৪ গোপালতাপনী —৩৮, ৩৯, ১১৭, ২০১, ৩৪৮, ৭১৬, ৭৩০, গোবিন্দাচার্য্য ৪১৪ গোবিন্দ দাস (পদকর্ত্তা) ২৪১, গোবিন্দলীলামৃত ৫২, ২৫৬, ২৮৪, গৌড়ীয় ২৭৯ গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস—৪৯৯ গৌতম ৩৬৬ গৌতমীয় তন্ত্র ৮৩, ৮৪, ১১৭, ৩৯৯, ৭৩১ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা—২৬৯, ২৭৭, ২৮১ ২৮২, ৪৮১, ৫১৪, ৫৩১, ৫৪৫, ৫৭১, ৫৮৯, ৬৮৯, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর ২৭৯ গৌরনাগরীবাদ ৫৬৬ গৌরপদতরঙ্গিণী ২৮৭ ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৭০২, ৭১৫ গৌরশ্যাম মহান্তী ৭০২ গৌরাঙ্গ-বিজয় (চূড়ামণি দাস) ৩৫৮, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১।

চতুঃসম্প্রদায় ৪০৭ চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য্য ১৩২ চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ) ৬৭, ৬৩০ চূড়ামণিদাস ৩৫৮, ৪০৯, ৪৭৮ চৈতন্যমঙ্গল—১০৬, ১০৮, ১৮৭, ১৯৬, ২০০, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৮০, ৬৭৯, ৭০১ ৭০২; চৈতন্যচরিতামৃত টীকা (বিশ্বনাথ) ৪৪, ৩৮৩ (Sri) Chaitanya Mahaprabhu—His Life and Precepts—Kedarnath Bhaktivinode ৫১৯।

ছান্দোগ্য—৩৭, ২০১, ৫০৫, ৬০০, ৭৯৭।

জগন্নাথচরিতামৃত ৫১৯ জগন্নাথবল্লভ নাটক ৫২০ জয়দেব ৩৫৯ জ্ঞানদাস পদকর্ত্তা ৬৫১ জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম (গ্রন্থ) ৬৪০ জৈমিনী ৩৬৬ জ্যোতির্মকরন্দ ১২৯।

ডক্টর বি এন কৃষ্ণমূর্ত্তিশর্ম্মা ৪১৮, ৫০২ ডক্টর শহিদুল্লা ৬৮০ ডাঃ ফার্কুহার ৪১১ ডি, এস, ত্রিবেদ (পাটনা) ১২৭ De Servo Acbitris ৫১৯।

তত্ত্বপ্রকাশিকা ৫০০, ৫০১ তত্ত্বসন্দর্ভ—১৬৯, ৩৪৯, ৬৭৪ তন্ত্রভাগবত ৫৭৬ তন্ত্রসার ৪৭৪ তারতম্যস্তোত্র (কল্যাণীদেবী, শ্রীমাধ্ব) ৪৭৪ তিরুপতি ৩২৫ তিরুপ্পান আলোয়ার ২২৩ তিরুপ্পাবৈ ২৪ তুকারাম (গ্রন্থ)—৫১৯ by G. R. Ajgaonkar. তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—১২, ২৭, ২৮, ৩৭, ৮১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ২২৩ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৬৫৫ ত্রিপিটক ৫১৯।

দবির খাস ৬৭৯ দশশ্লোকীভাষ্য ৫০, ৫১, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮ দশাক্ষর গোপালমন্ত্র ৪৮২; দিগ্‌দর্শিনী টীকা—৩৪৭ (হ. ভ. বি.), ৩৪৯ (ঐ), ৪২৩ (ঐ), ৫১৪ (বৃহদ্‌ভাগবতামৃতটীকা), ৫৪২ (হ. ভ. বি.), ৬২০ (ঐ), ৭০৩ (ঐ) দিবাকর দাস ৫১৯ দীননাথ গঙ্গোপধ্যায় ৫১৯ দীপিকা-দীপন ১২২, ৬২০ দেবকীনন্দনদাস ঠাকুর ৯৫, ৩২০, ৩৭০ দেবমঙ্গল ৪১৪ দেবীভাগবত ৭১৬

দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্র ৭৪৬ দৈতারি ঠাকুর ৫১৯ দ্বাদশস্তোত্র ৪৩৬ দ্বিজীবতা সিদ্ধান্ত ৪৫২ দ্বিতীয় পুলকেশী ১২৮।

ধনুর্ব্বেদ ৪৯৬ ধ্বন্যালোক ৩৬৭, ৭৬২ ধ্বন্যালোক-লোচন ৬৩ **ন**বদ্বীপপ্রদীপ (পত্রিকা) ৫০২ নবদ্বীপলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ২৭৬, ২৮৪ নরহরিঠক্কুরাষ্টকম্ ১৭৯ নাগরাজরাও ৪১৮ নাটকচন্দ্রিকা ৬১৩ ৭৫৬ নাট্যশাস্ত্র (ভরত) ৬৩, ৭৪৮ ৭৬২ নানক ৫১৯ নাভাজী ৪০৭ নামচিন্তামণিকিরণকণিকা ৬৫৯ নামমালা ১৯৫ নারদপঞ্চরাত্র ৭২, ২০১, ২০২, ২০৬, ৬০৫, ৬২৬, ৬৪৮, ৭১৭ নারদীয় পুরাণ ৮০, ৭১৬ নারদীয় ভক্তিসূত্র ৬৭, ৬২৫ নিউটন ৭২৯ নীতিশাস্ত্র ৪৯৬ নিম্বার্কাচার্য্য ৩১৪, ৪১৪ নিম্বার্ক-সম্প্রদায় ৪০২ নীলকণ্ঠ (খিল হরিবংশের টীকাচার্য্য) ১১৬,২৬১ নৈষধচরিত ৩৬০ ন্যায়-প্রস্থান ৩৬৭ ন্যায়ামৃত ৪১৮।

পঞ্চরাত্র ৬৭ পঞ্চানন তর্করত্ন ৭৩১ পতঞ্জলি ৩৬৬ পদরত্নাবলী (বিজয়ধ্বজ) ৪২১, ৪২৪, ৪৩০, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬৫, পদামৃতসমুদ্র ২৯০, ২৯১ পদ্মপাদ ৩১৩ পদ্মাচার্য্য ৪০৯ পরকীয়া সিদ্ধান্ত ৭৯৪-৮০২ পাণিনি ১৯৫, ২৫১, ৭২৪, পিপাজী ৩১৪ পি সি সেনগুপ্ত ১২৭ P. K. Gode ১২৭ P. V. Kane ১২৭ পুণ্ডরীক (নিম্বার্কীয়) ৪০৯ পুরন্দর দাস ২২৩ পুরাণপ্রবেশ ৭৩০ পুরীদাস ঠাকুর ৭৫, ৭৮; পুরুষসূক্ত ৪৯৫ পুরুষোত্তম ৪০৯ পুষ্যবর্ম্মণ ১৩০, ১৩১ পুষ্টিমার্গ ৮০৪-৮০৫ পূর্ব্বমীমাংসা ৩৪৯ পেরিয়-তিরুমড়ল ৭৫০ প্রভু-বিষ্ণুস্বামী ৪১৪ প্রমেয়রত্নাবলী ৪১৯, ৪৮১, ৬৮০, ৭১৬ প্রার্থনা (শ্রীনরোত্তম) ৬৪৯ প্রেমদাস ৯৫ প্রেমবিলাস— ২৪৭ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ১৮৭, ২৮৬, ৬৪৭।

বংশীবদন ৫৭১ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (পুস্তক) ৫২০ বজ্রদত্ত ১৩০, ১৩১ বরবর মুনি ৪৪৩ বরাহপুরাণ ৮০, ৭১৬ বরাহমিহির ১২৭ বরাহ-সংহিতা ২৪২, ৭৩১ বলদেব প্রভুর রাস ২৬০-২৬৪ বলদেব বিদ্যাভূষণ—৩৯, ৭৪, ৭৬, ৮৯, ১৬১, ১৭০, ২০৫, ২৬২, ৩৪৯, ৬৮০ বল্লভাবাচার্য্যপাদ ২৪০, ৩১৪, ৪০৭, ৪১৪ বল্লভ-দিগ্‌বিজয় ৪০৭ বার্থোলোমিউ দিয়াজ ৬৯৪ বাদিকেশরী (রামানুজীয়) ৩৫৪ বাদিদেব (রামানুজীয়) ৩৫৪ বাদিবিজয় (রামানুজীয়) ৩৫৪ 'বাদিরাজ' (মাধ্ব ৩৫৪ বাদিসিংহ ৩৫৩; বাদীন্দ্র (মাধ্ব) ৩৫৪ বায়ুপুরাণ ৮০, ২২০, ৭১৬ বিজয়ধ্বজ (মাধ্ব) ৩৪২, ৪২০, ৪২৮ বিট্‌ঠলাচার্য্য ৫১৮ বিদগ্ধমাধব ৩৬৪, ৪০৬, ৭৬০ বিদ্যাবাচস্পতি ৬৮২, ৬৮৩ বিদ্যাসমুদ্রতীর্থ ৪৭৪ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ৬৬, ৩৩৭, ৪১৪, ৬৭৪ বিলাসাচার্য্য ৪০৯ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভা-জন-ভাজন ৬৩২ বিষ্ণুগুপ্ত ৬৩ বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয় ৫০০ বিষ্ণুবর্দ্ধন ৩১৩; বিষ্ণুসূক্ত ৪৯৫ বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় ৪০২ বীররাঘবাচার্য্য (শ্রীসম্প্রদায়) ৩৪২ বুদ্ধচরিত ৩১২ বুদ্ধদেব ৯৮, ৯৯ বুদ্ধিবিরিঞ্চি (শ্রীশঙ্করশিষ্য) ৩১৩ বৃন্দাবনমহিমামৃত ৬৯৮ বৃহদগ্নিপুরাণ ৫৮৩

বৃহৎক্রমসন্দর্ভ ৫৯, ৪৬৯ বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র ৭১৬ বৃহদারণ্যক—৩৩, ৩৭, ১৭৩, ৪৮৪ ৪৯২, ৪৯৩ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ২২০ বৃহন্নারদীয় পুরাণ ১৬১, ২২৭, ৩৪৩, ৬৪৩ বৃহদ্‌বামনপুরাণ ৬৩, ৪৭০ বেইলি সাহেব ১২৯ বেদান্তদর্শন ৮, ৫১০ বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ৭৫২, ৭৫৪ বৈষ্ণববন্দনা ৩৭০ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব (গ্রন্থ) ৪৯৯ বোপদেব ২২৯, ৭৮০, ৭৮৫ ব্যাসতীর্থ ৩১৪, ৫১৯ ব্যাসরায় ৪১৮ ব্রজতাপনী ৪০৬ ব্রজবিলাসস্তব ৬৬৩ Broad Spectram antibiotic ৭১০, ব্রহ্মপুরাণ ৮০, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৮০, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২০, ২০১, ৩৪৪, ৬৮৭, ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত ১২৯ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৭৩, ২০৩, ২৯২ ।

ভক্তমাল ১৮১ ভক্তিচন্দ্রিকা ১৮৫, ২০০ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৫১৯ ভক্তিরত্নাকর ২২২, ৫১৮, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৭১ ভক্তিরসকল্লোলিনী ২৪৭, ৫৫৫, ভক্তিরহস্য-কণিকা ৪২, ১৮৩, ১৯৭, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫২৪, ৬১৩ ; ভগদত্ত ১৩০, ১৩১ ভক্তিসারপ্রদর্শনী ৩৯৮ ভগবৎসন্দর্ভ ৩৭, ১৬৩, ১৭০, ৪৯৬ ভট্টনারায়ণ ৩৫৯ ভবভূতি ৩৫৯ ভবিষপুরাণ ১২০ ভরতমুনি ৩২, ৬৩, ১৯৫, ১৯৬, ২২৪, ২৬২, ৩২৪, ৩৯৭, ৭৭০, ৭৭৪ ভাগবতকণা (বিশ্বনাথ-কৃত) ৭০ ভাগবতামৃতকণা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত) ২২ ভাবপ্রকাশ ৩৯০ ভাবনাসারসংগ্রহ ২৭৬, ২৮৪ ভামতী ৫১০ ভারতকৌমুদী টীকা ১২২ ভারতযুদ্ধের কাল-সম্বন্ধে মতবাদ খণ্ডন ও স্থাপন ১৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ৫ ভাস্করবর্ম্মন ১৩০ ভাস্করাচার্য্য ৪৯১, ৭২৯ ভাস্কোদাগামা ৬৯৪ ভোজরাজ ৭৭৫, ৭৮৫ ।

মণিমঞ্জরী ৩২৮ মৎস্যপুরাণ—৬, ৭৬, ৭৭, ৮০, ১২৫, ১২৬, ১৪০, ১৪৯, ১৯৪, ২০০, ৬১৬, ৭৩০ মধুসূদন সরস্বতী ৭৪ মধ্বাচার্য্য ৭, ১৬৭, ২০৬, ২২৮, ২২৯, ৩৭৮, ৪০১, ৪১৪, ৪২১ ৭৮৫ 'মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার মতবাদ' ৪৭৩ মধ্ববিজয় ৩২৮ মধ্বভাষ্য ৫০০ মধ্ব-সম্প্রদায় ৪০২ মনুসংহিতা ৬০৩ মম্মটভট্ট ৩৬০ মহাকাল-পুরুষ ৩১৩ মহাকূর্ম্মপুরাণ ৪৬২ মহানারায়ণোপনিষদ্‌ ১২০ ; মহাপূর্ণ ৪১৪ মহাভারত-তাৎপর্য্য ৪৩৭, ৫০০ মহামন্ত্র ৩৬৮ মাঘ (কাব্য) ১১৭, ৩৫৯, মার্টিন লুথার ৫১৯, ৬৯৫ মাধবমহোৎসব ৫৪৪ মাধবাচার্য্য (শ্রীনিম্বার্কীয়) ৪০৯ মীরাবাঈ ২৭০, ৮০৫ মুকুন্দমালাস্তোত্র ২২৮, ৭৫১ মুক্তাচরিত ৫৪৪, ৬৯১ মুণ্ডক ৫, ৩৭, ১৪৩, ১৯৬, ২০২, ৬৬৪ মুকুন্দ গোস্বামিপাদ ১০৮, ১৯১, ২৭৮ মৈত্রায়ণীউপনিষৎ ১৪৩ মৃণালকান্তি ঘোষ ২৪৯ মোক্ষশৃঙ্গার ৭৭৭ মোহমুদ্গর ৩২৬ ।

যমুনাষ্টক (শঙ্কর) ৪৪৩, ৭১৭ যাদবেন্দ্র পুরীপাদ ২৮, ৩৯৪ যামুনাচার্য্য-পাদ ২২৬, ৩৮৯, ৪১৪ যীশু ৩০৯ যুগাবতারত্ব-খণ্ডন ৮৯ যোগদর্শন ৪৯৬ ।

রংপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ৫১৯ রঘুপতি উপাধ্যায় ১৭৭, ৫১৯ রসপ্রস্থান ৩২৪, ৩৬৪ 'রস'-ব্রহ্ম ১৬৩, ১৬৫ রসার্ণবসুধাকর ৭৪৮ রসিক ব্রহ্ম (রসব্রহ্ম যিনি) ১৬৪ রসিকসম্প্রদায় ৩২৪, ৩৬৪ রসিকাস্বাদিনী ১৮৫ রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী ১৮৫, ২০০, ২৭৯ রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা-টীকা ২৬ রাজতরঙ্গিণী ১২৮, ১৩২ রাজবিষ্ণুস্বামী ৪১৪ রাজা নরনারায়ণ ৫২০ রাজা স্বর্গনারায়ণ ৫২০ রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী ২৭৮, ৪০৯, ৬৮৫, ৮০০ রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ ৫৬৯, ৭১৭ রাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা ১৭০, ২৭৫, ৪৬৮, ৭১৬, ৭৩১, রাধাবিনোদ গোস্বামী ২৬১ রাধামোহন ঠাকুর ৮০১ রাধারসসুধানিধি ৭১৮ রাধাষ্টক ২০৯, ২৭৯ রামদয়াল মজুমদার ১১৯ Ramsay Muir ৬৯৪, ৬৯৫ রামানন্দ স্বামী ৩১৪, ৩৮৫, ৪০৭রামানুজাচার্য্য ৬৭, ৭৪, ৮৫, ২০৬, ২২৬, ৩১৩, ৩৭৮, ৪১৪ রামানুজ-সম্প্রদায় ৪০২ রামায়ণ ২২০, ৩৮৬ (The) Revised Chronology of Kasmira Kings ১২৮ রুদ্রভট্ট ৬৩।

লক্ষ্মীধর ৭৬৯, ৭৮০ লক্ষ্মীনারায়ণ বেজ বড়ুয়া ৫১৯। লঘুমঞ্জুষা (শ্রীনিম্বার্কীয়) ৭৫২ ললিতবিস্তর ২০৮, ৩১২ ললিতবিস্তর ২০৮, ৩১২ ললিতমাধব নাটক ৫৪৩ (The Life and Teachings of Sir Madhvacharyar—C. M. Padmanabha Char B. A. B. L. ৪৭৩, ৪৭৪ লালদাস ১৮১ লীলাব্যাস ৪৭৫ লোচনদাস ঠাকুর ১০৬, ১৮৭, ১৯৬, ২০০, ২৭২, ২৮২, ২৮৫, ৬৭৫, ৬৭৯ লোচন-রোচনী ৬৪।

শচীনন্দনবিলক্ষণ-চতুর্দ্দশকম্ ১৮৬, ২০৫, ২৫৩, ২৮৮, ৫৩৮ শচীনন্দনাষ্টকম্ ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ৫৩৯ শঙ্করদেব ৫১৯ শঙ্করদেব (গ্রন্থ, বেজ- বড়ুয়া) ৫১৯; শঙ্করভাষ্য ৫১১ শঙ্করাচার্য্য—৬৭, ৭৪, ১৪৩, ২০৩, ২০৬, ২০৮, ২৫১, ৩১৩, ৩৭৮ শঙ্করবিজয় ৩৬৫ শঠকোপ ৪১৪ শতপথ- শ্রুতিমন্ত্র ৬৩৪ শব্দকল্পদ্রুম (অভিধান) ১১৭ শব্দরত্নাবলী ৪৩৮ শাণ্ডিল্যসূত্র ৬৭, ৬২৫ শিক্ষাষ্টক ৩৫৬, ৩৬৮ শিবানন্দ সেন ১৫৩ শিয়ালী ভৈরবী ৩৭১ শিল্পশাস্ত্র ৪৯৬ শীঘ্র-বোধ ব্যাকরণ ৪০৫ শুকদেব (নিম্বার্কটীকাচার্য্য) ১১৮, ৩৪২, ৪০৯ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ৫০৩ শৃঙ্গারতিলক ৬৩ শৃঙ্গার-প্রকাশ (ভোজদেব) ৬৩, ৭৭৬, ৭৭৭। শৃঙ্গাররসমণ্ডন ৭৫৫ শৃঙ্গেরী ৩২৫, ৩৭১ শেষশায়ী ২৯৩ শ্যামানন্দ ২৮৪ শ্যামানন্দশতক ৪১৯ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম ৫৩৯ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রপুরী ৪৮০ শ্রীক্ষেত্র (গ্রন্থ) ৭০২ শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব (গ্রন্থ) ২৭৩ শ্রীশ্রীধর স্বামী ২৯৪, ৩৭৯, ৩৯৫, ৪২০, ৪২২ ৭৭৯ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ৩৬৮, ৬৮৯, ৬৯০ শ্রীনাথজী ৪১০ শ্রীনিবাসাচার্য্য ২৪৭, ২৮৪, ৪৭৭ শ্রীবচনভূষণ ৪৪৩ শ্রীভাষ্য ৩১৩ শ্রীরঙ্গম ৩১৩, ৩২৫, ৩৭১ শ্রীহর্ষ

৩৬০ শ্বেতাশ্বতর ৫. ৩৭. ১৫০, ১৬৬, ২০১, ২২৬, ৪৯৯।

ষট্পদী-স্তোত্র ৫০৬ ষট্সন্দর্ভ ৬৮৬ ষড়্গোস্বাম্যাষ্টক (শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু) ৩৫১ ষড়্দর্শন ৪৯৬ ষড়্ভুজমূর্ত্তি ৬৯৯-৭০২।

সজ্জনতোষণী পত্রিকা ৫১৯ সতীশচন্দ্র রায় ১১৮ সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫১৯ সদাশিব কবিরাজ ১৮৫, ১৮৬, ২০৫, ২৫৩, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৮ সনৎকুমারসংহিতা ৭১৭ সনাতনমিশ্র ২৮৫ 'সম্প্রদায়-বিচার' (গ্রন্থ) ৪০৯ সম্মোহনতন্ত্র ৭১৭ সর্ব্বজিত ৩৫৮ 'সর্ব্বজ্ঞ ৩৫২ সর্ব্বজ্ঞযতি ৩৫২ সর্ব্বমূল (শ্রীমধ্ব) ৪৭২ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ৭৭৫ সহস্রগীতি by N. K. Ayyangar ৪৭২, ৭৪৭, ৭৪৮ সাকর মল্লিক ৬৭৯ সাধন-দীপিকা ৩৩৭, ৬৮৫ ৮০০ সামবেদ ৭, ২০১, ২২২, সার উইলিয়ম জোন্স ১৩২ সারঙ্গরঙ্গদা টীকা (বলদেব-কৃত সং ভা টীকা) ১২২ সাহিত্যদর্পণ ৬৪, ২২৩, ৩৬০ ৩৯৭,৩৯৮,৭৫১,৭৬৬ সিদ্ধপ্রণালী ৮০৯ সিদ্ধার্থ ৩১২ সিদ্ধান্তপ্রদীপ-টীকাচার্য্য ৩০৩, ৭৫৩ সিদ্ধান্তরত্ন ১৭০ সুদেব ৭৮০ সুধন্বা রাজা ৩১৩ সুবোধিনী ৪০৭, ৪৮৫, ৭৬৬ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ ৩৮৬,৩৮৭ সুরেশ্বর ৩১৩ সেণ্ট লুক ৩০৯ সোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা ২৭, ১৩৪, ১৭৩, ১৭৫,১৭৭,১৮১, ২১৩, ২৩০ সৌপর্ণপুরাণ ২২৭ স্কন্দপুরাণ ৭৬, ৮০,১১৪, ১১৬, ১২০, ১৪০, ২২৩,২২৭,২৩৮,২৪৩,২৫০, ৩৯৩, ৬৮৭ স্তবমালা ৬৯১ স্তবাবলী (প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্যস্তোত্র)২১৯, ৭১৯ স্বকীয়া ও পরকীয়া সিদ্ধান্ত ৭৯৪ স্বধর্ম্মাধ্ববোধ (নিম্বার্কীয়) ৪০৭ স্বনিয়মদশকম্ ৭১৯ স্বরূপগোস্বামিপাদের কড়চা ৭৪৩ স্বরূপাচার্য্য ৪০৯'স্বেচ্ছয়া লিখিতম্' শ্লোক সমালোচনা ৭৯৮-৮০০ স্মৃতি-প্রস্থান ৩৬৪।

হরিগুরুস্তবমালা (নিম্বার্কীয়) ৩০২ হরিদাসদাস বাবাজী ২৭৬, ৫৩৩, ৫৩৪, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ২০২, ৩৬০ হরিনামামৃত ব্যাকরণ ২৫১, ৭২৭ হরিবংশ ৭৭, ১১৪ ১১৬, ১২০, ২২০, ২৬০, ২৬১, ৩৭৮, ৫৫৩ হরিব্যাস দেব ৪০৮ হরিভক্তিতত্ত্বসার-সংগ্রহ ৩৫২ ৫৩৯; হরিভক্তিবিলাস ১৫৮, ২২৭, ৩২৩, ৩২৩, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৮০, ৬৭০, ৬৮২, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৭৫১ হরিভক্তিসুধোদয় ২৮, ৩৮৮, ৩৯৩, ৬০২, ৭৬৭ হর্ষবর্দ্ধন ১৩০ হস্তামলক ৩১৩ হিন্দী ভক্তমাল ৪০৭ Hymns of the Alvars—by J. S. Hooper ৪৭২ (The) History of Medieval Vaishnavism in Orissa৫২২ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৩০ Henry VII ৬৯৪ হেমচন্দ্র ১৯৫ হোসেন শাহ (বাদসাহ) ২৯৭, ২৯৮হ্যারল্ড ৭৩০।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি

"শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা" ও "শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা-সম্বন্ধে"

আশীর্বাদ ও অভিমত

শ্রীমদ্ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ শ্রীগোবর্দ্ধন—শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং শ্রীগৌর-পরিকর আচার্য্যবৃন্দের সিদ্ধান্তানুসরণে সর্ব্বত্র প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শ্রীনাম-সম্বন্ধে অনেক জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা-সাধন এবং আচার্য্যপাদ-গণের আস্বাদন-সহ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নামমালার সমাহরণ এই গ্রন্থের উজ্জ্বল ও অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। আমার বিশ্বাস, 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা" গ্রন্থখানি যিনি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনন করিবেন, তিনি পরম লাভবান্ হইবেন।

শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজী মহারাজ (ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রী প্রাচ্য নব্য ন্যায়াচার্য্য, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-তর্ক-তর্ক-তর্ক বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ বিদ্যারত্ন), শ্রীবৃন্দাবন—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামমালা'সহ শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। অভূতপূর্ব্ব গ্রন্থ। নামতঃ 'কণিকা' হইলেও 'ভূমা'। শ্রীশ্রীরূপপাদের শ্রীশ্রীনামাষ্টকের ইহাই প্রকৃত মহাভাষ্য। সিদ্ধান্তকুসুম-সমূহের সঞ্চয়নে গ্রথিত নৈপুণ্যগুণাদিসূচক এই অনুপম বৈজয়ন্তীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌগন্ধ্যে ভক্তবৃন্দ চিরদিনই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। নিরপেক্ষভাবে বাস্তব শিবদ বস্তুর পরিবেশনে আপনিই অগ্রণী। গৌড়ীয় গোস্বামিবৃন্দের নিবাসস্থলী ব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রের সুপ্রকাশ সংকীর্ত্তন জনসাধারণেরও স্বভাবসিদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ বস্তু। শাস্ত্রীয় বিধির অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রেরণার কথা কদাপি কাহারও মনে উদয়ই হয় না। তথাপি এতদ্বিষয়ে গ্রথিত সূক্তিসমুদয়ই তর্করসিকগণের আনন্দবিধানে পর্য্যাপ্ত হইবে। শ্রীরাধাষ্টমী ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমদ্ অজিতকুমার গোস্বামী মহোদয়, শ্রীগৌরীদাস মন্দিরের সেবাইত, শ্রীপাট অম্বিকা, কালনা—

আপনার অমর-লেখনী-সম্পাদিত শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা—৪র্থ পুষ্প "শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-কিরণ-কণিকা" গ্রন্থখানি আস্বাদনে মনে পড়িল, মিছরীর যেমন সবটাই

মিষ্ট হইলেও মিছরীর একটা মস্ত বড় তালকে মুখে লইয়া আস্বাদন অসম্ভব ; কিন্তু উহা ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হইলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারও আস্বাদনে আনন্দ হয় ; আবার এই মিছরীর টুক্‌রার মধ্যেও ছোট বড় ভেদে বালক ও যুবকের গ্রহণের সুবিধা হয়, ঠিক সেইরূপ শ্রীভগবৎপ্রেম-ভক্তি-প্রাপ্তির আনন্দ-পরিচয়রূপ বৃহদ্ বস্তুকে আপনার অক্লান্ত পরিশ্রম যেরূপ ছোট ছোট উদাহরণ-সহযোগে সরল ও ক্ষুদ্রাকৃতি করিয়াছে এই গ্রন্থ-মধ্যে,—তাহাতে আমার ন্যায় সাধনভজনহীন হইতে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম সাধক পর্য্যন্ত সকলেরই পক্ষে ইহা মহা উপকারী ও গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের মনে হয়, এই গ্রন্থ-মধ্যে 'নামাভাস ও নামোদয়ারাম্ভ' অধ্যায়টি নবীন-নবীনাদের পক্ষে পরম উপকারী ; কারণ এই দুই বস্তুর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অনেক স্থানেই না পাওয়ায়, গোড়ায় গলদরূপে ভুল ধারণা লইয়া অনেকে সময় সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া অনেকেই সাধনপথের প্রারম্ভেই অন্ধকার গর্ত্তে পড়িয়া যান। আমি আশা করি সর্ব্বস্তরের ব্যক্তির নিকটেই এই শ্রীগ্রন্থ-খানি অতীব গ্রহণযোগ্য হইবে। শ্রীবৃন্দাবনলীলার প্রিয়নর্ম্মসখা শ্রীসুবল, কলিযুগে শ্রীগৌরলীলায় যিনি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর নামে পরিচিত হইয়া শ্রীপাট অম্বিকায় নিজ প্রেমডোরে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই প্রভু শ্রীগৌরীদাস-চরণে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপে শুদ্ধশাস্ত্র-ব্যাখ্যাসহ মহাজনগণের নির্দ্দেশিত পথ প্রদর্শন করাইয়া জগতের মঙ্গল করুন। ইং ১২।৩।৬২।

আচার্য্য প্রভুপাদ **শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী** এম্-এ, বিদ্যাভূষণ মহোদয়, হাওড়া—

পরম পুজ্যপাদ শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিচরণের শ্রীশ্রীনামাষ্টক উপজীব্য করিয়া পরম ভাগবত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাভাগ **'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কণিকা'**র সন্ধান দিয়াছেন। 'কণিকা' নয় পরামৃতপুর-তরঙ্গিণী। প্রতিটি পদের অনুধ্যানে শ্রীশ্রীনামাষ্টক যে ভাবনাধারায় উৎসমুখ উৎসারিত করিয়াছেন, উহা ব্রজরস-বিতরণ-চতুর শ্রীরূপাদের অপরিমেয় করুণার পরিচয় প্রদান করে। * * শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-

কণিকার অবাধিত দীপ্তি অন্তরের জাড্য, মালিন্য, সঙ্কোচ, সংশয়, বিপরীত ভাবনা, অসম্ভাবনা, অন্ধকার সম্যক্‌রূপে বিদূরিত করিয়া আনন্দপ্রোজ্জ্বল রসভাবনা-চাতুর্য্যে নৈশ্চিক জিজ্ঞাসুকে সংপ্রতিষ্ঠ করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভগবন্নামময় শ্রীভাগবতের যে অভিনব রূপ এই গ্রন্থের শেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, উহা ভাগবত-রসিকগণের চিত্তাহ্লাদকর—ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, এই নামাভিধান পরম পুরুষোত্তমের ভক্ত-মহিমা, ভক্তি-মহিমা, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও লীলার বর্ণনায় চিত্ত-চমৎকৃতির উদয় করিয়াছে। এই গ্রন্থরত্নের প্রচার, অধ্যয়ন ও অনুশীলনে জগতের সমগ্র মানবসমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। ইং ১৩।৯।৬২

শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা দর্শন করিলাম। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি শ্রীরূপপাদের গ্রন্থাবলী দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে। রসপ্রস্থান সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে ধারাবাহিক সমালোচনা কিন্তু আর এমন করিয়া দেখি নাই। শ্রীরূপের রসপ্রস্থান শ্রীগুরুকৃপার নিদর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট যেভাবে স্থাপনের নিমিত্ত গোস্বামিপাদগণেরর অন্যতম শ্রীরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বিচার-শৈলী রসিক-জনের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। সাধকজীবের সহিত ভগবদবতার-পরিকর-গণের সুপরিস্ফুট ভেদ নিরূপণ করিয়া সুযোগ্য গ্রন্থকার অহংগ্রহোপাসনার বিকরাল-গ্রাস হইতে রক্ষাকরিয়াছেন। উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী শ্রীভক্তিবিলাসবিশ্লেষণে তিনি যে রসভূমিতে সাধকমনকে উত্তীর্ণ করিয়াছেন উহা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বোপদেব, শ্রীমন্‌ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তিবাদী আচার্য্য হইতে শ্রীরূপপাদের ভাবনাবৈশিষ্ট্য রসপ্রস্থানে নবালোক প্রদর্শন করিয়াছে। যুগলশতক ও মহাবাণীতে শ্রীশ্রীরাধা-মহিমামাধুরী বর্ণনা শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের গৌরবগাথা। শ্রীবল্লভাচার্য্যের রাধাপ্রিয়তা সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য রসকবির রাধাভাবনা 'পর্য্যায়ক্রমে' বিচার করিয়া ব্রজলোকানুসারী রাগানুগা রসপরিপাটির এই রসপ্রস্থানকে প্রশস্ত করিয়াছে। ** শ্রীরূপানুগ ভজনপরিপাটি ব্যাখ্যায় সিদ্ধ-প্রণালীসেবা, নামাশ্রয়, আনুগত্য, শ্রীগুরুপরম্পরার গৌরব স্মরণ করাইতেছে।

'সমষ্টি মন্ত্রগুরুদেব' "শ্রীগৌরকৃষ্ণনামপ্রেমদাতা নিতাইচাঁদ" তাঁহার নিঃসীম করুণায় চিত্তশোধন ও ভক্তি উদ্গম করাইয়া থাকেন। স্বানুভবানন্দে গ্রন্থকার উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। * * অতি অদ্ভুত চরিত্র দয়ার ঠাকুর প্রভু নিত্যানন্দ কি ভাবে লীলা করিতেছেন, তাহা অবোধ জীবের অগম্য। শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের সম্পাদিত **শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্** দর্শনে তাহাই বারংবার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে। * * পরমভাগবত সম্পাদক মহোদয় ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের জীবনেতিহাস সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে তাঁহার নৈপুণ্য ও প্রতিভা বৈষ্ণবসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে তিনি যে বিচারমল্লতা প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা আলোচ্যগ্রন্থে নূতন নয় তাঁহার বিরচিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' প্রভৃতি গ্রন্থ সুগভীর আলোচনায় তাঁহার সজীব প্রাণের নির্ভীক অভিযানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মতবাদপ্রখ্যাপনের অহমিকা তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই, ঐতিহাসিক যুক্তি শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিদ্বদ্ অনুভব তাঁহার সিদ্ধান্তকে সুপরিস্ফুট করিয়াছে এবং নিরভিমানিতার দৈন্যোক্তি প্রতিপক্ষের হৃদয়জয়ে অপরিমেয় সামর্থ্যদান করিয়াছে ॥ গ্রন্থকার প্রবীণ হইলেও নবীনের সজীবতা তাঁহার মধ্যে এখনও বর্ত্তমান। করুণানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। ইং ১১।৬।৬২

ডক্টর **শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ নাথ** এম্-এ, ডি লিট্-পরবিদ্যাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর, কলিকাতা—

আপনার অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-কিরণ-কণিকা' একদিকে যেমন আপনার ব্যাপক অধ্যয়ন, অনুশীলন, গভীর গবেষণা, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণ-নিপুণতার পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনি, আপনার চিত্ত যে শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণির কিরণে সমুদ্ভাসিত, তাহারও পরিচায়ক। এই গ্রন্থখানি যে সুধীসমাজে বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইং ৩০।৫।৬২

শ্রীমৎ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহোদয়, নবদ্বীপ,—

আজিকালিকার দিনে গল্প উপন্যাসই সাহিত্যপদবাচ্য। প্রবন্ধ-নিবন্ধ বড় কেহ একটা

লেখেন না, লিখিলেও প্রকাশকেরা প্রকাশ করিতে চাহেন না। অপর কোন সহৃদয়ও কচিৎ কখনো এই সব লেখা ছাপাইবার খরচ দিতে উৎসাহী হন। যদিই বা কষ্টে সৃষ্টে কেহ এইরূপ লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার পাঠক পাওয়া যায় না। এ হেন দুর্দ্দিনে যদি দেখি এমন একখানি সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একান্ত উপযোগী, সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য, এবং পরমমঙ্গলদায়ক, তাহা হইলে আমাদের মত মন্দবুদ্ধি অধম দুর্গতগণের আনন্দের সীমা থাকে না।

সম্প্রতি আমার পক্ষে এইরূপ আনন্দলাভের এক শুভ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অহৈতুকী-করুণাপরায়ণ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্খী সুহৃদ্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চিহ্নিত সেবক শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্কলিত শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-কিরণ-কণিকা গ্রন্থখানি দান করিয়া আমার মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। স্বল্পপরিসরে এই গ্রন্থখানির পরিচয় প্রদান আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমার সে শক্তিও নাই। শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, গ্রন্থখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে শ্রীনাম-মহিমার এমন সুমধুর সুবিস্তৃত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পাঠের আমার সৌভাগ্য হয় নাই। মনের মধ্যে কত প্রশ্নই যে ছিল, ইদানীং এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার লোক বিরল হইয়া আসিতেছে, যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও হয় না; মনে হয় এই গ্রন্থ-পাঠে আমার প্রায় সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া গেল।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই কলির যুগধর্ম্ম, মানবের চরম ও পরমধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে বর্ত্তমান মানব-সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই ধর্ম্মই পৃথিবীর পরিত্রাণের এবং সর্ব্ব কল্যাণ লাভের একমাত্র অবলম্বন। ব্রজপ্রেম ইহার উপেয়। এবং শ্রীভগবন্নামসাধন ইহার একমাত্র উপায়। নাম-গ্রহণে যে কোন দেশ-কালের নিয়ম নাই, কোনরূপ অধিকারী-ভেদ নাই, গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে বিবিধ যুক্তিবিন্যাসে অতি সরল ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীনাম হইতেই যে সর্ব্বানর্থ নাশ হয় এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধির শুভোদয় ঘটে, গ্রন্থ-পাঠে যে কোন পাঠকই তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভক্ত, সাধক এবং পণ্ডিতগণের পক্ষেও যেমন, আমাদের মত সাধারণ পাঠকগণের পক্ষেও তেমনই গ্রন্থখানি সমান উপাদেয়।

মূল গ্রন্থখানি প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নামমালার বিশদার্থ একশত চৌদ্দ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলাম, কত অজানা বিষয় জানিলাম; কতরূপে যে উপকৃত হইলাম, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য। সর্ব্বসাধারণে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের সকল সন্দেহের নিরসন হইবে, বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে, নামে রুচি হইবে; আমারই মত তাঁহারা ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। একথা আমি উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি।

এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে বহু শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন হইয়াছে। শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণে এবং তাহা প্রকাশে প্রতি পদে গ্রন্থকারের অনন্যতা আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। তাঁহার লেখনী বহু প্রচলিত সংস্কারকে দূরীভূত করিয়াছে এবং বহু সুসিদ্ধান্ত স্থাপন পূর্ব্বক জনসাধারণের মঙ্গলসাধন করিয়াছে। নাম-মহিমার রত্ন-মঞ্জুষা এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমি গ্রন্থখানি বহুল প্রচারের সঙ্গে গ্রন্থকারের নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করিতিছি। এই দুর্দ্দিনে যিনি বা যাঁহারা এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় বহন করিয়াছেন, অথবা গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত আদি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন সেই সমস্ত বান্ধবগণের নিকট, আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। (১৩৬৯, ১৬ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় এই পত্রটির অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে)।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী মহোদয়, কলিকাতা—

বৈষ্ণব ভুবনমঙ্গলপরায়ণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আপনার ভিতর দিয়া সেই ভুবনমঙ্গলব্রত সাধিত হইতেছে। শ্রীনাম-চিন্তামণি-কণিকা পুনঃ পুনঃ পাঠেও পরিতৃপ্তি হইতেছে না—এমনই মধুর। কৃপা-রসে আমার মত জীবাধমের অশেষ সংশয়ের নিরসন ঘটিল। সিদ্ধান্তরাজি সর্ব্বশাস্ত্রসমর্থিত, আমার ন্যায় অধমের চিত্তেও ভগবৎ-

কৃপার স্পর্শ উজ্জীবিত হইল। এতদ্দ্বারা অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। মহাপ্রভুর এই কৃপার জয় কীর্ত্তন করিতেছি। ইং ২৯।১২।৬১

ডাক্তার আর ঘোষাল এম্-এস্-সি, এম্ বি, ডি টি এম্ (কলিঃ) ডি টি এম্ (লিভারপুল), কলিকাতা—

শ্রীশ্রীহরিদাসঠাকুর "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং"শ্লোক শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'নামের মহিমা শাস্ত্র-সাধুমুখে জানি। নামের মাধুরী ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥" মাদৃশ জীবাধমের নিকট একত্র গুম্ফিত নামের এতাদৃশ মহিমা ও মাধুর্য্য-নিচয় অতুল-করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের করুণাকণা। আপনাকে 'ভূরিদা' বলিয়াই জানিলাম।' ১৯ মাধব, ৪৭৫ গৌরাব্দ।

বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রচারিণী সমিতির সম্পাদক **শ্রীমদ্ বিনোদকিশোর গোস্বামী**, সাহিত্য-তীর্থ, পুরাণরত্ন মহোদয় কলিকাতা—

কলি-অহি-কবলিত বিষজালায় জর্জ্জরিত জীবের পক্ষে এই গ্রন্থ মণি-মন্ত্র-মহৌষধ-সদৃশ। 'নামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা' জীবের অহমিকার তিমির বিধ্বংস করিবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। চিন্তামণিনাম প্রেমতনু নামীর লাবণ্য-কিরণ-কণিকা ভিন্নাভিন্ন-সম্বন্ধে সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বাশ্রয়। নামের অনন্তপ্রভাবে জীবের জন্ম-জন্মান্তরের দুর্গতি নিবারিত হয় এই শ্রেয়ঃসংবাদ এই মহাগ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে সুলিখিত হইয়াছে। নাম-মহিমার সুসংহত বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে এভাবে বিশ্লেষিত ও বিলিখিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থশেষে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহের অপূর্ব্বত্ব ও বৈশিষ্ট্য, অর্থগৌরব-রসাভিব্যঞ্জনার চিন্ময় প্রকাশ আপনার ভাগবত-মনীষার এক অভিনব মৌলিক সাধন-সামর্থ্যের অভিব্যক্তি। গবেষকের অপরিমেয় অনুসন্ধিৎসা, ভক্তিবাদীর প্রগাঢ় অলৌকিক রসবিলাস ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সংস্থাপনের মহান্ প্রচেষ্টা এই মহাগ্রন্থের কলেবরকে উজ্জ্বল মধুর সাত্ত্বিক প্রসন্নতায় পূর্ণ করিয়াছে। ইং ২৬।৯।৬২।

ডক্টর **শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার** এম্ এ, পি আর এস্, পি এইচ্ ডি মহোদয়, পাটনা—

আপনার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে' যে পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতির পরিচয় পাইয়াছি, তাহা আরও সুন্দরভাবে এই মহাগ্রন্থের (শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-কিরণ-কণিকার) প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপনি প্রত্যেক প্রমাণের গ্রন্থ পাদটীকায় শ্লোক বা পৃষ্ঠা সহ উদ্ধৃত করিয়া গবেষকদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। * * * ৫১৫ পৃষ্ঠায় হরিনামের বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ আনন্দ পাইলাম। ৫২৭ পৃষ্ঠায় পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা মাতৃসমা রমণীগণের অনুকরণরূপ কুঞ্জসেবা-প্রাপ্তি চিন্তার কথা বলিয়া আমাদের ন্যায় অভাজনের পরম উপকার করিয়াছেন। * * আমি বৈষ্ণব সাহিত্যের একখানি ইতিহাস লিখিতেছি। আপনার উপদেশ আমার পক্ষে পরম হিতকর হইবে।

আপনার সম্পাদিত '**শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা**' গবেষকদের পক্ষে এক অমূল্য গ্রন্থ। বটতলার (যথা জেনারেল লাইব্রেরীর) ছাপা ঐ বই ভুলে পরিপূর্ণ। আপনি বহু পুঁথি দেখিয়া পাঠান্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * * ঐ গ্রন্থে বৈষ্ণবগণের পরিচয়-প্রদানকালে আপনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।

'**শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্টতারকাত্রয়**' গ্রন্থে শ্রীল সদাশিব-কবিরাজ-কৃত 'চতুর্দ্দশক' এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

আপনার 'শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা' আকারে ক্ষুদ্র হইলেও উপকারিতা-গুণে স্বর্ণমূল্যে ওজন করিবার যোগ্য। অতি সংক্ষেপে আপনি শ্রীরূপের সাধনার মর্ম্মকথা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইং ১৭।৫।৬২

* স্থানাভাবে আরও অভিমত প্রকাশিত হইতে পারিল না—প্রকাশক, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস।

সাময়িক পত্রের অভিমত

শ্রীনবদ্বীপপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীসংখ্যা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, শ্রীধাম নবদ্বীপ—

শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা—কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির প্রদেয় অনর্পিতচরী উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়ী ভক্তি শ্রীনামের দ্বারাই জগতে বিতরিত হইয়াছে—"তন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীৎ"। সেই নামচিন্তামণি শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক-সম্পুটে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীরূপের সেই সম্পুটের মুদ্রা উদ্ঘাটন করিয়া বেদ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র এবং অনুভবী মুক্তকুলের অনুভবসিদ্ধ উক্তির আধারে সুবৈজ্ঞানিক শৈলীতে শ্রীনামের অনুশীলন-সম্বন্ধে ভজনকারিগণের জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় পরিবেশন করা হইয়াছে। শ্রীনামের অঙ্গীত্ব-বিচার ও নামভজনবিষয়ে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্রীয় সুমীমাংসাপূর্ণ গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। শ্রীগোবর্দ্ধনস্থ শ্রীগোবিন্দকুণ্ডবাসী বর্ষীয়ান্ শ্রীমদ্ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ ইহার একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থে এক সঙ্গে শ্রীনামবিষয়ক সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য সম্পুটিত থাকায় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামাবলি ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা সহ অভিধানটি পরম মূল্যবান।

The Amritabazar Patrika, April 29, 1962

We are not aware of any other book on Sri Nam which can be compared favourably to the one under reference. Even those who are real seekers of truth are confronted with immensely difficult problems at the sight of apparently contradictory and conflicting slokas of Shastras. This book will help to solve all such problems and prove to be a guide to millions of people showing a new world of perpetual peace and tranquility.

The price of the book in our opinion, is nominal, having regard to the volume consisting of 692 pages and the nice printing and get-up. It has been stated that the price has been kept at low rate with a view to propagating God-Name. This shows the author's genuine faith in God-Name.

উজ্জীবন মাসিক পত্র চৈত্র ১৩৬৮ খড়দহ—

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্র বহুবার পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার অর্থ মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে যে এই রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহা ভাবিতে পারি নাই। পরম ভক্ত, আজন্ম-গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুরাগী ও আলোচক শ্রীসুন্দরানন্দ দাসজী আমাদিগকে এই নামামৃত পরিবেশন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীমৎ কান্তপ্রিয় গোস্বামিপাদ-লিখিত "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি" তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছে। নামের মহিমা সম্বন্ধে শ্রুতি. শ্রীমদ্ভাগবত ও সেই সম্বন্ধীয় বিবিধ টীকা, গোস্বামিপাদগণের লিখিত দার্শনিক ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমেই গোবর্দ্ধন-আশ্রয়ী পূজ্যপাদ শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজীর লিখিত ভূমিকা গ্রন্থ বুঝিতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। আর একজন গ্রন্থ-সমালোচকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমিও বলি "কয়েক ছত্র লিখিয়া কেমন করিয়া বুঝাইব কি দুশ্চর তপস্যায় এই বিদ্যাদান রচনা সম্ভব হইয়াছে"। মহাপ্রভুর কৃপা ভিন্ন এরূপটি হয় না। গ্রন্থপাঠে কত প্রকারে লাভবান হইয়াছি। * * * গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে উল্লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভগবন্নাম গ্রন্থের পরিশিষ্টে একত্র করিয়াছেন এবং এই নামমালার পার্শ্বে স্বামিপাদ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীবপাদ ও চক্রবর্ত্তিপাদ প্রমুখ টীকাচার্যগণের বিচিত্র আস্বাদনযুক্ত ব্যাখ্যা সমূহ" সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

'সুদর্শন'—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-সংখ্যা, ১৩৬৯, কলিকাতা—

'বহু-বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীসুন্দরানন্দ দাস গৌড়ীয়পণ্ডিতসমাজে মধ্যমণিস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, বিচার-বিশ্লেষণের নিপুণতায়, শাস্ত্রের জটিল স্থানসমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপরতায় তিনি তাঁহার গ্রন্থসমূহে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। তাঁহার গ্রন্থসমূহের এই অপূর্ব্বতা কি কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যেরই ফল? না, নিশ্চয়ই তাহা নহে। কারণ আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্রের বাক্যসকল বহু স্থানে স্ববিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—সেই সকল বাক্যের সামঞ্জস্য বিধান, শাস্ত্রের অন্তর্গূঢ় সত্যের উদ্‌ঘাটন সাধন-

লব্ধ অনুভূতি ভিন্ন কখনো সম্ভব নহে। আলোচ্য-গ্রন্থ পাঠেও একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে গুরুকৃপালব্ধা বেদোজ্জলা বুদ্ধি ভিন্ন তিনি এমন গ্রন্থ রচনায় সমর্থ হইতেন না। বিরাট এই গ্রন্থ। সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া নামের মাহাত্ম্য, নাম-সাধনের প্রয়োজনীয়তা এবং নামের অব্যর্থ ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি-প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। গ্রন্থালোচনার পর এমন কথা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে যে এ সম্বন্ধে আর কিছু জ্ঞাতব্য নিশ্চয়ই নাই—থাকাও সম্ভবপরও নহে। আমাদের এ সিদ্ধান্তের সহিত যদি পাঠক-পাঠিকাগণ একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ-রচনার সার্থকতা যে কি এবং কত বড় তাহা বলিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে। শাস্ত্রোক্ত 'ভূরিদা' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা আমরা গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার এই মহান দান আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করতঃ মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

'যুগান্তর' ১৬ই বৈশাখ ১৩৬৯, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৬২—

দার্শনিক পণ্ডিত ও প্রবীণ বৈষ্ণব-গ্রন্থকার শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত ভগন্নাম-বিষয়ক সাতশতাধিক পৃষ্ঠার আলোচ্য গ্রন্থখানিকে আমরা স্বাগত জানাই। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টককে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি রচিত। শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মূল ভিত্তিস্বরূপ। তাঁহার রচিত বিপুল রসপ্রস্থান অলৌকিক রসপিপাসুগণের পরম উপজীব্য। স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপামৃতে অভিষিক্ত শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টপূরক প্রেমোজ্জ্বল ভক্তি ও রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ব্রজের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের ভজন-পদ্ধতি প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণনামের মূল সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরূপের আশ্রয়ে এবং মঙ্গলসূত্রে গ্রথিত হওয়ায় আলোচ্য গ্রন্থখানি সুসিদ্ধান্তের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের নিজ বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব প্রোজ্জ্বল। শ্রীরূপের সূত্র হইতে সেই সকল সিদ্ধান্ত আকর্ষণ করিয়া সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার ঐ সকলের যেন এক বিস্তৃত ভাষ্য করিয়াছেন; বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, স্মৃতি, প্রাচীন

আলোয়ারবৃন্দ, বিভিন্ন যুগের আচার্য্য, মহাজন ও সিদ্ধ পুরুষগণের শ্রীনামসম্বন্ধীয় উক্তি উদ্ধার করিয়া সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক কথায়, সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র ও মহদ্‌গণের আনুগত্যেই সর্বত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সুসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ শৈলীতে সাধ্য ও সাধনের তারতম্য নির্ধারিত হইয়াছে, কোথায়ও স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা ও অনুমান অনুসৃত হয় নাই। শ্রীনাম সম্বন্ধে প্রত্যেক ভজনার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুবিধ জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। প্রমাণ উদ্ধৃতি বিষয়ে গ্রন্থকারের অসাধারণ নিষ্ঠা ও সত্যানুরাগিতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী এমন কি পৃথিবীর প্রধান ধর্মমত সমূহ নামভজনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও স্বয়ং নামী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজ আচরণে ও শিক্ষায় নামসংকীর্ত্তনকেই পরম প্রয়োজন লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। একমাত্র ইহাই যুগধর্ম্ম; ইহা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই। নামভজনকারীর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্তব্য হইতেছে নামাপরাধ বিষয়ে সতর্ক থাকা। শাস্ত্রে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ ও প্রমাণ থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যথোচিত তৎপরতা দৃষ্ট হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থে এই নামাপরাধ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত পরম প্রধান নামভজনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এবং অমীমাংসিতপূর্ব্ব বহু জটিলসমস্যার শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ চূড়ান্ত মীমাংসা গৌরপার্ষদগণের সিদ্ধান্তের অনুসরণে নিরপেক্ষ ভাবে করা হইয়াছে। গোবর্দ্ধনবাসী ভজনানন্দী প্রাচীন বৈষ্ণবমহাত্মা শ্রীঅদ্বৈতদাস পণ্ডিতবাবাজী মহারাজ লিখিত ভূমিকাটি মূল্যবান। এই গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যক ও দার্শনিক পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সুগভীর সুদীর্ঘ সাধনা ও গবেষণার পরিপক্ক ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থের শেষে শ্রীধরস্বামী, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ প্রমুখ আচার্যপাদগণের টীকা সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগ-বতোক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নামমালার সমাহরণ এইগ্রন্থের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়। প্রচারাধিক্যের জন্য মূল্য যথেষ্ট কম ধার্য করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভজনশীল ব্যক্তির পক্ষে গ্রন্থখানি পরম সহায়ক হইবে।

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১	১৫	আপ্রকৃত	অপ্রাকৃত
„	২৪	হ্ইয়াছে	হইয়াছে
৫২	২২	হলাদিনী	হ্লাদিনী
৭১	৯	ভগবদভিমানী···	ভগবদভিমানী শ্রীঋষভদেব।
১৭৭	২২	আলাতচক্র	অলাতচক্র
১৯১	১৫	স্বরপ	স্বরূপ
১৯২	৯	স্বরপ	স্বরূপ
২২৯	১৫	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
২৩৭	১১	মাদনাখ্য-মহাভবাময়	মাদনাখ্য-মহাভাবময়
২৭২	১৫	অদভূত	অদভুত
২৭৮	১৬	শ্যামস্থর	শ্যামসুন্দর
৩৪২	২৩	সন্নাসাশ্রম	সন্ন্যাসাশ্রম
৩৫৪	১০	শ্রীমন্মমহাপ্রভু	শ্রীমন্মহাপ্রভু
৩৮৪	১৬	নিরস	নীরস
৩৯৮	১১	ব্রক্ষানন্দ	ব্রহ্মানন্দ
৪৫৪	১৭	শ্রীমধ্বা-বোপদেবাদি	শ্রীমধ্ববোপদেবাদি
৪৬৪	৬	হইয়াছে	হইয়াছ
৫৫৭	৫	যুগধর্ম্মে	কালধর্ম্মে বা কালপ্রভাবে
অভিমত (১)	৬	সুমীমাসা	সুমীমাংসা
„ (১)	১৮	সপ্রকাশ	স্বপ্রকাশ
„ (২)	১১	অনেকে	অনেক
„ (২)	২৫	শ্রীরূপাদের	শ্রীরূপপাদের
„ (৩)	৪	শেষভাবে	শেষভাগে
„ (৩)	১৪	গোস্বামিপাদগণেরর	গোস্বামিপাদগণের
„ (৯)	১৩	তথা	তথ্য
„ (৯)	১৫	ভাগবতাক্ত	ভাগবতোক্ত

মাত্র কয়েকটি সংশোধন প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ পাঠকালে অনুগ্রহ করিয়া অন্যান্য ভ্রম সংশোধন করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।